'ভ্রমর' নাটকে বারুণী পুষ্করিণীতে ঝম্পোনোদ্যত গোবিন্দলালের ভূমিকায়
অমরেন্দ্রন দত্ত

অমরেন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা

অভিনয়

সম্পাদক

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

—বার্তা সম্পাদক

নির্মল সাহা

—মফস্বল সম্পাদক—

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

—সঙ্গীত সহযোগী—

লালমোহন নাথ

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়

।দপ্তর।

অভিনয়, যোজনা প্রেস
১৩১, হরিশ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-২৬, ৪৭-৫৩৩৭

কলকাতায় রবীন্দ্র সদনকে স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে তুলে দেবার দাবীতে, মফঃস্বলে আরও মঞ্চ ও দর্শক তৈরীর আন্দোলনে এবং নাটক ও নাট্যকর্মীদের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের প্রতিরোধে 'অভিনয়' বিশিষ্ট সহযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছে, করছে, করবে ॥

নির্দেশিকা

আমাদের কথা

শনিঠাকুরের নাট্যদর্শন (কার্টুন)

একাঙ্ক ॥ একনায়ক । স্মরজিৎ দত্ত ১১৭১

একাঙ্ক ॥ মা নিষাদ । মধুময় রায় ১১৯৭

একাঙ্ক ॥ হত্যার অধিকার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২২৫

একাঙ্ক ॥ এক জনের গপ্পো । চন্দন পালোধি ১২৫৯

শিশুনাট্য ॥ অথ দাঁড় পাল কথা । পাঁচুগোপাল দাস ১২৭৪

একাঙ্ক ॥ স্বর্গে সংস্কৃতি । রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ১২৮৫

একাঙ্ক ॥ বারাব্বাস । অমল রায় ১৭০১

একাঙ্ক ॥ কথা বলা পুতুল । জহর দাশগুপ্ত ১৭২১

একাঙ্ক ॥ ইন্দুস্বত্ব । উদয়ভানু ভট্টাচার্য ১৭৪২

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনপঞ্জী ১৩০৯

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনীত ও প্রযোজিত নাটক ১৩১৩

গ্রামোফোন রেকর্ডে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় ১৩২৬

অমরেন্দ্রনাথের উপন্যাস ॥ গল্প ॥ কবিতা ॥ প্রবন্ধ (তালিকা) ১৩২৬

অমরেন্দ্রনাথ রচিত নাটক ও নাট্যরূপের তালিকা ১৩২৭

অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত ॥ প্রযোজিত নাটক ও তার নাট্যকার ১৩২৯ / ১৫৬৩

অমরেন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধ ॥ নাট্য সাহিত্যে নবীনচন্দ্র ১৩৩১

অমরেন্দ্রনাথ রচিত কবিতা ॥ অশ্রু ১৩৩৫

অমরেন্দ্রনাথের লেখা গল্প ॥ নক্সা ১৩৩৭

নাটক ॥ অমরেন্দ্রনাথ রচিত পঞ্চরং—**থিয়েটার** ১৩৪৪

নাটক ॥ অমরেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত শেষ রচনা :

পঞ্চাঙ্ক নাটক—**'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট'** (সম্পূর্ণ) ১৩৮০

অমরেন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত চিঠিপত্র (অনুলিপি) ১৫৫৪

অমরেন্দ্রনাথের হিসাবের খাতা থেকে (অনুলিপি) ১৫৫৯

অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা ১৫৬১

অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে গ্রন্থ (তালিকা) ১৫৬৩

সেকালীন সমালোচকদের কলমে অমরেন্দ্রনাথ (সংকলন) ॥
সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৫৬৪

এ কালের ক'জন 'নাট্য ঐতিহাসিক'-এর দৃষ্টিতে অমরেন্দ্রনাথ
(সংকলন) ॥ রজত রায় ১৫৭৪

প্রবন্ধ ॥ মানুষ ও শিল্পী অমরেন্দ্রনাথ। নির্মল সাহা ১৫৭৯

প্রবন্ধ ॥ নাট্য প্রযোজনা ও অমরেন্দ্রনাথ। দীপক গোস্বামী ১৫৯০

প্রবন্ধ ॥ অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ। সুদাম রায় ১৬০৫

প্রবন্ধ ॥ প্রচারশিল্পী অমরেন্দ্রনাথ। শিশির বসু ১৬১০

প্রবন্ধ ॥ অমরেন্দ্রনাথ ও তাঁর নাট্য পত্রিকা। ডঃ অরুণকুমার মিত্র ১৬২৫

প্রবন্ধ ॥ নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ। ডঃ বীণা ঘোষ ১৬৩৬

প্রবন্ধ ॥ অমরেন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র। অমিতাভ রায় ১৬৫০

প্রবন্ধ ॥ অমরেন্দ্রনাথ ও দুটি নাট্য বিজ্ঞাপন। শঙ্কর ভট্টাচার্য ১৬৫৩

প্রবন্ধ ॥ নাট্যক্ষেত্রে অমরেন্দ্র-প্রতিভার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন।
হরীন্দ্রনাথ দত্ত ১৬৫৬

প্রবন্ধ ॥ অমরেন্দ্রনাথ ও তৎকালীন দর্শকসমাজ। অপর্ণা চৌধুরী ১৬৬৯

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবনীতে অমরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ
(সংকলন)। রথীশ সাহা ১৬৬৭

চিত্র পরিচিতি (চিত্র ১—চিত্র ২১) ১৬৭৪

নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মরণে। অমৃতলাল বসু ১৬৯৯

এদেশ / অন্যপ্রদেশ ১৭৫৯

মফঃস্বল সংবাদ ১৭৮৬

আলোচনা / পর্যালোচনা

কিং-কিং ॥ থিয়েটার কমিউন ১৮১০

পথের দাবী ॥ চারণিক ১৮১৩

যদিও সন্ধ্যা ॥ ইউ-টি-সি ১৮১৫

বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন ॥ দ্বান্দ্বিক (হাওড়া) ১৮১৮

বিদ্রোহী চার্বাক ॥ একটি দল ১৮২০

লেনিন কোথায়? ॥ পি-এল-টি ১৮২২
সমীপেষু ১৮২৬
নাট্যক্ষেত্রে নৈরাজ্য ১৮৪৩
[সাজান বাগান (যখন) শুকিয়ে গেল… ॥ বিচারকের অর্বাচীনতা ॥ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে চৌর্যবৃত্তি ॥ নাট্য অঙ্গনের সঙ্কট]
স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৩
'অভিনয় সংবাদ' ১৮৫৫
সতীর্থ সংবাদ ১৮৫৮
নিবেদন ১৮৬৮

['অভিনয়'-এর প্রস্তাবিত গ্রুপ থিয়েটার সংখ্যায় প্রকাশের জন্য নীচের প্রশ্নগুলির জবাব ২০শে জুলাই-এর মধ্যে 'অভিনয়' দপ্তরে পাঠিয়ে সংখ্যাটির প্রকাশনা সুনিশ্চিত করুন। সম্পাদক]

১) সংস্থার নাম, ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার তারিখ, প্রেরণা ও উদ্দেশ্য। ২) প্রযোজিত প্রথম নাটক। ১৯৭৩, ৭৪ ও ৭৫ এর প্রযোজনার বিস্তৃত বিবরণ (নাটকগুলির মূল বক্তব্য সহ) নাটক নির্বাচনে কোন কোন দিকে লক্ষ্য রাখা হয়? ৩) ৩১-১-৭৬ তারিখে সভ্য সংখ্যা ও তাদের বয়সের গড়। সক্রিয় সদস্য কজন? সভ্যদের মোটামুটি শিক্ষাগত পরিচয়। কোনও পেশায় নিযুক্ত নন এমন সদস্য কতজন? মহিলা সদস্য আছেন? নারী চরিত্রে কারা অভিনয় করেন? ৪) নাট্যকার পরিচালক মঞ্চ ও আলোকশিল্পী নিজেদের দলভুক্ত হলে তাদের পরিচয়। নাট্যকার দলভুক্ত না হলে অভিনীত নাটকগুলি সংগ্রহের উৎস কি? ৫) অভিনয় কোথায় করেন—প্রতিযোগিতায়/স্থানীয় হলে (হলের নাম ও বিবরণ) বা অন্য? 'কল শো' পান? ঐ বাবদ পাওয়া দক্ষিণার আনুমানিক বার্ষিক পরিমান কত? প্রযোজনা ব্যয়ের গড় পরিমাণ (প্রচার সহ প্রতিটি খাতে ব্যয় উল্লেখ করুন) ঐ অর্থ সংগৃহীত হয় কি ভাবে? ৭) একটি Production নামাতে বাস্তব অসুবিধা কি কি ৮) মহলা ঘর নিজস্ব না ভাড় (ভাড়া কত?)। সপ্তাহে ক'দিন মহলা দেন? ৯) মঞ্চসজ্জা পোশাক, আলো বা স্টেজ—সংস্থার নিজস্ব কোন সম্পদ আছে? থাকলে যথাযথ উল্লেখ করুন। কোনও পুরস্কার পেয়েছেন? ১০) সদস্যরা নাট্য প্রযোজনার তত্ত্বগত দিক সম্পর্কে জানতে আগ্রহী? কি ভাবে তাদের অনুসন্ধিৎসা মেটান হয়? কোন কোন নাট্যপত্রিকা (দেশী বিদেশী) পড়েন? পত্রিকাগুলি আপনাদের চাহিদা মেটায়? ১১) প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কোন পত্রিকায় সহযোগিতা পান? বড় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা কি? ১২) জাতীয় নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তা ও তার সম্ভাব্য রূপরেখা, নাটকে অশ্লীলতা, পাণ্ডুলিপির সেন্সার নীতি ও আনুষঙ্গিক বিঘ্ন, এবং সাম্প্রতিক নাটক-ফিল্ম ও যাত্রা সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে দু-চার কথা লিখে জানান ১৩) সামগ্রিক ভাবে গ্রুপ থিয়েটারের এবং বিশেষভাবে আপনার সংস্থার দীর্ঘস্থায়ী ও সাম্প্রতিক সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। সাধারনতঃ আপনাদের দর্শক কারা? আপনাদের দর্শকের রুচি এবং গ্রহণশক্তির তারতম্য বা পরিবর্তন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করুন। ১৪) অন্য কোন তথ্য যা ওপরে উল্লেখিত হয়নি।

বিশ্বের সংস্কৃতি লোকের সর্বোচ্চ কণ্ঠ—সংগ্রামী মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু পল রোবসন আজ আক্ষরিক অর্থেই স্তব্ধ হয়ে গেল। ক্রীতদাস কালোমানুষের রক্তে ভরা ধমনী নিয়েও যে খেলার মাঠে, মুষ্টিযুদ্ধের রিঙে, সঙ্গীত সভায় ও নাটকের মঞ্চে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা যায়, তারই দীপমান দৃষ্টান্ত রোবসন। তাঁব অনন্যতা দেখা গেছে সৃষ্টি ও জীবনচর্যার মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সততায। তাই শিল্পের অঙ্গনে দাঁড়িয়েই তিনি তাঁর বজ্রকঠিন অঙ্গীকার ঘোষনা করেছিলেন: "আমি জনগণের প্রতিদিনের সংগ্রামে সাথী ··তার সংগ্রামেব স্বার্থে—প্রয়োজন হলে—জীবন দিতেও আমি প্রস্তুত। এর জন্যে কারও কাছে কখনও ক্ষমাপ্রার্থী হবো না। সত্যেব জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আমি সঙ্কল্পবদ্ধ। ··পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যা আমাকে আমার এই সঙ্কল্প থেকে কিছুমাত্র টলাতে পারে।" পল রোবসন প্রকৃত অর্থেই তাবৎ বিশ্বের সৎশিল্পী ও সংগ্রামী মানুষের মৃত্যুহীন দিগ্‌দর্শন!

পল রোবসন-এব স্মৃতির উদ্দেশ্যে
'অভিনয়'-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

শোক সংবাদ

লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্রকুমার দে

যাত্রায় নবযুগের সূচনা করে ইতিহাস বন্দিত যে মানুষটি মফঃস্বল বাংলার স্বল্প-বিত্ত নাট্যকর্মীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, ১২ই মার্চ সকালে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে শুধু যাত্রা-জগত নয়—প্রগতি শিবিরের নাট্যকর্মীরাও মর্মাহত। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মঞ্চে তাঁর আবেগদীপ্ত ভাষণ আজও অনেক শ্রোতার স্মৃতিতে অমলিন। 'অভিনয়' পত্রিকার প্রতি ছিলো তাঁর গভীর মমত্ব বোধ, সম্পাদকমণ্ডলীর ত্রুটি নজরে পড়লে তিনি যেমন নির্দ্বিধায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন তেমনি কোনও বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন সবার আগে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। দেশ ও জাতি হারালো তাদের প্রিয় লোকনাট্যগুরুকে, আর আমরা হারালাম আমাদের এক অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী ও পথ-প্রদর্শককে। তিরস্কার বা পুরস্কারে অনমনীয় লোকনাট্যগুরুর আদর্শের প্রতি সনিষ্ঠ আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি রাখছে 'অভিনয়'-এর সম্পাদকমণ্ডলী।

•

ঋত্বিককুমার ঘটক

'কোন শিল্পই নিরালম্ব বায়ুভূত নহে, তাহার একটি বাতাবরণ আছে। ইহা মানবজীবনের সম্পর্কে আত্মীয়। সর্ব শিল্পই সৌন্দর্য্যনির্ভর, কিন্তু সত্যনির্ভর না হইলে শিল্প হয় না। সত্যনিষ্ঠা সর্বাগ্রে, তারপর সৌন্দর্য্যনিষ্ঠতা। ... আমরা সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত। কারণ বর্তমান দেশ-কাল-পাত্র বিচারে ঘৃণাই হইতেছে একমাত্র পবিত্র বস্তু।' (সম্পাদকীয়/অভিনয় দর্পণ/প্রথম সংখ্যা)। শুধু চলচ্চিত্রের নয়, নাট্যক্ষেত্রেরও প্রতিবাদী, বিদ্রোহী ও আপোষহীন সোচ্চার কণ্ঠটি মিলিয়ে গেল ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ তারিখে 'অভিনয়'-এর পূর্বসূরী 'অভিনয় দর্পণ'-এর প্রধান সম্পাদকরূপে ঋত্বিক ঘটকের উপরোক্ত বক্তব্য আজও গণ-নাট্যকর্মীদের প্রেরণার উৎস।

'নবান্ন' নাটকের অভিনেতা; ভাঙাবন্দর, দলিল, বিসর্জন, অফিসার, এ এবং জ্বলন্ত'র পরিচালক; দলিল, জ্বালা, সাঁকো, অফিসার, সেই মেয়ে ও জ্বলন্ত'র নাট্যকার এবং গ্যালিলিও চরিত্র ও খড়ি গণ্ডীর (অসম্পূর্ণ) অনুবাদক

ঋত্বিক ঘটক আমৃত্যু ছিলেন নাট্যকর্মীদের আত্মার আত্মীয়। 'অভিনয়' তাঁর প্রদর্শিত পথেই আজ নাট্যকর্মীদের প্রকৃত আস্থাভাজন হয়েছে—এ সত্য অকপটে স্বীকার করে সে যুগপৎ গর্বিত ও গৌরবান্বিত। তাঁর অকাল বিয়োগে আমরা স্বজন হারানোর ব্যথা অনুভব করছি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যশস্বী সাহিত্যিক হয়েও যাঁরা নটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন, সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। 'নতুন তারা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত নাটকগুলি কাহিনীর সুপরিকল্পিত কাঠামোর আকর্ষনে এবং আশ্চর্য সংলাপগুণে দর্শক-পাঠকের হৃদয় জয় করে। তাঁর মৃত্যুতে সাহিত্য জগতের সঙ্গে নাট্যজগতও ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

দ্বিজেন ঘোষ

সংগ্রামী তথা প্রতিবাদী নাট্যকারকদের নাটক প্রকাশনার দুরুহ দায়িত্ব নিয়ে দ্বিজেন বাবু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'যুগ সাহিত্য' প্রকাশন সংস্থা। অমায়িক ব্যক্তিত্ব, পরিশীলিত রাজনীতিবোধ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী এই মানুষটি নাট্য-আন্দোলনের এক আগ্রহী শরিক ছিলেন। ৪ঠা মার্চে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে নাট্যকর্মীদের সঙ্গে আমরাও স্বজন বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি।

দুর্গাদাস সরকার

সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা সূত্রে যাঁরা নাট্যকর্মীদের সহযোগী ভূমিকা পালন করেছেন 'মাসিক বাঙলাদেশ' পত্রিকার সম্পাদক, সদ্যপ্রয়াত কবি দুর্গাদাস সরকার তাঁদের অগ্রণী। নবীন সাহিত্যিক ও প্রগতিবাদী নাট্য-আন্দোলনের অকপট সাথী, এই নিরহঙ্কার মানুষটির অকাল-প্রয়াণ তাঁর স্নেহ-ভালবাসার শরিকদের কাছে আজও অবিশ্বাস্য অথচ নিষ্ঠুর সত্য।

শম্ভু সরকার

সালকিয়া তরুণ মিলন সংঘের সম্পাদক ও অভিনেতা শম্ভু সরকার বারোই মার্চ অফিস যাওয়ার পথে লরীর চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মাত্র ২৮ বছর বয়সে নিহত হয়। প্রয়াত শিল্পী 'মৃত্যুর অতীত' 'মাগো আর চোখের জল নয়' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যু, তার বন্ধু-স্বজনের সাথে আমাদেরও মর্মাহত করেছে।

অশোক সেন

নাট্যকার-পরিচালক ও নাট্য সমালোচক অশোক সেন ২১ মার্চ ৬১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে শিশিরকুমারের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রীসেন ১৯৫৬-৫৭-তে ব্রিটিশ ড্রামা লীগ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় ও পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৬৮-তে সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার লাভ করে রাশিয়া ও পূর্ব বার্লিন সফর করেন। পূর্ব বার্লিনে অবস্থান কালে তিনি ব্রেশ্‌ট ডায়ালগে যোগ দেন। 'অভিনয় শিল্প ও নাট্যপ্রযোজনা' তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ মাসিক বাঙালাদেশ পত্রিকায় 'শিলালি' ছদ্মনামে নাটক সম্পর্কে নিয়মিত লিখেছেন তাঁর অনূদিত/রচিত নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য : এ ডলস হাউস (ইবসেন), ওয়েটিং ফর গোডো (স্যামুয়েল বেকেট), আই হ্যাভ বীন হিয়ার বিফোর (প্রিষ্টলি), এ গুড পার্সন অফ সেৎজুয়ান, ককেশিয়ান চক সার্কেল, কলিকাতা ৪ঠা মে (ব্রেশ্‌ট), মহানায়ক লেনিন প্রভৃতি। রক্তকরবী ও রাজা সহ উপরোক্ত নাটকগুলির প্রায় সব কটি প্রযোজনা করে 'সান্ধ্যনীড়'। শ্রীসেনের মৃত্যুতে নাট্যক্ষেত্র তথা সংস্কৃতির আঙিনা থেকে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের তিরোধান ঘটলো।

রুবী দত্ত

মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী রুবী দত্ত ২৪ জানুয়ারী পরলোকগমন করেছেন। সুন্দরম্, থিয়েটার সেন্টার ও নটনীলা প্রযোজিত যথাক্রমে চার দেয়ালের গল্প, অলীকবাবু ও ষোড়শী নাটকে তাঁর সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় আজও অনেক দর্শকের স্মৃতিতে অমলিন। শ্রীমতী দত্তের পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি

'নাট্যকর্মীদের মুখপত্র 'অভিনয়' সেই তাজের ওপর কোহিনূর বসিয়ে আমাকে এক অভাবনীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন'। সম্বর্দ্ধনার প্রত্যুত্তরে লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্রকুমার দে ভাষণরত।

অভিনয় পুরস্কার বিতরণ ও গুণীজন সম্বর্দ্ধনা উৎসব, ১৯৭৬
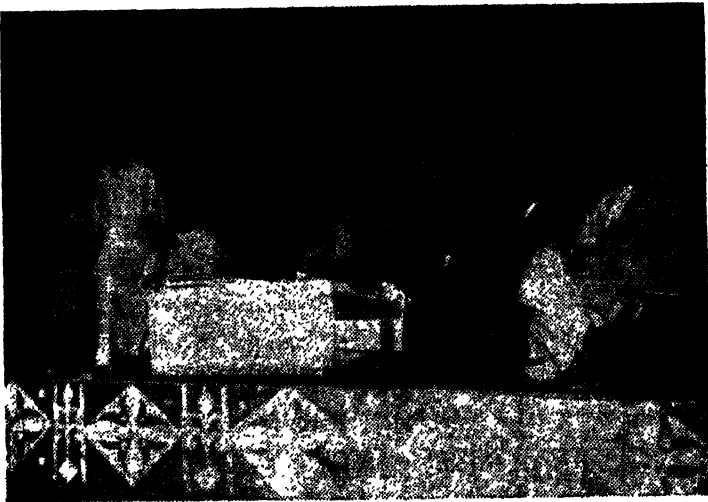
অনুষ্ঠানে মঞ্চে বাঁ দিক থেকে হরীন্দ্রনাথ দত্ত (বক্তৃতারত), ব্রজেন্দ্রকুমার দে, শঙ্কর ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, শিশির বসু ও পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

'অতীতকে অবজ্ঞা করে অথবা তাকে অবলুপ্তির অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে বর্তমানের সঠিক মূল্যায়ন কখনই সম্ভব নয়'। অনুষ্ঠান সভাপতি কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণরত। পেছনে 'অভিনয়' সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭৫-এর অপেশাদার মঞ্চে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার বিজয়িনী বেলা সরকার (সুন্দরম্) 'অভিনয় পুরস্কার' সহ।

ফটো : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ॥

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে...
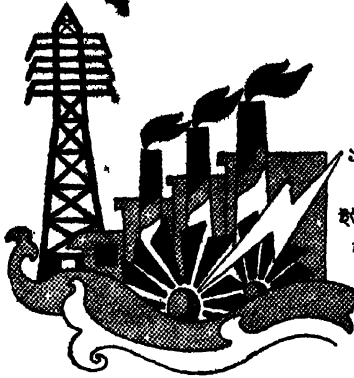
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ এই রাজ্যে কৃষি, শিল্প, রেলচলাচল, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এছাড়া, কলকাতার চাহিদা পূরণেও পর্ষৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতার বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবিলায় ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারটি ইউনিটকেই বছরের অর্ধেক সময় অবিরাম চালু রাখতে হয়েছিল। সাঁওতালডিহি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও ইতিমধ্যে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরাসরি আসছে ২২০ কেভি লাইনের মাধ্যমে। উত্তরবঙ্গে জলঢাকা কেন্দ্র নির্ভরযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে চলেছে।

প্রকল্প : ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডিহি—এ দুটি কেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়া কোলাঘাটে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ইউনিট স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। জলঢাকা ও কার্শিয়াঙের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ : ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১০,০০০টিরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই রাজ্যের ৭০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
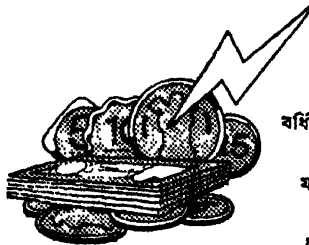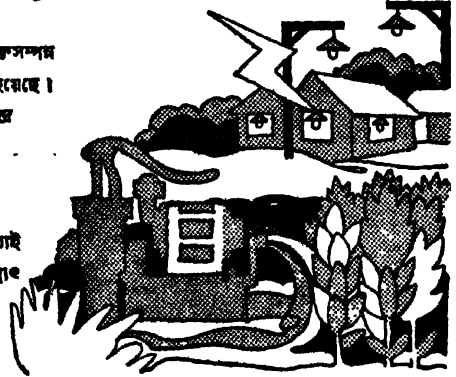
অর্থ : এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড়ের জন্যে পর্ষৎ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে জ্বালানী, মাশুল এবং অন্যান্য খাতে বর্ধিত ব্যয় সামাল দিতে বিদ্যুতের হার সংশোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঠিকমতো অর্থ যথাসময়ে পাওয়া যায়, তাহলে ৫ম পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে ১০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির কাজ সময়মতো শেষ করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

TCP/WBSEB312/75

অভিনয়

পঞ্চম বর্ষ ★ সংখ্যা ৪ ★ জানুয়ারী-এপ্রিল '৭৬

আমাদের কথা

প্রযোজনা-ইতিহাসের প্রথম দিকে দেখা যায়—মঞ্চে কখনও নাট্যকারের প্রাধান্য, কখনও বা প্রধান ভূমিকার অভিনেতার। নৃত্য-গীত-মঞ্চসজ্জা-আলোক-পোষাক-মেকআপ-প্রভৃতি উপাদান-উপকরণকে সমান মর্যাদা দিবার যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, তার ছত্রচ্ছায়ায় টোটাল থিয়েটারের আবির্ভাব একেবারেই আধুনিক ঘটনা। বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ দত্তই সর্বপ্রথম প্রযোজনার অচলায়তনখানি ভাঙ্গিয়া দিয়া টোটাল থিয়েটার সৃজনে প্রয়াসী হন। শিল্পের অগ্রগতির রীলে-রেসে এই সৃষ্টির পূর্ণ সাফল্যের দৌড়-কাঠিটাকে অবশ্য নাট্যাচার্য শিশির-কুমারের কর-স্পার্শের অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। তবু বিস্ময়ের কথা যে অমরেন্দ্র প্রয়াসের যখন শুরু, তখন বিলাতী টোটাল থিয়েটারের জনক, ফ্রান্স-গৌরব লুই বারোল, পৃথিবীর আলো দেখেন নাই। বারোলের জন্ম ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। তদুপরি অমরেন্দ্রের টোটালিটি-চিন্তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনীপ্রচার, নাট্যপত্রিকা-প্রকাশ, নাট্যশিল্পী-কর্মীদের পসার-প্রতিষ্ঠা, দর্শকের শিক্ষা ও স্বস্তি-বিধান, শিল্পী ও সাধারণ মানুষের মাঝে সেবা ও সহযোগিতার সেতুবন্ধন ইত্যাদি প্রচেষ্টা যুক্ত হওয়ায়, তুলনামূলকভাবে বারোলের ভাবনা-পরিধি গৌণ হইয়া পড়ে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে লোকশিক্ষার ব্যাপ্তি, ও মঞ্চের লোকপ্রিয়তা অর্জনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সমাজ-শিল্পী অমরেন্দ্রনাথকে পাইয়া আমরা গর্বিত, গৌরবান্বিত। এই বিশেষ সংখ্যায় 'অভিনয়' মূলত নির্ভীক অমরেন্দ্রের জীবন ও সৃষ্টির পরিচয়-দর্পণ রূপে প্রকাশিত হইলো, এই নাট্যরথীন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যায় এ যুগের কিছু নাটক-প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হইলো।

অমরেন্দ্র-দর্পণ রচনায় আমরা রমাপতি নামে খ্যাত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরীন্দ্রনাথের অশেষ সাহায্য লইয়াছি, বিশেষত তৎ-লিখিত জীবনেতিহাসের। বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা যাঁহারা বেদজ্ঞানে পাঠ করেন, আত্মীয়-রচিত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ'—বিষয়ে তাঁহাদের যে উন্মা-উন্নাসিকতা, আমরা সে সমূহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছি। এই দেশের, এই সমাজের অনাত্মীয়ের নিষ্ঠা-নিরপেক্ষতার লজ্জাকর দৃষ্টান্ত আমরা তো কম দেখি নাই। একাঙ্ক নাটকের জনকত্ব প্রচারে, 'রবীন্দ্র পুরস্কার' বিতরণে, সর্বোপরি ইতিহাসের বিকৃতি-সাধনে মহাজনদিগের বিভীষণী অপরুচি তো কোন হঠাৎ-ঘটা অভিনব ব্যাপার নহে। তাই পরজনের প্রতারণা ও পরিজনের নিন্দার উর্দ্ধে উঠিয়া যিনি মঞ্চের 'জাতির-দর্পণ' আখ্যাটি গৌরব-দৃপ্ত করিয়া তুলিবার মানসে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলেন, থিয়েটারের সেই নেপোলিয়ন নাট্য-ইতিহাসে হয় উপেক্ষিত, নয়তো নির্মমভাবে বিদ্রুপিত। সেই সঙ্গে অপমানিত সেই সব শিল্পী, যাঁহারা অমর-বিদায়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন: "কোথা সখা! পিতা! ভ্রাতা! গুরু! / অন্নদাতা! কই তুমি - কই!" ..

ইংরেজ-প্রচলিত শিক্ষার অপদেবতাকে অমরেন্দ্রনাথ কখনও সুনজরে দেখিতে পারেন নাই আপন যুগের শিক্ষিত, আত্মকেন্দ্রিক সমাজপতিদের বক-ধর্মিকতা ও সেবা-সংস্কার-বিলাসকে বারংবার কষাঘাত করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে বিস্মৃতির অতলে ডুবাইয়া দিবার অজস্র কারসাজি-কারচুপি তৎপর হইয়াছে। সমাজ-সমালোচনার নাটককে গিরিশচন্দ্র একবার 'নর্দমা-ঘাঁটা' সাহিত্য বলিয়াছিলেন। অমরেন্দ্র-সৃষ্ট সমাজসত্যের প্রহসনগুলিকে নস্যাৎ করিবার মনোবল এইভাবে পুষ্ট হইবার সুযোগ পাইয়াছে। তৎপূর্বে অবশ্য গিরিশচন্দ্রকে দৈব-মহিমায় মণ্ডিত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। একটি জ্যাঠা-সুলভ মেজাজ ছুঁড়িয়া হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে পর্যন্ত হার মানাইয়া অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন: "গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage —ইহার খুড়া-জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিলনা ... বাঙ্গলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনি" একাধিক পিতার দাবী কেহই করে না; কিন্তু একই ব্যক্তিকে খুড়া-জ্যাঠা-জনক ভাবিতেও আমাদের রুচিতে বাজে। অপরেশচন্দ্রের এই ছিঁড়িয়া-চেতনায় পঁচিশ বৎসর পূর্বেই কিন্তু 'বেঙ্গলী' পত্রিকা নাট্যদূত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর পরিচয় স্বরূপ লিখিয়াছিলো: "Father and founder of the Native Stage in Bengal, as well

as the first, foremost and unparalled master of the histrionic art."। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আপন গ্রন্থে অপরেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ ও বিনোদিনী-প্রতারণার ঘটনা দুইটি সযত্নে চাপিয়া গিয়াছেন। আর অতীব লজ্জার কথা যে, গিরিশ-অপরেশ প্রীতিতে আস্থাবান থাকিয়া আজ যাঁহারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অমরেন্দ্র-যুগের সন্ধান করিতেছেন, সেই সব গো-এযকমণ্ডলীর শিরোমণিদের পুরাতন পুঁথি-পত্রে অদ্ভুত অমর-মূল্যায়নের কোনো সশ্রদ্ধ প্রয়াস নাই। রবীন্দ্রভারতীর বঙ্গভাষার বিভাগীয় প্রধান অজিতকুমার ঘোষ মহাশয়ের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বহু আনকোরা অনুজ নাট্যকারের দীর্ঘ আলোচনার পার্শ্বে প্রসঙ্গক্রমে একবারমাত্র 'অমরেন্দ্রনাথ' শব্দটি উচ্চারিত। হাস্যরস বিষয়ে অজিতবাবুর গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে প্রহসন-প্রনেতা অমরেন্দ্রের উল্লেখ মাত্র নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কেবল 'হরিরাজ' নাটকের নাম করিয়াই মন্তব্য জুড়িয়া দিয়াছেন যে—"এগুলি সবই তাঁর রচনা কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।" এমনি হঠকারিতার সহিত ইনি কি বলিতে পারিবেন যে, 'বিশ্ব-পরিচয়'-আদি বহু পুস্তক রবীন্দ্র-নাথের লেখা নহে? কিন্তু নির্বিবাদে অমরেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরূপ সন্দেহ প্রকাশে অসিতবাবুর মাষ্টারমহাশয় ভাষাবিদ্ সুকুমার সেনেরও বাধে নাই, যেমন বাধে নাই মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার বিশ্বরূপা-বিজ্ঞাপনে তাঁহার ভাষা-বিদ্যাকে বন্ধক রাখিতে।

অপসংস্কৃতির পরশ্রী-প্রশস্তিতে আরেক প্রাগ্রসর ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য। তিনি অমরেন্দ্রনাথের রচনা 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' ও 'এসো যুবরাজ' প্রসঙ্গে নিন্দাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "ইহাদের কাহারও মধ্যে নাট্যকারের নিজস্ব মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। কেবল মাত্র দুই শ্রেণীর দর্শকের বিভিন্ন দুইটি মনোভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে"। উল্লেখ্য, নাট্যকারের এই নিরপেক্ষতা এই জাতীয় সমালোচকগণের একটি প্রিয় উপাদান; যদিও নিরপেক্ষতার ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অমরেন্দ্রনাথ দুইটি নাটকেই সমাজচরিত্রের শ্লেষাত্মক সমালোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্র ভারতীর আরেক প্রধান শম্ভু মিত্র, যিনি দলীয় মুখপত্র হিসাবে বহুরূপী নাট্য পত্রিকা প্রকাশের সূত্রটি অমরেন্দ্রের নিকট হইতেই ধার করেন, তাই অধমর্ণের চিরাচরিত রীতিতে লিখিয়া বসেন—"অভিনেতা তিনি কত়ো বড়ো ছিলেন জানিনা, কিন্তু থিয়েটার ক্ষেত্রে কিছু অশালীন বিজ্ঞপ্তি

আমদানি করে এই দত্ত মহাশয়টি খুবই বিশিষ্ট হয়ে আছেন"। হায়—হায়। মানুষের সঙ্গে, যুগের সঙ্গে যোগ হারাইলে এমনি করিয়া প্রলাপই বুঝি সম্বল হইয়া উঠে! তাই শিশিরকুমারকে গাল পাড়িতে পাড়িতে তাঁহার নামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের বহুরূপিতাও অনিবার্য হইয়া পড়ে। যুগের কথা ভুলিয়া সাধারণ মানুষের সহজ বোধ্য বিজ্ঞাপনী ভাষার স্থূলতায় যাঁহারা সত্যই পীড়িত, এ যুগের বেশ্যারূপা-প্রতাপে খুড়া-জ্যাঠাদের অভিজ্ঞান-পত্র লইতে দেখিয়া তাঁহারা নীরব থাকেন কী করিয়া? একটির সেতু পথে সহধর্মিনীর শিল্পীসত্তা বাঁচিয়াছে, আর অন্যটিতে স্ব-প্রচারিত সৎ-নাটকের দিক্‌চিহ্ন আঁকা হইতেছে বলিয়া কি? ইডেনে ক্ষুদিরাম-প্রমুখ বিদ্রোহী স্বদেশপ্রেমিকদের ট্যাব্‌লো রচনার পাশাপাশি বিদ্রোহ-ব্যঙ্গের 'চার অধ্যায়' মঞ্চস্থ করার চেয়ে অধিকতর অশালীন কর্ম আর কী হইতে পারে?

কিন্তু অমরেন্দ্রকে মসীলিপ্ত করিবার সর্বাধিক কৃতিত্ব বোধহয় বুদ্ধদেব-বন্ধু কবি অজিত দত্তের অমরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভাকে নিঃশেষে নস্যাৎ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"কুঁজোর চিৎ হয়ে শোওয়া যেমন, অমরেন্দ্র দত্তের পদ্য রচনাও তেমনি"। অমরেন্দ্র-রচিত প্রহসন-দর্পণে আপন পূর্বসূরীদের অপমান-সিকতার চিত্র দেখিয়া বিরক্তিভরে এই সব 'কদর্য রচনা'র স্রষ্টাকে গোপাল ভাঁড় বলিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছেন। আমাদের প্রশ্ন হইলো—অমরেন্দ্র সাহিত্যের নীট ফল যদি এই, তবে তৎকালীন পত্র পত্রিকা, দর্শক পাঠক-অভিনেতাদের উচ্চপ্রশংসার হেতু কী? সে সবের ষোলো আনাই কি তবে ঝুটা? প্রাক্ চল্লিশে প্রয়াত শিল্পী অমরেন্দ্র প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ বড়োদের বিরূপতায় বিভ্রান্ত হইয়া মন্তব্য করিয়াছেন "চল্লিশ বৎসরের পূর্বে মানুষের রচনা পরিপক্ক হয় না"। অথচ আমরা জানি যে, বরেণ্য কীটস-শেলী চল্লিশ ছুঁইতে পারেন নাই, রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট, মার্চ্যাণ্ট অব ভেনিস, মায় হ্যামলেট পর্যন্ত শেক্সপীয়ারের প্রাক্ চল্লিশ সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী এবং বিসর্জন, মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা এবং মেঘনাদ বধও তাই।

অমরেন্দ্রনাথের পক্ষে এইটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, তিনি সাহিত্য-বোধশূন্য হইলে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ দালিয়া-ভিত্তিক অমর-নাট্যরূপ 'জীবনে-মরণে' প্রকাশে অনুমতি দিতেন না; কৃষ্ণকান্তের উইলের অমরেন্দ্র-কৃত নাট্যরূপ 'ভ্রমর' নাট্যাচার্য শিশিরকুমার কখনও মঞ্চস্থ করিতে যাইতেন না। সে যুগের

'কাজের খতমের' 'ছেড়ে কলকাতা বোন্! হব পগার পার'। গানের কলি এ যুগের উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ারে' সম্পদ-হিসাবে সন্নিবেশিতও হইতো না, যদি কবিবর অজিত দত্তের সম্মান রক্ষায় অমর দত্তের কাব্য-বোধ আর কুঁজোর নির্বুদ্ধিতা এক হইতে পারিতো। কেবল মাত্র কর্মে নবীনত্ব প্রত্যাশী এই সব হ-য-ব-র-ল সমালোচক-ইতিহাসকারদিগের মূঢ়তা-ধৃষ্টতার নধর মুখে উপসংহার হিসাবে যাহা তুলিয়া ধরিতে চাহি, তাহা হইলো—'কাজের খতম' নাটিকায় এডিটারের একটি সংলাপ: "থিয়েটার তো আমোদের জিনিস, দাঁড়াও, অগ্রে দেশের দুঃখ দূর হোক, দরিদ্রতা নিবারণ হোক, তারপর আমোদের বিষয়ে মনোযোগ করা যাবে"। এই হতভাগ্য দেশের বাম-দক্ষিণ কোণের নেতাদিগের মৌলিক বিভ্রান্তিটি এই এডিটার চরিত্রে আশ্চর্য মহিমায় বিধৃত হইয়াছে। সমাজ-চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির অন্তহীন গভীরতায় মাখা এই কথাগুলি সেই সাহিত্যিকের কলমেই শুধু ফুটিতে পারে, যাঁহার সহিত দেশের ধমনীর সত্যকার যোগ, যাহার কাছে মানবপ্রেম-থিয়েটার প্রেম অভিন্ন, একাকার। তাই সংগ্রামী নাট্যকর্মীদের হইয়া শিশির যুগের ঘনিষ্ঠ পূর্বসূরী, দুঃসাহসী নাট্যকেশরী অমরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি রাখিতেছি॥

উত্তম আমাব এত কাছের যে কি বলব ভেবে পাচ্ছিনা।

—ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আমার ষাটের ওপর বয়েস হল, অভিনয়ের মাধ্যমে পুত্রাধিক স্নেহ কেড়ে নিয়েছে উত্তম।

—প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে যা অভিনয় করেছে তাতে বিস্ময় লাগে বৈকি!।

—হরিমোহন চক্রবর্তী।

আমার 'মামলার ফল', 'বিবস্ত্র স্বর্গ', 'উত্তম মধ্যম' নাটকে উত্তমের অভিনয় দেখে বুঝেছি ও আন্‌প্যাবালাল্‌।

—রবীন্দ্র ভট্টাচার্য।

আমাদের চোখের জল হ'ক মুক্ত—স্বচ্ছ-সুন্দর করে তুলি সংস্থাকে। কারণ তাই উত্তম চাইতো—সংস্থাব সভাবৃন্দ।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে
আমাদের ছোট্ট সভা
উত্তম বিশ্বাস
আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।
আমরা তার আত্মার
শান্তি কামনা করছি

আঙ্গিক গোষ্ঠী

আগামী জুন ও জুলাইতে অভিনয় করছে—

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

এই মন সেই মন

নির্দেশনায়—তুষার মজুমদার

আর

বুকফাটা কান্না নয়, দমফাটা হাসির নাটক

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

কেষ্টধনের কেরামতি

হাসির তুফান তুলতে ছড়ি ঘোরাচ্ছে—

ক্ষিতীন্দ্র রায়চৌধুরী।

আঙ্গিক গোষ্ঠী ॥ ৯নং প্রিয়নাথ মল্লিক রোড ॥ কলিকাতা-২৫

মঞ্চে দুই লাইনের লড়াইকে

এগিয়ে নিয়ে যাবার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায়

শৌভিক (দক্ষিণেশ্বর)

প্রযোজনা

নো পাসারাণ

ও

আগামী নাটক

নিজ বাসভূমে

পূর্ববর্তী প্রযোজনা

কেন না মানুষ

শববাহকেরা

জতুগৃহ

হে রাজবিদ্রোহী

নির্দেশনা—মনোরঞ্জন ঘড়া

যোগাযোগ কেন্দ্র :

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১, ডি, ডি, মণ্ডলঘাট রোড,

দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৫৭

শনিঠাকুরের নাট্যদর্শন

শনিঠাকুর রচিত ও চিত্রিত

নেপো ও নায়ক সংবাদ (বিচিত্রা)!

'পৌর অফিসাররা নাটক করছেন' শিরোনামে ৮ মার্চ (১৯৭৬) যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদ:

'...কলিকাতার পৌরসভার অফিসাররা 'কর্ণার্জ্জুন' অভিনয় করবেন ১৭ই মার্চ কলামন্দিরে কৃষ্ণের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করছেন পৌর পরিচালক...এবং কর্ণের ভূমিকায় কমিশনার ..। কেন্দ্রীয় পৌর ভবনের দেওয়ালে এবং রাস্তার দেওয়ালে ঐ নাটক সম্পর্কে প্রাচীরপত্র পড়েছে'

স্মর্তব্য: এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পৌর সভার বাজেট সংক্রান্ত সংবাদ থেকে জানা গেল ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বছরে অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির কাছ থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা পৌর নাট্যকর আদায় করা হবে।

গৈরিশ-নীতি যখন রাজ-নীতি !

গিরিশ যুগে এক মঞ্চ থেকে অন্য মঞ্চে অভিনেতৃদের ভাঙ্গিয়ে আনা হতো মোটা বোনাসের লোভ দেখিয়ে। সম্প্রতি এই নীতি জাতির 'সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে' ব্যাকুল (!) উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁরা চলচ্চিত্র ও যাত্রার মতো, পুরস্কারের বিনিময়ে অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির ওপরও কর্তৃত্ব বিস্তার করতে অধীর হয়েছেন।

যাত্রিক-এর

শরৎ জন্মশতবর্ষে শরৎ স্মরণে চারদিন ব্যাপী

নৈহাটিতে

— নাট্যোৎসব —

শরৎচন্দ্রের গল্প অবলম্বনে—

৬ই মে চলিষ্ণুর **পরেশ**

নাটক : তমাল দাস ॥ নির্দেশনা : ইন্দ্রজীৎ পাঠক

৭ই মে যাত্রিকের **অভাগীর স্বর্গ**

নাটক : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ নির্দেশনা : নিখিল ভট্টাচার্য

৮ই মে যাত্রিকের (শিশু বিভাগ) **লালুর পাঁঠাবলি**

নাটক : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ নির্দেশনা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

বিলাসী

নাটক : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ নির্দেশনা : নিখিল ভট্টাচার্য

৯ই মে শরৎচন্দ্রের মহেশকে মনে রেখে —

সপ্তর্ষীর

গফুরের প্রত্যাবর্তন

রচনা : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ নির্দেশনা : চন্দনসুবাস পাল

'একতারা'-র পূর্ণাঙ্গ নাটক

★ বিচার করুন ★

১৯৭৫ সালের বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম নেমেই বহু পুরস্কৃত।

'প্রতিরূপ' (পলতা) আয়োজিত প্রতিযোগিতা (২৬।১।৭৬)
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—'বিচার করুন'। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার / শ্রেষ্ঠ পরিচালক—
শম্ভু চৌধুরী ('বিচার করুন')

মহাদেশ পরিষদ' (কোন্নগর, নবগ্রাম) আয়োজিত প্রতিযোগিতা (১৭।২।৭৬)
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—'বিচার করুন'। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—শেখর বসু ('বিচার করুন')
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী— রত্না চ্যাটার্জী ('বিচার করুন')। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—
শম্ভু চৌধুরী ('বিচার করুন')।

কল্যানী ক্লাব (কল্যানী) আয়োজিত প্রতিযোগিতা (১৭ ৩।৭৬)
শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—'বিচার করুন'। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—অশোক চট্টোপাধ্যায়
('বিচার করুন')।

'একতারা'র আরো একটি বহু প্রশংসিত ও বহু অভিনীত পূর্ণাঙ্গ
"গায়ক যখন নায়ক"

একতারা। ২৩, ডাঃ পি, এন, গুহ রোড। বেলঘোরিয়া। কলিকাতা-৫৬

নাট্যক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী হামলার বিরুদ্ধে নাট্যদলগুলিকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চল্‌তে আহ্বান জানায়।

কালচারাল ইউনিট

মুন্‌সেফ্‌ পাড়া॥ বসিরহাট॥ ২৪ পরগণা।

পরবর্ত্তী প্রযোজনা ঃ

কাকদ্বীপের এক মা- উৎপল দত্ত।

রাত্রির তপস্যা— অমল রায়।

বারাব্বাস - অমল রায়

তখন রোম — এখন কলকাতা

থিয়েমাইম প্রযোজনা

গ্লাডিয়েটর

নাটক ও প্রয়োগ—উদয়ভানু ভট্টাচার্য

১০৭ই, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড। কলিকাতা-২৬

শোকাশ্রু হোক দুর্জয় প্রতিজ্ঞার জনক !

৩০শে জুনে শুধুমাত্র শিশিরকুমারের বৎসরান্তিক স্মরণ-সভা নয়, আগামী দিনের সঠিক ইতিহাস রচনার সবলতম হাতিয়ার হিসেবে মঞ্চের ইতিবাচক ভূমিকা প্রতিষ্ঠার শপথ নিন।

আমাদের সম্মিলিত শপথ চূড়ান্ত জয়েরই নামান্তর।

একনায়ক / স্মরজিৎ দত্ত

স্থান : জার্মানী ॥ কাল : ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সাল।

চরিত্র :— ডক্টর গোয়েবল্‌স...প্রচার মন্ত্রী ॥ রুডলফ...নাজী ছাত্রসঙ্ঘের নেতা ॥ গোয়েরিং...স্বরাষ্ট্র ও পুলিশ মন্ত্রী ॥ এ্যাডলফ হিটলার.. পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন ॥ জুলিয়াস যৌন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ॥ ডক্টর ফ্রানজ স্মিথ ..সঙ্গীত সমালোচক ॥ রোয়েম . নাজী ঝটিকা বাহিনীর প্রধান। দুজন রক্ষী এবং দুজন পোষ্টার বাহক ॥ মঞ্চ :— প্রয়োজনানুগ ॥ বিভিন্ন জোন-এ অভিনয় করাটা এক্ষেত্রে সুবিধের, সেইমত মঞ্চ পরিকল্পনাই বাঞ্ছনীয়।

[পর্দা উঠতেই দেখা যাবে পুরো মঞ্চ একেবারে অন্ধকার। একটি ছোট এবং জোরালো স্পট্ লাইটে হিটলারকে আবদ্ধ দেখা যাচ্ছে। খুব উত্তেজিত ভাবে কিছু বলার, বক্তৃতা করার মুকাভিনয় করছে হিটলার। ...জনতার উল্লাস ধ্বনি —'হেইল হিটলার'...আরো উচ্ছাসের শব্দ। শব্দটা থাকে কিন্তু আলোটা হিটলারের উপর থেকে সরে আসে। পশ্চাৎপট আলোকিত হয়ে ওঠে। আগুন জ্বলছে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ডক্টর গোয়েবলস, প্রাণখোলা হাসি হাসছে। আগুনের আলোয় তাকে সিলুয়েটে দেখা যাচ্ছে। ক্রমশ মঞ্চ আলোকিত হয়। আলো পড়তে দেখা যাবে নাজী ছাত্রসঙ্ঘের নেতা রুডলফ দাঁড়িয়ে, হাতে একটা লম্বা তালিকা]

গোয়েবল্‌স ॥ (সহাস্য) তাহলে রুডলফ বই পোড়ানো অভিযানে কোন সমস্যা হয়নি তো?

রুডলফ ॥ না ডক্টর গোয়েবল্‌স সমস্যা সৃষ্টি করার সাহস হয়নি কারো, তবে আমাদেরই কয়েকজন আইনস্টাইন, জোলা ওদের বই পোড়াতে আপত্তি করছিল। অবশ্য মৃদু আপত্তি—

গোয়েবল্‌স ॥ আপত্তি? মৃদুই বা হবে কেন, যেখানে চ্যান্সেলার হিটলারের আদেশ আছে, প্রচার মন্ত্রী এই ডঃ গোয়েবল্‌সের নির্দেশ রয়েছে সেখানে আপত্তি করার সাহস ওঠে কোথ্‌থেকে। ওরা কি জানেনা যে জার্মান সংস্কৃতিকে একেবারে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আমি তো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি এই ভাবে পুরোনো আবর্জনা শেষ করে দিতে হবে। জার্মান আত্মা আবার প্রকাশ করবে নিজেকে, নতুন ভাবে। এই আগুনের আলো

শুধু পুরোনো যুগের শেষ দিনগুলোকেই দেখাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না নতুন যুগের ওপর আলো পড়ছে ঐ আগুনের হল্‌কা থেকে ? ·· যাক্‌, কোন্‌ কোন্‌ লেখকের বই পোড়ানো হলো তার লিস্ট আনতে বলেছিলাম—এনেছো ?

রুডলফ ॥ এনেছি ডঃ গোয়েবলস্‌। এই তো সঙ্গেই রয়েছে।

গোয়েবলস ॥ হুঁ, পড়ো, শুনি কেমন লিস্ট বানালো।

রুডলফ ॥ জার্মান লেখকদের মধ্যে রয়েছে Thomas ও Heinrich Mann, Jakob Wassermann, Arnold ও Erich Maria Remarque, Albert Einstein, Alfred Kerr, Hugo Preuss.

গোয়েবলস ॥ Hugo Preuss ? খুব ভালো করেছে। এই লোকটা আমাদের Weimar Constitution তৈরী করেছিল। আর ঐ Constitution টাই জালিয়েছে সবচেয়ে বেশী—উহ্‌, ওর বই ছেড়ে যদি লোকটাকে পুড়িয়ে মারা যেত— ! যাক্‌গে, বিদেশী লেখকদের মধ্যে কার কার বই রয়েছে—

রুডলফ ॥ Jack London, Upton Sincliar, Hellen Keller, Margaret Sanger, H G. Wells, Havelock Ellis, Arthur Schintzler, Freud, Gide—

গোয়েবলস্‌ ॥ Good। তোমাদের একদিক দিয়ে সুবিধেই হলো—কি বলো ? বইয়ের মলাট অবদি পড়নি কোনদিন, কিন্তু বইগুলো পোড়াতে খুব ভালো লাগলো। পরীক্ষার কোর্স কতো কমে গেল।

রুডলফ ॥ (সলজ্জ কথা ঘোরায়) আর কোন Suggestion আপনার—

গোয়েবলস্‌ ॥ আর সব ঠিক হয়েছে তবে হ্যাভলক এলিস— ? (কুণ্ঠার স্বর) লোকটা Sex literature এ masterman। বয়সকালে সকলেই পড়ে। এখনো বহু বুড়োর বালিশের তলায় এলিসের বই না থাকলে ঘুম হয় না। তোমাদেরও নিশ্চয় —

রুডলফ ॥ (সলজ্জ) হাঁা সে কথা অবশ্যই ঠিক !

গোয়েবলস ॥ যাক্‌গে, দুঃখ কোরো না, sex literature নিয়ে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না। শুনেছ নিশ্চয়ই Der Stuermer কাগজটাকে পার্টি থেকে patronise করা হচ্ছে। সমস্ত কাগজ ছেড়ে এখন Voelkischer Beobatcher and Der Stuermer এই দুটোকেই জার্মানিতে patronise করা হবে। নতুন করে দেখবে Stuern er এ Sex কাকে

বলে। গ্রামে গ্রামে, শহরে-নগরে free পড়ানো হবে এই পত্রিকা।

রুডলফ ॥ কিন্তু এতে তো শুধু Crime আর Sex ?

গোয়েবলস ॥ হ্যাঁ Crime and Sex! তাই তো পড়তে হবে। (একটু ভেবে) জানো Crime & Sex যদি একটু বেশী পড়া যায় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কারা এসব crime এর পেছনে রয়েছে, কারা কারা আমাদের পুণ্য পিতৃভূমির শত্রু।

রুডলফ ॥ কিন্তু কমিউনিস্টরা, শুধু কমিউনিস্টরাই বা কেন আমেরিকাতেও নাকি এ ধরণের পত্রিকাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, কারণ এগুলো corrupt করে মানুষকে। ওখানে নাকি পুলিশ এসে এই সব পত্রিকা উঠিয়ে নিয়ে যায় স্টল থেকে, গ্রেপ্তার করে প্রকাশককে।

গোয়েবলস ॥ কমিউনিস্ট কিম্বা আমেরিকা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। মনে রেখ, আমরা যেটা করছি সেটা অনেক ভেবেই করছি— অনেক দিক ভেবে (শেষ কথাগুলো কেটে কেটে জোর দিয়ে। দরজার পাশ থেকে : গোয়েরিং ॥ আসতে পারি ? প্রবেশ)

গোয়েবলস ॥ আরে গোয়েরিং, আসুন আসুন। হঠাৎ আমার এখানে পায়ের ধূলো ?

গোয়েরিং ॥ হ্যাঁ একটু আসতে হল। দরকারে। (রুডলফকে দেখিয়ে) কি খবর ভালো ? (রুডলফ মাথা নাড়ে) কাজ হয়ে গেছে ? (রুডলফ গোয়েবলসের দিকে সপ্রশ্ন তাকায়)

গোয়েবলস ॥ হ্যাঁ, কাজ হয়ে গেছে ওর। তুমি এখন এসো। আর যে বইগুলো শত্রু মনে করো সব পুড়িয়ে ফেল। পরে সব দেখা যাবে। ... আচ্ছা এসো। (রুডলফ অভিবাদন করে প্রস্থান করে) বলুন মিঃ গোয়েরিং, কি যেন দরকার বলছিলেন ?

গোয়েরিং ॥ হ্যাঁ, দরকারটা আমার, আপনার, আমাদের সবার। আপনি রোয়েমের আর প্যাপেনের কথাবার্তা শুনেছেন ?

গোয়েবলস ॥ নাতো, ঐ বই পোড়ানো প্রোগ্রামে এতো ব্যস্ত ছিলাম—

গোয়েরিং ॥ বই পোড়াতেই থাকুন, এদিকে আমাদের সকলকে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা চলছে তার খবর রাখেন না আপনি !

গোয়েবলস ॥ আপনি অকারণে উত্তেজিত হচ্ছেন।

গোয়েরিং ॥ অকারণে নয়, আপনি বুঝতে পারছেন না এরা নিজেদের ক্ষমতার

সুযোগ নিচ্ছে। রোয়েম জানে সে ঐ কুড়ি লক্ষ SA-র ঝটিকা বাহিনীর Chief of staff, আর এই SAদের ওপর, ঝটিকা বাহিনীর storm trooper -দের ওপরই আমাদের নাজী পার্টিকে আর সবকারকে ভরসা করতে হবে। সুতরাং আমাদের উপর আক্রোশ ফলাতে গেলে ঐ চাবিটা ঘোরালেই যথেষ্ট।

গোয়েবলস্॥ কিন্তু ও এমন কি করেছে যে আপনি এতটা ভয় পাচ্ছেন?

গোয়েরিং॥ (আশ্চর্য্য হওয়ার স্বরে) ভয়? (দাঁতে দাঁত চেপে) ভয় আমি পাই না ডক্টর, সে আপনি জানেন। আমি শুধু ওর স্পর্দ্ধাটা দেখে যাচ্ছি। ও দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বলেছে এই ঝটিকা বাহিনীকে সৈন্যের মর্যাদা দিতে হবে—হুঁঃ (তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি) সৈন্যের মর্যাদা! আরশোলাও পাখী!

গোয়েবলস্॥ ওর চাহিদাটা কি খুবই অযৌক্তিক? আমরা কিন্তু পার্টির পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই এদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কারণ ওদের জোরেই আমরা নির্বাচনে আজ জিতেছি। ক্ষমতায় আসার পর সে সব অস্বীকার করাটা—

গোয়েরিং॥ আপনার রোয়েমের প্রসঙ্গে দুর্বলতা আছে আমি জানি, কিন্তু দুধকলা দিয়ে কালসাপকে প্রশ্রয় দিতে বারণ করব আপনাকে। ও ইচ্ছে করলে···এখন ওর যা ক্ষমতা···ঠিক আছে, আমরাও দেখে নেব। স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে তো আর মাছি তাড়াবার জন্যে আমি বসে নেই। তাছাড়া কথাটা যদি ফ্যুয়েরারের কানে একবার যায়—

গোয়েবলস্॥ আমার মনে হয় এতটা করা ঠিক নয়। তবে ও যদি কোনো চক্রান্ত করে—

গোয়েরিং॥ যদি করে? কি বলছেন আপনি, ও করছে—ও আমাদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চায়। ভেতর ভেতর সব ব্যবস্থা করছে ও - আমি (উত্তেজিত) আমি ওকে কিছুতেই ছাড়বো না, ও—ও আমার বিরুদ্ধে, সৈন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে SAদের!

গোয়েবলস্॥ (শান্ত করার চেষ্টা করে) আচ্ছা, আচ্ছা। শান্ত হোন। কি ড্রিংক নেবেন বলুন--হার্ড অর সফ্ট!

গোয়েরিং॥ থ্যাংকস্ কিছুই চাই না এখন। ···রোয়েম সম্বন্ধে আপনি তাহলে চিন্তিত নন বুঝেছি, আর প্যাপেন – নাকি তিনি ভাইস চ্যান্সেলার বলে—

গোয়েবলস্॥ কেন প্যাপেন কি করেছেন?

গোয়েরিং ॥ কেন, আপনি ওর বক্তৃতা শোনেন নি ?

গোয়েবলস্ ॥ না ! কি বক্তৃতা ?

গোয়েরিং ॥ আপনাকেই আক্রমণ করেছে, একেবারে সোজাসুজি। — আপনার খবর কাগজ সম্পর্কিত নীতি নিয়ে একেবারে যাচ্ছেতাই বলেছে।

গোয়েবলস্ ॥ কি বলেছেন কি ? বলুন, ওঁর বক্তৃতাটা শুনি !

গোয়েরিং ॥ ওর নিজের কথাই শুনুন। Secret police রেকর্ডিং করেছে ওই বক্তৃতা। তার থেকে দরকারী জায়গাটা আপনাকে শোনাচ্ছি : (টেপরেকর্ড বাজায়)

প্যাপেনের কণ্ঠস্বর ॥ জার্মান খবর কাগজের যে অবস্থা সেটা চলতে পারে না। সোজাসুজি আলোচনা করাটা বর্তমানে জার্মানীর পক্ষে অনেক বেশী উপকারী হবে। সরকারের সেই পুরোনো প্রবাদ ভোলা উচিত নয় যে কেবল দুর্বলরাই সমালোচিত হয় না, কারণ তারা সমালোচনারও যোগ্য নয়। তাছাড়া নামী লোকেরা, নামী নেতা কেবল প্রচারের মাধ্যমে তৈরী হয় না কখনো। তারা যদি জনসাধারণের কাছের মানুষ হতে চায়, তাদের জনসাধারণকে বুঝতে হবে তাদের কাছে আসতে হবে। শুধু মিথ্যাপ্রচার আর চোখে ধুলো দিয়ে জনতাকে দীর্ঘদিন ভুলিয়ে রাখা অসম্ভব। শুধু ভয় দেখিয়ে, ক্ষেপিয়ে দিয়ে প্রচার করে কোনোভাবেই এটা সম্ভব নয়। যত ভালই প্রচার হোক মিথ্যা মুখোশ খুলে পড়বেই। আমাদের পুণ্য পিতৃভূমির খবরের কাগজ দিনের পর দিন যে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে—

গোয়েবলস ॥ (উত্তেজিত) বন্ধ করুন। (গোয়েরিং টেপরেকর্ডার বন্ধ করে) উহ্, অসম্ভব ! ভাবতে পারেন, আমাদের দেশের ভাইস চ্যান্সেলারের মুখে এই কথা— ?

গোয়েরিং ॥ আমার ভেবে কোন লাভ নেই আপনি ভাবুন এবার—ওদিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এই বক্তৃতার copy নিয়ে গেছে।

গোয়েবলস ॥ কি ? কি বললেন ? খবরের কাগজে এ বক্তৃতা ছাপবে ? আপনি কি পাগল হয়েছেন — ।

গোয়েরিং ॥ আমি পাগল হইনি ; আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনি নিজে একটু সুস্থ মাথায় ভাবুন—ওরা ভাইস-চ্যান্সেলারের বক্তৃতা নিয়ে গেছে, সেটা অফিসিয়াল বক্তৃতা হিসেবেই ধরা হয়েছে।

গোয়েবলস্ ॥ No। এ হতে পারে না ! এখনিই এর প্রচার নিষিদ্ধ

করতে হবে। আমি আমার সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে এখনি নির্দেশ দিচ্ছি। (টেলিফোন তুলে বোতাম টেপে)—সেক্রেটারী হেস্‌কে দাও… কোথায়? বাথরুমে? এত ঘন ঘন বাথরুম কিসের? ডায়াবিটিস্ হয়েছে নাকি? ওকে বলে দিও মিনিস্টারের সেক্রেটারী হতে গেলে ঐ পনেরো মিনিট অন্তর বাথরুম করাটা বন্ধ করতে হবে—এ্যাঁ, এসে গেছে! দাও—। কি ব্যাপার তোমার—এ্যাঁ? হ্যাঁ। …তোমার ডায়াবিটিসের গল্প আমি শুনতে চাই না। …শোনো এক্ষুনি টেলিফোনে প্রত্যেকটা খবরের কাগজের সম্পাদককে জানিয়ে দাও যে ভাইস চ্যান্সেলার প্যাপেনের বক্তৃতাটা যেন কাগজে না যায়। কোনো রকম রেফারেন্স যেন না থাকে কাগজে ··কি? না সে কথা জানার তোমার কোনো দরকার নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ immediate—হ্যাঁ শোন …রেডিও News division-এও খবর দাও—ঐ বক্তৃতার রেকর্ড যেন না বাজানো হয়। ·আর একটা কথা—তুমি বাড়ী যাওয়ার আগে আজ ডাক্তারের কাছে ব্লাড-সুগারটা টেস্ট করিয়ে নিও …কি—কি বললে— —Frankfurter Zeitung এ এরমধ্যে বেরিয়ে গেছে খবরটা! পুলিশকে immediately খবর দিয়ে বলো সমস্ত copy 'সীজ' করতে—যা copy পায়। …কি বিদেশী correspondent দের text এর advance copy দেওয়া হয়ে গেছে? Germania তে বেরিয়েছে? —এগুলো এতক্ষণ বলোনি কেন? …V C 'র বক্তৃতা তো কি মাথা কিনে নিয়েছে? কি করো কি তোমরা? পনেরো মিনিট অন্তর পেচ্ছাপ করলে মিনিস্ট্রি এমনি চলবে। —যা যা বল্লাম immediately করো। (দড়াম করে ফোনটা রাখে) প্যাপেন ভেবে নিয়েছে যে ও ভাইস চ্যান্সেলার বলে যা খুশী বলে পার পাবে। বড় বড় কথা বলে আমাদের প্রোগ্রাম বন্ধ করার ধৃষ্টতা ওর প্রকাশ করার আগে ওর নিজের ভবিষ্যতটা ভাবা উচিত ছিল।

গোয়েরিং॥ দেখুন ডক্টর, আপনার প্রচারের নীতি যাই হোক তাতে আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আপনি যে experiment করছেন—

গোয়েবলস্॥ এ একটা বিরাট experiment—আপনি বুঝতে পারছেন না?

গোয়েরিং॥ আমি ঠিকই বুঝেছি, কিন্তু সাধারণ মানুষ—

গোয়েবলস্॥ সাধারণ মানুষ? হুঁ সাধারণ মানুষ শুধু সাধারণ কথাই বোঝে। কিন্তু আমরা যা করতে চাইছি তা সাধারণ নয়, অসাধারণ একটা কিছু। পুরো জার্মানীকে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলব আমরা!

গোয়েরিং ॥ কিন্তু যারা ইতিমধ্যেই তাদের শিক্ষাদীক্ষা শেষ করেছে?

গোয়েবলস্ ॥ তাদের নিয়ে আমাদের খুব একটা মাথা ব্যথা নেই। আর তাদের মগজ ধোলাই করতেও খুব একটা সময় লাগবে না। না হলে concentration camp-র রাস্তাতো খোলাই আছে। আমরা চিন্তা করছি ভবিষ্যৎ নাগরিকদের নিয়ে তাদেব আমরা যা শেখাব তা কেবল মাত্র নাজী জার্মানীর কথা, নাজী জার্মানীর সংস্কৃতি। পার্টি বলতে তারা একটা পার্টি-ই জানবে—যার সংক্ষিপ্ত রূপ নাজী। সমস্ত text book নতুন করে নাজী লাইনে লেখা হচ্ছে। সেখানে অন্য কোন আদর্শের স্থান থাকতে পাবেনা আজকে যারা শিশু, আগামীকাল তারাই নাগরিক হবে। তাবা নাজী ছাড়া অন্য কিছু জানবে না, জানার অধিকাবও তাদের থাকবে না!

গোয়েরিং ॥ আপনি এ ব্যাপাবে বিশেষজ্ঞ। আপনার সঙ্গে তর্ক করার প্রশ্ন ওঠেনা, কিন্তু আমি কয়েকজন শিক্ষাবিদেব কাছে শুনেছি যে নাজী শক্তির উত্থানেব কথা যদি অন্যদেব বাদ দিয়ে লেখা হয়, তাহলে নাজী ইতিহাসও সম্পূর্ণ হবে না।

গোয়েবলস্ ॥ আপনাব কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

গোয়েরিং ॥ মানে আমি বলছিলাম নাজীবা অন্যান্য দলের সঙ্গে—কমিউনিষ্ট, ডেমোক্রাটস্-এদের সঙ্গে লড়াই কবে কি করে ক্ষমতায় এসেছে তা যদি ঠিক কবে দেখানো হয় তাহলে নাজীদের উত্থান এবং জনতার সমর্থনের কথাটা আবও পরিষ্কার হবে

গোয়েবলস ॥ (ব্যঙ্গেব হাসি) দেখুন এ সমস্ত শিক্ষাবিদরা নাজী উত্থানের যে ইতিহাস জানেন সে ইতিহাসটাই কি ঠিক? অথচ তাঁরা তো তাই বিশ্বাস কবে বসে আছেন। কেননা তাঁদের তাই বিশ্বাস করানো হয়েছে। আপনার হয়ত রাইখস্টাগে আগুন লাগার ঘটনাটা মনে নেই।

গোয়েরিং ॥ হ্যাঁ, মনে আছে। তাতে কি ক্ষতি হবে?

গোয়েবলস ॥ কি ক্ষতি হবে? কি বলছেন আপনি! আমি ওদের কাছে আজ সত্য ঘটনাটা বলবো? ওরা যদি শোনে যে রাইখস্ট্যাগে বিধ্বংসী আগুন লাগিয়েছিল কমিউনিস্টরা নয়, নাজীরাই, সে প্ল্যান ছিল স্বয়ং ফুয়েরারের! আমি—এই ডক্টর গোয়েবলস্ তাঁকে বলেছিলাম যদি আগুনটা লাগিয়ে আমরা বলতে পারি যে এটা কমিউনিস্টদের কীর্তি, তাহলে ব্যাপারটা জনতার চোখে অন্য চেহারা নেবে, কমিউনিস্টদের প্রতি সমর্থনও

নষ্ট হবে। আর আমাদের কাজও সরল হবে।

গোয়েরিং ॥ হ্যাঁ, আগুন লাগার পর আমার পরিষ্কার মনে আছে সেই জলন্ত রাইখস্ট্যাগের সামনে দাঁড়িয়ে আমি গেস্টাপো চীফ রুডলফ দিয়েলস চীৎকার করে বলেছিলাম—'এই কমিউনিস্ট বিপ্লবের শুরু। একমুহূর্ত আর নষ্ট করা নয়। কোনো ক্ষমা নেই। যেখানে কমিউনিস্ট নেতা পাও ধরে ধরে গুলি করে মারো।'

গোয়েবলস্ ॥ আপনি নিজেও জানতেন যে রাইখস্ট্যাগের ঐ বিরাট বাড়ীতে আগুন লাগানোর ঐ পাগলাটে ডাচ কমিউনিস্ট Marinus Van der Lubbe'র সাধ্যে কুলোবে না। ওর পাগলের মত কথাবার্তার সুযোগ নিয়েছিলাম আমরা। সে আমাদের কাছে এসেছিল ভগবানের দূতের মতো। আমরা নিজেরাই underground central heating system এর tunnel এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে রাইখস্ট্যাগে পেট্রোল আর নানা দাহ্য কেমিক্যালস্ রেখে আগুন লাগিয়েছিলাম, আর ঐ পাগলাকে উৎসাহ দিয়ে ঐ সময়ে রাইখস্ট্যাগে পাঠিয়েছিল আপনার storm trooper রা। পরে তাকে ধরে এটা কমিউনিস্টদের কাজ বলে প্রচার চালানো হয়।

গোয়েরিং ॥ হ্যাঁ এই সুযোগ নিয়েই আমরা কমিউনিস্ট নেতা Erust Torgler কে বন্দী করি, যাবজ্জীবন বেচারার জেলেই কেটে গেল। কিন্তু ঐ পাগলাটার ওভাবে শিরশ্ছেদটা ঠিক উচিত হয়নি।

গোয়েবলস ॥ কি ব্যাপার মিঃ গোয়েরিং ? এই এক বছরের মধ্যেই আপনার মনে এসব সেন্টিমেন্ট ইত্যাদি তরল এবং বায়বীয় পদার্থগুলি জমতে শুরু করেছে ? অথচ এই শিরশ্ছেদই সেদিন কি বিরাট সুযোগ আমাদের হাতের মুঠোয় হাজির করেছিল মনে করুন। প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গকে দিয়ে সই করানো হলো কমিউনিস্টদের হাত থেকে দেশকে ও দেশবাসীকে বাঁচানোর জন্য প্রতিরক্ষা আইন। হিটলার ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩-এ ঘোষণা করলেন— (মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। Spotএ হিটলার বক্তৃতারত)

হিটলার ॥ আজ মাননীয় প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ দেশ ও দেশবাসীকে কমিউনিষ্টদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে প্রতিরক্ষা আইন জারী করেছেন। আপনারা জানেন রাইখস্ট্যাগে আগুন লাগিয়ে কমিউনিষ্টরা তাদের সন্ত্রাসবাদী কাজ শুরু করেছে। সরকারের কাছে খবর এসেছে যে এই কমিউনিষ্টরা বিভিন্ন সরকারী বাড়ীতে, প্রাসাদে, অফিসে অগ্নিসংযোগ করার চক্রান্ত

করছে। তারা কলকারখানাও ধ্বংস করতে চায়। আজ দেশের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে তারা হত্যা করেছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার করার চেষ্টা চালাচ্ছে, আমরা জানি আগামীকালই দেশের শান্তিকামী মানুষের জীবন সন্ত্রাসে বিষাক্ত করে দেবে এই কমিউনিষ্টরা। তাই দেশের সাধারণ মানুষের কথা, আভ্যন্তরীন শান্তির কথা চিন্তা করে প্রতিরক্ষা আইন জারী করা হচ্ছে। এই আইনের বলে নাগরিকদের সামান্য কিছু ব্যক্তিগত অধিকারও সীমিত করা হলো। বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আপাততঃ থাকছে না। নাগরিকদের সভা সমিতি করা বন্ধ করা হল। ডাক, তার ও টেলিফোনের উপরেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তাছাড়া সরকারী অফিসার এবং পুলিশ প্রয়োজন বোধে বাড়ী তল্লাশী করতে পারবেন বলেও ঘোষণা করা হচ্ছে। ...(স্বর বদলে) এ ছাড়া আপনারা শুনে খুশী হবেন যে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সরকার মনস্থির করেছেন যে আইনতঃ যতটা সম্পত্তি রাখা যায় তার বেশী যার সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তির অংশ সরকারী দখলে চলে যাবে। (চীৎকার করে) আমাদের মহান জার্মান পিতৃভূমির মহান নাগরিকদের কাছ থেকে সরকার সমস্ত রকম সহযোগিতা আশা করছেন। এ প্রসঙ্গে কোনোরকম বাধাদানের ঘটনাকে চূড়ান্ত অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং অপরাধীর জন্যে অপেক্ষা করবে চরম শাস্তি।

(জনতার সোল্লাস চীৎকার... হেইল হিটলার...ইত্যাদি। স্পট-এর আলো নিভে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত হলে দেখা যাবে পরপর কয়েকটি পোষ্টার মঞ্চের উপর দিয়ে চলে যায় :

[সাধারণ নির্বাচন ৫ই মার্চ, ১৯৩৩] [প্রস্তুতি পর্ব] [ব্যাপক নাজী সন্ত্রাস]

(একটির পর একটি পোষ্টার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রথম পোষ্টারের পরে দেখানো হচ্ছে Spot এ মূকাভিনয়ে উত্তেজিত ভাবে বক্তৃতারত হিটলার .. দ্বিতীয় পোষ্টারের পর কি খুঁজতে খুঁজতে কয়েকজন নাজী SA দৌড়ে চলে যায়। এর পরেই সেই Spot এই দেখা যাচ্ছে উত্তেজিত ভাবে বক্তৃতারত গোয়েরিং)

গোয়েরিং ॥ (উত্তেজিত) পরিশেষে এই নির্বাচনী মঞ্চ থেকে আমার জার্মান বন্ধুদের জানিয়ে দিতে চাই যে নিছক ন্যায় নীতির দোহাই দিয়ে আমাকে আটকে রাখা যাবে না। পুলিশ বাহিনী আমারই অধীনে সুতরাং ন্যায়নীতি জিনিষটা কি সেটা আমার ভাল করেই জানা আছে। ন্যায় নিয়ে আমার

মাথা ব্যথা নেই, আমার চিন্তা শুধু খতম করা। যারা আমার এবং আমার রাষ্ট্রের পথের কাঁটা তাদের শেষ করাই আমার চরম লক্ষ্য। হ্যাঁ আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি প্রয়োজন বোধে আমি রাষ্ট্রের এবং পুলিশের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাব। সুতরাং কমিউনিস্ট বন্ধুদের সতর্ক করে দিতে চাই যে তারা যেন কোন রকম ভুল সিদ্ধান্ত না নেন। আমার হাজার হাজার হাতের আঙুলগুলো যথেষ্ট শক্ত, প্রয়োজনে টুঁটি টিপে ধরতে মোটেই পিছপা নয় তারা—(জনতার সোল্লাস চীৎকার) (তৃতীয় পোষ্টার চলে যায় : ব্যাপক নাজী সন্ত্রাস) দেখা যাচ্ছে বন্দুকের ডগার সামনে হাত উঁচু করে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে একজন। একজন নাজী বলছে—শালা কমিউনিস্ট। বন্দুকের গুঁতো দেয়। চীৎকার। ··দৌড়োদৌড়ি। আবার পোষ্টার : [তবু নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ কেউ নয়] [নির্বাচনী ফলাফল ২৮৮—নাজী, ১২০—স্োসালিস্ট, ৯০—ক্যাথলিক, ৮১—কমিউনিস্ট, ৫২—ন্যাশানালিস্ট] (হিটলার, গোয়েরিং ও গোয়েবলস উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে প্রবেশ করে)

হিটলার ॥ (উত্তেজিত) না। না নাঃ।

গোয়েরিং ॥ আপনি, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন – ?

হিটলার ॥ নাঃ বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি—(চুপ করে থাকে। অন্যরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়)

গোয়েবলস ॥ কি বুঝতে পারছেন ···?

হিটলার ॥ বুঝতে পারছি, · বুঝতে পারছি যে আপনারা বুঝতে পারছেন না। (হাসে) দেখুন, আমার হিসেব অনুযায়ী রাইখস্ট্যাগে আমাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা চাই। চাই কি না ?

গোয়েবলস ॥ হ্যাঁ চাই।

হিটলার ॥ তা চাইলে কি করতে হবে ? বলুন কি করতে হবে ?

গোয়েরিং ॥ কি করতে হবে বলুন আপনিই। আমি তো ভেবে পাচ্ছিনা— নির্বাচন হয়ে গেছে এখন তো আর—

হিটলার ॥ এই তো, এই তো আপনাদের চিন্তা পরিষ্কার নয়। সব সময় পাঁচটা জিনিষ একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। আরে নির্বাচন হওয়ার সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কি সম্পর্ক ?

গোয়েবলস্ ॥ সম্পর্ক নেই ? আপনার যুক্তি ঠিক মাথায় ঢুকছে না।

হিটলার॥ ঢুকছে না? ঢুকবে কি করে? মাথাটা একটু খেলান, একটু খেলান, নয়তো মাথা খুলবে না। ...হ্যাঁ তাহলে সমস্যাটা কি?

গোয়েবলস্॥ রাইখস্ট্যাগে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

হিটলার॥ হ্যাঁ রাইখস্ট্যাগে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা! নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে গেলে কি করতে হবে আমাদের? কি করতে হবে—? (চুপ করে থেকে, এমন ভাবে বলে যেন সহজে সমস্যার সমাধান করে দেয়) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হবে। (অন্য দুজনে হাসে হাসছেন? হাসবেনই তো। কেননা জিনিষটাই আপনারা ধরতে পারেন নি। আপনাদের লক্ষ্য স্থির নয়। ...দেখুন সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে গেলে আমাদের দরকার যারা ওখানে উপস্থিত থাকবে তাদের দুই তৃতীয়াংশের আমাদের স্বপক্ষে ভোট পাওয়া। এই তো? (দুজনেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে) .. এরপর দেখতে হবে কারা উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ কাদের আমরা উপস্থিত থাকতে দেব?

গোয়েবলস্॥ যারা নির্বাচিত হয়েছে তারাই উপস্থিত থাকবে। মানে থাকার অধিকার আছে?

হিটলার॥ (উত্তেজিত) না, না নাঃ! থাকার অধিকার নেই! দেশের শত্রুদের রাইখস্ট্যাগে উপস্থিত থাকার কি অধিকার আছে? সব কমিউনিষ্টকে দেশের শত্রু বলে আমরা ঘোষণা করে দিয়েছি, সুতরাং কোনো সমস্যা নেই। ...কজন কমিউনিষ্ট রাইখস্ট্যাগের সদস্য?

গোয়েরিং॥ একাশী

হিটলার॥ (সহজ স্বরে) সুন্দর। এই একাশীজন দেশদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে ফেলুন।

গোয়েরিং॥ সবাইকে?

হিটলার॥ হ্যাঁ, ঐ একাশী জনকেই। তাছাড়া আরও যে কজনকে পারা যায়—সব ধরে ফেলুন। একেবারে ধানাইপানাই না করে আপনার ঝটিকা বাহিনীকে হুকুম দিন সব কটাকে টুকটুক করে তুলে নিক। ... হলো? একাশীটা কমলো। বাকী রইলো সোস্যাল ডেমোক্র্যাট, ন্যাশানালিস্ট আর ক্যাথলিক। ন্যাশানালিস্ট আর ক্যাথলিক মিলিয়ে ১৪২ জন। এই ১৪২টা ছাগল আমাদের গোয়ালেই বাঁধা। আমরা ডাকতে বল্লেই ব্যা ব্যা করবে। নয়তো দরকার হলেই কুচ্ করে জবাই করে দিলেই চলবে। (দুজনে হাসে) রয়ে গেল স্যোসালিস্টগুলো। ওদের মধ্যেও কটাকে

ভিড়িয়ে নেওয়া যাবে। ব্যাস ৪৪০টা ভোট আমাদের থাকবেই—তাহলে আমরা হলাম গিয়ে, কি হলাম ? হলাম নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ! হলাম কিনা ? কমিউনিস্টরা উপস্থিত না থাকলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই …। সুতরাং, গোয়েরিং আপনার কাজকর্ম শুরু করে দিন। ডক্টর গোয়েবলস, আপনি প্রচারটার উপরও জোর দিন— কমিউনিস্টরা দেশের শত্রু একথা বুঝতে যেন কারও কোনো অসুবিধে না হয়। তাহলে গোয়েরিং এর কাজটাও সহজ হবে। যান, শুরু করুন। … (দুজনেই প্রস্থানোদ্যত) ওহ, ওহ্ শুনুন, আর একটা মজার আবদারের কথা আপনাদের বলাই হয়নি !

গোয়েবলস ॥ আবদার ? কার ?

হিটলার ॥ ঐ স্তোসালিস্টদের পার্টিলীডার Monsignor Kaas এর। বলে কি জানেন, বলে প্রেসিডেন্টের ভেটোর ক্ষমতা দিতে হবে। আমার কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি চায়।

গোয়েবলস ॥ কি বলছেন ! প্রেসিডেন্টের ভেটোর ক্ষমতা ? আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নাকি ?

হিটলার ॥ দিয়েছি, হ্যাঁ দিয়েছি। (খুব সহজভাবে) কেন, কি হয়েছে প্রতিশ্রুতি দিলে ?

গোয়েরিং ॥ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ?

হিটলার ॥ (আরও সহজভাবে) প্রতিশ্রুতি ? দিলাম। …দিলেই যে রাখতে হবে তার কি মানে ? রাখবো না। চাইল, দিয়ে দিলাম। (হাসে) আরে Julius Streicher আসছে না ? (ডাকে) Julius ! কি ব্যাপার ? এসো এসো 'যৌন সাহিত্য সাম্রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট' আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক। আপনারা যান কাজ শুরু করে দিন। (গোয়েরিং ও গোয়েবলস প্রস্থানোদ্যত) ওহ্, ডক্টর গোয়েবলস, একটু দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। গোয়েরিং, আপনি যান—কাজ শুরু করুন।

গোয়েরিং ॥ কিন্তু আমার নাজী Storm trooper ইতিমধ্যেই একটু অসন্তুষ্ট হতে শুরু করেছে।

হিটলার ॥ অসন্তুষ্ট ? কেন ?

গোয়েরিং ॥ ওদের আমরা এখনও চাকরী দিতে পারিনি অথচ নির্বাচনের আগে আমরা কথা দিয়েছিলাম যে সব্বাইকে চাকরী দেব।

হিটলার ॥ বোঝান, বোঝান, ওদের বোঝান যে চাকরী সব্বার হবে—বড়

বড় সব প্ল্যান রয়েছে। দেশের অবস্থাতো একদিনেই শুধরে যেতে পারে না। তার জন্যে সময় দরকার। (জুলিয়াসের গায় হাত বুলোয়)—কি খবর জুলিয়াস, ভালো! (গোয়েরিংকে)…আর তাছাড়া যে সব গুণ্ডা বদমাস পুষেছেন সেগুলোর পেটে তো বোমা মারলে 'ক' বেরোবে না। কি চাকরী দেবেন ওদের—কিসের যোগ্য ওরা?

গোয়েরিং ॥ কিন্তু, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

হিটলার ॥ প্রতিশ্রুতি? (হাসে) আবার প্রতিশ্রুতি! আরে রাজ্য চালাতে গেলে রোজ ওরকম গণ্ডায় গণ্ডায় প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, আর সেগুলোর আশা জীইয়ে রাখাই তো আমাদের, এই নেতাদের কাজ। …এক কাজ করুন।

গোয়েরিং ॥ কি কাজ?

হিটলার ॥ দেখুন ওদের নেতা কে, কারা বেশী চাকরী চাকরী করে ঝুটঝামেলা করে নেতা হবার চেষ্টা করছে

গোয়েরিং ॥ সে তো আমি সব কটাকেই চিনি।

হিটলার ॥ সেগুলোর কিছু শিক্ষা-দীক্ষা আছে—না তাও নেই?

গোয়েরিং ॥ আজ্ঞে শিক্ষা-দীক্ষার কথা তো আপনিও জানেন, আমিও জানি।

হিটলার ॥ এই তো ঝামেলা, শিক্ষাদীক্ষা—অন্ততঃ ডিগ্রীফিগ্রী না থাকলে। যাকৃগে…কোন চিন্তা নেই · ওদের মধ্যে দু-একটার নাম দেবেন—সেগুলোকে মন্ত্রী করে দেব। বিনা যোগ্যতায় ঐ একটা চাকরীই হয়। মন্ত্রী হতে পারে। কি বলো জুলিয়াস? (হাসে)

গোয়েরিং ॥ একেবারে মন্ত্রী?

হিটলার ॥ তাছাড়া আর কি দেবেন? আর দরকার হলে ইউনিভার্সিটিকে বলে ওদের ডিগ্রী ফিগ্রী কয়েকটা দিইয়ে দিন। নেতাগুলোকে ঠাণ্ডা করলে তারাই চুনোপুঁটিদের সামলাবে। যান কাজ শুরু করুন। (গোয়েরিং এর প্রস্থান। জুলিয়াসকে) হাঁ জুলিয়াস বলো তোমার Der Stuermer এ এবার কি হট্ কেক দিচ্ছো?

জুলিয়াস ॥ হুঁ হুঁ এখন কিছু বলছি না। বাজারে ছাড়বো, একেবারে হুস্ হয়ে যাবে সবকটা copy। যা একখানা sex—crime thriller বানিয়েছি না – পুরো জার্মানীর মাথা বনবন্ করে ঘুরে যাবে!

হিটলার ॥ হাঁ, এতোদিন স্কুল মাষ্টার হিসেবে কচি কচি ছেলেদের নরম নরম

মাথাগুলো চিবিয়েছ এবার বুড়ো জার্মানের কটকটে মাথা চিবোও।

জুলিয়াস॥ এক একটা বুড়ো মুড়োতে যা ঘিলু থাকে—আহা-হা। চিবিয়ে খেতায় মজা পাওয়া যায়। প্রথমে ভাঙতে একটু দাঁতের জোর চাই, কিন্তু ভাঙতে পারলে– আহ্ হা

গোয়েবলস্॥ আপনি আমাকে কি যেন বলবেন বলছিলেন?

হিটলার॥ কি? ও হ্যাঁ। বলছি বলছি। এক মিনিট। জুলিয়াস, তা সাবজেক্টটা কি তোমার এবারের thriller এর?

জুলিয়াস॥ ঐ যে বল্লাম—Sex crime thriller, আমার নিজের অভিজ্ঞতা। একেবারে ব্যক্তিগত। সেই Jew ডাক্তারের বউ, যেটাকে কিছুদিন বাগিয়ে রেখেছিলাম তার কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্তর, কিছু intimate ছবি আর বাকীটা আমার নরম বিছানার অভিজ্ঞতা। শেষে হত্যা আর স্বামীকে ব্ল্যাকমেল। পুরোটা এমন রমরমিয়ে আছে না।

হিটলার॥ উহু—অমনি করে বোলোনা, আমার এক্ষুনি পড়তে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা জুলিয়াস তোমার কাগজের এখন সাবকুলেশান কত?

জুলিয়াস॥ ছ' লক্ষ আপনি যে ঐ পাড়ায় পাড়ায় ওটা অফিসিয়াল অর্ডার হিসেবে দেওয়ালে আর show box এ লাগাতে বলেছেন, তাতে ওঁদের যা গাত্রদাহ হয়েছে না—

হিটলার॥ গাত্রদাহ হলে কিছু করার নেই দাহের অনেক রকম ওষুধ বাজারে বিক্রী হয় তাঁরা সহজেই তা ব্যবহার করতে পারেন। ...আমি চাই Der stuermer আর Voelkischer Beobachter এই দুটি ছাড়া অন্য কোন পত্রিকা বাজারে থাকবে না বাস। আচ্ছা Beobachter এর circulation কত?

জুলিয়াস॥ পাঁচ লক্ষ।

হিটলার॥ বাহ্, আরও বাড়াতে হবে। অন্য যা আছে সব কটাকে ঝেঁটিয়ে বাজার থেকে দূর করে দাও। আমরা যে সব আইন তৈরী করেছি তাতে অন্যদের থাকা সম্ভবও নয়—কি বলেন ডক্টর গোয়েবলস্?

গোয়েবল॥ হ্যাঁ পত্রিকার সংখ্যা প্রায় চারহাজার থেকে এই দু'তিন বছরে দু'হাজারে নেমে এসেছে। রাজনৈতিক পত্রিকাতো নেই-ই। তবে Vossische Zeitung নিয়ে একটু অসন্তোষ হয়েছে, হাজার হোক আড়াইশো বছরের পুরোনো কাগজ, এত নাম—

হিটলার ॥ তাতে কি? আমার ঠাকুদ্দার বাবারও তো বাড়ীতে খুব নাম, তাই বলে, পুরোনো লোক বলে ঠাকুরদ্দার বাবা যদি বেঁচে থাকতে চায়—ভাবুন তো অবস্থাটা—

গোয়েবলস ॥ (হাসে) নাহ্ আপনার যুক্তির কাছে অন্য কোন যুক্তি। ...আমাকে কি বলবেন বলছিলেন? আমাকে আবার –।

হিটলার ॥ ও হ্যাঁ থাকগে পরে বলবো। আসলে প্রচারের ব্যাপারে কিছু প্ল্যান করার ছিলো। যে করে হোক আপনাকে নাজী পার্টিকে একমাত্র পার্টি হিসেবে দাঁড় করাতে হবে। রাইখস্ট্যাগে আমাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার, নয়তো সংবিধান বদলানো অসম্ভব। আর সংবিধান না বদলালে হিটলার শুধু চ্যান্সেলারই রয়ে যাবে। হিটলারকে স্বরূপে পৃথিবীর মানুষ চিনতে পারবেনা। সংবিধানটা পৃথিবীর সমস্ত হিটলারদেরই পথের কাঁটা। উহ্ ..চলো, চলো, জুলিয়াস আচ্ছা ডক্টর গোয়েবলস, পরে কথা হবে, এখন জুলিয়াসের সঙ্গে একটা স্পেশাল প্রোগ্রামে যাচ্ছি। (তিনজনেরই প্রস্থান)। (অন্য Zoneএ দেখা যাচ্ছে টেবিলে বসে কাজ করছে রোয়েম টেলিফোন বাজে)

রোয়েম ॥ হ্যাঁ, রোয়েম বলছি ... না ক্রয়েলং আপনি ভুল করছেন, আমার মূল লক্ষ্য তা নয় ... না না, আপনারা বারবার এটা গুলিয়ে ফেলছেন কেন? ... হাঁ হ্যাঁ ... না, দেখুন টেলিফোনে একথা আলোচনা করা সম্ভব নয়। ... হ্যাঁ, আপনি যোগাযোগ করুন ... (একজন SA রক্ষীর প্রবেশ। রোয়েম সপ্রশ্ন তাকায়।) (টেলিফোনে) এক মিনিট—

রক্ষী ॥ ডক্টর গোয়েবলস এসেছেন।

রোয়েম ॥ ডেকে নিয়ে এসো। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? (রক্ষীর প্রস্থান। (টেলিফোনে) হ্যাঁ বলুন, ঠিক আছে। ঠিক আছে। বাই।

(গোয়েবলস এর প্রবেশ)

গোয়েবলস ॥ কি খবর, কেমন আছেন?

রোয়েম ॥ (ম্লান হাসি) এই বাজারে যেমন থাকা যায় তেমনিই আর কি। তারপর, আপনার প্রচার দপ্তর কেমন চলছে? প্রচারের পুরো symphony ঠিক মতো বাজছে তো?

গোয়েবলস ॥ (প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের স্বরে) হ্যাঁ symphony আমার ভালই বাজে।

রোয়েম ॥ বাজতেই হবে। না বাজলে উপায় আছে? বিশেষ করে যখন

এ্যাডলফ হিটোফেনের এতো ভক্ত। (হাসে)

গোয়েবলস॥ রোয়েম, আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা ছিল।

রোয়েম॥ বলুন। আপনার কিন্তু আমাকে কিছু বিশেষ খবর দেওয়ার ছিল।

গোয়েবলস॥ হ্যাঁ সে ধরণের খবর পেলেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে সব। এখানেই কথা বলবো? কোন অসুবিধে নেই তো?

রোয়েম॥ নির্ঝঞ্ঝাটে বলতে পারেন। আমার আপনার কথাবার্তা শোনার জন্যে কেউ আড়ি পেতে বসে নেই, কারণ আমাদের সম্পর্কটা এদের কাছে মোটামুটি পরিষ্কার।

গোয়েবলস॥ কিছুই বলা যায় না, এখন তো দেওয়ালেরও কান আছে।

রোয়েম॥ আপনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন

গোয়েবলস॥ আমি বলছিলাম SAদের প্রসঙ্গে আপনার—

রোয়েম॥ আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার। আমি সোজাসুজি বলেছি, এমনকি এ্যাডলফকেও বারবার বলেছি যে এদের সৈন্যের মর্যাদা দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে নিতে হবে, কেন না আমরা এদের কথা দিয়েছি। এ ব্যাপারে অকারণ টালবাহানা করা হচ্ছে এখনও তাছাড়া এখনও পর্যন্ত সরকার পুরোপুরি ঐ বড় বড় ব্যবসায়ী আর অভিজাতদের হাতেই রয়েছে, তারাই সুতো টানছে পেছন থেকে।

গোয়েবলস॥ হ্যাঁ, আমরা ক্ষমতা দখলের পর এ দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছি।

রোয়েম॥ আমি তো আমার SA আর SS-দের বুঝিয়ে দিয়েছি যে তাদের সাহায্যেই জার্মানীতে এই উত্থান সম্ভব হয়েছে, একে এভাবে মাঝপথে নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। যদি আমাদের সরকার ভেবে থাকে যে আমাদের জাতীয় বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে, এখন ন্যাশানাল সোস্যালিষ্ট বিপ্লব শুরু তাহলে তারা ভুল করবে। অথচ জেনে শুনে তারা এই ভুল করে যাচ্ছে, ইচ্ছে করে—নিজেদের স্বার্থে।

গোয়েবলস॥ কিন্তু এছাড়া আর রাস্তা কি?

রোয়েম॥ রাস্তা! রাস্তা আমাদের খুঁজে নিতে হবে আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো। এই ন্যাশানাল সোস্যালিস্টরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে ভালো যদি না থাকে তাদের সাহায্য ছাড়াই আমরা চলতে পারি—যদি প্রয়োজন হয় তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়তে হবে। আমাদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়ে জার্মান বিপ্লবকে এভাবে ভুল পথে নিয়ে যেতে আমরা দেব না।

গোয়েবলস ॥ আমার কিন্তু মনে হয় ঠিক এই মুহূর্তে খোলাখুলি সঙ্ঘর্ষের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না।

রোয়েম ॥ এই মুহূর্তে মানে? আপনি কি বলতে চান আমরা আরও অপেক্ষা করবো? আমারতো ধারণা, আমরা ইতিমধ্যেই বেশ দেরী করে ফেলেছি। সমস্ত ঘটনা স্রোত ক্রমশঃ আমাদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে যাচ্ছে।

গোয়েবলস ॥ সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন করা যায় যাতে সমর্থনটা ঠিক থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ সমর্থন না নিয়ে এভাবে—

রোয়েম ॥ আপনি কি বলতে চান আমি বুঝছি না। ...আপনি কি ভাবেন যে এই সমস্ত জনতা আমাদের সাহায্য করবে? জনতা একটা ভেড়ার পাল। ওদের কিছু বলার নেই, থাকে না। যে গদীতে বসে তর্জন গর্জন করে ওরা তারই পা চাটা কুকুর, তারই জয়ধ্বনি করবে সোল্লাসে। ...বছরের পর বছর ওদের প্রতিশ্রুতির আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। ...এ্যাডলফ আজ এত বড় নেতা, কিন্তু ভেবে দেখুন ও কতটুকু জনতার সমর্থন পেয়েছিল প্রথমে, এমনকি নির্বাচনের আগেও—

গোয়েবলস ॥ কিন্তু সৈন্যবাহিনী? আজ আপনি SAদের বিক্ষুব্ধ করলে কালই সৈন্যবাহিনী তৈরী হয়ে যাবে তাদের দমন করতে। বিশেষ করে যখন আপনার পরিকল্পনাতে সৈন্যবাহিনীর প্রসঙ্গও রয়েছে।

রোয়েম ॥ হ্যাঁ সেখানেই সমস্যা। সৈন্যবাহিনীর সামনে দাঁড়ানোর মত প্রস্তুতি এখনও আমাদের নেই কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ SA যদি একসঙ্গে বিদ্রোহ করে তাহলে—

গোয়েবলস ॥ না না, ভুল করছেন—ওদের হাতে অস্ত্র, আপনার কটা SA র কাছে অস্ত্র আছে? ওরা পুরো শাসন যন্ত্রটা ব্যবহার করবে, আর আপনি—

রোয়েম ॥ আমার মনে হয় আপনি একটু বেশী সাবধানী হয়ে যাচ্ছেন, এ ব্যাপারে এতো বেশী সাবধানী হওয়া—! ... অবশ্য আপনার ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

গোয়েবলস ॥ ভয় আমার সে জন্যে নয়। আমার ধারণা পুরো বিদ্রোহের প্রস্তুতিটা গোপনে করাই ভাল, কেননা গোয়েরিং এর Secret police service—

রোয়েম ॥ গোয়েরিং! আজ সমস্ত পার্টির ক্যাডারের মধ্যে, এই একদলকে

আরেক দলের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবার পুরো চক্রান্তটাই ওর —ও শুধু ভাবে কি করে ক্ষমতায় আসবে—। এক একটা লোক আছে যারা রাস্তায় হাঁটার সময় পথটাও দেখেনা, একে ধাক্কা মেরে, ওকে মাড়িয়ে চলে যাবে, যেন একমাত্র তারই কোথাও পৌঁছবার আছে, অন্য সবাই— (রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী॥ মিষ্টার গোয়েরিং এসেছেন।

রোয়েম॥ গোয়েরিং? Think of the devil and he is there!

গোয়েবলস॥ কেলেঙ্কারী হল, ও যদি আমাকে এখানে দেখে তাহলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে।

রোয়েম॥ কিছু চিন্তা করবেন না। ও কিছু বুঝতে পারবে না। (রক্ষীকে) পাঠিয়ে দাও ওকে। ... এককালে আমি ভাল অভিনয় করতাম জানেন বোধ হয়—

গোয়েবলস॥ হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার—

রোয়েম॥ তার প্রমাণটা হাতে নাতেই দেখে যান —(গোয়েরিং এর প্রবেশ। রোয়েম যেন ওকে দেখতেই পায়নি। হঠাৎ স্বর বদলে খুব উত্তেজিত ভাবে গোয়েবলসকে বলতে থাকে) না না ডক্টর গোয়েবলস—আপনি আমাকে অকারণে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না, আমার যা বক্তব্য... আরে.. গোয়েরিং আসুন।

গোয়েরিং॥ খুব উত্তেজিত দেখছি

রোয়েম॥ উত্তেজনার আগুন পোহানোই তো আমাদের কাজ—

গোয়েরিং॥ হ্যাঁ, কথাটা অভিমান বশে বললেও, খুব একটা মিথ্যে নয়। কি খবর ডক্টর গোয়েবলস, আপনি এখানে –

গোয়েবলস॥ (হতচকিত) না, মানে, এই আর কি

রোয়েম॥ উনি যে কাজে এসেছেন, সম্ভবতঃ আপনিও সেই একই প্রয়োজনে— ওঁর মতে আমার এই দাবী দাওয়াগুলো তুলে নেওয়া উচিত কিন্তু আমি দুঃখিত – ব্যাপারটা এখন আর আমার হাতের মধ্যে নেই।

গোয়েরিং॥ আপনার হাতের মধ্যে নেই মানে? আপনিই পুরো ব্যাপারটার নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অথচ আপনার হাতে নেই? কথাটা -

রোয়েম॥ হ্যাঁ, নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, কিন্তু ক্রমশ দেখছি নেতৃত্বটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। যে যেমন খুশী করছে। হিসেব মতো এ্যাডলফই তো সমস্ত জার্মানীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, কিন্তু আসলে দিচ্ছে কি?

গোয়েরিং ॥ কি বলতে চান আপনি ?

রোয়েম ॥ (শান্ত স্বরে) নিজের বুকে হাত রেখে বলুন তো, এ্যাডলফ নেতা হলেও আপনি কি ওর নির্দেশেই সব কাজ করছেন ?

গোয়েবলস ॥ আচ্ছা, আপনারা আলোচনা করুন, আমি আসি—

রোয়েম ॥ দুঃখিত ডক্টর গোয়েবলস। আপনার পরামর্শ মানতে পারলাম না। পরে কোনদিন সুযোগ হলে আলোচনা করা যাবে -

গোয়েবলস ॥ আচ্ছা, শুভরাত্রি (প্রস্থান)

গোয়েরিং ॥ আপনাকে শেষবারের মত ভেবে দেখতে বলছি পুরো ব্যাপারটা।

রোয়েম ॥ আপনি ভেবে দেখতে বলার কে ?

গোয়েরিং ॥ আমি এ সঙ্ঘর্ষটা এড়াতে চাই রোয়েম।

রোয়েম ॥ না, আপনি তা চান না, আপনি কি চান তাও আমি জানি।

গোয়েরিং ॥ কি জানেন আপনি ?

রোয়েম ॥ আপনি চান এই চরম মুহূর্তে আমি যেন পিছিয়ে আসি, তার ফলে SAরা বিক্ষুব্ধ হবে, আমার প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হবে, আর সেই সুযোগে SAদের শেষ করে দিতে আপনাদের অসুবিধে হবে না।

গোয়েরিং ॥ আমি নিজে অবশ্য আপনার সঙ্গে কোন রকম আলোচনায় বসতে প্রস্তুত ছিলাম না, নিতান্ত ফ্যুয়েরার বলেছেন বলেই আপনাকে—

রোয়েম ॥ আমার শেষ কথা আমি জানিয়ে দিয়েছি, ফ্যুয়েরারকে দয়া করে বলবেন যে আমি তার সঙ্গে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গেই আলোচনায় বসতে রাজী নই।

গোয়েরিং ॥ এর ফলটা, আশা করি, আপনি বুঝতে পারছেন ?

রোয়েম ॥ আপনার হুমকীতে ভয় পাওয়ার লোক আমি নই, সে আপনি ভাল করেই জানেন গোয়েরিং আমার শেষ কথা জার্মান উত্থানের জন্যে যেই কৃতিত্ব নিক, আসল বাহাদুরীটা এই ঝটিকা বাহিনীর—সুতরাং কোন রকম অপ্রিয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তার জবাবের জন্যে প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করছি আপনাকে।

গোয়েরিং ॥ বেশ। শুভরাত্রি

রোয়েম ॥ শুভরাত্রি। Have sweet dreams. (নেপথ্যে পিয়ানো বাজনা শোনা যায়। অন্য জোনে দুজন SA আসে। চিৎকার করতে থাকে।

প্রথম ॥ (চীৎকার) ফ্রানৎস স্মিথ, বেরিয়ে এসো, কুত্তা···(পিয়ানো বাজে)

২য় ॥ কি দরজা ভাঙতে হবে নাকি, শালা কমিউনিস্ট দরজা খোল—

১ম ॥ কি হলো, খুলবে না, জবরদস্তি দরজা ভাঙতে হবে। (দরজা খুলে এক বৃদ্ধ প্রবেশ করেন)

স্মিথ ॥ (শান্ত স্বর) কি চাই আপনাদের ?

১ম ॥ তোমার নাম ফ্রান্‌জ স্মিথ—

স্মিথ ॥ হ্যাঁ আমার নাম ডঃ ফ্রান্‌জ স্মিথ।

২য় ॥ ওহ্ আবার ডাক্তার, নামের সামনে পদবী লাগাচ্ছে—

স্মিথ ॥ (শান্ত স্বরে) পদবী নয়, উপাধি, পদবী সচরাচর নামের পেছনে বসে, উপাধি সামনে—

২য় ॥ একেবারে বাড়াবাড়ি করবে না। ডাক্তার—কিসের ডাক্তার তা আমরা জানি।

স্মিথ ॥ (অবিচলিত) আমি সঙ্গীতে ডক্টরেট করেছি। মানে গান···

১ম ॥ গান ? গান' বলতে আমরা একটা জিনিষই বুঝি সেটা এই (বন্দুকটা তুলে দেখায়)

স্মিথ ॥ কিন্তু স্বয়ং ফ্যুয়েরারও বিটোফেন পছন্দ করেন —

২য় ॥ তর্ক শুনতে চাই না। শালা কমিউনিষ্টদের দোষেই এই, বড় তর্ক করে—

১ম ॥ বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। শোনো, বলো তোমাদের দলের অন্যরা পার্টি অফিস থেকে পালিয়ে কোথায় লুকিয়েছে ?

স্মিথ ॥ (শান্ত স্বরে) আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নই।

১ম ॥ শালা, ধরা পড়লে সবাই বলে রাজনীতির সঙ্গে নেই। জীবনে রাজনীতি করিনি। বল্ শালা কুত্তা

স্মিথ ॥ আপনারা ভদ্রভাবে কথা বলুন একজন বৃদ্ধের বয়সের সম্মানটাও তো দেবেন অন্ততঃ

২য় ॥ চোপ শালা—সম্মান দেখাচ্ছে। (পেটে গুঁতো মারে)

স্মিথ ॥ উহ্ (পেট চেপে বসে পড়েন)

১ম ॥ কিরে এক গুঁতোয় কাৎ। শালা বিপ্লব করবি না ? (বীভৎস হাসি)

স্মিথ ॥ (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলেন) চলে যাও এখান থেকে, জার্মান সংস্কৃতি উদ্ধার করতে এসেছো। ইতর কুলাঙ্গার— (১ম জন খুব শান্তভাবে বন্দুকটা তুলে ধরে সোজা বুকে গুলি করে। বৃদ্ধ মাটিতে পড়ে যান। ওরা দেহটা তল্লাসী করে)

১ম ॥ দেখ্ তো, ব্যাটার পকেটে কোন কাগজ পত্তর আছে কিনা !

২য় ॥ এই তো, এই তো আইডেনটিটি কার্ড। (পড়ে) ডঃ ফ্রান্জ স্মিথ, মিউজিক ক্রিটিক।

১ম ॥ যাঃ শালা মিস ফায়ার হয়ে গেল।

২য় ॥ অকারণে একটা গুলি আর খানিকটা সময় নষ্ট হোল !

১ম ॥ নিরীহ বুড়োটা। বেচারা—

২য় ॥ হ্যাঁ, ও নিজে হয়তো দোষ করেনি, কিন্তু যে কমিউনিষ্টকে খুঁজছি সেও-তো ফ্রান্জ স্মিথ. এ পাড়াতেই বোধহয় থাকে, শালা মরেছে বেশ হয়েছে। ঐ নামের জন্যেই মরা উচিত। ...নে ধর—body টাকে ঐ কোণে ফেলে দিয়ে যাই। (দুজনের দেহটা নিয়ে প্রস্থান। হিটলার ও গোয়েবেলস্ এর প্রবেশ)

হিটলার ॥ (উত্তেজিত) না, দরকার নেই, দরকার নেই ওদের সাহায্যের। স্যোসাল ডেমোক্রাটদের ভোট ছাড়াই আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছি। সংবিধান এখুনি পাল্টাতে হবে। আপনি তার জন্যে রেডিও আর কাগজ মারফৎ প্রচার চালিয়ে যান।

গোয়েবলস্ ॥ সে প্রচার চলছে, কিন্তু কোর্ট মাঝে মাঝে আমাদের যে সব case খালাস করে দিচ্ছে, তা পুরোপুরি নাজী পার্টির বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। এ ভাবে চললে তো আমার প্রচারটা সাধারণ লোকের কাছে অপপ্রচার হয়ে দাঁড়াবে। তারা বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

হিটলার ॥ না সে জন্যে চিন্তা করবেন না। আমাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিচারকরা যাচ্ছে তাদের সরিয়ে দেবার জন্যে ইতিমধ্যেই আইন পাশ করা হয়ে গেছে। নয়তো ওরা কবে আবার হিটলারেরই বিচার করতে বসে যাবে। হুঃ। অসহ্য। ঐ Civil service law'র উপর ওদের কিছু করার নেই। আর তাছাড়া আপনারা case গুলো Court এ পাঠাবার আগে Ministry of Justice থেকে বিচারকদের উপর চাপ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করুন। ... আচ্ছা ডক্টর গোয়েবলস্ আপনি কি প্রচারের ব্যাপারটা এখনও ধরতে পারছেন না ?

গোয়েবলস ॥ (ভীত) কেন, কোনও ভুল হয়েছে ?

হিটলার ॥ ভুল হয়েছে মানে ? সামনে ভুল হচ্ছে। এই case গুলো সম্বন্ধেই আপনারা য' করেছেন তাতো সর্বৈব ভুল।

গোয়েবলস॥ কোথায় ভুল বলুন। আমার কাছে যে কটা report আছে আমি সবই প্রচারের ব্যবস্থা করছি ঠিকমত।

হিটলার॥ না, কথাটা তা নয়। আপনারা বেশীর ভাগ caseই Gestapo Court এ পাঠাচ্ছেন কেন?

গোয়েবলস॥ না, মানে যাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই তাদের গেষ্টাপো কোর্টে পাঠাতেই হবে কারণ তাদের খতম করা দরকার। গেষ্টাপো কোর্টে না পাঠিয়ে সাধারণ বিচারালয়ে পাঠালে সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে ওরা নির্দ্দোষ প্রমাণিত হয়ে যায়।

হিটলার॥ বেশ, যাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই তাদের গেষ্টাপো কোর্টে পাঠিয়ে খতম করে দিন। কিন্তু সমস্ত case-গুলো পাঠাবেন না। সাধারণ বিচারালয়ে পাঠান।

গোয়েবলস॥ কিন্তু ওখানে অসুবিধে হলে—

হিটলার॥ (বিরক্ত) আহ্ বলছি আর কোন অসুবিধে হবে না। সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। গেষ্টাপো বিচারে যারা মরেছে তাদের খবর সাধারণ লোক জানছেনা, কিন্তু খুব ধুমধাম করে সাধারণ বিচারালয়ে দেশোদ্রোহীতার অপরাধে একজনের ফাঁসির হুকুম হলে দেশশুদ্ধ লোক তা জানবে। আপনার প্রচারেরও সুবিধে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা লোকে জানবে যে আমার বিরুদ্ধে একটি কথা বলার চেষ্টা করা মানে মৃত্যু। অন্য কোন মানে নেই। .. এমন কি, এমন কি আমাদের পার্টির মধ্যে ক্ষমতা দখলের যে সব চক্রান্ত চলছে তাকেও এভাবে শেষ করতে হবে, কখনো বিচারকের সামনে দাঁড় করিয়ে, কখনো নিজে বিচারক হয়ে। (গোয়েরিং এর প্রবেশ। খুবই উত্তেজিত)

হিটলার॥ কি সংবাদ গোয়েরিং?

গোয়েরিং॥ আপনাকে দেখে আমার আশ্চর্য লাগছে।

হিটলার॥ কেন? আমি কি চিড়িয়াখানার খাঁচায় বয়েছি?

গোয়েরিং॥ না, রঙ্গতামাসা নয়, সত্যি বলছি। আপনি আজও এত ঠাণ্ডা মাথায় রয়েছেন কি করে? সারা জার্মানীতে আজ এই ৩০শে জুন লোকের চোখে ঘুম নেই। সারা দেশে ব্যাপক ধরপাকড় চলছে, গেষ্টাপো কোর্ট এর বিচারকরা মৃত্যুদণ্ড দিতে দিতে ক্লান্ত—সবই আপনার নির্দ্দেশে, অথচ আপনি—

হিটলার॥ এখনও পর্য্যন্ত নিজেকে সংযত রেখেছি, কতক্ষণ পারবো জানি না। কিন্তু আজ রাত ভোর হওয়ার পরে একটাও বিশ্বাসঘাতক যেন বেঁচে না

থাকে। নাজী পার্টির মধ্যে কোন রকম চক্রান্তকে প্রশ্রয় আমি দেব না। সে যেই হোক। সবাইকার ব্যাপার আমার কাছে আনার প্রয়োজন নেই, নিতান্ত যারা আমার একদা ঘনিষ্ঠ এমন কয়েকজনকেই আনবেন, তাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। যাবার আগে একবার হিটলারকে চিনে যাক তারা।

গোয়েরিং ॥ রোয়েমের হুমকির কথা শুনেছেন ?

হিটলার ॥ (স্বরে বেদনার আভাষ) আহ্, বারবার কেন রোয়েমের কথা তোলেন আপনারা !

গোয়েরিং ॥ কথাটা আপনার জানা দরকার, তাই—

হিটলার ॥ কি বলেছে ?

গোয়েরিং ॥ বলেছে, ঝটিকা বাহিনীকে পূর্ণ মর্যাদা দিতেই হবে, তারাই জার্মানীর ভবিষ্যৎ-নিয়ন্তা। আমরা, আমরা যেমন মুখের মত জবাবের অপেক্ষায় থাকি। ক্ষমতা তাদের হাতে আসতে দেরী নেই।

হিটলার ॥ (চুপ করে যায়) রোয়েম ! ··· ওর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। ··· শেষবারের মত

গোয়েরিং ॥ আজ ভাইস-চ্যান্সেলর প্যাপেন আমার Squad এর সামনে খতম হয়ে যেত। খুব বেঁচে গেছে।

হিটলার ॥ কেন কি হয়েছে ? ওর personal staff-দের শেষ করেছেন ?

গোয়েরিং ॥ হাঁ, ওর অফিসে ঢুকে আমার trooper রা তল্লাশী চালাবার সময় principal secretary-কে টেবিলেই গুলি করে মারে। Private Secretary Baroness Stotzingenকে Concentration Camp-এ পাঠানো হয়েছে প্যাপেন নিজে এসে আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করতে শুরু করেছিল। আমি ওকে সোজা বলেছি এসব আলোচনা করার সময় আমার নেই, তাতে ও উত্তেজিত হয়ে —

হিটলার ॥ আপনি গুলিটুলি করেন নিতো ?

গোয়েরিং ॥ না, হয়তো আর বাড়াবাড়ি করলে করতাম। কিন্তু সময় মতো প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।

হিটলার ॥ ওর বাড়ীর চারদিকে guard বসান। যেন পালাতে না পারে। টেলিফোন লাইন এক্ষুণি কেটে দিতে বলুন ; কারো সঙ্গে যেন যোগাযোগ করতে না পারে। এক্ষুণি যান। খবর পাঠান। (গোয়েরিং এর প্রস্থান)

না না, কাউকে ছাড়বো না, কউকে না। ছেলে-মেয়ে, বাচ্চা বা বৃদ্ধ, কারো ক্ষমা নেই। হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফলটা হাতে হাতে দেখে যাক সব। (গোয়েরিং এর পুনঃপ্রবেশ। খুবই উত্তেজিত)

গোয়েরিং ॥ রোয়েমকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। আপনি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

হিটলার ॥ হ্যাঁ, রোয়েম আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। কিন্তু ও আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু ··· ওকে নিয়ে আসুন গোয়েরিং। আপনাকে প্যাপেন সম্বন্ধে যা নির্দেশ দিলাম—

গোয়েরিং ॥ হ্যাঁ আমি লোক পাঠিয়েছি। (প্রস্থান)

গোয়েবলস ॥ আমার মনে হয় রোয়েমের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা আপনার শোনা উচিত। ওতো এভাবে—

হিটলার ॥ Secret service থেকে সমস্ত খবর আমার কাছে এসেছে ডক্টর। আমি কারও কথায় বিশ্বাস করি না, একমাত্র ঐ Secret service ছাড়া (রোয়েমকে সঙ্গে নিয়ে গোয়েরিং এর প্রবেশ) হিটলার ও গোয়েবলস রোয়েমকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। হিটলার রোয়েমের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। রোয়েম ও চোখে চোখে তাকিয়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড ক্রুর দৃষ্টি নিয়ে হিটলার এগিয়ে আসে রোয়েমের দিকে। এগিয়ে এসে রোয়েমের বুক থেকে ব্যাজটা টেনে ছিঁড়ে নেয়।)

হিটলার ॥ আপনারা দুজন বাইরে যান। আমি আমার বন্ধু রোয়েমের সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে চাই। (গোয়েরিং ও গোয়েবলস এর প্রস্থান)

হিটলার ॥ (ঠাণ্ডা স্বরে) কেমন আছ রোয়েম ? (রোয়েম নিরুত্তর। কি ব্যাপার জবাব দিচ্ছ না ? এ্যাডলফ হিটলার তোমায় জিজ্ঞেস করছেন— কেমন আছ—শুনতে পাচ্ছ না ?

রোয়েম ॥ এভাবে মাঝরাতে আমায় বিছানা থেকে তুলে আনার কি মানে হয় ?

হিটলার ॥ তুমি কত রাত আমার ঘুম নষ্ট করেছ জানো। আমার জন্যে একটা রাত না হয় নাই ঘুমোলে।

রোয়েম ॥ এসব কি হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

হিটলার ॥ বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার বুদ্ধি তোমার আছে, অথচ এটুকু বোঝার ক্ষমতা নেই তা বললে তো মানবো না। তোমার বুদ্ধি বিবেচনার উপর আমার বিশ্বাস আছে রোয়েম। চক্রান্তকারী—

রোয়েম ॥ আমি কোন চক্রান্ত করিনি।

হিটলার ॥ (উত্তেজিত চিৎকার) মিথ্যে কথা বোলো না। তুমি, Gregor Strasser, Bruening, Schleicher সকলে মিলে চক্রান্ত করেছ। তোমরা, এই বিশ্বাসঘাতকরা, ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বসে ষড়যন্ত্র করেছ কি করে আমাকে সরাবে অথচ তারপরেও আমার সঙ্গে বসে নির্লিপ্তভাবে আলোচনা করেছ আবহাওয়া নিয়ে, ছবি নিয়ে—আশ্চর্য! জানো, কি তোমাদের শাস্তি?

রোয়েম ॥ এ্যাডলফ্ তুমি যা জানো পুরোটাই ভুল। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—বানানো—

হিটলার ॥ (উত্তেজিত) বানানো? তোমাদের ছক অনুযায়ী Bruening হবে Foreign minister, Strasser হবে Minister of Economics আর তুমি, তুমি হতে চেয়েছ Defence minister, SA-কে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একচ্ছত্র রাজত্ব করতে চেয়েছ—

রোয়েম ॥ না, মিথ্যে কথা। এ সব খবর তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে আমি জানি

হিটলার ॥ কোথা থেকে?

রোয়েম ॥ এ গোয়েরিং আর হিম্লারের মাথার কাজ। ওরা ব্যক্তিগত আক্রোশ বশে আমাদের নামে এই সব রটাচ্ছে। ওরা জানে, তোমার কানে একবার এ কথা তুলতে পারলে তুমি আমাদের ক্ষমা করবে না।

হিটলার ॥ তোমার অনুমান অনেকটা সত্যি হলেও পুরোটা নয়, তোমরা বার্লিনে যে cabinet list নিজেদের মধ্যে বিলি করেছ তার copy আমার কাছে আছে। নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। আর তাছাড়া SA ও SS নিয়ে তোমরা যা শুরু করেছ তাতে লৌহদৃঢ় নাজী দলের মধ্যেও বিভিন্ন রকম ভাঙন দেখা দিচ্ছে—

রোয়েম ॥ আমাদের কিছু করার নেই। গোয়েরিং-এর স্বৈরাচার আমাদের কাছে অসহ্য

হিটলার ॥ তাই বলে তুমি দলে ভাঙন আনবে, আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে?

রোয়েম ॥ চক্রান্ত তোমার বিরুদ্ধে নয়, আনুষঙ্গিক হিসেবে তোমার প্রসঙ্গও এসে গিয়েছিল।

হিটলার ॥ কিন্তু আক্রমনটা তো শেষ অবধি আমার ওপরই আসছে!

রোয়েম ॥ আমাদের কিছু করার ছিলনা। (হিটলার চুপ করে যায়। খুব ধীর

পদক্ষেপে এগিয়ে আসে রোয়েমের দিকে)

হিটলার ॥ রোয়েম তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি এসব পাগলামি ছাড়ো। আর কেউ হলে বলতাম না, সোজা দাঁড় করিয়ে গুলি করতাম। কিন্তু তোমাকে বন্ধু বলেই জেনে এসেছি চিরকাল। গত চোদ্দ বছর ধরে অনেক ঝড়ঝাপ্টা, বিপদে আপদে আমরা একসঙ্গে আছি। কোনোদিন কোন বিবাদ ছিলোনা। ...কিন্তু আজ, আজ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে (উত্তেজিত পদচারণা) না না, তোমার একমাত্র শাস্তি...মৃত্যু এর ক্ষমা নেই রোয়েম ...কিন্তু, কিন্তু তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু—তোমায়...তোমায় (পিস্তলটা বের করে এগিয়ে আসে, ওটা তুলে তাক্ করে রোয়েমের দিকে, হত বুদ্ধি দাঁড়িয়ে রোয়েম) তোমায় নিজের হাতে গুলি করবো না, রোয়েম -পিস্তলটা রেখে গেলাম। আমার হয়ে কাজটা তুমিই সেরে নাও। (চকিতে বেরিয়ে যায়। রোয়েম হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে পিস্তলটা তুলে নেয়)

রোয়েম ॥ মৃত্যু! আত্মহত্যা! না, রোয়েম আত্মহত্যা করবে না। অত ভীরু নয় রোয়েম—সে অনেক যুদ্ধ দেখেছে, অনেক যুদ্ধ করেছে।...এ্যাডলফ্, এ্যাডলফ্ তোমার চোখে কি অসীম ক্ষমতা লিপ্সা...কোথা থেকে কোথায় উঠেছ? তোমার চাহিদার শেষ নেই এ্যাডলফ্! তুমি জাননা, কি ভীষণ অন্ধকার গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ তুমি নিজে। রাশি রাশি রক্ত জমাট বাঁধতে বাঁধতে কালো হয়ে তোমার জন্য এক দুর্লঙ্ঘ্য কলঙ্ক সৃষ্টি করছে, তুমি নিজেই খুঁড়ছো তোমার কবর। তুমি আজ একনায়ক হয়েছ কি অসীম কলঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে! তোমায় দোষ দেব না এ্যাডলফ্ দোষী আমি, আমরা, আর এই লক্ষ লক্ষ নাগরিক যারা বোবা পশুর মত তোমার স্বেচ্ছাচার মাথা পেতে নিচ্ছে, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই যাদের সেই ভীরু ভেড়ার পাল ঐ মানুষগুলোই দোষী—যারা তোমায় সৃষ্টি করেছে, যারা তোমার মত আরও এ্যাডলফ্ হিটলারের জন্ম দিচ্ছে, জন্ম দেবে পৃথিবী জুড়ে। ...তবু, তবু, আমায় যদি মরতে হয়, আমি তোমার হাতেই মরবো। এ্যাডলফ্, তুমি আমায় নিজে গুলি করে মারো, তোমার হাতে মরতে চাই আমি— অন্ততঃ একটাই সান্ত্বনা আমি এক স্বৈরাচারী একনায়কের হাতে মরেছি যার জন্ম দিয়েছি আমি নিজে। এ্যাডলফ্— (উত্তেজিত হিটলারের প্রবেশ সঙ্গে গোয়েরিং)

হিটলার ॥ (উত্তেজিত। চীৎকার করে) গোয়েরিং, নিয়ে যান ওকে আমার

চোখের সামনে থেকে। গুলি করে মারুন ওকে। আমার নির্দেশ—অন্যথা হবে তোমার রোয়েম! (গোয়েরিং রোয়েমকে ঠেলে নিয়ে যায়)

রোয়েম॥ (চীৎকার করে) তুমি আমায় ছুঁয়ো না গোয়েরিং, মৃত্যুর আগে তোমার নোঙরা স্পর্শ…, এ্যাডলল্‌ফ তুমি নিজে—(গোয়েরিং ইতিমধ্যে ওকে নেপথ্যে নিয়ে যায়। গুলির শব্দ, অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। হিটলার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। কেবল ওর পদশব্দটাই কানে আসছে।)

হিটলার॥ (শান্ত কণ্ঠে) না, কারো কাছে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই। আজ আমিই চূড়ান্ত বিচারক। শেষ বিচারের আশায় তোমাদের সবাইকে তাকিয়ে থাকতে হবে আমার দিকে—সমস্ত দেশকে। শুনে রাখো, সবাই শুনে রাখো ভবিষ্যতে একনায়কের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সাহস করো না, তার শাস্তি কি জান, দেখছো তো—শাস্তি মৃত্যু! (দর্শকদের) কি ভেড়ার পাল, শুনতে পাচ্ছো, যে নায়ককে তোমরাই জন্ম দিয়েছ তার হাতেই তোমাদের জীবন-মরণের চাবিকাঠি—না, না, মাথা তুলোনা, মাথা তুলোনা, মাথা তুলোনা—॥ (ধীরে ধীরে পিস্তলটা দর্শকদের দিকে তুলে ধরে আলো ক্রমশঃ উদ্‌ভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত হিটলারের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে পর্দা)

[নাটকটি অভিনয়ের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই তবে প্রযোজনার সংবাদ নাট্যকারকে 16/14 Western Extension Area, Karolbagh, New Delhi 110005 দেওয়া বাঞ্ছনীয়]

মা নিষাদ / মধুময় রায়

(মঞ্চ স্তব্ধ। পর্দা ওঠেনি। নেপথ্যে ক্ষীণ করুণ সুর। ঘোষণা ভেসে আসতে থাকে)

…আপনি প্রাণদণ্ডের সপক্ষে? না বিপক্ষে? যদি সপক্ষে হন তবে আজকের কাহিনী আপনাকে অন্তত একবার ভাবাবে—প্রাণদণ্ড দিয়ে কি মানুষের

অপরাধের মূল নির্মূল করা যায়? যে কোন অপরাধইতো একটা প্যাশানের ফল —আপনারা বার বার বলেছেন! তবে কেন অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেন না? এই প্যাশান ইমোশনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আপনি? হ্যাঁ আপনাকে বলছি নিশ্চয়ই নিজেকে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ এবং কিছুটা সবজান্তা মনে করেন অথচ ভাবুনতো এই আপনিই পাড়ায় যদি একটা চোর ধরা পড়ে তো তাকে কেমন উত্তম মধ্যম দেওয়া হচ্ছে দেখার জন্যে ছোটেন না? হয়তো সেই সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে সামান্য হাতের সুখও করে নেন! আবার এমনও হামেশা দেখা যায়—যেমন যে কোন ছোট-বড় এ্যাক্সিডেন্টের পর— ড্রাইভার বেচারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েক'শ মারমুখী লোক—বিভৎস সে দৃশ্য। ভয়াবহ মানুষ-গুলোর জান্তব আচরণ॥ যেন ঐ ড্রাইভারটা খুনে। খুন করাই ওর পেশা। আসল ব্যাপারটা কি জানেন? নিজেদের যতই বুদ্ধিমান সুসভ্য ভাবি না কেন, বহু হাজার বছর আগে বিবর্তনের আদিপর্বে আমরা যে পশু ছিলাম, তার থেকে খুব একটা উন্নত হইনি। যা ঘটেছে তা বহিরঙ্গের রূপান্তর, যা বাড়তি এসেছে তা মূল্যবোধের পালিশ।

আর আপনি যদি প্রাণদণ্ডের বিপক্ষে হন তবে জানবেন হয় আপনি অতিবেশী মানবিক নয়তো দুর্বলচিত্ত। রাগ করবেন না, সত্যি কি আপনি বিচার বিবেচনার শেষে ঠিক করেছেন দেশে মৃত্যুদণ্ড র'হত হওয়া উচিত? না, এর ভয়াবহতা আপনাকে বিচলিত করেছে? ভাবিয়েছে? শাস্তির মূল লক্ষ্য যদি অপরাধ ও অপরাধবোধ মুছে ফেলা হয় তবে মৃত্যুদণ্ডের পৈশাচিকতা কি পারে সেই উদ্দেশ্য সফল করতে? জনৈকের প্রাণদণ্ড দিয়ে কোনদিনই পারা যায়না লক্ষ অপরাধীর মনে অপরাধ বোধ দূর করতে। যদি তা যেতো তবে একজনের মৃত্যুই যথেষ্ট ছিল সৃষ্টি ও সভ্যতার পক্ষে।

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে পৃথিবীর শতকরা ৭১ জন মৃত্যুদণ্ড রহিত করার পক্ষে, শতকরা ১৬ জন মৃত্যুদণ্ড রাখার পক্ষে আর ১৩ জন মতামত জানাতে অক্ষম।

এটি বিংশ শতকের যে কোন সুসভ্য সুসজ্জিত শহরের ঘটনা। এ শহরে বিশাল অট্টালিকা আছে, হোটেল আছে, বার আছে, দায়িত্বশীল নেতারা আছেন, সিনেমা আছে, স্কুল-কলেজ য়ুনিভার্সিটি আছে, প্রতি ঘরে সোফা-আলমারী-ফ্রিজ-টিভি আছে আর আছে শহরের ঠিক মাঝখানে সুসজ্জিত শিশু উদ্যান আর তার গা ঘেষে যে বিরাট পাচিল ঘেরা অট্টালিকাটা

দেখছেন তার ঠিক মাঝখানে আছে ফাঁসী কাঠ! সভ্যতাকে বাঁচাতে, মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে রোজ বলি হচ্ছে সামাজিক শত্রুরা। কারণ আমরা চাই অপরাধহীন সমাজ।

আর তাই আজ ঐ ফাঁসীকাঠে মরতে হবে সত্যচরণ তাঁতীকে। ঐ আসছে সত্যচরণ। বয়স একুশ, বাড়ি জয়নগর-মজিলপুর—অপরাধ দু'দুটো নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ ও পরে অতি ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা। জঘন্য অপরাধ। শাস্তি ফাঁসী। মৃত্যুদণ্ড। ...ঘোষণা থেমে গেল। দর্শকদের মধ্য দিয়ে মঞ্চে উঠে আসছে সত্যচরণ উদাস। উস্কোখুস্কো চেহারা। সঙ্গে অনেক বিচারক। একজন অফিসার। একজন ডাক্তার। একজন পুরোহিত। যবনিকা সরে গেল। মঞ্চের অভ্যন্তরে (Back Stage) আবছা একটা ফাঁসীর মঞ্চ পাশে ঘাতক দাঁড়িয়ে)

অফিসার ॥ শোনো সত্যচরণ · সরকারী আদেশ অনুযায়ী তোমার ফাঁসী সকাল আটটা পনেরোয় এখন প্রায় আটটা। আর মিনিট পনরো বাকী। তোমার অপরাধ জঘন্য · তুমি···

বিচারক ॥ ভুবনবাবু, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বা উদ্ধৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ। ফাঁসীর মুহূর্তে অপরাধীর মনে লাগতে পারে এমন কোন কাজ করা শুধু অনৈতিক নয়, আইনের চোখে অপরাধ।

অফিসার ॥ অঃ ঠিক আছে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) শোনো সত্যচরণ তোমার জঘন্য অপরাধ

বিচারক ॥ (তর্জনের সুরে) মহিমবাবু!

অফিসার ॥ বাদ্ ·বাদ্ ··তোমার কৃতকর্মের জন্য তোমার ফাঁসী হতে চলেছে। তোমার যদি কোন শেষ ইচ্ছা-টিচ্ছা থাকে তো বলো? মানে কোন উইল-টুইল যদি?

বিচারক ॥ তোমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি-টম্পত্তি ··

সত্যচরণ ॥ আমার কিছু নেই। আমার কেউ নেই।

অফিসার ॥ ঠিক আছে। ঠিক আছে। সকালে তোমার স্নান হয়ে গেছে। তোমার খাবার আসছে। এটাই তোমার শেষ খাওয়া···

পুরোহিত ॥ কারণ এরপর তুমি হবে বায়ুভূত নিরাশ্রয়। পৃথিবীতে এটাই তোমার শেষ খাওয়া। আচ্ছা বাপু, তুমি কি জন্মান্তরে বিশ্বাস করো ··

বিচারক ॥ 'এজের চরকায় তেল দিন। শুধু মন্ত্রোপাঠ করে পাঁচ টাকা সত্তর

পয়সা নিয়ে দয়া করে কেটে পড়ুনতো। যত্তো জ্বালা!

অফিসার॥ (ক্ষিপ্রতার সঙ্গে) খাবারটা নিয়ে এসো। কে আছ?

সত্যচরণ॥ আমি খাবোনা। আমার খিদে নেই।

অফিসার॥ আচ্ছা একেবারে খালিপেটে ঝোলানো কি ঠিক! মানে এতে এ্যাডমিনিসট্রেশনে কোন…

পুরোহিত॥ আমি আবার না বলে পারছি না। (বিচারকের দিকে তাকিয়ে) হিন্দুশাস্ত্র উদার। বলির পাঁঠাকেও না খাইয়ে হাঁড়িকাঠে তোলে না। তবে… না থাক, আমার আবার কি দরকার, পাবতো পাঁচ টাকা সত্তর!

বিচারক॥ না খেলে আমরা কি করবো? তবে সবটা কিন্তু ভুবন বাবু রিপোর্টে লিখবেন। ঘাতক, মঞ্চ তৈরী করো। আপনি ব্যবস্থাটা একবার দেখুন। (অফিসার সত্যচরণকে সোজা করে দাড় করিয়ে হাত দুটো পিছ মোড়া করে বাঁধলেন। মুখটা একটা কাপড়ে ঢেকে দিলেন, জামাটা খুলতে গেলেন)

পুরোহিত॥ জামাটা থাক না? যা ঠাণ্ডা আজ সকালে। ওতে আত্মার কোন অসুবিধা হয় না।

অফিসার॥ যা নিয়ম তাই করতে দিনতো। ফাঁসীর সঙ্গে আত্মার কি সম্পর্ক?

পুরোহিত॥ কি সম্পর্ক? আপনি হিন্দু না… মুস…যাকগে আত্মাই তো সব। দেহকে ফাঁসীর আওতায় আনা যায় ঠিকই কিন্তু আত্মা নৈব নৈব চ। দেহ করে পাপ, দেহ সাজা পায় কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর অক্ষত!

বিচারক॥ ও তো আপনার এলাকা নয়। শুধু গীতা থেকে আউড়ে ছেড়ে দিন। নিন পড়ুন।

পুরোহিত॥ বুঝলেন স্যার, এটা আমার প্রথম ফাঁসী। মানে ফাস্ট ফাঁসীর এ্যাপয়েনমেণ্ট। আচ্ছা, পড়ে কি লাভ বলুন? মুখটা অমন এঁটে বেঁধে রাখলে কান দিয়ে কি কিছু ঢুকবে? তা ওর কানটা খুলে দেওয়া যায় না? আমার পাঠটা ভালো করে কানে ঢুকতো।

বিচারক॥ আপনি তো আচ্ছা নেই আঁকড়ে লোক মশাই! কথায় বলে পুরুতে মন্ত্র পড়ে পাঁঠার কলায়ও শোনে না। নিন পড়ুন এখানে ডিসিপ্লিনই বড়ো কথা। রিজন বা লাজক অর্থহীন।

পুরোহিত॥ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ

নায়ং ভুত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অনো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং যজ্ঞমজব্যয়ম।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কংঘাতয়তি হন্তিকম ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা –
ন্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈবং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যো হয়…

অফিসার ॥ থাক্। থাক্। ওতেই হবে।

বিচারক। এভরিথিং রেডী। নাউ প্রসিড। (মঞ্চে ধীর ও অসহায় সত্যচরণ। ঘাতক গলায় ফাঁসটা পরিয়ে দিল। হাত মুখ বাঁধা। সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে অফিসার, বিচারক, ডাক্তার। দর্শকদের দিকে ফিরে দুহাতে মুখ কান ঢেকে পুরোহিত।)

বিচারক ॥ ঘড়িটা দেখে হাতটা তুলে দাঁড়ালেন। হঠাৎ হাতটা শূন্য থেকে এক ঝটকায় নামিয়ে আনলেন। ফাঁসী হয়ে গেল) ওভার! ওভার!

(ডাক্তার, বিচারক, অফিসার পরস্পর ঘড়ি দেখলেন। মিনিট খানেক নীরবতা)

বিচারক ॥ ডাক্তার, আরো কিছু কাজ বাকী আছে।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ স্যার, আর সেকেণ্ড পাঁচেক … (ডাক্তার ও ঘাতক সত্যচরণের দেহটা নামিয়ে আনলেন)

ডাক্তার ॥ (নাড়ি দেখে বিভৎসভাবে চিৎকার করে উঠলেন) নো, হি ইজ এ্যালাইভ বেঁচে আছে। সত্যচরণ বেঁচে আছে।

বিচারক ॥ (অধীর হয়ে) দ্যাট কান্‌ট বী, হতে পারে না। নেভার।

অফিসার ॥ সে কি স্যার। এতক্ষণ হ্যাংগড! নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল— ডঃ বোস …

ডাক্তার ॥ নাড়ির পুরো বীট্ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘাতক ॥ কি হবে? আমার কোন দোষ নেই। আমি কিছু জানি না হুজুর!

বিচারক ॥ (দ্রুত দড়িটা পরীক্ষা করে) না, না, এভরিথিং অলরাইট! কিন্তু? কিন্তু? কি আশ্চর্য ভুবনবাবু … একবার দেখুন! প্লীজ ডাক্তার!

অফিসার ॥ সামটাইমস মিরাকেল্‌স হ্যাপেন্‌! অঘটন ঘটে। তবে আর কি হবে? অসুন ··· লেট আস হ্যাং হিম এগেইন! আবার ফাঁসী দিই!

বিচারক ॥ তা হয়না ভুবনবাবু। আইন হ্যাং আনটিল ডেথ বল্লেও আনকনশাস্‌···অচেতন লোকের সাজা কোনও আইনই এলাউ করেনা।

অফিসার ॥ তাহলে! তাহলে ··

বিচারক ॥ জ্ঞান ফিরিয়ে আনুন। প্লীজ ব্রিং হিম টু সেনসেস!

অফিসার ॥ (ভীত) আমার রিটায়ার করার আর মাস পাঁচেক বাকী। সব গেল স্যার। সারা জীবন সুখ্যাতির সঙ্গে ফাঁসী দিয়েছি, কোন অবহেলা করিনি। (স্বগত) এ কি বিপদে ফেল্লে মা! জয় মা, ওকে ভালো করে দাও। তোমায় জোড়া পাঁঠা দেবো।

বিচারক ॥ জানেন কি বিশ্রী ব্যাপার। কালকেই এই দুর্ঘটনার খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হবে। তার সঙ্গে ইচ্ছামতো আমাদের অপদার্থতার বিবরণ লেখা হবে। তৈরী থাকবেন; মিনিস্টার লেভেল পর্যন্ত সাড়া পড়ে যাবে। উই আর ফিনিস্‌ড্‌।

ডাক্তার ॥ এরকম হয় স্যার! কিন্তু চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

অফিসার ॥ (সত্যচরণকে তুলে বসায়) ওঠো, ওঠো বাবা আমার। (ডাক্তার স্টেথো দিয়ে বুকপিঠ পরীক্ষা করতে থাকে) থ্যাংক্যু ডঃ বোস! চাও, চাও, এ্যাঁ·· হ্যাঁ···লক্ষী ছেলে। জয় মা

ডাক্তার ॥ (আনন্দে) চেয়েছে! চেয়েছে!

অফিসার ॥ স্যার, নিন এবার ফাঁসীর ব্যবস্থা করুন। সব ভালো করে দেখে শুনে নিন পুরুত মশাই।

পুরোহিত ॥ আমি পারবোনা।

অফিসার ॥ কি বল্লেন?

পুরোহিত ॥ (টেনে টেনে) আমি পারবোনা। একটা অসুস্থ লোককে দু'দুবার ফাঁসীর মন্ত্র পড়াতে আমি পারবো না।

অফিসার ॥ দ্যাখো···দেখুন আর ঝামেলা করবেন না। কোনরকমে কাজটা সেরেই ব্যস! যত্তো যন্ত্রণা! খবরদার খবরটা যেন বাইরে পাঁচকান না হয়। বাড়তি যদি কিছু লাগে তো দেওয়া যাবে···

পুরোহিত ॥ আমি কি জানোয়ার? আমি এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে নেই মশাই।

বিচারক ॥ শোনো সত্যচরণ। আমরা সত্যিই দুঃখিত। তবু···সত্য সত্য···

সত্যচরণ… (সত্যচরণ স্থিরদৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে রইল। কোন সাড়া নেই। নিঃস্পন্দ। যেন একটা মরা মানুষ)

ডাক্তার॥ সত্য সত্য…

অফিসার॥ সত্যচরণ! (ধাক্কা দিয়ে) সত্য…সত্যচরণ…

সত্যচরণ॥ কে? কে আপনি? কাকে বলছেন…

ডাক্তার॥ তোমাকে তোমায়! সত্যচরণ!!

সত্যচরণ॥ আমি সত্য নই। মাফ করবেন ও নাম আমি জীবনে শুনিনি।

অফিসার॥ ধাষ্টামো কোরো না তোমার নাম সত্যচরণ তাঁতী। তোমার বাবার নাম রামচরণ তাঁতী। সাকিন…

সত্যচরণ॥ আমার বাবা নেই। কোনোকালে ছিলোনা।

ডাক্তার। ছিঃ সত্য…শোনো…

সত্যচরণ আমি সত্য নই।

অফিসার॥ (অধীর হয়ে) একি গেরো। বাজে কথা বলোনা। তুমিই সত্যচরণ তাঁতী। বাবা রামচরণ তাঁতী। সাকিন জয়নগর-মজিলপুর। জাতি তন্তুশালী সম্প্রদায়। বয়স -

ডাক্তার॥ (বিরক্ত) কাকে বলছেন? এতো একেবারে অন্যলোক। হাবাগোবা।

অফিসার॥ অত কথায় কাজ কি। চুলোয় যাক সত্যচরণ। এখন দড়িতে ঝোলাও তো।

পুরোহিত॥ (বাধা দিয়ে) না, এ ফাঁসী হবেনা। হতে পারে না। আপনারা মানুষ না জানোয়ার? এ ফাঁসী অবিধেয়। পাপ। এ সত্যচরণ নয়। দেহটা সত্যচরণের ঠিকই কিন্তু অন্তর? ও দ্বিজ, দুবার জন্ম হয়েছে। মৃত্যুকে ও পরাজিত করেছে। হোকনা দেহে সত্যচরণ, আত্মায় সত্য কই?

অফিসার॥ থামোতো। যত্তো সব। ননসেন্স!

পুরোহিত। কেন থামবো। থামবো কেন, ইয়ার্কি! যে পাপে ওর ফাঁসী হচ্ছে তা গর্হিত আমি জানি। কিন্তু করেছে কে?

ডাক্তার। সত্যচরণ।

পুরোহিত॥ তাহলে সত্যচরণের ফাঁসী হোক।

অফিসার॥ তাইতো হচ্ছে।

পুরোহিত॥ (উত্তেজিত) না হচ্ছে না! সে সত্যচরণের ফাঁসী হয়ে গেছে। যে সত্যচরণ অপরাধী তার মন তার জন্য দায়ী তার ফাঁসী আপনারা

দিয়েছেন! কিন্তু এ সত্যচরণ সম্পূর্ণ অপরিচিত। আপনি না হিন্দু! দোহাই আপনার না ছেলে পুলে আছে। এতো অধম্মো করবেন না। এ সইবে না। বলুন এ কোন সত্যচরণ? কে এ? চেনেন একে?

বিচারক ॥ আনকনশাস লোকের ফাঁসী হতে পারে না। ভুবনবাবু ওকে দিয়ে ওর অপরাধ স্বীকার করান। কি পারবেন?

পুরোহিত ॥ ঠিক, পুরানো সত্যচরণ অপরাধ স্বীকার করেছিল কিন্তু এই আত্মা কি সেই অপরাধে অপরাধী? আগে সেই অপরাধ এই নবজাত আত্মা স্বীকার করুক।

অফিসার ॥ তাহলে?

বিচারক ॥ আমাদের বোঝাতে হবে যে এই সত্যচরণ তাঁতী দু'দুটো মেয়েকে রেপ করেছে তারপর করেছে ঠাণ্ডা মাথায় খুন। দীর্ঘ বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছিল। রায় ছিল ফাঁসী···টু বী হ্যাংড্ আনটিল ডেথ।

অফিসার ॥ শোনো সত্যচরণ···সত্য···

সত্যচরণ ॥ মাফ্ করবেন, আমি সত্যচরণ নই।

অফিসার ॥ তবে তোমার নাম কি?

সত্যচরণ ॥ জানি না···

ডাক্তার ॥ মনে কর, মনে করার চেষ্টা কর। তোমার বাড়ি জয়নগর-মজিলপুর, চার ভাই ছিলে তোমরা। তপশীলী সম্প্রদায়। তুমি স্কুল ফাইনাল অব্দি পড়েছিলে। তারপর অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা গুডের কলে চাকরী পেলে দৈনিক চার টাকা মজুরী। কি মনে পড়ছে···কি হে?

সত্যচরণ ॥ আজ্ঞে না!

অফিসার ॥ (বিরক্তিতে) আচ্ছা কিচেলতো! বুঝলেন স্যার, ব্যাটা সুযোগ নিচ্ছে। সব জানে, সব বোঝে। স্রেফ ভণ্ডামী।

বিচারক ॥ সে যাই হোক। প্রমাণ আমাদের করতেই হবে। তা না পারলে ও যে অপরাধী কিন্তু এখন ভণ্ডামী করছে—সেটা অন্তত প্রমাণ করুন। প্রশ্নটা এখন ওর নয়, আমাদের···ওকি অপরাধী? ভেবেছেন এর পরের অবস্থাটা···

অফিসার ॥ (হতাশায়) সবই তো বুঝলুম কিন্তু স্বীকার করাচ্ছি কি করে?

ডাক্তার ॥ ওর স্মৃতিটা সাময়িক ভাবে লোপ পেয়েছে। ওটাকে জাগাতে হবে ওকে দিয়ে সব ঘটনা মনে করাতে হবে। আর সেটা করতে হলে পুরানো

ঘটনাগুলো এঁকে এঁকে ওর সামনে ঘটাতে হবে। এ ছাড়া উপায় কি বলুন।

পুরোহিত॥ সে তো হলো, কিন্তু ঘটাবেন কি করে?

ডাক্তার॥ অভিনয় করে। হ্যাঁ স্রেফ অভিনয় করে। আমরা ওর সামনে ওর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে তুলে ধরবো। হি মাষ্ট এ্যাক্ট টু ইট। ওকে ওর অপরাধ স্বীকার করতেই হবে।

পুরোহিত॥ আশ্চর্য! কে স্বীকার করবে? কোথায় সত্যচরণ? এতো অন্য লোক। যা ইচ্ছে করুন, আমি নেই। (দূরে টুলে গিয়ে বসলো)

অফিসার॥ পরামর্শ-টা খুবই ভালো। দেখুন স্যার, এতে আইনে কোন অসুবিধা হবে না তো?

বিচারক॥ দেখুন কি করতে পারেন। আমার আপত্তি নেই। ওকে দিয়ে স্বীকার করাতেই হবে।

ডাক্তার॥ তা হোলে ওর প্রসিডিং ফাইল থেকে ঘটনাগুলো সিলেক্ট করে সাজান। তারপর···আমাদের অভিনয় শুরু হবে। (অফিসার ফাইল খুলে ক'টা পৃষ্ঠা ওল্টালেন। ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফাইলটা রেখে উঠলেন। মঞ্চে আলো কমে এলো। একেবারে নিষ্প্রভ। আধা অাঁধারে সবাই স্থির। অফিসারের কণ্ঠ ভেসে এলো—দিনটা শনিবার সন্ধ্যা, ২৯ শে জুন, ১৯৭৪। সত্যচরণ কারখানা থেকে ফিরছে সাইকেলে। হঠাৎ পেচ্ছাব চাপায় এদিক ওদিক দেখে একটা একতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। সাইকেলটা বাইরে ঠেস দিয়ে দাঁড় করালো। জানালা দিয়ে একটা ঘরের ভিতর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সত্যচরণ পেচ্ছাব করতে করতে দেখলো ভেতরে একটা মেয়ে সান্ধ্য প্রসাধনে ব্যস্ত। কাছে পিঠে কেউ নেই। আমি সত্যচরণ, ডঃ বোস আপনি সেই উগ্র যৌবনা মেয়ে বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, বয়স উনিশ। বৈকালিক প্রসাধনে ব্যস্ত)

ডাক্তার॥ ধ্যাৎ ··না না···আমি···আমি ঠিক···

বিচারক॥ নিন না, টেক ইট স্পোর্টিংলি। আপনি বাসন্তী। ভুবনবাবু সত্য। কি হলো, নিন? (মঞ্চ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। একটি স্পটে সত্যচরণ (অফিসার) আগের অংশে বর্ণিত সাইকেলে আসা, ঘরের পাশে দাঁড়ানো, পেচ্ছাব করা ও ঘরের জানালা দিয়ে তাকানো ভঙ্গীতে অভিনয় করে দেখাবে। স্পট নিভে গেল। অন্য অংশের স্পটে দেখা গেল প্রসাধনরতা বাসন্তী (ডাক্তার, ভঙ্গীতে অভিনয় শুরু হলো। চুল বাধা শেষ হলো। চোখে

কাজল টানলো। লিপস্টিক লাগালো। তারপর কাপড়টা খুলে ফেললো এক টানে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। ভঙ্গিটা আরো উগ্র, আরো উদ্ধত। তারপর খুলে ফেলে ব্লাউজটা। তারপর ব্রা দুটো হাত উঠে এলো বুকের নীচে। স্পট নিভে এলো। বিপরীত স্পটে ধরা পড়লো সত্যচরণ (অফিসার)। মুগ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টি। লোলুপ কামনার চাউনি। সারা শরীরে রীরংসা আস্তে আস্তে জানালা থেকে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে সরে এলো ভেতরে দরজার সামনে দাঁড়ালো। নিঃশব্দে দরজাটা খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকলো। দাঁড়ালো বাসন্তীর মুখোমুখি (দুজনে একটা স্পটে)। সত্যচরণ (অফিসার) লাফিয়ে সামনে এলো।

বাসন্তী (ডাক্তার)॥ কে ? কে আপনি ? কি চান ? (হাত দিয়ে বুক ঢাকে)

সত্যচরণ (অফিসার) ॥ চুপ। আওয়াজ করছো কি ? (ইঙ্গিতে পেছন পকেট থেকে চাকু মেলে ধরে)

বাসন্তী (ডাক্তার)॥ দোহাই আমায় ছেড়ে দিন ··· আমায় ছেড়ে···

সত্যচরণ (অফিসার)॥ কোনও শব্দ নয় জোর করে কোন লাভ নেই (বাসন্তীর হাতটা মুচড়ে পেছনে ধরে। অন্য হাতে চাকুটা গলায় চেপে ধরে)

বাসন্তী (ডাক্তার)॥ আপনার পায়ে পড়ি। আমায় ছেড়ে দিন। দোহাই আমায় প্রাণে মারবেন না। (বিচারক প্রম্পটারের ভঙ্গিতে ফাইল খুলে স্পটে এলেন)

বিচারক॥ কাঁদো। বাসন্তী। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ো সত্যচরণের পা জড়িয়ে ধরো। বলো আগামী মাসে তোমার বিয়ে ভুবনবাবু আর একটু জোরে জাপ্‌টে ধরুন। চাকুটা পেছন পকেটে ঢুকিয়ে হাতটা তুলে আনুন বাসন্তীর বুকে। মুখটা নামিয়ে আনুন ওর কাঁধের ভাঁজে। অন্য হাতটা দিয়ে ওর সায়ার দড়িটা হচ্ছে ·· না ···। জীবনে কি কোন মেয়েকে যন্ত্রণা। (সত্যচরণ (অফিসার) আরো জোরে জাপ্‌টে ধরে বাসন্তীকে। আলো জ্বলে ওঠে।

পুরোহিত॥ (চিৎকার করে) অশ্লীল। অশ্লীল ! জঘন্য ! আমি এতে নেই. চল্লাম।

অফিসার॥ অশ্লীল ·। (ভেঙিয়ে) আমাদের বলে জীবন-মরণ। যাচ্ছেন কোথায় ? মামাবাড়ি নাকি।

বিচারক না, না, পুরুতমশাই, ওটি হচ্ছেনা।

পুরোহিত॥ তাবলে ঐ অসভ্য অশ্লীল 'ইয়ে' দেখতে হবে।

বিচারক ॥ ঠিক আছে, ওতেই চলবে। এবার ডেথ সীন। নিন শুরু করুন।

বাসন্তী ॥ (ডাক্তার) সে সব হবে। ভুবনবাবুর ঐ বুরুশের মতো গোঁফ … নো … আমি নেই। কাঁধে এসে পড়লো যেন একটা ধাড়ি শুয়োপোকা।

অফিসার ॥ ওসব চুকে গেছে। এবার মৃত্যু দৃশ্য।

বাসন্তী ॥ (ডাক্তার) আমি আর কোন দৃশ্যেই নেই। ভুবনবাবু স্যাডিষ্ট, বাংলায় যাকে বলে মর্ষকামী দেখুন…দেখুন (বুকটা খুলে দেখায়) খুবলে গোছা গাছা বুকের চুল তুলে ফেলেছেন। এখনও জ্বলছে। স্যার, আমি ওকে নেই বাস।

বিচারক ॥ আর একটুখানি প্লীজ, অপূর্ব এসেছে সীনটা…নিন! (পুরোহিত অগ্রবর্ত্তী মঞ্চে (front stage -এ দর্শকদের দিকে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে) (স্পটে শুধু বাসন্তী (ডাক্তার) ও সত্যচরণ (অফিসার)। বাসন্তী অচেতন। দুহাতে মুখটা খুলে ধর লা সত্য। চোখ দুটি ঘোর। যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে। চিৎকার করে উঠলো— না! …না! ‥একি… দুহাতে গলাটা চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগলো) (আলো জ্বলে উঠল)

বাসন্তী (ডাক্তার) ॥ ছাড়ুন, ছাড়ুন পাগল নাকি। মেরে ফেলেছিলেন। (কাশতে থাকে) জল ‥জল…(হাঁফাতে থাকে)

বিচারক ॥ অতজোর কেউ চেপে ধরে। মেরে ছেড়েছিলেন আর কি!

অফিসার ॥ (লজ্জিতভাবে) না, মানে একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। জানেন স্কুলে এ্যাক্টিংয়ে প্রাইজও পেয়েছিলুম।

ডাক্তার ॥ তাই বলে ‥ঐভাবে আমার গলা টিপে ধরবেন। আচ্ছা আচ্ছা আপনি কি… ?

অফিসার ॥ আই এ্যাম সো সরি ডঃ বোস। সত্যি দুঃখিত।

বিচারক ॥ সত্যচরণ‥ সত্য….এটাই তোমার প্রথম অপরাধ। কি কিছু মনে পড়ছে·

অফিসার ॥ সত্য ‥সত্য ?

সত্যচরণ ॥ আমায় বলছেন ?

অফিসার ॥ আমার কপাল। মনে পড়ছে ঐ বাসন্তীকে তুমি শনিবার একা পেয়ে তার বাড়িতে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করেছিলে। তারপর খুন।

সত্যচরণ ॥ ধর্ষণ কি ?

ডাক্তার ॥ নিন এবার বোঝান।

সত্যচরণ ॥ ধর্ষণ কেন করে ··আচ্ছা কিভাবে করে ?

বিচারক ॥ মানুষের ভেতরে একটা পশু বাস করে। সেই পশুটা মানুষের বুদ্ধি বিচারকে লোপ করে। মানুষ বীবংসায় পাগল হয়ে করে ধর্ষণের মতো অনৈতিক জঘন্য কাজ। তারপর সেই আদিম রিপুর তাড়নায় করে খুন। তুমি প্রথমে করলে ধর্ষণ। তারপর খুন।

সত্যচরণ ॥ বিশ্বাস করুন, আমি একাজ করিনি। ছিঃ ছিঃ একি প্রবৃত্তি বলুন তো মানুষের! (অফিসারকে লক্ষ্য করে) আপনার লজ্জা করেনা ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে ঐসব করতে।

ডাক্তার ॥ যতো পাগলের কাণ্ড।

অফিসার ॥ বাদ দিন ডঃ বোস। শোনো তোমার কোন মেয়ের কথা মনে পড়ছে···ঐ বাসন্তী চক্রবর্ত্তী বা অনীতা সেন··

সত্যচরণ ॥ কে বাসন্তী ? আমি কাউকে চিনি না।

অফিসার ॥ ঠিক আছে। কিন্তু অনীতা সেনকে তুমি চেন। তোমাদের বাড়ী ছাড়িয়ে স্কুল বাড়ীর গায়ে দোতালা বাড়ীটায় থাকতো। বোবা। তাকে তুমি···সত্য···সত্য ··

সত্যচরণ ॥ নাঃ কই মনে পড়ছে নাতো আর দেখুন সত্য সত্য করবেন নাতো। ঐ নামে কেউ নেই। আর আমি বাসন্তী ফাসন্তী অনীতা টনীতা কাউকে চিনি না। শুধু···শুধু···

বিচারক ॥ শুধু শুধু কি···থামলে কেন ? শেষ করো কথাটা···

অফিসার ॥ বলো···বলো···শুধু কি ?

সত্যচরণ ॥ আমার মনে একটা মেয়ের মুখ ভেসে আসছে। ঠিক চিনতে পারছিনা। কেমন আবছা যেনো সব। (হঠাৎ হারিয়ে যায় নিজের মধ্যে। চুপ করে থাকে। সবাই চারপাশে হাঁ করে পুরোহিত শেষ পর্যন্ত কান থেকে বিড়িটা বের করে ধরাতে গিয়ে বিচারকের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে আবার কানে গোঁজে) —হ্যাঁ···সেই কথাগুলো···সেই হাতের ছোঁয়া···আমি পাচ্ছি। ঠাণ্ডা, কি নরম আচ্ছা, কে ? কে সে ? বলুন·· না·· মনে পড়ছে···কি ভীষণ চিৎকার করতো···কে যেন রোজ রাতে মারতো···উঃ কি ভীষণ কান্না···কে···কে···কাঁদছে··· (অতি আস্তে) আমি ? আমি কোথায় তখন ? কোথায় ? কোথায় ? কোথায় ? কে সে মেয়েটি ·· নাঃ কারুর সঙ্গে মিলছে না।

বিচারক ॥ চেষ্টা করো সত্যচরণ। সব মনে পড়বে। তিনি…তিনি তোমার মা। তোমার নিজের মা। বিচারের সময় তুমি নিজে স্বীকার করেছো সব।

সত্যচরণ ॥ নাহ্! আমি কিছু স্বীকার করিনি। কার বিচার? কিসের বিচার! আমার মা নেই! থাকলে… (চিন্তায় ডুবে যায়) থাকলে কি ‥

অফিসার ॥ থাকলে কি…বলো…কি হোতো?

সত্যচরণ ॥ থাকলে কেন মনে পড়বে না বলুন? মা! মা! আচ্ছা মা কি?

ডাক্তার ॥ কোন মা কি?

বিচারক ॥ আচ্ছা, ডাক্তার ওর কি সত্যি কিছু মনে পড়ছে না? না অন্য কিছু?

ডাক্তার ॥ মাঝে মাঝে হঠাৎ বিভৎস মেণ্টাল শক বা এ্যাগোনিতে মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারায়। আর এর কেসটা ভাবুন—হি হ্যাজ বীন জাস্ট হ্যাংগ্‌ড

বিচারক ॥ (সুর পাল্টে) তোমার মা আছে সত্য। তোমার বাবা আছে। ছোট ভাইকে মনে পড়ে সত্য? তোমার সেই হাবা কালা পঙ্গু ভাইটাকে। যাকে তুমি সব থেকে বেশী ভালোবাসতে। যার জন্যে তুমি নিজের গরম কম্বলটা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিলে। তুমি খুব কষ্ট পেতে সত্য যখন খিদেয় ও কাঁদতো আর তোমার বাবা ওকে অমানুষিক ভাবে পেটাতেন।

সত্যচরণ ॥ আচ্ছা কেন মারতো লোকটা?

বিচারক ॥ কারণ পয়সা। পয়সার জন্যে তিনি সব করতে পারতেন। তুমি নিজে বলেছো যে পয়সার জন্যে তোমার বাবা তোমাদের রাস্তায় ভিক্ষে করাতো আর দু'চার টাকার বিনিময়ে লোক ঢোকাতো রাতে তোমার মায়ের ঘরে। শীতের রাতে তুমি তোমার ভাইটাকে বুকে চেপে পথে বসে থাকতে। কিছুই কি মনে পড়ছে না? মনে আছে কথার অবাধ্য হলে তোমার বাবা কি রকম মারতেন তোমার মাকে সত্য! সব তোমার মনে জমে আছে শুধু মেলে ধরবার চেষ্টা কর।

সত্যচরণ ॥ আমার মা! আমার মা আছে।

বিচারক ॥ মনে কর, সেই দিনটা যেদিন তুমি প্রথম কারখানার হপ্‌তা পেয়ে বাড়ি এলে…কি হয়েছিল সেদিন…

সত্যচরণ ॥ কি হয়েছিল সেদিন? . হ্যাঁ আমি বাড়ি এসেছিলুম। ঘরে মা আর সেই পঙ্গু ছেলেটা…আমার কে হয় বল্লেন? ‥ভাই! …নাঃ আমি আর চিন্তা করতে পারছি না সত্যি পারছি না। আমায় মাফ করুন।

বিচারক ॥ ভুবনবাবু, তৈরী হন। সেই ঘরের দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। ওকে মনে করাতেই হবে। ইটস্ এ মাস্ট। ডাক্তার তুমি সত্যচরণ, ভুবনবাবু আপনি সত্যের বাবা রামচরণ আর…

অফিসার ॥ আর আপনি স্যার ওর মা। ঘাতক মাঝি ওর দাদা আর…আর লোক কই?

ডাক্তার ॥ ওর সেই পঙ্গু ভাইটি লাগবে না?

বিচারক ॥ পুরুতমশাই, ঐ পঙ্গু ভাইটির প্রক্সি খুব সহজ। একটু হাত লাগান।

পুরোহিত ॥ এ সবে আমি নেই স্যার, দোহাই। মন্ত্র পড়বো চলে যাবো। ব্যস।

বিচারক ॥ ব্যস্ বল্লেই কি হয়? এ ফাঁসী না হলে আমরাই শুধু বিপদে পড়বো না, আপনিও বাদ যাবেন না। সেটি হচ্ছে না। রিপোর্ট তো আর আপনি দেবেন না। সেটা দেবো …

পুরোহিত ॥ তবে জড়াজড়ি ঝাপট-ঝাপটিতে আমি নেই কিন্তু

বিচারক ॥ না, না, সেসব কিছু নয়। শুধু কোলে কুঁকড়ে থাকবেন। আর অধো অধো কথা বলবেন। ছোটো মানে ঠিক ন্যাদা বাচ্চা নয়। বছর পনর বয়স হয়েছে। নিন শুরু করুন। (পশ্চাদ মঞ্চে (Back Stage) স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সত্যচরণ। বিচারক ফাঁসীর সময় অপরাধীর মুখে জড়ানো কাপড়টা খুলে গলায় জড়িয়ে পুরুতমশাইকে কোলে নিয়ে বসলেন। বড় ছেলে (মাঝি) কোন জিনিস ঠুকে ঠুকে মারছে। বিচারক ঘুম পাড়ানি গান গাইছেন। সত্যর বাবা রামচরণ (অফিসার) এর প্রবেশ)

রামচরণ (অফিসার) ॥ কোথায় সেই শূয়োরের বাচ্চাটা? বানচোৎ। আমার জন্মো দেওয়া ছেলে আজ পয়সা রোজগার করছে। সেটা কার? ওর বাপের না? (টলছে, কণ্ঠে মাতলামীর সুর)

পঙ্গু ছেলে (পুরোহিত) ॥ মা, বড্ডো খিদে, ডুডু খাবো। বড্ডো খিদে..

রামচরণ (অফিসার) ॥ পেটে লাথি মেরে ফেলে দেবো। হারামজাদা, দিন রাত্তির কেবল খাই খাই। যেমন মা শ্লা তেমনি ছেলে.

পঙ্গু ছেলে (পুরোহিত) ॥ বাবা, কাল থেকে খাইনি। খিদে পেয়েছে। বিস্কুট খাবো।

রামচরণ (অফিসার) ॥ শ্লা, রাক্ষসের বাচ্চা! এত বড় ধাড়ি ছেলে কোথায় গায়ে গতরে খেটে খাওয়াবে তা না মায়ের কোলে শুয়ে সোহাগ হচ্ছে। আসল মাল পয়সা, পয়সা না হলে ..শূয়ার!

সীতা (বিচারক)॥ আস্তে। আস্তে চেঁচাও। এককাড়ি গিলে এসে হম্বিতম্বি। ইতর ছোটলোক।

রামচরণ (অফিসার)॥ চোপ, হারামী। আমার সঙ্গে ছেনালী? কারুর বাপের পয়সায় খাই? এক পয়সা দেবার মুরোদ নেই মাগীর বাকিটা কি?

সীতা (বিচারক)॥ যদ্দিন গতর ছিল রেহাই দিয়েছো? তখনতো নবাবী চলেছে। আজ ছেলে বড় হয়েছে, রোজগার করছে, একটু সমঝে চলো।

রামচরণ (অফিসার)॥ কে সমঝে চলবে? আমি? জানো, জানো কার সঙ্গে কথা বলছো? আমি তোমার স্বামী, হারামজাদী। …দেবতা বাপ দেবতা। (নিজেই নেশার ঝোঁকে প্রণাম করতে যায়)

সীতা (বিচারক)॥ কি আমার দেবতারে? ভাত দেবার নাম নেই কিল মারার গোঁসাই। কি সুখটা আমায় দিয়েছো তুমি? শক্তি…এই শক্তি বাইরে যা! (মাঙ্গি উঠে ইঙ্গিতে দরজা খোলে। বাইরে যায়। তারপর বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে।)

রামচরণ (অফিসার)॥ কেন? শক্তি শ্লা বাইরে যাবে কেন?

সীতা (বিচারক)॥ বাইরে যাবে কেন? তুমি ছাই পাঁশ গিলে বুদ্ধিশুদ্ধি খোয়াতে পারো। আমার এখনও ভীমরতি হয়নি।

পঙ্কু ছেলে (পুরোহিত)॥ বাবা, পেট জ্বলে গেল…জ্বলে গেল।

রামচরণ (অফিসার)॥ কেবল খিদে। তবেরে শ্লা। (লাথি মারতেই পঙ্গু ছেলে (পুরোহিত) ছিটকে পড়ে জোরে কেঁদে ওঠে। সীতা (বিচারক) ধরতে যায় কিন্তু রামচরণ বাধা দেয়)

রামচরণ (অফিসার)॥ বার করে দাও শূয়োরের বাচ্চাটাকে। যত ল্যাংড়া খাঁড়া কি আমার কপালে? শোন্ (সীতাকে লক্ষ্য করে) খবরদার, তোর জন্যেই এত আস্পর্দ্ধা। আমি বাপ্, যখন দরকারী কথা বলছি তখন ও শ্লা কেবল ব্যাক ব্যাক্ করে যাচ্ছে।

সীতা (বিচারক)॥ পরশু থেকে ঘরে একদানা নেই। লজ্জা করে না। এখন বাপগিরি ফলাচ্ছো। আজ সত্য হক্তা পাবে সামান্য কটা টাকা, তার জন্য তখন থেকে হম্বিতম্বি করছে…তুমি একটা শয়তান।

রামচরণ (অফিসার)॥ মুখ সামলে। তার মা সতী সীতা কি করেছে? পারেনি গতর বাজিয়ে কিছু রোজগার করতে?

সীতা (বিচারক)॥ সেটাতেও কি কসুর করেছি। আজ থেকে দশ বছর

আগে কি দিয়ে তোমার কোদলতি চলেছে। তার বিনিময়ে আমার ভাগ্যে জুটেছে…(নিজের পিঠ খুলে প্রহারের দাগ দেখায়) ত্যাখো উনুনের জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে কি করেছো। পশু, তুমি একটা পশু !

রামচরণ (অফিসার) ॥ অবাধ্য হলেই শাসন হয়। সে যাক্, আমার হয়েছে কপাল মাইরী সবকটা শ্লা ছেলে—একটা মেয়ে থাকলে…অন্তত তার মায়ের ব্যবসাটা…

সীতা (বিচারক) ॥ (ক্ষিপ্ত) খবরদার ! কিচ্ছু বলিনি কোনদিন (ঘরের কোণ থেকে ইঙ্গিতে একটা দা তুলে আনে) ও কথা আর একবার বলেছো কি এই দা দিয়ে তোমায় কুপিয়ে…

রামচরণ (অফিসার) ॥ কি আমার মাগ হয়ে আমার ওপর তম্বি। তবেরে, জুতিয়ে তোকে…(লাফ দিয়ে ইঙ্গিতে চুলের মুঠি ধরে কিল ঘুঁষি চালাতে থাকে। (সীতা (বিচারক) দুর্বল দেহ প্রহারে রামচরণের হাঁটুর কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে। অমানুষিক চিৎকার ও প্রহার চলতে থাকে। সীতা (বিচারক) বারবার মুখবেয়ে নামা রক্তের ধারা মুছতে থাকে।)

রামচরণ (অফিসার) ॥ (প্রহারের সঙ্গে) কোনও কেরাৎ নেই ওই চোখের জল আর রক্ত এ শর্মাকে টলাতে পারবেনা। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। (হঠাৎ ইঙ্গিতে দাটা ছিনিয়ে নিয়ে কোপ মারতে যায়। সত্যচরণ (ডাক্তার)-এর প্রবেশ)

সত্যচরণ (ডাক্তার) ॥ বাবা, একি করছো ?

রামচরণ (অফিসার) ॥ মাগীকে এমন শিক্ষা দেবো (দা তোলে সত্যচরণ (ডাক্তার) দাটা ছিনিয়ে নিয়ে সামনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়)

সত্যচরণ (ডাক্তার) ॥ তুমি কি পাগল হয়েছো। একি… একি করেছো ? (মায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে) মা! মা। মাগো। (বাবাকে লক্ষ্য করে) বাবা, ত্যাখো, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তুমি, তুমি একটা পশু

রামচরণ (অফিসার) ॥ ওসব এ্যাক্টো…ঐ এ্যাক্টোতে এ শর্মা টলছে না আমার টাকা চাই। নগদ নারায়ণ খুশ তো জগৎ নারায়ণ ভী খুশ আর রামচরণও খুশ। আমি খুন করে ফেলবো। শ্লা হারামী · পয়সা কৈ ?

সত্যচরণ (ডাক্তার) ॥ পয়সা আর পয়সা। এই নাও, এখন দূর হও। (পকেট থেকে টাকা পয়সা ইঙ্গিতে ছুঁড়ে দেয়। মাকে লক্ষ্য করে) মা মাগো কথা বলো মা, মা, (বারবার মুখটা তুলে ধরার চেষ্টা করে। (হঠাৎ উঠে বাবার

উপর লাফিয়ে পড়ে) তোমায় আমি ছেড়ে দেবো না। সারাটা জীবন তুমি আমাদের নষ্ট করেছ। তুমি খুনী। খুনী ! শয়তান।

রামচরণ (অফিসার) ॥ বার বার বাপকে খুনী শয়তান বলছিস, তুইতো সুপুত্তুররে। তবে ঐ ছেনাল মাগীটার জন্যে এত দরদ…

সত্যচরণ (ডাক্তার) ॥ তোমার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো আর একটা কথা বল্লে · (দাটা কুড়িয়ে উঁচিয়ে ধরে। রামচরণ দরজার কাছে সরে আসে। ভয়ে ভয়ে টাকা কটা কুড়িয়ে নেয়। পয়সা কটা বাজিয়ে দেখে। সত্যচরণ স্থির। রামচরণ পকেট থেকে ছোট একটা বোতল বের করে ইঙ্গিতে দরজায় ঠেস দিয়ে দাড়ায়)

রামচরণ (অফিসার) ॥ (স্বগত) নিজের পেটের ছেলে সেও শ্লা দুর্য্যোধন। আমি জন্মো দেওয়া বাপ…কে জানে ? শ্লা আমি ওর বাপ কিনা ? (সত্যচরণকে লক্ষ্য করে) শোনো বাবা ধম্মোপুত্তুর তোমার মা জননী একটা বেশ্যা। রাণ্ডী। গতর বেচে খেতো। আর তুমি . (ইঙ্গিতে জুতাটা খুলে হাতে নেয়) তুমি শ্লা বেজন্মা ! (দৌড়)

সত্যচরণ (ডাক্তার) ॥ থুঃ থুঃ শালা (দা'টা ছুঁড়ে মারে) সীতা (বিচারক) উঠে ওকে নিবৃত্ত করতে চায়। সত্য পকেট থেকে রুমাল বের করে মায়ের মুখ মুছিয়ে দিতে থাকে। গালটা নামিয়ে আনে সত্যচরণ (ডাক্তার) সীতার (বিচারক) মুখে। দুহাতে জাপ্‌টে ধরে)

সীতা (বিচারক) ॥ (স্বগত) আমি বেশ্যা। তোর মা বেশ্যা। গতর বেচে তোদের খাইয়েছি, বড়ো করেছি। আমি বেশ্যা। কিন্তু তুই সত্য বেজন্মা নোস্! আমায় ঘেন্না কর, ঘেন্না কর সত্য। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সত্যচরণ (ডাক্তার) হাত দিয়ে সীতা (বিচারক) এর মুখ চেপে ধরে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে। আলো জলে উঠল)

বিচারক॥ বাস্ কাট। এই হলো ২৮শে জুনের বিকেলের ঘটনা। কি সত্যচরণ এবার ? এবার কি কিছুই মনে পড়ছে না ?

সত্যচরণ॥ আমার মা আছে ! মা ? কোথায় ?

অফিসার॥ আছে। নিশ্চয়ই আছে। কেন তোমার মনে পড়ছে না ?

সত্যচরণ॥ আচ্ছা, আমার মা ··আমার মা কি ? বেশ্যা কি ? বেশ্যা কারা ?

বিচারক॥ বড্ড বাজে বকো তুমি। মনে কর, অন্ততঃ মনে করার চেষ্টা কর ! এর পরের দিন তুমি ·তুমি ঐ কাজটা মানে অনীতা সেনকে ইয়ে…মানে

যে কাজটা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লে। ভেবে স্থাখো তুমি নিজে সেই জঘন্য রেপ ও মার্ডারের কথা কোর্টে স্বীকার করেছো। তুমি অপরাধী… আর একবার অপরাধ স্বীকার কর।

সত্যচরণ॥ আমি কোন অপরাধ করিনি বার বার কেন আমায় ওসবে জড়াচ্ছেন। বলছি তো মেয়েছেলে-টেলে আমার ভালো লাগেনা।

অফিসার॥ (অধৈর্য্য হয়ে) উঃ ব্যাটা সাধু পুরুষ! কোৎকা দিলে কত ভাবড় ভাবড়—

ডাক্তার॥ অধৈর্য্য হয়ে কোন লাভ নেই তাতে গোলমাল বাড়বে বৈ কমবেনা।

পুরোহিত॥ আপনাদের মশাই গোড়াতেই গণ্ডগোল। ও কিছুতেই সত্যচরণ নয়। একেবারে অন্য লোক। এ এক দিব্যজীবন জন্মান্তর! শাস্ত্রে বলেছে –

অফিসার॥ ওর জন্যে বাড়তি এক পয়সাও পাবেন না

বিচারক॥ বরং পরবর্ত্তীকালে আর ফাঁসীর মন্ত্র পড়াব সুযোগ নাও জুটতে পারে। বলুন সেটা কি এ মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে ভালো হবে?

পুরোহিত॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে (স্বগত) আমার কি দরকার। নেহাৎ শাস্ত্রে…না, না, আমার ওসবে কি দরকার। (অগ্রবর্ত্তী মঞ্চে এগিয়ে যায়)

বিচারক॥ শুনুন ভুবনবাবু, এবার ওর ধরা পড়াব আগের সীনটা করুন। সেটাই ক্লাইম্যাক্স আর ডাক্তার আপনি অনীতা সেনের প্রক্সি দিন।

ডাক্তার॥ আজ্ঞে, আমায় মাফ করুন স্যার। মানে আমি এসবে আর নেই স্যার। বুক আর ঘাড়টা এখনও জ্বলছে। বরং ওই পুরুতটাকে ফিট করুন

অফিসার॥ কথাটা স্যার মন্দো বলেনি ডাক্তার পুরুত মশাইয়ের চেহারায় বেশ একটা অ্যাপীল আছে। কি বলেন? (পুরোহিতের দিকে তাকায়)

পুরোহিত॥ আমি কিছু বলিনা। কিস্যু বলিনা। কি মেয়ে সাজতে হবে তো? সে খুব পারবো। এখন বলুন কেমন মেয়ে কচি, না ধাড়ি?

ডাক্তার॥ ক্ষেপে গেলো নাকি?

বিচারক॥ নিন, উনি যখন নিজেই তৈরী…সেদিন খুব সকাল (ফাইল খুলে দেখে নিলেন) দিনটা ৭ই জুলাই ১৯৭৪। সত্যচরণ কারখানা যাবে। সকালে চান করে উঠে দেখে পাশের বাড়ীর বোবা মেয়ে অনীতা লাফিয়ে লাফিয়ে কাচা কাপড় উপরের তারে মেলছে। তারপর আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঠে টেনে দিচ্ছে। একটা একটা করে। হঠাৎ সত্যচরণ উত্তেজিত হয়ে-

গেল। পিছন থেকে জাপটে ধরলো। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চললো স্কুলের পেছনের গুদাম ঘরে। (সব আলো নিভে যাবে। স্পটে ধরা পড়বে অনীতার (পুরোহিত) কাপড় মেলার দৃশ্যটি। উপরে বিচারকের বর্ণিত অংশটুকু অনীতা (পুরোহিত) করে দেখাবে। বিপরীত স্পটে আসবে সত্যাচরণ (অফিসার)। চোখদুটো বিস্ফারিত। বিভৎস জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিল। হঠাৎ অনীতা (পুরোহিত) সত্যার দিকে সরে এলো। এক স্পটে দুজন সত্য পিছন থেকে জাপটে ধরলো। অনীতা (পুরোহিত)-এর ভয়ার্ত মূক দৃষ্টি। ভয়ে চিৎকার করে উঠল। বোবা তাই গোঙানি আর্তনাদ উচ্চগ্রামে শোনা যাবে)

সত্যাচরণ ॥ (উচু হাসি) এগুলো কি হচ্ছে ? উঃ আপনারা হাসাতেও পারেন। এ রকম চল্লে…(আবার হাসি) বাব্বা, আমি পাগল হয়ে যাবো।

পুরোহিত ॥ (লজ্জা পেয়ে) বলিনি ? আগেই বলেছি এগুলো বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কথা তো শোনেন না।

অফিসার ॥ জ্বালিয়োনা তো। কি করা যায় স্যার ? (পুরোহিত থতমত খেয়ে থমকে যায়)

ডাক্তার ॥ একটা জিনিস কিন্তু আশান্বিত হওয়ার মতো।

বিচারক ॥ কি ?

ডাক্তার ॥ অপরাধটা ও বুঝতে পারছে . এটা যে গর্হিত অনৈতিক সেই বোধটা অন্তত এসেছে —সব থেকে বড় কথা স্যার সত্যাচরণ তার আইডেন-টিটিটা আস্তে আস্তে ফেরত পাচ্ছে।

বিচারক ॥ আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমারও তাই মনে হয়। ওর মনে অপরাধের প্রতি যে তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে ঐটেতে বার বার আঘাত করতে হবে। এক সময় মানসিক ভাবে ও ভেঙ্গে পড়বেই। আর সেটাই আমোদের লক্ষ্য।

ডাক্তার ॥ একটা মেয়ে আনুন। ঐ ভাবে হবে না। ঐ ধরণের ব্যাপারে একটা ঘটনাগত প্রতিক্রিয়া আছে যাকে অপরাধতত্ত্বে বলে 'সারকামস্-ট্যানসিয়াল্ ইম্প্যাক্ট'। সেটা না এলে সত্যাচরণ কখনই নিজেকে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে একাত্ম করতে পারবে না।

বিচারক ॥ সেতো বুঝলুম কিন্তু মেয়ে পাই কোথায় ?

অফিসার ॥ সামান্য চিন্তা করে) আছে স্যার আছে। আমাদের বিজয়া,

নিজেকে দিয়ে চলবে না?

বিচারক॥ কে? আমার পারসোনাল সেক্রেটারী বিজয়া! ওকি পারবে?

অফিসার॥ খুব পারবে, খুব পারবে স্যার মোট কথা মেয়ে নিয়ে কাজ। আর (হেসে) মেয়ে মানেই তো জন্ম অভিনেত্রী। আপনি একটা এখানে ঢোকবার অর্ডার করিয়ে দিন ব্যস। ওকে কনভিন্স করার দায়িত্ব আমার।

বিচারক॥ বলছেন?

ডাক্তার॥ একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? দেখুন না কি দাঁড়ায়?

বিচারক॥ ঠিক আছে, সবাই যখন বলছেন। (ফাইল থেকে একটা কাগজে কিছু লিখে হাতে দেয়। অফিসার বাইরে চলে যায়। মঞ্চে আলো কমে আসে। সারা মঞ্চে একটা নীলাভ ছায়া)

সত্যচরণ॥ (স্বগত) জীবনটা কি অদ্ভুত না? তার থেকেও বিচিত্র মানুষের মন। এতকাল মাকে যেন মনেই পড়েনি। আপনারা অবশ্য বলেছেন আমার ভায়েরা আছে। আচ্ছা, তারা কি আমার কথা ভাবে? আপনারা —হে কলিযুগের মহাপুরুষেরা যারা আমায় বিনা দোষে ফাঁসে লটকাচ্ছেন তারা কি একবার…একবার আমার মায়ের কথা ভেবেছেন?

পুরোহিত॥ তা বাজে কাজ করলে ফলতো পেতেই হবে। (বিচারককে) কি বাজে ব্যাপার বলুন তো এই ফাঁসি টাঁসির কাজগুলো? বুঝলেন, আমি যদি দেশটা চালাতাম তবে এক্ষুনি আইন করে এসব বন্ধ করে দিতাম। পৈশাচিক।

ডাক্তার॥ প্রথম যেদিন আমি ফাঁস দিই সেদিন কিন্তু বেশ একটা থ্রিল মানে রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম। আজ কিন্তু সেই অনুভূতিটা আর পাইনা। যত বড়ই পাপী হোক না কেন, কে মরতে চায় বলুন? অপরাধ তো মানুষ পরিস্থিতিতে করে। তবে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কি মূল্য বলুন? জীবন যখন দিতে পারিনা তখন এই ভাবে নেওয়াটা… আচ্ছা আমরা কি এই ভাবে প্রতিশোধ নিয়ে আমাদের আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি? না অন্য কিছু?

বিচারক॥ কেমন রুটিন মাফিক কাজ করি, চলে যাই। জানেন ডাঃ বোস আমি মানুষ…মানুষ তো, তাই মাঝে মাঝে রাত্তিরে শিউরে উঠি, ভয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ডাক্তার॥ সেকি?

বিচারক॥ যেদিন কাউকে ফাঁসী দিই সেদিন সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন অস্বস্তি

হয়। আচ্ছা করে মাল খাই। আকণ্ঠ। কিন্তু তবুও কেমন গলা বুক শুকিয়ে যায়। সব সময় মনে হয় কেউ যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আজ আপনাকে বলি·· আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েকে কেমন অপরিচিত লাগে তখন। কাউকে···কাউকে সহ্য করতে পারিনা। কাউকে বলবেন না— আমার একটা বাঁধা 'ইয়ে' আছে। সেখানে যাই, মাল খাই, রাতটা কাটিয়ে পরদিন সোজা ডিউটিতে চলে আসি। এখন পুরোটাই অভ্যাস। তবুও মনে হয় এ বিভৎস, জঘন্য, পৈশাচিক। বলুন, জলজ্যান্ত একটা লোককে ঠাণ্ডা মাথায় কি আমরা খুন করছিনা?

পুরোহিত॥ সেতো আইনের আদেশ নীতিধর্মের শিক্ষা। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে আছে—

বিচারক॥ আইন···কিসের আইন। আইনতো মানুষের জন্য। তবে আইনে কি করে একটা মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দেয়? এ স্রেফ্ ভণ্ডামি। অপরাধ নির্মূল করা আমাদের লক্ষ্য—অপরাধী তো নিমিত্ত মাত্র যদি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে পারা যেত অপরাধ বন্ধ করতে তবে একটা ফাঁসিতেই যাবতীয় মানবকুল সাধু বনে যেতো।

ডাক্তার॥ আপনি আমার মনের কথাটা বলেছেন। অপরাধ যদি রোগ হয় তবে আপনি কি রোগ সারাবার ওষুধ দেবেন না রোগীকে মেরে ফেলে দিয়ে বলবেন রোগ সারাতেই রোগীটাকে মারতে হল। এ ভণ্ডামি, জঘন্য অপরাধ।

পুরোহিত॥ আমি অত তত্ত্ব বুঝিনা, বুঝতে চাইওনা। অবশ্য আমি মুখ খুল্লেই তো আপনারা আবার ক্ষেপে যান। আমি বলেছি জন্মান্তর হিন্দুধর্মের মুল জন্ম থাকলেই মৃত্যু থাকবে। তারপর ধরুন, জন্মালেই বাসনা কাজ করবে। বাসনা থেকে লোভ জন্মাবে। লোভ মানুষকে কেবল খারাপ কাজ করাবে। মানুষ করবে একের পর এক অপরাধ। কিন্তু তারো তো পরিমাপ আছে। শুধু আসা···

ডাক্তার॥ ঐতো ভুবনবাবু আসছেন। স্যার, করিৎকর্মা লোক বটে! একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন মিস মিত্র'কে। (বিজয়ার সঙ্গে অফিসারের প্রবেশ আলো জ্বলে গেল)

বিচারক॥ এই যে বিজয়া শোনো তোমায়···

বিজয়া॥ আমি ভুবনবাবুর মুখে সব শুনেছি স্যার। আমার খুব নার্ভাস লাগছে।

অফিসার ॥ কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার। তবে ব্যাটা স্বীকার করবে বলে মনে হয়না।

ডাক্তার ॥ আপনার কি মনে হয় না হয় সেটা এখন থাকনা। নিন স্যার, শুরু করি। আমার কিন্তু বেশ লাগছে।

পুরোহিত ॥ পিচাশ। একজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বে·· শ·· লাগছে। অধর্ম, ঘোর অধর্ম এসব। সইবেনা, সইবেনা। কিন্তু আমার কি? আমার কি?

বিচারক ॥ যান ভুবনবাবু পেছন থেকে ঐ বোবা মেয়ে অনীতাকে চেপে ধরে মেঝেতে পেড়ে ফেলুন। মনে রাখবেন শেষ পর্যন্ত সত্যচরণ অনীতাকে গলা টিপে খুন করে। বুকের উপর উঠে এসে গলাটা ধরে ঝাঁকাতে থাকুন! কি হলো আসুন। (আলো নিভে এলো। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে স্পটে ধরা পড়বে সত্যচরণ (অফিসার) ও অনীতা (বিজয়া)। অনীতা (বিজয়া)র গলা দু'হাতে টিপে ধরেছে সত্যচরণ (অফিসার)। অনীতা (বিজয়া) বিভৎস ভাবে গোঙাতে থাকে। প্রচণ্ড জোরে গলা ধরে ঝাঁকাতে থাকে সত্যচরণ (অফিসার চোখ মুখ উত্তেজনায় অস্থির)

ডাক্তার ॥ বাঃ বিউটিফুল, বেশ এসেছে দৃশ্যটা। নিন এবার ছাড়ুন! (কিন্তু ভুবনবাবু তখনও ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে পাগলের মত) কি হলো, ভুবনবাবু, ছাড়ুন!

বিচারক ॥ ভুবনবাবু ··ভুবনবাবু···ছাড়ুন···মরে যাবে যে। একি পাগলামি করছেন? (বাধা দিতে যায়। ভুবনবাবুর চেহারাটা বিভৎস হয়ে ওঠে। এক ঝটকায় ভুবনবাবু বিচারককে ছিটকে ফেলে দেয়। জোর করে বিজয়ার কণ্ঠনালী আবার চেপে ধরে। বিজয়া নেতিয়ে রয়েছে। অস্ফুট গোঙানির ধ্বনি)

ডাক্তার ॥ (পিছন থেকে জাপটে ধরে তুলতে চায় ভুবনবাবুকে) আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন, ভুবনবাবু। (মেয়েটার হাত ধরে টেনে তুলতে চায়) কি করেছেন ভুবনবাবু, ইটিজ এ মার্ডার। খুন ··(চিৎকার) খুন ··আপনি বিজয়াকে খুন করেছেন। ভুবনবাবু। (সব আলো জ্বলে ওঠে সবাই স্থির অচঞ্চল। ধীরে ধীরে সত্যচরণ পশ্চাৎমঞ্চে আসে। যেন অন্য লোক)

সত্যচরণ ॥ খুন! ভুবনবাবু আপনি খুনী। অপরাধ প্রমাণিত। আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধে শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুককে ভারতীয় দণ্ডবিধির অমুক ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করিয়া জনস্বার্থে প্রাণদণ্ডে

দণ্ডিত করিলাম। নিন তৈরী হন। পুরুতমশাই বলিকে মন্ত্র পড়ান। আপনি বিচারকমহোদয়, খুড়ি শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক অপরাধী অমুকচন্দ্র অমুককে ফাঁসীতে নিয়ে যান। নাউ স্টার্ট দ্য ফাংসন! না, না, এতো উৎসব। ফাঁসির উৎসব ফেস্টিভ্যাল ... উৎসব ... উৎসব উৎসব। (সম্পূর্ণ অভিনয়টি ভঙ্গিমায় হবে। ফাঁসির মঞ্চ তৈয়ারী হল। জোর করে একটা প্লেট থেকে গোটাদুয়েক রসগোল্লা যান্ত্রিক ক্ষিপ্রতায় অফিসারকে খাওয়ানো হলো। মুখ কাপড় দিয়ে বাধা হলো পাশে পুরোহিত গীতা পাঠ করছেন)

পুরোহিত॥ অবিনাশিতু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥
অন্তবন্তইমেদেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ যুধ্যস্ব ভারত॥
যত্রনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম।
উভৌ তৌন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

(সত্যচরণ ফাঁসিকাঠের সামনে গেল। বিচারক অফিসারকে মঞ্চে এগিয়ে দিল। গলায় ফাঁস পরানো হল সত্যচরণের হাতটা শূন্য থেকে নীচে নেমে আসা মাত্রই ঘাতক ফাঁসিকাঠ টেনে দিল। ফাঁসি শেষ। সব আলো একসঙ্গে নিভে গেল। আলো জ্বললো অগ্রবর্তী মঞ্চে (front stage)এ। বিজয়া সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে মুড়ে বোসে। কোলে মাথা রেখে শুয়ে সত্যচরণ। আলো কমে আসবে উজ্জ্বল নীলস্পটে ধরা পড়বে বিজয়া ও সত্য)

বিজয়া॥ (আস্তে আস্তে) সত্য...সত্য...

সত্যচরণ॥ আমি সত্য নই। ওনামে কউকে চিনিনা। তুমি...তুমি কে? কে তুমি?

বিজয়া। কে? আমি?

সত্যচরণ॥ হ্যাঁ.. হ্যাঁ তুমি। এ মুখ আমার ভীষণ চেনা। যেন কতকালের।

বিজয়া॥ (হেসে) আমি তোমার দিদি, সত্য! তোমার দিদি!

সত্যচরণ॥ আমার দিদি আছে বলে কোনদিন শুনিনি তো।

বিজয়া॥ (টেনেটেনে) শোনোনি তো আমিও শুনিনি—আমার যে সত্য বলে কোন ভাই আছে তাই জানতাম না এদ্দিন। আসলে মেয়ে মাত্রেই তো হয় কারুর বোন নয়তো মা, নয়তো মেয়ে বা বৌ। আশ্চর্য সত্য! তোমায় দেখেই মনে হচ্ছে আমার কিরণমালার কথা। সেই অরুণ-বরুণ-

কিরণমালার কিরণমালা। অথবা চম্পা—সেই সাতভাই চম্পার চম্পা। তোমার মনে পড়ে সত্য! (আনমনা হয়ে) কিন্তু বড় ভয় সত্য···বড় ভয়··!

সত্যচরণ॥ কেন?

বিজয়া॥ যদি সেই কিরণমালা বা চম্পাব মতো হঠাৎ হারিয়ে যাই। জানো এখানকার কিরণমালা চম্পারা কেবলই হারিয়ে যায়। হাবিয়ে যায় শহরেব ইটকাঠে ..হাবিয়ে যায় শহরের অরণ্যে। হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের হাতে .. হারিয়ে যায় দিনদুপুবেব ডালহৌসীতে নয়তো সন্ধ্যাব চৌরঙ্গীতে।

সত্যচরণ॥ কেন হাবিয়ে যায়?

বিজয়া॥ (হেসে) কারণ আজ যে অরুণ বরুণ আর সেই সাত ভাই কয়েক মুঠো টাকার জন্যে স্বার্থপর দৈত্যের গোলামি করে। বিক্রী করে দেয় কিরণ-মালা আর চম্পাদের নয়তো তাদের পাশব প্রবৃত্তিতে···থাক্না, কি হবে সেই পুরোনো কথা তুলে? তাব চেয়ে ববং···কদ্দিন পবে দেখা বলো?

সত্যচরণ॥ তোমার মাকে মনে পড়ে দি'দ?

বিজয়া॥ আমাদেব মা হারিয়ে গেছে সত্য শুধু মনে আছে···

সত্যচরণ॥ কি···কি মনে আছে?

বিজয়া॥ রোজ রাতে ঘুমোবার আগে মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো আর বোলতো উল্টো করে সংখ্যা গুণতে···১০০, ৯৯, ৯৮, ৯৭, ৯৬ ৯৫···

সত্যচরণ॥ (অন্যমনস্ক ভাবে স্বগত ভাষণ) তারপর ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুম·· ঘুম···আবছা হয়ে আসতো সব···সব ··আবছা···কেমন যেন ঘুমের মেলা··· তারপর এক সময়···এক সময়

বিজয়া॥ (অন্যমনস্ক ভাবে স্বগত ভাষণ) বেজে উঠতো মন্দিরেব ঘণ্টা'টা। চতুর্দিকে আলো আর বাজনা বাজা নেই· নতুন বাজা খুঁজতে বেরুতো রাজার হাতী। কুর্ণিশ করে দাঁড়াতো সেপাই সান্ত্রীরা রাজাব হাতী শুঁড় তুলিয়ে পার হয়ে যেতো মাঠ ঘাট-প্রান্তর। তারপর···তারপর এসে দাঁড়াতো আমাদের দরজায়। তুলে নিত পিঠে অরুণ-বরুণ বা সত্যচরণকে চতুর্দিকে বিরাট হৈ হৈ উঠতো···চিৎকার করে উঠতো লোকে···জয় মহারাজ সত্য-চরণের জয়! তারপর···

সত্যচরণ॥ তারপর···তারপর কি হলো সত্যচরণের?

বিজয়া॥ তারপর সত্যচরণ মহারাজা বনে গেল। গপ্পো শেষ।

সত্যচরণ॥ এত তাড়াতাড়ি কোন রাজাব গল্প শেষ হয় না। তুমি আবো বলো।

বিজয়া॥ বেশ! মহারাজ সত্যচরণ সিংহাসনে বসেই চালালেন অত্যাচার—অবিচার-লুঠ-মার-ধর্ষণ। সবাই ভয়ে চুপ করে থাকতো। কিন্তু সে কদ্দিন? একদিন তার রাজ্যপাট গেল ঘুচে। সে নেমে এলো পথের ধুলায়। কিন্তু স্বভাব...এদ্দিন রাজভোগে থেকে সত্যচরণ মানুষের সব ভালো গুণগুলোকে তো একদম ভুলে গিয়েছিল ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে এলেও সে চুরি-ডাকাতি জাল জোচ্চুরি সবই চালাতে লাগলো।

সত্যচরণ॥ কেন তার সাজা হবেনা?

বিজয়া॥ সে রাজ্যে সাজা কোথায়? সেখানে অপরাধ করলে সেই অপরাধে সমাজের কি ক্ষতি হয় সেটা ডেকে বুঝিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো।

সত্যচরণ॥ বাঃ বেশ মজাতো...তারপর?

বিজয়া॥ তারপর...ভীষণ সাহসী হয়ে উঠল সত্য। খুন রাহাজানি চল্লো অবাধে শেষ পর্যন্ত সত্যচরণকে শেষ বিচারে আনা হল। শাস্তি প্রাণদণ্ড!

সত্যচরণ॥ প্রাণদণ্ড?

বিজয়া॥ হ্যাঁ...প্রাণদণ্ড। ঘাতক সত্যকে বধ্য ভূমিতে নিয়ে এলো। ঝলসে উঠলো ঘাতকের খড়্গ—নেমে এলো সত্যের কাঁধে...

সত্যচরণ॥ মারা গেল বেচারা?

বিজয়া॥ হ্যাঁ..কিন্তু সে মৃত্যু দেহের নয়। খড়্গটা কাঁধে ঠেকিয়ে তুলে নেওয়া হলো সে রাজ্যে হিংসা রক্তপাতের কোন স্থান ছিলনাতো। শুধু বুকে একটা কাগজ এঁটে দেওয়া হল 'মৃত'।

সত্যচরণ॥ মৃত! ধ্যাৎ এ হয় নাকি?

বিজয়া॥ (ভ্রূক্ষেপ না করে) তারপর সত্যচরণ একেবারে মরীয়া। দিনরাত খারাপ কাজ করতে লাগলো। আগে লোকে গালাগাল দিত, বোঝাত, রাজদরবারে নালিশ করতো কিন্তু এখন সবাই ওর বুকে ঐ 'মৃত' শব্দটা দেখেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে চলে যেতো। কেউ কোন পাত্তাই দিতো না ওকে আস্তে আস্তে সবাই ছেড়ে গেল ওকে। ধোবা ওর কাপড় ধুতো না, নাপিত কামাতো না, দোকানী জিনিস বিক্রী করতো না—এমন কি পয়সার বিনিময়েও ও খাবার পেতো না। কেউ কোন কথা বলতো না। একদিন ও বুঝলো সবাই ওকে ত্যাগ করেছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও পড়লো কাতর হয়ে। কেউ ওর কাছে নেই।

সত্যচরণ॥ কে দিদি, কেন?

বিজয়া ॥ সে যে মৃত। মৃতের কি কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? না মৃতকে প্রয়োজন থাকে সমাজের?

সত্যচরণ ॥ তারপর কি হলো মৃতের?

বিজয়া ॥ তারপর আর কি? এইভাবে চললো। একদিন ভোরে দেখা গেল। সত্য...এই এইখানে (ফাঁসির মঞ্চকে নির্দেশ করে) মরে পড়ে আছে। গলাটা কাটা। পাশে একটা চিরকুট পড়ে আছে 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।'

সত্যচরণ ॥ তারপর...তারপর...!!

বিজয়া ॥ ১৪, ১৩, ১২, ১১, ১০ (সমস্ত আলো নিভে গেল একসঙ্গে। শুধু সত্যের চিৎকার দিদি ... দিদি ... দিদি সারা মঞ্চে ভাসতে লাগলো। চড়াসুরে বাজনা উচ্চগ্রামে উঠবে। মিনিটখানেক পরে আবার সব আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠবে। মঞ্চে বিচারক, অফিসার, ডাক্তার, সত্যচরণ, পুরোহিত ও ঘাতক। বিজয়া নেই।)

বিচারক ॥ আমি তোমায় মুক্তি দিলাম। যাও তুমি মুক্ত। জনগণ ও জনস্বার্থে তোমায় সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হল।

সত্যচরণ। মিথ্যেকথা, জনগণ বলে কেউ নেই। আপনারা ভণ্ড, প্রতারক। সবসময় নিজেদের জনগণ ভাবেন। কারা জনগণ? অপরাধে জনগণের কি যায় আসে? যারা প্রতিনিয়ত অপরাধ করে তাদের কটা অপরাধ ধরা পড়ে? কটার বিচার হয়?

বিচারক ॥ তুমি যাও। তুমি সত্যচরণ নও। আমরা এখন সত্যচরণকে খুঁজবো। তারপর হবে বিচার।

সত্যচরণ ॥ আমি সত্য...সত্যচরণ!

বিচারক ॥ তুমি সত্যচরণ হতে পারনা।

সত্যচরণ ॥ তবে আমি কে? কে আমি?

বিচারক ॥ জানিনা। তুমি দাঁড়ালে কেন, যাও!

ডাক্তার ॥ তুমি সুস্থ! সম্পূর্ণ সুস্থ। (সত্যচরণ ধীরে ধীরে মঞ্চের সম্মুখ ভাগে এগিয়ে আসে। আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসবে। হঠাৎ সামনের থেকে তীব্র আলোয় ঝলসে ওঠে তার শরীর।)

সত্যচরণ ॥ (আঁতকে উঠে হাত দিয়ে চোখ মুখ ঢাকে) না, না, আমি যেতে চাইনা। এ দুর্বিষহ, অসহ্য...(পিছনে সরে আসতেই বিচারকের মুখোমুখি)

বিচারক ॥ যেতে পারলে না? কারণ এই ঘরের বাইরে আছে জনগণ, জনগণের সমাজ। সেখান থেকে তুমি উদ্বাস্তু, উৎখাত। আশ্রয়হীন। কোথায় যাবে এখন। তোমাকে কারুর প্রয়োজন নেই। তুমি কে? তুমি কেউ নও!

সত্যচরণ ॥ আমি বলছি··আমি সত্যচরণ তাঁতী, বাবা রামচরণ তাঁতী। সাকিন জয়নগর-মজিলপুর, দুটি মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু যে কথা কোনদিন কাউকে বলিনি··আজ বলবো। এ ধর্ষণ আমি ইচ্ছা করে করিনি। বিশ্বাস করুন, এ হত্যা আমার ভেতরের সত্যচরণ করেনি আমি নিজেতো সমাজে অপাঙক্তেয় মানুষ আমায় ঘেন্না করে। মা বাবার স্নেহ ভালোবাসা কোনদিন পাইনি। আমি প্রতিশোধ চাই। আমি ভাবি··কেন আমি জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবোনা, পাবোনা কোন মেয়ের মমতা-ভালোবাসা। তবু ভাবতাম অঘটন তো ঘটে···যদি কেউ···কোন মেয়ে আমায় ভালোবাসে · ভাবতে ভাবতে সত্যি ..মেয়েটি আমায় ডাকলো। সেকি মদির চাউনি! আমি উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলাম। ধীরে ধীরে মেয়েটি নিজের বসন উন্মুক্ত করে দিল। আমার সামনে। আমায় ডাকছে ·ডাকছে ...আমি এগিয়ে গেলাম উফ্ কি বিভৎস···কি জঘন্য (দু'হাতে মুখ ঢেকে আঁতকে উঠলো) তারপর তারপর যখন আমি ক্লান্ত, অবসন্ন হঠাৎ ঐ অচেতন মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতেই আমি শিউরে উঠলাম। একি করেছি···একি করেছি আমি···ও মুখ আমার-আমার···মায়ের। ছিঃ ছিঃ আমি আমার মাকে··আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম, ওকে আর জাগতে দেওয়া যায় না। খুন করলাম। কেউ যেন জানতে না পারে। আমি অপরাধ স্বীকার করছি। ঐতো···ঐতো···রাজার হাতী... আসছে. পিঠে তার সোনার হাওদা। ঐতো···হাতীর পিঠে ঘাতকের উন্মুক্ত খড়্গ।

বিচারক ॥ গিলটি! সত্যচরণ অপরাধী। হি স্যাল বী হ্যাংগ্‌ড আনটিল ডেথ!

(কেউ কিছু বলার আগেই সত্য দৌড়ে ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে গেল। গলায় দড়িটা নিজেই পরে ঝুলে পড়লো। সবাই দৌড়তে গিয়ে স্থির হয়ে যায়। মঞ্চ আলো হঠাৎ নিভে গেল। যখন জ্বললো তখন সারা মঞ্চ জুড়ে ফাঁসির দড়িটা দোল খাচ্ছে। সবাই দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে।

বিচারক, পুরোহিত, অফিসার, ডাক্তার, ঘাতক, (এক সঙ্গে) ॥ ৮৯, ৮৮, ৮৭, ৮৬, ৮৫, ৮৪, ৮৩ (গোনা চলবে) ॥ য ব নি কা ॥

নাট্যকারের নিবেদন ॥ কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত জাপানের নাগাশি ওশিমার 'ডেথ বাই হ্যাংগিং' চলচ্চিত্রটি আমায় ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি 'মা নিষাদ'। 'মা নিষাদ' কিন্তু কোনক্রমেই ঐ চিত্রটির অনুকরণ নয়। আমি ওশিমার মূল বক্তব্যটিকে ধরাব চেষ্টা করেছি। কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রাণদণ্ডের বিপক্ষে। তাই এই নাটকটির মূল সুর মানবিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মানুষ অপরাধ করে। সে অপরাধ হয়তো কোন কোন সময় অনেক বেশী কদর্য, অমানবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষ নিমিত্তমাত্র। অর্থনৈতিক-সামাজিক বাতাবরণ একটি মানুষকে অপরাধ করতে বাধ্য করে। তার মানবিক গুণগুলো কখনই তাকে অপরাধ করতে সায় দেয়না বরং মানুষ যেহেতু জন্মঅপরাধী নয় তাই সেই গুণগুলো সবসময়ই তাকে অপরাধ-বোধের যন্ত্রণায় জর্জরিত করে। সামাজিক সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে মানুষের বিচার হয়, সে অপরাধের গুরুত্ব বিচারে সর্বোচ্চ শাস্তি পায়—প্রাণদণ্ড! কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকে—প্রাণদণ্ড কি ন্যায় ও সাম্যের দ্বারা সমর্থিত? যারা জনৈক অপরাধীকে এই শাস্তি দিচ্ছেন ও কার্যকরী করছেন তারাও কি আরেক অপরাধ সংঘটিত করছেন না? তবে তাদের শাস্তি হবেনা কেন? শাস্তির লক্ষ্য যদি অপরাধ নিবারণ হয় তবে মৃত্যুদণ্ড কি সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম? আমি মনে করি-না।

'মা নিষাদ' তাই ভিন্ন সুর, ভিন্ন স্বাদের নাটক। এক কথায় পরীক্ষামূলক নাটক। যদি কোন সংস্থা এই নাটকটিকে প্রযোজনার যোগ্য বিবেচনা করেন তবে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—নাটকটিকে অভিনয়ের মাধ্যমে আরো বেশী মানবিক ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবেন। নাটকটি মঞ্চস্থ করার আগে পত্রালাপের সৌজন্য কামনা করি। ঠিকানা: ভারতী রায়। শরৎস্মৃতি। ন'পাড়া, পোঃ বারাসাত ৭৪৩২০১। চব্বিশ পরগণা।

চরিত্রলিপি: সত্যচরণ। বিচারক। অফিসার। ডাক্তার। পুরোহিত। ঘাতক ও বিজয়া মিত্র।

হত্যার অধিকার / বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[অনেকক্ষণ একটানা ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে পর্দা উঠবে। ওয়ার্ড সংলগ্ন বারান্দা। দেয়ালে বোর্ড: Notice for the visitors ইত্যাদি। পরিবার পরিকল্পনার প্রাচীর পত্র। আর একটা স্ট্যাণ্ডে সংযুক্ত তীরের মত ফলকে লেখা: General ward this way। ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হল। ঘণ্টা বাজাচ্ছে ঘনশ্যাম, পেছনে পেছনে বিরক্ত মন্দিরার প্রবেশ।]

মন্দিরা ॥ তোকে কদ্দিন বলেছি ঘনশ্যাম, অমন করে ঘণ্টা বাজাবি না!

ঘন ॥ আলতো করে বাজো দেখেছি, কেউ গেরাহ্যি করে না।

মন্দিরা ॥ তাই বলে অমন অসুরের মত বাজাতে হবে! কাছে গিয়ে একটু বললেই হয়।

ঘন ॥ তবেই হয়েছে! কে কেমন ভিজিটর কে জানে! আমি গিয়ে বলি আর কেউ অমনি কমপ্লিন করুক। ...ডাক্তার সামন্ত তখন আমাকে রক্ষে রাখবেন ভেবিছেন? বলবেন, তোমাকে মাতব্বরি করতে কে বলিছে? হাতে ঘণ্টা বাজাবে, মুখে কথা কইবে কেন? ত্যাখন? একটা কথা বলব দিদিমনি?

মন্দিরা ॥ আবার কি কথা? তাড়াতাড়ি বল। এক্ষুনি ডাক্তারবাবুরা সব এসে পড়বেন।

ঘন ॥ আপনের ঐ ড়ু-লম্বরের কথাই বলছি। অতটুকু ছেলে...মা ছেড়ে পড়্যে আছে! ওর মাকে দেখিছেন তো! সারাক্ষণ—বললি বিশ্বাস করবেন নি - ওয়ার্ডের বাইরে বসি থাকে। এখনও ঠায় বসি আছে। বড্ড কান্না-কাটি করছে, আমাক্রে ধইরেছে, বলে, আমার খোকার কাছে থাকব, খাটের পাশটিতে মাটিতে পড়্যে থাকব, একটুন ব্যবস্থা করে দাও বাবা।...

মন্দিরা ॥ তা দিলেই পারিস।...

ঘন ॥ আপনি ঠাট্টা করছেন, দিদিমনি।

মন্দিরা ॥ কত দিয়েছে?

ঘন ॥ ঘনশ্যামের মধ্যি ওটি পাবেন না দিদিমনি। বলুক দিকিনি কেউ পয়সার জন্যি ঘনশ্যাম এস্টেচার বার করতে দেরি করিছে, ডিসচার্জ সার্টিফিকিট আনতি টালবাহানা করেছে!

মন্দিরা ॥ আশায় আশায় না রেখে বলে দিস ঘনশ্যাম, কেবিনে ওঁর থাকা হবেনা। কি দাঁড়িয়ে রইলি যে ? আজ আর কোন কাজকম্ম নেই বুঝি ?

ঘন ॥ কাজ লেই আবার ! আজ আমার জেনারেল ওয়ার্ডে নাইট ডিপ্‌টি, হরেকেষ্টা ব্যাটাও ভাল বুঝে ডুব মেরিছে। একা আমাকে আপনার কেবিনও সামলাতি হবে। ওদিককার সিষ্টররা হাঁকবেন, আপনিও হাঁকবেন। বললে বিশ্বেস করবেন নি—তাঁতের মাকুর মত একবার উদিকে যাব, একবার ইদিকে আসব। ...একবার ইদিক...একবার উদিক...যেতক্ষণ পারি এমনি-ধারা করব। তারপর, বললে বিশ্বেস করবেননি—শেষ রেত্তিরে যখন আর শরীল বইবে নি, চোখের পাতা বুজে আসবে, তখন মাঝ বরাবর এট্টা জায়গা দেখি হাত পা ছইড়ে চিৎপাত হয়ে পড়ি থাকব।

মন্দিরা ॥ দয়া করে ভর সন্ধোবেলাই যেন পড়ে থেকো না। (হাত ঘড়ি দেখে) ডাক্তারবাবুর আসবার সময় হয়ে গেছে কিন্তু, ওয়ার্ডের মধ্যে এখনও ভিজিটর আছে দেখলে —

ঘন ॥ এ্যাই দেখিছেন, একদম ভুইলে গিছলাম। ...সেই বাবুটি তো আরো পাঁচ মিনিট ফাউ পেয়ি গেলেন ! (ঘনশ্যাম দ্রুত ওয়ার্ডের দিকে চলে গেল। বাইরের দিক থেকে ঢুকলেন ডঃ সামন্ত। পরনে এ্যাপ্রন হাতে স্টেথো)

মন্দিরা ॥ গুড ইভনিং ডক্টর। ...

সামন্ত ॥ গুড ইভ্‌নিং। আপনার বুঝি নাইট ডিউটি ? আর কে কে আছেন ?

মন্দিরা ॥ এদিকে আমি একাই। ...বাকী প্রায় সবাই স্বাস্থ্য সপ্তাহের মিটিং শুনতে গেছেন।

সামন্ত ॥ ভবানী ঘোষের অনারে হাসপাতালে ছুটি।

মন্দিরা ॥ আপনি গেলেন না ?

সামন্ত ॥ লজ্জা করে যে ! রোগ হলে ওষুধ খাওয়া ছাড়া মেডিকেল সায়েন্সের সঙ্গে যাদের আর কোন সম্পর্ক নেই তারা ডায়াসে দাঁড়িয়ে ডাক্তারি সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলবে, আর আমরা, ডাক্তাররা, হাঁ করে তাই শুনবো, গদগদ হয়ে হাততালি দেব, ভাবতেও বিশ্রী লাগে। যাকগে, দু-নম্বর কেবিনের পেশেণ্ট কেমন ?

মন্দিরা ॥ মনে হচ্ছে ভালই। ...প্রেসারটা আবার নর্মাল হয়েছে...রেসপিরে-শনেও কোন ট্রাবল নেই।

সামন্ত ॥ গুড। ...

মন্দিরা ॥ ছেলেটির মা এখনও ওয়ার্ডের বাইরে বসে আছে।

সামন্ত ॥ সেই বিধবা মেয়েছেলেটি, না? আমাকে দেখতে পেলেই কেঁদেকেটে একসা করবে। ..আমাদের হাসপাতালের ডাক্তারদের সম্পর্কে এদেশের মায়েদের যে কি ধারণা তা আমিও জানি, আপনিও জানেন। সবাইকার ধারণা, কেঁদেকেটে পায়ে পড়ে ডাক্তারবাবুদের করুণা উদ্রেক করতে না পারলে এক শিশি রঙ করা জলও পেশেন্টের গলায় পড়বে না।

মন্দিরা ॥ নার্সদের সম্পর্কে ধারনাও এমন কিছু ভাল নয়।

সামন্ত ॥ ছেলেটির মাকে বলে দেবেন তো মিস সেন, ঐ সব কান্নাকাটি, হাতে পায়ে পড়া-টড়া আমি কেমন যেন সহ্য করতে পারিনা।

মন্দিরা ॥ বিধবার একমাত্র সন্তান। .. দু পাঁচ টাকা যা ছিল ছেলের অসুখে তার সব খরচ হয়ে গেছে। ...আমাকে বলছিল, হাতে এমন দু' চার আনা পয়সাও নেই দিদি, যা দিয়ে খোকার জন্যে একটা কমলালেবু কিনে আনতে পারি।

সামন্ত ॥ জানেন মিস সেন, ডাক্তারী পাশ ক'রে আমি যখন মেডিকেল কলেজে আর, এস, তখন প্রায়ই একটা রসিকতা করতাম আমি—ডাকাত আর মোক্তার, এই নিয়ে ডাক্তার! মোক্তার ধনে মারে, ডাকাত প্রাণে মারে, ডাক্তার ধনেপ্রাণে মারে। (হাসি। খুব সন্তর্পনে ভবতারণ গড়াইয়ের প্রবেশ)

মন্দিরা ॥ কাকে চান?

ভবতারণ ॥ আজ্ঞে, সামন্ত ডাক্তারবাবুর সঙ্গে—

সামন্ত ॥ বলুন।

ভবতারণ ॥ আজ্ঞে –(মন্দিরার দিকে চেয়ে) একটু ইয়ে...কী বলে—প্রাইভেট।

সামন্ত ॥ তাহলে আমার কোয়ার্টারে আসবেন।

ভব ॥ আজ্ঞে সেখান থেকেই তো আসছি। (মন্দিরার দিকে তাকালেন সামন্ত। মন্দিরা বুঝল, চলে গেল।)

সামন্ত ॥ বলুন।

ভব। স্বাস্থ্য সপ্তাহ উপলক্ষে মিটিং,...তাই এসেছিলাম, ভবানী ঘোষ যা বক্তৃতা করলেন—দিদিমণিটি হঠাৎ এসে পড়বেন না তো?

সামন্ত ॥ আপনি বলুন।

ভব ॥ অবশ্য আপনার কাছে আসাটাই ছিল উদ্দেশ্য। রথ দেখাও হবে কলা বেচাও হবে, এই আর কী! আপনার কোয়াটারেই গিছলাম।

সামন্ত ॥ কী দরকার বললেন নাতো?

ভব ॥ বলছি।...আপনি আমাকে আগে দেখেন নি...দেখবেনই বা কি করে? এলেনই তো বলতে গেলে সেদিন ...আমিও ধরুন পাড়াগেঁয়ে মানুষ, সদরে আসি—কী বলে—কালেভদ্রে। তাই আপনাকেও এর আগে আমি দেখিনি। তবে লোকমুখে যা শুনেছি—সবাইতো আপনার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। ...বলে ধন্বন্তরী। আপনি হলেনগে গুণী মনিষ্যি, পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে এই বয়সে এমন নামডাক, হাতযশ—

সামন্ত ॥ .আপনাকে কিন্তু চিনলাম না।

ভব ॥ বিলক্ষণ! চিনবেন কী করে! আগে কোনদিন দেখেছেন যে চিনবেন? আর সদরে আমাদের কেইবা চিনে রেখেছে বলুন! তবে আমার পৈতৃক বাটির চারদিকে পাঁচ সাতখানি গাঁয়ে আপনার বাপমায়ের আশীর্বাদে আমায় চেনে না এমন লোক বলতে গেলে—কী বলে—কোটিকে গুটিক!

সামন্ত ॥ আপনার নাম?

ভব ॥ অধীনের নাম ভবতারণ গড়াই, সাকিন বেলিয়াবা, মৌজা পুরুা। পিতার নাম ঈশ্বর গণপতি গড়াই, তস্য পিতা—, আমরা তিনপুরুষ ধরে ডাক্তার।

সামন্ত ॥ আপনি বুঝি ক্যামবেলের?

ভব ॥ বসব? (বসল) আজ্ঞে তিনপুরুষে আমাদের বংশে কেউ ক্যামবেল তো দূরস্থান, কী বলে, হাই ইংলিশ ইস্কুলের চৌকাঠ মাড়ায় নি। আমার পিতামো ঈশ্বর যুধিষ্ঠির গড়াই স্রেফ নামটি সই করতে পারতেন, পিতা ঈশ্বর গণপতি গড়াই বৃত্তি পরীক্ষা দিছলেন. আর আমি কী বলে ঐ ইউ পি পর্যন্ত পড়েছি। আমার পিতাঠাকুরের হাতযশ ছিল খুব, গিয়ে দাঁড়ালেই রুগীর আদ্দেক ব্যামো নিরাময় হয়ে যেত; উ'ন বলতেন, ইংরিজি কিতাব পড়ে পাশ না দিলে যদি চিকিচ্ছে করা না যায় তো যেকালে লোকে ইংরিজি পড়ত না, তখন কি লোক বিনা চিকিচ্ছেয় মরত? পিতাঠাকুর মরে স্বগ্‌গে গেছেন, ভেবে দেখুন কী একখানা কথা বলে গেছেন! লাখ কথার এক কথা (নিজের রসিকতায় নিজেই হাসে)

সামন্ত ॥ আমার কাছে আপনার কি দরকার বললেন না তো?

ভব ॥ সেই কথাই তো বলছি। হাসপাতালটা ঠিক আলাপ পরিচয়ের জায়গা নয়। এখানে আপনাকে এমন একাএাড়া পাব, ভাবিনি। আপনার সঙ্গে—দিদিমনিটি আবার এসে পড়বেন না তো?

সামন্ত ॥ আপনি বলুন না, এখন আর কেউ আসবে না। নিঃসঙ্কোচে বলুন।

ভব ॥ আমার বাপ পিতামো—কি বলে—সোডি স্যালিসিলাস, এ্যালকালাইন এ্যালবা, কারমেটিভ, এই গোটাকতক এস্টক মিকচার ঢালা উপুড় ক'রে যা পয়সা করে গেছেন. সত্যি বলতে কি, আমি তার অদ্ধেকের অদ্ধেকও করতে পারিনি। একালের লোকেদের—আপনাকে আর কি বলবো—ওতে আর মন ওঠে না। এখন জ্বরজারি হলে, সুঁই না দিলে, খেজুরের বিচির মত লম্বা লম্বা ক্যাপসুল মুঠো মুঠো না গেলালে চিকিচ্ছে হচ্ছে বলে মনেই করেনা!

সামন্ত ॥ তাই দেবেন।

ভব ॥ আজ্ঞে সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসা···আপনার নামডাক শুনেছি, একটা যদি ব্যবস্থা করেন।

সামন্ত ॥ কি রকম?

ভব ॥ কি বলে - ডাক্তার বোসের সঙ্গে যেমন আছে আর কি! আপনাকে তাহলে খোলাখুলিই বলি। ডাক্তার বোসের সঙ্গে আর কারবার করতে চাই না, ওনার বড্ড খাঁই, আর ওষুধ পত্তরেও যে খুব একটা কাজ হয়, তাও নয়।

সামন্ত ॥ ওসব কথা থাক. আপনি কি চান তাই বলুন।

ভব ॥ এবার আপনার সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করতে চাই।

সামন্ত ॥ বুঝলাম না।

ভব ॥ এতে না বোঝার কি আছে ডাক্তারবাবু! এমন কিছু নয়, সদরে যখন আসব আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করব, এই আর কি!

সামন্ত ॥ তা বেশতো, দেখা করবেন। তবে দয়া ক'রে কোয়ার্টারে আসবেন।

ভব ॥ আজ্ঞে তা তো বটেই। আজও তো কোয়াটারেই গিছলাম, মাঠাকরুনও সেই রকম বললেন। তা ব্যবস্থা পাকা না হলে কোন মুখে আসি বলুন? পরে অবশ্য দেখতে দেখতে একটা আত্মীয়তা মতন দাঁড়িয়ে যাবে, তাই বলে এখন—নতুন নতুন—কি বলে—একটা খোলাখুলি কথাবার্তা—মানে, কি রকম কি দিতে থুতে হবে?

সামন্ত ॥ কিসের?

ভব ॥ আপনি তা হলে এখনও বোঝেননি। (পকেট থেকে নোট বুক বার করল) এই দেখুন, আমার—কি বলে—রেজিষ্টার, পাতায় পাতায় রুগীর নাম, কাকে কি ওষুধ দিয়েছি, সব এতে লেখা। এই খাতা নিয়ে আসব, জটিল কেস বুঝলে, পয়সা কড়ি যদি খরচ করতে পারে, আপনার কাছে

আসব, সিমটম বলব, আপনি শুনলেই বুঝবেন—কি বলে—রোগ কোন্ খাতে বইছে। ...টাকাওলা রুগীরা চায় ম্যাজিক, ভেল্কি ; আপনি দু' চারটে বেশ লাগদাই ক্যাপসুলের নাম বলে দেবেন, গোটাকতক দামী ইনজেকশনের নাম বাৎলে দেবেন ; আমি বাংলায় টুকে নেব। ...

সামন্ত ॥ ওষুধ পাবেন কি ক'রে ? প্রেসক্রিপশন ?

ভব ॥ সে আপনি ভাববেন না, দোকানদারদের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে, মুখে মুখে কারবার। ...আর একটা কথা, আপনি তো স্যাম্পেল ফাইল পান, যদি মনে করেন তাতে কাজ হবে, তবে তা'ও আমি কিনে নিতে পারি—কি বলে—পাইকিরি দরে, অবশ্য কিছু কনসেশন দিতে হবে। বুঝতেই পারছেন—

সামন্ত ॥ বুঝেছি। আপনার কথা শেষ হয়েছে ?

ভব ॥ আজ্ঞে ?

সামন্ত ॥ ঘনশ্যাম—(ঘনশ্যামের প্রবেশ)

ভব ॥ আমার কথাটা একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন ডাক্তারবাবু ...শহরে—কী বলে—পাশ করা ডাক্তারের তো অভাব নেই, আপনার নাম ডাক শুনেছিলুম—

সামন্ত ॥ আপনাদের কোয়াক ডাক্তারদের চাক্ষুস দেখিনি, কিন্তু বিত্তে দেখেছি অনেক। ..এসেই যখন পড়েছেন, আপনিও দেখে যান একটা নমুনা।...ঐ তু'নম্বর কেবিনে আছে, বিধবার একমাত্র সন্তান, দেখে আসুন কোয়াক ডাক্তার তার কী হাল করেছে। (দ্রুত প্রস্থান)

ভব ॥ হ্যাঁ বাবা, কেবিনের রুগীর অবস্থা বুঝি সঙ্গীন ?

ঘন ॥ হ্যাঁ। ·

ভব ॥ কোন গাঁয়ের লোক ?

ঘন ॥ নবীনপুর থেকে এয়েছে।...

ভব ॥ নবীনপুর। ও তাহলে তো হলা মণ্ডলের রুগী ...হলা বেটা আমার পিতাঠাকুরের ডিসপেনসারিতে শিশি বোতল ধুতো .. হঠাৎ শুনি নবীনপুরে ডাক্তার সেজে বসেছে।...ও হারামজাদা চিকিচ্ছের জানেটা কী ? ওর ওষুধ পেটে পড়লে ভাল মানুষ ব'লে খাবি খায়। হুঁ !

ঘন ॥ চলেন...গো বাবু—

ভব ॥ তোমাকে আর যেতে হবে না বাবা, আমি নিজেই যাচ্ছি। তোমাদের এই ডাক্তারবাবুটির ছেলেছোকরা বয়েস, কী বলে—পাশ করলে কী হবে, সব

কথা এখনও ভাল বুঝতে শেখেনি। ... (প্রস্থান। অনেক ক্ষীণদর্শন রুগীর প্রবেশ)

রুগী ॥ বেড়ে মজাতো! সব ভোঁ ভোঁ... (ঘনশ্যামকে দেখে) এই যে, কোথায়, কোথায় তোমাদের ওয়াড´মাস্টারটি? রোজ দু'বেলা বলছি কথা কানে যায় না, আজ একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব। (ঘনশ্যাম হেসে ফেলে) আবার দাঁত বার করে হাসা হচ্ছে?

ঘন ॥ না, কৈ, হাসি নি তো আপনার বোধ হয়—বললি বিশ্বেস করবেননি —খিঁচুনির ব্যায়রাম আছে।

রুগী ॥ চোপ্, ওয়াড´ মাস্টারটি আছেন, না ভেগেছেন? এক্ষুনি না পেলে খিঁচুনির আর হয়েছে কী! আমি মিরগি দেখাবো!

ঘন ॥ দিদিমণি—

রুগী ॥ ডেকে লোক জড়ো করছ। ডাকো, কাউকে তোয়াক্কা করিনা। (মন্দিরার প্রবেশ)

মন্দিরা ॥ কী হলো?

রুগী ॥ এখনো হয়নি, হবো হবো করছে।

মন্দিরা ॥ কী হবেটা কি?

রুগী ॥ ধর্মঘট—অনশন ধর্মঘট।

ঘন ॥ কবে, কোথায়, কেন?

রুগী ॥ মুখের ভাবখানা এমন করছ যেন কিচ্ছু জান না! তুমিও ঘুঘু কম নও, সব এক দলে—নইলে এমন হয়? (হঠাৎ) আমি এখন কোথায়?

ঘন ॥ হাসপাতালে।

রুগী ॥ মিথ্যেকথা, জঙ্গলে।

মন্দিরা ॥ সে কী!

রুগী ॥ ঠিক তাই। মশা, দুর্গন্ধ, সেঁতসেঁতে অন্ধকার, অনাচার, অবিচার—

মন্দিরা ॥ আস্তে—আস্তে—

রুগী ॥ আস্তে কেন! কার ভয়ে? ডাক্তার চেঁচাতে পারে, সিস্টাররা চেঁচাতে পারে, ওয়াড´বয়রা দুমদাম হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় শব্দ করতে পারে, আমরা পেসেণ্টরা কথা বললেই দোষ? বলি কাদের জন্যে হাসপাতাল! আজ একটা তুলকালাম কাণ্ড করে ছাড়ব।

ঘন ॥ সেরেছে! (প্রস্থান)

মন্দিরা॥ ওরকম করছেন কেন?

রুগী॥ মাথার ব্যামো, ক্ষেপে গেছি।…রোজ বলছি এক কথা, কেউ কানে নেয় না; কেন ফ্রি বেডে আছি বলে? গিয়ে দেখুন দিকিনি অতবড় একটা ওয়ার্ডে একটা ডাক্তার নেই, একটা নার্স নেই, ওয়ার্ড বয়রা কে-কমনে গা ঢাকা দিয়ে আছে … আমরা পেশেন্টরা সব কম্বল জড়িয়ে পাটি সাপটা হয়ে পড়ে আছি

মন্দিরা॥ আপনি আপনার নিজের কথা বলুন।

রুগী॥ কেন, সব্বাইকার কথাই বলব …আমি অবহেলিত বঞ্চিত পেশেন্টদের মুখপাত্র। পেশেন্ট আজ আছে, কাল নেই, সবাই যদি পার্মানেন্ট হত তাদের নিয়ে এ্যাসোসিয়েশন করতাম কলকাতায় পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি আছে জানেন? আমরা হাসপাতালের পেশেন্টরা কি পশুরও অধম যে আমাদের জন্যে সেরকম কোন সভা বা সমিতি হতে পারে না?

মন্দিরা॥ আপনি বড্ড বাজে বকেন কী চাই তাই বলুন।

রুগী॥ একটা নিক্তি

মন্দিরা॥ নিক্তি? নিক্তি দিয়ে কি করবেন?

রুগী॥ এবেলার খাবারটা দিয়ে গেছে, ঢেকে রেখে এসেছি মাছের পিস মেপে দেখব ক'রতি দিয়েছে।

মন্দিরা॥ মাছ কম হয়েছে?

রুগী॥ আহা-হা, যেন জানেন না কিছু রোজই বলি মাছ এত ছোট কেন? বলে, ছোট হতে যাবে কেন, হয়তো ভেঙে গেছে। রোজই যদি ভেঙে যায়, আর সব রেডই যদি ভাঙা পায়, তবে বাকি ভাঙা টুকরোগুলো যাচ্ছে কোথায়? আমরা কিছু বুঝি না। (ডাঃ বসুর প্রবেশ)

বসু॥ কী ব্যাপার। আপনি বেড ছেড়ে এখানে কেন?

মন্দিরা॥ উনি ওয়ার্ড মাস্টারকে খুঁজছেন

বসু॥ কি দরকার?

রুগী॥ মাছ যতটা পাবার কথা ততটা পাচ্ছি না।

বসু॥ সেটা আপনার দেখার বিষয় নয়। …

রুগী॥ কেন। মাছটা কি মেডিসিন যে আপনারা ডোজ ঠিক করে দেবেন? ঠিক আছে, একবার বেরুই এখান থেকে, এই নিয়ে আমি লেটার টু দি এডিটর ছাড়ব, জনমত গঠন করব। এর একটা বিহিত আমি করবই।

(বলতে বলতে প্রস্থান)

মন্দিরা ॥ পাগল !

বসু ॥ পাগল না বজ্জাত। এক মাসের ওপর একটা বেড জুড়ে শুয়ে আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে আর ঘোঁট পাকাচ্ছে। ডক্টর সামন্ত আসকারা দিয়ে এদের মাথায় তুলেছেন।

মন্দিরা ॥ সর্বক্ষণ ওদের তোয়াজ করতে হবে, কাউকে কিছু বলার জো নেই। ...এই কারডরে তবু একটু প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি, ওয়ার্ডে জোরে কথা বললেই বিরক্ত হন ডক্টর সামন্ত।

বসু ॥ সব তাতেই ওর বাড়াবাড়ি ...বাতাবাতি হাসপাতালের নিয়মকানুন বদলে দিতে চান। .. চিপ ক্ল্যাপ ট্রাপ। আপনারাও যেমন ! জোট বেঁধে কমপ্লেন করুন . দাবী করুন, ডক্টর সামন্তের এসব বাড়াবাড়ি চলবে না। ঠিক আছে এস ডি এম ও-কে আমি বলব। ...

মন্দিরা ॥ না, না, সেটা ভাল হবে না। ব্যাপারটা ঠিক কমপ্লেন করার মত নয়।

বসু ॥ তার মানে আপনারাও চান এমনি চলুক। .. আমি জানি অনেকেই এখন ওঁর দলে। . কিন্তু আজকে উনি যা করলেন তাতে এস ডি এম ও বিলক্ষন চটেছেন। ভবানী ঘোষ হাসপাতাল ভিজিট করলেন, মিটিং এ্যাড্রেস করলেন, উনি একবার যেতে পারলেন না ! ওসব ছেঁদো কর্তব্যনিষ্ঠা অনেক দেখা আছে ভবানী ঘোষ পণ্ডিতজীর বন্ধু, দিল্লীতে দারুন ইনফ্লুয়েন্স ! ঘোষজী যে কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না, তা তো ডক্টর সামন্ত জানেন না। .. হেল্‌থ মিনিষ্টার ওঁর কথায় ওঠেন বসেন, দেখি এবার যদি আমার ট্রান্সফারটা হয়। ... (অতর্কিতে সামন্তের প্রবেশ)

সামন্ত ॥ মিস সেন, কেবিনের পেশেন্ট বড্ড রেস্টলেস হয়ে পড়েছে, কাইগুলি একবার চেক আপ করবেন ? (মন্দিরার প্রস্থান) এর মধ্যেই ফিরে এলেন যে ডক্টর বোস ?

বসু ॥ আর কি করব ! এত ক'রে আমার কোয়ার্টারে ঘোষজীর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলুম, উনি সময়ই পেলেন না। .. সব আয়োজন নষ্ট হল।

সামন্ত ॥ মিছিমিছি কতকগুলো টাকা গেল। ..

বসু ॥ সে এমন কিছু নয়। মিসেস বোস তো আশায় রয়েছে, এখন আমাকে একা ফিরতে দেখলে ত' ক্ষেপে যাবে। ...শেঠজীর লোকেরা যেন ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমাদের গেষ্ট। .. আজকের রাতটা ওঁরা পলাশপুরে

শেঠজীর বাংলোতে থাকছেন, বলেছেন ফেরার পথে যদি সময় পান—হ্যাঁ, ভাল কথা, আমাদের অপারেশন থিয়েটার দেখে খুব প্রশংসা করলেন ঘোষজী।

সামন্ত॥ এ দেশের পোলিটিশিয়ানরা সর্ব বিদ্যাবিশারদ হয়।

বসু॥ সে আপনি যাই বলুন, ভদ্রলোক অনেক খবর রাখেন। …ওঁদের আমলে কোথায় কটা হেল্‌থ সেণ্টার হয়েছে সব দেখলাম মুখস্থ।

সামন্ত॥ কিন্তু এ তথ্যটা উনি জানেন কি ভারতবর্ষে এখনও প্রতি ৫০০০ লোক পিছু একজন ডাক্তার? নিউজিল্যাণ্ডে প্রতি ৬৯০ জনে একজন, আমেরিকায় প্রতি ৭৮০ জনে একজন আর ইংলণ্ডে প্রতি ৯১০ জনে একজন ডাক্তার?

বসু॥ আমাদের দেশে—আপনার স্ট্যাটিসটিকস যাই বলুক—ডাক্তারের কমতি নেই। …কত ডাক্তার বেকার বসে আছে।

সামন্ত॥ তার অন্য কারণ আছে। আমাদের দেশে শহরে আর গ্রামে এখনও দারুন অসামঞ্জস্য। …গ্রামে ৫০,০০০ লোক পিছু একজন ডাক্তার, সে জায়গায় শহরে প্রতি ৮০০ জনের জন্যে একজন। যাক সে কথা কোয়াক ডাক্তারদের সম্মেলনে কি বললেন উনি?

বসু॥ শোনার আগ্রহ থাকলে আপনি নিজেই যেতেন।

সামন্ত॥ সত্যি ওতে আমার আগ্রহ নেই। …কোয়াকরা আন্দোলন করছে, আমাদের প্রভাবশালী জাতীয় নেতারা তাতে ভাষণ দিচ্ছেন। একজন ডাক্তার হিসেবে আপনি জানেন, Quackery is a criminal offence, নিশ্চয়ই জানেন ডক্টর বোস, কোয়াক ডাক্তারি ক'রে ধরা পড়লে আইনত তার সাজা হতে পারে।

বসু॥ আইনের কথা ছেড়ে দিন, ওসব বইয়ে লেখা আছে। সে আইনের প্রয়োগ হয়েছে কোনদিন? বরং গভর্ণমেণ্ট লেভেলে কোয়াকারি আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে

সামন্ত॥ এই তো বললেন অনেক পাশ করা ডাক্তার বেকার বসে আছে। তাই যদি সত্যি হয়, হাতুড়েদের ডাক্তার বানাবার চেষ্টা হচ্ছে কেন?

বসু॥ গভর্ণমেণ্ট মানুক আর নাই মানুক, কোয়াকরা ডাক্তারি করবেই। কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না।

সামন্ত॥ বাঃ, বেশ! খুনী ধরতে পারবি না, খুনের কিনারা করতে পারবি না, সুতরাং তবে আর কি! নরহত্যাটাকেই লিগালাইজ করা যাক্।

বসু॥ আপনি তো নরহত্যা বলছেন, ওদের খুনী বলছেন কিন্তু গাঁয়ের লোক

কোয়াকদের কি রকম বিশ্বাস করে জানেন?

সামন্ত ॥ ভূতের ওঝায়, ঝাড়ফুঁক তাবিজ মাদুলীতেও গাঁয়ের লোকের দারুণ বিশ্বাস. তাই বলে সেটা চালু রাখতে হবে? তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে?

বসু ॥ সারা ভারতবর্ষে প্রায় ছ' লাখের মত কোয়াক টুকিটাকি চিকিৎসা ক'রে খাচ্ছে, তাদের বেকার করে দিতে বলেন?

সামন্ত ॥ গোড়ায় গলদ রয়ে গেল ডক্টর বোস, যে-জীবিকা আদপেই বে-আইনী তা বন্ধ করে দিলে তাকে বেকার করে দেওয়া বলে না। চোরকে জেলে পুরলে কেউ কি বলে গভর্ণমেণ্ট বেকার সৃষ্টি করছে?

বসু ॥ ঘোষজী মিটিংয়ে বললেন, কোয়াকদের ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন ধরে গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করছেন, পার্লামেণ্টে শিগ্‌গিরি শুনছি একটা বিল আসছে—

সামন্ত ॥ জানি। ...তাতে কি আছে জানেন? যারা অন্তত দশ বছর প্র্যাকটিস করছে এবং যাদের বয়স অন্তত পঁচিশ বছর হয়েছে, স্টেট বোর্ড তাদের একটা লিস্ট করবে। অন্তত মিডল ইংলিশ স্ট্যাণ্ডার্ডের বিদ্যে, বানান করে করে একটু আধটু ইংরিজি পড়তে পারলেই চলবে, তাতেই স্টেট বোর্ড এই সব কোয়াকদের একটা করে নাম্বার দেবে। সেই নাম্বার ওরা প্রেসক্রিপশনে ব্যবহার করবে, নামের পাশে লিখবে R-M-P, Registered Medical Practitioner। ওরা না পড়ল গ্রে-র এ্যানাটমি, না পড়ল প্রাইসের মেডিসিন, শুধু দল করে আন্দোলন করে আমাদের পাশ করা ডাক্তারদের জাতে উঠে গেল।

বসু ॥ আপনি সব কথা জানেন না ডক্টর সামন্ত।...ওদের ওপর অনেক রেস্ট্রিকশন ইমপোজ করা হবে। একটা লিস্ট অব ড্রাগস থাকবে যা ওরা ব্যবহার করতে পারে না।

সামন্ত ॥ কে দেখতে যাচ্ছে করবে কী করবে না! এতদিন যারা যত্রতত্র এ্যানটিবায়োটিক ড্রাগস মুড়ি মুড়কির মত ব্যবহার করে এসেছে, এলেম দেখাবার জন্যে ইণ্ট্রাভেনাস ইনজেকশন ফুঁড়েছে, রাতারাতি অমনি তারা তা ছেড়ে দেবে ভেবেছেন! আইনের প্রয়োগ আগেও যেমন হয়নি, এখনো তা হবে না।

বসু ॥ গভর্ণমেণ্ট ঠিক নজর রাখবে। . মানুষের জীবন নিয়ে ব্যাপার—

সামন্ত ॥ নজর রাখলেই ভাল। আর, যে বিলের কথা বললেন, তাতে এদের জন্যে আধুনিক প্রায় সব দামী ওষুধগুলোই নিষিদ্ধ হবে। এরা ইনজেকশন

দিতে পারবে না, ব্লাড ট্রান্সফিউসন করতে পারবে না, এমনি আরো অনেক 'না'। এগুলো যদি কোন কোয়াক মেনেও চলে, বলুনতো ডক্টর বোস, সে তাহলে ডাক্তারি করবে কী দিয়ে? গ্রামদেশের মানুষ কি এমন অপরাধ করল যে আধুনিক অব্যর্থ সব ড্রাগসেব সুফল থেকে সে বঞ্চিত হবে? বাঁচার জন্যে অনিবার্য হলেও সে ইনজেকশন পাবে না? (পিছনে কোলাহল। মন্দিরার গলাও শোনা যাবে। হন্তদন্ত হয়ে ঘনশ্যামের প্রবেশ।)

ঘন ॥ স্যার, জেনাবেল ওয়ার্ডে—বললি বিশ্বেস করবেন নি—দিদিমণিদের সঙ্গে পেশেণ্টরে ঝগড়া লেগে গেছে।

বসু ॥ কেন! কি হয়েছে?

ঘন ॥ সব্বাই ভাত-রুটি নে বসে রয়েছে, বলছে, খাবুনি। সেই শুঁটকো লোকটা খুব তড়পাচ্ছে! (উত্তেজিত মন্দিরাব প্রবেশ)

মন্দিরা ॥ এই সব পেশেণ্ট নিয়ে আমি কাজ করতে পারব না। এরা সব ভেবেছে কী! নার্স বলে আমরা মানুষ নই! যা ইচ্ছে তাই বলবে?

সামন্ত ॥ মিস সেন!

মন্দিরা ॥ কেবিনে পেশেণ্টেব কাছে ছিলুম, ওদিকে গোলমাল হচ্ছে শুনে থামাতে গেছি, কী যাচ্ছে তাই ক'রে বলল আমাকে! আমি এস ডি এম ও-র কাছে যাব, ঘনশ্যাম, ওয়ার্ডে গিয়ে পুষ্প আর মীনাদিকে ডেকে দেতো! (ঘনশ্যামের প্রস্থান) দেখি, ওদের সায়েস্তা করতে পারি কিনা।

বসু ॥ এরা ক্রমশঃই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—এস ডি এম ও আসুন, স্টেপ নেব, নিশ্চয়ই স্টেপ নেব আমরা—, দাঁড়ান, আমি একবার দেখে আসছি। (প্রস্থান)

মন্দিরা ॥ সব সময় নার্সদের পেছনে লাগছে···বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কথা বলছে··· হাড় বজ্জাত সব—

সামন্ত ॥ আস্তে—আস্তে মিস সেন—

মন্দিবা ॥ কেন, আস্তে কেন! মান সম্মান বেখে কেউ কথা বলবে না তবু মুখ বুজে থাকতে বলেন? আমি ফিস ফিস করে কথা বলতে পারি না! অনেক বলেছি, আব বলব না।

সামন্ত ॥ সাইলেন্স—হসপিটাল! ওটা বুঝি শুধু রাস্তার বাস ড্রাইভার আর রিক্সাওলাদের জন্যে? হাসপাতালের ভেতরকার ডাক্তার আর নার্সদের জন্যে নয়?

মন্দিরা॥ আপনি বলেন, শুনি, মেনে চলি। ...কিন্তু পেশেণ্টরা তার কদর্থ করে। ...আর, কিসের এত ফিস ফিস! আমরা কি কারো বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছি? ষড়যন্ত্র করছি?

সামন্ত॥ বুঝতে পারছি আজকে খুব স্ট্রেন হচ্ছে আপনার। ...বসুন, এই খানটায় বসুন, একটু জিরিয়ে নিন। ... (মন্দিরা বসল) মিস সেন ষড়-যন্ত্রের কথা বলছিলেন না? —হাসপাতালেও ষড়যন্ত্র হয় বৈকি! ষড়যন্ত্র যন্ত্রণার বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্র মৃত্যুর বিরুদ্ধে। কেবিনের ছেলেটির জন্যে আপনি যে এত করছেন, কেন? এটাও এক ধরণের লড়াই। একদিকে আমরা ডাক্তার নার্স, আর একদিকে মৃত্যু—অদৃশ্য, কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষ। (অল্প থেমে) তর্ক হলে কাউকে শাসাতে হলে, কারো বিরুদ্ধে আক্রোশ হলে, আমরা উত্তেজিত হই তাই চেঁচাই। কিন্তু এই হাসপাতালের বেডে যারা রয়েছে তারা রুগ্ন, একটু সেবাযত্ন পাবার আশায় আমাদের মুখ চেয়ে আছে, ওদের বিরুদ্ধে আমাদের তো কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়, তবে চেঁচাতে হবে কেন?

মন্দিরা॥ চেঁচাবে শুধু পেশেণ্টরা। ..

সামন্ত॥ (মৃদু হেসে) উঠুন, আপনি ভীষণ রেগে রয়েছেন। ...চলুন কেবিনে ঘুরে আসি একবার। ...(যেতে যেতে) পেশেণ্টরাই তো চেঁচাবে। ...ওরা অসুস্থ রুগ্ন, বন্দী—সুস্থ জীবনের বিরুদ্ধে ওদের প্রচণ্ড আক্রোশ; আর সেইটেই তো স্বাভাবিক। (দুজনের প্রস্থান। মঞ্চ কিছু সময় ফাঁকা। ঘনশ্যামকে তাড়া করে ষ্টোরকিপার কানাইবাবুর প্রবেশ)

ঘন॥ আমাকে মিথ্যে মিথ্যে হেনস্থা করছেন, এষ্টোরকিপারবাবু। আপনি হিসেব মিলো দেখুন, দেখি নিন আমি কার ঠেঙে কি সইরেছি।

ষ্টো কি॥ বেশি বাজে বকো না ঘনশ্যাম।...এখানে আমি নতুন নয়...তোমার মত অনেক ওয়ার্ডবয় আমার চোখের সামনে হাফপ্যাণ্ট ছেড়ে ফুলপ্যাণ্ট পরতে শিখল! আমি কিচ্ছু বুঝিনা, না?

ঘন॥ বুঝবেন নি কেন? আপনিতো নেকাপড়া জানা ভদ্দরনোক। আমি নেকাপড়া শিখিনি বলে কি ভদ্দরনোক নয়? স্টেচার বইছি বলে কি ভদ্দর-নোক হতে নেই!

ষ্টো-কি॥ মুখের বুলিতে গেঁয়ো গন্ধ যায় নি, এরই মধ্যে এত বুদ্ধি! তা— জুটো জুটো খাম্মারের বাক্স সবাতে ভদ্দরলোকের সম্মানে লাগল না?

ঘন ॥ আপনি তো নিজের চক্ষে দেখিছেন ঘোষজী নিজির হাতে যা দু'একটা খাবারের বাক্স পেশেন্টদের হাতে-হাতে দিলো গেলেন, তারপর তো সব পড়ে রইল। যে যা পাচ্ছে, নিচ্ছে, বললি বিশ্বাস করবেন নি—যেন হরির লুট হয়ি গেল!

ষ্টো-কি ॥ আমার স্পষ্ট মনে আছে তার থেকে আমি সাতটা বাক্স নিয়েছিলাম; হাতে করে নিয়ে যাবো, কে কোথায় দেখবে, তাই বিশ্বাস করে তোমাকে কোয়ার্টারে দিয়ে আসতে বললুম...আর সেই গোনাগুনতি জিনিষ থেকে—

ঘন ॥ বিশ্বাস করুন, আপনে যে কটা দিছলেন তাই আপনের কোয়াটারে দে এয়েছি।

ষ্টো-কি ॥ তা হলে কি আমার ওয়াইফ মিথ্যে কথা বলছে? তুমি পাঁচটা দিয়েছ।

ঘন ॥ তখন তাড়াতাড়িতে—বললে বিশ্বেস করবেন নি—আমি কি গুনি নে গেছি, না গুনি দে এইচি! (কাঁদো কাঁদো) আমি গরীব বামুনের ছেলে, এঁড়েদার ঘোষাল, সাঁকরাইলে আমার বাড়ি; গাঁয়ে গে জিগোস করবেন, কেউ বলবে নি, আমি কারো ঠেঙে না বলে কিছু নিইচি।...গরীব আমরা একশ'বার, তাই বলি চোর নয় এষ্টোরকিপারবাবু। (সামন্তর প্রবেশ)

সামন্ত ॥ কী হল এখানে?

ষ্টো-কি ॥ এই দেখুন না,—

সামন্ত ॥ সব শুনেছি। আপনাদের ঘোষজীর সময় ছিলনা, টোকন হিসেবে দুটি একটি বাক্স বিলিয়ে, ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় পোজ দিয়ে, তিনি চলে গেছেন। স্বাস্থ্য সপ্তাহ উপলক্ষে মিষ্টির বাক্স যারা পেল তারা ধন্য হল, কৃতার্থ হল; কিন্তু পাশাপাশি আর যারা পাবে বলে আশা করে ছিল? বাড়ি বাড়ি পাঁচটা-সাতটা ক'রে বাক্স পাঠাবার সময় তাদের কথা একবার ভেবেছেন? পেশেন্টের বরাদ্দ মুখের খাবার কেড়ে খাচ্ছেন, ভাগে কম পড়েছে বলে ওকে শাসাচ্ছেন? (ইতিমধ্যে একসময় ঘনশ্যাম চলে গেছে) এখন আপনার নিশ্চয়ই লজ্জা করছে, কানাইবাবু!

ষ্টোর-কি ॥ কে আর না নিয়েছে বলুন। দেখতেই বাক্স—আছে তো একটা কচুরি, একটা ভেজিটেবল চপ, আর একটা দানাদার।...হাসপাতালে এতো কিছুই নয়। রুগীর দুধ মাছ যে চোরাপথে পাচার হয়ে যায় তা নিয়ে কিন্তু কেউ আপত্তি করে না, স্যার।

সামন্ত ॥ আপত্তি তারাই করে না যারা মিষ্টির বাক্সের হরির লুটে সামিল হয়। আমি করব।

ষ্টোর-কি ॥ কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনি একা কিছু ঠেকাতে পারবেন না।

সামন্ত ॥ যে কোন ভাল কাজে—প্রতিবাদ বলুন, প্রতিরোধ বলুন, কেউ না কেউ একাই তা আরম্ভ করে।

ষ্টোর-কি ॥ কিন্তু একা শেষ করতে পাবে কি?

সামন্ত ॥ শেষ পর্যন্ত যে একাই থাকব তার কোন মানে নেই, কানাইবাবু। আমার মত আরো অনেক লোক থাকতে পাবে—

ষ্টোব-কি ॥ এ হাসপাতালে অন্তত নেই।

সামন্ত ॥ এ হাসপাতালটাই দেশ নয় কানাইবাবু! ··· (মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। বিরতি সূচক মৃদু যন্ত্রসঙ্গীত। আবাব যখন আলো ফুটল দেখা গেল মঞ্চ শূন্য। অধীর দে'ব প্রবেশ। সঙ্গে তার ইলেকশন কর্মী বিশু)

অধীর ॥ বাজে বকিস না বিশু পলাশপুর পর্যন্ত রাস্তার দুধারে একটাও পোষ্টাব নেই, অথচ বলছিস কাজ হচ্ছে। ···

বিশু ॥ আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন অধীবদা।

অধীর ॥ রাগ হবে না! অনেকে আছে ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে আর হারছে, তাদের শোক যেন সৎমা মবার শোক। আর আমি? একবার জিতে, পাঁচ পাঁচটা বছব এম-এল-এ গিরি ক'বে, তারপর যদি হারতে হয়—উঃ, বাপরে সে পুত্র শোকের বাড়া!

বিশু ॥ আমবা তো খাটছি ···

অধীব ॥ খাটছি মানে কী! ভবানী ঘোষের সঙ্গে এক গাড়িতে যাচ্ছি, বললেন, ওহে তোমার পোষ্টার-টোষ্টার দেখছি না যে!

বিশু ॥ পোষ্টার লেখা হচ্ছে।···

অধীর ॥ সে কথা বললেই হয়েছিল আব কী?

বিশু ॥ কি বললেন?

অধীব ॥ বললাম, অপনেন্ট পার্টির ছোঁড়াগুলো সব ছিঁড়ে দিয়েছে।

বিশু ॥ পনের বিশ জনকে লাগিয়ে দিয়েছি, কয়েকটা দিন সবুর করুন, দেখবেন পোষ্টার কাকে বলে।

অধীর ॥ পোষ্টার কি আমার পশ্চাতে মারবে? দেয়ালগুলো তো সব ওরা হাতিয়ে নিয়েছে।

বিশু ॥ ওদের পোষ্টারের ওপর পোষ্টার মারব।

অধীর ॥ বেশ খড় বড় ক'রে লেখে যেন সব। আর লাল কালিটা ব্যবহার

করবে না…ওটা কমিউনিষ্টদের রঙ। আর এবার যেন অধীর বানানটা হ্রস্ব ই কার লেখে না।…

বিশু॥ হ্রস্ব ই কার যা দীর্ঘ ঈ কারও তাই। আপনাকে যারা ভোট দেয় তারা পোষ্টার পড়তে পারে? আর বানান ভুল হলেইবা, উচ্চারণ তো একই। গতবার তাতে আপনার এম এল-এ হওয়া আটকেছে?

অধীর॥ তোরা দেখছি এবার আমাকে ডোবাবি।

বিশু॥ আপনিও তো আমাকে ডুবিয়েছেন …

অধীর॥ সে আবার কী!

বিশু॥ ইলেকশনে আপনার জন্যে এত খাটছি… গতবার খেটেছি, এবারও খাটছি.. এত করে বললাম, একটা ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছি, আপনি তো কলকাতায় যান-আসেন, একটু বলে-টলে দিন যাতে প্যানেলে অন্তত নামটা থাকে--

অধীর॥ আমি তোর জন্যে সুপারিশ করিনি?

বিশু॥ তাহলে আমার হল না কেন?

অধীর॥ হুঁ, হবে কী করে! আমি খবর নিয়েছি, ইণ্টারভিউতে তো সব ভুলভাল বলে এসেছিস।

বিশু॥ তিনটে তো মোটে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল। ভুল ভালটা বলব কখন?

অধীর॥ জানি, তাও জানি, তিনটের দুটোই ভুল।

বিশু॥ ভুল অমনি হলেই হল। তিনটেই কারেকট…সেণ্ট পার্সেণ্ট কারেকট।

অধীর॥ তিনটেতে সেণ্ট পার্সেণ্ট হয় না থ্রি পার্সেণ্ট হয়।…এই বিদ্যে নিয়ে চাকরি চাস তোরা?

বিশু॥ তিনটে কোশ্চেনের আনসার আমার মুখস্থ।

অধীর॥ ঐ মুখস্থ বিদ্যেতেই সব গুবলেট করেছিস বিশু। একটু বুঝে সুঝে উত্তর দিবি তো!

বিশু॥ ওর আর বোঝাবুঝি কী! প্রথম প্রশ্ন করল, কোথায় থাক? এর উত্তর ভুল হবে?

অধীর॥ না, না, এটা ভুল বলবি কেন, বললামতো দুটো ভুল হয়েছে।

বিশু॥ সেই দুটোর একটা হল, তোমার নাম কি? আর একটা হল, তোমার বাবার নাম কি? বলুন, এর কোনটা ভুল হতে পারে? (ভবতারন গড়াইয়ের প্রবেশ)

ভব॥ পলাশপুর থেকে চলে এলেন যে?

অধীর॥ আবার যেতে হবে। ...দরকারি একটা কাজে এসেছি। ...বিশু, ভাই যা হবার হয়ে গেছে...এবার তোরা একটু কোমর বেঁধে লাগ্, কোন রকমে জিতিয়ে দে, তোর একটা চিল্লে করে দেব। ...

বিশু॥ একটা চাকরি না হলে আর—

অধীর॥ চাকরি আর চাকরি। তার চেয়ে আমার দলে থেকে রাজনীতি শেখ, সেটাও আজকাল ভাল চাকরি ...

বিশু॥ এম এল-এ হতে পারব?

অধীর॥ এলেম থাকলে খুব পারবি। .. লোকে কচু গাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত হয়...তবে মরবার আগে এ কনস্টিটিউএন্সি আমি ছাড়ছি না। পার্টি ছাড়িয়ে দেবে? আমি পার্টি ছেড়ে দেব। ইলেকশনেই যদি না দাঁড়াতে পারলাম তো পার্টি কিসের! আমি তখন ইণ্ডিপেণ্ডেট দাঁড়াব।

বিশু॥ তাতে অনেক টাকা লাগে অধীরদা—

অধীর॥ লাগুক, কুছ পরোয়া নেই। ধেনো জমি বেচে দেব, বৌয়ের গয়না বেচে দেব, বাস্তু ভিটে বাঁধা দেব—আর তাছাড়া এতোদিনে যা কামিয়েছি . ইস্। চুপ করে যায়)

বিশু॥ একেবারে ভিটেমাটি চাটি করে দেবেন?

অধীর॥ একবার এম-এল-এ হলে আবার যে সব দুনো ফেরৎ আসবে। . এখন যা, আর বকাস না, একটু জরুরি কাজ রয়েছে হাতে। ... (ভবতারনের উদ্দেশ্যে) চলুন দেখি ডক্টর বোসকে পাই কিনা। ...

ভব॥ এইখানেই তো ছোকরা ডাক্তার আর দিদিমনিগুলো ঘুর ঘুর করে! এখন দেখছি ভোঁ ভাঁ! (বসে পড়ল)

অধীর॥ ওকি, বসে পড়লেন যে?

ভব॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখানেই থাকব, আপনি ভেতরে যান। ...

অধীর॥ আপনিও আসুন না ..

ভব। কি বলে—চ'টা অনেকক্ষন বেজে গেছে, এই বারান্দাটুকু পেরুলেই ওয়ার্ড আপনাকে কিছু বলতে সাহস করবে না, কিন্তু আমি গেলে—ঐ যে সামন্ত ডাক্তারটি আছেন না ওটি একটি—কি বলে—কেউটের ছা। ফোঁস করেই আছে। ...

অধীর॥ আমাদের দুটি ছেলে ইনজিওরর্ড হয়েছিল, আমাদের ন্যাটা ফণীর

কথাটা মনে আছে তো বিশু ? থানা পুলিশ হল, কিছুতেই এ্যাকসিডেন্ট বলে লিখল না, ওর রিপোর্টে-ই প্রমাণ হল মারামারি, দাঙ্গা। ইলেকশানটা মিটে যাক, তারপর দেখব।

ভব ॥ আপনি জিতবেন ..আমরা নির্ঘাৎ জেতাব আপনাকে। .. আমার পেশেন্টদের মধ্যে ইংবাজিতে—কি বলে যেন সেই সব করব। আমাদের, হাতুড়ে ডাক্তারদের জন্যে আপনি এত করছেন, আর আমরা কিছু করব না ? আমার স্লোগান হবে—ভোট দাও, ওষুধ খাও।

বিশু ॥ ভোটাররা শুধু ওষুধ খায় না, আজকাল তারা টাকাও খায়।

অধীর ॥ আমি আসছি। (প্রস্থান)

বিশু ॥ শালা মিথ্যেবাদী।

ভব ॥ আমাকে বলছেন ?

বিশু ॥ একের নম্বরেব ধাপ্পাবাজ।...

ভব ॥ ওঃ ? দে মশাইকে বলছেন ? এবার কিন্তু মন্ত্রী হয়ে যেতে পাবেন।...

বিশু ॥ ব্যাটা জল দিয়ে ভিজিয়ে নরম কবে নিয়েও একটা ইংরিজি চিঠি পড়তে পারে না, ও হবে মন্ত্রী !...ফিরে এলে আবাব আমাব নামে লাগাবেন না যেন ! লাগালে ঠিক জানতে পাবব, আব জানতে পাবলে—রাস্তায় ধরে ... (বিশুব প্রস্থান। ওয়ার্ড থেকে ডাঃ বসু ও অধীরের প্রবেশ।)

বসু ॥ তারপর ?...মিষ্টার দে কতক্ষণ এসেছেন ?

অধীব ॥ অনেকক্ষণ। ...আপনাব সঙ্গে দরকার আছে।

বসু ॥ ঘোষজীকে নিয়ে আমার কোয়ার্টাবে একবার পায়ের ধুলো দিলেন না, একটু মিষ্টিমুখ করলেন না মিসেস বোস ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন।...সাবাদিন ধরে নিজের হাতে সব করলেন। ..

অধীর ॥ সে জন্যে কী আছে ..আর একদিন হবে'খন। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না, ডক্টর বোস। ইলেকশন-মিটিং, ওদিকে ঘোষজীকে নিয়ে —

বসু ॥ চলুন আমার কোয়ার্টারে বসে একটু চা খাবেন—

অধীর ॥ সোজা পলাশপুর থেকে আসছি... এক্ষুণি আবার ফিরতে হবে।.... আপনাদের এস-ডি-এম-ও রয়েছেন সেখানে, এদিকে শুনুন—উনি এই চিঠি দিয়েছেন।...

বসু ॥ লোক মারফৎ পাঠাতে পারতেন...আপনার কষ্ট করে নিয়ে আসার কি দরকার ছিল ?

অধীর ॥ কারণ আছে।...মামুলি ব্যাপার হলেতো টেলিফোনে খবর দিলেই হত।

বসু ॥ (চিঠি পড়ে) সে কী!

অধীর ॥ গুরুত্বটা বুঝতে পারছেন! এখানকার ইলেকশনের ওপরও এর প্রভাব পড়তে পারে ...সেই কথাটাই আরো বেশি করে ভাবছি।...ব্যাপারটা খুব সিক্রেট, ঘোষজী আগে জানতে পারলে কিছুতেই এধরণের কেস্তার নিতে রাজী হতেন না। তাই—সবটা পড়ুন।

বসু ॥ ঠিক আছে, চিঠিটা আমার কাছে থাক।...কিছু ভাববেন না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ...আগে ষ্টোরকিপারকে একটা খবর দিই। একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুণি আসছি। (দ্রুত বাহিরে প্রস্থান)

ভব ॥ ব্যাপার কী দে মশাই? আপনাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে?

অধীর ॥ কারণ আছে। এই রাত্তিরেই আবার পলাশপুর যেতে হবে ...যা রাস্তাঘাট, ভাবলেই আতঙ্ক হয়। ..পলাশপুরের শেঠজী ভুজুংভাজুং দিয়ে ঘোষজীকে নিয়ে গেল, এখন গিয়ে পড়ে মহাবিপদ।...কাছাকাছি একটা ভাল ডাক্তার নেই, হাসপাতাল নেই।

ভব ॥ কেন, হেলথ সেন্টার আছে তো।...

অধীর ॥ কী যে আজেবাজে বকেন।...ভবানী ঘোষ হেলথ সেন্টারে ভর্তি হবেন!

ভব ॥ ঘোষজীর অসুখ! হঠাৎ?

অধীর ॥ ভাগ্যিস এস ডি এম ও সঙ্গে ছিলেন।.. হঠাৎ পেটের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে ওখানে পৌঁছোবার পরেই।

ভব ॥ অজীর্ণ পুরনো আম থাকলে ওরকম হয়।...খাওয়া-দাওয়ার কোন অনিয়ম—

অধীর ॥ থামুন, আর বিদ্যে জাহির করবেন না। .. খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হবে ভবানী ঘোষের? উনি কী খান জানেন? এই জন্যেই তো বলছিলাম ওটা আপনাদের আওতায় পড়ে না।

ভব ॥ এটা কি বলেন দে মশাই! পেটের যন্ত্রণা এমন কিছু, কী বলে—দুর্লভ ব্যায়রাম নয়, পাড়াগাঁয়ে আকছার হচ্ছে, এবং আমরাই তা সারাচ্ছি। আমাদের আওতায় পড়ে না বললে অন্যায় বলা হয়; অবশ্য পেটের যন্ত্রণার রকমফের আছে—আচ্ছা মোটাসোটা মানুষ, গাড়ির ঝাঁকুনিতে—এস ডি এম ও সাহেব কী লিখেছেন?

অধীর ॥ ইংরিজি অসুখ, আপনি বুঝবেন না। অনেকক্ষন তো হয়ে গেল!

ডক্টর বোস এখনো আসছেন না কেন? (আলো নিভে গেল। আলো জ্বললে দেখা গেল সামন্ত চিন্তিত, বাইরে থেকে এল ঘনশ্যাম, সেও খুব ব্যস্ত)

সামন্ত॥ খবর পেলে?

ঘন॥ বোস সাহেব কোয়ার্টারেও নেই। মিটিং থেকে যে ফিরেছেন, তাই জানেন নি বাড়ির লোক।

সামন্ত॥ কোথায় যেতে পারেন তাহলে! ঘণ্টাখানেক আগেও তো হাসপাতালে ছিলেন। আচ্ছা, তুমি যাও। (ঘনশ্যামের প্রস্থান। মন্দিরা প্রবেশ করল)

মন্দিরা॥ স্যার!

সামন্ত॥ কিছু খাওয়াতে পারলেন ছেলেটাকে?

মন্দিরা॥ কিছুই খেতে পারছে না…গলায় স্যালিভা জমে আছে…গিলতেও পারছে না, ওগরাতেও পারছে না।

সামন্ত॥ ওঁরা সব বললেন নিউমোনিয়া…কিন্তু তখনই সিমটম আর বিহেবিয়ার অবসাকিওর মনে হয়েছিল আমার। দেখছেন না টেমপারেচার নেই, অথচ ক্রমশ কি রকম নেতিয়ে পড়ছে। ডক্টর ভরদ্বাজ এসেছেন?

মন্দিরা॥ না তো।

সামন্ত॥ কারো সঙ্গে যে একটু কনসাল্ট করব সে উপায়ও নেই।

মন্দিরা॥ আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। …ওর মা রাত জেগে বারান্দায় বসে আছে…ভেতরে কেউ যাচ্ছে আসছে টের পেলেই কোলাপসিবল গেটের ফাঁক দিয়ে এমন করুণ ভাবে চেয়ে থাকে। …

সামন্ত॥ ঐ ন্থাকা মা-গুলোর জন্যে আমার কোন সহানুভূতি নেই …মনে আছে মিস সেন ছেলেটির মা বলেছিল, ওর মায়ের দয়া হয়েছিল? দিন সতের-আঠারো পরে সর্দিকাশি আর বমি। …সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। তখনই যদি হাসপাতালে আনত!

মন্দিরা॥ কিন্তু চিকেন পক্স তো সেরে গেছে অনেকদিন।

সামন্ত॥ কোয়াক ডাক্তারের হাতে ছেলে সঁপে দিয়ে এখন শুধু কাঁদছে, যেন কাঁদলেই ছেলে সারবে।

মন্দিরা॥ আপনি কি মনে করছেন, স্যার?

সামন্ত॥ ছেলেটির পোস্ট চিকেন পক্স বুলবার প্যারালিসিস হয়েছে, এনডোট্রাকিয়াল টিউব পাস করাতে হবে, তারপর ট্রাকিওস্টমি না করলে ও বাঁচবে না!

মন্দিরা॥ অপারেশন!

সামন্ত ॥ ইয়েস অপারেশন—অব ইমারজেন্সি বেসিস। পেশেন্টকে ও টি-তে ট্রান্সফার করুন। এ্যানেসথেসিষ্টকে কলবুক পাঠান, রিকুইজিশন দিয়ে ঘনশ্যামকে স্টোরে পাঠিয়ে দিন। .. ছেলেটির মা সারারাত হাসপাতালের বারান্দায় কোলাপসিবল গেটের ফাঁকে চোখ রেখে জেগে বসে থাকবে, জানতেও পারবে না, ওর ছেলের জন্যে আমরা এখানে কি করছি। ...কাল সকালে যখন শুনবে গভীর রাত্রে এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, ওর ছেলের জ্ঞান ফিরেছে, ভাল হয়ে যাবে, হেঁটে বাড়ি ফিরবে, বোধ হয় বিশ্বাসই করতে পারবে না। (কেবিনের দিকে দুজনেই চলে গেল। কিছুক্ষন মঞ্চ ফাঁকা। কলবুক হাতে ঘনশ্যাম যাচ্ছে, ইতিমধ্যে ঢুকলেন ষ্টোরকিপার)

ষ্টোর-কি ॥ এই যে ঘনশ্যাম, কোথায় চললে বাবা?

ঘন ॥ আপনার ঠেঙেই যাচ্ছিলাম, ভালই হয়েছে—আপনি এসে পড়িছেন। সামন্ত ডাক্তারবাবু—

ষ্টোর-কি ॥ জানি।

ঘন ॥ আপনি জানলেন কি ক'রি? আর কেউ এরই মধ্যে এষ্টোরে গিছল?

ষ্টোর-কি ॥ সবই জানি বাবা। সামন্ত ডাক্তারবাবু তখন আমাকে যাচ্ছেতাই করে বললেন, রাগ করিনি, মানুষটি সৎ; ওকে লুকিয়েই যে এসব কাণ্ড হল, তাও টের পেয়েছি। আগে ভাগে বলে যাই, আমার কোন দোষ নেই। ... ওরা জবরদস্তি সব নিয়ে গেল।

ঘন ॥ আপনার কোন কথা—বললি বিশ্বেস করবেন নি—আমি বুঝতে পাচ্ছি নি। বললেন বটে 'জানি', এখন দেখছি আপনি কিছুই জানেন নি, ষ্টোর কিপারবাবু।

ষ্টোর-কি ॥ আরো কিছু জানো নাকি তুমি? ...তখনই সন্দেহ হল, ব্যাপার খুব ঘোরালো। . তা এত রাত্তিরে আমার কাছে যাচ্ছিলে কেন বাবা?

ঘন ॥ কেবিনের পেশেণ্ট খাবি খাচ্ছে...সামন্ত ডাক্তারবাবু অপারেশন করবেন। . ওদিকে এখন—বললি বিশ্বাস করবেন নি—সব রেডি। আপনের কাছে যাচ্ছিলাম, গ্যাস সিলিণ্ডার লাগবে, স্যালাইন লাগবে, হ্যাজাক লাগবে, এই দেখুন রিকুইজিশিন স্লিপ্। কাণ্ডটা দেখিছেন, একা আমি কত কী করব পেশেণ্টও শোয়বার আর সময় পেলে নি! বললে বিশ্বেস করবেন নি -হরেকেষ্টা ব্যাটাও ঠিক আজই ডুব দিয়েছে।

ষ্টোর-কি ॥ সেই সঙ্গে আমিও ডুবেছি বাবা। রিটায়ার করতে আর কটা

বছর বাকি, এখন একটা কিছু গোলমাল হ'লে—তুমি ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দাও, বাবা ঘনশ্যাম।

ঘন॥ উরে ব্বাবা, এখন কাছে ঘেঁত্তি পাবব না, অমন যে মন্দিরা দিদিমণি—তিনিই ব'লে—বললে বিশ্বাস করবেন নি পোষা বেড়ালের মত পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করছে। এখন কিছু বলতি গেলি, বুঝতি পারছেন?

ষ্টো-কি॥ তাহলে কি হবে?

ঘনশ্যাম॥ কিসির কী হবে?

ষ্টো-কি॥ রিকুইজিশন তো লিখেছেন উনি, কিন্তু ওঁসব কোত্থেকে দেব! ষ্টোরে একে তো কিছুই থাকে না, তবু যা ছিল সব ঝেঁটিয়ে, বলতে গেলে, একটা গোটা ও-টি তুলে নিয়ে গেছেন বোস ডাক্তার! এ্যানেসাথেসিষ্টকেই বা পাবে কোথায়! তিনিও তো গেলেন। সঙ্গে সেই লোকটা—এম এল এ, আবার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে—কি চোপা! কত করে বললাম, গ্যাস কোম্পানীতে ধর্মঘট চলছে, মাত্র একটা সিলিণ্ডার আছে ষ্টকে, ওটা দিলে চলবে না, তা কে কার কথা শোনে!

ঘন॥ সর্বনাশের মাথায় বাড়ি! এখন কি হবে তাহ'লি?

ষ্টোর-কি॥ একটা রিকুইজিশন পর্যন্ত লিখে দিয়ে গেল না, আমার ষ্টক এখন মেলে কি করে! বলে, এস ডি এম ও-র চিঠি আছে, দেখালও একবার, কিন্তু যাবার সময় সেটাও নিয়ে গেল। ···আমি এখন খাতায় কি লিখি?

ঘন॥ দাড়ান, আমি গে বলি দেখি। মহা ঝামেলা হল দেখছি। (বলতে বলতে প্রস্থান। ব্যস্ত মন্দিরার প্রবেশ)

মন্দিরা॥ এই যে কানাইবাবু, ঘনশ্যাম গিয়েছিল আপনার কাছে? দেখা হয়নি?

ষ্টোর-কি॥ ও তো ও-টির দিকেই গেল।

মন্দিরা॥ সব দিয়েছেন?

ষ্টোর-কি॥ গ্যাস সিলিণ্ডার পাব কোথায়?

মন্দিরা॥ সে কি! নেই?

ষ্টোর কি॥ সেই কথাই তো বলতে এসেছি···যদি জানতাম কেবিনে এমন জরুরি কেস রয়েছে—একটি সিলিণ্ডার ছিল ষ্টকে, তাও বোস ডাক্তারবাবু নিয়ে গেলেন পলাশপুরে। (উত্তেজিত সামন্তর প্রবেশ)

সামন্ত॥ তা হলে আর কি! অপারেশন থিয়েটারের ঠাণ্ডা টেবিলের ওপর ছেলেটা শুয়ে থাকুক, ওষুধ নেই, ইনজেকশন নেই, গ্যাস নেই স্যালাইন

নেই, শুধু আমরা আছি। ···চলুন সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি ছেলেটা কেমন একটু একটু ক'রে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়!

ষ্টোর-কি ॥ পলাশপুরে ঘোষজীর নাকি অসুখ। ···

সামন্ত ॥ আমাকে যদি কেউ বলে একটা শিশু আর একটা বৃদ্ধ, একজনকে মেরে আর একজনকে বাঁচাতে হবে, আমি বৃদ্ধটিকে মরতে দেব। শিশুর সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ, অনন্ত সম্ভাবনা।

ষ্টোর-কি ॥ আমার কোন দোষ নেই স্যার, কয়েক বছর পরেই রিটায়ার করব··· কী থেকে আবার কি হয়।···

সামন্ত ॥ আপনার কোন ভয় নেই, আপনি বাড়ি যান।··· (ষ্টোরকিপার প্রস্থান করল) বসুন মিস সেন, বসে থাকা ছাড়া এখন আর আমাদের কোন ডিউটি নেই।··· (বাইরে দূরে ঘণ্টাধ্বনি ঢং ঢং) দুটো বাজল। পেশেণ্টরা সব ঘুমচ্ছে···কেবিনের ছেলেটার মাও কি ঘুমুচ্ছে, না তেমনি জেগে বসে আছে! জানেন মিস সেন, এসব হাসপাতালের জন্যে কোয়ালিফায়েড ডক্টরের কোন প্রয়োজন নেই। এ্যাপ্রণ পরিয়ে, গলায় একটা স্টেথো ঝুলিয়ে, অল্প মাইনের চৌকিদার—যেমন আমাদের ঘনশ্যাম, হরেকেষ্ট—এম'ন কয়েকজনকে রাখলেই হয়, ডাক্তার সেজে পেশেণ্টদের পাহারা দেবে।

মন্দিরা ॥ এ সব সাবডিভিশন হাসপাতালে আপনাকে তো আর বেশিদিন থাকতে হবে না! দেখতে দেখতে একদিন কলকাতার কোন বড় হাসপাতালে বদলি হয়ে যাবেন।

সামন্ত ॥ সে জন্যে যে একস্ট্রা কোয়ালিফিকেশনের দরকার হয় তা আমার নেই।··· আমি ডাক্তারি করতে চাই। হাসপাতাল ছোট হোক আর বড় হোক, পেশেণ্টের ব্যথা যন্ত্রণা সর্বত্রই এক। বড় হাসপাতালের ওপর আমার লোভ নেই।·· বড় হাসপাতাল মানেই আরো বড় অব্যবস্থা, আরো বেশি অবহেলা। দেশের নেতারাও তা জানেন, তাই নিজেরা ভরসা করে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন না -তাঁদের জন্যেই নার্সিংহোমগুলোর এত বাড়বাড়ন্ত!

মন্দিরা ॥ (বিষণ্ণ) আমার বাবা হাসপাতালে মারা গেছেন।··

সামন্ত ॥ মৃত্যু অনেক সময় ঠেকানো যায় না, হাসপাতাল শত চেষ্টা করলেও সব সময় তা পারে না।·· কিন্তু মৃত্যুর যন্ত্রণা আমরা তো খানিকটা কমাতে পা'র। (ঘনশ্যামের দ্রুত প্রবেশ)

ঘন ॥ স্যার, কেবিনের পেশেণ্ট অপারেশন থিয়েটারে জল—জল করছে।···

ওর বোধ হয় গলা শুকো গেছে—

মন্দিরা॥ ওর সেন্স ফিরে আসছে !···বোধহয় রিকভার করছে।...

সামন্ত॥ দাঁড়ান।··· ওকে দেখতে নিয়ে আসতে হবে···ঘনশ্যাম এসোতো আমার সঙ্গে ··· (সামন্ত ও ঘনশ্যামের প্রস্থান। বিপরীত দিক থেকে ডাঃ বসুর প্রবেশ।)

বসু॥ এই যে মিস সেন, কী ব্যাপার ! মুখ চোখ অমন শুকনো কেন ? এক টিপ ঘুমিয়ে নিতে পারেন নি বুঝি ?

মন্দিরা॥ আর ঘুমিয়েছি !···কেবিনের পেশেণ্টকে নিয়ে যা টানাপোড়েন যাচ্ছে—

বসু॥ সেই নিউমোনিয়ার কেসটা না? ছেলেটা তো প্রায় মরাই এসেছে হাসপাতালে, ও বাঁচবে না। ···

মন্দিরা॥ না-না, এখন বোধ হয় আবার ভালর দিকে যাচ্ছে, ডক্টর সামন্ত দেখতে গেছেন, যাবেন ?

বসু॥ অত এজিলিটি নেই আমার। ···সারাদিন যা ধকল গেল। সেই পলাশপুর থেকে আসছি। ...সারা রাত জাগা, এখন তো শেষ রাত্তির, আর কি ঘুম হবে ! ···এস ডি এম ও সাহেবের যা কাণ্ড, কি একটু ব্যথা হয়েছে পেটে, অমনি সন্দেহ করলেন এ্যাপেনডিসাইটিস। .. (সামন্তর প্রবেশ) এই যে ডক্টর সামন্ত, শুনেছেন বোধ হয় সব ? ...পলাশপুরে তো হৈ হৈ ব্যাপার. রিপোর্টার, প্রেস ফটোগ্রাফার, সব একেবারে তৈরী। ...খুব ভাল একটা পাবলিসিটি হয়ে গেল এই হেল্‌থ উইকে। কালকের কাগজ বেরুক, তখন দেখবেন। ...

সামন্ত॥ আপনার বাড়িতে সবাই চিন্তা করছেন। .

বসু॥ আরে শুনুন না, ঘোষজীর অসুখ, চিঠি নিয়ে এলেন অধীর দে, এখানকার এম-এল-এ, খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক, ট্রান্সফারটা করিয়ে দেবেন, কথা দিয়েছেন। তখন তাড়াতাড়িতে আপনাকে বলা হয়নি। ... এ্যাপেনডিসাইটিস মোটেই নয়, সিম্‌পল একটা পেইন। · তবে এস ডি এম ও-রও কোন দোষ নেই...বলা তো যায় না কিছু, ultimate responsibility তো ওঁরই। সেদিক থেকে ঠিকই করেছেন। চিঠি পেয়েই operation-এ লাগতে পারে, এমন সব stores নিয়ে আমি চলে গেলাম, ডক্টর ভাওয়ালও গিছলেন। সব ready, আমাদের এই উদ্বেগ, ক্যামেরা ম্যানরা শুধু ছবি তুলছে। এত বড় একটা মানুষ, এখানে এসে proper diagnosis and treatment এর

অভাবে কিছু একটা হলে—ভাবাই যায় না, তাহলে দিল্লী পর্যন্ত আমাদের explanation দিতে হত। ভগবান বাঁচিয়েছেন। (ঘনশ্যাম Bed head ticket সই করতে এল)

সামন্ত ॥ Just a minute !

বসু ॥ আমাদের prompt action দেখে ভবানী ঘোষ মশাই মনে মনে খুব খুশি হয়েছেন। বললেন, এসব কি ! Round the year ঘুরে বেড়াচ্ছি... কোথাও না কোথাও তো মরবই, বয়সও তো হল ! এযে দেখছি একটা Temporary operation theatre বানিয়ে ফেলেছেন।

সামন্ত ॥ মিস সেন, বারান্দার কোলাপসিবল গেটটা খুলে দিতে বলুন, রাত তো প্রায় শেষ হয়েই এল.. মা এসে ছেলেকে দেখে যাক্। ...

বসু ॥ কেমন আছে আপনার পেশেন্ট ? শুনলাম নাকি খুব জ্বালিয়েছে সারা রাত।

সামন্ত ॥ আর জ্বালাবে না...ছেলেটা একটু আগে মারা গেল ! [পর্দা]

[অভিনয় করতে হলে নাট্যকারের অনুমতি নেবেন। ঠিকানা : বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। বড়াল লেন। হুগলি।]

এক জনের গপ্পো / চন্দন পালোধি

[অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের পর্দা খুলিয়া যাইতে মঞ্চে এক ব্যক্তি দর্শকদের সামনে আসিয়া নিবেদন করেন—]

ব্যক্তি ॥ নমস্কার। (প্রযোজক সংস্থার নাম)... তরফ থেকে আপনাদের কাছে কিছু নিবেদন আছে। আপনাদের সামনে একটি নাটক অভিনয় করার দায়িত্ব আছে আমাদের। আমাদের নাটক "এ ক'জনের গপ্পো" আপনাদের দেখাবার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে কিছু আকস্মিক বিপদপাতে আমরা "এ ক'জনের গপ্পো" নাটকটি অভিনয় করতে পারছি না। কারণ—কারণটা যদি একান্তই শুনতে চান তবে শুনুন, আমাদের একজন অভিনেত্রীর মা মারা গিয়েছেন আজ সকালে। দু'জন

অভিনেতা কর্মক্ষেত্রে বদলী হয়ে বাইরে চলে গিয়েছেন গতকাল বিকেলে। আর—আর তিনজন অভিনেতা কারখানায় আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে। এমতাবস্থায় আমরা কি করে নাটকটা অভিনয় করি বলতে পারেন? অথচ, আমরা আপনাদের কাছে টিকিট বিক্রী করেছি, মঞ্চের ভাড়া দিয়েছি, আলো, মাইক ইত্যাদি খাতেও যথাযথ অর্থব্যয় করেছি। সুতরাং নাটক না করলেই নয়। অতএব আজ সন্ধ্যায় আমরা আপনাদের সামনে "এ ক'জনের গপ্পো" নাটকটি অভিনয় করতে না পারলেও একজনের গপ্পো বলব। একজন—মানে একটি লোক—তার নাম গোপাল কাহার। আমার সাথে গোপাল কাহারের দেখা হয়েছিল কয়েক মাস আগে। গোপাল কাহার গ্রামের লোক, ক্ষেতমজুর। অন্য সব ক্ষেতমজুরদের সাথে সে শহরে এসেছিল, মিছিল করে বিক্ষোভ জানাতে। কোন্ পার্টির হয়ে তা অবশ্য আমার মনে নেই। কারণ—আপনাদের অনেকের মত আমিও জানতাম যে রাজনৈতিক দলগুলো গ্রাম থেকে মিছিল করে যে সব গরীব, ক্ষুধার্ত মানুষদের শহরে নিয়ে আসে তারা কোন আদর্শের টানে আসে না, আসে কিছু পয়সা পাবার লোভে। কত পয়সা, তা নিয়ে অবশ্য মতান্তর আছে। কেউ বলেন মাথাপিছু তিন টাকা, আবার কেউ বলেন, অত নয় একটা করে টাকা আর এক বেলার খাবার। যাই হোক, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মোট কথা গোপাল কাহার এই রকম কোন মিছিলেই বোধহয় এসেছিল। পথের ক্লান্তিতে আমার দোকানে এসে একটু জল খেতে চেয়েছিল—হ্যাঁ, আমার একটা মিষ্টির দোকান আছে—আমি অবশ্য জল দিয়েছিলাম। জল দিতে গিয়ে দেখলাম গোপালের বাঁ হাতটা নেই। জিজ্ঞেস করতেই গোপাল কাহার সে কাহিনীটা বলল, সেটাই আজ আপনাদের শোনাব। গোপাল কাহার যে গ্রামে থাকে, তার নাম- নামটা- থাক্‌গে, এই বাংলাদেশেরই কোন একটা গ্রাম—সেই গ্রামের আশেপাশে দশখানা গ্রামের মধ্যে সব চাইতে খ্যাতিমান পুরুষটি হলেন শ্রীপ্রসন্ন হালদার মশায়, পরম বৈষ্ণব। ঐ যে এসে গেছেন হালদার মশায়। (*মঞ্চের আলোকিত অংশে দুইজনকে উপবিষ্ট দেখা যায়*) আজ্ঞে না, ঐ ওপরে যিনি বসেছেন তিনি হালদার মশায়ের গুরুদেব গোঁসাইজী আর পদতলে বসে আছেন হালদারমশায়। কি বলছেন ওরা? শুনবেন নাকি?

গোঁসাই॥ বুঝলে প্রসন্ন, বিষয় হ'ল বিষ। বিষ ছেড়ে রাখতে নেই। তাকে আত্মস্থ করো। কণ্ঠস্থ করো। তাকে ছেড়ে রাখলেই অনর্থ ঘটবে। বিষকে মন্থন করেই অমৃত পাওয়া যায়। তেমনি বিষয়কে সদাসদ্ বিবেচনায় ব্যবহার করেই বিষয়োত্তীর্ণ হওয়া যায়। অর্থাৎ কিনা প্রভুর শ্রীচরণে মুক্তি লাভ করা যায়।

প্রসন্ন॥ (দীর্ঘশ্বাস) আর বিষয় ··· !!!

ব্যক্তি॥ ওকি! হালদারমশায় অমন হা-হুতাশ করছেন কেন? গোঁসায়ের প্রতিটি আদেশই তো তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। সদাসদ্ বিবেচনায়ই বিষয়কে ব্যবহার করছেন তিনি। বংশানুক্রমিক দান-ধ্যান তো তাঁদের কম নয়! দাতব্য-চিকিৎসালয়ে যদিও প্রাচীন কবিরাজী মতেই ব্যবস্থাদি, কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলিকে দুচোক্ষে দেখতে পারেন না হালদারমশায়। বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে স্বগ্রাম এমনকি আশেপাশের নিঃস্ব দুঃখীদের বস্ত্রবিতরণ, মাসান্তে একবার বৈষ্ণবসেবা। আর আছেন গৃহদেবতা যুগলকিশোর। পাকা মন্দির, বাঁধানো ঘাট পুকুর, আম-জামের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত। সেবাইত, নিত্যভোগ, স্বর্ণালঙ্কার, ঠাকুরকে নিবেদিত দু'শ' বিঘা ধানী জমি। অনাথ এবং অনন্যোপায় আত্মীয়-স্বজনকেও তিনি তাঁর সংসারের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন। এ সমস্তই তো তাঁর বিষয়কে সদাসদ্ বিবেচনায় ব্যবহার করার প্রমান। তবে? তবে কিসের জন্য এমন ভেঙ্গে পড়ছেন প্রসন্ন হালদার মশায়?

গোঁসাই॥ তোমাকে বড়ই বিচলিত দেখছি প্রসন্ন?

প্রসন্ন॥ প্রভু, আপনি তো অন্তর্যামী। আমি যে কি কঠিন সমস্যায় পড়েছি, তাতো আপনার অজানা নয়। প্রভু, আমার মুক্তির উপায় করে দিন। (গোঁসাই-এর পায়ে মাথা কুটতে থাক। গোঁসাই ধ্যানস্থ হন।)

ব্যক্তি॥ ও! প্রসন্ন হালদারমশায় তবে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছেন? আহা! বড়ই সাত্বিক প্রকৃতির বৈষ্ণব আমাদের হালদারমশায়।

গোঁসাই॥ বল তো প্রসন্ন, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজটি কি? (প্রসন্ন খুবই বিব্রত হয়ে পড়ে)—পারলে না তো? স্বধর্মে স্থির থাকাটাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। এই দেখনা কেন, তুমি পরম বৈষ্ণব, তোমাকে স্বধর্ম চ্যুত করার জন্যে বিশ্বময় মানুষদের চেষ্টার অন্ত নেই।

প্রসন্ন॥ প্রভু, ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ আমার জমিজমা জবরদখলের ষড়যন্ত্র করছে।

গোঁসাই॥ (বিজ্ঞ হাসি) এ শুধু তোমার একার সমস্যা নয় প্রসন্ন। এই

একটা দূষিত হাওয়া বইছে সর্বত্র—রাধামাধব—রাধামাধব (ধ্যানস্থ হন)

প্রসন্ন ॥ (ব্যাকুল) গুরুদেব, এক্ষেত্রে আমি কি করব? এই হিংসায় পাগল ছোটলোক চাষাদের হাত থেকে বিষয়রক্ষার কোন পথই তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমায় নির্দেশ দিন প্রভু।

গোঁসাই ॥ প্রসন্ন।

প্রসন্ন ॥ বলুন গুরুদেব।

গোঁসাই ॥ ধর, তোমার এক ছটাকও বিষয় নেই।

প্রসন্ন ॥ গুরুদেব!

গোঁসাই ॥ (চক্ষু মেলিয়া স্মিত হাসেন) আমি তোমাকে শুধু ধরতে বলেছি, প্রসন্ন। ধর, তোমার যদি এক ছটাকও বিষয় না থাকে, তা হলে?

প্রসন্ন ॥ আজ্ঞে—তাহলে - তাহলে—প্রভু, আমি পাপী-তাপী লোক—আমাকে ছলনা করবেন না—আমি আমি -

গোঁসাই ॥ (স্মিত হাস্যে হাত তুলিয়া প্রসন্নকে আশ্বস্ত করেন) প্রসন্ন, তুমি বিষয়হীন হলে, এই দেবসেবা, নিঃস্ব দুঃখীদের দানধ্যান, দাতব্যচিকিৎসালয়, বৈষ্ণব সেবা ইত্যাদি তুমি কি চালিয়ে যেতে পারবে?

প্রসন্ন ॥ আজ্ঞে, তা আর কি করে পারব।

গোঁসাই ॥ তাহলে, তোমার ধার্মিকতার মাধ্যমই হল বিষয়। ঠিক কিনা?

প্রসন্ন ॥ আজ্ঞে, সে তো বটেই।

গোঁসাই ॥ তাহলে, এ ক্ষেত্রে তোমার ধর্ম রক্ষা আর বিষয় রক্ষা একাকার হয়ে গেল সুতরাং বিষয় রক্ষার জন্যে যে কোন উপায় তুমি অবলম্বন করতে পার। তাতে তোমার ধর্মহানি হবেনা।

প্রসন্ন ॥ প্রভু! প্রভু!! (ভক্তি বিহ্বল অবস্থায় সটান পদতলে নিক্ষিপ্ত হয়)

গোঁসাই ॥ রাধামাধব, রাধামাধব! ওঠ প্রসন্ন। আমাকে একটু প্রভুর মন্দিরে যেতে হবে, সন্ধ্যা হয়েছে। তুমিও কাছারীতে যাও। (গোঁসাই ও প্রসন্ন ধীরে ধীরে প্রস্থান করে)

ব্যক্তি ॥ ধন্য, ধন্য প্রসন্ন হালদার মশায়! সাত্তাকারের সাধক আপনি, নইলে এমন গুরুর সাক্ষাৎ পেয়েছেন! কথায় বলে গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য না মিলে এক। প্রসন্ন হালদার মশায় কাছারীতে এসে গিয়েছেন। (মঞ্চের অপর অংশ আলোকিত হয়। কয়েকজন সভাসদ লইয়া প্রসন্ন উপবিষ্ট। হাতে হরিনামের ঝুলি)

প্রসন্ন ॥ মনে বড়ই অশান্তি, বুঝলে বামাচরণ।

বামা ॥ আজ্ঞে তাতো বটেই।

প্রসন্ন ॥ মানুষের মধ্যে লোভ ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর প্রভাব বড় বেশী করে দেখা যাচ্ছে। পূর্ব জন্মের কর্মফল যে মানুষকে এই জন্মে ভোগ করতে হবে, এ কথাটা আর বিশ্বাস করছে না লোকে। কি অধর্ম! কি অধর্ম! ন্যায়-অন্যায় ভুলে অন্যের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়াচ্ছে!

বামা ॥ আজ্ঞে তাতো বটেই।

প্রসন্ন ॥ কপাল বলে একটা কথা আছে। আছে কি না?

বামা ॥ আজ্ঞে তাতো বটেই।

প্রসন্ন ॥ দেখ, এই কপালের কথায় একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় ঠাকুর্দার হাত ধরে বেড়াতে যেতাম। বেড়াতে বেড়াতে ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করতেন, 'দাদুভাই, কদ্দুর অবধি দেখতে পাচ্ছিস বল দিকি?' আমি বলতাম, "ওই আকাশটা যদ্দুর অবধি গিয়ে মাটিতে মিশে গেছে, সেই অবধি"। ঠাকুর্দা বলতেন, "দাদুভাই, যা দেখতে পাচ্ছিস, আর যা পাচ্ছিস না, সবই তোদের জন্যে রেখে যাচ্ছি"। বুঝলে বামাচরণ, সেই যে বিষয় সে তো এই কপালে লেখা ছিল বলেই, নাকি?

বামা ॥ আজ্ঞে তাতো বটেই।

প্রসন্ন ॥ তার পর থেকেই কপাল খারাপ হতে শুরু করল। বাবা আর কাকা। বিষয় দুভাগ হল। তারপর আমরা চার ভাই। বিষয়ও চার ভাগ হল। অর্থাৎ এই ভাবে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল সেই অখণ্ড বিষয়। আবার আমার কপালের জোরে যা কিছু করে তুললাম তা ওই ঠাকুরের বিষয়টুকু দিয়ে···

বামা ॥ এগার শো বিঘে ধানী, ১৩ টা বাগান, কুড়িটা পুকুর আর তিনটে ঝিল-বিল —আর —

প্রসন্ন ॥ আহা, বামাচরণ। সে যাই বল, এই খণ্ডিত বিষয় সেই অখণ্ডের তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর বল তো।

বামা ॥ আজ্ঞে তাতো বটেই।

প্রসন্ন ॥ গোঁসাই বলতেন, "মানুষ তার অখণ্ড সত্তাকে প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড করে চলেছে। লোভে, ক্রোধে, কামে প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড হচ্ছে মানুষ"। বলতেন, "প্রসন্ন, খণ্ড থেকে অখণ্ডের দিকে যাত্রা করতে শেখ, তবেই সার্থকতা"।

রামা ॥ আহা, বাণী তো নয় যেন অমৃত!

প্রসন্ন ॥ আমিও প্রভুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু দেখ, রামাচরণ, সেখানেই যত ঝামেলা, যত বিপত্তি!

রামা ॥ আজ্ঞে তাতো বটেই।

প্রসন্ন ॥ হ্যাঁ, সেই কপালের কথায় আবার আসছি। কপালের লিখন পাল্টানো কি মানুষের সাধ্যি? নাকি দল বেঁধে অন্যের সম্পত্তি জবরদখল করলেই রাতারাতি কপাল পাল্টে যায়? (মঞ্চের এক পার্শ্বে প্রসেনিয়ামের ধারে চীৎকার শোনা যায়)

নবীন ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। ই ভাবেই কপাল পাল্‌টাতি হবেক। একজনা মেইরে মেইরে কপাল ভাঙবেক, আর তুমি বুইলবে কপালিব দোষ শুধাবে কে?

ব্যক্তি ॥ সনাতন দাস আর তার ছেলে নবীন দাস।

সনা ॥ ই সব কথা কুথাকে শিখিছিস? ইতো সুন্দরবাবুর ছুট ছেইলোটা বলে। ই সব কথা ঠিক লয় লবীন।

নবীন ॥ আলবাৎ ঠিক। ইভাবেই মোবা কপাল পালটে ফেলব।

সনা ॥ গায়ের জোরে জমিন দখল করবি? খুন খারাপী কববি?

নবীন ॥ হ্যাঁ কবব। উয়ারা গায়ের জোর দেখায় না? খুন-খারাপী করে না?

সনা ॥ ই বেআইনী হবেক, লবীন ই বেআইনী হবেক।

নবীন ॥ হোকগে যা ই আইনটা মোবা মানবো নাই। মোবা লতুন আইন বানাবো।

সনা ॥ চাষার বিটা চাষা, হদ্দ মুখ্যু। তু বানাবি আইন। ভারী আইন-বানানেওয়ালা হইছিস তু। আইন বানাবে! আইনটা ছেলের হাতের মোয়া বটে?

নবীন ॥ চেঁচাও কেনে? যি আইনটো রয়িছে সিটা গাঁয়েব এতগুলান মানুষের মধ্যি কেবল ঐ হালদারমশায় কাজে লাগছে। ইব জন্যি আইনটা মোরা মানব নাই। মোরা এমুন একটা আইন বানাবো যিটা গাঁশুদ্ধু লোকের কাজে লাগবে। একটা বলদ কেনার টাকা ধার দিয়ি তোমার পাঁচ বিঘে জমিন হালদারমশা নিতি পাবে যি আইনে, সি আইনটো মোরা গুঁড়িয়ে দুব।

সনা ॥ পাঁচ বিঘে জমিন—সি তো গুষ্টির পেট ভরাতে—রাক্কুসে গুষ্টি— (কাঁদিয়া ফেলে)

ব্যক্তি ॥ এই রকমই হয়। সনাতনের পাঁচ বিঘে জমি—ওর শেষ সম্বল—

হাতছাড়া হয়েছে এগার বছর আগে। আজো সনাতন জমিটার দুঃখ ভুলতে পারেনি। জমিটার কথা উঠলেই সনাতন কেঁদে ফেলে। তখন ওর সাথে আর কো'ন কথাই চলে না। নবীন তাই সরে পড়ল। (নবীনের প্রস্থান। সনাতন ধীরে ধীরে কাছারীর দিকে যায়)

প্রসন্ন॥ তবেই দেখ বামাচরণ, সনাতন দাসের ছেলেটা— ওই নবীন না কি নাম—সেও ঐ ভাবে কপাল ফেরাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে—এটা কি চিন্তার কথা নয় ?

বামা॥ বলেন কি আজ্ঞে, নবীন ? এ্যাঁ, যে কিনা আতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আপনার বাড়ীতে এই যোয়ানটি হোল ! সে এই কর্মে যোগ দিয়েছে ? রাম-রাম-রাম—ঘোর কলি—

প্রসন্ন॥ তবেই অনুমান কর বামাচরণ, আমি কি রকম অশান্তিতে আছি। আমি অবশ্য সনাতনকে ডেকে পাঠিয়েছি। (সনাতন প্রবেশ করে কাছারীর অংশে)

সনা॥ আমায় ডেকেছেন আজ্ঞে ?

প্রসন্ন॥ কি সব শুনছি সনাতন ?

সনা॥ আজ্ঞে ?

প্রসন্ন॥ তুমি কিছু জান না ?

সনা॥ আজ্ঞে, না।

প্রসন্ন॥ ছেলের মতিগতির খবর রাখো কিছু ?

সনা॥ আজ্ঞে, তেমন কিছু তো নজরে পড়ে নাই।

প্রসন্ন॥ তোমার নজর এখন আর ঠিক নেই সনাতন।

সনা॥ তা হবে, আজ্ঞে। বয়েস হয়িছে। ছানি পড়িছে চোকে। আগের মতুন আর ঠাহর কত্তি পারিনে। নজরের বেশ গোলমাল হয়িছে বটে।

প্রসন্ন॥ আমি সে নজরের কথা বলিনি সনাতন। ছেলে আজকাল কি করে তার হদিশ রাখো ?

সনা॥ আজ্ঞে যোয়ান সোমত্ত ছেলে, বাইরে কি করে তার খপর আমি বুড়ো মানুষ কি করি রাখবো বলেন ? তবে, আপনাদের চরণসেবার ফলে ছেলে আমার ঘরে অবাধ্যি লয়।

প্রসন্ন॥ সনাতন।

সনা॥ বলুন, আজ্ঞে।

প্রসন্ন ॥ আমরা যে বৈষ্ণব, সেটা তুমি ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই।

সনা ॥ আজ্ঞে, সেটা কি আমি ভুলতি পারি ?

প্রসন্ন ॥ ক্ষমাই তো বৈষ্ণবের ধর্ম সনাতন? (সনাতন নীরব) কই, জবাব দাও, ক্ষমাই তো বৈষ্ণবের ধর্ম নাকি? (সনাতন নীরব) আমার বাবা তোমাকে ক্ষমা করে অন্যায় করেছিলেন, না? আমার বাবা আদালতে ডিক্রী জারি করলে তোমার অতবড় দেনা শুধু পাঁচ বিঘে জমিতে শোধ হত না। ভিটেমাটিতেও টান পড়ত। তিনি তোমার ভিটেমাটি ছেড়ে দিয়ে বৈষ্ণবের মত কাজ করেন নি, না? কই, জবাব দাও।

সনা ॥ দক্ষিণের বিলির ধারে পাঁচ বিঘে জমিন্—বিলির জলে সোনা ফলতো জমিনটায়। মাত্তর একটা বলদ কেনার টাকার জন্যি— (হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে)

প্রসন্ন ॥ (চীৎকার) ছেলেকে সমঝে দিও সনাতন। এক দল ছোটলোককে ফুঁসলিয়ে নিয়ে আমার জমির ত্রিসীমানায় যেন না ঘেসে। ফল খুব খারাপ হবে। বৈষ্ণব বলে ডাকাতকে ক্ষমা করব না, বলে দিলাম।

সনা ॥ আজ্ঞে, হুব, ছেলেকে আমি সমঝে হুব মাত্তর একটা বলদ কেনার টাকার জন্যি ·· (বিড় বিড় করতে করিতে বাহির হইয়া যায়)

প্রসন্ন ॥ আস্পর্দ্ধা একবার দেখ বামাচরণ। এই সনাতন, সোজা দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেনি কোন দিন। একটা কথা বলতে পাঁচবার থেমেছে। আজ তারও রিপুর প্রভাবে কতদূর অধঃপতন। অসহ্য, বামাচরণ অসহ্য !

বামা ॥ আজ্ঞে তাতো বটেই।

প্রসন্ন ॥ তাহলেই দেখ, বামাচরণ, কি রকম অশান্তিতে আমি আছি।

বামা ॥ আজ্ঞে তাতো বটেই।

প্রসন্ন ॥ হ্যাঁ, শোন বামাচরণ।

বামা ॥ আজ্ঞে, বলুন।

প্রসন্ন ॥ কাল সকালে তো হেতমপুরের দক্ষিণের নাবাল জমিটার চাষ শুরু করতে হবে। তা সেখানে তো আবার গত সনে জনা কয়েক চাষ করেছিল, সে বেটাদের উচ্ছেদ করতে হবে।

বামা ॥ সে সব আমি ঠিক করে রেখেছি আজ্ঞে। মধুকে বলে দিয়েছি, জনা-কতক নিয়ে যাবে আর আমি তো যাচ্ছিই।

প্রসন্ন ॥ বেশ, বেশ যা প্রয়োজন সবই করবে।

বামা॥ আজ্ঞে তাতো বটেই।

প্রসন্ন॥ ভাল কথা, শোন বামাচরণ, আজ রাত্তিরে ঐ এম-এল-এ বাবুটি—কি যেন নাম?

বামা॥ আজ্ঞে, জগতবাবু।

প্রসন্ন॥ হাঁা, ঐ জগতবাবু আর থানার বড়বাবুকে আসতে বলেছি। কিছু পরামর্শ আছে। তা তুমি তোমার বাড়ীতেই এঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা করে রেখ—

বামা॥ আজ্ঞে, আমার বাড়ীতে –

প্রসন্ন॥ আহা, এরা যা খাবেন সে তো আমার বড়ীতে হতে পারেনা। জীব-হত্যে তো আমার বাড়ীতে—রাধামাধব-রাধামাধব—বুঝলে তো?

বামা॥ আজ্ঞে—

প্রসন্ন॥ যাবার সময় টাকা পয়সা নিয়ে যেও। আমি একটু বিগ্রহদর্শন করে আসি। (দুই জনেই প্রস্থান করেন। গুরুগর্জনে ঝাঁকিয়ে বৃষ্টি আসে)

[থানা। বড়বাবু অর্থাৎ ও-সি একজন হাফপ্যান্ট পরা কনষ্টেবলকে খুব উত্তেজিত ভাবে ধমকাইতেছে]

ও-সি॥ বুড়ো ভাম—চাকরী হয়েছে ক'বছর? এঁ্যা ক'বছর চাকরী হয়েছে?

কনঃ॥ বাইশ বছর।

ওসি॥ বাইশ বছর। ব্যাটা বাইশ বছর চাকরী করেছ। কত জনকে হাজতে ঢুকিয়ে পয়সা খেয়েছ। আর বান্‌চোৎ এখন নিজেই যে হাজতে পচবে! কি করে নিল? এঁ্যা—বলতে পারছ না কেন?

কনঃ॥ আইগ্যা—

ওসি॥ চোপ্‌ শালা—তোমার জন্যে আমার সার্ভিস-রেকর্ড পর্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। শালা ভোদাই—বুদ্ধু কোথাকার—

কনঃ: হুদাহুদি গাইল পাড়তাছেন ক্যান—আমি—

ওসি॥ না—গাল দেবে না। তোমাকে জামাই আদরে বাতাস করবে। বলি বাড়ীর বৌকে রাখতে পেরেছ? নাকি তাও কেউ নিয়ে গেছে? হাঁাঃ—

কনঃ॥ আপ্‌নে খামাকা খারাপ কথা কইতাছেন—

ওসি॥ খামোকা? এঁ্যা, খামোকা? ইয়ের ভাই বলে কি?

কনঃ॥ আবারও গাইল পাড়েন?

ওসি॥ চোপ্‌। বল্‌ তবে, বল তোর রাইফেলটা কি করে নিল? আমার

শশুরবাড়ীর কুটুম এয়েছেন। হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে গেল—এখন ওকে আদর করতে হবে। নিজের যা ঘটাবার তো ঘটিয়েছ। এখন আমার চাকরীর পর্য্যন্ত ইয়ে মেরে দিয়েছ। কি করছিলে? ঘুমুচ্ছিলে? গাঁইয়া ভূত--ইনকম্পিটেন্ট —বাষ্টার্ড—

কনঃ॥ ত্যাখেন ভাল অইব না কইলাম। হুদাহুদি গাইল—

ও সি॥ চোপ—চোপ শালা—রাইফেল নিল কি করে? বল কি করে রাইফেলটা নিয়ে গেল?

কনঃ॥ (চীৎকার করিয়া) চুপ মারেন দেহি। দেওনে মইধ্যে দিছেন তো একখান হাফপ্যাণ্ট। তার ঘেরখান এতবড—ফতব্ ফতব্ করে। ভিতরে হাত ঢুকাইয়া যতই কসে—ক্রেমেই আমার মুষ্টি শিথিল অয়। আমি কি করুম? এঁ্যাঃ? আমি কি করুম? (ও সি. হতবাক। আশেপাশের কয়েকজন ফিক ফিক করিয়া হাসিতে থাকে। ও. সি. এক হুঙ্কার দিয়া তাহাদের থামায়।)

ও সি.॥ হাসছ কেন? (টেলিফোন তোলে)—স্যার, আমি বংশীদারোগা কথা বলছি। আমার একজন কনষ্টেবলের রাইফেল ছিনতাই হয়েছে। (সাথে সাথে অপরপক্ষের চীৎকারে কান হইতে রিসিভারটা সরাইয়া রাখে) —কি বলছিলেন স্যার?—না স্যার শুনতে পাইনি —না, আপনি চীৎকার করছিলেন সেই জন্যে ফোনটা সরিয়ে রেখেছিলাম—বলুন স্যার—কি করে? —সোজা ব্যাপার স্যার, প্যাণ্টে হাত ঢুকিয়ে—আজ্ঞে না, প্যাণ্টের ভিতর রাইফেল কি করে থাকবে? আজ্ঞে নিজের প্যাণ্টের ভিতরে হাত দিয়ে দেখুন বুঝতে পারবেন—(ফোন সরাইয়া নেয় একটু পরে) হ্যালো, স্যার বলুন—আজ্ঞে না, শুনিনি—ঐ একই ব্যাপার স্যার—বদলী? না স্যার, আপনি আমাকে বদলী করবেন না, সে আমি জানি—হাঃ হাঃ—মধু সাহার মদের ভাঁটির কমিশনটা ... না-না—নেশা করিনি। রাতের বেলা নেমন্তন্ন ছিল প্রসন্ন হালদারের বাড়ী। আমার আর জগতবাবুর সেখান থেকে নেশা যা হয়েছিল, থানায় এসেই চটে গেছে —জগতবাবুকে থানায় আটকে রেখেছি—না, না, এ্যারেষ্ট নয়—বাড়ীতে কি করে থাকবেন—আমার কাছে প্রটেকশন দেবার মত ফোর্স নেই—মোটে পাঁচজন—কুম্বিং করব?—ঠিক আছে—ফোর্স কখন আসবে?—দুপুর নাগাদ? ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঐ হাফপ্যাণ্ট পরা মালদের এখান থেকে সরিয়ে নিন স্যার। (হঠাৎ

নিজের হাফপ্যান্টের দিকে নজর পড়ায়, জিভ কাটে) —আমি? আজই পাল্টে ফেলব স্যার। ঠিক আছে। (কোন রাগে) কালকে দুপুরে ফোর্স আসছে। সন্ধ্যেবেলা কুম্বিং হবে।

২য় কনঃ॥ কুমির করবেন?

ওসি॥ (স্থির দৃষ্টিতে তাকায়) কুম্বিং অপারেশন। (১ম কনষ্টবলকে) কাল সকালে সদরে গিয়ে রিপোর্ট করবে। জগতবাবু, আপনাকে থানায় আর থাকতে হবে না। বড় সাহেব বলে দিয়েছেন—

জগত॥ (আতঙ্কে) এ্যাঁ, তবে আমি কোথায় যাবো?

ওসি॥ ঘাবড়াচ্ছেন কেন? কাল রাত থেকে আপনার বাড়ীতেই ফোর্স থাকবে। এঃ, মেজাজটাই দিলে মাটি করে। আপনার কাছে কিছু আছে নাকি?

জগত॥ হ্যাঁ—তা—একটা তো ছিল আমার ব্যাগের মধ্যে।

ওসি॥ নিয়ে আসুন। (জগত ইতঃস্তত করে) ও—আচ্ছা, বারান্দাটাও পেরোতে ভয়! (২য় কে) এই তুমি যাও তো জগতবাবুর সঙ্গে। (২য় কনষ্টেবল ও জগতবাবুর প্রস্থান। ১ম কনষ্টেবলকে) তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দুটো গেলাস নিয়ে এস। (১ম কনষ্টেবল প্রস্থান করে) মধু সাহাকে আর একটা পেটি পাঠিয়ে দেবার জন্যে বলতে হবে। বানচোৎ আজকাল বড় বাজে মাল দিচ্ছে। (একটা খাতা খুলিয়া কিছু দেখিতে থাকে)

ব্যক্তি॥ আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন? ভাবছেন, এ কি ধান ভানতে শিবের গীত? একটু ধৈর্য্য ধরুন, গোপাল কাহারের দেখা পাবেন। কি জানেন, গোপাল কাহারের নিজের গল্পটা খুবই ছোট, সাধারণ। যেমন মানুষটা নিজেও ছোট, সাধারণ—এক কথায় বোকা। তবে ওর গল্পের পটভূমিটা মস্ত বড় আর সেটাই আসল। ওকি, থানায় আবার কাকে ধরে নিয়ে এল? এ যে মাষ্টার মশাই! (সাব-ইন্সপেক্টর মল্লিক, মাষ্টার মশাইকে লইয়া প্রবেশ করে। মাষ্টার মশায়ের কোমরে এবং হাতে দড়ি বাঁধা এবং দড়ির প্রান্ত ভাগ তৃতীয় কনষ্টেবলের হাতে। ওসি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে)

মল্লিক॥ স্যার, আপনার আসামী।

ওসি॥ ছি-ছি—ওকি করেছ মল্লিক! এ ভাবে একজন শিক্ষিত ইংরাজী জানা মানুষকে বেঁধে আনতে হয়? তাও যে সে লোক নয়, খোদ মাষ্টার মশাই। খুলে দাও, খুলে দাও।

মাষ্টার॥ আমাকে এ ভাবে নিয়ে আসার কারণ?

ওসি॥ কারণ? ও, কারণ। বলছি, বলছি। কিন্তু এ ভাবে নিয়ে আসাটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। (উঠিয়া দড়ি খুলিবার চেষ্টা করে) নাঃ—এমন বাঁধন যে খোলাই যাচ্ছে না। সরি মাষ্টারমশাই, আপনার বাঁধন এমনই শক্ত যে খোলা আমার সাধ্য নয়। (বসিয়া পড়ে)

মাষ্টার॥ আমাকে এভাবে নিয়ে আসার কারণ কি?

মল্লিক॥ আস্তে কথা বলুন।

মাষ্টার॥ কেন? আপনার ভয়ে?

ও সি॥ মাষ্টারমশাই, এটা আপনার স্কুলবাড়ী নয় আর মল্লিক আপনার ছাত্রও নয়।

মাষ্টার॥ সেটা আমার জানা আছে। আমাকে এখানে কেন এনেছেন, সেটাই বলুন।

ও সি॥ কেন, আপনাকে বলিনি? মল্লিক? ও, আচ্ছা। সেদিন আপনার স্কুলে একটা খুনী আসামীকে শেলটার দিয়ে আপনি গণতন্ত্রকে বিপন্ন করেছেন।

মাষ্টার॥ আমি কোন খুনী আসামীকে চিনি না। একই কথা বার বার বলছেন আপনারা।

ও সি॥ ঠিক। একই কথা বার বার বলতে বাধ্য করেছেন আপনি। সেদিন যখন আমি স্কুলে যাই খুনীটাকে ধরবার জন্যে, আপনি বাধা দিয়েছেন। কি যেন একটা—ও, হ্যাঁ—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশকে প্রবেশ করতে দেবেন না। বলেছিলেন কি না?

মাষ্টার॥ সেই একই কথা আমি এখনও বলব আমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশ এবং খুনী কাউকেই ঢুকতে দেব না।

ও সি॥ বেশ বলুন। এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে। সেটা হল, সেই খুনীটাকে আপনি কোথায় সরিয়েছেন। এটা আমাকে বলে দিন। তারপর আপনার ছুটি।

মাষ্টার॥ আমি কোন খুনীকে চিনি না। অতএব আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

ও সি॥ ও, আচ্ছা! (মল্লিকের দিকে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে তাকায়। মল্লিক ও তৃতীয় কনষ্টেবল মাষ্টারমশায়কে লইয়া প্রস্থান করে) সেদিন অতগুলো লোকের সামনে আমাকে খুব নাকাল করেছ। আজ মজাটা বোঝ। জগতবাবু কি করছেন? একেবারে চোলাই করে আনবেন নাকি? এই

কোন হ্যায়—জগতবাবুকো দেখো—(জগতের প্রবেশ সাথে ১ম কনষ্টেবল দুটি গ্লাস হাতে)

জগত॥ দেখতে হবেনা। এসে গেছি।

ও সি॥ বাঁচিয়েছেন। আপনারা হলেন সরকারী সম্পত্তি। পাহারা দিয়ে রাখতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। (বোতল খুলিয়া গ্লাসে ঢালে। জগতকে দেয়।) নিন। (চুমুক দেয়) আঃ! (১ম কনষ্টেবলকে)—এখানে হাঁ করে দেখছ কি? বাইরে গিয়ে বস। (১ম কনষ্টেবল প্রস্থান করে)

জগত॥ নবীন দাস ছোঁড়াটা খুব বেড়েছে বুঝলেন বংশীবাবু। ওকে একটু সায়েস্তা করতে হবে।

ও সি॥ হবে, হবে। কাল ফোর্স´টা এসে যাক। তারপর দেখবেন। (মদ্যপান) হ্যাঁ, আপনার প্রতিবোধ বাহিনীর কি হল?

জগত॥ কি করে আর হবে? বেরুতেই পারছি না।

ও সি॥ আচ্ছা এম, এল, এ, হয়েছেন আপনি। নিজের এলাকায় একা বেরুতে পারেন না!

জগত॥ আপনিও ঐ কথা বলছেন?

ও সি॥ বলব না কেন? বাইরে অবশ্য বলি না। কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়। অবশ্য অন্য কেউ বললে মেরে হাড গুঁড়িয়ে দেওয়ার অর্ডার আছে। কিন্তু আপনাদেরও বলিহারী যাই মশায়। কি অবস্থা করেছেন এলাকাটার? ভাবুন দিকি, আমি এই থানায় আছি আজ আট বছর। কামিয়ে-জুমিয়ে বেশ ছিলাম। চুরিচামারি দু একটা হত, বাস। আর এখন, মারদাঙ্গা, লুটপাট, কি না হচ্ছে? আর এর পেছনে আপনারাও যে কাঠি নাড়েন সেটা কি আমার অজানা? এ্যাঃ, ঘেন্না ধরিয়ে দিলে! (মদ্যপান)

জগত॥ আপনার মুখে এসব কথা! ঠিক নয় বংশীবাবু, ঠিক নয়। নিজেকে শুধরে নিন।

ও সি॥ (নেশা ধরিয়েছে) কেন হে মাল? আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? বংশী-দারোগাকে ভয় দেখাবেন না। বুঝলেন? এই রাতের বেলা বাইরে বার করে দেব, পরণের কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে।

জগত॥ আপনার কথাটা একবার ওপর মহলে বলে দিলে—

ওসি॥ (হুঙ্কার) যান্ না—এক্ষুনি গিয়ে বলুন। যান্ বেরোন দিকি—দেখি মুরোদটা কতখানি। হ্যাঃ—ওপর মহলে গিয়ে লাগাবে। (মদ্যপান করে)

জগত ॥ (নীরবে মদ্যপান) বুঝেছি। আপনার নেশা হয়েছে।

ওসি ॥ নেশা হয়েছে! কি একেবারে খাইয়েছেন যে বলছেন নেশা হয়েছে?
ও বেড়ালের পেচ্ছাপ খেয়ে বংশী দারোগার নেশা হয়না— (টেলিফোন বাজে। বংশী ধরে) কোন বে? (বলিয়াই বুঝিতে পারে অপর প্রান্তে বড় সাহেব। বংশী টেলিফোনটা টেবিলে রাখে এবং একটু পরে তোলে) হ্যালো স্যার, বংশী দারোগা বলছি—কেন? শিউচরণ ধরেছিল—হঁ্যা, একটা আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম—হঁ্যা, আছেন— (জগতকে) নিন, আপনার ফোন। (জগত টেলিফোন নেয়)

জগত ॥ হ্যালো—হঁ্যা, বলছি। —বলুন। (কিছুক্ষন শোনে) —আমার পার্টিতে ও রকম কোন লোক নেই। না—না—গুণ্ডাদের নিয়ে আমি পার্টি করিনা। —হঁ্যা, প্রসন্নবাবুর হয়তো কিছু বে-আইনী জমি আছে। সেটা আইনী মতেই আমরা বিলি করতে পারব। না-না—কোন হাঙ্গামার সম্ভাবনা আমার এলাকায় নেই। —খুন জখম- এঁ্যা—এটা অবশ্য এই প্রথম ঘটল—কিন্তু এগুলো হচ্ছে আইনশৃঙ্খলার ব্যাপার,. আপনারা দেখবেন। —বলেছি তো আমার পার্টিতে শান্তিপ্রিয় লোকেরাই কাজকর্ম করেন। —অবশ্য—অবশ্যই পাবেন। —হঁ্যা—এসব সমস্যার সমাধান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই করা সম্ভব বলে আমার পার্টি বিশ্বাস করে। —আপনি এ ব্যাপারে—মিনিষ্টারদের সাথে কথা বলুন—মিনিষ্টারদের সাথে কথা বলুন। —হঁ্যা—বলুন— (কিছু শুনিতে থাকে তারপর নিম্নস্বরে আলাপ করিতে থাকে। বংশী দারোগা এতক্ষন মদ্যপান করিতেছিল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জগতের টেলিফোনের কথা শুনিতেছিল। এক্ষনে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং নিকট আসিয়া বাক্যালাপ শুনিবার চেষ্টা করে। জগত তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইতে চায়। কিন্তু বংশী দারোগা বিলক্ষন বলশালী, সে জগতের হাত দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া থাকে এবং রিসিভারের অপর পার্শ্বে কান লাগাইয়া সে দুই পক্ষের আলাপ শুনিতে থাকে। রিসিভারের দুই পার্শ্বে দুইখানি রুষ্ট মুখ পরস্পরের দিকে তাকাইয়া থাকে। এমন সময় প্রবেশ করে সাব-ইন্সপেক্টর মল্লিক। সে দুই জনকে অপরূপ ভঙ্গীতে দেখিয়া অবাক হয়। পরে গলা-খাঁকারি দিয়া দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু দুই মূর্ত্তির তাহাতে কোন ভাবান্তর দৃষ্ট হয়না।)

মল্লিক ॥ স্যার, মাষ্টার তো অজ্ঞান হয়ে আছে। জ্ঞান ফিরতে সময় নেবে।

এর মধ্যে ওর কেস ডাইরীটা লিখে ফেলি? (বংশী দারোগা হাত নাড়িয়া সম্মতি জানায়। মল্লিক একবার মূর্ত্তিদ্বয়কে দেখে। তারপর কেস লিখিতে বসে। একটু লিখিয়া আবার মূর্ত্তিদ্বয়কে দেখে।) স্যার, কি চার্জ লিখব?

ওসি॥ লেখ, পকেটে কামান পাওয়া গিয়েছে।

মল্লিক॥ আচ্ছা। পকেটে আস্ত কামান পাওয়া গিয়েছে। (লেখে এবং প্রস্থান করে)

জগত॥ আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য আমি জীবন দিতে প্রস্তুত। গণতন্ত্রের প্রতিটি শত্রুকে খুঁজে বার করতে এবং ধ্বংশ করতে আমার পূর্ণ সহযোগিতা অবশ্যই পাবেন। (টেলিফোন রাখে। বংশীকে) বুঝলেন কিছু?

ও সি॥ (চিন্তিত) হুঁ।

জগত॥ কি বুঝলেন?

ও সি॥ শনতন্ত্রের গোরুকে খুঁজে বার করতে হবে।

জগত॥ কি বললেন?

ও সি॥ শনতন্ত্রের গোরুকে—

জগত॥ বংশীবাবু!

ও সি॥ (বিরক্ত) ধ্যাৎ মশাই, চেল্লাবেন নাতো। (জগত কিছু একটা বলতে যায়, এমন সময় বাহিরে একটা প্রবল কলরব শোনা যায়: "পাকড়ো—পাকড়ো—শালা ধর শত্রু কবে" ইত্যাদি। জগত ও ওসি চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকে। একটু পরেই কনষ্টেবলগণ একটি শহুরে যুবককে শূন্যমার্গে বহন করিয়া আনে। যুবকটির পোষাক ভিজিয়া সপসপ করিতেছে। সাথে মল্লিক।)

ও সি॥ কি হয়েছে?

১ম কনঃ॥ আইগ্যা, থানার দেয়াইলে কোকাস মারত্যাছিল—আমি দেইখ্যাই একখান হাঁকার ছাড়ছি কি অক্করে পইড়্যা দৌড়। শিউচরণরে কইলাম, আমার লগে একবার চ' পুঙ্গির পুতেরে ধইরা লইয়া আহি—তো মাউড়ার পুতে বন্দুকের বাইরেল ধইরা ফাল পাড়তে লাগছে—

শিউচরণ॥ হাঁ - তু খুব বাহাদুর বাড়ো! হুজৌর, যব ই টরচ্ মারলথু তব হম্ চিল্লায় লাগল্হ। চিল্লাইল শুনকে উ ভাগে লাগল্হ। তব্ হম কহনি কি, উকরাকো পাকড়্ লে আইল যাব—তো—

ওসি ॥ ব্যস, ব্যস—চুপ মার্। মল্লিক কি ব্যাপার ?

মল্লিক ॥ আজ্ঞে স্যার, এ ছোকরা রাস্তায় যেতে যেতে থানার দেয়ালে টর্চের ফোকাস ফেলে। এরা চেঁচামেচি করতেই দৌড় লাগায়। আমরা গিয়ে আবার ধরে আনি।

ওসি ॥ হুঁম্! কি হে ছোকরা, নাম কি ?

যুবক ॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ওসি ॥ কোথা থেকে আসছ ?

যুবক ॥ কোলকাতা।

ওসি ॥ থাক কোথা ?

যুবক ॥ কোলকাতা।

ওসি ॥ কোলকাতার ছেলে! তাই এমন কাট কাট উত্তর, এ্যাঁ! থানার দেয়ালে টর্চ মারছিলে কেন ?

বিশ্ব ॥ মারলে কি হয়েছে ? তাছাড়া এটা যে থানা সে তো আমি জানতাম না।

ওসি ॥ জানতে না! এদিকে আসনি কখনো ?

বিশ্ব ॥ এসেছি। অনেক আগে। ছোটবেলায়।

ওসি ॥ কার বাড়ীতে যাচ্ছিলে ?

বিশ্ব ॥ নিবারণ চক্রবর্ত্তী।

ওসি ॥ কে হয় ?

বিশ্ব ॥ অর্থাৎ ?

ওসি ॥ বলছি, নিবারণ চক্রবর্ত্তী কে হয় তোমার ?

বিশ্ব ॥ জেঠামশায়। বড় জেঠামশায়।

ওসি ॥ কি করতে এসেছ ?

বিশ্ব ॥ বেড়াতে।

ওসি ॥ হুঁম্। (মল্লিককে) — এর ব্যাগটা সার্চ করো।

মল্লিক ॥ (১ম কনষ্টেবলকে) এই তুমি ব্যাগটা দেখ তো। আমি বডিটা দেখছি। (প্রথম কনষ্টেবল ব্যাগ হইতে এক এক করিয়া কাপড়-জামা-বই-টুথ-ব্রাশ-পেষ্ট ইত্যাদি বাহির করিতে থাকে। মল্লিক ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের দেহ তল্লাসী করিয়া একটি পেন উদ্ধার করে।) কি পেন এটা ? কিন্ সিন্-চাইনীজ ? বে-আইনী, জমা রইল। (নিজের পকেটে রাখে। ১ম কনষ্টেবলকে) কি হল, পেলে কিছু ?

১ম কনঃ ॥ (মল্লিককে) বাবু, এইডা ত্যাহেন তো কি?

বিশ্ব ॥ (জিনিষটা দেখিয়া) ওটা তো ফ্লাশগান।

মল্লিক ॥ ফ্লাশ—

ও সি ॥ গান—

১ম কনঃ ॥ খাইছে রে—

শিউচরণ ॥ আয়্ বাপ্! মার ডালা! (নিমেষে ঘরের মধ্যে প্রলয় সংঘটিত হয়। মল্লিক, ১ম কনঃ, শিউচরণ কোন অলৌকিক শক্তিতে অদৃশ্য হয়। বংশী টেবিলের নিচে আত্মগোপন করে। জগত দুইহাত মাথার উপরে তুলিয়া চক্ষু বুজিয়া বিড়্ বিড়্ করিতে থাকে। বিশ্বনাথ হতবাক হইয়া চাহিয়া থাকে।)

জগত ॥ দোহাই বাবা, প্রাণে মেরো না। বাড়ীতে বৌ, ছটা ছেলেমেয়ে—বিধবা হবে—বাবা প্রাণে মেরোনা—সব না খেয়ে মরবে—দোহাই বাবা তোমার—

বিশ্ব ॥ কি হোল? অমন করছেন কেন?

জগত ॥ দোহাই বাবা তোমার—দোহাই-দোহাই—

বিশ্ব ॥ (গায়ে হাত দিয়া)—শুনুন, অমন করছেন কেন?

জগত ॥ (হাউমাউ করিয়া)—ও বাবা দোহাই—প্রাণে মেরো না—ছটা বৌ—বাড়ীতে কাচ্চাবাচ্চা বিধবা হবে—পায়ে ধরি বাবা তোমার—

বিশ্ব ॥ আরে জগত কাকা না?—জগত কাকা – উঠুন—জগত কাকা—

জগত ॥ (অবাক) কে?—এঁ্যা, কে?

বিশ্ব ॥ আমাকে চিনতে পারছেন না জগত কাকা? আমি বটু, অনাদি চক্রবর্ত্তীর ছেলে।

জগত ॥ (মনে করিয়া) এঁ্যা, বটু! অনাদিদার ছেলে? আরে কি কাণ্ড দেখেছ! তোমাকে এরা ধরে এনেছে? কি আশ্চর্য্য! (ইতিমধ্যে বাহির হইতে তিনটি রাইফেলের নল এবং টেবিলের তলা হইতে একটি রিভলবার উদ্যত হইয়াছিল। সহসা সেদিকে জগতের দৃষ্টি পতিত হয়) আরে বংশীবাবু, আসুন এদিকে আসুন। এ কাকে ধরে এনেছে আপনার লোক, দেখুন দিকি। দক্ষিণপাড়ার নিবারণদার ছোটভাই অনাদি চক্রবর্ত্তী; কোলকাতায় থাকে। মস্ত সরকারী চাকুরে। সেই অনাদিদার ছেলে! ছি-ছি-ছি-। কি কাণ্ড! (মল্লিক ও অন্য সকলে প্রবেশ করে)

ও সি॥ ছি ছি করছেন কেন? আপনিও তো ভেউ ভেউ করে কাঁদছিলেন।

জগত॥ আহা, সে কথা আলাদা। আমি কি আর চোখ খুলে রেখেছি? তা বাবা বটু, তোমার নামটি যে বিশ্বনাথ বলেছ, এটিই যত গোলমাল করেছে। তাছাড়া অনেকদিন পরে দেশে এসেছ, ঠিক ঠাহর করতে পারিনি।

বিশ্ব॥ কলেজে হাঙ্গামার জন্যে ছুটি হয়ে গেল। কোলকাতায় গোলমাল তাই ঠিক করলাম গাঁয়ের বাড়ীতেই ছুটিটা কাটিয়ে যাব। অনেকদিন আসিনি। কিন্তু এসেই এমন ঝামেলায় পড়ব, এটা ভাবিনি।

জগত॥ এসে বেশ করেছ। কোলকাতার গোলমালে না থাকাই ভাল। এঃ ভিজে একেবারে একসা হয়ে গেছ!

বিশ্ব॥ আপনি তো শুনেছি এম-এল-এ হয়েছেন। এই রাতের বেলা থানায় কি করছেন?

জগত॥ আর বোল না বটু, এম-এল-এ হতে তো আমি চাইনি। পাঁচ জনের অনুরোধে রাজী হয়েই বিপদ ঘাড়ে নিয়েছি। এই রাতের বেলা থানায় আসতে হয়েছে। পাঁচজনের নানা রকম কাজে আসতে হয়। তবু, ভাগ্যিস আজকে আমি ছিলাম এখানে, নইলে তোমাকে অনেক দুর্ভোগ পোয়াতে হত। ইস্ ভিজে একেবারে একসা হয়ে গেছ!

বিশ্ব॥ এখন বাড়ী যাবেন তো? চলুন, এক সাথেই যাওয়া যাবে।

জগত॥ না, আমার একটু কাজ বাকী রয়েছে। সেটা শেষ করেই—তুমি বরং যাও। অত দূর থেকে এসেছ ক্লান্ত হয়ে। আমি বরং কনষ্টেবল তোমার সাথে দিয়ে দিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আঃ, ভিজে একেবারে...

বিশ্ব॥ না, না জগতকাকা, তার দরকার হবেনা। আমি একাই যেতে পারব। রাত তো বেশী হয়নি (বংশীকে) কি আমি এখন যেতে পারি?

ওসি॥ অবশ্যই (মল্লিক আসিয়া পেনটি ফেরৎ দেয়)

বিশ্ব॥ ধন্যবাদ আচ্ছা চলি জগতকাকা। কাল দেখা হবে। (সবাইকে একবার দেখে এবং প্রস্থান করে। অন্ধকার। বৃষ্টির শব্দ শোনা যায়)

ব্যক্তি॥ এবার আপনারা গোপাল কাহারকে দেখতে পাবেন। গোপাল কাহার জন্মাবধি দরিদ্র তাই সব সময় ক্ষুধায় কাতর। আর সেই জন্যে মনের দিক থেকে সব সময়েই একটু অপ্রস্তুত। কোন বিষয়কে পরিষ্কার করে বুঝতে তার যথেষ্ট সময় লাগে এবং সেই সময়ের মধ্যেই আর একটি নতুন বিষয় এসে পুরানটা ভাসিয়ে নিয়ে যায় ফলে সমস্তক্ষণই গোপালকে

মনে হয় এলোমেলো। অর্থাৎ বোকা। আচ্ছা, এই যে সারারাত ধরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে—এখন গোপাল কি করছে অনুমান করতে পারেন? যুগলকিশোরের অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করে বালাপোষ গায়ে দিয়ে প্রসন্ন হালদারের মত ধ্যান করছে? না। বিশ্বনাথের মত গরম খিচুড়ীর সাথে মাছ ভাজা দিয়ে—না না-না। গোপাল এখন পাতায় ছাওয়া ঘরের চাল বেয়ে আসা জল দেখছে আর ভাবছে: বৃষ্টি এসে ভালই হল। হেতমপুরের দক্ষিণের নাবাল জমিটায় বোধহয় জল জমবে। তাহলে পরশু থেকেই চাষটা শুরু করতে পারবে। না গোপালের নিজের জমি নয়। ভাগে চাষ করে প্রসন্ন হালদার মশায়ের জমি। রাত ভোর হয়ে এসেছে। গোপালও এসেছে।

(মঞ্চে গোপাল কাহারকে দেখা যায়। ছোট্ট এক ফালি কাপড় পরনে, গায়ে জড়ানো গামছা। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। দেখা যায় প্রসন্ন হালদার মশায় ছাতা হাতে, সাথে কয়েকজন সড়কি হাতে এবং বামাচরণের হাতে বন্দুক, দাঁড়িয়ে আছে)

বামা॥ এই কাহারের বাচ্চা!

প্রসন্ন॥ কিরে গোপাল, চাষ করবি?

গোপাল॥ আজ্ঞে, তাই এলম। জমিনে জল ডেঁড়িয়েছে কিনা দেখবার জন্যি।

বামা॥ তা দেখ্। জমিনে জল ডেঁড়িয়েছে, আমরাও ডেঁড়িয়েছি। চাষ কর্।

(গোপাল থতমত খায়। ইতঃস্তত করিয়া দুই পা অগ্রসর হইবা মাত্র দুই জন সড়কি উঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসে)

সড়কিওয়ালা॥ শালা কাহারের বাচ্চা! (গোপাল আচমকা দৌড়াইয়া পলায়ন করে। বাকী সকলের উল্লাসিত হাসি শোনা যায়)

ব্যক্তি॥ গোপাল পালাল। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরলো। একে তাকে জানালো ঘটনাটা। সবাই বললে বিকেল বেলা সমিতির অফিসে গিয়ে জানিয়ে আসতে। তারপর পড়ন্তবেলায় গোপাল কাহার বাড়ী ফিরলো।

[গোপালের বাড়ী। বারান্দায় গোপালের বৌ বসিয়া আছে]

গোপাল॥ বসি বইছিস কি?

বৌ॥ তেবে কি করব?

গোপাল॥ ছেলেগুল্যান কুথা?

বৌ॥ ঘরে। ঘুমাইল্ছে। (গোপাল ঘরের ভিতরে একবার উঁকি দেয়)

গোপাল॥ উয়াদের খেতে দিস্ নাই?

বৌ ॥ কুথা দিকে ঢুবো?

গোপাল ॥ কেনে, ভানাকোটায় যাস নাই আজ?

বৌ ॥ গিয়েস্‌লম্।

গোপাল ॥ তেবে?

বৌ ॥ উয়ারা মোকে দে' আর ভানাকোটা কবাবেক নাই।

গোপাল ॥ কেনে? কেনে?

বৌ ॥ বললেক, তু গোপাল কাহাবের বৌ বটিস্, তুকে দে' আর ভানাকোটা করাবোক নাই। হালদার মশা'র মানা আছে। (গোপাল একটু সময় বৌয়ের দিকে তাকাইয়া থাকে। তাবপর, সহসা বৌয়ের চুলের মুঠি ধরিয়া গুম্ গুম্ কবিয়া কয়েকটি কিল পিঠে বসাইয়া দেয়। বৌ অমনি চিল চীৎকারে আশপাশ ফালাফালা করিয়া গোপালকে গালমন্দ করিতে থাকে। তারপর দুই জনেই বারান্দার দুই পার্শ্বে গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে)

ব্যক্তি ॥ ওকি, গোপাল বৌকে ঠেঙ্গালো কেন? ও, বুঝেছি। বৌয়ের ওপর মেজাজ দেখালে তো আর পাল্টা মেজাজেব ভয় নেই। তা এ ভাবেই বসে থাকবে নাকি ওরা? সন্ধ্যে তো হয়ে এলো। (হঠাৎ গোপাল উস্‌খুস করিয়া ওঠে। আশেপাশে কি যেন দেখিতে চেষ্টা কবে। আতঙ্কিত ভঙ্গীতে বৌয়ের দিকে তাকায়। কাছে আসে, কিছু বলে। দুজনেই ভীত আতঙ্কিত হয়, চারপাশে তাকায়) ওবা অমন কবছে কেন? ও, বুঝেছি। ওঁরা এসেছেন। ওঁবা, মানে রাতেব বেলা যাঁদেব নাম কবতে নেই। হ্যাঁ, গোপালই প্রথম দেখতে পেয়েছে। প্রথমে একজন, তারপরে দুই—তারপরে আরো অনেকে। বাড়ীব পাশের তেঁতুল গাছটা থেকেই এলেন ওঁরা। না, গোপাল আগে কখনো দেখতে পায়নি ওঁনাদেব। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। তাহলে তো কবে ভেতম ওঝাকে ডেকে ঝাড-ফুঁক মন্তর-টন্তর করিয়ে নিত। এখন উপায? গোপাল ও তার বৌ বিড় বিড় করিয়া 'রাম রাম' উচ্চারণ করিতে থাকে। উঠিয়া দরজার কাছে যায়। ঘরে ঢুকিতে যাইবে এমন সময় :—)

ও সি ॥ (নেপথ্যে) কাম আউট। বাহার নিকালো। এ্যাই শুয়োরের বাচ্চা, বাইবে আয়। (গোপাল ও বৌ থমকিয়া দাঁড়ায়। ভাল কবিয়া দেখে।)

বৌ ॥ (হাউমাউ) ও মাগো—এ যে পুলুশ—

গোপাল ॥ পুলুশ। (বংশী, মল্লিক এবং আরো সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর প্রবেশ)

গোপাল ॥ (সটান উঠানে নামিয়া হাতযোড় করিয়া) এজ্ঞে, আমি কিছুই করি নাই। উয়াবা আমাকে সড়কি দেখালেক, আমি টেনে বাব্‌লা বনের মধ্যি দে ছুট্‌টে পালিয়ে এলম। এজ্ঞে, আমি টু শব্দটি করি নাই। (বংশী ও মল্লিক একটু হতচকিত হয়)

ও সি ॥ মল্লিক।

মল্লিক ॥ ইয়েস স্যার।

ও সি . কি ব্যাপার বলতো? কয়েকদিনের মধ্যে এ রকম কোন কেস তো হাতে আসেনি।

মল্লিক ॥ (চিন্তা করে) ইয়েস স্যার। গতমাসের এগারো তারিখে কুঁদপুরের বাব্‌লা-বনের মধ্যে আমাদের যে ইনফর্মারটা খুন হয়েছিল, আপনার মনে আছে?

ও সি ॥ রাইট। সড়কির ঘায়ে?

মল্লিক ॥ ইয়েস স্যার।

ও সি ॥ রাইট।

মল্লিক ॥ লোকটা ডেফিনিটলি ঐ ঘটনার সঙ্গে ইন্‌ভল্‌ভড্‌। হঠাৎ ধরা পড়ে ভয়ে কনফেস করে ফেলেছে।

ও সি ॥ পাকড়ো ইসকো। (তিনটে রাইফেলের নল গোপালের গায়ে ঠেকে।) সার্চ করো। (কয়েকজনে মিলিয়া সার্চ করার নামে সব ভাঙিয়া-চুরিয়া তছনছ করিতে থাকে। গোপালের বৌ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। এই মাগী, চুপ কর। (বাচ্চাদের কান্না। এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।)

মল্লিক ॥ (হন্তদন্ত হইয়া একটি কাগজ হাতে আগাইয়া আসে) দেখুন স্যার, দেখুন।

ও সি ॥ কি ওটা? (টর্চ ফেলে। মল্লিক দোমড়ানো কাগজটাকে টান টান করিয়া মেলিয়া ধরে)

মল্লিক ॥ এই দেখুন স্যার, পশ্চিম বঙ্গের ম্যাপ! এই লোকটার বাড়ীতে ম্যাপ থাকার কি কোন জাষ্টিফায়েড কারণ আছে? লেখাপড়া না জানা মূর্খ লোক চাষা। অথচ এই ম্যাপটা! এবার ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে লিঙ্ক করুন তো?

ও সি ॥ হয়েস, ইয়েস।

মল্লিক ॥ হাউ ডেঞ্জারাস ফর ডেমোক্রেসি! (ম্যাপটা পকেটে পোরে)

ও সি ॥ ঠিক এই জন্যেই আমি কুম্বিং অপারেশনের পক্ষপাতী, বুঝলে মল্লিক। গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদজনক মালগুলিকে এইভাবে খুবই সহজে টেনে বার করা যায়।

মল্লিক ॥ ঠিক বলেছেন স্যার।

ও সি ॥ ফোর্স উইথড্র কর। চল, ব্যাক করি।

মল্লিক ॥ এই আভি লৌটকে চলো। (গোপালকে লাথি মারে) এই চল্।

গোপাল ॥ এজ্ঞে, মা কালীর দিব্যি, আমি কিছু করি নাই। উয়ারা সড়কি দেখালেক, আমি ছুট্‌টে পালালম্। আমি কিছু করি নাই।

মল্লিক ॥ চোপ্। (টানিয়া হিচঁড়াইয়া গোপালকে লইয়া যায়। গোপালের বৌ তীব্র আর্তনাদে আছাড় খাইয়া পড়ে। অন্ধকার হয়।)

[থানা। গোপাল হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে। মল্লিক বংশী, জগত এবং অন্যান্য সেপাইরা]

ও সি ॥ এ্যাই তোর নাম বল্ (রুলের গুঁতো) এ্যাই, তোর নাম বল্।

গোপাল ॥ এঁজ্ঞে, গোপাল কাহার। (গোপালের গলা অস্বাভাবিক ভাঙ্গা শোনায়)

মল্লিক ॥ এখনো বেটার তেজ দেখেছেন ?

ও সি ॥ গণতন্ত্রের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক।

জগত ॥ এদের ঠাণ্ডা করতে না পারলে এ দেশে গণতন্ত্রের বারোটা বাজল বলে।

ও সি ॥ ভয় নেই, জগতবাবু ফোর্স এসে গেছে। এই সিষ্টেমে কয়েকদিন চালালেই সব ব্যাটা দেখবেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ্যাই ব্যাটা তোর আসল নামটা বল। (গোপাল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে) এ্যাই উল্লুক, তোর আসল নামটা বলতে পারছিস না ?

গোপাল ॥ এজ্ঞে, গোপাল কাহার।

ও সি ॥ ওটা তো নকল নাম। আসলটা কি ?

গোপাল ॥ আমার বাপ এজ্ঞে, ঐ নামটি রেখেছেলো। গাঁয়ের লোক ডেকে শুধোন কেনে।

ও সি ॥ চোপ্ শালা। রসিকতা হচ্ছে ?

জগত ॥ দাওয়াই না দিলে এদের কাছ থেকে একটা কথাও বার করতে পারবেন না। আমি ইতিহাসে পড়েছি— (বংশীর ইঙ্গিতে দুইটি সেপাই একসাথে গোপালের পাঁজরে লাথি মারে)

ও সি ॥ বল্ শালা, আসল নামটা বল।

গোপাল ॥ (দমবন্ধ হইবার উপক্রম) বলছি এজ্ঞে, বলছি। (হাঁ করিয়া দম নেয়) এজ্ঞে, পেথমে আমার বাপ, আমার নাম রেখেছেলো আকাল। আমি যে সনে হয়েছেলম, সে সনে আকাল ছিল বলে।

মল্লিক ॥ তারপর সুযোগমত আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্তে তুই নামটাকে পালটে নিলি, তাই না?

গোপাল ॥ এজ্ঞে, আমি নয়, আমার মা। মা বইল্‌লে ঐ অলুক্ষুণে নামে ছেলেকে আমি ডাকতে লারব। আজ থিকে উকে আমি গোপাল বইল্যে ডাকবো।

ও সি ॥ চোপ্‌রও উল্লুক! তোর পরিবারের ইতিহাস শুনতে চেয়েছি? দেখেছেন জগতবাবু, বানচোৎ কি রকম হারামী!

জগত ॥ ওরাই গণতন্ত্রের সর্বনাশ করছে।

গোপাল ॥ মা কালীর দিব্যি, আমি কারুর সব্বনাশ করি নাই।

ও সি ॥ না, সব্বনাশ করি নাই। শালা, তুমি একটি বাস্তুঘুঘু।

গোপাল ॥ বিশ্বেস করেন বাবু, আমি ওনার সব্বনাশ করি নাই।

ও সি ॥ কার? কার কথা বলছিস?

গোপাল ॥ ঐ যে কি নাম বইল্‌লেন, গণতন্ত্র না কি! বিশ্বেস করেন বাবু, ওনাকে আমি চিনি না। কুহুদিন দেখি নাই, কোথায় থাকেন তাও জানিনে।

মল্লিক ॥ কি রকম নিখুঁত অভিনয় দেখেছেন স্যার? (গোপালের চুল ধরে) তোর মত হারামীর পেট থেকে কি করে কথা বার করতে হয় আমার জানা আছে বুঝলি? এই, যাদবকো বোলাও। (বিশালদেহী যাদব আসে) ইস্‌কো দেখো। (যাদব, গোপালের বাঁহাতটি ধরিয়া মুচড়াইতে থাকে।) এবার বল্, বাবলা বনের ভিতর কি করছিলি তুই? বল্। বল্।

গোপাল ॥ (প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অধীর) এঁজ্ঞে, উঁয়ারা সড়কি দেখাতেই আমি বাব্‌লা বন দিয়ে ছুট্‌টে চলে এলম্

মল্লিক ॥ তুই খালি ছুট্টে এলি, কিছু করিসনি না?

গোপাল ॥ না বাবু, আমি কিছু করি নাই।

মল্লিক ॥ তবে কে করলো?

গোপাল ॥ কেউ তো কিছু করে নাই বাবু!

মল্লিক ॥ তবে লোকটা অমনি পটাং করে মরে গেল?

গোপাল ॥ কেউ তো মরে নাই বাবু। উঁয়ারা সড়কি দেখাতে আমি ছুট্টে পাল্যেয়ে এলম। আর কিছু তো হয় নাই। (যন্ত্রনায় চীৎকার) আঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

ওসি ॥ বল্ শুয়োরের বাচ্চা, বল, কে কে ছিল সেখানে?

মল্লিক ॥ কারা কারা সড়কি দেখালে?

ওসি ॥ তাদের নাম কি ?

মল্লিক ॥ তাদের নাম কি ?

জগত ॥ নাম বল্।

তিন জনে ॥ নাম বল্। নাম বল্। নাম বল্।

গোপাল ॥ পেসন্ন হালদার ! (হাতখানি মট করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। গোপাল জ্ঞান হারায়)

ওসি ॥ হারামজাদা বলে কি ? প্রসন্ন হালদারকে এর মধ্যে জড়াতে চায় ?

জগত ॥ লোকটা অতি বড় শয়তান।

মল্লিক ॥ দেখলেন তো স্যার, কত বড় ঘুঘু!

ওসি ॥ হুঁম্।

জগত ॥ নাঃ ! এ দেশে গণতন্ত্রের মরার আর বেশী বাকী নেই।

ওসি ॥ কিচ্ছু ভাববেন না। ফোর্স এসে গেছে, গণতন্ত্রকে আমরা বাঁচাবোই।

মল্লিক ॥ এই, পাণি লাও। (জল আসে)

ওসি ॥ এই, খানা লাও। (খাবার আসে তিন প্লেট)

মল্লিক ॥ ঝাপটা লাগাও।

জগত ॥ (প্লেট লইয়া) মনে রাখবেন, আমাদেব গণতন্ত্র, পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র। (বংশী, জগত ও মল্লিক খাবাব খায়)

মল্লিক ॥ ফিরে জ্ঞান ফিরলো ?

যাদব ॥ থোরা থোরা সাব।

গোপাল ॥ (চীৎকার) গণতন্ত্রকে আমি চিনি না বাবু। উয়াকে কুনদিন দেখি নাই। কুথায় থাকে তাও আমি জানি না।

মল্লিক ॥ চোপ্ শালা। ন্যাকা চৈতন। (ম্যাপটা দেখায়) এটা কি ? বল্ এটা কি ?

গোপাল ॥ কাগজ।

মল্লিক ॥ কাগজ ! হারামি, তুই জানিস না এটা কি ? ম্যাপ দেখে সারা দেশে গণতন্ত্রেব বারোটা বাজাচ্ছিস, আর এটা কি জানিস না ?

গোপাল ॥ (সজ্ঞান থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করে) এঁ্যা—

ওসি ॥ কোথায় পেয়েছিস বল ?

গোপাল ॥ এজ্ঞে, আমার দশ বছুরে ছেলে নে' এয়েছেলো ইচ্কুল থেকে।

ওসি ॥ কেন ?

গোপাল ॥ ইচ্ কুলের বাগান থেকে পিয়ারা খেয়েছেলো, মৌরী ফুল [illegible] উঠাকে। ছোট ছেলে, সেই রাগে ইচ্ কুল থেকি সরিয়ে নে' এসেছেলো।

মল্লিক ॥ শালা হারামী! এখনো গল্প বানিয়ে আমাদের বুদ্ধু বানাচ্ছিস?

(রুল হাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। অন্ধকার হয়)

ব্যক্তি ॥ রাত কেটে গেলো থানা লক-আপের লোহার গরাদ ডিঙিয়ে ভোরের প্রথম আলো গোপালের জ্বরতপ্ত, ব্যথায় জর্জরিত, লাঞ্ছিত দেহের উপর এসে পড়লো। এত সব কাণ্ডের পর তার মৃত্যু হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু, গোপাল কাহার কি সহজে মরে? জন্ম থেকে তাকে ক্ষুধায় মারছে, প্রকৃতি মারছে, কুচক্রী মানুষ মারছে। মারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তার সহজাত। আর সেই সহজাত প্রতিরোধেই সে মাথাটা তোলে— (থানার লক-আপে গোপাল মাথা তুলিয়া তাকায় পাশের মাষ্টার মশায়-এর দিকে)

গোপাল ॥ জল। (মাষ্টার মশায় একটি পুরনো ভাঙ্গা টিনের কৌটা হইতে জল দেন। গোপাল জল পান করে। মাষ্টার মশায়কে ভাল করিয়া দেখে) গণতন্ত্র কি বাবু? (মাষ্টার মশায় প্রচণ্ড বিস্ময়ে অবাক হইয়া যান) গণতন্ত্র কি বাবু?

মাষ্টার ॥ গণতন্ত্র! সকলেই সমান ভাবে খেয়ে পরে বাঁচবে, দেশে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার থাকবে, সবাই স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারবে, তারই নাম গণতন্ত্র (গোপাল আগ্রহ ভরে কথাগুলি শুনিতেছিল। কথাটা শেষ হইবা মাত্র আবার সে জ্ঞান হারায়। অন্ধকার হয়)

ব্যক্তি ॥ সাত মাস বিনা বিচারে আটক থাকার পর গোপাল সদর জেলখানা থেকে ছাড়া পেল। তার বাঁ হাতখানা বাদ দিতে হয়েছে। জেল থেকে সোজা বাড়ী। তারপর— (মঞ্চের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে গোপালকে দেখিতে পাওয়া যায় খানিকটা অগ্রসর হইয়া সে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে)

গোপাল ॥ এই গণতন্ত্রটা সকলির জন্যি লয় বাবু। তাই আমার বাঁ হাতখানা সেলামী দিতি হয়েছে। তা এবারে বাবু, সকলির কাজে নাগবে এমুন একটা গণতন্ত্রের জন্যি মোর ডান হাতখানা দিতি রাজী আছি। (ডান হাতখানা তুলিয়া ধরে মুষ্টিবদ্ধ হাতে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ঘোষণা। আলো কমিয়া আসিতে থাকে শেষ পর্যন্ত মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি দেখা যায় পর্দা নামে।)

[মাণি মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে রচিত এই নাটকটি অভিনয়ের আগে নাট্যকারের অনুমতি নেবেন। ঠিকানা: চন্দন পালোধি, অবঃ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ৭৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড। কলিকাতা ১। (২২-২৫৩৬)

শিশু-নাট্য

অথ দাঁড় পাল কথা / পাঁচুগোপাল দাস

[পর্দা উঠতেই দেখা গেল একটি নদী। নদীরতীরে গাছপালা। ক্লান্ত-বিষাদাচ্ছন্ন পরিবেশ। মঞ্চের আলো অনুজ্জ্বল। সময় যেন রাত্রি বলেই মনে হয়। মঞ্চ শূন্য। দূর থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। গানের সুরের মধ্যে থেকেই যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে বিলম্বিতলয়ে দাঁড় বাওয়ার শব্দ ক্রমশঃ শ্রুতিগোচর হয়। গানের তালে তালে মঞ্চের বাঁদিক থেকে ক্লান্ত ধীরগতিতে একটি নৌকা প্রবেশ করে। দাঁড় পাল হাল লগি ও মাঝি এই নাটিকার সজীব চরিত্র। মাঝি ছাড়া প্রত্যেক চরিত্রের চলা-ফেরা কথাবার্তা একটি নির্দিষ্ট এবং যান্ত্রিক ছন্দে হবে। অনেকটা পুতুল নাচের পুতুলের মত।

প্রথম গানটি শেষ হতে যতটুকু সময় লাগবে ঠিক ততটুকু সময় লাগবে নৌকাটির মঞ্চের বাঁ দিক দিয়ে প্রবেশ করে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে। নৌকাটিতে একই কালে নাটকের সমস্ত চরিত্রকে দেখা যাবে। মাঝি ও পাল ছাড়া অন্যান্য চরিত্র নতমুখী। নাটকটিতে সংগীত, রূপসজ্জা, মঞ্চ-স্থাপত্য এবং আলোকসম্পাতের গুরুত্ব অপরিসীম]

গান॥ পল্লীসুর। তাল : তেওড়া

ভাইরে—
ভাটার টনে,
উজান ভাঙে
যায় রে তরী যায়।
ঝড়ের দোলায়
মাতন তোলায়
যায় রে তরী যায়।
ঝড় তুফানে
মরণ্ পণে
বাইরে তরী বাই।
দিনে রাতেও
এত খেটেও
পেটের ভাত নাই॥

(নৌকাটি বেরিয়ে যায়। গানের সুর দূরে চলে যায়। কয়েক মুহূর্ত শূন্য। পাল গর্বিত ভঙ্গীতে প্রবেশ করে। পোষাক সম্পূর্ণ সাদা ও জমকালো)

পাল ॥ আমি পাল। শুভ্রবরণ পাল। থাকি কত্তো উঁচুতে! নীল আকাশের সঙ্গে আমার নিত্য মিতালি। (নৃত্যের ভঙ্গীতে) যেন উধাও বলাকা-পাখা! আকাশ থেকে যখনই পাই ইসারা তখনই শুরু হয় আমার চলা। আর বাতাসকে তো আমি বুকে নিতে তৈরী সদাই। (অহংকারে স্ফীত হয়ে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে) আর ওরা! ওই যে ছোটলোক দাঁড়গুলো? হাল লগিগুলো! ওরা কোন কম্মেরই নয়। ছি ছি, কি নোংরা কি বিশ্রী! ওদের দিকে তাকাতেও আমার মর্যাদায় বাধে। ওরা শুধু ঝগড়া করেই মরে। স্রেফ্ জলের সঙ্গে লড়াই করেই ওরা বেঁচে আছে। নেহাত্ই মজুর ওরা! ওদের সঙ্গে আমার তুলনা! ওরা নাকি মাঝির কাছে আমার সমান মর্যাদা চায়। ভেবে হাসি পায় (এক চোট হেসে নেয়) কিসে আর কিসে? —হুঁ! আমি কেমন উঁচুতে আছি, আরামে আছি—সব তোরা খেটে। খেটে মরতেই তোদের জন্ম। আঃ (হাই তোলে) ঘুম আসছে। যাই একটু ঘুমিয়ে নিই গে। (নৃত্য ছন্দে একপাক ঘুরে মঞ্চের বাঁ দিকে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে ঘুমোয়। সঙ্গীতের তালে তালে কাঠের পুতুলের মত শক্ত ভঙ্গীতে হাল, তিনটি দাঁড় ও লগি প্রবেশ করে। সবাই একই লাইনে মার্চ করতে করতে প্রবেশ করবে। হাল নেতা, মাঝখানে দাঁড়ায়। অন্যরা চারদিকে ছড়িয়ে অথচ ছন্দোবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায়)

হাল ॥ আমার বন্ধুরা, আমার সাথিরা! আমরা সবাই এখানে কেন মিলিত হয়েছি—তা আশা করি, আপনারা সবাই সম্যক রূপে অবগত আছেন? (এক সঙ্গে একই দিকে মাথা নেড়ে জানায় যে, অবগত আছে) এখন আমাদের চিন্তা করবার সময় এসেছে। আমার বক্তব্য—আশা করি আপনারা যথাযোগ্য ভাবে বিচার করবেন।

সকলে ॥ নিশ্চয়ই করবো।

হাল ॥ আমরা শুধু প্রাণপাত করে পরিশ্রম করবো, খেটে মরবো, আর ঐ অপদার্থ পাল অনুকূল হাওয়ার সুযোগ নিয়ে—আমাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে মজা লুটবে আর বড় বড় বুকনি ছাড়বে—এ আমরা কখনই বরদাস্ত করতে পারি না।

১ম দাঁড় ॥ কখনোই না—(৩য় কে)

২য় দাঁড় ॥ কোনো মতেই না—(৩য়কে)

৩য় দাঁড় ॥ কিছুতেই না—(লগিকে)

লগি ॥ অবশ্যই না—(লগি একটু চ্যাংড়া ধরনের, কথার সুরেই তা প্রকাশ পাবে)

হাল ॥ আমরা পালের গোলাম নাকি ?

১ম দাঁড় ॥ গোলাম না কি—(২য় কে)

২য় দাঁড় ॥ গোলাম না কি—(৩য় কে)

৩য় দাঁড় ॥ গোলাম না কি—(লগিকে)

লগি ॥ আ—হা, গোলাম নাকি— (প্রত্যেকের কথার সুর ও বলার ভঙ্গী আলাদা)

হাল ॥ মাঝি আমাদের ফেলে শুধু পালের দিকেই নজর রাখবে ?—তোয়াজ করবে ?

১ম দাঁড় ॥ এঁ্যা, কেন করবে- (২য় কে)

২য় দাঁড় ॥ বলতো, কেন করবে—(৩য় কে)

৩য় দাঁড় ॥ তাইতো, কেন করবে—(লগিকে)

লগি ॥ ইস্‌স্‌, কেন করবে—

হাল ॥ নৌকো যে চলে আমাদেরই হাতের জোরে, সেটা ওদের বোঝানো দরকার !

১ম দাঁড় ॥ হ্যাঁ, বোঝানো দরকার—

২য় দাঁড় ॥ নিশ্চয়ই, বোঝানো দরকার—

৩য় দাঁড় ॥ অবশ্যই বোঝানো দরকার—

লগি ॥ একেবারে গোড়া কেট্‌টে বোঝানো দরকার—

হাল ॥ (ঘুমন্ত পালের দিকে আঙুল তুলে) ওই যে, ফুর্‌ফুরে হাওয়ায়, বাবু ঘুমের মহড়া দিচ্ছেন—ওঁর ওই ঘুম চিরতরে ছুটিয়ে দেওয়া উচিত !

১ম দাঁড় ॥ নিশ্চয়ই উচিত—

২য় দাঁড় ॥ একশ বার উচিত—

৩য় দাঁড় ॥ হাজার বার উচিত—

লগি ॥ এ্যাকেবারে চিৎ করে দেওয়া উচিত— (দাঁড়ের দল ও লগি প্রচণ্ড কোলাহল করে ওঠে)

পাল ॥ (কাঁচা ঘুম ভাঙাবার জন্য রেগে) আঃ !—কেন্‌ ছোটলোকের দল আমার ঘুম ভাজিয়ে দিলি র‍্যা ?—(আপাদমস্তক দেখে) অ—বেয়াক্কেলে দাঁড়গুলো বুঝি ?

হাল ॥ কী—! আমরা ছোটলোক?

সবাই ॥ অ্যাঁ, আমরা কিনা ছোটলোক!

হাল ॥ আমরা বেয়াকেলে?

সকলে ॥ এ্যাঁ, আমরা বেয়াক্কেলে!

পাল ॥ তা নয়তো কি? —খামোকা আমার নীল-নভের ধ্যান ভাঙিয়ে দিলি? —মহা মূর্খের দল এ সবের মর্ম তোরা কি করে বুঝবি র‍্যা? —অ্যাঁ? তোরা শুধু বেয়াক্কেলেই নয়—তোরা কচুর ঘ্যাঁচু—তোরা কড়ায়ের ডাল—তোরা পুঁই চচ্চড়ি, তোরা…তোরা…তোরা ঢেঁড়স্। —হাল্‌টা বুঝি তোদের ন্যাতা? পুঁচ্‌কে ছোঁড়াটার গুণ তো কম নয় র‍্যা!

হাল ॥ খবরদার! যাতা বলবে না বলছি!

সকলে ॥ …বলবে না বলছি, হ্যাঁ—

পাল ॥ ন্যাঃ, বলবে না! থাকিস্ তো কাদাজলে—ছোটোলোক না তো কি?

হাল ॥ আবার ছোটলোক বলে!

সকলে ॥ আবার বলে!

হাল ॥ আমি দিক দিশারী। আমিই জল কেটে ঠিক পথে নিয়ে যাই। —নইলে অকূলে ভাসতে—তরী আর তীরে ভিড়তো না!

১ম, ২য়, ৩য় দাঁড় ॥ আমরা জলের বাধা সবলে আঘাত করে এগিয়ে যাই।

লগি ॥ ভাঙা কুলো! আমি ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো। যখন ঠেকে যাও—আমিই তখন ঠেলেঠুলে নিয়ে যাই—।

হাল ॥ আমরা না থাকলে তুমি থাকতে কোথায় দাদা?

সকলে ॥ দাদা থাকতে কোথা?

পাল ॥ য্যা—য্যা—য্যাঃ, ম্যালা ফাচাং ফুচুং করিস নে। ছোট লোকেরাই শুধু মরে খেটে। তোরা তো বাঁধা থাকিস্ শেকলে—ওই পাটাতনে। আর আমি? —আমি কারুর তোয়াক্কা রাখিনা—চলি আপন খেয়ালে—মুক্ত, স্বাধীন। তোরা তো পরাধীন, তোরা তো ক্রীতদাস।

হাল ॥ (প্রচণ্ড ক্ষেপে) আমরা পরাধীন!

১ম দাঁড় ॥ আমরা ছোটলোক!

২য় দাঁড় ॥ আমরা ক্রীতদাস!

৩য় দাঁড় ॥ আমরা বেয়াক্কেলে!

লগি ॥ আমরা…আমরা… (কথা বেধে যায়)

পাল ॥ তোরা কাঁচকলা, তোরা বাঁধাকপি।

হাল ॥ এতো আর সহ্য হয় না।

সকলে ॥ আর সহ্য হয় না।

হাল ॥ আমরা এর বিচার চাই—

সকলে ॥ বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই—

হাল ॥ চলো চলো মাঝির কাছে—

১ম দাঁড় ॥ চলো চলো মাঝির কাছে—

২য় দাঁড় ॥ চলো মাঝির কাছে চলো—

৩য় দাঁড় ॥ মাঝির কাছে চলো চলো—

সকলে ॥ চলো, যাই চলো, যাই চলো যাই মাঝির কাছে— (সুরে ও তালে বলতে বলতে নৃত্যছন্দে লাইন করে দ্রুত সকলে বেরিয়ে গেল)

পাল ॥ (অবজ্ঞাভরে ওদের পিছু পিছু যায় এবং দুয়ো দেয়) য্যা য্যা য্যাঃ ! (পাল অহংভরে একবার নৃত্যছন্দে মঞ্চ অতিক্রম করে, তারপর আগের যায়গায় গিয়ে ঘুমোয়। সামান্যক্ষণ যন্ত্রসংগীত। মঞ্চের বাঁদিক দিয়ে মাঝি দু'হাত তুলে পিছু হেঁটে ভীতভাবে প্রবেশ করে। মাঝির সামনে ক্রুদ্ধ হাল, দাঁড়, লগির দল। তাদের হাতের হাতিয়ার (হাল, লগি, দাঁড) মাঝির দিকে উদ্যত। যেন এখনি মাঝিকে মেরে বসবে। প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত সৈনিকের মত তালে তালে পা' ফেলে মাঝির দিকে এগিয়ে যায়। মাঝি ক্রমাগত পিছুতে থাকে।)

মাঝি ॥ আহা, ছাই কি হয়েছে তাই বলো না! (ওরা নির্বাক ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে আরো এগিয়ে আসে, মাঝি পেছোয়)

মাঝি ॥ কি হয়েছে তা বলবে তো ! (আরো এগিয়ে আসে)

হাল ॥ আমরা নাকি ছোটলোক।

মাঝি ॥ আহা !—বললো কে ?

দাঁড় তিনজন ॥ আমরা নাকি বেয়াক্কেলে, আমরা নাকি ক্রীতদাস !

মাঝি ॥ দূর ছাই বলবে তো কে বললো।

লগি ॥ উই যে উই স্বাধীনতার ধ্বজাধারী অহংকারী পাল— (ঘুমন্ত পালকে দেখায়)

হাল ॥ ও আমাদের বলে কিনা, আমরা ছোটলোক।

দাঁড় তিনজন ॥ ··· ছোটলোক !

হাল ॥ দিন রাত নীচের পাটাতনে বাঁধা থেকে আমরা জল ঠেলে ঠেলে চলি—

লগি ॥ আর উনি চলেন, আপনার খেয়ালে—কারোর তোয়াক্কা না রেখে—

দাঁড় তিনজন ॥ উনি হলেন তাই বড়লোক—

লগি ॥ —আর আমরা হলাম ছোটলোক,—মজুর! ইঃ!

মাঝি ॥ বলেছে নাকি?

সকলে ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছে।

মাঝি ॥ বড় অন্যায়, খুব অন্যায়, সত্যি অন্যায়, অত্যন্ত ··

হাল ॥ (হাতের হালখানা উঁচিয়ে) তুমি কি আমাদের কথা শুনবে?

মাঝি ॥ (ভীষণ চমকে, থতমত খেয়ে) শুনবো বইকি বাবা—নিশ্চয়ই শুনবো একশ বার শুনবো। বলো বাবা বলো,—বলো তোমাদের কি বলার আছে।

হাল ॥ তুমি ঠিক করে বলো, কার কদর বেশী?

সকলে ॥ ···কার কদর বেশী?

মাঝি ॥ তোমাদের বাবা তোমাদের—

হাল ॥ আমাদের যদি আবার অপমান করা হয় তবে—

দাঁড়ের দল ॥ জোট বেঁধে কাজ বন্ধ করবো—

লগি ॥ ধম্মো ঘট করবো—

হাল ॥ কাজে ইস্তফা দেবো —দেখি তুমি নৌকো চালাও কি করে?

সকলে ॥ দেখি চালাও কি করে! —হুঁ—

মাঝি ॥ (একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বোঁ বোঁ করে দুপাক ঘুরে) কি বিপদ—কি বিপদ—কি বিপদ!!! শোন শোন বাবাবৃন্দ শোনো— (সকলে মাঝির দিকে এক সঙ্গে এক পা এগিয়ে যায়, মাঝি ঘুমন্ত পালের কাছ থেকে যতটুকু পারে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়)

সবাই ॥ বলো।

মাঝি ॥ (পাল যা'তে শুনতে না পায় এমনি ভাবে বলে) ওর কথায় কান দিওনা বাবারা।

সবাই ॥ বলছ, দেব না কিন্তু ও বলে কেন? —ওকে সাবধান করে দিও—

মাঝি ॥ দেব বইকি বাবা নিশ্চয়ই দেব। তোমরা কিন্তু ওর কথা শুনো না। বুঝলে না, ওর আছে কি? ও নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় কথা বলে।

সবাই ॥ বলো বলো তুমিই বলো।

মাঝি ॥ (পাল শুনছে কিনা আড় চোখে দেখে নেয়) তোমরাই তো আমার

আমি শক্তি। তোমরা জোয়ানরা সব মন্নি বাঁচি করে না খাটলে নৌকো তো একেবারে অচল। তোমরা খাটছ বলেই না আমরা বেঁচে আছি। তোমাদের দয়াতেই ওর যত বড় মানুষী। তোমাদের জন্যেই আমরা দুটো করে খাচ্ছি। ... তোমরাই আমার সব (আবার পালকে আড় চোখে নেয়) আমি ..আমি তোমাদের দিকেই বুঝলে কিনা। (চোখ টেপে)

সবাই ॥ বলো বলো তুমিই বলো।

মাঝি ॥ আর হতচ্ছাড়া চক্‌চকে চেক্‌নাই মারা চিকন্ পাল—ওর বাবুয়ানা তো তোমাদের জন্যেই,—ওর বাবুয়ানা, ফাঁকা বাবুয়ানা ওপর মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাবু। উপর থেকে নিচে নাববার জন্যে পরিত্রাহি চিৎকার সুরু করে দেবেন। ওনার জারিজুরি—ওনার বাবুয়ানা তখন সব বন্ধ। সাড়াই পাওয়া যায় না।

হাল ॥ তা হলে তুমি স্বীকার করছ আমাদের দরকার বেশী ?

মাঝি ॥ তা না করে যাই কোথায় বল ?

দাঁড়ের দল ॥ আমরা না হলে তোমরা অচল ?

মাঝি ॥ অচল বলে অচল ! যাকে বলে একেবারে অচল !

দাঁড়ের দল ॥ সত্যি বলছ ?

মাঝি ॥ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। একশ বার হাজার বার কোটি বার। দুখে-সুখে, বিপদে-আপদে, ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, হাটে-ঘাটে, মাঠে-বাটে—তোমরাই আমার ভরসা।

লগি ॥ (লগি উঁচিয়ে) ভুলবে না তো ? না কি আবার —

মাঝি ॥ (লাফিয়ে) বাপ্‌রে! ভুলতে পারি কখনো ?—পালের ঐ নবাবীর বোঝাটা যখন তখন তোমাদের বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়—এর জন্যে আমি কম লজ্জিত ! যাকে বলে লজ্জিত, দুঃখিত, ব্যথিত, মর্মাহত। কে বলে তোমাদের ছোটলোক !—

হাল ॥ (১ম দাঁড়কে) কি রে বলেছিলুম না—

১ম দাঁড ॥ (২য় দাঁড়কে)—বলেছিলুম না—

২য় দাঁড় ॥ (৩য় দাঁড়কে — বলেছিলুম না—

৩য় দাঁড ॥ (লগিকে)—বলেছিলুম না—

লগি ॥ আমিও তো বাপু, বলেছিলুম —

মাঝি ॥ যাও বাবা সকল। এখন যে যার কর্মে যাও —

হাল ॥ ধন্যবাদ মাঝি, সহানুভূতি জানানোর জন্যে তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ
(হাল দাঁড় ইত্যাদি প্রত্যেকে একযোগে একই ভাবে উদ্যত হাতিয়ার নামায়।)

হাল ॥ চলো চলো ভাই সব এখন কাজে চলো। (একজন আর একজনকে একই কথা 'রিলে' করার মতো করে ব'লে ছন্দে তালে বেরিয়ে যায়)

১ম দাঁড় ॥ (২য় কে) চলো চলো কাজে চলো —

২য় দাঁড় ॥ (৩য় কে) চলো চলো কাজে চলো —

৩য় দাঁড় ॥ (লগিকে) চলো চলো কাজে চলো —

লগি ॥ চলি কাজে চলি — (মাঝি ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, পরে পালের দিকে তাকিয়ে দেখে – পাল মৃদু মৃদু দুলছে। ঘুমন্ত)

মাঝি ॥ পাল আবার কথাগুলো শুনতে পায়নি তো? শুনতে পেলেই তো গেছি। আবার ঝামেলায় পড়তে হবে। নৌকা চালানো কি সোজা কাজরে বাবা। বড় ঝঞ্ঝাট! বড় ঝঞ্ঝাট! একে দেখলে ও চটে, আবার ওকে দেখলে এ বাঁকে! . নাঃ, মনে হয় তো শুনতে পায়নি। (দু হাত জোর করে তেল মাখাবার ভঙ্গী করে) যাই ওকে (পালকে দেখিয়ে) একটু "ইয়ে" করে আসি (পা টিপে টিপে মাঝি পালের কাছে এগিয়ে যায়। মোলায়েম স্বরে) পাল মশায়, পা—ল মশায়, পাল মশা—য়! (সাড়া না পেয়ে চিৎকার করে) বলি ও পাল মশাই।

পাল ॥ (পাল চম্‌কে লাফিয়ে ওঠে) এ্যা! ঘুমুইনি তো ঘুমুইনি তো—

মাঝি ॥ না না ঘুমোবে কেন? ঘুমোয় তো ছোটলোকেরা তুমি···তুমি নিদ্রা যাচ্ছিলে (জিভ কেটে) থুড়ি, ধ্যান করছিলে।

পাল ॥ কে, কর্ণধার দাদা!

মাঝি ॥ হ্যাঁ। বলি তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

পাল ॥ হচ্ছে না মানে? —আলবাৎ হচ্ছে। তোমার ঐ ছোটলোক দাঁড়-গুলো আমার ধ্যান ভাঙিয়েছে আমার সাধন-ভজনে ব্যাঘাৎ ঘটিয়েছে। আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছে। আর এ সব করতে উস্কানি দিয়েছে হাল। হালকে নাকি ওরা নেতা বানিয়েছে।

মাঝি ॥ সত্যি! তাহলে তো ওরা বড় অন্যায় করেছে। আমি ধমকে দেব। ধমকে না, আমি একেবারে···একেবারে চাল ভাজা করে দেব।

পাল ॥ না না ওসব চালভাজা টালভাজা নয়। ওদের তুমি তাড়াও কর্ণধার।

মাঝি ॥ হেঁ হেঁ হেঁ পাল মশাই, কার সঙ্গে কার তুলনা! আমি বলছি তুমি

ওদের কথা ধ'রো না। ওরা নিস্তেজ, নির্বুদ্ধি, নির্ধন, নিরলস, নির্বিরোধী, নিমপাতা—ওদের কথা তুমি ধ'রো না।

পাল ॥ ধরবো না? কি বলছো তুমি—?

মাঝি ॥ বলছিই তো, ওদের কথা তুমি কানে নিয়ো না। কে বলে তুমি নৌকো চালাও?—সে তো মজুরের কর্ম। ছ্যাঃ ছ্যা ওসব কি তোমার সাজে? তুমি চল আপন ফুর্তিতে। আর তোমার ইয়ার বক্সীরা চলে তোমার পিছনে পিছনে।

পাল ॥ তব্ ব্যাঃ! বলো বলো।

মাঝি ॥ বেশী কাজকর্ম তোমার আবার পোষায় না। পরিশ্রম-টরিশ্রম করবে ওই ওরা, ওই ছোটলোকেরা। তোমরা ভদ্রলোক, তোমাদের ওসব পোষাবে কেন? (স্বগতঃ) এদিক ওদিক দেখলে তোমরা আবার ঝুলে পড়ো!

পাল ॥ কি কি বল্লে? অ্যাঁ?

মাঝি ॥ না না না কিছু নয়—বলছিলাম কি তুমি ওই দাঁড়গুলোর ইতরামীতে কান দিয়ো না, এ্যাঁ? ওদের কথার মূল্য দেবার মত কি যোগ্য ওরা? এতে তো তোমার মর্যাদা হানি—কি ঠিক বলছি কিনা?

পাল ॥ তা তুমি যখন বলছো, ঠিক আছে, ওদের কথায় আর কান দেব না। তোমার কথাই রইলো। ওদের তুমি সামলে রেখো। নইলে ভালো হবে না কিন্তু বলে রাখছি। হ্যাঁ!

মাঝি। না না, কি যে বলো তুমি—সে কথা আর বলতে, ওদের আমি এমন কঠিন বাঁধনে বেঁধে রাখবো না যে, লাল রক্ত কালো করে ছাড়বো। হুঁ হুঁ বাবা কাজ না করে আর কোন উপায় থাকবে না।

পাল ॥ মনে থাকে যেন দাদা কর্ণধার! আমি পাল—শুভ্রবরণ পাল, মহান পাল, পাল বংশে আমার জন্ম,—মহীপাল,—ধীপাল,—দিকপাল,—রাজাপাল

লগি ॥ (হঠাৎ প্রবেশ ক'রে আচমকা ব'লেই প্রস্থান করে) আ-পাল!

পাল ॥ (হকচকিয়ে যায়, তারপর তাড়া করে লগিকে) কে কে কে র‍্যা-(রাগে তোতলায়) দে—দেখ্লে আমায় ব-বলে কিনা আ-আপাল? আমার আবার অপমান করলো ... আ-আমি রেগে যাচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ,! ... আমায় বলে কিনা আপাল।

মাঝি ॥ আ হা হা হা থামো থামো। রাগ করে না, ছিঃ। ওই ফক্কর কিচ্লে

কিরিঙ্কুস্ ছোঁড়াটা কি তোমার রাগের উপযুক্ত ?

পাল ॥ তাই বলে –

মাঝি ॥ আহা বলছি তো তুমি ওদের কথা ধ'রো না। ওদের আমি কঠিন শাস্তি দেবো। যাকে বলে কঠি-ই-ই-ইন্ শাস্তি দেব (গামছা নেড়ে ভানের ভঙ্গী করে) এখন তুমি বিশ্রাম করগে'।

পাল ॥ আবার বলছি মনে থাকে যেন।

মাঝি ॥ থাকবে থাকবে—খুব থাকবে

পাল ॥ আমি তবে যাচ্ছি—

মাঝি ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ এসো, বড় পরিশ্রম গেছে তোমার—

পাল ॥ হুঁ হুঁ আমি পাল – (গর্বিত পদক্ষেপে ডান দিকে প্রস্থান)

মাঝি ॥ (পালের প্রস্থান পথের দিকে তাকিয়ে কিছু পরে) পাল তো অহংকারে বুক ফুলিয়ে চলে গেল—কিন্তু সত্যি নৌকো কার জোরে চলে ? (আকাশের দিকে তাকায়। ঝড়ের আভাষ) এ দিকে আকাশের অবস্থা খারাপ, লক্ষণ ভালো নয়— ঝড় উঠতে পারে। এই ঝড়ের দিনে পাল কি তার নিজের চাল বজায় রাখতে পারবে ? আর ওই হাল লগি দাঁড়ের দল ! —ওদের মজবুত হাড়। এখন পড়ে আছে কাত হয়ে, যেন কত দুর্বল, কত অসহায়। কিন্তু কে জানে কখন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমোর। —তখন ধরা পড়বে যে, দাঁড়েই চালায় নৌকো—। ঝড় হোক ঝাপ্টা হোক, জোয়ার হোক, ভাটা হোক··· (বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিপুল বিক্রমে ঝড় উপস্থিত হয়)

মাঝি ॥ ওই, ওই এ'ল ঝড় ··· (ঝড়ের দাপটে মাঝি নিজেকে সামলাতে সামলাতে টলমল পদক্ষেপে দ্রুত প্রস্থান।

পাল ॥ (ঝড়ে বিপর্যস্ত পাল মঞ্চে দ্রুত প্রবেশ করে) ঝড়, ওই ঝড় আসে ··· ঝড় এলো ··· ঝড় এলো ... কোথা যাই .. বাঁচাও বাঁচাও···ও মা··· ও বাবা ··· ও দাদা ··· ও ভাই .. কোথা যাই ...। মাঝি ভাই .. ও মাঝি ভাই ··· কোথা গেলে ··· ও মাঝি ভাই ই-ই ··· আমায় নামা—ও .. (ঝড়ে সবকিছু বিপর্যস্ত হয়। পাল সারা মঞ্চ ছুটোছুটি করে অর্ধমৃত অবস্থায় প্রস্থান করে পালের সমস্ত ছুটোছুটিই পিছু হেঁটে, অর্থাৎ মুখ থাকবে সামনে, গতি হবে পিছনের দিকে। শূন্য মঞ্চে ঝড় আস্তে আস্তে কমে যায়, আলো ফুটে ওঠে পালের পতনে-দাঁড়-লগির দল দারুণ খুশী হয়ে নাচতে

নাচতে মঞ্চে প্রবেশ করে। নাচ ও গানের মাধ্যমে বিদ্রূপ করতে থাকে পালকে।) হাল ইত্যাদির গান :

বলি ও পাল মশাই —
ডুবেছে মানের বড়াই—
হ'ল যে মরণ-দশা-ই—
এখন তুমি পালাও কোথা ?
ভেবে তোমার কথা
লাগে প্রাণে ব্যথা ॥

(হাল-দাঁড় ইত্যাদি নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে প্রস্থান করে। পর মুহূর্তেই নৌকো সহ লগি, হাল, দাঁড়ের দল, পাল ও মাঝির প্রবেশ। প্রায় মৃত পাল ঘাড় লটকে আছে। ছেঁড়া পাল ঝুলছে। মাঝি ও পাল ছাড়া সবাই নৌকো নিয়ে তালে তালে গান গাইছে ও মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে। নৌকো এমন ভাবে সাজাতে হবে যে দেখলে মনে হয় নদীর বুকে সত্যাই একটি নৌকো ভেসে চলেছে। নৌকো অপর উইং দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্থান করার পর পর্দা পড়বে। পর্দা পড়ার আগে সমস্ত মঞ্চ আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। দিগন্তে নতুন সূর্যোদয়ের আভাস) ॥ দাঁড়ের দলের গান। ভৈরবী ॥

তালফেরতা : তেওড়া ও কাহারবা

ঘোর তুফানে
ঝড়ের দিনে
অচল তরী
মোদের বিনে ॥
দিনে রাতে
ঝঞ্ঝাবাতে
চলে তরী
মোদের হাতে ॥

[রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। নাট্য কাহিনীর সূত্র : রবীন্দ্রনাথের "বড়ো খবর"। নাটকটি অভিনয়ের আগে নাট্যকারের অনুমতি নেবেন। ঠিকানা : দেওয়ানজীর বাগান। চুঁচুড়া]

স্বর্গে সংস্কৃতি / রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

চরিত্র ॥ মহেশ্বর। নন্দী। ভৃঙ্গী। বিষ্ণু। নারদ। নাচে নৃত্য লাপ্পা বাবা নহবৎ তানপুরা খান। বকতিমে নন্দন পাল।

[নাটকের ঘোষণার পর পর্দা তোলার আগে মাইকে ঘোষণা চলবে। ঘোষণা চলাকালীন পর্দা খুলবে। দেখা যাবে মহেশ্বর বসে আছে একটা চৌকির ওপর। পাশে নন্দী গাঁজার কলকেতে গাঁজা প্রস্তুত করছে। মাঝে মাঝে "জয় বাবা তারকেশ্বরের শিব:" বলে চিৎকার করে উঠছে। শিব মাঝে মাঝে 'কল্যাণ হোক' বলে হাত তুলছে।]

ঘোষক ॥ বিশেষ ঘোষণা : বিশেষ ঘোষণা : বিশেষ ঘোষণা : স্বর্গ মর্ত্য-পাতালের অধিবাসীগণ শুনুন। আঃ গোলমাল করবে না। গোলমাল করলে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছ থেকে বর নিয়ে মাথার বেম্যাতলা কাটিয়ে দেব। তাহলে শুনছ, ভগবানের জীবেরা! হ্যাঁ, শুনছেন। আমাদের স্বর্গরাজ্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ হতে চলেছে। বৃদ্ধেরা কেবল শ্মশান জাগিয়ে বসে আছে। তরুণেরা সবাই ইয়াংকি কালচার মতে মর্ত্য আর পাতালে চাকরী নিয়ে চলে গেছে। পলাতক কলাবিদদের শূন্যস্থান পূরণের জন্য অনেক নতুন কর্মী নেওয়া হবে। সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক পদ ভর্ত্তি করার জন্যে প্রার্থী আহ্বান করা হয়েছে। দেবদৈত্য-দানব-মানব যারাই এ পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাদেরই এ পদে গ্রহণ করা হবে। আগে থাকতে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই সব কলাবিদদের পরীক্ষা গ্রহণ করবেন— ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। স্বর্গরাজ্যের আকাশবাণীতে যারা চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করেছো, তারা নন্দন কাননে উপস্থিত হও। —ঘোষণাটি এখানেই শেষ হল। ঘোষণা করলাম বীর হনুমান পিতা পবনদেব। আকাশবাণী, নন্দনকানন, স্বর্গরাজ্য।

নন্দী ॥ 'জয় বাবা তারকনাথ'। ওরা যে অনেকক্ষণ বসে আছে।

মহেশ্বর ॥ কে ? কারা বসে আছে, নন্দী ?

নন্দী ॥ আজ্ঞে, আকাশবানীতে নাচনেওয়ালা, গাইয়ে, নটবরদের নেওয়া হবে বলা হয়েছে যে।

মহেশ্বর ॥ দেখি, আর দুটো টান দিয়ে দি। (নন্দী কলকে দেয়। মহেশ্বর টান দেয়) এবার বল।

নন্দী ॥ বললাম তো। সেই সকাল থেকে অন্ততঃ পাঁচশবার বললাম তোমাকে।

মহেশ্বর ॥ বলেছিস্ বুঝি! তা ছিলিমটাতো বাবা এই এতক্ষণে পেলাম। বুদ্ধি কি খোলেরে এটা না হলে!

নন্দী ॥ কি করব! মা দুগ্যা তো এখন দুগ্যো পিতিমে হয়েছে। এবারতো মর্ত্ত থেকে এসে পর্যান্ত খালি কাঁপুনী আর জ্বর। উনি তো সংসারের কাজ-কম্ম কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

মহেশ্বর ॥ কেন! কেন!! দুগ্যোর হল কি?

নন্দী ॥ মর্ত্তে তো এখন সবটা কাপড় দেয় না। বুকে এক চিলতে আর কোমরে একখানা। তা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন মা কি মশাবে বাবা!! ম্যালোরী ধরেছে।

মহেশ্বর ॥ মানে ম্যালেরিয়া হয়েছে বলছিস্।

নন্দী ॥ তাছাড়া আর কি। কুইনিন না কি কিনে তো খাওয়ালাম। তা সেও নাকি ভেজাল।

মহেশ্বর ॥ বলিস কি রে

নন্দী ॥ ঘোড়ানিমপাতা বেটে কুইনিন বলে চালাচ্ছে।

মহেশ্বর ॥ তাহলে দুগ্যোর তো দুগ্যতির একশেষ। তা শুনেছি ওখানে বিধেন না কে যেন ম্যালেরিয়ার বংশ ধ্বংস করে ফেলেছিল।

নন্দী ॥ তোমার কি কিছু মনে থাকে না? সেটাতো অক্কা পেয়ে আমাদের এখেনে চলে এসেছে।

মহেশ্বর ॥ বটে বটে —বেটাকে নিয়ে এসেছিস তাহলে? বেশ করেছিস।

নন্দী ॥ সেবার যে সরস্বতীদি আলোচালের খিচুড়ী খেয়ে পেটখারাপ করল সেটা কোথায় মনে আছে?

মহেশ্বর ॥ বাবা যমে-দেবতায় টানাটানি। যম ব্যাটাতো পেয়াদাও পাঠিয়ে দিয়েছিল। মনে থাকবে না। ঐতো সল্ট লেকের কুডিহাত দুগ্যো পুজোয়।

নন্দী ॥ ঐ জায়গাটার যা কিছু ঐ বিধানবাবু করেছে। সেই ম্যালোরী তাড়িয়েছিল। ও এখানে আসার পর এ্যানোফিলিস মশাগুলো আবার বাংলায় ঢুকে পড়েছে।

মহেশ্বর ॥ তাহলে তো দুগ্যোকে আর মর্ত্তো পাঠান চলবে না, নন্দী।

নন্দী ॥ ঠেঙ্গিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে। নীলকণ্ঠগিরি ঘুচিয়ে দেবে। কৌপিন

কমণ্ডলু কেড়ে দিগম্বর বাবা করে ছাড়বে।

মহেশ্বর॥ হা—হা—হা। বড় ভাল বলিস নন্দী। দে একটা টান দি। (নন্দী দেয়। মহেশ্বর টান দেয়) হ্যাঁ, তাহলে বলছিস্, ওখানকার ছোঁড়াগুলো গুরুজন টুরুজন মানে না? আমাকেও হেনস্থা করতে ছাড়বে না?

নন্দী॥ দেবতাদের মানছে না তার আবার গুরুজন! তুমি তো আবার গাঁজা-খোর দেবতা।

মহেশ্বর॥ আমাদের মানবে না কি রকম? কতবড় বুকের পাটা করেছে যে আমাদের মানবে না?

নন্দী॥ এখন ওরা তোমাকে ভেঙচী কাটে গো!

মহেশ্বর॥ ভেঙচী কাটে।

নন্দী॥ তোমার অমন টলটলে মুখ বেঁকিয়ে তেবড়ে একেবারে তুমড়ে গেছে তোর দিকে বাবুদের নজর নই শুধু ভুঁড়ির কমপিটিশান চালাচ্ছে।

মহেশ্বর॥ এ্যাই নন্দী, ভুঁড়ি নিয়ে টিটকিরি দিলে, চাল খুলে নেব বলে দিচ্ছি।

নন্দী॥ আমি দিচ্ছি নাকি? যাও না নৈহাটীর অরবিন্দ রোডে। তোমার ভুঁড়িতে জালা পুরে মাটি মাখিয়ে ইয়া বড় করেছে।

মহেশ্বর॥ আঁ…কি বলিস্ রে

নন্দী॥ হকার্স কালীর মহাদেব তো একটা মদের পিপের মত শুয়ে ছিল।

মহেশ্বর॥ দু' এক কলকে গাঁজা দিলে আমি খুশী হতাম রে! শেষে মাটির জালা ঢুকিয়ে আমাকে মদের পিপে বানাচ্ছে? ওরে, একি হতচ্ছাড়াদের হাতে পড়েছি রে।

নন্দী॥ কোমরপাড়ার কোমরেরা তো এ সময় সব কাজ ভুলে খালি জালা তৈরী করতে লেগে আছে।

মহেশ্বর॥ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, নন্দী। তুই ভিরিঙ্গিকে ডাক।

নন্দী॥ ও আসতে পারবে না। ভিরিঙ্গি এখন যাচ্ছে আর আসছে!

মহেশ্বর॥ আসতে পারবে না যাচ্ছে আসছে—এসবের মানেটা কি?

নন্দী॥ পেট খারাপ। ভোগ খেয়ে ভোগান্ত হয়েছে।

মহেশ্বর॥ যাচ্ছে—আসছে আবার কি?

নন্দী॥ একটা লোটায় জল ভর্ত্তি করছে আর বাগানে ঢুকছে। আবার আসছে—আবার যাচ্ছে।

মহেশ্বর॥ তাহলে তো খুব ভাবনার কথা। (শিব চিন্তিত)

নন্দী ॥ কাতুদা আর সরুদিদি তো এবার ফিরল না।

মহেশ্বর ॥ কার্তিক-সরস্বতী কোথায় রইল ?

নন্দী ॥ মর্ত্তে থেকে গেল।

মহেশ্বর ॥ যে যা ইচ্ছে তাই করবে। মার অসুখ। ভিরিজিটা বাঁচবে কিনা সন্দেহ। আর তানারা বেড়াতে গেলেন।

নন্দী ॥ কাতুদা নাকি রকেশ খান্না হবে।

মহেশ্বর ॥ কি হবে ?

নন্দী ॥ সরুদিদি বললে, হে -মা আশানী না হতে পারলে সে রবীন্দ্র সরোবরে ডুবে মরবে

মহেশ্বর ॥ এসব কি বলছিস্ ? সরু—কেত্তোকে ডাক।

নন্দী ॥ সরুদিদি এখন স্যুটিং-এ।

মহেশ্বর ॥ কি টিং-এ ?

নন্দী ॥ 'প্যার আওর মহব্বৎ মুঝে পাগল বনা' বইতে হিরোয়িন সরুদিদি।

মহেশ্বর ॥ ওরে এসব যে খুব খারাপ কথা নন্দী

নন্দী ॥ ছবি উঠলে দেখতে যাব

মহেশ্বর ॥ ওর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আয়।

নন্দী ॥ আমি তো তোমার মত পাগল নই।

মহেশ্বর ॥ আমার হুকুম।

নন্দী ॥ নতুন হিরো অমিতাভ! তালগাছ সাইজ গাঁট্টা মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে। ওসব বলতে হয় গণেশদাদাকে বল।

মহেশ্বর ॥ গণেশও কি ঐ মুখ নিয়ে হিরো হয়েছে ?

নন্দী ॥ গণেশদার মুখ না থাকলেও কালোটাকা তো আছে !

মহেশ্বর ॥ আচ্ছা তা না হয় বলা যাবে তুই কেত্তোকে আনতে পারবি ?

নন্দী ॥ সেটা খুঁজে দেখব।

মহেশ্বর ॥ শিগ্‌গির একটান দিতে দে। আমার মন খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে ছেলেমেয়েগুলো বেলেল্লা হয়ে গেল (কলকে দেয়। মহেশ্বর টান দেয়) আঃ! যা কেত্তোকে নিয়ে আসবি। না আসতে চাইলে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে আসবি।

নন্দী ॥ তাহলে আমার হাড়গুলো কি আস্ত থাকবে ভাব ?

মহেশ্বর ॥ কেত্তো কি তোকে মারবে নাকি ?

নন্দী ॥ কেত্তোদা এখন ফিলিমস্টার। ওর কত ক্রোড়ে তা জান! গুরু গুরু করে ওকে সব সময় মাথায় নিয়ে নাচে। আমি মারতে গেলে আমার ছাল ছাড়িয়ে ডুগডুগি বানিয়ে বাজাবে না!

মহেশ্বর ॥ ওঃ! তাহলে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আয়।

নন্দী ॥ আমি বলব তুমি একটা ফিলিম করছ। নায়ক করবে কেত্তোদাকে—পেমেণ্ট টোয়েন্টি হোয়াইট এইট্টি ব্ল্যাক- ইক্বিকল টু ওয়ান ল্যাখ্।

মহেশ্বর ॥ কি -কি বললি হতভাগা?

নন্দী ॥ আরে বাবা তা ভিন্ন ও এপথ মড়াবে নাকি?

মহেশ্বর ॥ তাই বলে আমি বায়োস্কোপ করব!

নন্দী ॥ হ্যাঁ। তুমি কাহিনী-চিত্রনাট্য-সঙ্গীত-দৃশ্য-পরিচালনা করবে।

মহেশ্বর ॥ কেন মহেশ্বর বলে সব ছেঁদো কাজ করতে হবে নাকি?

নন্দী ॥ ছেঁদো কাজও নয়- ঝক্কিও কিছু নেই। গল্প-টল্প একটা চুরি করে লোকজনকে দিয়ে সব করিয়ে নিয়ে নিজের নামে ছবি করবে। শেষে সব পয়সা নিজের গ্যাঁটে ঢুকিয়ে শাপলাশ্রী হবে এটাই তো এখনকার মর্ত্তোর রেওয়াজ।

মহেশ্বর ॥ এসব শুনে আমার গা বমি-বমি করছে। তুই যা ভাল বুঝিস্ কর। যা এখুনি যা।

নন্দী ॥ তুমি তাহলে কাজটা সেরে ফেল।

মহেশ্বর ॥ আমার আবার কি কাজ?

নন্দী ॥ আকাশবাণীতে লোক নেওয়া হচ্ছে তার পরীক্ষা তোমাকে নিতে হবে।

মহেশ্বর ॥ সে নেব 'খন। আমাকে আগে ঘর সামলাতে দে।

নন্দী ॥ নেব 'খন কি গো! মর্ত থেকে পাতাল থেকে এসেছে পরীক্ষা দিতে। তুমি বলছ নেব 'খন!

মহেশ্বর ॥ ওখান থেকে স্বর্গরাজ্যে লোক আনতে হচ্ছে কেন?

নন্দী ॥ গাঁজা খাও আর ঘুমোও। স্বর্গ থেকে আকাশবাণীর শিল্পীরা সব মর্ত্ত্যে পালিয়েছে। মডার্ণ আর্ট নাকি মর্ত্ত্যে। তোমাদের এখানে সব গেঁইয়া হয়ে গেছে।

মহেশ্বর ॥ এ বলে কি! সবাই পাগল হল নাকি? আমার স্বর্গরাজ্য গেঁইয়া! মডার্ণ আর্ট এখন মর্ত্তে! সবাই স্বর্গরাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে মর্ত্ত্যে!

নন্দী ॥ তুমি ভাবতে থাক। ছিলিম রেখে গেলাম। যত পার খাও। জয় বাবা মহেশ্বরের জয় —জয় বাবা মহেশ্বরের জয়।

মহেশ্বর ॥ কেতো হারামজাদাকে আনতে না পারলে তোকে শূলে চাপাব জানবি।

নন্দী ॥ বেশ আমিও যেমন করে পারি নিয়ে আসব। (প্রস্থান)

মহেশ্বর ॥ যেমন করে হোক্ ধরে আনতেই হবে এসব কি শুনছি রে বাবা ! (পেট বাজিয়ে) জ্বালা পুরে দিয়েছে দুদিন বাদে জালা রেখে বলবে এই তো গাঁজাখোর শিব এসেছে কিচ্ছু বল না বলে ব্যাটারা যা নয় তাই করে বেড়াচ্ছে ! আর কটা দিন দেখব তারপর আবার রুদ্ররূপ ধরব। (নারদের প্রবেশ)

নারদ ॥ হরি হে দীনবন্ধু—পার কর বাবা।

মহেশ্বর ॥ যদি হরিই তোমাকে পার করে তাহলে তার কাছেই যাও আমার এখানে কি ইয়ারকি মারতে এসেছো শালা নারদ।

নারদ ॥ আহ—হা। শালা যদি সত্যিই হতুম। বানটার কি অবস্থাই না হত !

মহেশ্বর ॥ আবার ঠাট্টা-তামাসা করা হচ্ছে। তোমার নারদগিরি ঘুচিয়ে দেব জান ?

নারদ ॥ বোম্-বোম্ তারক বোম্ বোম্ বোম্ তারক বোম্। জয় বাবা তারকেশ্বরের জয়

মহেশ্বর ॥ বল কি বলার আছে ?

নারদ ॥ আমার একটা ক্যান্ডিডেট আছে মহেশদা।

মহেশ্বর ॥ তার মানে ?

নারদ ॥ তোমাকে বাপু বোঝাতে বড্ড সময় লাগে। দুনিয়ার হালচালের সংবাদ রাখনা, খালি গাঁজা খেয়ে—

মহেশ্বর ॥ আমি রাগলে কিন্তু চণ্ডাল —

নারদ ॥ না—না রাগবে কেন। (স্বগতঃ) শালা চটে গেলে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড করবে।

মহেশ্বর ॥ ফিস্ ফিস্ করে আবার কি আওড়াচ্ছ ?

নারদ ॥ যতই ভাল করি, নারদের বদনাম ঘুচবে না।

মহেশ্বর ॥ কি বলতে চাও তাই বল !

নারদ ॥ হয়েছে কি, আজ তো ইন্টারভ্যু। আমি অবশ্য বোর্ডে থাকছি। তা—

মহেশ্বর ॥ তা—কি ?

নারদ ॥ তুমি তো চেয়ারম্যান ! তার ওপর উজবুক !

মহেশ্বর ॥ মানে ?

নারদ ॥ না—না ! কথাটা তা নয়। মানে তুমি একটু সোজা সিধে মানুষ।

তাই বলছি—

মহেশ্বর ॥ আচ্ছা জ্বালালে তো ! কি বলতে চাও বলতো বাপু !

নারদ ॥ ঐ বক্তিমে নন্দন পাল আসছে তো !

মহেশ্বর ॥ সে শালা আবার কে ?

নারদ ॥ অমন করে চিৎকার করে শালা বোলনা !

মহেশ্বর ॥ কেন গলা কেটে নেবে নাকি ?

নারদ ॥ ঠিক তাই। হয় গলা কেটে দেবে। নয়ত হাত পা বেঁধে কচুরী পানার মধ্যে ঠেসে দেবে।

মহেশ্বর ॥ কি ? এতদূর সাহস তোর। নারদ তুই কি ভেবেছিস্ ভোলা মহেশ্বর মরে গেছে। কোন্ শালা বক্তিমে নন্দন পাল—

নারদ ॥ চুপ্—চুপ্। (ছুটে গিয়ে উইংসের পাশে দেখে) বক্তিমিয়ে গল্প করছে

মহেশ্বর ॥ কি ব্যাপার এত ভয় দেখাচ্ছ কেন ?

নারদ ॥ তোমাকে হারিয়ে আমরা বাঁচব কি করে বল !

মহেশ্বর ॥ কেন ? বক্তিমে নন্দন পাল কি মারাত্মক কিছু নাকি ?

নারদ ॥ তেষ্টায় জল চাইলে তেলাপোকা মারা বিষ মিশিয়ে দেয়, খিদে পেয়েছে বললে ভাতের সঙ্গে ইঁদুরের বিষ মাখিয়ে দেয়। আর—

মহেশ্বর ॥ (আতঙ্কে) আর থাক নারদ। তোমার কি বলার আছে বল !

নারদ ॥ প্রভু, আমাকে মর্ত্তে বাঁচিয়ে রেখেছে ঐ বক্তিমে মাস্তান।

মহেশ্বর ॥ মাস্তান !

নারদ ॥ যারা মর্ত্তে সবাইকে শাসায় তাদের বলে মস্তান। আর ওদের শিষ্যরা বলে গুরু।

মহেশ্বর ॥ বাঃ—বা—বা। তা তোমাকে এ বাঁচাচ্ছে কি ভাবে।

নারদ ॥ তা বাবা। আপনারা মর্ত্তে যাচ্ছেন আসছেন। একবার ছেড়ে বারবার মনসা থেকে আরম্ভ করে যম—ঘেঁটু পর্যন্ত আসর জাঁকিয়ে বসছে আমার বেলা কেউ দেখার নেই

মহেশ্বর ॥ তা তুমি তো খালি অকম্ম করতে আছ। কে তোমার পুজো করবে বল।

নারদ ॥ কাজে কাজেই আমারটা আমাকেই দেখতে হচ্ছে। আমি এইরকম কটা মস্তানকে ধরে আমার নাম প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি তারকবাবা !

মহেশ্বর ॥ হুঁ ! এর গুণপনা একটু শোনাও দেখি—

নারদ ॥ মর্ত্যে দশটা দল আছে। তাদের কেউ আজ রাজা কাল ফকির। যে রাজা হয় আমার বকতিমে নন্দন তখন সেই দলে ভিড়ে যায়। আর অন্য দলগুলোকে দাবড়ে ঠিক করে রাখে।

মহেশ্বর ॥ ওর দাবড়ানি সকলে সহ্য করবে কেন ?

নারদ ॥ না করলে তাকে কচুরীপানার মধ্যে ঠেসে দেবে।

মহেশ্বর ॥ এ্যাঁ !

নারদ ॥ হ্যাঁ !

মহেশ্বর ॥ বিচার নেই ?

নারদ ॥ তখন তো বক্তিমে নন্দন রাজার দলে। ওর তখন সাত খুন মাপ।

মহেশ্বর ॥ বুঝলাম ! কিন্তু সকলেইতো সেবা করবে বলে দল গড়েছে। যদি সবাই মিলেমিশে যায় !

নারদ ॥ তা তো হতে দেওয়া যায় না। ঐ বক্তিমের দলের তাহলে খেতে না পেয়ে খাবি খাবে যে !

মহেশ্বর ॥ বুঝেছি। ঝগড়া জীইয়ে রাখার জন্যেই বক্তিমের দল বেঁচে থাকছে।

নারদ ॥ তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়

মহেশ্বর ॥ (কলকে তুলে দম দেয়) কলকেটা ধরিয়ে দেবার লোক পর্যন্ত নেই।

নারদ ॥ তা নন্দী না হয় কেতোকে আনতে গেল। ভৃঙ্গীকে ডাক না !

মহেশ্বর ॥ সে নাকি যাচ্ছে আর আসছে।

নারদ ॥ সেটা আবার কি ?

মহেশ্বর ॥ বুঝবে না। তুমি যাও তো ছোঁড়াগুলোকে পরীক্ষা দিতে ডাকো।

নারদ ॥ বিষ্ণুটা তোমার কাছে আসবে নিশ্চয়ই ! ও ব্যাটারও ক্যাণ্ডিডেট আছে শুনলাম। শেষে আমারটাকেই না বাগড়া দেয়।

নারদ ॥ তা নন্দী না হয় কেতোকে আনতে গেল। ভৃঙ্গীকে ডাক না !

মহেশ্বর ॥ সে নাকি যাচ্ছে আর আসছে।

নারদ ॥ সেটা আবার কি ?

মহেশ্বর ॥ বুঝবে না ! তুমি যাও তো ছোঁড়াগুলোকে পরীক্ষা দিতে ডাকো।

নারদ ॥ বিষ্ণুটা তোমার কাছে আসবে নিশ্চয় ! ও ব্যাটারও ক্যাণ্ডিডেট আছে শুনলুম। শেষে আমারটাকেই না বাগড়া দেয়।

মহেশ্বর ॥ তোমরা না ইন্টারভ্যু বোর্ডের মেম্বার ? তোমরা কি বলে নিজেদের

লোককে পুশ কর!

নারদ ॥ আজকাল নিজেদের ঢাক নিজেকেই পেটাতে হয়। নিজের চরকায় নিজেকেই তেল দিতে হয় তারক বাবা।

মহেশ্বর ॥ এখেনে চুপটি করে বস। আমি না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যাবে না। (স্বগতঃ) তোমাদের জোচ্চুরি আমি ভাঙছি; তেল দেওয়া বার করছি। (প্রস্থান। নারদ একা দাঁড়িয়ে থাকে)

নারদ ॥ একি হ'ল রে বাবা! মহাদেব শেষে দৌড়োদৌড়ি করছে! কালে কালে দেখব কত। হরি হে—দীনবন্ধু! (বিষ্ণু কমণ্ডলুর জল গলায় ঢালতে ঢালতে আর 'আঃ' করতে করতে প্রবেশ করে) কি বাবা বিষ্ণুচরণ! ওটা যে ব্রহ্মার মনে হচ্ছে।

বিষ্ণু ॥ মনে হচ্ছে তো হচ্ছে! তা কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি!

নারদ ॥ তা ব্রহ্মাদাদু ব্যাপারটা জানে তো।

বিষ্ণু ॥ সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

নারদ ॥ না আমি বলছিলাম

বিষ্ণু ॥ এটা ব্রহ্মা আমাকে দিয়েছে।

নারদ ॥ ওতে কি আছে বিষ্ণু?

বিষ্ণু ॥ ব্রহ্মার পদধৌত বারি।

নারদ ॥ তোমার মত দেবতা কি শুধু বারি খাবে বাবা। বলনা ওটা কারণবারি!

বিষ্ণু ॥ অসভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যেওনা নারদ!

নারদ ॥ থাক্ ওসব কথা থাক। তা এখেনে কি মনে করে?

বিষ্ণু ॥ আজ স্বর্গরাজ্যের আকাশবাণীতে কলাপদ পূরণ হবে জান না!

নারদ ॥ কানাঘুষা শুনছিলাম বটে।

বিষ্ণু ॥ ফচকেমী করার জায়গা পাওনি শালা। তুই না ইণ্টারভ্যু বোর্ড-এর মেম্বার

নারদ ॥ সেটাও শুনেছি

বিষ্ণু ॥ খড়ম 'পটিয়ে লম্বা করে দেব জানিস্ ... আমার সঙ্গে ফিচ্লেমী হচ্ছে?

নারদ ॥ এখুনি ইণ্টারভ্যু হবে আর তুমি দাদা মাতাল হয়ে গেলে!

বিষ্ণু ॥ (এগোতে গিয়ে টলে পড়ে যেতে যেতে) কোন্ শালা বলেরে আমি মাতাল! তোকে স্বর্গ ছাড়া করব তা জানিস!

নারদ ॥ তোমার ক্যাণ্ডিডেট আছে তো!

বিষ্ণু॥ আমাকে—আমাকে তুই অপমান করছিস? ওঃ এ ভাবে বাঁচা যায়না।
(প্রায় কাঁদতে কাঁদতে) পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়।
ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সেকি ভোলা যায়।

নারদ॥ খেয়েছে রে! এ শালা আবার গানের ইন্টারভ্যু নেবে! ব্যাটা সুর গিলে খেয়েছে রে! এখন তো পালিয়ে বাঁচি। (প্রস্থান। বিষ্ণু টলতে টলতে গান গেয়েই চলে। কথা জড়ানো। কাঁদতে কাঁদতে আর ঢং করতে করতে বিষ্ণু গান গায়। এরই মধ্যে ভৃঙ্গী একটা একটা করে তিনটে জলচৌকি এনে তার ওপর আসন পাতবে। বিষ্ণু দেখতে পাবে শেষে)

বিষ্ণু॥ আয় আর একটি বার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয়।
মোরা সুখের দুখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তায়॥ —কে! কে এসেছ দেবতা!

ভৃঙ্গী॥ আজ্ঞে আমি ভৃঙ্গী।

বিষ্ণু॥ এস সখা প্রাণের ভেতর এস (কমণ্ডলু থেকে জল খায়)

ভৃঙ্গী॥ আজ্ঞে আমি ভৃঙ্গী মানে ভোলানাথের চ্যালা!

বিষ্ণু॥ আয় আর একটি বার, আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয় – (ভৃঙ্গীকে ধরতে যায়)

ভৃঙ্গী॥ আমাকে ছেড়ে দ্যান কত্তা আমার বড্ড ইয়ে হয়েছে।

বিষ্ণু॥ মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়। (হাত ধরে নাচতে নাচতে গায়)

ভৃঙ্গী॥ কত্তাগো! আমাকে বেশী নাড়াচাড়া করবেন না। আমার এখুনি পেয়ে যাবে।

বিষ্ণু॥ ওরে সখারে! তুই কি বুঝবি রে! ওরে এ যে কত ব্যাথা তা তোকে কেমন করে বলব রে!

ভৃঙ্গী॥ আমার নাচবার গাইবার শরীল নেই গো কত্তা।

বিষ্ণু॥ সখা তোমার এই হাল কেন! বল সখা বল! আমি যে আকুল হয়ে পাগল হয়ে তোমার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি।

ভৃঙ্গী॥ মার সঙ্গে পুজোয় হাওয়া বদলাতে মত্তে গেইছিনু। ওরে বাবা সে কি খিচুড়ী রে বাবা!

বিষ্ণু॥ কে তোমাকে খিচুনী দিয়েছে। সখা কে দিয়েছে ব্যাথা!

ভৃঙ্গী॥ খিচুনী নয় গো কত্তা। খিচুড়ী মাদাগাস্কার না বদাগস্কার থেকে

এনেছিল চাল। পেটে যেই সিঁদোল সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর আওয়াজ শুরু হল কত্তা। সে যেন বেন্দাবনকেও ভুলিয়ে দেয়।

বিষ্ণু॥ বাঁশী—আহা—হা! মদনমোহন! ওগো বংশীধর—!

বাজিয়ে বাঁশী গান গেয়েছি বকুলের তলায়।

ভৃঙ্গী॥ এই রে! আবার আমার চিরিক চিরিক মারছে রে! কত্তা গো!

বিষ্ণু॥ ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা, সেকি ভোলা যায়।

ভৃঙ্গী॥ এ কি বেপদ! বড় কত্তাকে বললাম মেডিকেল এর ছুটি না দাও, একটা দিন ক্যাজুয়েল ছুটি দাও। কে শোনে গরীবের কথা। ও বাবা আর পারব না গো কত্তা!

বিষ্ণু॥ (হঠাৎ ওর হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে) পুরাণো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়, ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা, সেকি ভোলা যায়; গাও বন্ধু—গাও সখা।

ভৃঙ্গী॥ ভুলবি কি রে হায়—ভুলবি কি রে হায়—ওঃ একি ভুলতে পারা যায় গো কত্তা। ভুলবি কি রে হায়। (এক হাত ছাড়িয়ে পেট চেপে ধরে)

বিষ্ণু॥ ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।

ভৃঙ্গী॥ সে কি ভোলা যায়—ওঃ মাগো—একি ভোলা যায়—বাপরে সেকি ভোলা যায়—না কত্তা—একি ভোলা যায়। ভোলানাথ গো এ ব্যথা ভুলতে পারব না। (হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়)

বিষ্ণু॥ হায় মাঝে হল ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়

আবার দেখা যদি হ'ল সখা প্রাণের মাঝে আয়।

প্রাণে মাঝে আয়—আয়—। (বিষ্ণু কাঁদ-কাঁদ স্বরে "প্রাণের মাঝে আয়"—করতে থাকে। প্রবেশ করে নহবৎ তানপুরা খান।)

নহবৎ তানপুরা খান॥ সেলাম—সেলাম—সেলাম আলেকম। (নবাবী সেলাম করে ঢোকে। হাতে একটি কুঁজো। তাতে লেখা VAT 69)

বিষ্ণু॥ আলেকুম সেলাম—আলেকুম সেলাম। তোমাকে কি ডেকেছি নহবৎ তানপুরা খান।

নহবৎ॥ না খোদাবন্দ্। আমি এসেছি আপনার শূণ্য ভাণ্ডার পূরণ করতে।

বিষ্ণু॥ এঁ্যা।

নহবৎ॥ আপনার পাত্রটা আমাকে দিন।

বিষ্ণু॥ ওঃ আচ্ছা-আচ্ছা! বেটা তোম আল্লা কি আচ্ছা খবরদস্ত পুত্র।

ঝুমকো হায় দেখেগা।

নহবৎ॥ (ঢালতে ঢালতে) থোড়া কোশিস্—আমাকে একটু দেখবেন স্যার!

বিষ্ণু॥ থোড়া নেহী—বেটা থোড়া নেহী। বহুৎ সী—বহুৎ দেখেগা!

নহবৎ॥ বিষ্ণুজী গোস্তাকী মাফ করবেন। ইয়ে সরাব খাস পর্তুগীজ মাল আছে। হালফিল গোয়া কি চীজ বাবু।

বিষ্ণু॥ বহুৎ খুব—বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ—বহুৎ—আচ্ছা খুব!

নহবৎ॥ সেলাম—সেলাম—আল্লাজী (সেলাম করতে করতে পেছনে হেঁটে চলে যায়)

বিষ্ণু॥ পিও—বেটা-জীও বহুৎ—পিও আওর জীও। যেতনা হি পিওগে ওতনা জীয়গে। আও পিও—আওর জীও, জীও আওর পিও, জীও পীও… পিও জীও … (বিষ্ণু কথাগুলো বলে আর নাচতে থাকে। প্রবেশ করে মহেশ্বর। তার হাতে একটা ছফুট ত্রিশূল মহেশ্বর এসে ত্রিশূল শব্দ করে ঠুকে রাখে। বিষ্ণু নেচেই চলে)

মহেশ্বর॥ সাবধান বিষ্ণু!

বিষ্ণু॥ (নাচতে নাচতে) পিও জীও—জীও পিও—(মহাদেবের কাছে গিয়ে আরতি করার মত হাত নাড়তে থাকে)

মহেশ্বর॥ বিষ্ণু দেখতে পাচ্ছ না, আমি কে?

বিষ্ণু॥ (থমকে দাঁড়ায়) দেবাদিদেব মহাদেব। (শুয়ে পড়ে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে)

মহেশ্বর॥ ওঠ! আসন গ্রহণ কর! (বিষ্ণু টলতে টলতে আসনে বসে। কমণ্ডলু থেকে জল পান করে।) ওটা আবার কি?

বিষ্ণু॥ ব্রহ্মার পাদস্পর্শ বারি!

মহেশ্বর॥ বুঝেছি। (কলকেয় টান দেয়) আজ আমাদের ওপর বিরাট দায়িত্ব! মহৎভাবে উদার হয়ে কাজ করতে না পারলে আকাশবাণীতে পাপ প্রবেশ করবে।

বিষ্ণু॥ খুব সজাগ থাকতে হবে।

মহেশ্বর॥ আমি খবর নিয়ে এলাম

বিষ্ণু॥ আপনিই তো সব প্রভু

মহেশ্বর॥ স্বর্গরাজ্যের আকাশবাণী থেকে নাকি সব শিল্পীরা মর্ত্যে বেটার চান্স পেয়ে চলে যাচ্ছে। এমনকি কেতোটা পর্যন্ত—

বিষ্ণু॥ কিচ্ছু ভাববেন না কেতোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

মহেশ্বর ॥ বিষ্ণু!

বিষ্ণু ॥ এ্যাঁ। ওঃ বড্ড ভুল হয়ে গেছে দাদা।

মহেশ্বর ॥ আমাদের আকাশবাণীতো ডুবতে বসেছে! তাই প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আর অমরত্বের লোভ দেখিয়ে লোক আনা হচ্ছে।

বিষ্ণু ॥ তা জানি--তা জানি। আমার নহবৎ তানপুরা খান তো সেই জন্যেই—।

মহেশ্বর ॥ কি হল কি বলছিলে যেন—

বিষ্ণু ॥ আজ কেন জানি না বড্ড ভুল হচ্ছে। (জল খায়)

মহেশ্বর ॥ ওঃ চুপ করে শোন।

বিষ্ণু ॥ বলুন!

মহেশ্বর ॥ গানে একটা লোক—নাচে একটা আর ঘোষক একজনকে নেওয়া হবে। তাদের ইন্টারভ্যু বোর্ডে তুমি আমি আর নারদ আছি।

বিষ্ণু ॥ আপনি চেয়ারম্যান থাকতে আমার আর কি বলার থাকতে পারে। তবে ঐ অকালকুষ্মাণ্ড নারদটা— ।

মহেশ্বর ॥ ব্যোম্—ব্যোম্। (কলকে টানে) খবরদার বিষ্ণু! বোর্ডের মেম্বারদের নামে কোন অভিযোগ করবে না।

বিষ্ণু ॥ তা'লে থাক্

মহেশ্বর ॥ হ্যাঁ থাক। মহৎ এবং উদার হও।

বিষ্ণু ॥ ওস্তাদ তানপুরা খান বিখ্যাত গুণী গায়ক বাবা!

মহেশ্বর ॥ পরীক্ষা নেবার সময় তার গুণের পরিচয় আমরা পাব।

বিষ্ণু ॥ পর্তুগাল থেকে আনা—

মহেশ্বর ॥ সেটা আবার কে?

বিষ্ণু ॥ মানে গোয়া থেকে একেবারে খাঁটি সরেস—

মহেশ্বর ॥ তোমার কি খুব বেশী নেশা হায়ছে বিষ্ণু!

বিষ্ণু ॥ না দেবাদিদেব! আমার আজ যেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে!

মহেশ্বর ॥ ভৃঙ্গী। (ভৃঙ্গীর প্রবেশ) নারদ কোথায়?

ভৃঙ্গী ॥ খপর দিয়ে এসেছি। তিনি সেজেগুজে আসছেন।

মহেশ্বর ॥ সেজেগুজে? ওকি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে?

ভৃঙ্গী ॥ আজ্ঞে দেখলাম উনি পায়ে আতোর ঢালছেন। আর একজন মেয়েম সুখ ওনার জামা গিলে করে দিচ্ছে।

বিষ্ণু ॥ ব্যাটার চরিত্তির কি হয়েছে দেখুন বাবা! (নারদের প্রবেশ। গিলে

করা পাঞ্জাবী। কোঁচান ধুতি পরনে)

নারদ ॥ তোর মতন তো অন্ধকারে গিলে করা পাঞ্জাবী পরে বে-পাড়ার যাইনা! যা করি তা সামনা সামনি করি।

বিষ্ণু ॥ বকাসুর অঘাসুর বধের কথা মনে আছে? বেশী বাড়াবাড়ি করলে ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলব নারদ!

নারদ ॥ ঐ ভাঙিয়ে তো চালাচ্ছিস্! আর কিছু করার মুরোদ তোর আছে? মনে আছে, এবার তোর মূর্ত্তি গড়েছিল নারকোল ছোবড়া দিয়ে। ঐ ছোবড়ার গদা দিয়ে পারলি কিছু করতে? এখানে যত কটর ফটর এখেনে বসে!

বিষ্ণু ॥ তবে রে ব্যাটা ঝগরুটে দেবতা।

নারদ ॥ কর না—কি করবি কি? (দুজনে উঠে এগোয় আর পেছোয়। মহেশ্বর কলকেতে ঘন ঘন টান দিয়ে চিৎকার করে ওঠে)

মহেশ্বর ॥ ব্যোম্ ব্যোম্। তোমরা দুজন দুটো আসনে বস। ভৃঙ্গী প্রথমে নাচেনেবালাকে ডাক। (মহেশ্বরের কথা মত সকলে কাজ করে।)

বিষ্ণু ॥ এত অপমান সয়ে বাঁচা যায় না বাবা।

নারদ ॥ সব সময় ভয়ে ভয়ে জীবন কাটান দুঃসাধ্য বাবা তারকেশ্বর।

মহেশ্বর ॥ শোন এখন থেকে মাঝে মাঝে মায়াপুরেশ্বর বলেও আমাকে সম্বোধন করবে। আমি এখন মায়াপুরেও মাঝে মাঝে যাচ্ছি।

বিষ্ণু ॥ দু' জায়গায় কেন আসন পাতলেন বাবা!

মহেশ্বর ॥ বোম্—বোম্। মর্ত্তে বেটারা ত্রিকোণ ফিকোণ কি সব চালাচ্ছে। তবু লোক বেড়েই চলেছে। আবার ভেকটামি না ভেদবমি তাও চলছে। সব ভেজাল। এত করেও হাসপাতালে পোয়া'ত মেয়েদের থাকতে দিতে না পেরে মাঠে খাটিয়া পেতে দিচ্ছে।

বিষ্ণু ॥ আমিও সব শুনেছি।

নারদ ॥ তুমিও কটার জন্যে দায়ী তা তো বললে না বিষ্ণুচরণ!

বিষ্ণু ॥ এবার আর ছেড়ে কথা বলা চলে না বাবা!

মহেশ্বর ॥ আঃ। এত লোককে সন্তুষ্ট করতে হলে এক জায়গায় থাকলে চলবে কি করে। তাই মায়াপুরেও যাচ্ছি।

নারদ ॥ বাবার মহিমা!

মহেশ্বর ॥ বোম্! বোম্!! (দূর থেকে তবলার চাঁটি ও নাচের বোলের মুখে আওয়াজ আসতে থাকে)

নেপথ্য ॥ ধিন তাক্ তাকে ধিন—ধিন—ধিন—ধিন তাকে তাক্।

মহেশ্বর ॥ কে যেন লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে নারদ!

নারদ ॥ আর্টিস্ আসছে বাবা!

বিষ্ণু ॥ শিল্পী রেওয়াজ করতে করতে আসছে।

নেপথ্য ॥ ধা কেটে তাক্ ধুম্ কেটে তাক্ থেতা কান। (হনুমানের মত লাফিয়ে প্রবেশ করে নাচেনেবালা। নাচের ভঙ্গীতে কথা বলে। এদেশী আধুনিক নাচের সঙ্গে বিদেশী বক নাচের সংমিশ্রণ। মাঝে মাঝে হনুমানের মত লাফ দেবে)

মহেশ্বর ॥ তুমি কে বাবা!

লারে ॥ আমার নাম লারে নৃত্য লাপ্পা বাবা।

বিষ্ণু ॥ বাঃ—বাঃ!

নারদ ॥ ছিঃ—ছিঃ

মহেশ্বর ॥ লারে নেত্য লাপ্পা বাবা, তোমার অভিজ্ঞতা কিছু জানাতে হবে যে। (ইংরেজী সুর নকল করে। বাইরে থেকে তবলার দুম্ দুম্ আওয়াজ পাওয়া যাবে সেই সঙ্গে লারে ইংরেজী সুরে পা ফেলে নাচবে)

লারে ॥ লা—লা—লা—ঘড়া—ঘড়া—ঘড়া—ঘড়া—ঘড়া
—লা—লা—লা। আই লব ইউ—ও সুইটি আনারকলি—
কাম মাই বুকে—লা—লা—লা—

বিষ্ণু ॥ আহা—হা!

নারদ ॥ শালা—লা—শা—লা—আ—আ।

লারে ॥ লা—লা—লা!

মহেশ্বর ॥ এটাতো সনাতন নাচ নয় লাপ্পা বাবা!

লারে ॥ বোম্বাই নাচ। মানে একটু ফবেন টাচ না থাকলে লোককে দেওয়া যায় না। তবে আরও আছে, সেটা দেখাই আগে তবে তো বোম্বাই নাচের মহিমা বুঝবেন!

মহেশ্বর ॥ আর লাগবে না থাক্।

বিষ্ণু ॥ না—না! চলুক—চলুক!

মহেশ্বর ॥ এ্যাঁ!!

বিষ্ণু ॥ (জল খেয়ে) আর একটু দেখাক বাবা।

মহেশ্বর ॥ (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) আচ্ছা তাহলে দেখো।

লারে ॥ হৈই—হৈই—হাই—হাই—দেই—দেই—হাউ—হাউ
নেরে তবে কাউ—কাউ! (লারে লাপ্‌পা ধরণের কোমর বেঁকিয়ে, পা টেনে টেনে নাচতে থাকে)

ওরে জগারে—ওরে জগারে !!
কেলো মাধারে—কেলো মাধারে—
মেরেছিস্—মেরেছিস্ কলসীর কাণা
তাই বলে কি প্রেম দেব নারে—রে—এ—এ!
তাক—তাক—ধিন—ধিন—

মহেশ্বর ॥ থাম হে লাপ্‌পা বাবা! এবার থামাও নইলে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুলে পড়ে যাবে।

লারে ॥ কি যে বলেন বাবা, বুড়ো শিব! স্যুটিং-এ একটা শট্ নিতে একটানা তিন ঘণ্টা নেচেই চ'লি। আমি তো ব্যাটাছেলে, মেয়েছেলে হয়ে সরস্বতী নাচুনেবালীর পর্যন্ত এতটুকু ক্লান্তি লাগে না।

মহেশ্বর ॥ সেটা আবার কে?

লারে ॥ সরস্বতী নাচুনেবালীর খবর স্বর্গে আসেনি? আপনার এখানকার ফিল্ম রিপোর্টাররা অপদার্থ। ঠিক আছে আমি একশটা করে 'আকন্দ-লোক' পাঠাবার ব্যবস্থা করবো—আমিই তাহলে চাকরীটা পাচ্ছি?

মহেশ্বর ॥ রসো, রসো—তা আকন্দ লোকটা কে লাপ্‌পা বাবা!

লারে ॥ আকন্দ লোকের নাম না শুনলে আমাদের মর্ত্তে তার ফাঁসীর হুকুম হয়। এখন তো 'ছিঃ ছিঃ নে-মা জগৎ', 'সোজারথ', 'কলকল্লোল', 'ছিঃ ছিঃ নে এডি ভেনাস' কেউ পড়তেই চায় না। সবাই বলে, 'আকন্দভোগ' লাগাও।

মহেশ্বর ॥ বিষ্ণু শুনছ কথা!

বিষ্ণু ॥ বড়ই সুখের কথা! বড় মজার গল্প! দিনে দিনে কালকেতুর মত এরা বেড়ে চলেছে। আর আমরা—! (কেঁদে ফেলে) আমরা কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি, পেছিয়ে যাচ্ছি তারক বাবা!

মহেশ্বর ॥ থাক্—থাক্। কাঁদতে হবেনা। বোম্ বোম্ !!

নারদ ॥ একেবারে আউট হয়ে গেছে, মায়াপুরেশ্বর!

মহেশ্বর ॥ তোমার ভক্তির তুলনা হয় না নারদ।

লারে ॥ কলকেত্তারটা দেখবেন নাকি?

মহেশ্বর ॥ আর দরকার নেই। তুমি বাবা এখন এসো—

বিষ্ণু ॥ না! আর একটু! আমার যে কি ভাল লাগছে বাবা!

নারদ ॥ এ শালাই বোধ হয় চোলাই যুগিয়েছে তোকে!

মহেশ্বর ॥ তাহলে কলকেতাটাও দেখাও বাবা লাপ্‌পা বাবা!

লারে ॥ কলকেত্তা এখনও খুব মডার্ণ হতে পারেনি।

বিষ্ণু ॥ কি? কি বললে?

লারে ॥ মানে পুরোপুরি হয়নি। এখনো চেষ্টা চলেছে। সুটোর মধ্যে চলেছে যেমন ধরুন -

দিম্ দিম্ দিম্ দিম্ তা না—না—না দিম্ তা না—
দিম্ তানা দিম্ তানা দিম্ দিম্ দিম্ তা—না না না
জগৎ জুড়ে ভালোবাসা—আ—আ।
সোনাই আমার ভালবাসা—আ—আ।
সোনাই ভালোবাসে—দিদীর মত ভালোবাসে—এ—এ—এ
দিম তানা থুন না থুন না থুন থুন থুন থুন না না না।
রূপের ঐ রোশনী তোমার···ধিন—ধিন—ধিন।

মহেশ্বর ॥ এযে সব বেসুরো চালাচ্ছে বিষ্ণু।

বিষ্ণু ॥ কিন্তু শুনতে বড্ড ভাল লাগছে।

নারদ ॥ একি কথা! নিয়ম মানবে না।

লারে ॥ না!

মহেশ্বর ॥ এঁ্যা!

লারে ॥ একে বলে পাঞ্চ! মানে সব মেশান আছে। দিশি বিলিতী—এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা—আফ্রিকা!

মহেশ্বর ॥ আফ্রিকা!

লারে ॥ (বর্শা নিয়ে জংলীদের এগোনোর ভঙ্গী করে)

হাইলা—হাইলা -হাইলা,
কন্দরে—কন্দরে - কন্দরে।
হুপ্—হুপ্—হুপ্ (হনুমানের মত লাফ)
জন্দ—জন্দ—লন্দ—লন্দ।
বুড় কাশে—বুড় কাশে—হা—হাঃ।
হিঃ—হিঃ—হাঃ—হাঃ।
হুপ্—হুপ্—হুপ্।

মহেশ্বর ॥ এবার তুমি যাও।

লারে ॥ কিন্তু রেজাল্টটা ?

মহেশ্বর ॥ বাইরে বস। সব হয়ে গেলে ফল জানতে পারবে।

লারে ॥ তাহলে ঠাকুর এখন কি—

বিষ্ণু ॥ বাবা যখন বলছেন তখন বাইরে অপেক্ষা করতে হবে।

লারে ॥ নমস্তে—ফিরভি মিলেঙ্গী। (প্রস্থান)

মহেশ্বর ॥ ওঃ লাপ্পা বাবার নাচের দমকে আমার নাড়ী ভুঁড়ী পর্যন্ত ওঠা-নামা করছিল।

নারদ ॥ দেখলেন তো বাবা। বিষ্ণুর কাণ্ডটা দেখলেন

বিষ্ণু ॥ তুমি শালা কলাশিল্পের কি বোঝ। চিরকাল তো নারদ নারদ খ্যাংরা কাঠি বাজিয়ে বাজার মাৎ করে এলে।

নারদ ॥ শালা বেতালের পাগলামি তারিফ করে বলে ও নাকি শিল্পের সমঝদার !

মহেশ্বর ॥ ভৃঙ্গী—ঈ—ঈ—ডু নন্দকে পাঠিয়ে দে। (বকতিমে নন্দন পালের প্রবেশ। ওর হাতে একটা টিনের চোঙা। চোঙা দিয়ে কথা বলার সময় বকতিমে ফুঁ দিয়ে দেখে নেয়)

বকতিমে ॥ মশাইদের কাণ্ডকারখানাটা কি বলুন তো।

মহেশ্বর ॥ তোমার কথা তো বুঝতে পারছি না।

বকতিমে ॥ ন্যাকা। সেই সাত সকালে ডেকে পাঠিয়েছেন। আর এখন সন্ধ্যে হতে চলল ! এক কাপ চা দেবার ভদ্রতাটাও শেখেন নি যত সব গাঁজাখোরের দল।

মহেশ্বর ॥ এঁ্যা, আমায় বলছ না কি ?

বকতিমে ॥ ভেতর ভেতর ব্লাডারও চলছে বোধ হয় ?

বিষ্ণু ॥ (কমণ্ডলু লুকিয়ে) বাবা তারকনাথ, আমাকে বলছে নাকি।

বকতিমে ॥ আমাদের কি জানোয়ার ভাব নাকি।

নারদ ॥ কথাটা ভাববার বৈকি !

মহেশ্বর ॥ যাক্‌গে, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এখন না হয়—

বকতিমে ॥ কি হয়ে গেছে ? আমার ধনিয়াটার লিভার পেকে টুসটুস্ করছে। সেটা সকাল থেকে লাইনে বসে আছে।

বিষ্ণু ॥ ধনিয়া ! সেটা আবার কে ?

বকতিমে ॥ ভাবী অবতার হয়েছ ! ধনিয়া আমার রাইট হ্যাণ্ড—

মহেশ্বর॥ তাহলে তুমি সকাল থেকে আসনি!

বকতিমে॥ আমি সব মালেদের চিনি। দেবতা বলে কি কিছু ভাল ঠাওরাব নাকি? সে যাই হোক, প্রক্সি দিতে তো লোক পাঠিয়েছি সাত সকালে—তা আপনাদের আক্কেলটা কি শুনি?

বিষ্ণু॥ তুমি পরীক্ষা দিতে এসেছ না পরীক্ষা নিতে এসেছ?

বকতিমে॥ আরে এ তো দেখছি আমার ওপরে কথা বলে যাচ্ছে। নারদদা এই কি সেই বিষ্ণু ব্যাটা নাকি?

বিষ্ণু॥ কি? কি বললি আমায়!

বকতিমে॥ চোপ রও! কতকগুলো মানুষকে ডেকে এখন পাঁয়তারা হচ্ছে। খুপরী খুলে নেব বেশী রঙবাজী করলে!

বিষ্ণু॥ বাবা তারকনাথ।

মহেশ্বর॥ ত্যাখ বাবা ইয়ে—

বকতিমে॥ জনমিতা বকতিমে নন্দন পাল!

মহেশ্বর॥ হ্যাঁ বকতিমে! বলছিলাম কি মানে—আরও দেরী হলে, পরে যারা আছে তাদের তো অবস্থা—

বকতিমে॥ এটা খুব বিজ্ঞের মত কথা বটে! তা ঠিক আছে যারা অপেক্ষা করছে তাদের চা—কেক পাঠিয়ে দিন।

মহেশ্বর॥ অবশ্যই। ওবে ভৃঙ্গী। ভৃঙ্গী কানে কথা যাচ্ছে! (ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী॥ এখনও একটু একটু যাচ্ছে। কি বলবে বল!

মহেশ্বর॥ যারা ইণ্টারভ্যু দিতে এসেছে তাদের সকলকে চা কেক দিয়ে আয়।

ভৃঙ্গী॥ চা চিনি ছাড়া খেতে হবে। রেশনে দু-হপ্তা ধরে ডিউ স্লিপ দিচ্ছে।

বিষ্ণু॥ চিনি ছাড়াই তাড়াতাড়ি দে!

ভৃঙ্গী॥ গুঁড়ো দুধ হাওয়া লেগে জমে গেছে।

মহেশ্বর॥ দুধ ছাড়া দিগে যা হারামজাদা। কেকটা ঠিকমত দিবি!

ভৃঙ্গী॥ বাজারে পাঁউরুটি উধাও। কেক কোথায় পাব?

মহেশ্বর॥ শুকনো রুটিও কি পাবিনা?

ভৃঙ্গী॥ মাঠানের ম্যালোরী, রুটি সেঁকুবে কে?

বকতিমে॥ এবার কথা বললেই ধোলাই খাবি হারামজাদা।

ভৃঙ্গী॥ এসব কি আমার দোষ নাকি? আমাকে আপনি মারার কে?

বকতিমে॥ শালা নেই নেই বলে চিৎকার করলেই ঠ্যাঙানী দেব। এসব আমি

সহ্য করতে পারিনা।

ভৃঙ্গী॥ নেই, তাও বলতে পারব না!

বকতিমে॥ না! নেই বলা চলবে না। পেলে খাবি না পেলে খাবি না। নেই বলেছ কি— (মারতে যায়) শালা, রোজ রোজ এত উপদেশ-টুপদেশ দেওয়া হচ্ছে তাতে পেট ভরে না? —দু-মুঠো ভাত—আড়াই খানা রুটির এতই লালসা? দেশপ্রেম বলে তোদের কি কিছুই নেই রে?

ভৃঙ্গী। বুঝেছি—বুঝেছি। বলব না—আমায় ছেড়ে দিন—আমার বেগ আসছে —নেই কখনও বলব না। (বকতিমে ছেড়ে দেয়। ভৃঙ্গী ছুট দেয়)

বকতিমে॥ খালি নেই নেই আর নেই। এখেনে এসেও নিস্তার নেই শালা! যতসব ইয়ে—কি হল সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছ কি? কি জিজ্ঞেস করবে কর। চাকরী না দিলে টেংরী ভেঙে দেব।

মহেশ্বর॥ তোমাকে নারদ প্রশ্ন করবে বাবা বকতিমে!

বকতিমে॥ নারদদা তবু তোমাদের মধ্যে একটু ভাল মাল। বল নারদদা কি বলবে বল!

নারদ॥ তোমাকে পরীক্ষা করার তো কিছু নেই। তবু নিয়ম রক্ষে করার জন্যে কিছু বলতে হবে। তা তুমি তোমার অঞ্চলে কি করে শান্তিরক্ষা করছ বলি!

বকতিমে॥ (মুখে চোঙা লাগিয়ে) বন্ধুগণ, দু-বছর আগে আমিই আপনাদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি, ঐ শালাদের জন্যে। ঐ শালারা আমাদের দয়ায় এল। আর এসেই আমাদের অধিকার—মৌলিক অধিকার-টধিকার লাটে তুলে দিল! বলে কিনা এখন দেশ গড়ার কাজে হাত লাগাও! আপনারাই বলুন সপ্তাহে দু-দশটা লাশই যদি ফেলতে না পারি, দু-চার ডজন মেয়েকে বেইজ্জত করতে না পারি তাহলে কি নিয়ে থাকি আমরা? বাপের পয়সায় মাল খাব বলে কি ও শালাদের মদত দিয়েছিলুম! তা শালাদের সতীপনার খেসারৎ ঝাড়ে-বংশে আদায় করে নিলুম। আবার পাইপগান-পেটো নিয়ে নেমে পড়লুম— (একটু থেমে) আজ ওদের বিপক্ষ পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। আমি চাই আপনারা এদের ভালোবাসুন—দেশে শান্তি আনুন—মারামারি কাটাকাটি বন্ধ করুন—ও শালাদের হয়ে কেউ কথা বলতে এলে কচুরীপানায় ব্যাটাকে ঠেসে দিন। ওদের মিছিল মিটিং বকতিমে সব নিকেশ করে দিন। বলুন—জয় মর্ত্তামাতা কি জয়। —অসুর শক্তি জিন্দাবাদ—

নারদ॥ বাঃ বাঃ! কি কণ্ঠ—কি মডুলেশন—কি সুন্দর বাচন ভঙ্গী। বকতিমে

তোমার কথা সবাই মেনে নিল ?

বকতিমে ॥ তাই কি শোনে শালারা ! লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে ভেবেছেন !

নারদ ॥ একটুখানি সেইটা শুনিয়ে তুমি বাইরে অপেক্ষা কর।

বকতিমে ॥ আমার ভাল কথায় কাজ হচ্ছে না দেখে আমি ক্ষেপে গেলাম। বললাম—বন্ধুগণ—আমি ভাল কথা অনেক বলেছি। এবার শালা আমি ক্ষেপে গেছি। জানেন তো ক্ষেপে গেলে আমি শালা নারদের বাচ্ছা, সব করতে পারি। যদি খুপরী বাঁচাতে চান তাহলে সারেণ্ডার কর। নইলে শালা আমি রেগে যাব। রাগলে আমি বাপের কুপুত্তুর। (চিৎকার) কোন শালা ঠাকুরপাড়া লেনে দো পেঁয়াজী চালাচ্ছে। সবার নাম আমার মুঠোর মধ্যে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসব বন্ধ না হলে আমি খুপরী ভেঙে দেব। কোন শালা তখন দেখতে আসবে না। মর্ত্ত্য মাতার নাম করে বলছি—শান্তি—শান্তি—শান্তি। —আবার বলছি সব পেটো আর P. G. আজ রাতের মধ্যে আমার অফিসে জমা দিলে সব শালাকে ক্ষমা ঘেন্না করে দেব। নইলে কোন শালা ছাত্তর কলেজে যেতে পাববে না, কোন শালা মাষ্টার পড়াতে পাববে না, কোন শালা হারামী চাকুরে অফিসে যেতে পারবে না। সব শালা কান খাড়া কবে চোখ খোলা রেখে শুনলে। এর এদিক ওদিক হলে ঘিলু দিয়ে বড়া করে খাব। মর্ত্ত্যমাতা জিন্দাবাদ—শান্তি—শান্তি—শান্তি চাই—খুনের বদলা খুন চাই— (স্লোগান দিতে দিতে বকতিমে নন্দন চলে যায়। দেখা যায় বিষ্ণু ঢুলছে। মহেশ্বর কলকেতে জোর টান দিচ্ছে)

নারদ ॥ খাসা ! খাসা ছেলে বকতিমে !

মহেশ্বর ॥ পরেরটাকে ডাকতে বল !

নারদ ॥ ভৃঙ্গী তো চা করতে—

মহেশ্বর ॥ চিৎকার করে নাম ধরে ডাক।

নারদ ॥ নাম তো জানিনা তারক বাবা !

মহেশ্বর ॥ বিষ্ণু জানে।

নারদ ॥ ওহে—ওহে শুনছ ! (বিষ্ণু ধড়মড় করে উঠে পড়ে চিৎকার শুরু করে)

বিষ্ণু ॥ কি—কি—হয়েছে কি ? অমন করে চমকে দেবার কি আছে ?

নারদ॥ ঐ গানবালার নাম কি মহেশ্বর জিজ্ঞেস করছেন।

বিষ্ণু ॥ বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ নহবৎ তানপুরা খান বাহাদুর।

নারদ ॥ (চিৎকার করে) ওস্তাদ—নহবৎ তানপুরা খান—ওস্তাদ নহবৎ তান-

পুরা খান—ওস্তাদ—(তানপুরা খানের প্রবেশ)

নহবৎ ॥ বদলতা হ্যায় রঙ, ইনকিলাব আ রহা হ্যায়

বদলতা হ্যায় রঙ, ইনকিলাব আ রহা হ্যায়।

যো কমসিন থা উসপর।

বিষ্ণু ॥ আহা—হা! বহুৎ খুব—বহুৎ খুব। জিতে রহো বেটা—জিতে রহো!

মহেশ্বর ॥ আঃ বিষ্ণু! আগে সব কিছু জানতে দাও!

নারদ ॥ সব ব্যাপারেই হ্যা—হ্যাকরেই আছে বিষ্ণুটা।

নহবৎ ॥ না না না না এমন করে দাগা দিয়ে সরে থেকো না,

আমায় নিয়ে খেলা করো তুমি ওগো নিঠুর বড়ো।

দোহাই তোমার আমায় তুমি বিষচোখে চেয়ে দেখোনা,

না না না না অমন করে—।

মহেশ্বর ॥ কি ব্যাপার এ যে গেয়েই চলেছে বিষ্ণু।

বিষ্ণু ॥ গায়ক—মানে শিল্পী—মানে কোকিল—(মুখে কোকিলের মত কুহু কুহু ডাক দিতে থাকে।)

মহেশ্বর ॥ আমাকে কি তোমরা সবাই মিলে অপমান করতে চাও বিষ্ণু!

বিষ্ণু ॥ (পায়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে) দেবাদিদেব মহাদেব—বাবা তারকনাথ—আমাদের রক্ষাকর্তা মহেশ্বর / না না না না অমন করে দাগা দিয়ে কথা বোল না।

নারদ ॥ বাইরের লোকের সামনে এসব কি অসভ্যতা হচ্ছে শুনি। বাবার একটা মান সম্মান আছে তো—নাকি!

বিষ্ণু ॥ (নিজের জায়গায় বসে) বাবা আমায় ভুল বুঝলেন। (ক্রন্দন)

মহেশ্বর ॥ না না তোমাকে আমি ভুল বুঝিনি বিষ্ণু। তুমি বড্ড ছ্যাবলামি করছ। একটু গম্ভীর হও। একটু টেনে নাও।

বিষ্ণু ॥ (কমণ্ডলু থেকে পান করতে করতে) বাবার ইচ্ছাই পুরণ হ'ক!

মহেশ্বর ॥ হ্যাঁ হে ছোকরা। তোমার তো দেখছি চলানে গান বেশ আসে। তা একটু ভাবে বিভোর হয়ে গান গাইতে পার না!

নহবৎ ॥ ভাবে বিভোর মানে?

নারদ ॥ বুঝলে না! ভাবে বিভোর মানে ভাবে বিভোর! মানে তুমি এখন এ জগতে নেই। মানে তুমি এখানে নেই।

মহেশ্বর ॥ অথচ আছ। ভাব জগতে বিচরণ করেও এখানকার সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান নিয়ে গান রচনা করতে হবে।

নারদ ॥ মানে ভাবও হবে আবার সমাজ সংস্কারও হবে। কি বিড় বিড় করছ হে। আমাদের কথা বুঝছ কিছু।

নহবৎ ॥ এখানে থেকেও নেই। ভাব থাকবে—আবার সমাজও থাকবে। মানে—

বিষ্ণু ॥ নহবৎ বাওবা! আমি কেমন ভাব বিভোর হয়ে আছি দেখতে পাচ্ছ না।

নহবৎ ॥ পাচ্ছি—পাচ্ছি বিষ্ণুদা!

এই বিপিনবাবুর কারণ সুধা,
মেটায় জ্বালা মেটায় ক্ষুধা
এ বুঝাল পদা—।
মরা মানুষ বাঁচিয়ে তোলে— (বিষ্ণু টলতে টলতে উঠে গান জুড়ে দেয়)

বিষ্ণু ॥ এমনি যে তার যাদু

দুজনে ॥ বিপিনবাবুর কারণ সুধা—

নহবৎ ॥ বিধি তোমার আদালতে এ বা কেমন রায়
দোষীরা সব কেটে পড়ে, বোকা সাজা পায়

দুজনে ॥ ও দাদা বোকা সাজা পায়, ও দাদু বোকা সাজা পায়।

মহেশ্বর ॥ (চিৎকার) থাম থাম বলছি তোমরা। (সকলে থতমত খেয়ে দাঁড়ায়)

বিষ্ণু ॥ আমিও পরীক্ষা নিচ্ছি। কারো মাতব্বরি সহ্য করতে পারব না। চালাও নহবৎ—। চালাও—চালাও—

মহেশ্বর ॥ খবরদার! আমাকে রাগিয়ে দিও না!

বিষ্ণু ॥ ভারী মহেশ্বরগিরি দেখাচ্ছ শালা।

মহেশ্বর ॥ কি কি বললে?

নারদ ॥ বাবা ঠাণ্ডা হোন্!

মহেশ্বর ॥ কিসের ঠাণ্ডা। শালা আমায় বলে মাতব্বর! স্বর্গে সংস্কৃতি ডুবিয়ে ছাড়ছে। আবার শালা চোখ রাঙাচ্ছে।

বিষ্ণু ॥ তুমি শালা সংস্কৃতির কি বোঝ হে! গাঁজায় দম দিয়ে তো বুঁদ হয়ে বসে থাক।

মহেশ্বর ॥ ভিরিংগী—ভিরিংগী—বোলাও সেনাপতিকে। শালাকে এ্যারেষ্ট কর এই মুহূর্তে

নারদ ॥ বিষ্ণু পানদোষে এমন করছে। আপনি শান্ত হন বাবা।

মহেশ্বর ॥ বাবা টাবা নাহি মাংতা। এই শালা ভিরিংগী। (ভৃঙ্গী প্রবেশ করে পেট চেপে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে।)

ভৃঙ্গী ॥ বাবা—বাবাগো !

মহেশ্বর ॥ বোলাও সেনাপতি কার্ত্তিককে। পাকড়াও কর বিষ্ণুকে।

বিষ্ণু ॥ তার আগে সব জ্বালিয়ে দেব। ব্যাটা ছাইমাখা আস্তাকুঁড়ের ভণ্ড সাধু!

মহেশ্বর ॥ তুই দাঁড়িয়ে দেখছিস কি ?

ভৃঙ্গী ॥ কার্ত্তিক দাদাতো— !

মহেশ্বর ॥ কি তো—তো করছিস ! বোলাও শালাকে—

ভৃঙ্গী ॥ আজ্ঞে তিনি তো কেবেননি—

মহেশ্বর ॥ ওঃ ব্যাটা ফিলিম্ একটার হয়েছে, সরস্বতী হিরোইন হইয়াছে—ঠিক আছে, ঠিক আছে ! আমি শালা যদি বাপ হই তো ওদেরই একদিন কি আমারই একদিন—সব শালাকে শিক্ষে দিয়ে দেব। (ভৃঙ্গীর প্রস্থান)

বিষ্ণু ॥ চলে এসো মর্ত্ত্যের ভায়েরা। লড়াই করে স্বর্গের আকাশবাণী দখল কর। মান্ধাতা আমলের প্যানপেনে গান আর বরদাস্ত চলবে না। রক্ত গরম কর, রক্ত ফোটাও—

মহেশ্বর ॥ খণ্ড খণ্ড করব। আব একান্ন পীঠ নয়। এবার করব লাখ লাখ পীঠ। ত্রিশূল শক্তি ধব। জয় ত্রিশূলের জয় ! (মহাদেব রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়ায়। সঙ্গীতে ঝন-ঝন আওয়াজ আসে)

বিষ্ণু ॥ বাঁচাও ! বাঁচাও !! আমাদেব নয়া সংস্কৃতিকে বাঁচাও মর্ত্ত্যভায়েরা। (মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে নাচ শুরু করে) নহবৎ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দাও। গান ধর নহবৎ। (নহবৎ ও বিষ্ণু মাতালের মত টলতে টলতে গান ধরে। প্রবেশ করে বকতিয়ে ও লাপ্পাবাবা। ওবাও ওদের সঙ্গে যোগ দেয়)

সকলে ॥ ভাল করে বাঁচতে চাওয়া ওদের চোখে দোষ।
ওদের গাড়ী টানতে গিয়ে হলাম গরু মোষ।

নারদ ॥ (নারদ পা টিপে টিপে প্রস্থান করে) এমতাবস্থায় পণ্ডিতেরা বলেন—যঃ পলায়তে স জীবতে।

মহেশ্বর ॥ নয়া সংস্কৃতি ধ্বংশ করতে ত্রিশূলের ঘায়ে খণ্ড খণ্ড করব সকলকে—আবার রুদ্ররূপ ধরেছি। লক্ষ লক্ষ পীঠ তৈরী হবে এবার।

সকলে ॥ আজ যে রাজা কাল সে ফকির বরাতের কি খেল
জিততে হলে দাবার চালে, পায়ে মাখাও তেল।

মহেশ্বর ॥ বোম্—বোম্—তারকবাবা—বোম্—বোম্—
স্বর্গে নয়া সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রুখছি—রুখবো - (মহেশ্বর ত্রিশূল নিয়ে নাচতে থাকে। পেছনে সকলে টলে টলে গেয়ে চলে) ॥ য ব নি কা ॥

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৮৭৬—১৯১৬)

[এই সংখ্যাটির প্রকাশনায় হরীন্দ্রনাথ দত্তের সর্বাত্মক সহযোগিতা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। —সম্পাদক]

HE WAS THE NAPOLEON OF THE INDIAN STAGE' : SISIRKUMAR

'অমরেন্দ্রনাথ নটের ব্যবসায় করিতেন বটে, কিন্তু সে ব্যবসায়কে স্বীয় প্রতিভাবলে সমুজ্জ্বল ও বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন'।

—সাপ্তাহিক বসুমতী।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

জীবনপঞ্জী (১৮৭৬-১৯১৬)

১৮৭৬ ॥ ১লা এপ্রিল, শনিবার রাত্রি ৮টায় মাতুলালয়ে (বোসপাড়া। বাগবাজার) অমরেন্দ্রনাথের জন্ম।

১৮৮৫ ॥ চোরবাগানের স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠভ্যাস শুরু।

১৮৮৮ ॥ আনন্দ লেনের কটন স্কুল ও পরে মেট্রোপলিটান ইনস্‌টিটিউশনে শিক্ষালাভ।

১৮৮৮ ॥ ২৫ শে মে স্টার থিয়েটারে 'নসীরাম' দেখিয়া ভবিষ্যতে অভিনেতা হইবার উদগ্র বাসনা।

১৮৮৯ ॥ নাট্যানুরাগ 'দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি'-তে পরিণত।

১৮৮৯ ॥ ৯ জুলাই : পিতা দ্বারকানাথ দত্তের মৃত্যু। পঠন-পাঠনে ইস্তফা। র‍্যালির বাড়ীর হেড ক্যাশিয়ার পদে নিযুক্ত।

১৮৯০ ॥ ত্র্যঙ্ক গীতিনাট্য 'উষা' রচনা। প্রকাশকাল ১ মার্চ ১৮৯৩।

১৮৯১ ॥ ৩০ জুলাই (১৫ই শ্রাবণ ১২৯৭) স্বনামখ্যাত জয়নারায়ণ মিত্রের পৌত্রী হেমনলিনীর সহিত বিবাহ।

১৮৯২ ॥ মিউনিসিপ্যাল কমিশনার পদপ্রার্থী অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষের সমর্থনে (রায় পশুপতিনাথ বসু ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বিপক্ষে) ব্যঙ্গ কবিতা রচনা।

১৮৯৩ ॥ ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৫ই ফাল্গুন ১২৯৯) পুত্র সন্তান লাভ। (সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত — ডাক.নাম নসীরাম বা নসু)

১৮৯৪ ॥ 'চারটি গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ' 'মানকুঞ্জ' গীতিনাট্য রচনা ও প্রকাশনা ('শ্রীরাধা' নামে পরবর্তীকালে ক্লাসিকে অভিনীত)।

১৮৯৪ ॥ ৮ই সেপ্টেম্বর ষ্টারে 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রথম রজনীতে তারাসুন্দরীর অভিনয় দর্শন। নভেম্বরে পৈতৃক বসত বাটী ত্যাগ ও বাগমারীতে (পৈতৃক) বাগানবাড়ীতে অবস্থান। সেখানে 'ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠা

১৮৯৫-৯৬ ॥ কবিতা রচনা। জন্মভূমিতে 'সংশয়' ও 'তারা' প্রকাশিত। 'রঙ্গালয়ের মুখপত্র স্বরূপ' একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প। গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদনার ভার গ্রহণের অনুরোধ। গিরিশচন্দ্র রাজী। সৌরভ-এর প্রথম সংখ্যা ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত। সহকারী সম্পাদক, প্রকাশক ও কার্যাধ্যক্ষ—অমরেন্দ্রনাথ। শোভাবাজার রাজবাটীতে পত্রিকার কার্যালয়। তৃতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়। এই তিন মাসে অমরেন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের খতিয়ান : উপন্যাস—১, নক্সা—১, ব্যক্তিগত জীবনী—১, প্রবন্ধ—৩, কবিতা—২।

১৮৯৫ ॥ ২৫শে সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব কর্তৃক করিন্থিয়ান থিয়েটারে পলাশীর যুদ্ধ (নবীনচন্দ্র সেন)-এর তৃতীয় অভিনয়। প্রথম অভিনয় এমারেল্ডে, দ্বিতীয় অভিনয় মিনার্ভায়। উল্লেখ্য, মিনার্ভার অভিনয় রজনীতে অমরেন্দ্রনাথ প্রথম মঞ্চে আবির্ভূত হন। এমারেল্ডে অভিনয় রজনীতে তিনি অভিনয় করেন নি।

১৮৯৭ ॥ ১৬ই এপ্রিল এমারেল্ডে (৬৮ বিডন স্ট্রীট) ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা। নাটক : নল-দময়ন্তী ও বেল্লিকবাজার। ১লা মে—গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' প্রথম অভিনীত হয়। ব্যবসায়িক সাফল্য না আনলেও দর্শক আকর্ষণ করে। ৯ জুন বুধবার-এ অভিনয় সুরু। নাটক : বুদ্ধদেব। ২০শে নভেম্বর 'আলিবাবা'-র (ক্ষীরোদপ্রসাদ) প্রথম অভিনয়। অভাবনীয় ব্যবসায়িক সাফল্য।

১৮৯৮ ॥ ২০শে ফেব্রুয়ারী ক্লাসিক মঞ্চে বাংলা থিয়েটারে প্রথম 'বেনিফিট নাইট' প্রবর্তন। অভিনীত নাটক : আলিবাবা ও কাজের খতম। বহু দর্শক টিকিট না পেয়ে নিরাশ হয়। ১৯শে মার্চ দোললীলার সঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফ (চলচ্চিত্র) প্রদর্শন। মে মাসে প্লেগের ভয়াবহ প্রকোপে সকল থিয়েটার অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ—অমরেন্দ্রনাথ জনগণের মনোবল অটুট রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ণ উদ্যমে অভিনয় চালালেন। আপন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ প্লেগ রোগীর সেবায় তৎপর, অসংখ্য পরিবারকে আর্থিক ও কায়িক সাহায্যের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। মানবতাবোধের এক উজ্জ্বল ও বিরল দৃষ্টান্ত। ১৯শে নভেম্বর বায়োগ্রাফ প্রদর্শন।

১৮৯৯ ॥ ১৫ই ফেব্রুয়ারী নৃপেন্দ্র বসুর বেনিফিট নাইট। নাটক—বিবাদ। ৪ঠা মার্চ মিউনিসিপ্যাল এজিটেশান ফাণ্ডের সাহায্যকল্পে 'হরিরাজ' ও 'দোললীলা' অভিনয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর যুগান্তকারী প্রযোজনা 'ভ্রমর' (বঙ্কিমচন্দ্র) মঞ্চস্থ হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত অভিনেতৃবর্গের উদ্দেশ্যে বেনিফিট নাইট-এর আয়োজন। অভিনেতৃদের জন্য বোনাস প্রথার প্রবর্তন। নাটক—আলিবাবা ও চোরের ওপর বাটপাড়ি। ২৬শে নভেম্বর থেকে প্রখ্যাত গুণীজনদের থিয়েটারে নিমন্ত্রণ করার রেওয়াজ বিস্তার করেন।

১৯০০ ॥ ২রা মার্চ ইণ্ডিয়ান রিলিফ ফাণ্ডের সাহায্যকল্পে 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'আবু হোসেন' অভিনয়। ২২ মে ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা কর্তৃক 'গ্যারিক অফ্ বেঙ্গলী স্টেজ' আখ্যায় সম্মানিত।

১৯০১ ॥ ১লা মার্চ 'রঙ্গালয়' পত্রিকা প্রকাশ। ১০ই ডিসেম্বর পদস্থ রাজপুরুষদের থিয়েটারে আগমন। ৯ই ফেব্রুয়ারী হীরালাল সেনের সহযোগিতায় প্রথম ভারতীয় শিল্পী অভিনীত নাটকের দৃশ্যাংশ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন (ক্লাসিক থিয়েটারের মঞ্চসফল প্রযোজনাগুলির নির্বাচিত অংশ। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এই মঞ্চে যে বায়স্কোপ প্রদর্শিত হয় তা সম্পূর্ণ-ই বিদেশী বিষয়বস্তু ও বিদেশে চলচ্চিত্রায়িত)।

১৯০২ ॥ ২রা ফেব্রুয়ারী অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক বাংলা থিয়েটারে 'ম্যাটিনী' শো-এর প্রবর্তন। অভিনীত নাটক—ভ্রমর। ৯ই ফেব্রুয়ারী নাট্যশালার উন্নতিকল্পে অসীম আত্মত্যাগের স্বীকৃতিতে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক অমরেন্দ্রনাথকে স্বর্ণপদক উপহার। দর্শকরাও ঐদিন তাঁদের প্রিয় অভিনেতাকে 'মানপত্র' দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন। এই বছরেই ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার প্রণীত লর্ড গৌরাঙ্গের অনুকরণে 'লাট গৌরাঙ্গ' নামে সামাজিক পঞ্চরং অভিনয় শুরু করেন। দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে পুলিশের আদেশক্রমে নাটকের নাম পরিবর্তন করিয়া 'ভক্ত বিটুলে' রাখা হয়। মতিলাল ঘোষ ও অগ্রজ হীরেন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে সাত রাত্রি অভিনয়ের পর অমরেন্দ্র নাথ উক্ত নাটক অভিনয় স্থগিত রাখেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় ১৯০২-এর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে অমৃতবাজারের

সম্পাদক শিশিরকুমারের সহিত নাট্যজগতের মনোমালিন্য চলিতেছিল।

১৯০৩॥ ২৭শে জানুয়ারী থেকে দুপুর ১২ টার শো'-এর প্রবর্তন। ১০ই মে ৩ বছরের জন্য মিনার্ভার লীজ গ্রহণ। ৭ই নভেম্বর সাড়ম্বরে উদ্বোধন। নাটক—'রঘুবীর'।

১৯০৪॥ ১লা ফেব্রুয়ারী 'মিনার্ভা সম্প্রদায়'-এর আমন্ত্রণমূলক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা যাত্রা। এক মাস পরে প্রত্যাবর্তন। ১৫ দিন পরে ক্লাসিক থিয়েটার সম্প্রদায় সহ আবার ঢাকায় অভিনয়। দর্শক সমাদরে ধন্য।

১৯০৪। ২৭শে জুলাই চুনিলাল দেব প্রমুখের অকর্মণ্যতার কারণে ৫০,০০০ টাকা লোকসান হওয়ায় বাকী দুই বছরের লীজ (মিনার্ভার) মনোমোহন পাঁড়েকে হস্তান্তর।

১৯০৫॥ ২রা এপ্রিল স্বত্বাধিকারীরূপে ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। অভিনীত নাটক : হাবধাজ, সোনার স্বপন, শ্রীকৃষ্ণ ও বায়স্কোপ।

১৯০৫॥ ৬ই মে হ্যারিসন রোডের কার্জন রঙ্গমঞ্চে 'গ্রাণ্ড থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা। অভিনীত নাটক : পৃথ্বীরাজ (মনোমোহন গোস্বামী)। ৯ই আগষ্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণার অব্যবহিত পরে 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত) অভিনীত হয়। সেপ্টেম্বরে ৫০০ টাকা বেতনে ক্লাসিকের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ

১৯০৬॥ আবার কার্জন রঙ্গমঞ্চে প্রত্যাবর্তন ও 'নিউ ক্লাসিক'-এর প্রতিষ্ঠা। ৪ঠা আগষ্ট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'কুন্দ' (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত) অভিনীত। অসুস্থতা। নিউ ক্লাসিক বন্ধ (১০ই নভেম্বর)। থিয়েটার হইতে অবসর গ্রহণ ও জীবন-মরণ সংগ্রাম। চাকুরী গ্রহণ করিতে বোম্বাই গমন।

১৯০৭॥ বোম্বাই থেকে প্রত্যাবর্তন। ১৮ই মে স্টারে এসিসট্যান্ট ম্যানেজারের পদ গ্রহণ। জুলাই মাসে মিনার্ভার অধ্যক্ষ।

১৯০৮॥ পুনরায় স্টারে চাকুরী গ্রহণ।

১৯১০॥ বঙ্গীয় নাট্যশালাসমূহের একমাত্র মুখপত্র মাসিক (সচিত্র) 'নাট্য-মন্দির'-এর প্রকাশনা। জুলাই-এ প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম দুই সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

১৯১১॥ বেঙ্গল স্টেজের জমির মালিক অনাথনাথ দেবকে দিয়ে পুরাতন বেঙ্গল থিঃ ভাঙ্গাইয়া ঐ জমিতে নতুন থিয়েটার বাড়ী নির্মাণ করাইয়া সেখানে

১৭ই জুন গ্রেট ন্যাশনালের প্রতিষ্ঠা করেন অমরেন্দ্রনাথ। অভিনীত নাটক 'জীবনে-মরণে' ও 'আহা মরি'। এই সময় বহিরাগত দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের সুবিধার্থে অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রজনীতে ২৫ টাকা জরিমানা দিয়া সারারাত্র ব্যাপী অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ১১ই নভেম্বর অমরেন্দ্রনাথ স্টারের বারো আনার মলিক হইলেন। তাঁর স্বত্বাধিকারিত্বে প্রথম নাটক 'সৎসঙ্গ'।

১৯১৩ ॥ ১৩ই মে পত্নীবিয়োগ। দামোদরের প্রবল বন্যায় বর্দ্ধমান জেলার বহুলাংশে প্লাবিত হলে বন্ধুবান্ধব-সহকর্মী সহ অমরেন্দ্রনাথ নৌকায় খাদ্যসম্ভার ও বস্ত্র নিয়ে বন্যার্তদের ত্রাণকার্যে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। ২৬শে সেপ্টেম্বর বন্যাত্রাণ ফাণ্ডে সাহায্যকল্পে অভিনয়- চাঁদবিবি, বায়স্কোপ, প্রফেসার চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্যকৌতুক, কিসমিস ও নির্বাচিত গীত।

১৯১৪ ॥ ১০ই জুলাই 'থিয়েটার' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

১৯১৫ ॥ ১২ই ডিসেম্বর স্টারে অসুস্থ শরীরে 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজেব-এর ভূমিকায় অভিনয়কালে তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্তির আগেই রক্তবমন। শেষ অভিনয়।

১৯১৬ ॥ ৬ই জানুয়ারী রাত্রি ৪-১০ মিনিটে মাত্র ৪০ বছর বয়সে হাতীবাগানের বাড়ীতে জীবনাবসান।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনীত ও প্রযোজিত নাটক

(অভিনয়ের তারিখ ও ভূমিকা সহ)

১৮৯৫ (?) মিনার্ভা মঞ্চে ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব পলাশীর যুদ্ধ — সিরাজ

২২ সেপ্টেম্বর কোরিন্থিয়ান মঞ্চে ইঃ ড্রাঃ ক্লাব পলাশীর যুদ্ধ — সিরাজ

(?) বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে ইঃ ড্রাঃ ক্লাব বিষাদ — অলর্ক

এমারেল্ড মঞ্চে ক্লাসিক থিয়েটার (অমরেন্দ্রনাথ লিজ নিয়েছেন)

১৮৯৭ ১৬ এপ্রিল   নল দময়ন্তী — নল

"   বেল্লিকবাজার — দোকড়ি

	১৭ এপ্রিল	লক্ষণ বর্জন — লক্ষণ
	”	পলাশীর যুদ্ধ — সিরাজ
	১৮ এপ্রিল	দক্ষযজ্ঞ — মহাদেব
	২৪ এপ্রিল	বিবাহ বিভ্রাট —
	২৫ এপ্রিল	তরুবালা — অখিল
	১ মে	হারানিধি — অঘোর
	৯ মে	চাঁদার ফুল
	২৩ মে	বিল্বমঙ্গল — বিল্বমঙ্গল
	২৯ মে	দেবী চৌধুরাণী — ব্রজেশ্বর
	২১ জুন	হরিরাজ — হরিরাজ
	৩০ জুন	বুদ্ধদেব — বুদ্ধদেব
	২৪ জুলাই	রাজা ও রাণী — বিক্রমদেব
	৫ সেপ্টেম্বর	পূর্ণচন্দ্র — পূর্ণচন্দ্র
	২০ নভেম্বর	আলিবাবা — হুসেন
	২৫ ডিসেম্বর	কাঞ্চন গতম — মতিলাল
১৮৯৮	৮ জানুয়ারী	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস — বৃহন্নলা
	৫ মার্চ	দোললীলা — ×
	১৬ মার্চ	আলাদিন ×
	২৩ এপ্রিল	জনা — প্রবীর
	৩০ এপ্রিল	রাজভক্তি — ×
	১৬ জুলাই	মেঘনাদ বধ — মেঘনাদ
	৩০ জুলাই	মুকুল মুঞ্জরা — বরুণচাঁদ
	৯ আগষ্ট	ধ্রুবচরিত্র — উত্তানপাদ
	২৭ আগষ্ট	প্রফুল্ল — ভজহরি
	৭ সেপ্টেম্বর	আবুহোসেন — ×
	২৪ সেপ্টেম্বর	ইন্দিরা — উপেন্দ্র
	২২ অক্টোবর	মঞ্চে প্রফেসার ব্যানার্জীর সার্কাস (বাঘের খেলা)
	৫ নভেম্বর	কমলে কামিনী —
	২৪ ডিসেম্বর	নির্মলা — কিশোর
১৮৯৯	৪ ফেব্রুয়ারী	বিবাদ — অলর্ক

১২ ফেব্রুয়ারী — রাজবাহাদুর — ×
৮ মার্চ — সীতার বনবাস — লক্ষণ
১৮ ” — প্রফুল্ল — যোগেশ
২৫ ” — দশরথের মৃগয়া বা সিন্ধুবধ — দশরথ
১৯ এপ্রিল — চোরের উপর বাটপাড়ি — ×
১৩ মে — চক্ষুদান — ×
১০ জুন — জেলদার — গহন
১৫ জুলাই — করমেতিবাই — আলোক
২৬ আগষ্ট — শ্রীকৃষ্ণ — ×
১৬ সেপ্টেম্বর — ভ্রমর — গোবিন্দলাল
১৫ নভেম্বর — প্রফেসার বোসাকোভ'স্কি'র (রাশিয়া) ম্যাজিক
১৮ ” — ম্যাকবেথ — ম্যাকবেথ
২৫ ” — পলাশীর যুদ্ধ — মোহনলাল
৬ ডিসেম্বর — (মিস ড্যাগমায়ারের অগ্নিনৃত্য)

১৯০০ ১ জানুয়ারী — মজা — হরিহর
১৭ ফেব্রুয়ারী — পাণ্ডবগৌরব — ভীম
২৬ মে — দুটি প্রাণ — সুন্দর
৩০ জুন — সীতারাম — সীতারাম
২৫ আগষ্ট — সোনার স্বপন — বিভোর। থিয়েটার — গুণেন
১৬ সেপ্টেম্বর — ছবি — ×
১৪ অক্টোবর — সধবার একাদশী — নিমাইচাঁদ
৩১ ” — বৃষকেতু — ×
১১ নভেম্বর — সরলা — বিধুভূষণ

১৯০১ ১ জানুয়ারী — চাবুক — প্রিয়লাল
২০ ” — অশ্রুধারা — ১ম ভারতসন্তান
১৬ মার্চ — রাম নির্বাসন — রাম
১৩ এপ্রিল — সধবার একাদশী — অটল
২০ ” — মনের মতন — কাউলফ
১ জুন — কপালকুণ্ডলা — নবকুমার
২৭ জুলাই — মৃণালিনী — হেমচন্দ্র

	৭ আগষ্ট	জনা — শ্রীকৃষ্ণ
	১৭ "	রাবণবধ — রাবণ
	৩১ আগষ্ট	গুপ্তকথা — অর্দ্ধচন্দ্র
	৭ সেপ্টেম্বর	দক্ষযজ্ঞ — দক্ষ
	১৪ "	চৈতন্যলীলা — মাধাই/কলি (পরবর্তী কালে)
	২৮ "	অভিশাপ — ×
	৭ ডিসেম্বর	ভোমার্বি — আমীরুদ্দিন
১৯০২	১৮ জানুয়ারী	বহুৎ আচ্ছা -- মিঃ চম্পটি
	১৫ ফেব্রুয়ারী	চতুর্বালি — ×
	২২ মার্চ	শিবজী (বোসনারা) — শিবজী
	১২ এপ্রিল	ফটিকজল — প্রভাত
	১৯ এপ্রিল	ঘোর বিকার — ×
	৩১ মে	(ফনোগ্রাফ্)
	৭ জুন	শাস্তি — ×
	২৮ জুন	আলিবাবা — আলিবাবা
	১৯ জুলাই	ভ্রান্তি — নিরঞ্জন
	১৭ আগষ্ট	নসীরাম — নসীরাম (২য় রজনী হইতে অনাথনাথ)
	২৭ সেপ্টেম্বর	লাট গৌরাঙ্গ (ভক্ত বিটেল) — ×
	২৯ নভেম্বর	নন্দ বিদায় — ×
	২৫ ডিসেম্বর	আয়না -- স্মৃতিধর
১৯০৩	১৪ ফেব্রুয়ারী	ফনীর মণি — ×
	২৫ মার্চ	উভয় সঙ্কট — ×
	৪ এপ্রিল	অভিমন্যু বধ — অর্জুন ও জয়দ্রথ (পরে দুর্যোধন)
	১৬ মে	নীল দর্পণ — নবীন মাধব
	৪ জুলাই	সীতাহরণ — রাম ও তাজ্জব ব্যাপার
	৮ আগষ্ট	কৃষ্ণকুমারী — জগৎ সিংহ
	১৬ "	ঐ — ভীম সিংহ
	২৯ "	[illegible] — [illegible]

মিনার্ভা মঞ্চে মিনার্ভা সম্প্রদায় (অমরেন্দ্রনাথ দলের স্বত্বাধিকারী অধ্যক্ষ ও লীজ হোল্ডার)

	৭ নভেম্বর		রঘুবীর — রঘুবীর
	১৫		আনন্দমঠ — জীবানন্দ
	৯ জানুয়ারী		হিতে বিপরীত — ×
	২১ নভেম্বর	ক্লাসিকে	হিরন্ময়ী — × (পরে পুরন্দর, ১৯/১২/১৯০৩)
	১৯ ডিসেম্বর	ঐ	তিলতর্পণ — ×
	২৫ ডিসেম্বর	ঐ	রঘুবীর — রঘুবীর

(মিনার্ভা মঞ্চে : অমরেন্দ্রনাথ নাট্যভবনের স্বত্বাধিকারী মাত্র)

১৯০৪	২৩ এপ্রিল	সংসার — ×
	১২ জুন	মুরলা — ×
	২৭ ,,	প্রফুল্ল — ×

(ক্লাসিক মঞ্চ :)

	৩০ এপ্রিল	সৎনাম — রণেন্দ্র
	৪ জুন	পেয়ার — রূপরাজ
	১০ জুলাই	শ্রীরাধা (মানকুঞ্জ) — ×
	২৩ ,,	তরণী সেন — রাম
	২০ আগষ্ট	বিক্রমাদিত্য — বিক্রমাদিত্য
	২৭ নভেম্বর	চোখের বালি — মহেন্দ্র
	২৫ ডিসেম্বর	প্রেমের পাথার — শা আলম
১৯০৫	৭ জানুয়ারী	সংসার — মি : মুর
	২১ জানুয়ারী	কোনটা কে ? — ড্রোমিও
	১৮ ফেব্রুয়ারী	সংসার — প্রিয়নাথ
	৪ মার্চ	শিবরাত্রি — সুন্দর

(কার্জন রঙ্গমঞ্চে গ্রাণ্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠা। অমরেন্দ্রনাথ স্বত্বাধিকারী, লীজ হোল্ডার ও অধ্যক্ষ)

৬ মে	পৃথ্বীরাজ — পৃথ্বীরাজ
২০ ,,	ঘুঘু — ×
২৯ জুলাই	বপ্পারাও — বাপ্পারাও
৯ আগষ্ট	বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ — ১ম বঙ্গ সন্তান

(ক্লাসিক থিয়েটারে ম্যানেজার পদ গ্রহণ)

২১ অক্টোবর	পৃথ্বীরাজ — পৃথ্বীরাজ

	৪ নভেম্বর	হ'ল কি — মিঃ নেলার
	২ ডিসেম্বর	ভ্রান্তি — রঙ্গলাল
	২৩ "	প্রণয় না বিষ — রমা পাগলা
	৩০ "	এস যুবরাজ — ×
১৯০৬	২১ জানুয়ারী	সিরাজউদ্দৌল্লা - সিরাজ
	২৮ এপ্রিল	ক্রনোগ্রাফ (চলচ্চিত্র প্রদর্শন)

(কার্জন মঞ্চে নিউ ক্লাসিক থিয়েটার স্থাপন। অমরেন্দ্রনাথ লীজ হোল্ডার, সত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ)

৪ আগষ্ট	দেশ গুজলার — × কুম্ভ - নগেন্দ্রনাথ

১৯০৭ (স্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ এসিস্টেন্ট ম্যানেজার পদে নিযুক্ত)

১৮ মে	চন্দ্রশেখর প্রতাপ
১৯ মে	সরলা — বিধুভূষণ
২৬ মে	তরুবালা — অখিল
১ জুন	প্রফুল্ল — ভজহরি
৯ জুন	প্রতাপাদিত্য - বড়া
১৫ জুন	নল দময়ন্তী — নল। বাবু — কটিকচাঁদ
৩০ জুন	পদ্মিনী — লক্ষণসিংহ
৭ জুলাই	বজায় বসন্ত বলবন্ত

(মিনার্ভা মঞ্চ : অমরেন্দ্রনাথ এসিস্টেন্ট ম্যানেজার)

২১ জুলাই	সিরাজউদ্দৌল্লা — সিরাজ
২৪ জুলাই	পাণ্ডব গৌরব — ভীম
২৮ জুলাই	দুর্গাদাস — দুর্গাদাস
৩ আগষ্ট	ভ্রমর — গোবিন্দলাল
১৭ আগষ্ট (ম্যানেজার)	ছত্রপতি — শিবাজী
৪ সেপ্টেম্বর	আলিবাবা — হুসেন
১৫ "	হিরন্ময়ী — পুরন্দর
২৯ "	শিরী ফরহাদ — ফরহাদ পৃথ্বীরাজ — পৃথ্বীরাজ
৬ অক্টোবর	তারানিধি — অঘোর
১৭ নভেম্বর	(অর্দ্ধেন্দুশেখর — মীরজাফর) সিরাজউদ্দৌল্লা — সিরাজ

৩০ নভেম্বর — দলিতা ফণিনী — নরেন্দ্রনাথ
২৮ ডিসেম্বর — প্রায়শ্চিত্ত — চম্পটী
২৫ জানুয়ারী — মজা — হরিহর

১৯০৮ (স্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ এসিস্টেন্ট ম্যানেজার)

২৫ এপ্রিল — চন্দ্রশেখর — প্রতাপ
২৬ এপ্রিল — সরলা — বিধুভূষণ
৩ মে — কটিক জল — প্রভাত প্রফুল্ল — যোগেশ
৯ মে — নীলদর্পণ -- নবীনমাধব
১৬ মে — প্রতাপাদিত্য — প্রতাপাদিত্য।
চোরের উপর বাটপাড়ি — নাবাব
২৩ মে — নসীরাম — অনাথনাথ
২০ জুন — যৎকিঞ্চিৎ - সুকুমার
১১ জুলাই — রাজসিংহ — রাজসিংহ
১ আগষ্ট — পদ্মিনী — আলাউদ্দীন
২২ আগষ্ট — কামিনী ও কাঞ্চন — প্রতুল
১৮ অক্টোবর — বুদ্ধ (বুদ্ধদেব চরিত্র) — বুদ্ধ
২১ নভেম্বর — জীবন সন্ধ্যা — তেজসিংহ
২৫ ডিসেম্বর — বিল্বমঙ্গল — বিল্বমঙ্গল। কেয়া মজাদার — প্রমোদ

১৯০৯ ২৪ জানুয়ারী — বঙ্গ বতী দলু সর্দার
২৭ ফেব্রুয়ারী — ইন্দিরা — উপেন্দ্র
১৯ মে — সাবিত্রী — সত্যবান
২২ মে — ভ্রমর — গোবিন্দলাল
৩০ মে — হরিশ্চন্দ্র -- হরিশ্চন্দ্র
১২ জুন — হরিরাজ — হরিরাজ। কমলাকান্ত — ×
৩ জুলাই — কর্মফল — সুকুমার
২০ নভেম্বর — কুসুমে কীট কারবো
১১ ডিসেম্বর — কনেবদল - শ্রীধর
১২ ডিসেম্বর — চন্দ্রশেখর - চন্দ্রশেখর
২৫ ডিসেম্বর যাদুকরী — অবলা সিংহ। আশা কুহকিনী — অজয় সিংহ
২৬ ডিসেম্বর — বাবু — তিনকড়ি মামা

১৯১০ ২৬ ফেব্রুয়ারী — দশচক্র — ফকিরচাঁদ

৯ মার্চ — শিবরাত্রি—সুন্দর। দক্ষযজ্ঞ—মহাদেব

২ এপ্রিল — চৈতন্যলীলা — মাধাই

১৪ মে — হাবানিধি — অঘোর

৬ আগষ্ট — রাণী ভবানী — রাজা রামকান্ত

১১ সেপ্টেম্বর — গুরুঠাকুর — ×

২৭ সেপ্টেম্বর (বেনিফিট নাইট) বিবাহ বিভ্রাট — ঘটক

১২ নভেম্বর — বিষবৃক্ষ — নগেন্দ্রনাথ

১৬ নভেম্বর — সধবা — গদাধর

৩ ডিসেম্বর রাজাবাহাদুর - কালাচাঁদ বেল্লিকবাজার — পুঁটিরাম।

১০ ডিসেম্বর — বেহুলা — চন্দ্রধর

১৯১১ ৮ জানুয়ারী — বেল্লিকবাজার — দোকড়ি

১২ জানুয়ারী দানীবাবুর নাইট (মিনার্ভা) বিল্বমঙ্গল - সাধক

ঐ — পাণ্ডব গৌরব — ভীম

২২ জানুয়ারী — রাণী ভবানী — রাজা রামকান্ত

(বেঙ্গল স্টেজে গ্রেট ন্যাশনাল স্থাপন। অমরেন্দ্রনাথ লীজ হোল্ডার, স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ)

১৭ জুন — জীবনে মরণে -- সাহজেনান

আহা মরি — ×

১৮ জুন — ভ্রমর — গোবিন্দলাল

২১ জুন — প্রফুল্ল — যোগেশ

২২ জুন — বিল্বমঙ্গল - বিল্বমঙ্গল। হরিরাজ — হরিরাজ

২৫ জুন — সীতার বনবাস — রাম

২৮ জুন — বিবাহ বিভ্রাট — মিঃ সিং

১ জুলাই — বেজায় রগড় — পদ্মলাল

২ জুলাই সধবার একাদশী -- অটল। আবুহোসেন — একটি পাগল

৮ জুলাই — বলিদান -- করুণাময়

১৫ জুলাই — কাটা কপাল — ×

২৩ জুলাই — মেঘনাদ বধ — মেঘনাদ ও রাম

২৯ জুলাই — বাজীরাও — বাজীরাও

১৩ আগষ্ট — রাণী ভবানী — রাজা রামকান্ত

২১ আগষ্ট — সোনার ফুল — ×

৩ সেপ্টেম্বর — রিজিয়া — ×

৯ সেপ্টেম্বর — আলিবাবা — হুসেন

১০ সেপ্টেম্বর — কল্যাণী — সাওতাল সর্দার

২৪ ,, — সরলা — বিধুভূষণ

১ অক্টোবর — বৃষবৃক্ষ — × । দক্ষযজ্ঞ — ×

১৫ ,, — সংসার — মিঃ মুর

১৮ ,, — দক্ষযজ্ঞ — মহাদেব

২৮ ,, — রাণাপ্রতাপ — রাণাপ্রতাপ

৮ নভেম্বর (সুশীলাবালা বেঃ নাঃ) বলিদান-করুণাময় । বিল্বমঙ্গল-বিল্বমঙ্গল

(স্টার মঞ্চ । স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ)

১১ নভেম্বর — সংসঙ্গ — প্রবোধ

১২ ,, — প্রফুল্ল — যোগেশ জীবনে মরণে — সাহজেনান

১৫ ,, — ভ্রমর—গোবিন্দলাল (তৎসহ তাজ্জব ব্যাপার, কমলাকান্ত)

১৯ ,, — জীবন সন্ধ্যা তেজসিংহ

২২ ,, — রাণীভবানী — রামকান্ত বেল্লিকবাজার -- পুটিরাম

২৫ ,, — হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা — হরিনাথ

২৬ ,, — বাজীরাও — বাজীরাও

২৯ ,, — মেঘনাদবধ মেঘনাদ

৩ ডিসেম্বর — রাজাবাহাদুর — মিঃ স্মিথ

৬ ,, — যাদুকরী — ×

৮ ,, — সরমা — বিধুভূষণ

১০ ,, — বিষবৃক্ষ — নগেন্দ্রনাথ

১৭ ,, — রাণাপ্রতাপ — রাণাপ্রতাপ

২৩ ,, — জীবনসংগ্রাম — মির্জ্জান

২৬ ,, — পাবিসিনা — ×

২৭ ,, — হরিরাজ — হরিরাজ

৩০ ,, — বলিদান — করুণাময়

১৯১২ ৪ জানুয়ারী — আবু হোসেন — ×

৭ জানুয়ারী	রাজসিংহ — রাজসিংহ
১৪ ,,	পদ্মিনী — ×
২৭ ,,	শুকঠ কুব — ×
৪ ফেব্রুয়ারী	তরুবালা — অখিল
১১ ,,	দুটি প্রাণ — সুন্দর
১৪ ,,	ফটিকজল - ×
১৬ ,,	দক্ষযজ্ঞ — মহাদেব (তৎসহ অন্নদামঙ্গল, সাবিত্রী, শিবরাত্রি)
২৪ ,,	নসীরাম — অমাথনাথ
২ মার্চ	পলাশীর যুদ্ধ — সিরাজ
৯ ,,	পলাশীর যুদ্ধ — সিরাজ ও জগৎশেঠ
১৩ ,,	চোরের উপর বাটপাড়ি — ×
২৩ ,	নরমেধ যজ্ঞ — যযাতি
৩০ ,,	খাসদখল — মোহিত
৩ এপ্রিল	ডিসমিস — ×
১৩ ,,	জেনানা যুদ্ধ — × । কলসী উৎসর্গ — ×
২১ ,,	সীতারাম — সীতারাম আলিবাবা — আলিবাবা
২৫ ,,	সধবার একাদশী — অটল
১৮ মে	রাজা ও রাণী — বিক্রমদেব
২৬ ,,	চৈতন্যলীলা — মাধাই
২৮ ,,	(অমরেন্দ্রনাথ বেঃ নাইট) বলিদান — করুণাময়
,,	বিল্বমঙ্গল — বণিক
২৯ ,,	বিবাহ বিভ্রাট — মিঃ সিং
৮ জুন	রাজা ও রাণী — বিক্রমদেব ও কুমারসেন
১৫ ,,	রূপকথা — ×
১৯ ,,	হরিশ্চন্দ্র — ×
২২ ,,	বিরহ — ×
২৬ ,,	কমলে কামিনী — ×
২৯ ,,	রত্নাবতী — ×
১৪ জুলাই	হারানিধি — অঘোর
২৮ ,,	বাবু — ×

১০ আগষ্ট — চন্দ্রশেখর — প্রতাপ

১৭ ,, — পরপারে — বিশ্বেশ্বর

২৭ ,, গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভের সাহায্যকল্পে কোহিনূরে সম্মিলিত অভিনয়ঃ অমৃতলাল বসু রচিত 'স্মৃতির সম্মান' কবিতাপাঠ, গান ও পাণ্ডব গৌরবে ভীম।

৪ সেপ্টেম্বর — জন্মাষ্টমী — × নন্দবিদায় — ×
নন্দোৎসব — × । দোললীলা — ×

২১ ,, — চন্দ্রশেখর — চন্দ্রশেখর খাসদখল — নিতাই

১০ অক্টোবর — মিনি পয়সার ভোজ — × । পাণ্ডব গৌরবে — ভীম

২ নভেম্বর — চন্দ্রশেখর — প্রতাপ ও ফষ্টর

১৬ নভেম্বর — আনন্দ বিদায় — ×

২১ ডিসেম্বর — অবতার — ×

২৪ ডিসেম্বর — আলিবাবা — হুসেন

২৫ ডিসেম্বর — কালপরিণয় — মনীন্দ্র

১৯১৩ ১১ জানুয়ারী — মজা — হরিহর

২২ ফেব্রুয়ারী — কামিনী ও কাঞ্চন — প্রতুল

২৯ মার্চ — ধর্ম্মবিপ্লব — কালাচাঁদ

৯ এপ্রিল — বুদ্ধদেব — বুদ্ধ

৩ মে — কিসমিস — স্কুল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

২৪ মে — মাধবী কঙ্কন — নরেন্দ্রনাথ

২৫ মে — প্রাণের হাসি — ×

১ জুন — কপালকুণ্ডলা — নবকুমার

১৪ জুন — পূর্ণচন্দ্র — পূর্ণচন্দ্র চাঁদাবাব — রঘুজী

২৮ জুন — দুর্গেশনন্দিনী — ওসমান

৫ জুলাই — নবীন তপস্বিনী — রতিকান্ত

১২ জুলাই — দেবী চৌধুরাণী - ব্রজেশ্বর

১৯ জুলাই — বিবাদ - অলর্ক

২ আগষ্ট — বঙ্গবিজেতা — ইন্দ্রনাথ

৯ আগষ্ট — মুকুলমুঞ্জরা — বরুণচাঁদ

১৬ আগষ্ট — জনা - প্রবীর

৩০ আগষ্ট — সীতারাম — সীতারাম। চৈতন্যলীলা — প্রতিবেশী

	৩ সেপ্টেম্বর	লায়লা মজনু — ×
	২০ „	শঙ্করাচার্য — শঙ্করাচার্য (অঙ্ক ৫)
	২১ „	জনা — বিদূষক
	২ অক্টোবর (অমরেন্দ্রনাথ বেঃ নাইট)	মৃণালিনী — হেমচন্দ্র। দুর্গেশনন্দিনী — জগৎসিংহ। আবু হোসেন — ×
	১ নভেম্বর	রোকশোধ — ×
	৮ „	প্রণয় পরীক্ষা — ×
	১৫ „	রাণী দুর্গাবতী — ×
	২২ „	প্রণয় পরীক্ষা — শান্তবাবু
	১৭ ডিসেম্বর	চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে — ×
	২৪ ডিসেম্বর	জয়পতাকা — প্রিয়লাল রায়
১৯১৪	১ জানুয়ারী	মায়াপুরী — ×
	১৮ „	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস — কীচক
	৩১ „	সীতাহরণ — রাম। শরৎ সরোজিনী — শরৎ
	১৪ মার্চ	অশ্রুমতী — সেলিম
	৪ এপ্রিল	রাবণবধ × । লীলাবতী — ×
	১৮ „	দলিতা ফণিনী — নরেন্দ্রনাথ
	২৪ মে	সীতার বনবাস — ×
	৩০ „	বড় ভালবাসি — পিয়ার। সিন্ধু বধ — ×
	৬ জুন	প্রহ্লাদ চরিত্র — ×
	১৩ „	অভিমানিনী — ×
	২০ „	ঐ — ছিদাম
	২৫ জুলাই	কাজের খতম — মতিলাল
	১৫ আগষ্ট	অহল্যাবাই — মলহর রাও
	১১ সেপ্টেম্বর	(বেনিফিট নাইট : হাউইট ফিলপ কোং-এর ইংরেজীতে 'ইষ্টলীন' এর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী (নির্বাচিত দৃশ্য), স্টার ও গ্রাণ্ড ন্যাশনালের মিলিত অভিনয়—আলিবাবা (হুসেন) পলাশীর যুদ্ধ (সিরাজ) কমলাকান্ত (×) ও জয়দেব (×)।
	২৬ সেপ্টেম্বর	কেয়া মজাদার — ×

	২৪ অক্টোবর	রাজা ও রাণী — কুমার সেন
	৩১ ,,	অকলঙ্ক শশী — জয়গোপাল দত্ত
	৮ নভেম্বর	সধবার একাদশী — নিমচাঁদ
	৫ ডিসেম্বর	অভিনেত্রীর রূপ — নলিনী
১৯১৫	১ জানুয়ারী	প্রফুল্ল — ভজহরি
	১৬ ,,	বিশ্বামিত্র — মন্দানীল
	৬ ফেব্রুয়ারী	প্রেমের জেপলিন — অবনী। বেলোয়ারি — X
	২০ ,,	কনেবদল — X
	২৭ ,,	সাইন অব দি ক্রশ — মার্কাস
	২৪ মার্চ	ম্যাকবেথের নির্বাচিত দৃশ্য — ম্যাকবেথ
	১৭ এপ্রিল	মাধবরাও — X
	১ মে	শ্রীকৃষ্ণ — X
	১৫ মে	মাধবরাও — নারায়ণরাও। হিরন্ময়ী — X
	৫ জুন	সাজাহান — ঔরংজেব
	৩ জুলাই	জয়দেব — জয়দেব
	১৭ জুলাই	কল্যাণী — সাঁওতাল সর্দার
	২১ আগষ্ট	রাজা চন্দ্রধ্বজ — চন্দ্রধ্বজ
	৪ সেপ্টেম্বর	বঙ্গবিক্রম — X
	১১ ,,	ঐ — খালি নিয়ামত
	১৮ ,,	ব্রত উদ্‌যাপন — চন্দ্রকেতু
	২ অক্টোবর	রত্ন মঞ্জরী — সনাতন
	১২ ,, (বেঃ নাইট)	সাইন অব্ দি ক্রশ — মার্কাস
	১৬ ,,	সাজাহান - ঔরঙ্গজেব
	২৩ ,,	রাজলক্ষ্মী — X
	১৪ নভেম্বর	দিলবাহার — X
	২০ ,,	রাজলক্ষ্মী — ম্যাজিস্ট্রেট
	৪ ডিসেম্বর	সওদাগর — কুলীবক
	১২ ,, (শেষ অভিনয়)	সাজাহান — ঔরংজেব
	১৮ ,,	গোঁসাইজী — X
	২৫ ,,	ভীমদের ভোমরা — X

[পাঠ সংকেত : অভিনয়ের তারিখ, নাটকের নাম ও অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত ভূমিকা। × চিহ্নিত নাটকগুলিতে ঐ বিশেষ দিনে অমরেন্দ্রনাথ অভিনয় করেন নি। এই তালিকা থেকে বিভিন্ন মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ প্রযোজিত নাটক-গুলিরও একটি প্রায় সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে। সঃ]

গ্রামোফোন রেকর্ডে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়

১। নল (নল দময়ন্তী
২। বুদ্ধ (বুদ্ধ চরিত)।
৩। যোগেশ (প্রফুল্ল)
৪। প্রবীর (জনা)
৫। ভীম (পাণ্ডব গৌরব)
৬। হরিরাজ (হরিরাজ)
৭। গোবিন্দলাল (ভ্রমর)
৮ নবকুমার (কপালকুণ্ডলা)
৯। হরিশ্চন্দ্র (হরিশ্চন্দ্র)
১০। রামকান্ত (রাণী ভবানী)
১১। প্রতাপ (চন্দ্রশেখর ২ খানি)
১২। মিঃ চম্পাটি (বহুৎ আচ্ছা) গান

অমরেন্দ্রনাথের উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ

উপন্যাস ॥

সমাজ চিত্র – সৌরভ / শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩০২

(পরে 'আদর' নামে অন্যত্র প্রকাশিত)

অভিনেত্রীর রূপ — (নাট্য মন্দির ১৩১৭—২০)

গল্প ॥

নক্সা — সৌরভ / শ্রাবণ ১৩০২

কবিতা ॥

টাকু — (ব্যঙ্গ কবিতা)

সংশয় — জন্মভূমি ॥ মাঘ ১৩০১

তারা — জন্মভূমি ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

কলঙ্ক — সৌরভ ॥ শ্রাবণ ১৩০২

অশ্রু — সৌরভ ॥ ভাদ্র ১৩০২

হাসি — রঙ্গালয় ॥ মাঘ ১৩০৮

ফুল — রঙ্গালয় ॥ ৬ই বৈশাখ ১৩০৮

রোগশয্যা — নাট্যমন্দির ॥ মাঘ ১৩১৮

অনুতাপ — নাট্যমন্দির ॥ কার্ত্তিক ১৩২১

প্রবন্ধ ॥

সৌরভ — সৌরভ ॥ শ্রাবণ ১৩০২

কে তুমি ? — সৌরভ ॥ শ্রাবণ ১৩০২

স্বর্গ ও সংসার — (আত্মজীবনী) ॥ সৌরভ—ভাদ্র ১৩০২

সংশয় ও বিশ্বাস — সৌরভ ॥ আশ্বিন ১৩০২

ছোটলাট বাহাদুর ও ক্লাসিক থিয়েটার ॥ রঙ্গালয়

আমাদের শত্রু রঙ্গালয় ॥ ২১ বৈশাখ, ৩ ও ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

সম্পাদকী কে ? — রঙ্গালয় ॥ ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

(একখানি পত্র, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা) রঙ্গালয় ॥ ২০-৮-১৯০১

বসুমতী নীতি — রঙ্গালয় ॥ ১৩০৮

থিয়েটার (প্রতিবাদ পত্র) — রঙ্গালয়

নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র — নাট্যমন্দির ॥ মাঘ, ১৩১৭

নূতন নাটক (প্রসঙ্গ) — নাট্যমন্দির ॥ ফাল্গুন, ১৩১৭

গিরিশ প্রতিভা — (প্রসঙ্গ) নাট্যমন্দির ॥ ভাদ্র, ১৩১৯

আমার নাট্যসাধনা — নাট্যমন্দির ॥ ১৩২২

মন — থিয়েটার ॥ ৪ঠা ভাদ্র, ১৩২১

অমরেন্দ্রনাথ রচিত নাটক ও নাট্যরূপের তালিকা

নাটক	প্রথম অভিনয়	প্রকাশকাল
ঊষা (গীতিনাট্য)	×	১লা মার্চ, ১৮৯৩

নাটক	প্রথম অভিনয়	প্রকাশকাল
মানকুঞ্জ (গীতিনাট্য)	×	১১ই এপ্রিল, ১৮৯৪
কাজের খতম (পঞ্চরং)	২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭	১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮
দোললীলা (গীতিনাট)	৫ই মার্চ, ১৮৯৮	×
নির্মলা (গীতি নাট্য)	২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮	চৈত্র, ১৩০৫
শ্রীকৃষ্ণ („)	২৬শে আগষ্ট, ১৮৯৯	ভাদ্র, ১৩০৬
মজা (প্রহসন)	১লা জানুয়ারী, ১৯০০	৩রা মার্চ, ১৯০০
দুটি প্রাণ (গীতিনাট্য)	২৬শে মে, ১৯০০	১৬ই অক্টোবর, ১৯০১
থিয়েটার (প্রহসন)	২৫শে আগষ্ট, ১৯০০	ঐ
চাবুক („)	১লা জানুয়ারী, ১৯০১	ঐ
গুপ্তকথা („)	৩১শে আগষ্ট, ১৯০১	×
কটিক জল (নাটিকা)	১২ই এপ্রিল, ১৯০২	১৯০২
লাট গৌরাঙ্গ (প্রহসন)	২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯০২	×
শ্রীরাধা (গীতিনাট্য)	১০ই জুলাই, ১৯০৪	২রা জুন, ১৯০৪
শিবরাত্রি („)	৪ঠা মার্চ, ১৯০৫	১০ই মার্চ, ১৯০৫
ঘুঘু (প্রহসন)	২০শে মে, ১৯০৫	২০ মে, ১৯০৫
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (রূপক)	৯ই আগষ্ট, ১৯০৫	১২ই আগষ্ট, ১৯০৫
প্রণয় না বিষ (নাটক)	২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০৫	১৯০৫
এস যুবরাজ (রূপক)	৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৫	১৯০৫
দলিতা-ফণিনী (নাটিকা)	৩০শে নভেম্বর, ১৯০৭	৭ই মে, ১৯০৮
কেয়া মজাদার (গীতিনাট্য)	২৫শে ডিসেম্বর, ১৯০৮	৮ই জানুয়ারী, ১৯০৯
আশা কুহকিনী (নাটিকা)	২৫শে ডিসেম্বর, ১৯০৯	২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯১০
জীবনে মরণে (নাটিকা)	১৭ই জুন, ১৯১১	২৪শে নভেম্বর ১৯১১
আহা মরি (প্রহসন)	১৭ই জুন, ১৯১১	×
কিসমিস (রঙ্গনাট্য)	৩রা মে, ১৯১৩	১৯১৮
খোকশোধ (রঙ্গনাট্য)	১লা নভেম্বর, ১৯১৩	×
বড় ভালবাসি (গীতিনাট্য)	৩০শে মে, ১৯১৪	×
প্রেমের জেপলিন (রঙ্গনাট্য)	৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৫	১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৫
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট (নাটক)	×	×

নাটক	প্রথম অভিনয়	প্রকাশকাল
নাট্যরূপ ॥		
দেবী চৌধুরাণী	২৯শে মে, ১৮৯১	
ইন্দিরা	২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৮	১লা জুন ১৯৪০
ভ্রমর	১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯	১৯৩৯
সীতারাম	৩০শে জুন, ১৯০০	
প্রতাপাদিত্য	২৯শে আগষ্ট ১৯০৩	
চোখের বালি	২৬শে নভেম্বর, ১৯০৪	
কুন্দ	৪ঠা আগষ্ট, ১৯০৬	
কামিনী ও কাঞ্চন	২২শে আগষ্ট, ১৯০৮	
জীবন সন্ধ্যা	২১শে নভেম্বর, ১৯০৮	
ইন্দিরা (দ্বিতীয়বার বার নাট্যরূপায়িত)	২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৯	
কমলাকান্ত	১২ই জুন, ১৯০৯	
রাণী ভবানী	৬ই আগষ্ট, ১৯১০	
অভিনেত্রীর রূপ	২৬শে ডিসেম্বর, ১৯১৪	

(উপন্যাসের প্রকাশকাল ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)

নাটক ও তার নাট্যকার

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—কাজের খতম, নির্ম্মলা, মজা, ছুটী প্রাণ, থিয়েটার, চাবুক, গুপ্তকথা কটিকজল, শিবরাত্রি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, প্রণয় না বিষ, দলিতা ফণিনী, কেয়া মজাদার, আশা কুহকিনী, কিসমিস, বড় ভালবাসি, অভিনেত্রীর রূপ, প্রেমের জেপলিন

[দোললীলা, শ্রীকৃষ্ণ, লাট গৌরাঙ্গ, শ্রীরাধা, ঘুঘু, এস যুবরাজ, আহা মরি, রোকশোধ।]

ঐ নাটকায়িত—দেবীচৌধুরাণী (বঙ্কিম) ইন্দিরা (ঐ), ভ্রমর (ঐ, সীতারাম (ঐ), কুন্দ (ঐ), কমলাকান্ত (ঐ), প্রতাপাদিত্য (হারাণচন্দ্র রক্ষিত), কামিনী ও

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— বাজীরাও, অহল্যাবাই, মাধবরাও, ব্রত-উদ্‌যাপন।
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— পেয়ার, কালপরিণয়, জয়পতাকা, অকলঙ্ক শশী (রবীন্দ্রনাথ)
হরনাথ বসু— বেহুলা, রত্ন মঞ্জরী।
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়— কল্যাণী, জয়দেব।
মনোমোহন বসু— প্রণয় পরীক্ষা।
উপেন্দ্রনাথ দাস— শরৎ সরোজিনী।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর— অশ্রুমতী।
হরিশ্চন্দ্র সান্যাল— বিশ্বামিত্র।
নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী— হরিরাজ।
প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— সোনার স্বপন, তোমারই।
নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন— প্রেমের পাথার, কুসুমে কীট।
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়— যৎকিঞ্চিৎ, দশচক্র
সুরেন্দ্রনাথ বসু— হোলো কি?
স্বর্ণকুমারী দেবী— কনে বদল।
নরেন্দ্রনাথ সরকার— জীবন সংগ্রাম।
জগৎচন্দ্র সেন— রাজা চন্দ্রধ্বজ।
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়— বজ্রবিক্রম।
দুর্গাদাস দে— ছবি।
হরিপদ মুখোপাধ্যায়— রাণী দুর্গাবতী।
? ? ? — রাজলক্ষ্মী (যোগেন্দ্রনাথ বসুর উপন্যাস),
? ? ? — কোনটা কে? (শেক্সপীয়ার অবলম্বনে)

[বন্ধনীবদ্ধ নাটকগুলিতে অমরেন্দ্রনাথ অভিনয় করেননি]

অমরেন্দ্রনাথ রচিত প্রবন্ধ

নাট্য সাহিত্যে নবীনচন্দ্র

[নাট্যমন্দির * মাঘ, ১৩১৭ * ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত]

প্রথম যখন "পলাশীর যুদ্ধ" পড়ি তখন বোধ হয় দৃষ্টি আর এক রূপ ছিল—মন স্বতন্ত্র প্রণালীতে ধাবিত হইত—হৃদয়তন্ত্রী ভিন্ন ছন্দে ধ্বনিত হইত। এখন

নয়নে সে মদিরা না থাকিলেও—মনের সে উদ্দাম গতি রুদ্ধ হইলেও—হৃদয়ে সে স্ফূর্তি আর না আসিলেও—"পলাশীর যুদ্ধের" মোহনলালের উক্তি আবৃত্তি করিয়া আজিও যেন প্রথম যৌবনের সেই বুকভরা উল্লাস, প্রাণজোড়া উৎসাহ, মনমাতান উত্তেজনা অনুভব করি। ঐ মহাকাব্য লিখিত হইবার পর যে ঐতিহাসিক সত্য-অবলম্বনে উহা বিরচিত, তৎসম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তাহা অনেকাংশে অমূলক। কিন্তু উহার ঐতিহাসিক ভিত্তি দৃঢ় হউক আর নাই হউক, উহার কাব্যাংশের যাহা প্রাণ—তাহাতে তাহার বিশেষ ক্ষয়বৃদ্ধি হয় নাই। "পলাশীর যুদ্ধ" পড়িয়া আমার ধারণা যে কবি বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাতীয় ভাব জাগরিত করিবার জন্যই ঐ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যে মহৎ উদ্দেশ্য ঐ কাব্যের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, বোধ করি আর দুই একখানি গ্রন্থ ভিন্ন বঙ্গভাষায় অপর কোন পুস্তকের দ্বারাই তেমন হয় নাই। তিনি তাঁহার আদরের মাতৃভূমির জন্য যে ভাবনা করিয়াছিলেন —যে ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন—"পলাশীর যুদ্ধে"র পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সে গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তাহা অনুভব করাইয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে সমগ্র বাঙ্গালী তাঁহার নিকট চিরঋণী।

নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর দুইটি দিক আছে। একদিক তাঁহার জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের অরুণরাগে উদ্ভাসিত—আর একদিক তাঁহার সমগ্র মানব জাতির প্রতি জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রীতির আলোকে আলোকিত। তাঁহার 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' সেই বিশ্বপ্রেম গাথারই তিনটি অমৃতময়ী ধারা সেই মহাপ্রেমের মধুর নিক্কণেই তাঁহার 'অমিতাভ' ও 'খৃষ্ট' চিরমুখরিত। এমন অবিশ্রান্ত সুধার ধারা বুঝি বা অতি অল্প কবির লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহারই শৈলজা'র মুখে তাঁহার আদর্শ পুরুষ—তাঁহার বিশ্বপ্রেমের অফুরন্ত নির্ঝর—শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই কাতর নিবেদন শুনিতে পাই :-

"জগন্নাথ জগৎপতে! আর্য্য অনার্য্যের হাব হে নীলমাধব! দাও পদাম্বুজ দয়া কার" তাই ভক্তি নম্র হৃদয়ে—আমি নবীনচন্দ্রের রচনার চির অনুরাগী। গ্রন্থপাঠে যাঁহার প্রতি এই অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, তাঁহার দর্শনেও মহাপুণ্য। ভাগ্যবান আমি - ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই স্বর্গীয় মহাত্মার শুদ্ধ দর্শনলাভ নহে—তাঁহার কোমল উদার স্নেহের কণিকা-মাত্র লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। বিশ্বপ্রেমে যাঁহার হৃদয় পূর্ণ—তাঁহার

স্নেহের সীমা নাই—আদি নাই—অন্ত নাই। দানে তিনি অমিত হস্ত! স্নেহ ধারে তিনি আমায় সিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এত শীঘ্র যে সে স্নেহসুখে বঞ্চিত হইব, তাহা ভাবি নাই। কালের ক্রোড়ে ক্রীড়মান জীব আমরা—মুহূর্তে যবনিকার অন্তরালে গিয়া পড়ি। যে যায়—আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু কীর্ত্তিমান মহাপুরুষ সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। কাল সকলই লয় করে, কিন্তু মহাপুরুষের নাম মুছিয়া ফেলিতে পারেনা। মহাপুরুষের মৃত্যুর অর্থ—মহাজীবনের সূচনা। দয়াবতার হাওয়ার্ড, বীরশ্রেষ্ঠ গর্ডন, জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য, মহর্ষি বাল্মিকী, শ্রীভগবান ব্যাসদেব, সাধক প্রধান রামকৃষ্ণ—সকলেই কালজয়ী মহাপুরুষ। তাঁহারা অজর অমর। আগ্নেয় অক্ষরে অনন্তকাল তাঁহাদের নাম জগতবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। নবীনচন্দ্রের রচনার মধ্যে নবীনচন্দ্র জীবিত—তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে তিনি সদাই প্রস্ফুটিত—মরিয়া তিনি অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছেন।

কবিবরের সহিত আমার বহুদিন বহু বিষয় লইয়া আলাপ হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি বহু গবেষণা পূর্ণ কবিত্বময় পত্র আমায় লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সমাজ-ধর্ম্ম-শিল্প-সাহিত্য-কাব্য-নাটক ইত্যাদির বহুতর বিষয়ের আলোচনা ছিল মূল্যবান পত্র বলিয়া আমি তৎ সমুদয় সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। প্রথম যখন আমার নাট্যজীবন আরম্ভ হয়, তখন চারিদিক হইতে বাধা ও বিপত্তির স্রোতে—আমাকে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। (পরলোকগত—সোদর প্রতিম—স্বর্গীয় কবিবর আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রয়োজনীয় অংশ পরিশিষ্টে অবিকল প্রকাশিত করিলাম) তাঁহারই উৎসাহ বাণী মহামন্ত্রের ন্যায় আমাকে নবজীবনে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

প্রথম কি সূত্রে কবিবরের সহিত আমার পরিচয় হয় এবং কি জন্য আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিব। সে আজ বহু দিনের কথা। আমি তখন বিংশবর্ষীয় যুবক। নাট্য শিল্পের প্রতি আমার আশৈশব অনুরাগ। নটের লাঞ্ছন আমাদের দেশে চির প্রসিদ্ধ, নাট্য শিল্পের উন্নতি সাধনে সকলেই উদাসীন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিজের পথ নিজেই ঠিক করিয়া লইলাম। গতিপথে অনেক বাধা, বিঘ্ন; অনেক প্রতিবাদ, অনেক গঞ্জনা আমাকে ভোগ করিতে হইয়াছে কিন্তু চির পোষিত কর্ত্তব্য হইতে কিছুতেই বিচলিত হই নাই। নাট্য শিল্পের উন্নতিকল্পে লাঞ্ছনার গুরুভার সানন্দে মস্তকে ধারণ করিয়াছি। সর্ব্বপ্রথমে আমি মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া—গিরিশবাবুর সাহায্যে তাঁহারই দ্বারা

নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত কবিবরের 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করি। আমি 'সিরাজে'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ওই চরিত্র লইয়া—রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া—আমি প্রথম অভিনয় করি। চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ান্তে যখন ঐক্যতান বাদন হইতেছিল—এমন সময় দেখিলাম পূজ্যপাদ গিরিশবাবু এক শান্ত সুন্দর সৌম্য পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সসম্ভ্রমে আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। অনিমেষে সেই অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিভার জীবন্ত মূর্ত্তি আগন্তুকের পানে ক্ষণকাল দেখিলাম। অলক্ষ্যে অন্তর মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, বিনয় ও নম্রতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। সেই নবাগত নবীন অপরিচিতের চরণপ্রান্তে প্রণত হইবার জন্য মস্তক নত হইয়া পড়িল। গিরিশবাবু আমায় ডাকিয়া বলিলেন—"অমর, কে আসিয়াছেন—বল দেখি ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন গিরিশবাবু কহিলেন,—"ইনিই কবি নবীনচন্দ্র" !

'পলাশীর যুদ্ধ' প্রণেতা নবীনচন্দ্র—আমার সম্মুখে! আনন্দে আপ্লুত হইয়া কবিবরের পদধূলি গ্রহণ করিলাম, তখনও 'পলাশীর যুদ্ধে'র সিরাজের ভূমিকার সকল কথাই কানে বাজিতেছিল—তখনও কবির রসময়ী লেখনী ভঙ্গে অন্তরে বিবিধ রসের তরঙ্গ উঠিতেছিল—তখনও দর্শকবৃন্দের পুলকপুরিত করতালি-ধ্বনি রঙ্গালয় মুখরিত করিতেছিল—এই সকলের মধ্যে গিরিশবাবুর গুরুগম্ভীর বাণী আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আবেশ আনিয়া দিল। নবীনচন্দ্র তাঁহার কোমল হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহে আমায় উঠাইলেন—মাথায় হাত দিয়া আমায় আশীর্বাদ করিলেন। আমার জীবন সার্থক হইল। দরিদ্রের রত্নলাভের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান সামগ্রী আমি লাভ করিলাম। কবিবরের অকৃত্রিম স্নেহলাভে আমি ধন্য হইলাম। তিনি আমার অভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সে সকল কথার উল্লেখ করিলে আত্মপ্রশংসা করা হয়। আত্মপ্রশংসা—গুরুতর মহাপাপ।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া গিরিশবাবুর সঙ্গে আমি কবিবরের বাটীতে গমন করি। তিনি যেরূপ সরল ভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে আমি প্রকৃতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 'কুরুক্ষেত্র' 'রৈবতক' যাঁহার সৃষ্টি—তাঁহার মুখে শিশুর সরলতা—তাঁহার স্বভাব পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়। আমাদের সহিত কত কথাই কহিলেন। অনিমিষে আমি তাঁহার

সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। প্রসঙ্গক্রমে "পলাশীর যুদ্ধে"র কথা উত্থাপিত হওয়ায় গিরিশবাবু কবিবরকে "ক্রম ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল আবার"! এই পংক্তিটি সম্বন্ধে বলিলেন যে "উহা Lord Byron এর Child Harold এর 3rd canto এর 22nd stanza :

And nearer, clearer, deadlier than before !
Arm ! arm ! it is—the Canon's opening roar !

হইতে অনুকৃত। Byron, Waterloo যুদ্ধের পূর্বরাত্রের বর্ণনা করিয়াছেন, আর উক্ত পংক্তিটী পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনায় প্রযুক্ত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু নবীনবাবুকে জানাইলেন যে "আমার বিবেচনায় অনুবাদটী তেমন পরিস্ফুট হয় নাই"। গিরিশবাবুর কথা শুনিয়া কবিবর তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি হইলে ইহার কিরূপ অনুবাদ করিতেন?" গিরিশবাবু চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—

"নিকটে বিকট পুনঃ বিপুল গর্জ্জন,
যে যেখানে অস্ত্র ধর কামান ভীষণ"!

উদার কবি নতশিরে অনুবাদকের নিকট পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার অনুবাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং নিজের লেখার প্রতিবাদ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না।

কবিবরের এই সহৃদয়তা দর্শনে আমি বিস্মিত ও মোহিত হইলাম।

নবীনচন্দ্রের সরলতা, সহৃদয়তা ও উদারতার তুলনা ছিল না। সরলতা ও সহৃদয়তাই জগতের প্রাণ। তাই একটি সরল উদার সহৃদয় প্রাণ চলিয়া গেলে স্বতঃই যেন মনে হয় যে পৃথিবীটা বুঝি প্রাণশূণ্য হইয়াছে! স্বর্গীয় মহাত্মার তিরোধানে আমরাও তাই চতুর্দ্দিক শূণ্য দেখিতেছি!

অমরেন্দ্রনাথ রচিত কবিতা

অশ্রু

[সৌরভ * দ্বিতীয় খণ্ড * ভাদ্র, ১৩০২ হইতে পুনর্মুদ্রিত]

১

অসার আশার আশ, বিলাস বিফল,—
ধাইছে নর, নিরন্তর, হইতেছে অগ্রসর,

হৃদে ধরে সমাদরে বাসনার ফুল ;
ভাল আছে, ভুলে আছে তোরে অশ্রুজল।

২

সংসারে সুখের সাথী, মানব প্রকৃতি,—
পিতাপুত্র আত্মজন, মাত্র সুখ আকিঞ্চন,
বিপদে দেখায় শুধু মুখের বিকৃতি ;
ভুলে যায় একেবারে সম্পদের স্মৃতি।

৩

সমব্যথী প্রাণ তোর, করুণা আধার,—
উচ্চ নীচ তুচ্ছ মনে, দীন হীন সযতনে,
প্রাণের পিয়াস পুরে দাও অধিকার ;
প্রেমের পরম নিধি, সাধনার সার।

৪

প্রবাসে অর্জ্জুন আশে, নিবাসে নন্দন,—
শুভদিনে শুভক্ষণে, জন্মভূমি পদার্পণে,
মাতৃপদ পুত্র আসি করিল বন্দন ;
ভরিল মায়ের প্রাণ, ঝরিল নয়ন।

৫

ভ্রাতায় ক'রেছে পর, প্রাণের সোদর,—
সবল স্নেহের ডুরি, উপেক্ষার তীক্ষ্ণ ছুরি,
ক'রেছে সম্বন্ধ হীন, দীন পরস্পর ;
সম্মিলনে, সে স্বপনে, নয়নে লহর।

৬

বার্দ্ধক্যের পূর্ণতায় করি পদার্পণ,—
পিতার পবিত্র কায়া, শান্তির চরম ছায়া,
আলস্যের শয্যা পরে ক'রেছে শয়ন ;
ক্ষুধার আহার দেয় ঝরে দু নয়ন।

৭

পদে পদে প্রতিহত জীবনে যাহার,—
করুণায় কণা হায়, খুঁজে খুঁজে নাহি পায়,

মিলায় বিধাতা যদি সরল আধার ;
সাগর তরঙ্গ সম লোটে অশ্রুধার।

৮

কর্ম্ম ক্ষেত্রে মর্ম্ম ছিঁড়ে লইয়া বিদায়,—
প্রেমিকার স্মৃতি লয়ে, হুতাশ হুতাশ ব'য়ে,
দূরে ব'সে আশে ভেসে, প্রেমিক কাটায় ;
মিলনের সুখ স্বপ্নে বুক ভেসে যায়।

৯

কামিনী কাঞ্চন কাম, করি বিসর্জ্জন ! —
সমর্পণ প্রাণ মন, দেবপদে আজীবন,
ভক্ত প্রাণ, প্রেমময়, দিল আলিঙ্গন ;
বাজিল কাতর প্রাণে, কাতর ক্রন্দন।

১০

সুখ সাধ অবসাদ, রমণীর হাসি,—
মান প্রেম আত্মজন, নাহি আর আকিঞ্চন,
বিশ্ব প্রেম সুধাময় বড় ভালবাসি !
কাতর অন্তর মম রোদন প্রয়াসী ॥

অমরেন্দ্রনাথের লেখা গল্প

নক্সা

[সৌরভ * ১ম খণ্ড * শ্রাবণ ১৩০২ হইতে পুনর্মুদ্রিত]

অল্প বয়সে পিতার কাল হয়, সম্পত্তি তেমন কিছুই ছিল না, যাহাতে বসিয়া চলে। আমি এক ছেলে, সুতরাং সংসারের ভার আমার উপরই পড়ে। বৃদ্ধা মা, বিধবা ভগিনী, আমি, তিনটি প্রাণীর কলিকাতা সহরে খোরাক জোগান বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমি বই গতি নাই,—দায়ে পড়িয়া লেখাপড়া ছাড়িতে হইল ; চাকরির চেষ্টায় আকুল হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম। হেথা সেথা অনেক হাঁটাহাঁটি, অনেক পরিশ্রমের পর স্থির জানিলাম, কলিকাতা সহরে কোন বড়লোকের সম্বন্ধী না হইলে, বাবুর মোসাহেব হইয়া মেয়ে মানুষ না যোগাইলে,

যায়, ভগবান সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি না দিলে, চাকরি জোটা দায়। কে জানে, এ কটার ভিতর একটাতেও আমার প্রবৃত্তি জন্মিল না,—কাজে কাজেই দিন কতক ঘরে বসিয়া আকাশ পাতাল গুনিতে লাগিলাম। নেহাত হাল ছাড়িয়া দিলে চলে কই? অনেক কষ্টে, অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, পশ্চিম অঞ্চলে এক চাকরি জোগাড় করিলাম। দৌড়দার রাজপথ, গ্যাসের আলো, টেলিগ্রাফের তার, কলিকাতার যত কিছু মোহিনী,—বুড় মা, বিধবা ভগিনী, বন্ধুবান্ধব—সকলের কাছে বিদায় লইয়া, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার চোখের জলের বদলে দু এক ফোঁটা বিনিময় কেউ দিয়াছিল কি না জানিনা, কিন্তু মা ও ভগিনী অঝোরে কাঁদিয়া, ভগবানের কাছে আমার কল্যাণ কামনা করিয়াছিলেন।

দশ বৎসর আমি বাড়ী ছাড়া, মাসে মাসে বাড়ীতে নিয়মিত টাকা পাঠাইতাম ও চিঠিপত্রে পরস্পরের খপরাখপর নেওয়া হইত। বন্ধু বান্ধবের ভিতর বিশেষ উল্লেখ করিবার কেহ নাই, তবে আমার ছেলেবেলার সহপাঠী,—একজন বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের সন্তান, নাম রামলোচন বন্দ্যো, তাহাকে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিতাম, তার উত্তরও পাইতাম। রামলোচনের মেজাজটা কিছু সাহেবি ধরণের ছিল, ছেলেবেলা হইতে পেন্‌চুট করিয়া চুলকাটা, সাদা ধপধপে পিরানের উপর ওয়েষ্ট কোটটি, গলায় নেকটাই, তার উপর ফ্রককোট যত শুদ্ধ হোক না হোক, ইংরাজী বুলি মুখে মুখে ছিল। আমার সঙ্গে নিবিবিলি বসিয়া যখনই কথাবার্ত্তা হইত, তাহার মনের ভাব জানিতাম,—বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবে তার দারুণ ইচ্ছা, সমাজের ভয় সে থোড়াই রাখে, কেবল বাবার ভয়েই দম খাইয়া আছে।

বছর পাঁচ পশ্চিমে থাকিতে থাকিতে পরম্পরায় খবর পাইলাম, রামলোচনের পিতা হঠাৎ মারা পড়িয়াছে, রামলোচন শ্রাদ্ধ শান্তি না করিয়াই বিলাত যাত্রা করিয়াছে। প্রথমে খবরটা পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, পরে মনে মনে তাহার পূর্ব্ব কাহিনী সমালোচনা করিয়া মনের স্বাভাবিক ভাব ফিরাইয়া আনিলাম। আরও পাঁচ বৎসর স্বভাবের সরল স্রোতে গা মিলাইয়া কাটাইলাম। বাড়ীর জন্য সদাই প্রাণ কাঁদে। কি করিব? পরের চাকর, হাত পা বাঁধা, স্বাধীন ইচ্ছা চলে কই? মা বোনকে দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হয়। চোখ কান বুজিয়া একদিন বড় সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব তখন টিফিন করিয়া আসিয়া বসিয়াছিলেন, টেবিলের উপর পা

চাপা হুইস্কির গ্লাস ছিল, মেজাজটা কিছু ফুর্ত্তি ফুর্ত্তি দেখিলাম। আমায় দেখিয়া অল্প হাসিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর"? আমি উত্তর করিলাম, "প্রায় দশ বৎসর হইল, হুজুরে বাহাল হইয়াছি, একবারও বাড়ী যাই নাই। দুই মাসের ছুটি প্রার্থনা করি, একবার বাড়ীর খবর লইয়া যথা সময়ে আসিয়া হুজুরে হাজিরা দিব"। স্বপ্নেও ভাবি নাই, এক কথায় ছুটি গ্র্যান্ট হইবে।

রাত্রি জাগিয়া হাতের যা কিছু কাজ সমস্ত সারিয়া, তারপর দিনেই কলিকাতার টিকিট লইয়া গাড়িতে চড়িলাম। যথাসময়ে বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম। বুড় মার আর আনন্দ ধরে না, বুড় তো হাউ হাউ কেঁদেই সারা, কথা কওয়া চুলোয় যাগ, ভগিনী খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগে ব্যস্ত হইল; সেদিন সে রাত্রি বাড়ীর আদর অপেক্ষার বেগ সামলাতেই কাটিল।

খবর পাইলাম, রামলোচন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, ঘরের চাকর চাকরাণি লোকজন পর্যন্ত সকলকেই সভ্য করিয়াছে। ধাঁজ ধোঁজ চাল চলন সব বিলাতের ডউলে দাঁড় করাইয়াছে। মনে ভারি কৌতূহল হইল, রামলোচনের সঙ্গে দেখা করিব সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইলাম। রামলোচনের সদরে পৌঁছিয়া দেখি বাড়ীর ফ্যাসান একেবারে ফিরিয়া গিয়াছে। সামনে ছোটখাট কম্পাউণ্ড ক্রোটন. সিজন ফ্লাউয়ার. নানান রকম গাছ, মধ্যে ফোয়ারা, আরও অনেক প্রকার বাহারি কেতাতে পরিপাটি সাজান। বাড়ীর ভিতর এখনো ঢুকি নাই, সুতরাং ভিতরের সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া বলিব। যাহা হউক, সাহসে ভর করিয়া ফটক পার হইব মনে করিতেছি, চৌগোঁপ্পা চৌবে ঠাকুর আসিয়া বাঁশরী নিনাদের মত মধুর আবাহনে কহিল, "আপ কাঁহা যাতে হুঁ, কার্ড মাঙতা"। আমি তো অবাক, সেই রামলোচন, দুজনে গলা গলি ভাব, একদিন আমি না আসিলে আমার বাড়ী ছুটিয়া যাইত। সেই রামলোচনের স্থানে উপযাচক হইয়া আসিলাম, দরওয়ান আসিয়া ঝঙ্কার দিল, কার্ড চাই, নইলে প্রবেশ নিষেধ অতি দুঃখে কহিলাম, "বাপু তোমার বাবু আমার ছেলে বেলাকার দোস্ত. কার্ড টার্ড দিয়ে ঢোকা আমার দরকার করেনা, আমি এমনি আসি যাই" কথা শেষ না হইতেই চৌবেজীর মুখামৃততে গাল ভরিয়া গেল, "আরে সশুরা। তোম কাঁহাকা বাউরা হ্যায়, মেরা সাথ দিল্লেগি? আবি ভাগো তো আচ্ছা, নেহি তো রদ্দা ইনাম মিলেগা"। কষ্টে চোখের জল চাপিয়া বলিলাম, "চৌবেজী. মেজাজ খামকা গরম করছো কেন? তোমার বাড়ী কিছু প্রত্যাশায় আসি নাই, চুরির মতলবও কিছু নাই। কেবল তোমার বাবুর দুর্ম্মত্য

দর্শন অকিঞ্চন। তুমি বরং তোমার বাবুকে গিয়া, আমার নাম ব'লে দিতেছি, খবর দাও, দেখ তিনি কি বলেন।

একটি মোলায়েম রদ্দা খাইয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছি, দোতালার বারাণ্ডায় দেখি, অপরূপ মূর্ত্তি, আমাদের রামলোচন! রামলোচনকে চেনা দায়, পেন্‌চুট চুলের উপর গালপাট্টা, আল্‌খাল্লার মতন এক ইজের ও পিরের মত জামা, চোখের উপর সোনা বাঁধান দুখানা কাঁচ। সদরের হল্লা শুনিয়া বারাণ্ডা হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "what's the matter? ক্যা হুয়া?" চৌবেজী এক লম্বা সেলাম ছাড়িল। কি বলিতে যাইতেছিল, আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "ওরে ভাই! Matter বড় serious! এ দুর্ভাগা দশ বৎসরের পর দেশে ফিরেচে, শুনতুম ঘণ্টায় ঘণ্টায় কলিকাতার রকম ফেরে, দশ বৎসরের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখবার জন্যে সহর প্রদক্ষিণে বেরিয়েছিলুম; শুনলুম তুমি ব্যারিষ্টার হয়েছ, হতভাগা সমাজের রীতি নীতি সব পায়ে ঠেলে, সভ্য ভব্য নাড়ুগোপালটি হ'য়ে, পৈতৃক ভিটে আলো করে বসেছ। ছেলেবেলাকার বন্ধু, তোমার রকম-ফেরটার বহর কতদূর প্রথমে বোঝবার জন্য; চৌবেজীর সঙ্গে মধুর প্রেমালাপ বক্তে ঢুকেছি, তা প্রেমালাপের মাত্রা এখন যা উঠেছে, মহাভারত রামায়ণে দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে না। চোখের মাথাতো খেয়েছ দেখছি; চিনতে পারবে কি? আমার নাম হরিমোহন মুখুয্যে, ছেলে বেলায় গলা ধরে কখনও কখনও দু একটা প্রাণের কথা কইতে।" পূর্ব্ব জন্মের অনেক সুকৃতি ছিল, মহামহিম রামলোচনকে আর বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতে হইল না, এক মুখ হাসিয়া কত কি ইংরাজী বলিল। তখন মেজাজটার ঠিক নাই, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিলাম না, ভাবে বুঝিলাম রামলোচনের উদার প্রাণে এ অধীনের ক্ষীণ স্মৃতি আসিয়াছে; বলিলাম "দয়াময়! আপাততঃ ক্ষমা দাও! ইংরাজীতে তুমি ঘণ্টেশ্বর হয়ে ফিরেছ, তা আমি জানি; আপাততঃ চৌবেজীর চর্বণ হতে আমায় রক্ষা কর, পরে সাদর সম্ভাষণ হবে"। রামলোচন যেন অল্প অপ্রতিভ হইয়া, চেঁচাইয়া বলিল "দরওয়ান বাবুকো ছোড় দেও"। চৌবেজী অল্প কিন্তু ভাব দেখাইয়া, সরিয়া গেল। আমি দুর্গানাম জপিতে জপিতে উপরে উঠিলাম। Staircase তোফা Carpet মোড়া, তার উপর পিতলের পিন মারা, ধারের রেলিংয়ে সোনালির সুন্দর Paint। উপরে উঠিতেই রামলোচন "Hallow! Hallow"! করিয়া আমার ডান হাতখানা ধরিয়া, জোরে নাড়া দিল; নড়া পর্য্যন্ত টন্‌টন্ করিয়া উঠিল; কতক খাতিরে কতক

ভয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া, দুজনে একটি ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিলাম। ঘরটার নাম শুনিলাম Drawing Room। যেখানে যে কেতা হইলে ঘরটি বেশ ভউল দোরস্ত হয়, ঠিক সেইরূপ সাজানো। দু জনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। রামলোচন প্রথমেই ইংরাজীতে মওড়া ধরিয়াছিল, হাতে ধরিয়া বলিলাম, "ভাইরে! পেট থেকে পড়ে পরস্পরের আলাপ, আর জানত, ও ভাষায় তেমন দখল থাকলে কি আর পেটের দায়ে দেশ ছাড়া হই? তুমি তোমার বর্ত্তমান জাতীয় ভাষা সুরু করলে, আবার আমার চৌবেজীর রদ্দা খেয়ে ঘরে ফিরতে হয়! এলেম দেখাবার জন্যে Open Bar রয়েছে,—গর্ত্ত কেটে সমুদ্রের স্রোত ঢাল কেন?" অদৃষ্ট খুব সুপ্রসন্ন, দরিদ্রের আবেদন গ্রাহ্য হইল। চাঁদ মুখে হাসি আনিয়া রামলোচন বলিল—তুমি কি কারুর—Recommendation এর জোরে service procure করেছ? রামলোচন! তুমি যথার্থ বাল্যবন্ধুর মান রাখলে বটে! তুমি যে ভোবাটানা ছেড়ে Mixtureই ভাষা ধরেছ, এ আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য! কারুর Recommendation নিয়ে চাকরির জোগাড় করিছি কি না, জিজ্ঞাসা করছ? ভাই রে! কলিকাতা সহর, টাকার জন্য বাপ ছেলে পর হয়,—মার ভালবাসা কমে বাড়ে,—মাগের সোহাগ ওঠলায়-শুকায়, শশুর শাশুড়ির মুখ উজ্জল হয়,—অতি কুৎসিত চরিত্র হলেও আত্মীয় স্বজনের কাছে সোনার চাঁদ। আমায় যে মাগ দিয়ে পেটের সংস্থান করতে হয়নি, এই যথেষ্ট! আর তোমার মতন ত নয়, যে—বাপ কি মজাই করে গিয়েছে, সই করি আর টাকা আসে, তাহলে নয় বুক ঠুকে জাত কুল খেয়ে জাহাজে চড়ে বসতুম! রাত পোহালে কি খাব, এ ভাবনা বড় ভাবনা! আর তা না হলেও তোমার মতন কুলধ্বজ হয়ে কলঙ্কের ধ্বজা ঘাড়ে করে দেশে ফিরতে রাজী নয়। রামলোচন শান্ত বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরিয়া বলিল, "তুমি কি বলতে চাও, আমি-ভারি একটা অন্যায় কাজ করেছি? সাহেবের মুখ খিঁচুনির উপর Depend না করে, Indipendency prefer করেছ"। আমি বলিলাম "Indipendency ত prefer করেছ, নিজের বিষয় কিছু refer করেছ কি? প্রথমতঃ দেশছাড়া হলে, মুখটি পুড়িয়ে! তারপর সাগর পার গিয়ে, বাপের যথা সর্ব্বস্ব প্রায় জলাঞ্জলি দিয়ে, সম্মানের ঝুলি ঘাড়ে ক'রে কলির অবতার হয়ে ফিরলে! সাহেবের খিঁচুনি ঘৃণা ক'রে Indipendency নিলে, জজের খিঁচুনির তোড়ে সময় সময় মনে হবে কি দুষ্কর্মই করেছি? বড় কেরানির ল্যাজে বাঁধা থাকতে হবে। প্রথম পদার্পণেই উদারতার চূড়ান্ত দেখালে, সম্মানের ঝুলিটি ভিক্ষার ঝুলিতে দাঁড় করালে! Client এর কি হুজুর

কান্না আর খানা খাওয়া, তোমাদের সমান। অনেক মহাত্মা মাসে চারটে ভোজ দিয়ে অজস্র খরচ করতে প্রস্তুত, কিন্তু বুড় মাকে দুটো টাকা মাসহারা দিতে হলে, বুকের হাড় খসে যায়! সবিশেষ গুণ বর্ণনা করতে গেলে, এখনি Bar শুদ্ধ জড় হয়ে, শ্রীঘরে ঠেলবে। বিচারক ত তোমরাই!"

রামলোচন উত্তর দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে দেয়ালে ঠুন্ ঠুন্ করিয়া Bell বাজিয়া উঠিল। Screen টানিয়া এক বেহারা আসিয়া সেলাম করিয়া রামলোচনের হাতে কার্ড দিল। বেহারার আকৃতি প্রকৃতি ও সাজসজ্জা দেখিয়া আমি ত অবাক। পরনে ময়লা ইজের, ময়লা কামিজ, ওয়েষ্ট কোর্ট, গলায় কাল ফিতা, পায়ে ঠনঠনের চটি, মাথায় জীর্ণ ক্যাপ। রামলোচন ঘাড় বাঁকাইয়া কার্ড দেখিয়া মুখ তুলিয়া বলিল "মেমসাহেবকা ফুরসৎ বহেত হিঁ পর ভেজ দেও"। ব্যাপারটা কি? মেমসাহেবটা কে? রামলোচন ত অবিবাহিত ছিল, তবে কি কাজের চূড়ান্ত করিয়াছে নাকি? জাত কুল বিসর্জ্জন দিয়া এক বিলাতি পেত্নী ঘরে আনিয়াছে নাকি? সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই রামলোচন, সে কাল আর নাই, যে তোমাকে দুটো গালমন্দ দিলেও কথা কইবে না! এখন তুমি আলাদা লোক হয়েছ—তোমায় আমায় ঢের প্রভেদ! Etiquetteয়ের চুল তফাত হ'লে, হয়ত' চাবুক ধরে বসঁবে। যদি অভয় দাও, ত' একটা কথা বলি! এ মেম্‌সাহেবের ব্যাপারটা কি বল দেখি? সম্মানের ঝুলিতে পুরে, কোন রূপের ডালি এনেছ কি?" রামলোচন উত্তর দিল, I have married an excellent cat's eye beauty of sweet twenty five. A snowy dove in comparision with the Eastern Crows." শুনিয়া ভারি আনন্দে ব'লিয়া উঠিলাম, "বাহবা রামলোচন, বাহবা, তবেত' উন্নতির পথ পরিষ্কার ক'রে রেখেছ! রাগ করোনা, চাঁদ! দুটো কথা বলি,—দুদিন পরে গালে ঠোনা মেরে, যা কিছু সম্পত্তি আছে, দখল নিয়ে আর এক জনের স্কন্ধে গিয়ে চাপবেন! তুমি মহামহিমার দুটো ছেঁড়া গাউন দুপাশে রেখে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, স্মৃতি সুখে ভোর হ'য়ে, রাত কাটিও। বুটের ঠোক্কর কি আর খাবে না? ক্রমে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ চিহ্নে দেহ ভরে যাবে! আর নেহাত যদি দু এক বছর টিকে যাও—দুজনেরই প্রগাঢ় প্রেম, একটি কুলতিলক না হয়ে ছাড়চেন না। তার বন্দুকের গুলিতে তোমার ইহলীলা সম্বরণ অব্যর্থ!" কথা শেষ না হইতে হইতেই দুই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। গৌরাঙ্গী বিড়ালাক্ষী, মুখখানি অবিকল চীনের টব! পাঁকাটির বংশধরী! পরিশেষ সৌন্দর্য্যের

পরাকাষ্ঠা ক্যাটিতে প্রকাশ! বেশভূষা ও হাসির ঘটা কিছু বাড়াবাড়ি। অপরটির রূপ গুণে প্রায় ঐ রকম, তবে বেশভূষায় ও বর্ণে যৎকিঞ্চিত রূপান্তর! — অনুমানে বুঝিলাম Lady Attendence। রামলোচন তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমার হাতে সঁপিয়া দিল। Introduction প্রথম আলাপের কথাবার্ত্তা, হাসিয়া হাসি ফিরাইয়া দেওয়া, গা ঘেঁসাঘেসি করা, যত কিছু সভ্য ক্রিয়া, যথা-সাধ্য—Etiquete বজায় করিয়া সম্পন্ন হইল। পরে লেডি Attendence আমার হাতখানা ধরিয়া মেমসাহেবের হাতে একটি Cigerette ও দিয়াশলাই দিল, আমি লইলাম মাত্র কোন কথা কহিলাম না। হঠাৎ মাগী ঝঙ্কার করিয়া বলিল, uncivilised fool you are! You don't know to tender thanks, after reciving an offer from a Lady, who is the main spring of all worldly affairs বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রামলোচন ও তদীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী হাসিয়া আকুল আমি আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া একটা জড় পিণ্ডের মত বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে রামলোচনের প্রণয়িনী রামলোচনের দিকে চেয়ার হেলাইয়া বলিল, ' My Dear! It is nearly 11½ A. M. though the Court is closed to day, you have to deal yourself, this day with the deed, as arranged previously"!

রামলোচন বলিল," Yes, my heart! I remember I shall have to arrange to-day to send my old worthless Uncle and aunt to Pinjarapole"! মোহিনী গৌরাঙ্গী—"Then let me go, for needful preparations" ! বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন,—যাইবার সময় গুন্ গুন্ করিয়া, গাহিতে গাহিতে গেলেন,

"Where the bee sucks there suck I,
In a cow slip bell I lie"—

আপদ গেল। কথাবার্ত্তার ভাব বুঝিয়া, আমি হতভম্ভ হইয়া গেলাম। রাম-লোচনের বুড়ো খুড়োখুড়ি ছিল, তাহারা কি এখন এইখানে আছে? হায়! হায়! বৃদ্ধ নিরীহ লোক, মুখ চাহিবার স্নেহ নাই! উপযুক্ত ভাইপো যথা সময়ে পিঁজরাপোল তীর্থে পাঠাইতেছে! জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামলোচন! তোমার বুড়ো খুড়োখুড়ি কি এখন তোমার আশ্রয়ে"? রামলোচন উত্তর করিল "হাঁ"।

আমি। রাম! রাম! এমন পাপ কাজও করে? বসিয়ে বসিয়ে

খাওয়াচ্চ! পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি এইবার কচ্চ? নূতন কীর্ত্তি দেখালে বটে। বুড়ো বাপ মা কি খুড়োখুড়িকে পিঁজরাপোল পাঠান, এই প্রথম তুমি সুরু করলে।

রামলোচন। কথাটা কি জানলে ভাই! I am totally disgusted with them. চুপটি করে বসে এক ঘর দখল করে মালা ফিরুচ্চেন। ফাউল কারির গন্ধ পেলেই দোর বন্ধ করে দেন। বসে বসে খাচ্চেন, এ অনুগ্রহ যথেষ্ট মনে করেন না! আবার খুড়ি বলেন "অল্প বয়সে তোর মা মারা যায় আমিই তোকে মানুষ করি, সে ঋণ শোধ কর বাবা, আমাদের কাশী পাঠিয়ে দে, আর মাসে মাসে কিছু পাঠিয়ে দিস। I got my best concience! যেখানে পাঠান উচিত সেইখানে পাঠাচ্চি Because the old age idoler Father or Mother or any relation, must be classified with the inhabitants of Pinjarapole"

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, আমি উঠিলাম, রামলোচন আমার হাত ধরিয়া টানে, "ব'স ব'স"! আর ব'স, আমি এক দৌড়ে বাড়ী! আর আর খবর পরে পাইবেন।

অমরেন্দ্রনাথ রচিত পঞ্চরং

" সীতারাম অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্রকে ও মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারকে ব্যঙ্গ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ 'থিয়েটার' নামে এক কৌতুক নাট্য রচনা করিলেন। "

থিয়েটার

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ:

পুরুষগণ॥ নগেন্দ্র—খুলনা নিবাসী ধনীর সন্তান। বরেন—ঐ ভ্রাতা। গুণেন্দ্র—হাইকোর্টের উকীল (নগেনের আত্মীয়)। যতীন—গুণেন্দ্রের পুত্র। নটবর—থিয়েটারের ম্যানেজার ও নাট্যকার। খাঁটিচাঁদ—সম্পাদক। রসময় মুখুয্যে

—মহাজন। ঘটক, অশ্বারোহী বালকগণ, দরওয়ান ও বেলিফদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ॥ সুবর্ণলতা—নগেনের স্ত্রী। রসবতী—গুণেনের স্ত্রী। পটল সুন্দরী—অনৈকা বেশ্যা। ক্ষান্তমনি—পটলসুন্দরীর মাতা। কবিরাজনীগণ, ঘটকী ও এডভারটাইজিং লেডীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা। গীত।

উভয়ে। বাবু বাই ধ'রেছে ক'র্‌বে থিয়েটার

স্ত্রী॥ খুলনা থেকে তাল ঠুকে ভাই উদয় বাঙ্গাল অবতার॥
দিনে দিনে বাড়ছে কত ঢং
রঙ্গালয়ে বঙ্গে এসে ক'রবে কত রং,
সং সেজে এ সহরেতে ক'রবে সাগুর একাকার।

পুরুষ॥ ছিল ছাতুবাবু লাটুবাব,
তার উপরে বাঙালবাবু,
বাবু হবেন বেজায় কাবু -
গতিক বুঝে কল্‌কেতার।

স্ত্রী॥ কত নন্দী ভৃঙ্গী বিষম শিঙ্গী হবে আমদানী,
সখার বেশে এসে হেসে
দেখিয়ে দেবে ঘানী,
(বাবু) খেতে হবে ঘোল আমানী
বিড়ম্বনা বিধাতার॥

পুরুষ॥ নটবরের নষ্টামীতে নাচবে নটনটী
তিন জনেতে করবে তোমার ভিটে মাটী চাটী,
থাক্‌বে না'ক কড়িটি হায়,
কিন্‌তে দড়ী কলসী আর॥

স্ত্রী॥ (বাবু) চোদ্দ গুণ্‌তে হাঁপিয়ে যান পদ্য লিখতে সাধ,
গাইতে গিয়ে গলা ভেঙ্গে ঘটাও পরমাদ,
"কবলে ধরলে" শোধরালে কই,
জানাও তুমি ঘোর একটার॥ (প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(গুণেন্দ্রের বাটি। গুণেন্দ্র ও রসবতী)

গুণেন্দ্র॥ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আদালতের বেলা হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ

ছ'টা আপীলের কাগজপত্র সব হাতে রয়েছে, ঠিক সময়ে না পৌঁছুতে পালে জজ সাহেবের খিঁচুনী খেতে খেতে আমার প্রাণান্ত হবে।

রসবতী॥ ওরে আমার প্রাণ!—ওরে আমার খুলনার বাঙাল!—কলকেতায় এসে মস্ত একজন উকীল হ'য়েছ, না? "মেগের কাছে পেগের বড়াই", বাড়ীতে ত কখন একটা মক্কেলের মুখও দেখতে পাই না! সকাল বিকেল কতকগুলো বাপে খেদান, মায়ে তাড়ান দালালের দল এসে জোটে বটে, কেবল মতলব হ'চ্চে,—কোন নাবালক ছেলের মাথা খাবে, কোন বিধবার সম্পত্তি বাজেআপ্ত করবে, কাকে দু'শো দিয়ে ভুহাজার লিখিয়ে নেবে, কার মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে, মেয়েমানুষের বাড়ী গিয়ে ইয়ারকি দেবে—এই তো তোমার কাজ! আমায় কিছু দিতে হলেই তোমার হাতে আগুন লেগে যায়।

গুণেন্দ্র॥ বলি আমার যা কিছু—সব ত তোমারই। একটা বই ছেলে নয়, ছোট খাটো সংসার—অতি অল্প খরচেই চলে। রোজগারপাতি করে যা কিছু জমাতে পারবো—তোমার নামেই লিখে পড়ে দিয়ে যাবো। এখন থেকে এটা সেটা কিনে বাজে খরচ কল্লে—আমি মল্লে খাবে কি?

রসবতী॥ সোনার চাঁদ আমার, ক'খানা কোম্পানীর কাগজ আমার নামে ক'রে দিয়েছ? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, এর উপর বাবুর বাবুয়ানা কত! আমি কিছু জানিনি, মনে করেছ? আমার মাথা ছুঁয়ে দিব্যি কর দেখি,—তোমার বার-টান নেই—এদিক্ ওদিক্ চুপিসাড়ে হাত বাড়াও না?

গুণেন্দ্র॥ কে বলে, কোন শালা বলে, কোন বেটা বলে? আমার সামনে এসে বলুক না, লবেজান করে দেব।

রসবতী॥ বেশী বাড়াবাড়ি কর না। যদি চালাকী করে উড়তে চাও, দুটি গালে দু দুগুণে চারটি থাপড় লাগাব, গাল গলা ফুলে প্লেগ হয়ে ঘরে পড়ে থাকবে। তুমি ত খুলনার বাঙ্গাল—আমরা কলকেতার মেয়ে, চক্কাবজী আমার সঙ্গে করলে হাটের মাঝে হাঁড়ী ভাঙব। যা কর আমার আপত্তি নেই, এই তাগা জোড়াটি কিনে দাও, বানি লাগবে না, সোনার দরে পাচ্ছি।

গুণে॥ দিনকতক চেপে থাক। একটা ভারী দাঁও লেগেছে, থোক্‌থাক্ কিছু হাতানো যাবে, সেই টাকা থেকে তোমায় তাগা কিনে দেব। আর আমি নিজে পছন্দ করে হ্যামিলটনের দোকান থেকে একটা হীরের নাকচাবী এনে দেব।

রসবতী॥ এখন কি ভবে প্রাণ বঁধু আমি ঝুমঝুমি আর কাঁচের পুতুল নিয়ে মন

ভোলাব? খেলে—খেলে, চড় খেলে, আর দেরী নেই! গাল সামলাও, তোর বাঙ্গালের নিকুচি করেছে। (চপেটাঘাত)

গুণেন্দ্র॥ ওরে বাপ্‌রে, কি চড়ের বহর রে! তুমি কি ছেলেবেলা থেকেই গরুর জাব কাটা অভ্যাস করেছিলে নাকি? মেয়েমানুষের হাত এত কড়া হয়, তা ত জানতাম না! আচ্ছা, তুমি যে যখন তখন আমায় খুলনার বাঙ্গাল বলে ঠাট্টা কর, আমার বাঙ্গালত্ব কোনখানটায় আছে? জন্ম বটে বাঙ্গাল দেশে। ছেলেবেলা থেকে কলকেতায় রয়েছি, বি, এল পাশ ক'রে। হাইকোর্টের প্লীডার হয়েছি। কলকেতাতেই বিয়ে করেছি,—তার সাক্ষী—প্রলয়কারিনী, ভৈরবরূপিনী তুমি সম্মুখেই বিরাজ ক'চ্ছ। আর কথাবার্ত্তা ঠিক কল্‌কেতার ভৌল হ'য়েছে, একটুও বাঙ্গাল আড় নেই, তবে আমায় বাঙ্গাল বলে গাল দাও কেন?

রসবতী॥ গোস্তাকী মাফ হয়—অধীনীর অপরাধ হ'য়েছে। তুমি যে জন্মবৃত্তান্ত পর্যন্ত ওল্‌টাতে চাও—সেটা আমি বুঝতে পারিনি। এইবার থেকে তোমায় কাবুলের মেওয়াওয়ালা ব'লে ডাকবো, আর বাঙ্গাল বলবো না।

গুণেন্দ্র॥ যথেষ্ট রসিকতা হয়েছে, এইবার অনুমতি হয়তো আদালতে যাই।

রসবতী॥ তবে কি তাগা জোড়াটা যথার্থই ফিরিয়ে দেব নাকি?

গুণেন্দ্র॥ তোমার মাথা ছুঁয়ে বলছি—ভারী টানাটানি পড়েছে। ছ' মাসের বাড়ী ভাড়া জমে গেছে, চালওয়ালার তিন মাসের টাকা পাওনা হয়েছে, সেন কোম্পানীর দোকান থেকে চোগা চাপকান তৈয়েরী করেছিলুম, তার দাম দিতে পারিনি, চা'রদিক থেকে তাগাদায় অস্থির করে তুলেছে। এই সময় তুমি একটু না চেপে গেলে আমি মারা যাই। বেশী নয়, দুটো মাস ঠাণ্ডা হ'য়ে থাক, মস্ত দাঁও লেগেছে, এবার করচুন্ ফিরিয়ে ফেলছি, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সোনার অঙ্গ সোনায় মুড়ে দেব।

রসবতী॥ কি রকম দাঁওটা শুনি, যদি ধাপ্পাবাজী হয়, কোন্ শালী আর তোমার ঘরে থাকবে, থিয়েটারে গিয়ে চাকরী করবো। শুনছি, আজকাল থিয়েটারে মেয়েমানুষের বড় টানাটানি হচ্ছে। অনেকগুলো থিয়েটার হয়ে বেশ্যা বেটিদের গুমরে পা পড়ে না! আমি গেলে সব বেটা ম্যানেজার লুপে নেবে।

গুণেন্দ্র॥ এতটা বাঁকা-বাঁকি করছো কেন? তোমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী করব,—এখন এত বড় বুকের পাটা হয়নি! ব্যাপারটা খুলে বলি শোন,—

খুলনার যোগীনবাবুকে মনে আছে ত? আমাদের বাড়ীর খান তিন চার বাড়ীর পরেই সেই লম্বা-চওড়া বাড়ীখানা। না খেয়ে না দেয়ে অনেক পয়সা রেখে গেছে। বাপ্ মরবার পরেই তাঁর দুই ধনুর্দ্ধর ছেলে কলকাতায় এসে বাসা নিয়েছে। ছেলে দুটো ক্ষেপে উঠেছে—থিয়েটার করবে, আর নিজেরা সাজবে। থিয়েটার বড় মজার জায়গা—জান ত? অনেকগুলো মেয়েমানুষ একত্রে, তাদের সঙ্গে ইয়ারকিও চলবে—পয়সাও রোজগার হবে। কত ধানে কত চাল, তা ত যাদু জানেন না—থিয়েটার অমনি কল্লেই হোল। গ্রাম্য সম্পর্কে আমায় "কাকা কাকা" বলে। তাদের দু ভাইয়ের উপর আমার খুব ইনফ্লুয়েন্স। এইবার আমিই সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা হয়ে বসবো, সব টাকাকড়ি আমার হাত দিয়েই খরচ হবে। তুমি দেখ না কিছু দিনের মধ্যেই চক মেলান বাড়ী কচ্চি কিছু না হয়—দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ তোমার নামে কিনে দিচ্চি; তাছাড়া গা ভরা গয়নাতো আছেই।

রসবতী॥ তুমিও খুলনার বাঙ্গাল, তারাও খুলনার বাঙ্গাল, কাকের মাংস কাকে খাবে? পার যদি তোমার বাহাদুরী বটে।

গুণেন্দ্র॥ যদি না পারি, এই সোনার চসমা ছুড়ে ফেলে দিব, কাণা হয়ে থাকবো, আর এ মুখ তোমায় কখন দেখাব না।

রসবতী॥ দেখ মাই ডিয়ার! আশা দিয়ে যেন নিরাশ ক'রো না।

গুণেন্দ্র॥ তা যদি করি, তুমি আমায় ত্যজ্য পুত্র—থুড়ি থুড়ি,—ছি ছি—তুমি আমায় ত্যজ্য স্বামী ক'রো।

রসবতী॥ তবে হাতে হাত দাও, তোমায় সেকহ্যাণ্ড করি। (তদ্রূপ করণ)

(গীত) (বঁধু) যে দেয় আমি তারি।
চ'ড়ে কুক সাহেবের গাড়ী,
যাব হ্যামিলটনের বাড়ী,
বেছে বেছে মনের মতন আনবো জুয়েলারি॥
"মুরের" দোকান কাছেই তার,
ক্যাস্তি আমার আড়ং যার,
আনবো তুলে এটা সেটা যে ক'টা পারি।
তুমি আমার আমি তোমার
(বঁধু) কার ধার ধারি? (যতীনের প্রবেশ)

গুণেন্দ্র॥ হ্যাঁরে যতে! এখনও স্কুলে যাস্‌নি এগারটা বাজতে যায়!

যতীন॥ কি বোধ হচ্ছে তোমার? একতড়া বই বগলে নিয়ে কি যাত্রা শুনতে যাচ্ছি?

রসবতী॥ শুনলে—শুনলে—হতচ্ছাড়া ছেলের কথা শুনলে?

যতীন॥ কি রকম কথা কইতে হবে? চরিতাবলী পাঠ করতে হবে? কথা-বার্ত্তার আকার রকম আছে নাকি?

গুণেন্দ্র॥ বেটা যেন আমার পুঁটে চাঁরে! যথেষ্ট হয়েছে—বাপধন! এখন স্কুলে যাও।

যতীন॥ গুটী গুটী সেই বাগে ত চলেচি, আর গোটাচারেক পয়সা চাই, তাই এসেছি।

রসবতী॥ জলপানীর চার পয়সা ত দিয়েছি, আবার কি?

যতীন॥ চার পয়সার হিসেব নাও। টিফিনের ছুটীর সময় দু'পয়সার জিবে-গজা, আর দু' পয়সার পান খাই, এই ত ফুরিয়ে গেল!

গুণেন্দ্র॥ তবে আবার কি খাবে? লজনজুসের দোকান গিলবে নাকি!

যতীন॥ না, না, তা না, পানের দোকানে আজকাল এক নূতন জিনিষ উঠেছে, সকলে খায়, আমিও পানের সাথে একটু একটু খাব।

রসবতী॥ আবার কি খাবি?

যতীন॥ "কোকেন, কোকেন" সে বড় মজার জিনিষ, তোমরাও একটু একটু খেতে অভ্যাস কর।

গুণেন্দ্র॥ বেটা, এ বয়েস থেকে কোকেনখোর হবি কি রে? খবরদার, ও সব কথা মুখে আনিস নি, বেতের চোটে গা দাগড়া দাগড়া ক'রে দেবো।

যতীন॥ কোকেন খেয়ে ভোর হয়ে থাকবো, তোমার বেত রসগোল্লার মত টপ টপ গিলবো।

রসবতী॥ এই গলাচ্ছি মুখপোড়া ছেলে!

যতীন॥ কান ধ'রো না, কান ধ'রো না, কানে পুঁজ হ'য়েছে।

গুণেন্দ্র॥ দুষ্টুমি করিস্‌নি, যা স্কুলে যা।

যতীন॥ তবে বাবা, এই জমী নিলুম, একটি পাও নড়্‌ছি নি।

গুণেন্দ্র॥ এই পাঁজাকোলা ক'রে স্কুলে নিয়ে যাব, দেখি যাস্ কি না! তোর ভারী বাড় হ'য়েছে।

যতীন॥ পুলিশ কেস করবো, পুলিশ কেস করবো, অত্যাচার ক'রো না, অত্যাচার ক'রো না।

রসবতী ॥ আহা, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, লাগ্‌বে।

গুণেন্দ্র ॥ এমন ছেলেকে পাশে আছড়ে মেরে ফেলতে হয়, দেখ না, আজ কি করি!

যতীন ॥ পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা! খুন ক'ল্লে—খুন ক'ল্লে!

রসবতী ॥ কি কর, কি কর, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও! (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখ। শিক্ষিতা কবিরাজনীগণ। গীত।)

নাড়ী টিপে ভাই নিয়েছি নাম।
পসারের আর ভাবনা নাই, (আহা ওঃ হো।)
কত বাড়ী ঘুরি ফিরি, দিনে রেতে, নাই কামাই।
তেমন পেশেণ্ট পেলে, কৌট খুলে,
বড়ী দিই মুখে,
মালিস করি মায-তেল, আঁভা করি বুকে (তাব),
দিলে প্রেমের পাচন, অমনি নাচন
প্রাণটা করে আই ঢাই (আবার),
ছিলুম পাড়াগেঁয়ে পেত্নী মোবা কোমরেতে গোট,
এখন থান পরণে ব্যাগ ঝুলন ব্রুম মাখান ঠোঁট,
খোদাই ক'রে সাইন বোর্ড রোগী দেখি দু বেলাই।
যক্ষাকাসে জগদীশ হার মেনে গেছে,
হিক্কে রোগে শিক্কে তুলে গুপ্ত পালিয়েছে,
গতিক বুঝে বিজয়রতন, দিনে রেতে তুল্‌ছে হাই॥
যত মোচ মোণ্ডা বদ্দিগুলোর পড়্‌লো মুখে ছাই॥
(ছি ছি পড়্‌লো মুখে ছাই)। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(নগেনের বাটির কক্ষ। নগেন ও বরেনের প্রবেশ)

বরেন ॥ না দাদা, তা হবে না, আমি মেঘনাদ সাজবো।

নগেন ॥ তোর যে ভারি আস্পা দেখতে পাই, আগে হনুমান সেজে সাক্‌সেস কর্‌, তারপর 'হিরো' সাজতে চাস্‌।

বরেন ॥ তুমি কি কল্‌কেতায় এসে মাতব্বর হয়ে পড়লে নাকি? তুমিও বাঙ্গাল, আমিও বাঙ্গাল, তুমি যদি "হিরো" সাজতে পার, আমি না পার্ব্বো কেন?

নগেন ॥ তোর কথাবার্ত্তার এখনও আড় ভাঙেনি, বাঙ্গালে চলন এখনও ঢাক্‌তে পারিস নি! আমার সঙ্গে তোর তুলনা?

বরেন ॥ তা বটে ত, এইবার থেকে তোমায় 'সাহিত্য পরিষদ' ব'লে ডাকবো, আর বউ-দিদিকে "ব্যাকরণ কৌমুদী" বল্‌বো। আমি ছোট ভাই, আমার না হয় মুখ চাপা দিলে, কিন্তু কল্‌কেতা শুদ্ধ যে বাঙ্গাল বাঙ্গাল ব'লে গাল দেয়, তার কি কচ্ছো?

নগেন ॥ যে শালারা আমায় বাঙ্গাল বলে, তাদের চৌদ্দপুরুষ বাঙ্গাল। কলকাতার বাবুরা আমার চেয়ে কিসে বড়? এমন জল-তরঙ্গ সিঁতে ক'বেটার আছে? এমন ফুঁপিওলা জুলপী অনেক তপস্যার ফল। তার ওপর এই বয়েস থেকে কালাচাঁদের সঙ্গে প্রেম করে, এমন মদন মোহন চেহারা যার করা গেছে। মেয়ে মানুষ রেখেছি, ইয়ার-বকশিদের নিয়ে মুটো মুটো টাকা খরচ কচ্ছি, আমি বাঙ্গাল কোনখানটায়? কথাবার্ত্তা প্রায় দোরস্ত ক'রে এনেছি। তবে এক একবার, জন্মের দোষে, 'কর্‌লে ধর্‌লে মার্‌লে' এক আধটা বেরোয় বটে

বরেন ॥ ঠিক জেনে রেখ দাদা, সর্ব্বাঙ্গে গোবর মাখালেও বাঙ্গাল ছাঁচ কেউ ভুলবে না। আমাদের রেজেষ্টারী করা ভোল-ডাউল ফস্‌ করে ভোল ফিরিয়ে দেওয়া সোজা কথা নয়।

নগেন ॥ দাঁড়া না, দিনকতক চেপে থাক না, কলকেতা সহরে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়ে দিচ্ছি। গ্রাণ্ড পাবলিক থিয়েটার। যত ভাল ভাল এক্‌টার একট্রেশ যে যেখানে আছে, ডবল ডবল মাইনে আগাম দিয়ে আমার থিয়েটারে নিয়ে আসবো। মটগেজের নিগোসিয়েসন চলছে—গুণেন কাকা এক ধনী ঠিক করেছেন। একেবারে লাক টাকা হাতে নিয়ে বসেছি।

বরেন ॥ তা সে যা হয় হবে, এখন মেঘনাদ-বধ প্লের কি হবে বল? পাবলিক থিয়েটারে এক্ট করবার আগে বাড়ীর ভিতর ষ্টেজ ক'রে দুটো একটা ভাল পার্ট নিয়ে অ্যাপিয়ার হয়ে লজ্জা ভাঙ্গান চাই—নইলে সে সময়ে ক্ল্যাপ খেতে হবে।

নগেন ॥ মেঘনাদ বধ ত হবেই। পাবলিক থিয়েটার ষ্টার্ট করা ত আর মুখের কথা নয়, কিছুদিন সময় লাগ্‌বে। সেই ফুরসুদের ভেতরে আমরা প্রাইভেটে মেঘনাদ বধ, কৃষ্ণকুমারী এই রকম সব ভাল ভাল ড্রামা প্লে করবো। ইম-পিরিয়েল থিয়েটারের ম্যানেজার নটবরবাবু, যাঁর নামে থিয়েটার গোয়িং পাব-

"দিকের লাল পড়ে, তিনি সে থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে জয়েন কত্তে রাজী হয়েছেন। তাঁরই পরামর্শ মত পাবলিক থিয়েটারের বাড়ী ভোয়েরি, একটার একট্রেশ রাখা, বই সিলেক্‌সন সমস্ত হবে। এখন গুণেন কাকা টাকাটা চটপট জোগাড় কত্তে পাল্লে হয়।

বরেন ॥ দেখ দাদা, একটা কথা বলি। গুণেন কাকা কাকাই হন আর নাই হন, ওকালতী ব্যবসা কচ্চেন। উকীলদের ইষ্টমন্ত্র কি জান ত? বুঝে সুজে সই-টই করো।

নগেন ॥ প্রপারটি মর্টগেজ ক'রে টাকা নোব, তার আর বোঝাবুঝি কি? আর যে টাকাটা ধার করবো.—নটবরবাবু বলেছেন, এক বছরের মধ্যে সমস্ত টাকা মায় সুদ থিয়েটারের প্রফিট থেকে শোধ ক'রে দেবেন। নটবরবাবু ভারী পপুলার,—সমস্ত কাগজওয়ালা তাঁর বাধ্য। আমি পাবলিক থিয়েটার খুল্লেই —সব এডিটার তাদের কাগজে লম্বা লম্বা আর্টিকেল লিখবে, চারিদিকে নাম বেজে যাবে, কাতারে কাতারে লোক জমা হবে, ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা আসতে শুরু হবে, রাজা মহারাজা, এমন কি, লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর অবধি আমার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করবেন। তখন কোন শালা বাঙ্গাল বলে, বুঝে নোব। এই বাঙ্গালের কাছে থেকে একখানা ফ্রি পাশ নেবার জন্যে অনেক বড় বড় লোক উমেদারি করবে। বাবা, এমন কলকেতা ছেড়ে বাঙ্গাল দেশে পড়ে কেবল কি ভৈরব নদের শোভা দেখবার জন্যে জন্মগ্রহণ করেছি?

বরেন ॥ তা বটে, তবে দাদা, আমি শুনেচি, কলকেতার জল হাওয়া কল্‌কেতার লোক ভিন্ন আর কারুর সয় না গোয়ালন্দর দিক্ থেকে ক্রোরপতির আমদানী হলেও কল্‌কেতার জলহাওয়ার গুণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁকে পয়লা নম্বর চৌরঙ্গিতে বাস কত্তে হয়।

নগেন ॥ চুপ কর, নটবরবাবু আসছেন, সঙ্গে আর একটি কে লোক আসছে; বোধ হয়, কোন এডিটর-টেডিটর হবে। (নটবর ও খাঁটিচাঁদের প্রবেশ) আসতে আজ্ঞা হয়,—আসতে আজ্ঞা হয় নটবরবাবু—এই আপনার নাম হচ্ছিল।

নটবর ॥ বিশেষ অনুগ্রহ দেখছি, ক্রমে আমায় হরিনামের মালা করবেন বোধ হয়, রাত-দিন বসে জপবেন! ইনি আমার একজন ফ্রেণ্ড, আপনার সঙ্গে আলাপ ক'ত্তে এসেছেন, এঁর নাম খাঁটিচাঁদ পাকড়াশী। "মরুদ্যোম" কাগজের এডিটর, শহরে ভারী নামডাক, এঁর কলমের জোরে "লর্ড কর্জ্জন"

পর্য্যন্ত থরহরি কম্পমান। ইনি মনে ক'লে, "রায়বাহাদুর" ক'রে দিতে পারেন, কাউন্সিলের মেম্বর ক'রে দিতে পারেন, আমাদের ছোটলাট উডবরণ এ'র পার্শ্যনাল ফ্রেণ্ড!

বরেন॥ বটে—বটে,—তা "মরুভোম" যে বাঙ্গলা কাগজ শুনেছি, বাঙ্গলা আর্টিকেল "লর্ড কর্জ্জন" পড়েন কি ক'রে?

খাঁটি॥ গবর্ণমেন্টের মাইনে করা গণ্ডা গণ্ডা ট্রানশ্লেটার আছে। প্রতি সোমবার আমার আর্টিকেল ট্রানশ্লেট ক'রে "লেপ্টনেন্ট গবর্ণর" আর—"গবর্ণর জেনারেল"কে এক এক কপি পাঠাবার জন্য দুটো লোক স্পেশাল মাইনে করা আছে। এই যে এত বড় "বুয়ার ওয়ার" হলো,—আমার আর্টিকেলের জোরে, তা জানেন! এই যে "চায়নায়" কন্টিনেন্টাল ওয়ার হবার যোগাড় হ'য়েছে—তার রুট কে জানেন? অধীন খাঁটিচাঁদ পাকড়াশী। ছোটলাট উডবরণ সাহেব আমার পার্শ্যনাল ফ্রেণ্ড! কোন পলিটিকেল কশ্চেন আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে ডিসাইড করেন না। আমি মনে কল্লে জেমস্ সাহেবের চাকরী খেয়ে দিতে পারি, পিয়ারসন সাহেবকে বদলী ক'রে দিতে পারি, চিফ জষ্টিসকে ডিগ্রেড করাতে পারি।

বরেন॥ দোহাই মহাশয়! আমার একটি উপকার করুন।—আমার শিংওলা গরুটি হারিয়েছে, কৃপা ক'রে যদি খুঁজে দেন। আপনি যেরূপ ক্ষমতাবান দেখছি—আপনার অসাধ্য কিছুই নেই!

খাঁটি॥ অ্যাঁ—ঠাট্টা—ঠাট্টা! নটবর বাবু! এমন জায়গায় নিয়ে এলে, যেখানে আমার মেরিট এপ্রিসিয়েট হয়না। আমি এখনই আমীর হোসেন সাহেবের কাছে চল্লুম, ডিফার্মেশানের চার্জ্জে তোমার নামে ওয়ারেন্ট বার করবো। জান, আমার এক চিঠিতে খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট 'হিতবাদী'র নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে, চ্যাঙ্গড়া ছোঁড়া কোথাকার!

নটবর॥ আরে ছি ছি! খাঁটিচাঁদ বাবু! তুমি ক্ষেপলে নাকি? কার কথায় রাগ কচ্ছো? নগেনবাবু, আপনি বেশ করে একবার আপনার ভায়াকে ধমকে দিন ত মানীর মান বোঝে না, ফস ক'রে একটা কথা ব'লে ফেল্লে, কনসিকোয়েন্স বড় খারাপ দাঁড়িয়ে যায়।

নগেন॥ (বরেনের প্রতি) তুই ঠাওরেছিস্ কি? এ কি তোর বাঙ্গাল দেশ পেলি নাকি? ফের যদি বাজে কথা কইবি, মুখ গুজ্‌ড়ে ধরবো!

বরেন॥ মাপ করবেন খাঁটিচাঁদবাবু! আমি কোন মন্দ ভাবে বলিনি, আপনার

কথাবার্ত্তা শুনে আমি আপনাকে 'উইকিলসনের' সালসা মনে করেছিলাম —যে বুঝি বা, গরু হারালে গরুও পাওয়া যায়।

নটবর ॥ যাক যাক বাজে কথা যাক, এখন আপনার টাকার যোগাড় কতদূর হলো বলুন। সিজনের মুখে পাবলিক থিয়েটার ওপেন কত্তে হবে। আপনি দেখে নেবেন, এ'কখানা ড্রামা ছাড়বো, আর থু আউট ইণ্ডিয়ায় একটা সেনসেশন পড়ে যাবে। আপনি দেনা করুন, কোন ভয় নেই। দুখানা ড্রামা খোলা হলেই আপনার মূলধন পর্য্যন্ত তুলে দিব।

খাঁটি॥ আর আমি এক একটা আর্টিকেলের চোটে প্রত্যেক পাবকরমেন্সের নাইটে পাঁচ দশটা বাজার পেট্রনেজ বাগিয়ে দেব।

বরেন ॥ আর রোজ আমি আদালত-ঘর করবার জন্য এই বেলা থেকে দুখান সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী এনগেজ ক'রে রেখে দিই।

খাঁটি ॥ তা ও সব কাজ কত্তে গেলে মামলা মোকদ্দমা আছেই ত, তার আর হয়েছে কি! হাইকোর্টের জজ বল, ছোট আদালতের জজ বল, সকলেই আমার মুঠোর ভেতর। সেল সাহেবকে আমিই জজ করে দিয়েছিলুম— অরমন সাহেবকে আমিই ছোট আদালতের চিফ জজ ক'রে দিই। মোকদ্দমা হাইকোর্টেই হোক, আর ছোট আদালতেই হোক, জিত হবেই।

নগেন ॥ আর এক হপ্তার মধ্যেই টাকাটা যোগাড় হয়ে যাবে। গুণেন কাকা আজ ধনীর বাড়ী গিয়ে ফাইনেল ক'রে আসবেন। টাকাটা হাতে এলে পাবলিক থিয়েটারের কাজ শুরু করা যাক। যত ভাল ভাল এক্টর একট্রেস যে যেখানে আছে, আপনি এনগেজ করে ফেলুন,— যে যা য়্যাডভ্যান্স চায়, দিন; যে কটা পাবলিক থিয়েটার আছে, তাদের "হিরোইন" কটাকে স্ন্যাচ ক'রে নিন, সব বেটা ম্যানেজার লাগাম-হীন মিউল হয়ে থাকবে। আই ইন দি মিন টাইম, আমাদের বাড়ীতে প্রাইভেট ষ্টেজ খাটিয়ে আপনা আপনির ভেতর "মেঘনাদ বধে"র পার্ট সিলেক্ট করা যাক। আপনাকেই মেঘনাদের পার্ট নিতে হবে।

খাঁটি ॥ তার আর কথা আছে; বীরের মতন চেহারা। যেন "বুয়ার জেনারেল ক্রোঞ্জি" সেণ্ট হেলেনা থেকে পালিয়ে এসে হেথায় বিরাজ কচ্ছেন।

বরেন ॥ তা হবে না, তা হবে না—আমি মেঘনাদ সাজবো।

নগেন ॥ চুপ কর, চুপ কর—ম্যানেজারবাবু যাকে যা পার্ট দেবেন, তাই কত্তে হবে। আসুন নটবরবাবু! বৈঠকখানায় বসে পার্ট সিলেক্ট করা যাক গে।

খাঁটি॥ চলুন (পকেট থেকে শিশি বাহির করিয়া) কিছু মনে করবেন না—
আমার একটু উইকনেস আছে। (মদ্যপান)

বরেন॥ (স্বগত) ওরে শালা, তোমার আগাগোড়া ভণ্ডামি। (প্রকাশ্যে)
কিছু মনে করবেন না খাঁটিচাঁদবাবু, আমারও একটু উইক্‌নেস আছে।
(মাথায় চড় মারিয়া প্রস্থান)

খাঁটি॥ ড্যাম—রাসকেল—স্টুপিড। নগেনবাবু যদি আমার হেল্প চান,—
ও ছোঁড়াকে এখনি আমার কাছে ধ'রে এনে দিন, আমি বোতল-পেটা ক'রে
তবে ছাড়বো।

নটবর॥ ছোকরা বদমাইস্‌ তো।

নগেন॥ আসুন! আসুন! আমি কাল ওকে বৈঠকখানায় নিয়ে আসছি।
(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(রাস্তা ঘটক ও ঘটকী। উভয়ের গীত)

গুটী গুটী— চল্‌ দেশে যাই,
পড়লো ভাতে ছাই।
"ফ্রি লাভ" বুঝতে শিখে,
আমাদের আর গতি নাই॥
ক'নে এখন বরটি বাছে,
বর খেয়ে যায় কনের পাছে,
চুপিসাড়ে - - কোর্টসিপ ক'রে—
ডাইভোর্সের ধুম ত তাই॥
ঘটক ঘট্‌কী গো টু হেল,
বাপ—মা এখন ওলড রাসকেল,
বলবো কি হায় প্রাণ পুড়ে যায়,
(গেল) অভাবেতে স্বভাব ভাই॥ (সকলের প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য

(অন্তঃপুর। সুবর্ণলতা ও রসবতী)

রসবতী॥ হ্যাঁ বউ! তুমি ক্ষেপলে নাকি? এ কি কাণ্ড ক'চ্ছো?

সুবর্ণ॥ ক্ষেপলাম আর কোনখানটায় ঠাকরুণ? কাণ্ড তো কিছুই করি নাই,
আমার কোর্ত্তা থিয়েটারের লট হ'য়ে নাচবার লগে নেচে উঠেছে,—আমিও

লটি না হব ক্যান ? বাহার করে কাপর পরচি, মাথার উপর বর বর গোলাপ ফুল গুজচি—চিকণ চিকুর গন্ধদ্রব্য মাখায়ে আরও চকচকাইচি—বুকে পিঠে তীর ধনুক বাধছি, তালঠুকে বীরাঙ্গনা প্রমীলাসুন্দরী হইচি, নাগর আমার ম্যাঘনাদ হইয়া রামচন্দ্রের সহিত সমর করবার লেগে প্রস্তুত হইচে, আমিও সাতে সাতে যাবার লেগে বসে আছি।

রসবতী॥ সোয়ামী যাই করুক্ গে,—তারা পুরুষমানুষ—তাদের সব সাজে, আমরা কুলের কুলবধূ, চন্দ্র সূয্যি আমাদের মুখ দেখতে পারে না, আমরা বীরাঙ্গনা সেজে পিঠে তীর-ধনুক বেঁধে নটী হয়ে বেরুলে লোকে একঘরে করবে যে !

সুবর্ণ॥ কোন হালীব কন্যা হালী আমাদিগোর একঘরে করে ঠাকরুণ ! তুমি চিন্তা করছো ক্যান ? আমি লাচবো—গান কবরো, লটী হবো, কোন বাই-বাতারীর বাইতো মোদের দু'মুঠা খাতে দিবে না ? আমি আপনকার ঘরে ব'সে দু হাতে টাকা ছড়াস্তে ছড়াতে যা খুসি তাই করমু। লাচ শিখলাম, গান শিখলাম, ম্যাঘনাদ বধ আবৃত্তি করলাম, কোর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে লাচবার লেগে একঘরে করিলিই হলো; ; বাশ পিটা—বাশ পিটা। আমাগোর বাঙ্গাল দেশে জন্ম—দাঙ্গা হাঙ্গামায় খুব মজবুত।

রসবতী॥ বুঝেছ বউ ! এ কলকেতার সহর—এ তোমার বাঙ্গাল দেশ নয়, মুড়ি মিছরির একদর। এখানে বাঁশ পিটা-টিটা চলবে না, এখানকার আইন-বড় কড়া—একটা গালাগাল দিলে পুলিশকেস হয়।

সুবর্ণ॥ তার আর হইচে কি ? সুবর্ণলতা কারুর একচালায় বাস করে না। আমি কারেও ডরাই না। জান ঠাকুরুণ ! আমি এহন বীরাঙ্গনা হইচি—

"দানব-নন্দিনী আমি রক্ষঃকুলবধূ !
রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে" ?

রসবতী॥ এ ছাই কল্‌কেতার এসে তোর থিয়েটারের বাই হ'লো কেন বউ ? তোমায় সাম্‌লান বড় দায় হ'লো দেখ্‌ছি !

সুবর্ণ॥ মোর সামাল মুই নিজেই দিমু ঠাক্‌রান ! কারুর সাহায্য চাই না। শোনবা, বীরাঙ্গনার গান শোনবা ? এহেবারে চক্‌মকিয়ে যাবা ! চক্ষের পলক পড়বা না—শোন ঠাকরান, শোন, চোক্ কান বুইজ্যে শোন। (গীত)

"বীর সাজে আমি সাজি রক্ষঃ-কুলকামিনী।
শাণিত কলকে যেন ঝলকে দামিনী॥
বর্ম্ম আঁটি চল সবে 'জয় রক্ষোরাজ রবে,
গৌরব ঘুষিতে ভবে দানব-নন্দিনী॥
চল বীর পদ ভরে কাঁপাইয়া চরাচরে,
থরথরে রঘুরবে নাশিব এখনি॥" (নগেনের প্রবেশ)

নগেন॥ একি কাকী যে? অমন করে ব'সে রয়েছ যে?

রসবতী॥ হ্যাঁ নগেন! এ ক'রেছ কি? বৌটাকে শুদ্ধ ক্ষেপিয়ে তুলেছ, নিজে থিয়েটার ক'রবে কর, উচ্ছন্ন যাবে যাও। কুলের কুলবধূ, তার শুদ্ধ মাথা খাবার যোগাড় করেছ!

স্বর্ণ॥ অমন কথা কইও না ঠাক্‌রাণ! মুই খুন হইমু, গলায় রসী দিমু—আফিম খাইমু—মোর কর্ত্তার দোষ দিও না,—মুই নিজেই ক্ষেপছি—মোরে ক্ষেপাবে কেটা? অ—হ হ। "আলিবাবার" কি নাচই দ্যাখলাম। —"হেঁসে হেঁসে কাছে বসে সোহাগ-বাঁধনে বেঁধেছে সে"।

নগেন॥ চুপ কর্—চুপ কর্ মাগী! —একেবারে ধিঙ্গী হয়ে উঠেছে;—কাকীর সাম্‌নেই লাগিয়ে দিয়েছে।

স্বর্ণ॥ পরাণ আমার! রসময় আমার! লগু আমার। —গোসা করতে আছে কি! —এহন মুই বীরাঙ্গনা হইচি, তোমার গোসা দেহে যদি মোর গোসা আসে যায়,—এই হাতের তীর কস্ করে কসকে গিয়া তোমার নাকের মধ্যি চলি যায়—এহনি রক্তে রক্তাকার হইবো—বীরাঙ্গনারে ঘাটাইও না।

রসবতী॥ নগেন! তোমার থিয়েটার সকলের সেরা হবে দেখছি। এমন সর্ব্বগুণ সম্পন্না নায়িকা যখন তোমার ঘরে, নাচতে পটু, গাইতে পটু, বুলি কাটতে পটু, তখন তোমার ভাবনা কি? চুটিয়ে থিয়েটার কর! তবে বীরাঙ্গনার হাতে তলোয়ার কি ছুরি-টুরি একটু সমঝে দিও,—কি জানি, কখন বীরাঙ্গনা ক্ষেপে উঠবেন,—যথার্থ বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য হয়ে যাবে।

নগেন॥ কাকী! ওর অসুধ আমার কাছে আছে। ও কত বড় বীরাঙ্গনা আমি দেখছি। তুমি হেঁসো টেসো না—চুপ ক'রে মজা দেখ (স্বর্ণলতার প্রতি) "কে তোরা এ নিশিকালে আইলি মরিতে? আগে এ দুয়ারে হনূ—যাঁর নাম স্মরি থর থর রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে"।

স্বর্ণ॥ কেটা রে? —কেটা রে? বীরাঙ্গনার কাছে বীর-উক্তি করে কেটা

রে ? "রক্ষঃবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে,

বীরেন্দ্র ! তোমরা লো বিদ্যুত আকৃতি,—

বিদ্যুতের গতি, চল পড়ি আরি-মাঝে"। (নগেনকে আক্রমণ)

নগেন ॥ ওরে বাবা রে ! গেছি রে ! —খুন কল্লে রে ! —এ কোথাকার ভৈরবী বেটী রে ?

সুবর্ণ ॥ (সুর করিয়া) ওলো, কারে কি বলেছি,—

ছি ছি ঘরে ফিরে চল—

আঁখি-বাণে বিমোহনে, মজাইয়ে সযতনে,

কত সাধ ক'রে ওলো পেতেছিনু ছল,

(এখন পয়োধরে ক্ষীর ঝরে হইনু চঞ্চল। (গুণেন্দ্রের প্রবেশ ;

গুণেন্দ্র ॥ এ কি ব্যাপার। —বাড়ীর ভেতর "বৌ মাষ্টারের" দল যাত্রা কচ্ছে নাকি ?

সুবর্ণ। (জিব কাটিয়া) জয় গুরু ! জয় গুরু ! ঠাকুরের সাম্‌নে পড়্‌লাম, ছি ! ছি !! ছি !!! (দৌড়িয়া প্রস্থান)

রসবতী ॥ এসেছ ! —বেশ করেছ—খুড়ো ভাইপোয় শহর মাতিয়ে তুল্লে আর কি। নগেন ত মেঘনাদ সাজ্‌ছে—সুবর্ণলতা প্রমীলা হচ্ছে,—তুমি আমি ফাঁক যাই কেন ?

গুণেন্দ্র ॥ বেশ ত, তুমি যদি সাজো,—আমিও একটা পার্ট নিতে রাজি আছি।

রসবতী ॥ আচ্ছা লাগে। তুমি "হনুমান" সাজ —আমি নৃমুণ্ডমালিনীর পার্ট নিই।

গুণেন্দ্র ॥ তুমি ত ন্যাচারাল নৃমুণ্ডমালিনী, তোমার আর সাজতে হবে কেন ?

রসবতী ॥ দেখ নগেন ! তোমার কাকা আমায় সঙ্গে ক'রে তোমাদের বাড়ী এনে, বোয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে দিয়েছেন। বৌ যে আমার চখের উপর এমন ক'রে বিগড়ে যাবে—তা আমি দেখতে পারবো না। —আমার কথা শোন,—নিজে যা কর্‌বে কর—বৌটাকে শাসনের উপর রাখ, ও নটী হব বলে ক্ষেপে উঠেছে—কোন দিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে, "জনা" সেজে গঙ্গায় গিয়ে ডুবে—তখন কি কর্‌বে ?

গুণেন্দ্র ॥ বলি, তোমার এতটা মমতা কেন ? মার চেয়ে দরদী, তারে বলে ডান্‌। তুমি উড়ে এসে জুড়ে ব'সে, এতটা দরদ দেখাচ্ছ কেন ?

রসবতী ॥ দরদ দেখাচ্ছি কেন জান ? তোমার মাথাটা চিংড়ি মাছের কাটলেট

করে ভেঙ্গে খাব ব'লে। যত বড় মুখ, তত বড় কথা!—আমি পরামর্শ দিচ্ছি, তোমার বুক চড়চড়াচ্ছে কেন?

গুণেন্দ্র॥ তবে দেখছি, তোমার তাগা জোড়া চাই না, এইবার থেকে তোমায় কাঁচের চুড়ি পরিয়ে রাখব।

রসবতী॥ আর একটু মৃগনাভি খেতে দিও, তা হলেই প্রাণ ঠাণ্ডা।

নগেন॥ দোহাই কাকী! একটু চুপ কর। (গুণেনের প্রতি) এখন টাকার কতদূর কি হলো, বল, ? দেরী হলে সব দিক মাটি হয়ে যাবে। নটবরবাবু বল্লেন, সিজনের মুখে পাবলিক থিয়েটার না খুলতে পাল্লে,—একটি বৎসর লোকসান খেতে হবে।

গুণেন্দ্র॥ আজ কথাবার্তা সব ঠিক করে এসেছি, ধনীর উকীলকে সঙ্গে ক'রে এনেছি। তিনি তোমার বৈঠকখানায় বসে আছেন। এক হপ্তার মধ্যে মর্টগেজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তুমি ইনসট্রাক্‌সান লিখে উকীল বাবুর হাতে দাও

নগেন॥ তবে আব কি, কাজ ফতে ক'রে এসেছ।—চল, চল, আমি এখনি ইনসট্রাক্‌সান লিখে দিচ্ছি। (রসবতীর প্রতি) জান কাকী, যখন পাবলিক থিয়েটার খুলবো, কি রকম সেনশেসন পড়ে দেখো। আমার উপর আর কোন ব্যাটা থিয়েটারের ম্যানেজারকে টেক্কা দিতে হবেনা। আমি নাচতে জানি—গাইতে জানি—সুর দিতে জানি—পেণ্ট করতে জানি—তার উপর আবার বই লিখতে জানি—আমি একাই একশ।

রসবতী॥ দেখ বাছা! যা ভাল বুঝ কর। শেষরক্ষে হয় তবে ত বুঝি।

গুণেন্দ্র॥ শেষ রক্ষে তোমার ঘরে গিয়ে করো। আ মর্ মাগী।

রসবতী॥ আমার ঘরে কেন? তোমার ব'নের ঘরে শেষ রক্ষে করো! দূর হ—দূর হ—হতভাগা মিন্সে।

নগেন॥ কাকীর আমার কথাগুলি বেশ মিষ্টি।

গুণেন্দ্র॥ আহা! যেন জিবেন কাঠের রস। চল চল, উকীলবাবু অনেকক্ষণ বসে আছেন। (গুণেন ও নগেনের প্রস্থান)

রসবতী॥ বাঙ্গাল এক অদ্ভুত জানোয়ার বটে, কলকেতার সহরে এসে সর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়ে মান সম্ভ্রম ডুবিয়ে, থিয়েটার করা হচ্ছে। এমন শাঁসাল মড়া পেয়েছে, দলকে দল শকুনি এসে ঠোকরাচ্ছে, বেশ ছিলুম, মিন্সের কথা শুনে কেন মত্তে এদের বাড়ী এসে আলাপ-পরিচয় কল্লেম? চখে দেখে প্রায়

অন্তায় ছুটো না বলি কি ক'রে? বেশী দিন নয়, ঘরের বার হলো বলে।

(বরেনের প্রবেশ)

বরেন ॥ কাকী! কাকী! আমি আজ আফিং খাবো,—গঙ্গায় ঝাঁপ দোব,—না হয় খানিকটা কেরসিন তেল খেয়ে ম'রবো। আমার বড় অপমান হয়েছে,—আর আমি এ প্রাণ রাখবো না।

রসবতী ॥ বরেন যে! তোমার আবার কি হলো?

বরেন ॥ শোন কাকী! আগাগোড়া ব্যাপারটা শোন। কি অবিচার! আমি পুলিশ কেস করবো! আমি এক মেয়েমানুষের বাড়ী যাই, তার নাম পটলসুন্দরী। তাকে "পটলী পটলী" বলি। আমার সেখানে ভারি খাতির ছিল। পটলীর মা আমায় নিজের ছেলের মতন ভালবাসতো। আমি যখন যেতুম, ঘরে লোক থাকলে তাদের তাড়িয়ে দিয়েও আমায় বসাতো। বলতে কি কাকী! আমার সঙ্গে একটু ভালবাসাও জন্মে গিয়েছিল। আজ দুপুর বেলা যেমন যাই—গেছি, দেখি, পটলীর বাড়ীর দরজায় এক দরওয়ান; ভাবলুম, এ কি হলো? ঢুকতে গেলুম—দরওয়ান বেটা বাধা দিলে, বল্লে, "হাইকোর্টকো গুণেনবাবু বিবিকো রাগ্ খা হ্যায়—দোসরা আদমীকো ঘুসনেকো হুকুম নেহি"। তারপর কাকী, আমি কাঁদতে কাঁদতে চলে এলুম, তুমি থাকতে, কাকা যদি ভাইপোর মেয়েমানুষ কেড়ে নেয়, আর তুমি যদি কিছু না বল, তা হ'লে এ প্রাণ রেখে কাজ কি?

রসবতী ॥ বটে—বটে,—হতচ্ছাড়া মিন্সের এতদূর বাড় হয়েছে, আবার বলেন, বারটান নেই! আজ তারি একদিন কি আমারই একদিন। বরেন! তুমি ভেব না বাবা! আমি ঝাঁটার চোটে—মিন্সের থোঁতা মুখ ভোঁতা করবো।

বরেন ॥ শোন কাকী, আমি এক মতলব করেছি, সন্ধ্যের সময় গুণেন কাকা বেটীর বাড়ীতে যায়, আজও যাবে। আমি সঙ্গে ক'রে তোমায় সেইখানে নিয়ে যাব। হাতে নাতে ধরিয়ে দেব, তারপর ধর্ম্মে যা হয় করো।

রসবতী ॥ বেশ কথা, আমি খুব রাজী। এখন আমি বাড়ীতে যাই, সন্ধ্যে হবার আর দেরীও নাই, তুমি একখানা পাল্কী ভাড়া ক'রে বরাবর আমাদের বাড়ীতে যেও, তোমায় সঙ্গে করে আমি সেই মাগীর ওখানে গিয়ে উপস্থিত হব। গুণপুরুষের গুণ কত বেড়েছে, বেশ ক'রে বুঝবো। ঝাঁটা—ঝাঁটা, এক গাছায় হবে না, তাড়া তাড়া চাই, আজ যথার্থ-ই নৃমুণ্ডমালিনী হব।

বরেন ॥ তবে আর দেরী করো না, তোমার পাল্কী ত উঠনে রয়েছে দেখলুম।

আমিও মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে নিই। দোহাই কাকী, আজ যদি হিড়িম্বা হয়ে কীচক বধ করতে পার, তোমার নাম কাগজে ছাপিয়ে দেব।

রসবতী॥ কিছু বলতে হবে না বাবা, কিছু বলতে হবে না। কীচক বধ ত সামান্য কথা, আজ অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত এক করবো।

বরেন॥ লেগে যা গুরো…লেগে যা গুরো! (উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রাস্তা। অশ্বারোহী বালক। গীত)

টগাবগ্ সওয়ার হয়ে "চায়না" যাই,
সেথা রণরঙ্গে লড়াই।
চণ্ডু খেকো চীন বেটাদের—ফুরাল প্রমাই॥
(যাদু) আফিং খাবি খা, চুলোয় যাবি যা,
সাপের মাথায়—হায় হায় হায়—দিলি কেন পা,
গুড়ুম গুড়ুম তোপের আওয়াজ (তাই) ঘটালি বালাই॥
হুকুম পেয়ে খাড়া হয়ে আমরা সকলে,
ভলান্টিয়ার সেজে যাই — লড়তে সদলে,
টাইটেল পাব ফিরে এলে, সাজা গোজার ঘটা তাই॥ (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(পটল সুন্দরীর বাটি। নটবর ও ক্ষান্তমণি)

নটবর॥ গিন্নী! আর আঠার'টা পয়সা খরচ কর, আর এক কোয়াটার আনাও। এই তলানীটুকুতে কি হবে বল।

ক্ষান্ত॥ মিন্সের এমন মুরদ নেই যে, আঠারটা পয়সা খরচ করে। রাঁড়ের বাড়ী আসিস্ কি করতে রে মুখপোড়া! আমি কি চিরকালই তোকে খাইয়ে পরিয়ে আসবো নাকি?

নটবর॥ গিন্নী! তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক, মেয়ের গতর অটুট হোক—তোমার ভাবনা কি? দেখ আমার পয়েই তোমার এতটা বোল্-বোলাও হয়েছে, আমার জন্য কিছু কিছু খরচ ক'বো। আমরা কবি মানুষ, নাটক লিখি। ঈশ্বরের অভিশাপে কবিরা চিরদরিদ্র। মাইকেল অত বড় পোয়েট ছিল, শেষ দশায় হাঁসপাতালে গিয়ে ম'লো। আর আমার জন্যেই বা তোমার কটা টাকা খরচ হয়? খানচারেক পরোটা, দুটো হাঁসের ডিম, আর এক কোয়ার্টার খাঁটি—মাসে কুড়িটে টাকা পড়ুক।—তেমন আমার সব

ওয়ার্কস্ তোমার নামে লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি, থোক-থাক দাঁও মারবে।

কান্ত॥ ওরে বাপ রে, বইয়ের কট্‌তি কত? এই পাঁচ বচরের ভেতর সেদিন বাগড়াঝাঁটি করে বটতলার দোকান থেকে পাঁচটা টাকা আনিয়েছিলুম। এমন কবিবর আমি ঢের দেখেছি।

নটবর॥ দিনকতক চেপে থাক গিন্নী, দিনকতক চেপে থাক। আমার পাথর চাপা কপাল খুলে আস্‌ছে, তোমায়ও স্বর্ণবাইয়ের বাড়ীখানা শীগ্‌গির কিনে দিচ্ছি। খুলনার এক বেটা বাঙ্গাল থিয়েটার করবো বলে ক্ষেপে উঠেছে, আমি তার ম্যানেজার হব। নতুন নাটক লিখতে শুরু করেছি - নিউ কমিক অপেরা—'শ্রীকৃষ্ণের আলুর দম ভক্ষণ' এই এক বইয়েতে কল্‌কেতা শহর তোলপাড় করে ফেল্‌বো। এবার আমার ওয়ার্কস আর বটতলার দোকান-ওয়ালাদের দিচ্চিনি, গুরুদাস চাটুয্যের দোকানে দেব। গুরুদাসবাবুর দোকানের নামে এক বচ্ছরের মধ্যে বড়লোক হয়ে যাব

কান্ত॥ বা রে মিন্সে, বাঃ—বাঃ—কোথাও কিছু নেই, উনি ভূঁইফোড় নবাব হবেন।

নটবর॥ নবাব ব'লো না গিন্নী! মুসলমানের রাজ্য অনেক দিন গেছে; বরং লর্ড রবার্টসের ভায়রা ভাই ব'লো, তাতে রাজী আছি।

কান্ত॥ চালাকী নয়, আমার সাফ কথা কিছু কিছু ছাড়তে হবে বাবা, মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজ্‌বে না। তুমি যে তীর্থ করতে এসে পাণ্ডার মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ সেরে যাবে—তা হবে না।

নটবর॥ ভুবনেশ্বরি! অধীন ভক্তের উপর আজ এত নারাজ কেন? বলি, কুড়িটে টাকার উপকারও কি আমার দ্বারা পাওনা? রোজ বাজার ক'রে এনে দিচ্ছি, তোমার মেয়ের বাবু জোটাচ্ছি, রাঁধুনী বামন ছেড়ে গেলে রেঁধে দিচ্ছি। চাকর বাবুটি যখন মেয়ের ফরমাসে বাজারে বেরিয়ে যায়, তোমার ঘরে ধূনো গঙ্গাজল ছড়া—তা পর্যন্ত দিই। রোগে যখন কোঁ কোঁ কর, সারারাত ব'সে সেবা শুশ্রূষা করি। ভদ্রসন্তান,—কবি,—নাটককার, —আর কি করবো বল!

কান্ত॥ ওরে মিনি পয়সায় রাঁড়ের বাড়ীর চেটায় শুতে পেলে, তোর মতন ঢের নটবর গোলাম হ'য়ে থাকে। তোকে তো গদীর ওপর শুতে দিই।

নটবর॥ গিন্নি, দোহাই তোমার আরসীতে একবার মুখখানা দেখ। গোলাম করবার চেহারা আর তোমার নেই, এখন পাশে বসলে আদি রসের পরিবর্তে

বীভৎস রসের উদয় হয়।

ক্ষান্ত॥ তবে আসিস কেন রে মুখপোড়া? কে তোর বাড়ী বয়ে ডাকতে গিয়েছিল? বেরো, এখনি বেরো—আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা।

নটবর॥ এমন মধুর সম্ভাষণ আর প্রেমপূর্ণ গালাগাল বাড়ীতে দুষ্প্রাপ্য বলেই তোমাদের পবিত্র চরণে এসে স্মরণ নিতে হয়। গিন্নি! কটুবচন বলছো কাকে—আমার যে ছাল পুরু হয়ে গেছে!

ক্ষান্ত॥ এ কোথাকার হাড়-হাবাতে মরতে এসেছে রে! লজ্জা শরম কিছু নেই?

নটবর॥ তা বুঝি জান না গিন্নি! লজ্জা-শরম, মনুষ্যত্ব, কবিত্ব মায় পৈতে-গাছটি পর্যন্ত দরজায় রেখে তবে তোমাদের বাড়ীতে ঢুকেছি। আর রাগা-রাগিতে কাজ নেই, এই তলানীটুকু ভাগাভাগি করে খাই—এসো।

ক্ষান্ত॥ আমি আজ মদ ছোঁব না—সোমবার করেছি।

নটবর॥ নিষ্ঠেটুকু ত্যাগ করনা গিন্নি,—আর ভোগাও কেন?

ক্ষান্ত॥ তোমাদের মতন তো আমরা ধর্ম্ম বিসর্জন দিইনি, সোমবার করেছি—মদ খাব কি?

নটবর॥ তুমি ধর্ম্ম বিসর্জন দেবে—ওরে বাপরে! সাক্ষাৎ ধর্ম্মের শ্রীক্ষেত্র! সতী অঙ্গ এখানেই পড়েছিল। না খাও তুমিই ঠকবে—আমি সবটুকুই উদরস্থ করি। (মদ্যপান) আঃ এতক্ষণে একটু ধাতে এলুম! গিন্নি তোমার মেচেতা পড়া গালে আজ গোলাপী আব্ছা মারছে—মিশিমেশা দাঁত আঁতে কামড়ে ধরেছে, যৌবনে তুমি কি রকম সুন্দরীই ছিলে গিন্নি!

॥ গীত ॥

যে যাতনা যতনে, মনে মনে মন তা জানে।
পাছে লোকে হাসে শুনে, তাই লাজে প্রকাশ করিনে।

(নেপথ্যে)॥ গিন্নি! গিন্নি আমি এসেছি!

নটবর॥ কে ও, কে ও। কোন শালা গিন্নি বলে ডাকে? ওরে বেটি, আবার কোন শালার গিন্নি তুই রে?

ক্ষান্ত॥ মুখে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে নাথি মারবো, কথার ছিরি দেখ না!

নেপথ্যে॥ গিন্নি! গিন্নি! ঘরে ঢুকে পাড়ি বাবা,—আর দাঁড়াতে পারিনে।

নটবর॥ আজ খুনোখুনি হব, বুড়ো রাঁড়ের প্রেমেও শেয়ারার! তবে সুখ কোথায়? (খাঁটিচাঁদের প্রবেশ) এ কে খাঁটিচাঁদবাবু দেখছি যে! তুমি এখানে?

খাঁটিচাঁদ॥ ড্রামাটিষ্ট না'কি? তুমি এখানে?

নটবর॥ আমার করণীর ঘর বাবা, আমি তো এখানে আছিই—তুমি গিন্নি বলবার কে?

খাঁটি॥ আমার হেরিডিটারী গিন্নি বাবা! সাত বচ্ছর আনাগোনা করছি।

নটবর॥ তবে তো তুমি আমার চেয়ে দু বছরের সিনিয়ার দেখছি! কি রে বেটি! আমায় যে বলতিস তোর কেউ নেই?

খাঁটি॥ গোলমাল করছো কেন ড্রামাটিষ্ট। ডিস্‌পিউট এমিকেবলি সেটেল করে ফেলা যাক এসো—আমরা পাবলিক্ লাইফে দুই বন্ধু—প্রাইভেট লাইফেও তাই হলুম। এতোদিন অজ্ঞাসবাস ছিল, আজ বিরাটের সভায় প্রকাশ পাওয়া গেল। এক বোতল খাঁটি এনেছি, তিনজনে মনের আনন্দে পান করা যাক্ এসো

নটবর॥ তোর এডিটরের নিকুচি করেছে! শালার ঘরের শালা, তোকে পাঁচ জায়গায় সঙ্গে করে নিয়ে যাই, কাগজের সবস্‌ক্রাইবার জুটিয়ে দিই—তার এই গ্রাটিচিউড রে শালা। এই বোতল তোর মাথায় ভাঙ্গবো!

ক্ষান্ত॥ কি করিস—কি করিস? তোর কি ঘরের মাগ আমি যে পরপুরুষের মুখ দেখবো না? বেশী বাড়াবাড়ি করবি তো পাঁজাকোলা করে ধরে রাস্তায় ফেলে দেব হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে।

নটবর॥ খুন করেগা—খুন করেগা। আজ এস্পার কি ওস্পার।

খাঁটি॥ আমিও খুন করেগা—খুন করেগা। এই আস্তেন গোটাতা হ্যায়—কালই জেমস্ সাহেবের কাছে চিঠি লিখবো। জানিস্, এতোদিন বিডন স্ট্রীট থেকে খান্‌কি তুলে দিতুম আমার আর্টিকেলের জোরেই ক্ষান্তমনিকে অটল করে বসিয়ে রেখেছি—অন্‌লফুল এসেমব্লেজ, এসল্ট, মিসচিফ, ড্রিভিং র‍্যাশ এণ্ড নেগলিজেন্ট এ্যাক্ট, এটেম্পট টু মার্ডার—এই এতগুলো চার্জ তোর নামে আসবে। আমায় ইনসল্ট।

নটবর॥ চোপ্ রাও শালা! ঘুঁসিয়ে নাক তোড় দেগা।

খাঁটি॥ চোপ্ রাও উল্লুক বাচ্ছা! লাথিসে পেট ফাটায় দেগা!

ক্ষান্ত॥ ওরে হতচ্ছাড়া! চুপ কর। ওরে হতচ্ছাড়া—চুপ কর! (পটল সুন্দরীর প্রবেশ)

পটল॥ ওরে হতচ্ছাড়ী! ওরে মুখপুড়ী! বুড়ো বয়সে হলি কি? তুই না সোমবার করেছিস? আর মদ খেয়ে হুলোহুলো করছিস? বাড়ীতে যেন

ডাকাত পড়েছে!

ক্ষান্ত॥ না মা! আমি একটি ফোঁটাও খাইনি। এই মিন্‌সে ভুটো মদ খেয়ে মাতলামো করছে।

পটল॥ বুড়ো বয়সে একটায় শানে না, গণ্ডা গণ্ডা এনে ঘরে পুরেছিস! গুণেন বাবুর আসবার সময় হয়েছে, এ সব কেলেঙ্কারী দেখলে কাল থেকে সে আর আসবে না। এখনই মিন্‌সে ভুটোকে বাড়ী থেকে বার করে দে।

ক্ষান্ত॥ যাও গো বাবু, তোমারা বেরোও, শেষটা অপমান হবে দেখছি!

নটবর॥ গিন্নি! এই তোমার ধর্মে হলো! (সুর করিয়া) 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'।

পটল॥ মশাই গো! আব সোহাগে কাজ নেই—আপনি বিদায় হোন।

নটবর॥ সুন্দরি! আমায় বিদায় করছো—আমি কে তা জান?

পটল॥ কে তুমি?

নটবর॥ তোমাব বাবা, অর্থাৎ—

পটল॥ আর অর্থাৎ-এ কাজ নেই ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো (খ্যাঁটচাঁদের প্রতি) ওগো বাবু, তুমি কোণঠাসা হচ্ছো কেন? পথ দেখ্‌লে ভালো হয় না?

খ্যাঁটি॥ পটলসুন্দরি! আমি কে তা জান?

পটল॥ কে আবাব তুমি?

খ্যাঁটি॥ তোমার খুড়ো, অর্থাৎ—

পটল॥ আবার অর্থাৎ? ভালো মুখে হবে না! মা, ঝাঁটাগাছটা নিয়ে আয় তো!

খ্যাঁটি॥ হায়, হায়, লেডী স্মিথ রিলিফ্ করে কম্বারলীতে গিয়ে প্রাণ দিলুম! তবে গিন্নি, আজ বিদেয় হই

নটবর॥ তবে গিন্নি একটু পদরজঃ দাও, কোঁচার খুঁটে বেঁধে সন্ধ্যাবায়ু সেবন করতে করতে গৃহে যাই!

পটল॥ যাঃ ওদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত যা। ভুটোকে বিদেয় করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয়। (পটলসুন্দরী ব্যতীত সকলের প্রস্থান) মা বেটিকে নিয়ে ভালো আপদে পড়েছি যত বয়েস হচ্ছে রঙ্গের ঢেউ যেন বাড়ছে। আবাগীকে মদটা কোন রকমে ছাড়াতে পারি তবু কতকটা রক্ষে হয়। সন্ধে হয়ে গেল গুণেনবাবু এখনও আসছে না কেন? লোক্‌টা শঁসে-জলে বলে বোধ

হয়। হাইকোর্টের উকিল, রোজগারপাতি আছে বলে মনে হয়। খোক তিন মাসের মাইনে তিনশো টাকা আগাম দিয়েছে। দূর হোকগে, ছুটো আর কর্বো না, ধকল সইতে সইতে প্রাণ যায়—ও একজনের কাছে পঞ্চাশ টাকায় পড়ে থাকা ভাল। (নেপথ্যে): আছো নাকি? ঘর খোল্‌সা নাকি?) এই যে এসেছে! এসো না গো, উপরে উঠে এসো না? ঢং হচ্ছে নাকি? ঘর খোলসা থাকবে না তো বোঝাই থাকবে না কি? গুণেন্দ্রের প্রবেশ)

গুণেন্দ্র ॥ কি গো, আজ মার ঘরে যে? নিজের ঘরে গুরুর বাড়ীর লোকজন বসিয়ে রেখেছ নাকি?

পটল ॥ ওরে আমার রসের সাগর—এই যে বুলি বেরিয়েছে!

গুণেন্দ্র ॥ বেরুবে না? কেমন লোকের হাতে পড়েছি? ঠাট্টা নয়, সত্যি বল না, আপনার ঘর ছেড়ে মার ঘরে রইচ যে?

পটল ॥ মা আজ সোমবার করেছে তাই চিনির পানা দিতে এসেছিলুম।

গুণেন্দ্র ॥ আমিও তেতেপুড়ে আসছি, আমায়ও ফোঁটাকতক চিনির পানা দাও।

পটল ॥ কি রকম করে দেব?

গুণেন্দ্র ॥ এই হাত পেতেছি, একটু পানের পিচ্‌ দাও—চিনির পানার চোদ্দ পুরুষ হয়ে থাক্—

পটল ॥ চট্‌ করে এতোটা রসিক হলে কি করে বল দেখি?

গুণেন্দ্র ॥ ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী পড়েছি যে—তা বুঝি জান না?

পটল ॥ ওগো, শুনেছ, শুনেছ তোমার ভাইপো বরেণ ডাকে আমায় এক চিঠি পাঠিয়েছে, শাসিয়ে লিখেছে 'তোমার যে বাবু জুটিয়াছে তাহার মাথা ফুঁফাঁক করিব। সাবধান হইতে বলিও।'

গুণেন্দ্র ॥ ছোঁড়া ভারী গোঁয়ার। ও সব কর্ত্তে পারে। একটু সাবধানে যেতে আসতে হবে। এ জুদ্দোর ইনসপেক্টরের সঙ্গে আলাপটা করা দরকার হয়েছে।

পটল ॥ তা যা হয় কোর—এখন ঘরে চলো। আজ এক বোতল পোর্ট আনিয়ে রেখেছি। তুমি অন্য মদ খাও না, পোর্টে তো আর দোষ নেই, একটু খেতে হবে।

গুণেন্দ্র ॥ কি জান, আমার গিন্নিটি বড় বেয়াড়া—মদের গন্ধ পেলেই মুট ধরবে।

পটল ॥ আমি পানের বোঁটা খাইয়ে দেব'খন, মুখ দিয়ে কটু গন্ধ বেরুবে না।

মদ-টদ খেতে অভ্যাস কর, চালাক-চতুর হও, তবে 'ত আমাদের বাড়ীতে মজা পাবে।

গুণেন্দ্র ॥ ক্রমে হবে—ক্রমে হবে, পোর্টও খাব, হুইস্কিও খাব—শেষ খাঁটিও ধরবো। তোমার কাছে যখন এসেছি মানুষের চামড়া রেখে কি আর বেরুবো?

পটল ॥ মাইরী! তোমার বুলিতেই আমি মরবো দেখছি, পেছনে পেছনে ছুট্ করাবে আর কি—চলো ঘরে চলো—(প্রস্থানোদ্যত। দরওয়ানের প্রবেশ)

দরওয়ান ॥ হুজুর, সেলাম পৌঁছে। দুঠো আউরৎ গাড়ী করকে আয়া, বোলা, উকিলবাবুকো মাঙ্গতা হ্যায়, একঠো বড়া মামলা হ্যায়—সাথ করকে রুপেয়া লেয়ায়া; আপকো তুরস্ত্ খবর দেনে বোলা। বহুত জরুরী কাম।

গুণেন্দ্র ॥ টাকা এনেছে! টাকা এনেছে? কত টাকা?

দারোয়ান ॥ হুজুর হাম ঠিক করনে শেকৃতা নেহি, একঠো ছোটা তোড়া করকে লে আয়া।

গুণেন্দ্র ॥ দেখ্‌ছো পটল দেখ্‌ছো, নামজাদা উকিল হলে মেয়েমানুষের বাড়ীতেও টাকা নিয়ে ক্লায়েণ্ট আসে।

পটল ॥ তা তো বটেই—তা তো বটেই—তুমি গুণের সাগর।

গুণেন্দ্র ॥ (দরওয়ানের প্রতি) দেখো দরওয়ান! ও দোনো আওরৎকো খুব হুসিয়ারি সে হিঁয়ি পর লে আও, তোম্‌কো বি দোঠো রুপেয়া বক্‌শিশ মিলেগা।

দরওয়ান ॥ হুজুর! আপকো তাঁবেদার হ্যায়। হাম্ আবি লে আতা। (প্রস্থান)

পটল ॥ দরওয়ানকে তো দু টাকা বক্‌শিশ দেবে, আর আমায় কি দেবে?

গুণেন্দ্র ॥ তোমারই তো সব, আমিই তোমার। দেখ পটল, আমি নূতন এখানে এসেছি, এ কথা এর মধ্যে এমন চাউর হ'ল যে মেয়েমানুষ ক্লায়েণ্ট পর্য্যন্ত তোমার বাড়ী খুঁজে আমায় ধত্তে আসছে।

পটল ॥ ভদ্রলোকের মেয়ে কি আর আসছে? আমাদেরই জাত কেউ হবে, হয় তো, কি ফৌজদারী হাঙ্গামে পড়েছে, এমন সময় তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক, তা জানে—তাই এইখানে এসেছে।

গুণেন্দ্র ॥ ঠিক বলেছ; দাঁড়াও—ও আপদ এইখান থেকেই বিদেয় করি, টাকা-গুলো হস্তগত হক্, তারপর তোমার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌বো।

(অবগুণ্ঠনবতী রসবতী ও রমনী বেশধারী রবেনকে লইয়া দরওয়ানের প্রবেশ)

দরওয়ান ॥ হুজুর! দোনো আওরৎকো লে আয়া।

গুণেন্দ্র ॥ আচ্ছা, তোম নীচুমে যাও (দরওয়ানের সেলাম করিয়া প্রস্থান)

কে গা তোমরা? কি মোকর্দ্দমা তোমাদের? কত টাকা এনেছ? আমি হাইকোর্টের উকীল, আমার ফি অনেক, তা তোমায় বলে রাখছি।

রসবতী ॥ (ঘোমটা খুলিয়া) গুণপুরুষ! আমায় চিনতে পার কি?

বরেন ॥ (ঘোমটা খুলিয়া) পূজ্যপাদ কাকা মহাশয়, আমায় চিনতে পারেন কি?

গুণেন্দ্র ॥ ওরে বাবা রে! এরা কোত্থেকে রে! এ যে হোসেন খাঁর ম্যাজিক দেখ্‌ছি।

রসবতী ॥ মুড়ো খ্যাংরাও সঙ্গে এনেছি, ঘা কতক দিই। প্রাণনাথ! অধীনীর অপরাধ নিও না।

গুণেন্দ্র ॥ ওরে বাবা রে, মলুম রে, পিঠ জ্বলে গেল রে!

রসবতী ॥ তোমার বাবটান নেই না? মুখপোড়া মিন্সে। হয়েছে কি? রাস্তার লোক জমা করে তোকে ঝাঁটা মারবো। আসুক না—কে তোর আপনার লোক আছে, আমার হাত থেকে এসে উদ্ধার করবে—করুক না।

বরেন ॥ ওগো পটলসুন্দরি! নাগরটি যে আধমরা হলো, কোন রকমে বাঁচাও।

পটল ॥ দেখ বাছা, মারামারি কাটাকাটি কত্তে হয়, আমার বাড়ী থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে কর গে যাও।

রসবতী ॥ বুঝ্‌লে নরেন, মাগীর বুকের ধন কি না, তাই হাড়ে হাড়ে লাগছে।

বরেন ॥ কাকা মহাশয়! আমি গরীব ভাইপো। মেয়েমানুষটিকে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে খাচ্ছিলুম, আমার কপালে তেঁতুল গুললে কেন? কলকেতার সহরে আর কি মেয়েমানুষ ছিল না?

রসবতী ॥ ওরে মিন্সে! বাকি হয়ে গেল যে রে? মেয়েমানুষের বাড়ী এসেছিস্, ছুটো রসের বুলি কাট্‌!

বরেন ॥ কাটপিঁপড়ের ঠুক্‌রেছে বাবা, বুলি কাটে কোত্থেকে?

পটল ॥ ভালা বাবু যা হোক। জমাদারণী মাগ বে করেছিস্ ত আমাদের বাড়ী এসেছিস কেন?

গুনেন্দ্র ॥ দেখ, এখানে আর কেলেঙ্কারী করো না, আমায় ছেড়ে দাও।

রসবতী ॥ আবার কথা কচ্চিস্, আবার মুখ নাড়ছিস? দাঁড়া আর ঘা কতক দি।

গুণেন্দ্র ॥ গেলুম রে, গা-গতর ভেঙ্গে গেল যে।

বরেন ॥ পটলসুন্দরী তুমি জোড়া দিয়ে দাও, তোমার ঘরের জিনিস, তুমি

চুপ করে দাঁড়িয়ে রৈলে ?

পটল ॥ দেখ বাছা, এখনও ভাল কথায় বলছি, আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যা হয় কর।

রসবতী ॥ তোর বাড়ীতে কি থাকতে এসেছি মাগী ? এই চল্লুম, তোকেও এক ঘা ঝাঁটা মেরে মিন্সের টুটি ধরে টানতে টানতে চল্লুম। (পটলকে ঝাঁটা মারিয়া গুণেন্দ্রকে লইয়া লইয়া রসবতীর বেগে প্রস্থান)

বরেন ॥ উকুর বক দেখেছ—উকুর বক দেখেছ? (বেগে প্রস্থান)

পটল ॥ আমার বাড়ীতে এসে আমায় ঝাঁটা মেরে গেল ! দরওয়ান, দরওয়ান ! পাকড়ো, পাকড়ো ! মা—মা, ঝাঁটাগাছটা নিয়ে সদর দরজায় আয়তো! আমিও যাচ্ছি—দরোয়ান—দরোয়ান (বেগে প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

(এডভারটাইজিং লেডীগণের প্রবেশ। গীত)

ওলো ও রাঙ্গবউ ! তোরা কেউ কাগজ পড়িস লো।
মন্দ ভাল সকল লোকের কুচ্ছ দেখিস লো॥
ঘোষজা বুড়োর কচি বউ বেরিয়ে গিয়েছে,
গরাণহাটার গলীতে সে বাসা নিয়েছে,
'মরুব্বোম' কাগজেতে লম্বা লিখেছে,
এই নিয়ে তোর চলবে ক'দিন, কেন ঘুরে মরিস লো॥
গঙ্গা নাইতে বোসেদের ছোট বউ যায়,
ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচে, আড় চোখেতে চায়,
'এডিটার' দেখেছে তা—আর কি ছাড়ান পায় ?
একটি কলম পুরে গেল, কেন এত মজা ছাড়িস লো॥
রুকে রুকে এমনি লিখে কাগজওয়ালাদের,
পেটের ভাত জুট্‌ছেবে ভাই —বলবো কি তোদের !
উপহারের বাহার—আহা—তার উপরে ফের,
খুচরো দুটো পয়সা খরচ কর্‌তে কি আর নারিস্ লো॥ (প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

(নগেনের বহির্বাটী গুণেন ও বরেনের প্রবেশ)

গুণেন্দ্র ॥ হাজার হোক, আমায় কাকা কাকা বলিস তো বটে, ওরকম জায়গায় আমায় ঝাঁটা খাওয়ানটা তোর উচিত হয়েছে কি ? এক আধ ঘা নয়,

শটুকে পেরিয়ে গেল, তবুও চলেছে ; মরমে মরে গেছি বাবা বরেন, মরমে মরে গেছি।

বরেন ॥ প্রাণের দায়ে করেছি কাকা, প্রাণের দায়ে করেছি! তুমি ঘরের লোক হয়ে আমার বুকের ধনটি কেড়ে নিলে. কতটা চোট লেগেছিল বল দেকি ?

গুণেন্দ্র ॥ যাক বাবা, নাকে কানে খৎ, আর আমি সে পথ মাড়াচ্চিনি। তোমার বাহাদুরী আছে বটে ; উকীলের ওপর চাল চেলেছ, তুমি সেসন জজ হবার উপযুক্ত।

বরেন ॥ কাকী ঠাণ্ডা হয়েছেন তো ? তাঁর যে রকম রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখেছিলুম, আমার ভয় হলো যে বুঝি বা রক্তবীজ বধ সেইখানেই হয়ে যায়। বাপ্, ঝাঁটার বহর কি। যেন দার্জ্জিলিংয়ের ল্যাণ্ড স্লিপ হতে আরম্ভ হ'ল।

গুণেন্দ্র ॥ সেই উগ্রচণ্ডা বেটীকে অনেক কায়ক্লেশে ঠাণ্ডা করেছি বাবা! এক জোড়া তাগা সতের ভরি ন' আনা ওজনে, একটি হীরের নাকচাবি কম্পেনসেসান দিয়ে কোন রকমে তার রাগ পড়িয়েছি। দেখ বাবা, তোমার হাত ধরে বলছি বাবা, নগেন যেন এ সব কথা না শোনে, আমার মাথা কাটা যাবে।

বরেন ॥ আর আমার রাগ নেই কাকা। তোমার উত্তম মধ্যম যা হয়েছে, ক্ষিঙ্গীর ঝাঁটা হলে 'অগষ্টাইনের ট্রামওয়ে মর্ডার' কেস হয়ে যেত।

গুণেন্দ্র ॥ যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হবার হয়ে গেছে। আজ তো তোমাদের 'মেঘনাদ বধ' প্লে? উদ্‌যোগ সুযোগ কই ? নগেন কোথায় ?

বরেন ॥ দাদা ভারী ব্যস্ত। প্রাইভেট ষ্টেজ খাটাচ্ছেন, ভাল ভাল পোষাক সব ভাড়া করে আনা হয়েছে, আজ গ্রাণ্ড স্টাইলে 'মেঘনাদ বধ' প্লে হবে, মহাধূমধাম পড়ে গেছে।

গুণেন্দ্র ॥ কে কি সাজবে ? তোমার কি পার্ট ?

বরেন ॥ দেখ দেখি কাকা! কি অন্যায়, আমি মেঘনাদ সাজ্‌তে চাইলুম, আমার চেহারায় ইয়ং হিরো ফার্ষ্ট ক্লাস স্যুট করবে, তা দাদার যত বেটা খোসামুদে বল্লে কি জান ? দাদার আমার ক্রৌঞ্চির মতন চেহারা, ওয়ারিয়র দাদাকেই মানাবে। কাজ নেই বাবা আমার প্রাইভেট স্টেজে, যখন পাব্‌লিক থিয়েটার হবে, সেই সময় দেখা যাবে। আজ আমি হারমনিয়ম বাজাব, আর কিছু করবো না।

গুণেন্দ্র ॥ আর নটবরবাবু কি সাজবেন ? খাঁটিচাঁদবাবু কোথায় ? তাদের

যে কাকেও দেখছিনি ?

বরেন ॥ নটবরবাবু রাবণ সাজবেন, আর খাঁটিচাঁদবাবু সারণের পার্ট নেবেন। আজ প্লে-ম্যানেজারের এ পর্যন্ত দেখা নেই—ম্যানেজমেণ্ট চুটিয়ে হবে, ড্রপসিন ওঠে কিনা সন্দেহ। ঐ যে দাদা আসছেন। (নগেনের প্রবেশ)

গুণেন্দ্র ॥ কি হে নগেন। আজ তোমাদের প্লে—ম্যানেজার নটবরবাবুর দেখা নেই যে ? তাঁর রাবণের পার্ট আছে শুনলুম। কি করে কি হবে ?

নগেন ॥ তাঁর রেসপনসিবিলিটি জ্ঞান আছে, ঠিক সময়ে আসবেন। জান কাকা। ফিমেল পার্ট বড় গ্রাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে, স্বর্ণলতার বাহাদুরী আছে, সে কাকীকে বলে কয়ে রাজী ক'রেছে, কাকীও য়্যাপিয়ার হচ্চেন।

গুণেন্দ্র ॥ বটে—বটে, তিনি কি সাজছেন ?

নগেন ॥ নৃমুণ্ডমালিনী—বড় চমৎকার স্যুট্ করবে, পারফরম্যান্স ট্রেমেনডাস সাক্‌সেস হবে।

গুণেন্দ্র ॥ তবে নগেন, আমি এখন থেকেই সরি, তোমার কাকীর কিছু হট টেম্‌পার, তার ওপর আবার নৃমুণ্ডমালিনী সাজলে রাক্ষসীর ব্লাড চাগাড় দিয়ে উঠ্‌বে, হয়তো ছোট-খাট একটা সিপাই মিউটিনি হয়ে যাবে।

নগেন ॥ সে কি, তুমি কোথায় যাবে ? বাইরের ম্যানেজমেণ্ট তোমায় কত্তে হবে, আমরা সকলেই পার্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকবো।

বরেন ॥ কাকা, ভয় খাচ্ছ কেন ? নৃমুণ্ডমালিনীর হাতে খাঁটা-টাঁটা কিছু থাকবে না, সুতরাং আশঙ্কার বিষয় কিছু নেই।

নগেন ॥ ভাল কথা, গুণেন কাকা, একটা বড় খবর শুনে এলুম, হ্যাণ্ডনোটে রসময় মুখুয্যের ঠেয়ে চারহাজার টাকা ধার করা গিয়েছিল, প্রায় একমাস হ'ল—সেই টাকা মায় সুদ সমেত হাইকোর্ট থেকে আমার নামে ডিক্রী ক'রেছে। মর্টগেজ কমপ্লীট হলেই তার টাকা ফেলে দেব, এই টাল দিয়ে এত দিন রাখা গেছে, আজ শুনলুম—সে বেটা নাকি আমার নামে বডি ওয়ারেণ্ট বা'র করেছে।

গুণেন্দ্র ॥ যা ইচ্ছে করুক গে, তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও, সোমবার, না হয় মঙ্গলবারের ভেতর তোমার মর্টগেজ কম্‌প্লীট হয়ে পেমেণ্ট হয়ে যাবে, রসময় কেন যত বেটা খুচরো পাওনাদার আছে, সব শালার নাকের ওপর টাকা ধরে দেওয়া যাবে।

বরেন ॥ হ্যাণ্ডনোটের টাকা না হয় মর্টগেজ করে নাকের উপর ধরে দিলে,

কিন্তু মর্টগেজ টাকার জন্যে যখন ওয়ারেন্ট বেরোবে, তখন যে নাকে তেলের বদলে সাঁড়াশী ঢুকবে!

নগেন। সে পরের কথা পরে হবে, কিন্তু রসময় মুখুয্যে বেটা বদ্ লোক, বডি ওয়ারেন্ট বা'র করেছে, যদি আজই ধত্তে আসে?

গুণেন্দ্র॥ ধ'ল্লেই হল, আমরা রইছি কি কত্তে? এক এক ব্লো ঝাড়বো, বেলিফ ব্যাটারা বাপ বাপ বলে পালাবে।

বরেন॥ গুণেন কাকা! তুমি স্বভাবতঃই একটু ভীরুলোক, বেলিফ্ তাড়ান তোমার দ্বারায় হবে না, তার চেয়ে কাকীকে ঝাঁটা হাতে করে বের করে দিও। কাকীর ঝাঁটা আর ইংরাজের ম্যাক্সিম গান দুই-ই সমান।

নগেন॥ মর্টগেজটা হয়ে গেলে বাঁচি, খুচরো দেনাগুলো পরিষ্কার করে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসি।

গুণেন্দ্র॥ তিনদিনের মধ্যে সব ফিনিশ হয়ে যাবে, তুমি কেন ভাবছ? ড্রাফট্ ম্যাপ্রুভ হয়ে গেছে, এনগ্রোস কত্তে যা দেরী।

বরেন॥ সেই ফুরসুদের ভেতর যদি রসময় মুখুয্যে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে উপস্থিত হয়, তখন কি করবো?

গুণেন্দ্র॥ যদি ধত্তে আসে আমি গ্যারান্টি লেটার দিয়ে ছাড়িয়ে নেব।

নগেন॥ বেশ কথা। এখন এস দেখি, স্টেজ খাটান হয়েছে, দেখবে যেন ছবিখানি—যদি কিছু ডিফেক্ট থাকে, এই বেলা পয়েন্ট আউট করবে চল।

গুণেন্দ্র॥ চল, তোমাদের পারফরম্যান্স আরম্ভ হবে কখন?

নগেন॥ নটবরবাবু আর খাঁটিচাঁদবাবু এলেই বিগিন করা যায়। (সকলের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া নটবর ও খাঁটিচাঁদের প্রবেশ)

নটবর॥ দাদা আমার, ভাই আমার! সোনা আমার! রূপো আমার! পোক্‌রাজ আমার! যা হবার হয়ে গেছে, সে সব আর কিছু মনে রেখ না, মদের মহিমায় কি না হয়? যত দিন যুগ পরিবর্তন হয়, আমাদের ফ্রেণ্ডশিপ কেউ ঘোচাতে পারবে না, এক বেটী বুড় রাঁড়ের জন্য সেপারেশন করা ঠিক কি?

খাঁটি॥ আমি তো ব্রাদার, সেই সময়েই ডিসপিউট এমিকেবলি সেটল করবার জন্যে বলেছিলুম, তুমি মনে কল্লে যে, বুঝি বা তোমার নূরজেহান বেহাত হয়—একেবারে ঘুসি বাগিয়ে দাঁড়ালে।

নটবর॥ এই নাক মলছি, কান মলছি—যদি প্রেম কত্তে হয়, এবার থেকে

দুগ্ধপোষ্য বালিকার সঙ্গে করবো, বয়স্থার প্রেমে আর পড়ছিনি।

খাঁটি ॥ তার চেয়ে আমি এক মৎলব বলি শোন, দুজনে পছন্দ করে শেয়ারে এক মেয়েমানুষ রাখা যাক এস, জেলাসী টেলাসী হবে না, দুজনের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

নটবর ॥ তা পরামর্শ মন্দ নয়। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভাই যেমন জুতোর নিদর্শন রেখে দ্রৌপদীর ঘরে ঢুকতেন, আমরা জুতোর বদলে খাঁটির বোতল দরজার গোড়ায় চিহ্ন রেখে ঢুকবো।

খাঁটি ॥ তোফা বুদ্ধি বার করেছ ড্রামাটিষ্ট। তুমি ক্রুগারের জামাই ডাক্তার লিড্স, তার আর সন্দেহ নাই। (গুণেন, নগেন ও বরেনের পুনঃ প্রবেশ)

গুণেন্দ্র ॥ বেড়ে স্টেজ হয়েছে, যেন পাবলিক থিয়েটারের পারমেনেণ্ট স্টেজ হয়েছে বলে বোধ হয়। এই যে নটবরবাবু খাঁটিচাঁদবাবু উপস্থিত দেখছি, তবে আর কি—পারফরমেন্স আরম্ভ হোক।

নগেন ॥ আপনারা এসেছেন, আমি ভাবী ভাবিত হচ্ছিলুম। সব রেডি, ফিমেল পার্ট সব সাজা তোয়েরি, এইবার আমরা গিয়ে ড্রেস করি চলুন।

নটবর ॥ আমার পোষাকটা একটু জাঁকজমকওয়ালা আনিয়েছেন তো? রাবণের ড্রেস গর্জাস হওয়া দরকার।

বরেন ॥ আপনি কি মনে কচ্চেন, আপনার জন্যে ভল্লুকের ড্রেস আনান হয়েছে?

নটবর ॥ না, না, তাই বলছি।

খাঁটি ॥ আমি তো সারণ সাজবো, আমার কি রকম পোষাক আনান হয়েছে?

বরেন ॥ আপনার জন্যে একটি ল্যাজ শুদ্ধ বাঁদরের ড্রেস তোয়েরি করান হয়েছে। মহাশয়ের স্পেশাল কেস কিনা?

খাঁটি ॥ আবার ঠাট্টা? আমি কি তোমার ইয়ার?

বরেন ॥ আজ্ঞে না, আমি আপনার কঞ্জুগেল পেয়ার।

নটবর ॥ 'অমৃতং বালভাষিতং' ওর কথায় রাগ কত্তে আছে? চলুন চলুন ড্রেস করা যাক্ গে।

নগেন ॥ বরেন, যাও হারমনিয়মে বস গে। গোড়াতেই সখীদের গান। গুণেন কাকা আমরা ষ্টেজের ভেতর চল্লুম, তুমি বেল দিয়ে কন্সার্ট শুরু করে দাও।

গুণেন্দ্র ॥ অল রাইট। আই এ্যাম রেডী। (গুণেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান) —ওয়ান, টু, থ্রি (বেল দেওয়না। পট পরিবর্তন। কনসার্ট বাজিল।

ড্রপসিন উঠিল। দৃশ্য : মেঘনাদের উদ্যান। সখীগণ)

'এত কেন গরব লো তোর
চলে ফুল গড়িয়ে গেলি।
এল বঁধু—প্রাণের মধু, হাসিমুখে লুটিয়ে দিলি
যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়ে
থাক্‌বি পরের দাগা নিয়ে,
জেনে শুনে কোন প্রাণে লো—তুলে শেল বুকে নিলি॥
চুপি চুপি তোরে বলি,
আসবে কি আর, ভাস্‌লি লো তুই—ফুটে গেলি কলি ছিলি॥

(প্রস্থান)

গুণেন্দ্র॥ দেরী হচ্ছে কেন? মেঘনাদ ও প্রমীলা বেরুবে যে! (ষ্টেজের উপর উঠিয়া) ওহে নগেন, কি হচ্ছে কি? ষ্টেজ ভাল যাচ্ছে যে, চমৎকার! —চমৎকার। তোমরা পাবলিক থিয়েটার করবে না? প্রাইভেট ষ্টেজ ম্যানেজ কত্তে পার না! (অর্দ্ধ সজ্জিত অবস্থায় নগেন, নটবর ও খাঁটিচাঁদের প্রবেশ)

নগেন॥ আমরা কি করবো, সাজা না হতে হতে ড্রপ তুলে দিলে। তোমার যেমন বুদ্ধি। আরও খানিক্ষণ কনসার্ট বাজাতে হয়।

নটবর॥ আমি এতো বড় ম্যানেজার, আমায় শুদ্ধ একস্‌পোজ করালে, তোমাদের সঙ্গে কোন শালা আর কখন সাজবে!

বরেন॥ আমার কাজ আমি ঠিক করেছি বাবা! হারমনিয়ম ঠিক বেজেছে।

খাঁটি॥ বলি, আপনা আপনির ভেতর ঝগড়া করে কি ষ্টেজ মাটি করবে না কি? এই অবস্থাতেই ফাস্ট সীন মেঘনাদ ও প্রমীলা একরকম করে সেরে নাও। ওহে রাবণ, নেক্‌ষ্ট সীন গিয়ে বসবে চল। লোকে তো আর বলতে পার্বে না—এদের ড্রেস নেই, বড় জোর বলবে, ম্যানেজমেণ্ট ভাল নয়, তা প্রথম দিনে একটু গোলমাল হয়।

নগেন॥ তাই ভাল, তাই ভাল। নটবরবাবু আপনি রাবণ হয়ে গিয়ে বসুন। খাঁটিচাঁদবাবু, আপনি ত সারণ। যান—যান সঙ্গে যান, বরেন যাও, এ্যাটেণ্ড টু ইয়োর হারমনিয়ম। আমি ফাস্ট সীন একরকম করে সেরে নিচ্ছি। (নগেন ব্যতীত সকলের ষ্টেজের ভিতর গমন)

গুণেন্দ্র॥ নগেন দেরী করো না, দেরী করো না। প্রমীলাকে ডেকে নাও।

নগেন ॥ (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওগো ঠাকরুণ, বেরোও গো, বেরোও। যা তা করে ফার্স্ট সীনটা সেরে নিই এস। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে, মাগীর আক্কেল দেখলে! এইবার গালাগালি দেব (ছুটিয়া ষ্টেজের ভিতর গিয়া প্রমীলাবেশী সুবর্ণলতাকে টানিয়া আনিয়া প্রবেশ) এতক্ষণ কি ফুল গুঁজছিলে নাকি? বাঁয়ে এস, বাঁয়ে এস, স্ত্রী কখনও ডাইনে থাকে? কোথাকার মেদীমারা হিরোয়িন রে তুই? এইবার সুরু করা যাক— কি শোভা হয়েছে আজি এ রম্য কাননে, নন্দন কানন-সম শোভিছে সুন্দর।

সুবর্ণ ॥ তা হইব না, তা হইব না, এমন প্রমীলা আমি সাজবো না। আমার নায়ক ম্যাঘনাদ—তার মুক্তাব মালা নাই, টুপী নাই, ভাল কোর্ত্তা নাই- ঝাড়ু মারি, ঝাড়ু মারি এমন ম্যাঘনাদেব মুয়ে।

নগেন ॥ যাঃ সর্বনাশ হল—সর্বনাশ হল, এমন সীনটা মারভার হলো! ওরে বাপু তোর পায়ে পড়ি, আমায় পার্ট বলতে দে।

সুবর্ণ ॥ যাও, টুপী পরে আসো, মুক্তাব মালা ঝুলায়ে আসো, জরির কোর্ত্তা আটে আসো, তবে তোমায় প্রাণনাথ বলুম, নচেৎ এমন ম্যাঘনাদকে মুই চিরা গুর খাওয়াই!

নগেন ॥ ডোবালে—বাঙ্গালনী বেটী সব মাটি করলে! গুণেন কাকা, সীন শিপ্ট করে দাও, নেকষ্ট সীন আরম্ভ হোক। ছাগল দিয়ে কখন যব মাড়ান হয়?

গুণেন্দ্র ॥ সেই ভাল, সেই ভাল, তুমি ওকে নিয়ে ঢুকে পড়, আমি বেল দিই। ছি—ছি—ছি! এর নাম থিয়েটার? আমার মাথা আর মুণ্ডু।

নগেন ॥ আয় বেটী আয়, আর এ্যাক্ট করে কাজ নেই, থিয়েটার উজ্জ্বল করে দিলে!

সুবর্ণ ॥ খবরদার, বেটী বেটী করে' না, জুতাইয়া মু ছিরে দিমু।

নগেন ॥ যা করবি –করিস, এখন আয়। (সুবর্ণলতাকে লইয়া নগেনের বেগে প্রস্থান।)

গুণেন্দ্র ॥ আপদ গেল, বেল দিয়ে নেকষ্ট সিন আরম্ভ করা যাক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(রাবণের সভা। রাবণবেশী নটবর ও সারণবেশী ঘাঁটিচাঁদ)

রাবণ (নটবর)॥

'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত?

অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর,
সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখ রণে ?
ফুলদল দিয়া কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?”

ওরে শালা প্রমটার ? তার পর কি বলনা ? হাঁ করে মুখপানে চেয়ে রইল ? নগেনবাবু, নগেনবাবু, আমার দোষ নেই, আমি প্লে জমিয়ে আনছিলুম, তোমার ষ্টুপিড প্রমটার বেটা সব সব মাটি করে দিলে। (প্রম্‌পটারের প্রবেশ)

প্রম্‌পটার ॥ খবরদার, গালাগাল দেবেন না, রাবণ সাজতে এসেছ, পাট মুখস্থ করে এসনি কেন ? জান, আমি এমেচারে প্রমট্ কচ্চি, তোমার গালাগালের তোয়াক্কা রাখি না। (নগেনের প্রবেশ)

নগেন ॥ ঝগড়া করবার আর সময় পেলে না, ষ্টেজে এ্যাপিয়ার হয়ে হাত-মুখ নাড়তে আরম্ভ করে দিলে ?

প্রম্‌পটার ॥ কি মশাই, রাবণ সাজতে এসে উনি মাথা কিনেছেন নাকি ? গালাগাল দেবার ওঁর কি অথরিটি আছে ?

নটবর ॥ ড্রামাটিক ল'র প্রত্যেক ক্লজের জোরে প্রমটারের বাবা ষ্টেজ মারডার হলে গালগাল দেবার সম্পূর্ণ অথরিটি আছে !

গুণেন্দ্র ॥ যাক্, যাক্, আর বকাবকি'কতে কাজ নেই। নগেন, ওটাকে ভেতরে নিয়ে যাও প্লে চলুক। (নগেনের প্রম্‌পটারকে লইয়া ভিতরে গমন)

নটবর ॥ আমার আর মনে টনে নেই, সারণ ! তুমি আরম্ভ কর।

খাঁটি ॥ যথাআজ্ঞা মহারাজ ! আমিই তবে আরম্ভ করি। হে রাজন্ ! ভুবনবিখ্যাত রাক্ষস কুলশেখর ! ক্ষম এ দাসেরে ॥ হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে এ জগতে ॥ ভাবি প্রভু দেখ কিন্তু মনে ॥ অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে বজ্রাঘাতে, ॥ কভু নহে ভূধর অধীর সে পীড়নে (নৃমুণ্ড-মালিনী বেশী রসবতীর প্রবেশ)

রসবতী ॥ শীঘ্র ডাকি আন হেথা তোর সীতানাথেরে রে বর্ব্বর !
কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী।
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে ইচ্ছায়,
শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ? (নগেনের প্রবেশ)

নগেন ॥ কি কল্লে কাকী, আমার মাথাটা কডমড়িয়ে খেলে ! এ সীনে নৃমুণ্ড-মালিনী আসবে কি করে ? এ যে রাবণের সভা।

রসবতী ॥ আমি কি করবো, তোমার প্রম্‌টার আমায় বেরুতে বল্লে। হায়

হায়! আমার ফিলিং নষ্ট করে দিলে।

নটবর॥ ঐ প্রম্‌টার শালাই পাজী—মার শালাকে, মার শালাকে!

খাঁটি॥ বেটা এমন জমজমাট ট্র্যাজিডিকে ফার্স করে দিলে? আচ্ছা করে গো-বেড়ানদাও।

নগেন॥ বরেন! প্রম্‌টার বেটাকে ধরে নিয়ে আয় তো। হায় হায়! এমন ফেলিয়োর কখন হয় না। (বরেনের প্রবেশ)

বরেন॥ কই, প্রম্‌টারকে তো দেখতে পেলুমনা, সে হয়তো লম্বা দিয়েছে।

নটবর॥ তাই তো; তাই তো, বেটাকে চওড়া করতে পাল্লুম না।

গুণেন॥ আর কেলেঙ্কারীতে কাজ কি, ড্রপ ফেলে দেয়া যাক্‌।

নগেন॥ তাই তো—তাই তো, যজ্ঞাগারের সীনটা হবে না? আমি অনেক করে মুখস্থ করেছি—এইখানেই শেষ কত্তে হবে? (সুবর্ণলতার প্রবেশ)

সুবর্ণ॥ শেষ করবে কি? রামচন্দ্রের সাথে যুদ্ধ করমু না? তীর ধনুক লয়ে বীরাঙ্গনা হয়ে আস্‌ছি, রামচন্দ্রকে যদি না পাই, সম্মুখে যারেই পাব, তারেই চোখে তীর বিঁদমু (রসময় মুখার্জি ও দুই জন বেলিফের প্রবেশ)

রসময়॥ ঐ—ঐ ছোঁড়া। ওরই নামে ওয়ারেণ্ট। ধর সাহেব—ধর।

গুণেন্দ্র॥ কে তোমরা?

রসময়॥ জামাই নই—মশাই, ষষ্ঠীবাটা খেতে আসিনি। নগেনবাবুর নামে ওয়ারেণ্ট আছে, বেলিফ নিয়ে ধত্তে এসেছি।

গুণেন্দ্র॥ এ সময় তোমাদের ধরবার কোন এক্তার নেই। জান, আমি একজন হাইকোর্টের উকিল। বে-আইনী কল্লে তোমাদের নামে পুলিশ কেস করবো।

রসময়॥ খুলনায় গিয়ে করবেন, কলকাতা বড় শক্ত জায়গা। কোর্ট থেকে স্পেসাল অর্ডার নেওয়া হয়েছে, এই দেখুন জজের সই।

গুণেন্দ্র॥ তাই তো—তাই তো! নগেন, পালিয়ে এস, পালিয়ে এস, বাড়ীর ঢুকে পড়। (নগেনের পলায়নোদ্যোগ)

বেলিফ॥ নট সো ইজি মিডয়ার ফেলো। (নগেনকে ধৃতকরণ)

নগেন॥ ও কাকা, ধল্লে যে!

বরেন॥ ও দাদা চল্লে যে!

রসবতী॥ ও নগেন, তোমার কি হল বাবা!

সুবর্ণ॥ ঠাকুরুণ, মোর কি হইল গো! মোর ম্যাঘনাদকে যে ধরে লয়ে যায়।

খাঁটি॥ ওহে ড্রামাটিষ্ট পা টিপে টিপে সরে পড়ি চল।

নটবর ॥ তা আর বলতে, গতিক বড় ভাল নয়। (ক্ষান্তমণি ও পটলসুন্দরীর প্রবেশ)

পটল ॥ মা, মা, ঐ বেটী! ঐ বেটী! থিয়েটারের নটী সেজেছেন। আ মারি! ঐ বেটী আমায় ঝাঁটা মেরে পালিয়ে এসেছে।

ক্ষান্ত ॥ তবে আর কি মা! গায়ের ঝাল ঝেড়ে নাও। ওরে পট্‌লী, সেই মুখপোড়া দুটোও রয়েছেরে। সকলে এক এক ঘা ঝাঁটা,—দেখি তোর কেরামত।

পটল ॥ ভেস্কীবাজী লাগিয়ে দিয়ে যাই, দেখনা। আমরা খান্‌কী, দাগ তুলতে খুব মজবুত। (ষ্টেজের উপর উঠিয়া রসবতী, নটবর ও খাঁটিচাঁদকে এক এক ঘা ঝাঁটা মারিয়া) আয় মা, ছুটে পালিয়ে আয় (পটলসুন্দরী ও ক্ষান্তমণির প্রস্থান)

বেলিক ॥ বাই জো, হোয়াট ইজ দিস্!

২য় বেলিক ॥ ষ্ট্রেঞ্জ থিং ইনডিড্‌!

রসময় ॥ কি বাবা! জুলেজিক্যাল গার্ডেনে 'ফ্যান্‌সি ফেয়ার' হচ্ছে নাকি? স্বপ্ন দেখছি না তো?

নটবর ॥ হাঁ! গুণেনবাবু, এক বেটী রাঁড় এসে আমাদের ঝাঁটা মেরে গেল, তোমার মাগকেও বাদ দিলে না, আর তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে?

খাঁটি ॥ আমি তো বাবা আকাট মেরে গেছি।

বরেন ॥ আমার বড় বরাৎ জোর, এদিকে বোধ হয়, ততটা নজর করেনি, বেটী যেন 'কুইন এলিজাবেথ' এল—আর হুরুল যোগ লাগিয়ে দিয়ে গেল।

রসবতী ॥ তোমরা বুঝ্‌ছ না গো, বুঝছ না, ঐ মিন্সেই এর গোড়া, ঐ মুখ-পোড়াই ঐ মাগীকে শিখিয়ে পড়িয়ে এনে আমাদের সবাইকে ঝাঁটা খাওয়ালে। ওরে হাড়হাবাতে! ওরে হতভাগা! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

গুণেন্দ্র ॥ দোহাই তোমার! আমি কিছুই জানিনে। আমি মনে মনে দুর্গানাম জপ্‌ছিলেম।

রসবতী ॥ তোমার ন্যাকামোর নিকুচি করেছে, সর্ব্বনেশে, উনপাঁজুরে। (গুণেন্দ্রকে আক্রমণোদ্যত)

গুণেন্দ্র ॥ ওগো, রক্ষে কর গো, রক্ষে কর গো, রক্ষে কর গো! —রাক্ষসীর হাত থেকে বাঁচাও গো (বেগে পলায়ন, রসবতীর পশ্চাদ্ধাবন)

নগেন ॥ ও কাকা। তুমি গেলে যে—এখন আমি বেলিফের হাত থেকে বাঁচি কেমন করে? ও বরেন যা ভাই দৌড়ে মার কাছে যা, টাকাকড়ি এনে আমায় এ যাত্রা বাঁচাও।

বরেন ॥ মা যে একটি পয়সা দেয়, আমার তো বোধ হয় না। সে বেটী, শালীর বেটী শালী, তবু একবার চেষ্টা করে দেখি। বৌদিদি, তুমি আমার সঙ্গে এস।

স্বর্ণ ॥ ও ঠাকুরপো! মোর ম্যাঘনাদকে যে বাঁধে লয়ে যায়! কি হইবো ঠাকুরপো! কি হইবো?

বরেন ॥ এখানে আর কেঁদে-কেটে কি হবে, মার কাছে কাঁদবে চল, কোন রকমে যদি টাকাটা বেরিয়ে আসে।

নগেন ॥ যা ভাই বরেন, যা, আর দেরী করিসনি।

বরেন ॥ এস, বৌদিদি এস।

স্বর্ণ ॥ ও ঠাকুরপো, মোর ম্যাঘনাদ যে যায়। (উভয়ের প্রস্থান)

নগেন ॥ রসময়বাবু, আর অপদস্থ করবেন না, একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সব টাকা এখনি দিচ্ছি।

রসময় ॥ অপেক্ষা করবো—এক মিনিটও না—এক সেকেণ্ডও না—সিভিল জেলের চেহারাটা একবার দেখে আসবে চল, সেইখানে টাকা পৌঁছে দিলেই ছাড়ান পেয়ে আসবে।

নগেন ॥ আপনার কি একটুও দয়া হচ্চে না?

রসময় ॥ কিসের দয়া? কার উপর দয়া? তুমি কি দয়ার পাত্র? বাপের বহু কষ্টের সঞ্চিত ধন পাঁচ বেটা জোচ্চোরের মতলবে ইট-পাটকেলের মতন ছুঁড়ে ফেলে দিচ্চ—স্বদেশ ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে, কলকাতায় এসে কাপ্তেনী সুরু করেছ—মনে করেছ, আমি কি হলুম! যেমন কর্ম তেমনি ফল, এখন সিভিল জেলে চল, এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে আসবে, তার জন্য ভেব না—এখনও যৎসামান্য কিছু আছে। শেষ রক্ষে হচ্ছে না। পরিণাম এণ্ডামানে বাস। এস সাহেব, নিয়ে এস।

বেলিফ ॥ কাম য়্যালং বাবু। ইউ উইল. হ্যাভ এ নিউ কিউরিসিটি ইন্ দি সিভিল জেল। (নগেনকে লইয়া রসময় ও বেলিফদ্বয়ের প্রস্থান)

খাঁটি ॥ খুব চুটিয়ে থিয়েটার করা গেল বাবা। অনেককাল মনে থাকবে।

নটবর ॥ ম্যানেজারীও খুব চুটিয়ে কল্লুম, আক্কেল জন্মে গেল বাবা। যা হোক্ আমি সোজায় ছাড়চিনি, আমার মতন ম্যানেজারের নামে কলঙ্ক হবে?

গোটাকতক মেয়েমানুষ নাচিয়ে দিয়ে ড্রপ ফেলে দেওয়া যাক, তবু যা হোক্ কতকটা মান রক্ষে হবে।

খাঁটি॥ তাই কর, মধুরেণ সমাপয়েৎ চাই বইকি।

নটবর॥ মহাশয়গণ! বাঙ্গালের থিয়েটার আর কত ভাল হবে বলুন? যা দেখলেন তাতেই সুখী হয়ে বাড়ী যান। তবে আমি কলকেতার ম্যানেজার, আপনাদের নাচ গান না দেখিয়ে ছাড়ছিনি। (রঙ্গিনীগণের প্রবেশ। গীত)

নূতন রঙে, নূতন ঢঙ্গে হলো থিয়েটার।
যবনিকা পড়ুক এবার. বিভীষিকায় কাজ কি আর॥
মিষ্টিমুখে বিদায় নিলে,
প্রাণটি খুলে বাহবা দিলে,
ডাকবো তোমায় পেট্রণ বলে থাকবো কেনা কর এভার॥
টমটী টমটী টমটী টম্
বম বম বম—ঝম ঝম ঝম
গুডবাই ভাই যাই ঘরে যাই থিয়েটারের কি বাহার॥

॥ য ব নি কা প ত ন ॥

অমরেন্দ্রনাথ রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক

"১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ·· একখানি নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটকের রচনাকার্য আরম্ভ করেন। গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হইলে, ইহার কয়েকটি প্রধান ভূমিকার অভিনেতাও নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনের তালিকা: নেপোলিয়ান—অমরেন্দ্রনাথ, কাউন্ট—অমৃতলাল বসু (অভাবে কাশীবাবু), মার্শেল কারটো—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, সায়ান—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, ইউজিন—গোপালদাস ভট্টাচার্য, জোসেফাইন—কুসুমকুমারী, বোহেন—সুশীলাবালা।

কিন্তু সুশীলার অসুস্থতা ও পরে তাহার অকালমৃত্যু নিবন্ধন, নাটকের রিহার্সাল বন্ধ থাকে। কালের বিচিত্র গতিতে, যখন অমরেন্দ্রনাথকেও এপারের লীলাখেলা সাঙ্গ করিতে হয়, তখনও বইখানি অভিনীত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ষাট বৎসরাধিক কাল গত হইয়াছে, কিন্তু নাটকখানি অদ্যাবধি পাদ-পীঠের আলোক দর্শন করে নাই, অথবা মুদ্রিত হইয়া লোকলোচনের সম্মুখে আবির্ভূত হয় নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পদ ভরসা
অদ্য—৩রা চৈত্র—রবিবার—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের—
শুভ জন্মতিথি উৎসব দিবসে—
নূতন নাটকের রচনা-কার্য্য আরম্ভ করিলাম। (১৩১৭)

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

প্রথম অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[তুলন প্রদেশের সীমান্ত—ফরাসী শিবির। তুলনস্থ ফরাসী সেনার অতি বৃদ্ধ সেনাপতি মার্সেল কারটো,—এবং লেনস্, মেশালা, বার্থিয়ার, সেরুরি, তুগেমি, অগেরো জুনো প্রভৃতি সেনানীগণ—সময় অপরাহ্ণ।]

লেনস্॥ মার্শেল! বুঝছেন কি?

কারটো॥ আর দাদা, বোঝাবুঝি কি বলো? বীরত্বের আর কদর থাকছেনা। চুনোপুঁটি পর্য্যন্ত যখন সেনাপতির পায়া পাচ্ছে; তখন আমাদের মতন বুড়ো-হাবড়া সেনাপতিদের এ কাজ থেকে অবসর নেওয়াই সঙ্গত হচ্ছে।

মেশালা॥ আচ্ছা নূতন গবর্মেণ্টের মতলবখানা কি? রাজাকে নিপাত দিয়ে, দেশে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেছে বলে কি—প্রজামাত্রকেই আস্কারা দিতে হবে! রাজধানীতে রাজায় প্রজায় যুদ্ধ বাধলো। ফলে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হোলো। সেই সুযোগেই তো শত্রুরা তুলন আক্রমণ করে একেবারে দখল করে বসেছে।

কারটো॥ বল তো দাদা, বল তো;—আমি গোবেচারী নির্ব্বিবাদী মানুষ,—নিষ্কর্ম্মা হয়ে তুলনের কেল্লায় বসে, সুখে স্বচ্ছন্দে দিন গুজরাণ করছি—এমন সময় হঠাৎ এক দুর্য্যোগের রাত্রে—ওরে বাবা, গুড়ুম গুড়ুম তোপ! খবর কি? —না, স্পেন আর অষ্ট্রিয়া জলে স্থলে তুলনের কেল্লা ঘেরোয়া করেছে। কাজেই সে ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের মত যুক্তি করে—একটি মাত্র ফৌজের গায়ে একটুও আঁচ পেতে না দিয়ে—কেল্লাটি শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে—আমার বুকের রক্তের চেয়ে বেশী বিশ হাজার ফৌজ নিয়ে মানে মানে তুলনের সীমান্তে সরে এসে দাঁড়ালুম। তাঁবু পেতে নতুন করে আস্তানা গাড়লুম—

বার্থিয়ার॥ তারপর তো নতুন গবর্মেণ্টের হুকুমে আরো বিশ হাজার ফৌজ নিয়ে তুলন উদ্ধার করবার জন্য আমরা কজন আপনার সঙ্গে যোগ দিতে এলুম।

কারটো॥ আঃ হাঃ—তোমরা এলে—বেশ করলে; তাতে তো আমার দুঃখ

নেই দাদা। তোমরা এক একজন এক একটা নামজাদা সেনানী ; তবু তোমরা আমার তাঁবে রইলে। এই দেখনা কেন—তোমরা এসেও যখন কিছু হোলোনা—সবাই মিলে লম্বা দশটা মাস ধরেও যখন কিছু করতে পারা গেলনা —তখন গবর্মেন্ট ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি মার্শেল মোরোকে পাঠালেন ;— আমার সহযোগী করে, ওপরওয়ালা করে নয়! শত্রু সৈন্যের আধিক্য আর তোপের বহর দেখে তিনিও হাল ছেড়ে দিলেন। তারপরে কিনা একটা দুধের ছোঁড়া—কেউ তার নাম জানেনা, ধাম জানেনা, যুদ্ধশাস্ত্রের এ, বি, সি-ও হয়ত সে চেনেনা—তিনি আমাদের সকলকার কর্ত্তা হয়ে কাজ ক্তে করতে এলেন। বলে—"হাতী ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে হোতায় কত জল"। এতে কি আর মান খুইয়ে তাঁবেদার হয়ে সেনাপতিগিরি করতে প্রাণ চায় দাদা?

ডুগোমি ॥ এই যা বললে মার্শেল—লাক কথাব এক কথা। আব এই ব্যাপাবে দাদা, তোমার আর আমার গায়েই বেশী ঘা লাগছে ; কেননা আমরা দুজনেই হচ্চি প্রবীণ। ছেলেবেলা থেকে এই কাজ কবে দুজনেই মাথার চুল পাকিয়েছি। এরা তো ছেলে ছোকরা গো ; তবু আমাদেব নাবালক ওপর-ওয়ালার চেয়ে এদের খ্যাতি ঢেব—ঢের বেশী

কারটো ॥ সে কথা হাজার বার—হাজার বার। ওগো ডুগোমি ভায়া যদি শোননা,—ওই ছোকরা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আরও বিশ বছর এদের কাছে শিখুক—তার পরে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াক।

জুনো ॥ এটা কিন্তু তোমামোদেব কথা হচ্চে মার্শেল সাহেব। মানুষ কখনও কি মানুষকে বড করতে পারে? ভগবান যাকে বড করে পৃথিবীতে পাঠান, গোড়া থেকেই সে বড় হয়ে যায়। নইলে ফ্রান্সে শত শত নামজাদা যোদ্ধা বর্ত্তমান থাকতে, মহাশক্তিমান জাতীয় সভা এই অজ্ঞাতনামা খ্যাতিহীন যুবককে আপনাদেব মতন প্রবীণ সেনাপতিদের—এমন কি ফ্রান্সের সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি মোবোরও অধ্যক্ষ করে পাঠাবেন কেন?

ডুগোমি ॥ আরে ভায়া এটা আর বুঝলেনা। অত সব রথী, মহারথী থাকতে ওকে কেন পাঠালে? সুপারিশ—সুপারিশ—তার ওপব এই টুং টুং টুং— ঘুস, ঘুস। ঘুসে আর সুপারিশে ফ্রান্সে এখন কোন্ কাজটা না সিদ্ধ হচ্চে গো?

জুনো ॥ তা হয়না ডুগোমি সাহেব। শুধু ঘুস আর সুপারিশ মানুষকে কখনও বড় করতে পারেনা। সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যতারও দরকার হয় বৈ কি। দুদিন আগে নেপোলিয়ানের সম্বন্ধে আমারও এই রকম ধারণা ছিল ; কিন্তু আজ

সকালে পথের মাঝে হঠাৎ সেই পাগলা কাউণ্টের সঙ্গে দেখা। সেই যে গো; সেই চশমা পরা আধ-পাগলা লোকটি —যাকে দুনিয়া শুদ্ধ লোক কাউণ্ট বলে ডাকে। আমি আগে থাকতেই জানতুম—লোকটার অজানা বা অযাওয়া বিষয় বা স্থান দুনিয়ায় কিছুই নেই—লোকটা সমস্ত পৃথিবীর খবর রাখে। কথায় কথায় আমি তাকে এই নেপোলিয়নের কথা জিজ্ঞাসা করতে সে তার সম্বন্ধে যা যা বললে তা আমি তো শুনেই অবাক। সে সব কথা সত্য হলে বলতে হয় —নেপোলিয়ান লোকটা একটা অসাধারণত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

কারটো॥ কি কথা সব শুনেছ হে জুনো ভায়া—বলেই ফেলনা শুনি; আমাদের জীবনেও দু-চারটে অসাধারণত্ব আছে হে।

জুনো॥ কাউণ্ট বললে—লোকটার জন্মস্থান কর্সিকা; ওর বাপ ছিল সেখানকার উকিল; ছেলেবেলা থেকেই লোকটা যুদ্ধপ্রিয়; যুদ্ধ চিত্রের ওপরই উনি জন্মান ট্রয় যুদ্ধের নাম শুনেছ তো —যার মতন যুদ্ধ পৃথিবীতে কখনও হয়নি সেই মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ছবি একখানা চাদরে আঁকা ছিল; ওঁর গর্ভধারিণী সেই মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর-চিত্রময় চাদরে ওঁকে প্রসব করেন।

কার্টো॥ বাহবা দাদা - দিব্যি গল্প তুলেছো; তাহলে বুঝতে হবে বলো ট্রয় যুদ্ধের ছবি আঁকা চাদরে প্রসূত হয়েছিলেন বলে উনিও আবার একটা সেই রকম পুরনো ট্রয় যুদ্ধের সৃষ্টি করবেন।

জুনো॥ কাউণ্টের তো এই রকম বিশ্বাস মার্শেল সাহেব। কাউণ্ট বললে—সকল বিষয়েই লোকটা অসাধারণ যখন সে ব্রায়েনের স্কুলে পড়তো তখন একবার এমন শীত পড়ে যে সেখানকার লোকজন বাড়ী থেকে বেরুতে পারতো না—মাষ্টাররা স্কুলে আসতো'না; ক্রমাগত বরফ পড়ে সমস্ত সহর সাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই দুর্জ্জয় শীতে স্কুলের ছেলেদের মাতিয়ে এই ছোকরা একটা বরফের কেল্লা তৈরী করে ফেললে—অবিকল কেল্লা। তার পর সেই বরফের কেল্লায় বরফের গোলাগুলি নিয়ে তার যুদ্ধখেলা। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! ব্রায়েন থেকে তিন ক্রোশ তফাতের লোক শীতের ভয় ত্যাগ করে নেপোলিয়ানের যুদ্ধখেলা দেখতে আসতো।

কারটো॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ—এ কথায় আর নূতনত্ব কিংবা অসাধারণত্ব কি আছে হে জুনো ভায়া? ছেলেবেলায় আমরাও অমন ঢের ঢেলা ছোঁড়াছুঁড়ি করেছি—অনেকের রগ্ পর্যন্ত ফাটিয়ে ছেড়ে'ছি। তা দাদা সে ছিল পাথর, আর এ না হয় বরফ—এইটুকু প্রভেদ বইতো নয়।

দুগোমি ॥ তাইতো; কথাইতো তাই—বিশেষ আর কি প্রভেদ।

জুনো ॥ ঐ স্কুলে নেপোলিয়ানের একজন সহপাঠী কি একটা অন্যায় কাজ করে মাষ্টারের বেতের ভয়ে একেবারে অধীর হয়ে ওঠে। নেপোলিয়ান তাকে বললে—"সামান্য দু'ঘা বেতের ভয়ে তুমি এত কাতর, ছিঃ!" তার সঙ্গী বললে—"মাষ্টারের বেতকে আমি বড় ভয় করি"। নেপোলিয়ান বললে—"যদি দরকার পড়ে তাহলে মাষ্টারের বেত আমি অমন তিন দিন ধরে সইতে পারি।" শুনে তার সহপাঠী বললে—"তাহলে তুমিই অপরাধটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমায় রেহাই দাওনা কেন?" নেপোলিয়ান অম্লান বদনে বললে—"তাই নিলুম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো"। তারপর মাষ্টার ব্যাপার বুঝে নেপোলিয়ানকে আসল অপরাধীর নাম করতে বললে। নেপোলিয়ান বললে—"সারাদিন চেষ্টা করলেও আপনি তার নাম জানতে পারবেন না। আপনি অপরাধীর সন্ধান করবেন না অপরাধের যা দণ্ড তা আমাকে দিন"। প্রকৃত অপরাধীর নাম প্রকাশ করবার জন্য মাষ্টার নেপোলিয়ানকে তিনদিন ধরে বেত মেরেছিল—সাতদিন অর্দ্ধাসনে রেখেছিল; তবুও নেপোলিয়ান সঙ্গীর নাম করে নি।

কারটো ॥ এইতো? তা এর ভেতরেওতো তেমন কিছু অসাধারণত্ব দেখলুমনা। স্কুলে আমরাও অমন বীরত্ব ঢের দেখিয়েছি গো। একবার আমি ক্লাসের একটা ছোকরার সোনার ঘড়ি চুরি করেছিলুম; হাত আমার এমন সাফাই ছিল যে, সেটাকে তার পকেট থেকে তুলেই একেবারে জুতোর ভেতর পুরে ফেললুম—বেমালুম গাফ! তার পরে আমার ওপর মাষ্টারের সন্দেহ না হতেই সর্ব্বাঙ্গে সপাসপ্ বেত তিন ঘণ্টাধরে বেত খেয়েছিলুম। দিগম্বর হয়ে কোট পেণ্টুলুন ছেড়ে ছিলুম—তবু দাদা একবার্ করিনি। তা তোমার নেপোলিয়ন্ তিন দিন বেত খেয়েছিল, আর আমি নাহয় তিন ঘণ্টা খেয়েছি—(কাউণ্টের প্রবেশ)

কাউণ্ট ॥ তেমনি সেই ঘড়িটা আত্মসাৎ করে—তিনঘণ্টার তুচ্ছ প্রহার সুদ-সমেত পুষিয়ে নিয়েছ—সেটা বলো মার্শেল দাদা।

জুনো ॥ আরে বাহবা! মেঘ না চাইতেই জল যে। তোমার কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল হে।

কারটো ॥ আরে—কে ও—কাউণ্ট ভায়া যে হে। বহুকাল যে ভায়ার কোনও খবরই ছিল না। বল, আছ কেমন? ছিলে কোথায়?

কাউণ্ট ॥ আছি ভাল ; ছিলুম, গাদায়।

কারটো ॥ গাদা আবার কি হে কাউণ্ট ভায়া ?

কাউণ্ট ॥ গাদা বুঝলে না দাদা? বই—বই- কেতাব ; তারই গাদায় এতদিন ডুবেছিলুম।

কারটো ॥ কাউণ্ট আমাদের কেতাব নিয়েই পাগল। কেতাব নিয়েই আছে।

কাউণ্ট ॥ শুধু কেতাব তো নয় মার্শেল দাদা—সঙ্গে সঙ্গে সরাপের নামটাও করো। পৃথিবীতে আমার মাত্র দুটি বন্ধু—এক-ব্যাগ ; দুই-বোতল। ব্যাগে—কেতাব ; বোতলে—সরাপ। কেতাব—পড়ি ; সরাপ—গিলি।

দুগোমি ॥ দিব্যি আরামে আছ কাউণ্ট ভায়া! আচ্ছা ভায়া নেপোলিয়ানের ব্যাপারটা কি বলতো শুনি ; তুমিত, দুনিয়ার সবই খবর রাখো ; বলতো ভায়া ও লোকটা খামকা সেনাপতির পায়াটা কোথা থেকে পেলে?

কাউণ্ট ॥ আরে ছ্যাঃ! ওর কথা আর কও কেন দাদা! ও একটা বদ্ধ পাগল। ঠিক যেন আমারই জুড়ীদার। আমি তো পাগল, ও আবার আমার চেয়েও পাগল। আমি বই পাগলা ; ও কাজ পাগলা! আমার পড়ার শেষ নাই ; ওর কাজেরও সীমা নেই। এই দেখনা কেন—তোমরা এখানে তাঁবুর ভেতর দিব্যি মশ্‌গুল হয়ে গল্প-গুজব কোরছো, আর ঐ লোকটা চাকরদের বেহদ্দ হয়ে সেনা-নিবাসময় ঘুরে বেড়াচ্চে। ভাঁড়ারী ব্যাটা সৈন্যদের ঠিক ঠিক রসদ দিচ্ছে কিনা, প্রহরীগুলো ঘাঁটিতে বসে ঝিমচ্ছে কি কাজ করছে, রুগ্ন সেনাদের কি ভাবে চিকিৎসা হচ্ছে, ঘোড়াগুলো কত করে দানা পাচ্ছে, কামান-বন্দুক-গুলি-গোলা কি রকম অবস্থায় আছে—এই সমস্ত বাজে তদারকে লোকটা খেটে মরছে। জাঁদরেল সেনাপতি যে এসব কি তার কাজ দাদা? বিশ পঁচিশ টাকা মাইনের কেরাণীরাই তো এই সব তদারক করে বেড়ায়। সেনাপতি বুক ফুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে দূরবীন কসবে আর হুকুম চালাবে এই তো জানি ; হতভাগ্য সৈন্যের দল খাচ্চে কি শুকোচ্চে—তাদের রসদ মেরে ভাঁড়ারী ব্যাটা দু পয়সা পাচ্চে কি না পাচ্ছে এসব নোংরা কাজের সন্ধান কি কোনও ভদ্রলোকে কখনও রাখে দাদা?

কারটো ॥ ছোট লোক! ছোট লোক! ছোট ঘরের ছেলে। নইলে ভায়াহে প্রবৃত্তিটা অমন নীচ হবে কেন?

কাউণ্ট ॥ আরে ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা। ঘেন্নার কথা—ঘেন্নার কথা ; না বল্লেও নয়—তবে বলি একটা কথা শোনো ; শুনলেই তোমরা সকলে লাফিয়ে উঠবে।

নেপোলিয়ান যখন প্যারিসের যুদ্ধ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়—তখন সেখানে অনেক বড় বড় ঘরের ছেলে পড়তো, তাদের এক এক জনের জন্যে সাতটা করে চাকর বরাদ্দ ছিল; এক একটা ঘোড়ার সঙ্গে তিন তিনটে সহিস খাটতো। বড় ঘরের ছেলেদের এ বড় মানুষী ওঁর সহ্য হোলনা; উনি সরাসরি গবর্মেণ্টকে এক কড়া চিঠি লিখে জানালেন—স্কুলে যারা ছাত্ররূপে যুদ্ধবিদ্যা শিখছে, তাদের এত নবাবী কেন? তাদের আবার চাকর কেন? চাকরের কাজ তারা নিজে করুক, নিজের অস্ত্র শস্ত্র নিজে সাফ করুক। চিঠি পেয়ে তো গবর্মেণ্ট অবাক!

কারটো॥ বল কি হে ভায়া—য়্যাঁ? ছি. ছি, ছি, এই রকম নীচ প্রবৃত্তি যার —সেই ছোটলোক ছোঁড়ার অধীনে আমাদের কাজ করতে হবে? নাঃ— আজই আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে প্যারিসে ফিরে যাবো।

কাউণ্ট॥ ওর পাগলামীর কথা কত আর বোলবো? আর একটা কথা শোনো —যখন ও লেফ্‌টেনাণ্ট্ হয়ে দেশে ফিরে গেল, তখন কর্সিকার শাসনকর্ত্তা পাওলি ওকে ডেকে বললেন—"তুমি ফ্রান্স গবর্মেণ্টের কাজ ছেড়ে দাও, আমি ফ্রান্সের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কর্সিকা স্বাধীন কোরবো, তুমি আমার সঙ্গে যোগ দাও, কর্সিকার অর্দ্ধেক তুমি পাবে"। এ প্রস্তাব শুনে লোকটা একেবারে রেগে আগুন। পাওলিকে বিশ্বাসঘাতক বলে গাল দিলে। পাওলি তখন ওর ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে. চুরমার করে—ওকে, ওর মাকে, ওর ভাই, বোন ইত্যাদি সকলকে কর্সিকা থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিলে। তখন ও নিতান্ত অনাথের মত প্যারিসে গিয়ে ওর নিজের কাঁচা মাথার দায়ীত্বে— এখানকার প্রধান সেনাপতির পায়া পেয়েছে। গবর্মেণ্টকে ও স্পষ্টই বলেছে - আমি নতুন সৈন্য চাইনা, টাকা চাইনা,—চাই কেবল, তুলনের সীমান্ত অঞ্চলে যে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিতান্ত অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের সম্পূর্ণ অধ্যক্ষতা। তাহলেই তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি তুলন অধিকার কোরবো। না পারি প্রাণদণ্ড গ্রহণ কোরবো। গবর্মেণ্ট দেখলেন এ এক মন্দ সুযোগ নয়; কাজেই সম্মত হলেন। প্রধান সেনাপতি করে নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে এখানে পাঠালেন। (মার্শেল মোরোর প্রবেশ)

মোরো॥ আঃ—কি আপদ! এখানেও নেপোলিয়ান। যেখানে যাবো, যে দিকে ফিরবো—সেইখানেই এই অর্ব্বাচীন, খ্যাতিহীন যুবকের নাম? এ তো বড় জ্বালাতনে পড়া গেল দেখছি।

কারটো॥ ব্যাপার কি মোরো ভায়া—ব্যাপার কি—হয়েছে কি?

মোরো॥ আর হবে কি! এই পাগলা নেপোলিয়ানের জ্বালায় অস্থির হওয়া গেছে। হতভাগা সৈন্যগুলোকে পর্যন্ত ক্ষেপিয়ে তুলেছে। প্রত্যেক সৈন্যের মুখে এখন নেপোলিয়নের নাম ফিরছে।

কাউন্ট॥ তবে তো ভারী অন্যায় হয়েছে। যে মুখে তারা দিনরাত ব্র্যাণ্ডী আর বিস্কুট গুঁজে, মজগুল হয়ে প্রণয়িণীর প্রেমের কথা কইতো, এখন সে মুখে সেনাপতির গুণগান করছে। এতো ভারী—ভারী—অতিভারী অন্যায়।

কারটো॥ হ্যাঁ হে কাউন্ট ভায়া—তুমি না বললে নেপোলিয়ান গভর্মেণ্টের কাছে অঙ্গীকার করেছেন যে—তিন হপ্তার মধ্যে তুলন উদ্ধার করবেন—না পারলে প্রাণদণ্ড নেবেন? তা, সে তিন হপ্তার কতগুলো দিন কেটে গেছে, তিনি তার কিছু খবর রেখেছেন কি?

কাউন্ট॥ তিনি রেখেছেন, কি, না রেখেছেন—তা তিনিই জানেন। তবে আমি এইটুকু জানি—তাঁর অঙ্গীকারের তিন হপ্তা অতীত হতে আজকের এই রাতটুকু মাত্র বাকী।

কারটো॥ ব্যস্—ব্যস্—ব্যস্—তা হলেই কাজ ফরসা আর কি!

মোরো॥ আমার আশঙ্কা হয়—পাছে এই খামখেয়ালী, ক্ষ্যাপা সেনাপতি বলে বসে—আজ রাত্রেই তুলন উদ্ধার করা চাই। (নেপথ্যে উচ্চ তূর্যধ্বনি)

সকলে॥ (সবিস্ময়ে) এ কি!

মোরো॥ এর অর্থ কি? (নেপোলিয়ানের প্রবেশ)

নেপো॥ এর অর্থ—আপনারা এখন যে অবস্থায় এখানে অবস্থান করছেন, সেই অবস্থায় এখনই যুদ্ধযাত্রা করুন।

মোরো॥ যুদ্ধযাত্রা! কোথায় যুদ্ধ! যেতে হবে কোথায়?

নেপো॥ আপাততঃ তুলনের কেল্লায়; আজ রাত্রেই তুলন অধিকার করতে হবে—তার পর কোথায় যেতে হবে; সে কথা কাল প্রাতে আপনারা অবগত হবেন।

মোরো॥ (সহযোগীদের প্রতি) শোনো!

নেপো॥ সেনানীগণ! আশা করি আপনারা সকলেই আমার আদেশ পালনে প্রস্তুত।

মোরো॥ সেনানীগণ আপনার মত ক্ষিপ্ত হন নাই যে আপনার আদেশে অম্লানবদনে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ধাবিত হবেন।

নেপো॥ মার্শেল মোরো! আপনার জানা উচিত- যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ পালনে সেনানী মাত্রই বাধ্য।

মোরো॥ সে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে।

নেপো॥ ন্যায়-অন্যায় বিচার সেনাপতির বিবেচ্য—সেনানীর নয়। সেনাপতির আদেশ প্রত্যেক সেনানীর শিরোধার্য্য। আপনারা আমার আদেশ-পালনে প্রস্তুত হোন।

মোরো॥ এ আদেশ পালন কর্ব্বার পূর্ব্বে আমি এখানকার কার্য্যে ইস্তফা দিয়ে এখান থেকে প্রস্থান করতে প্রস্তুত।

নেপো॥ আপনি প্রস্তুত হতে পারেন; কিন্তু মার্শেল মোরো—এমন সঙ্কট সময়ে আপনার মতন বিজ্ঞ বন্ধুকে পরিত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই। যুদ্ধের সময় যোদ্ধার পদত্যাগ প্রার্থনা সর্ব্বত্র নিস্ফল।

মোরো॥ আমার অনিচ্ছায়, আমাকে এই অন্যায়যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে—এমন স্পর্দ্ধা কে রাখে?

নেপো॥ আমার চল্লিশ সহস্র সৈন্য।

মোরো॥ কখনই নয়; আমিও একদিন ওই সৈন্যদের ওপর আধিপত্য করেছি; ওরা আমাকে ভয় করে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে—

নেপো॥ কিন্তু অবাধ্যতার অপরাধে আমার আদেশে জলন্ত গোলার আঘাতে যদি আপনার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়—তাহলে ওই চল্লিশ সহস্র সৈন্য নির্ব্বিকার চিত্তে, অবিচল নেত্রে আপনার মরণ দর্শন করবে। আর আমি যদি এখন ওই সমগ্র সৈন্যকে পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ থেকে অন্ধকার গহ্বরে পতিত হতে আহ্বান করি—উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগরবক্ষে কিম্বা সহস্র শিখাময় অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে বলি—শত্রুর অজস্র গোলাবৃষ্টির সম্মুখে প্রাকারের মত দণ্ডায়মান থাকতে আদেশ করি—অম্লানবদনে তা পালন করবে।

কারটো॥ আমি তবে একটা কথা বলি; এই চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে, অসংখ্য রণপোত কর্তৃক রক্ষিত তুলন দুর্গ দখল করতে যাওয়াটা কি অসম্ভব নয়?

নেপো॥ অসম্ভব! সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়—সমস্তই সম্ভব। এই সম্ভব একুশ দিন পূর্ব্বে আপনাদের কাছে অসম্ভব বলে বিবেচ্য ছিল। তার কারণ—তখন সৈন্যগণ পূর্ণমাত্রায় আহার পেতনা—অর্দ্ধাসনে থাকতো। বসন পেতোনা—নগ্ন দেহে থাকতো। মদ্য পেতোনা—জলেই সে অভাব মেটাত। তাই তখন সম্ভব অসম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আজ এরা আহার, বসন আর

মন্ত্রের প্রভাবে স্ফূর্ত্তিযুক্ত; এখন এ কার্য্য আর অসম্ভব নয়।

কারটো॥ য়্যাঁ—সে কি! সৈন্যরা আহার পেতনা—মদ পেতনা—সে কি? অভাব তো ছিলনা।

নেপো॥ অভাব ছিলনা সত্য—কিন্তু যুদ্ধের সময় যারা প্রাণ দিয়ে মান বাঁচায়—তারাই পেতোনা এইটুকু আশ্চর্য্য! কেন যে পেতোনা—এই তার সাক্ষ্য দেখুন— (ভাণ্ডারীকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রবেশ) এই নরাধম সৈন্যদের আহার্য্য বাজারে বিক্রয় করত, মদের পরিবর্ত্তে জল খেতে দিত, পোষাক পরিচ্ছদ দেশে রপ্তানী করত; অথচ এমন গুরুতর বিষয়ে কারুর দৃষ্টি ছিলনা। একে সৈন্যদের সম্মুখে তোপের মুখে উড়িয়ে দাও।

ভাণ্ডারী॥ রক্ষা করুন—ক্ষমা করুন—দয়া করুন—

নেপো॥ এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই, এখনই একে নিয়ে যাও। (ভাণ্ডারীকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান) গভর্মেণ্টের অর্থ উপভোগ করে দীর্ঘদিন ধরে যারা এই ভাবে কর্ত্তব্যের ব্যভিচার করে আসচে—এই তাদের আদর্শ দণ্ড। লৌহ হস্তে আমি এই সমর বিভাগের সমস্ত অবাধ্যতা ও অনাচারের এই ভাবে উচ্ছেদ করব।

মোরো॥ (স্বগতঃ) গতিক ভাল নয়—এখন নরম হওয়াই সঙ্গত। (প্রকাশ্যে) আমি আমার মত পরিবর্ত্তন করলুম; যুদ্ধযাত্রায় আমি প্রস্তুত।

কারটো॥ সেনাপতি বোনাপার্ট! আমি বয়সে বৃদ্ধ হলেও—তোমার তুলনায় আমি হস্তীমূর্খ ছাড়া আর কিছুই নই। আমার বড় অহঙ্কার ছিল—বয়স মানুষকে বড় করে—চুল পাকলেই বুদ্ধি বাড়ে; কিন্তু তা নয়—তোমার বহুদর্শিতা আর অসাধারণ তৎপরতা দেখে বেশ বুঝতে পারছি—বয়সে মানুষ বড় হয়না; যে বড় হবার সে গোড়া থেকেই বড় হয়ে আসে। এই আমার তরবারি আমি তোমার পায়ের তলায় রাখছি—তুমি এ বৃদ্ধকে যা বলবে তাই আমি কোরবো। (মোরো ব্যতীত নেপোলিয়ানের পদতলে সকলের তরবারি রক্ষা)

নেপো॥ সেনানীগণ! আমি আপনাদের যথাযোগ্য অভিবাদন করে তরবারি গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। আপনারা সকলে তরবারি গ্রহণ করে তরবারির মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

সেনানীগণ॥ ধন্যবাদ!

নেপো॥ শুনুন—আকাশের যে রকম অবস্থা দেখছি—তাতে অতি শীঘ্র ভীষণ

দুর্যোগের সম্ভাবনা। সুতরাং দুর্যোগের সাহায্যে দুর্গ আক্রমণ আমাদের কার্য্যের অনুকূল হবে। আমি যুদ্ধস্থলের কতকগুলি মানচিত্র প্রস্তুত করেছি; আপনারা প্রত্যেকে কি ভাবে, কি অবস্থায়, কোন পথে কত সৈন্য নিয়ে যাবেন—স্ব স্ব মানচিত্রে চিহ্নিত অংশ দেখেই তা বুঝতে পারবেন। এই নিন —দেখুন! (মোরো ব্যতীত সকল সেনানীকে এক একখানি মানচিত্র প্রদান)

জুনো॥ আপনি তাহলে কোথায় থাকবেন?

নেপো॥ কেল্লার পূর্ব্বভাগে—যে দিককার মানচিত্র আমি সংগ্রহ করতে পারিনি —সেই দিকেই আমার স্থান।

জুনো॥ সে কি মানচিত্র পাননি—অথচ সে পথে আপনি নিজে যেতে চাচ্ছেন? সে পথ নিশ্চয়ই বিপদসঙ্কুল।

নেপো॥ যে পথ বিপদসঙ্কুল সেই পথই সেনাপতির অবলম্বনীয় বন্ধু।

কাউণ্ট॥ আপনি কি তুলন দুর্গের পূর্ব্ব দিকের মানচিত্র পাননি?

নেপো॥ আপনি কে?

কাউণ্ট॥ আমি কাউণ্ট।

নেপো॥ কাউণ্ট! কোথাকার কাউণ্ট আপনি?

কাউণ্ট॥ আমার নামই কাউণ্ট।

নেপো॥ আপনি এখানে কি করতে এসেছেন?

কাউণ্ট॥ ফ্রান্সের বিপদে আমার দ্বারা যদি কিছু উপকার হয়—তাই করতে এসেছি।

নেপো॥ আপনার কাছে এ সময় ফ্রান্স কি উপকার প্রত্যাশা করতে পারে?

কাউণ্ট॥ আপনি যা চান—যা পেলে আপনার উপকার হয়—ফ্রান্সের মুখোজ্জ্বল হয়—তুলন দুর্গের মানচিত্র।

নেপো॥ সে কি—আপনি দুর্গের মানচিত্র দেবেন?

কাউণ্ট॥ (ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া) এই দেখুন;—এই হচ্ছে পূর্ব্বদিকের মানচিত্র; পূর্ব্বদিক সমুদ্রের উপকূল;—এই দেখুন পাঁচখানা রণপোত—প্রত্যেকটায় পঁচিশটা কামান—পঞ্চাশজন সৈন্য।

নেপো॥ (তীক্ষ্ণ নয়নে কাউণ্টের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) মহাশয়! আপনি নিশ্চয়ই কোনও ছদ্মবেশী রাজনীতিক; আপনার প্রকৃত পরিচয় দিন।

কাউণ্ট। আমার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েছি—আর কিছু বলবার নেই।

নেপো॥ আপনার নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা আছে?

উন্ট ॥ কিছু না।

পো ॥ আপনার স্ত্রী পুত্রের জন্য ?

উন্ট ॥ আমার স্ত্রীপুত্র নাই ; এই বই আর বোতল ছাড়া দুনিয়ায় আমার কিছু নাই ; সুতরাং পার্থিব প্রার্থনা কীর জন্য করব ?

নেপো ॥ কিন্তু আপনার কাছে আমার এক প্রার্থনা আছে ; আপনাকে তা পূর্ণ করতে হবে।

কাউন্ট ॥ এ রহস্য মন্দ নয়। আচ্ছা বলুন।

নেপো ॥ আমি আপনার সাহায্য-প্রত্যাশী ; আপনি পার্শ্বচর রূপে আমার সঙ্গী হন—এই প্রার্থনা।

কাউন্ট ॥ তাতে আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু আমি একটা বদ্ধ পাগল, তার ওপর মাতাল , বই আর মদ যোগাতে যোগাতে আপনাকে কিন্তু হায়রাণ হতে হবে।

নেপো ॥ উত্তম—সে ব্যবস্থা সুন্দর ভাবেই হবে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনারা সকলে স্ব স্ব কর্ত্তব্য বুঝতে পেরেছেন ?

সকলে ॥ হ্যাঁ বুঝেছি।

নেপো ॥ তাহলে আপনারা অগ্রসর হোন—যথাস্থানে সাক্ষাত হবে। (অভিবাদন পূর্ব্বক মোরো ব্যতীত সেনানীগণের প্রস্থান) মার্শেল মোরো ! আমার দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত আপনি এই স্থানে অবস্থান করুন। আসুন কাউন্ট। (কাউন্ট ও নেপোলিয়ানের প্রস্থান)

মোরো ॥ এতো দেখছি বন্দীরই নামান্তর। সকল সেনানীকে বাধ্য করে কূট-কৌশলী নেপোলিয়ান আমাকে এখানে রক্ষীদের নজরবন্দী করে রেখে গেল। হায়, হায় —আমার মরণই মঙ্গল ছিল। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(তুলন দুর্গের এক অংশ। পার্শ্বে সমুদ্র বক্ষে রণপোত ; তুলন দুর্গের সেনাপতি ও গোলন্দাজ সৈন্যগণ , গোলা বর্ষণ—বিদ্যুৎ-বৃষ্টি-বজ্রপাত)।

সেনাপতি ॥ (দূরবীন কষিতে কষিতে) খুব হুঁসিয়ার ; হুঁসিয়ারে তোপ দাগতে থাক্ -শত্রু এসে পড়েছে ; শত্রুর গোলায় আমাদের দক্ষিণ পাশের দুখানা জাহাজ ডুবে গেলো।

১ম গোলন্দাজ ॥ শত্রুরতো সন্ধান পাচ্চিনা হুজুর—আন্দাজেই তোপ দাগছি। (সহসা বন্দুকের আওয়াজ ; সেনাপতির পতন ;—নেপোলিয়ান, কারুটো,

জুনো ও সৈন্যগণের প্রবেশ, গোলন্দাজগণকে তরবারি হস্তে আক্রমণ; তাহাদের সমুদ্রবক্ষে পতন)

নেপো॥ সমস্ত তোপ ফিরিয়ে ফেলো—দুর্গের দরজা লক্ষ্য করে দাগতে থাকো; পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিংহদ্বার চূর্ণ করা চাই। (সাঙ্কেতিক নীল আলোক প্রদর্শন) মার্শেল কারটো! কার্য্যোদ্ধার হতে আর বিলম্ব নেই; সেনানীগণ কেল্লার অপর পার্শ্ব আক্রমণ করেছে। তোপ দাগো—তোপ দাগো! দরজা চূর্ণ করো। (গোলাবর্ষণে দুর্গদ্বার ভগ্ন হইয়া পতন; সসৈন্যে নেপোলিয়ানের জাহাজ হইতে অবতরণ—জানু পাতিয়া তরবারি দ্বারা ভূমি চুম্বন।) মার্শেল কারটো! আমরা অসম্ভব সম্ভব করেছি। তুলন উদ্ধার করেছি! সৈন্যগণ দুর্গশিরে ফ্র্যান্সের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দাও। চলুন মার্শেল—আমরা দুর্গে-প্রবেশ করি। (সকলের প্রবেশ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথ। পলাতক স্পেনীয় সৈন্যগণ গীত।)

বাপের পুণ্যে-ভাগ্যে, ভাগ্যে বেঁচে গেছে জান।
পিটটান এখন দিচ্ছি দেশে, বাজিয়ে কসে ছেলাম॥
ভেবেছিলেম—ক্রমে ক্রমে করব দেশটা গ্রাস,
কোথা থেকে বোনা এসে, করলে তায় নিরাশ,
মিটলোনা তো মনের আশ—হলেম নাতান।
লড়ায়ে আর নইক রাজী, ফরাসীরা বড়ই পাজী,
এখন ছাড়া পেয়ে কেঁদে বাঁচি—প্রাণ বড় মূল্যবান॥ *

(* এই গানটি বদলে দিয়ে 'We did our best' এই ইংরেজী গানের অনুকরণে গীত রচনার ইচ্ছা ছিল অমরেন্দ্রনাথের)

(কাউন্টের প্রবেশ)

কাউন্ট॥ এই যে শিয়ালভায়ারা! রাসভ লাঞ্ছিত গলায় ইতিমধ্যেই গান শুরু করে দিয়েছ যে দেখছি।

১ম সৈন্য॥ আরে—এসো, এসো কাউন্ট দাদা! কি রসাল গান বেঁধে দিয়েছ দাদা! তোমার গানকেই সম্বল করে দেশে পিটটান দিচ্ছি।

কাউন্ট॥ কেমন গান বেঁধে দিয়েছি বলো? দেখো এক কাজ কর, এই গান গাইতে গাইতে একেবারে সোজাসুজি দেশে চলে যাও; দেশের রাজা তোমাদের গান শুনে খুশো বাহবা দেবে।

২য় সৈন্য ॥ ঠিক বলেছ দাদা ; আয় ভাই সব—আবার গাই—বাঁধনদারের সামনে দাঁড়িয়ে—আয় ওঁকে একবার শুনিয়ে দিই। (সৈন্যগণের সনৃত্য প্রথম ছত্র গীত ও স্পেনীয় সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি ॥ হতভাগ্য ফেরুর দল ! কেল্লাটা ফরাসীদের হাতে তুলে দিয়ে—তফাতে এসে গান গাওয়া হচ্চে। ভারী আমোদ দেখছি যে।

কাউন্ট ॥ সেনাপতি সাহেব দেখছি যে আকাশ থেকে নেমে এলে। এদের আজ সত্যি সত্যি আমোদের দিন নয় কি ? ঘাড় থেকে একটা ঝক্কি নেমে গেছে—বহুকাল পরে দেশে যেতে পাচ্ছে—প্রেমিকা পত্নীদের বিধুমুখ চোখের সামনে চক্ চক্ করছে—কাজেই গাইছে আর নাচছে। তুমিও গান ধরো—ঠ্যাং তুলে নাচো।

সেনাপতি ॥ ও বুঝতে পেরেছি এ সব তোমারই কীর্ত্তি ; তুমিই এদের নাচাচ্ছ ; এ গানও বোধ হয় তোমার বাঁধা।

কাউন্ট ॥ মিথ্যা কথা বোলবো কেন দাদা—আমি বই তোমার দলের ভেতর আর বাঁধনদার কোথায় ?

সেনাপতি ॥ তুমি আমাদের গালাগাল দিয়ে গান বেঁধেছো।

কাউন্ট ॥ গালাগাল ? তোমরা হচ্ছ—যোদ্ধা, বীরপুরুষ। তোমাদের গালাগাল দেবো—আমার কি এতবড় যোগ্যতা হবে ?

১ম সৈন্য ॥ না হুজুর, গালাগাল কোথা ; দিব্যি রসাল গান—গাইলে গালের ভুকস্ দিয়ে রস গড়িয়ে আসে। আচ্ছা গানটা বলি শুনুন দেখি :—

"বাপের পুণ্যে-ভাগ্যে, ভাগ্যে বেঁচে গেছে জান।
পিটটান এখন দিচ্ছি দেশে, বাজিয়ে কসে ছেলাম" ॥

সেনাপতি ॥ এর মানে কি রে গাধা ? এর মানে হচ্চে এই—আমরা বাপদাদার পুণ্যে, প্রাণ বাঁচিয়ে—শত্রুদের সেলাম ঠুকতে ঠুকতে দেশে পালাচ্ছি।

২য় সৈন্য ॥ তাই নাকি ? আচ্ছা, এবার শুনুন দেখি :—

"ভেবেছিলাম ক্রমে ক্রমে করব দেশটা গ্রাস,
কোথা থেকে বোনা এসে করলে তায় নিরাশ"।

সেনাপতি ॥ নাঃ এ ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! কাউন্ট আমি তোমায় বন্দী করলুম।

কাউন্ট ॥ বন্দী করতে হবেনা, কোথায় যেতে হবে বলো।

সেনাপতি ॥ আমাদের সঙ্গে চলো—খবরদার—এ গান আর কেউ গেওনা—চলে এসো—নাইসের দিকে কুচ করো। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(নাইস—রণস্থল)

(কামানের যুদ্ধ চলিতেছে ; নেপোলিয়ানের গোলোন্দাজগণ কামান দাগিতেছে, শত্রু পক্ষের গোলাও আসিতেছে ;—অদূরে বৃক্ষতলে নেপোলিয়ান দণ্ডায়মান অবস্থায় পত্র লিখিতেছেন ; দক্ষিণ পার্শ্বে মসীপাত্র হস্তে মুরাট ; বামে পত্র-বাহক, সৈনিকগণ দণ্ডায়মান, পশ্চাতে রক্ষী সৈন্যদল।)

নেপো॥ (১ম পত্র বাহকের প্রতি) মার্শেল কারটোকে এই পত্র দাও ; অশ্বারোহনে হাওয়ার আগে ছুটে যাও। (২য় পত্র লিখিয়া ২য় বাহকের হস্তে দিয়া) তুমি কাপ্তেন ডুগোমির কাছে যাও। (৩য় পত্র লিখিয়া ৩য় বাহকের প্রতি) সেনানী সেরুয়ী,—ছুটে যাও। (৪র্থ পত্র লিখিয়া ৪র্থ বাহকের প্রতি) লেফ্‌টেন্যাণ্ট জুনো— (৫ম পত্র লিখন- সহসা সম্মুখে জলন্ত গোলা পতন)

মুরাট॥ বাঃ, বেশ হয়েছে কাঁচা লেখাগুলো শুকোবার জন্য আব বালি কুড়োতে হবেনা। গোলাটা ঐখানে এসে পডাতে বালিগুলো আপনা আপনি আপনার লেখার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

নেপো॥ কে তুমি যুবক—আমারই অন্তরের কথা আকর্ষণ করে প্রকাশ করলে। তোমার কোনও উপকার করতে পারি কি ?

মুরাট॥ আপনি সেনাপতি, ইচ্ছা করলে আপনি কিনা করতে পারেন।

নেপো॥ তুমি মসীপাত্র ফেলে দাও, এ কার্য্য তোমার নয়, তুমি আমার সহযোগী হবার যোগ্যপাত্র।

মুরাট॥ এখনও তো আমি আপনার সহযোগিতাই করছি ; আপনি লিখছেন আমি মসীপাত্র ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

নেপো॥ আমার লেখা সমাপ্ত হয়েছে (৫ম বাহকের প্রতি) শোন ! লেফ্‌টেন্যাণ্ট বার্থিয়ার। (পত্র লইয়া ৫ম বাহকের প্রস্থান) সাহসী বন্ধু ! আমি তোমাকে এক বিপদ সঙ্কুল কার্য্যে নিযুক্ত করতে চাই ; স্পেন, অস্ট্রিয়া আর সার্দ্দেনিয়ার সম্মিলিত সৈন্যের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হচ্চে তা বোধ হয় বুঝতে পারছো ; সমস্ত মণ্ডেলো জুড়ে শত্রু সৈন্য অবস্থান করছে ; তোমাকে এখনই সেখানে যেতে হবে—শত্রু সৈন্য কি ভাবে অবস্থান করছে—তাদের কত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছে তা জেনে আসতে হবে ; পারবে ?

মুরাট॥ যথা আজ্ঞা, আমি এখনই চল্লেম।

নেপো॥ দাঁড়াও—ও রকম সঙ্কটস্থলে ফরাসী সৈন্যের পরিচ্ছেদে যাচ্ছ কি সাহসে? ছদ্মবেশে যাও।

মুরাট॥ এ আদেশ করবেন না সেনাপতি! আমি গোয়েন্দা নই—যোদ্ধা। আমার এই সৈনিকের পরিচ্ছেদেই আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করতে যাবো; আর যদি ফিরতে না পারি—ক্ষতি কি? নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সৈন্যদলে আমার মতন সৈন্যের স্থান পূর্ণ করবার লোকের অভাব নেই।

নেপো॥ তোমার নাম?

মুরাট॥ মুরাট।

নেপো॥ আজ থেকে কর্ম্মক্ষেত্রে তুমি আমার সহযোগী।

মুরাট॥ আজ থেকে আমি আপনাকে আমার উপাস্য দেবতা জ্ঞানে পূজা কোরবো। এখন আদেশ করুন—আমার কর্ত্তব্য পালন করে আসি।

নেপো॥ থাক্—তোমার সাহস পরীক্ষা করবার জন্য আমি তোমাকে ও আদেশ করেছিলাম। শত্রু সেনার সংখ্যা—অবস্থিতি-গতিবিধি আমার অবিদিত নেই। আমি তোমার ওপর অপর কার্য্যের ভার দেবো।

(কাউন্টের প্রবেশ)

কাউন্ট॥ কিন্তু তার আগে আমার নক্সাখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

নেপো॥ একি! কাউন্ট য! আপনি এ'কদিন ছিলেন কোথায়?

কাউন্ট॥ শত্রু ভায়াদের বন্দীশালায়

নেপো॥ সে কি! আপনি বন্দী হয়েছিলেন নাকি?

কাউন্ট॥ হাঁ! স্পেনীয় সৈন্যেরা আমায় বন্দী করে মণ্ডেনোয় নিয়ে যায়; আমিও সেথায় বন্দী করে যুদ্ধস্থলের একটা নক্সা তুলে স্বস্থানে ফিরে এসেছি। দেখুন দেখি নক্সাখানা।

নেপো॥ এ যে নির্ভুল তাতে আর সন্দেহ নেই—কেন না আমার অনুমান-চিকিৎসার সঙ্গে অবিকল মিলে গেছে। (মার্শেল, কারটো, ডুগোমি, জুনো, সেরুরি প্রভৃতির প্রবেশ)

জুনো॥ এমন সময় আমাদের ডাকলেন কেন? শত্রুসৈন্য ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে।

নেপো॥ তা দেখতে পাচ্ছি—এবার আমাদেরও অগ্রসর হতে হবে, আমাদের গোলন্দাজ সেনাদল এতক্ষণ কেবল যুদ্ধ-খেলা খেলছিল—এবার তারা সংহার-লীলা আরম্ভ করবে। আমাদের দুর্ব্বল মনে করে শত্রু আহ্লাদে অগ্রসর হচ্ছে—মধ্যপথে আতঙ্কে অভিভূত হবে। মার্শেল কারটো, ডুগোমি, সেরুরি,

জুনো; আপনারা স্ব, স্ব, সৈন্যদল নিয়ে কেবল সার্দ্দিনীয় সৈন্যদলকে আক্রমণ করুন। লেফ্‌টেন্যাণ্ট বার্থিয়ার আপনি আমার সঙ্গে থাকুন; আমরা দুজনে অস্ট্রিয়া আর সার্দ্দিনীয়ার সন্ধিস্থলে আঘাত করব। তার ফলে সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে সার্দ্দিনীয়া সৈন্য নিশ্চয়ই আমাদের রাজধানী তুরীণে ধাবিত হবে; অস্ট্রিয়াও সেই সময় (মানচিত্র দেখাইয়া) এই পথে পো নদী পার হয়ে লম্বার্ডির দিকে পালাবে। মুরাট তোমার উপর আমি সাতহাজার সৈন্যের ভার দিচ্ছি। তুমি এদের নিয়ে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকবে; যেই দেখবে অস্ট্রিয় সৈন্য সার্দ্দিনীয়দের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পলায়ন করছে—তুমি তৎক্ষণাৎ তাদের পশ্চাৎ ধাবিত হবে। আমরাও ইতিমধ্যে পলায়িত সার্দ্দিনীয়দের অনুসরণ করে তাদের রাজধানী অধিকার করে রাজধানীর ভেতর দিয়ে লম্বার্ডির ওপারে অস্ট্রিয় সৈন্যের সম্মুখে গিয়ে সিংহনাদ করবো। অগ্রপশ্চাতে আক্রান্ত হয়ে, তখন দেখবে, সমস্ত অস্ট্রিয় সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে— সমস্ত ইতালী ফ্রান্সের পদতলে লুণ্ঠিত হবে। জননী ফরাসীভূমির যুগলচরণ—তুলন আর নাইস; শত্রুগণ সে চরণ শৃঙ্খলিত করেছিল; আমরা সে শৃঙ্খল চূর্ণ করেছি; এবার জননী মুক্তপদ প্রসারিত করবেন; তার জন্য বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রয়োজন। সৈন্যগণ! তোমরাই স্বাধীনতার অগ্রদূত—ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রধান স্বরূপ। মণ্টেনোর যুদ্ধক্ষেত্রে সাম্মিলিত শত্রু শক্তির বিরুদ্ধে আমি আজ তোমাদের পরিচালিত করেছি—মুক্ত প্রান্তরে সঙ্গীনে সঙ্গীনে শত্রুসেনার সঙ্গে এই আমাদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যদি জয়ী হতে পারো—তাহলে আমি তোমাদের সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণীতে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা ভূখণ্ডে সগৌরবে পরিচালিত করবো—ধনধান্যপূর্ণ বহু প্রদেশ—ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বহু নগর অচিরে তোমাদের করায়ত্ত হবে; তোমাদের গৌরবে পৃথিবী পূর্ণ হবে। সৈন্যগণ এ দুষ্কর কর্ম্মে কি তোমাদের সাহস নাই?

সৈন্যগণ॥ সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জয়।

নেপো॥ তবে অগ্রসর হও, সেনানীগণ! স্ব, স্ব, কর্ত্তব্য পালনে অবহিত হও। গোলন্দাজগণ, হুঁসিয়ার! আক্রমণ করো তোপ দাগো—শত্রু সংহার করো (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(প্যারিস—জোসেফাইনের বাটীর কক্ষ। জোসেফাইন)

জোসেফাইন॥ কবিরা বলেন—প্রেম একটা সুখকর যন্ত্রণা কিম্বা যন্ত্রণাজনক

আনন্দ। এই প্রেম একদিকে স্বর্গীয় সুখের আশা দেয়, অন্যদিকে সেই আশার রন্ধ্রে রন্ধ্রে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করে। সেই চিন্তায় ব্যথা নেই, বিক্ষেপ নেই, বিভীষিকা নেই, কিন্তু উৎসাহ আছে, আলম্বন আছে—উদ্দীপণ আছে। প্রেম কখনও নৈরাশ্য আনে না, হতাশায় মনকে অবসন্ন করেনা, এবং বাধায় উপেক্ষায় শতগুণ প্রভাবে আশার অনুসরণে বাধ্য করে। প্রেম একপক্ষে আশা, অন্যপক্ষে আবর্ত্তন, প্রেমের মহিমা অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, অতি আশ্চর্য্য। এ মহিমা আগে বুঝিনি; বোঝবার চেষ্টা করিনি, কল্পনাও করিনি! কিন্তু যে দিন নৃত্য সভায় নেপোলিয়ানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আলাপ হয়, পরিচয় হয়, যেদিন তার যুক্তিপূর্ণ, উদ্দীপণাময় বক্তৃতায় সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হয়, সেই দিন—সেই দিন থেকে কবিবর্ণিত প্রেমের বিচিত্র প্রভাব আমার হৃদয়ে অনুভূত হয়েছে। সেই দিন থেকে সেই তরুণ যুবকের রাজোচিত শৌর্য্য—রূপের আতিশয্য, স্বভাবের মাধুর্য্য—মানসিক সৌন্দর্য্যের নিকট শ্রদ্ধাভরে মস্তক নত করেছি। মহাবিপ্লবে স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক ধনাঢ্য জমীদার পুত্র—অনেক রাজনন্দন, অনুগ্রহ প্রার্থী হয়েছিল। তাদের ঐশ্বর্য্য-উপাধি-খ্যাতি, পদ-গৌরব—অবিশ্রান্ত প্রার্থনা—অনন্ত প্রলোভন ক্ষণিকের জন্যও আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি—কিন্তু নেপোলিয়ানের মহিমাময় মূর্ত্তি—নয়নের তেজোময় নিথর দীপ্তি—অসাধারণ বাক্যস্ফূর্ত্তি সেই দিনই আমার প্রেমশূণ্য উষর হৃদয় ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব অনুরাগের সৃষ্টি করেছে। এই সম্বৎসরে তার স্মৃতি আর খ্যাতি সে অনুরাগ সহস্রগুণ বর্দ্ধিত করেছে। হে মহিমাময় জগদীশ! তুমি প্রাণীর স্রষ্টা, প্রেম কি তোমার সৃষ্ট নয় প্রভু? নেপোলিয়নের প্রতি আমার এই যে অনুরাগ এ কি প্রেম নয়? হে প্রণয় দেবতা! তুমি অঘটন-ঘটন পটীয়ান বলে কবিরা তোমাকে অন্ধ বলে;—কিন্তু প্রেমময়! নেপো-লিয়ানের প্রতি আমার এই অন্ধ অনুরাগ যদি প্রেম হয়—সে প্রেম যদি পবিত্র প্রণয়ে পরিণত হয়, তাহলে আমি তোমাকে অন্ধ বলবনা—শত চক্ষুষ্মান বলে পূজা করবো। (সায়ানের প্রবেশ)

সায়ান ॥ তবে জোসিবিবি! ব্যাপার কি? কদিন যে কোনও খবরই নেই?

জোসে ॥ একি পাদরী মশাই যে! কি সৌভাগ্য! আমার কুটিরে যে হঠাৎ আপনার পদার্পণ?

সায়ান ॥ কারণ—বিলক্ষণ; যেচে নিমন্ত্রণ নিতে এসেছি বুঝলে?

জোসে ॥ এতো পরম সৌভাগ্যের কথা!

সায়ান ॥ অবশ্য—শেষ পর্যন্ত যদি এ সৌভাগ্য বজায় থাকে ! তা জোসিবিবি ! কদিন ধরে গীর্জার ওপর বিরাগের কারণটা কি ?

জোসে ॥ কদিন গীর্জায় যাইনি বলেই আপনি তার খোঁজ নিতে এসেছেন নাকি ?

সায়ান ॥ তা নয়তো কি ! যে মধুমতী দুটি বেলা গীর্জায় গিয়ে মধুর গাথায় আর রূপের ছটায় আমার হিয়ার ভেতর মধুবৃষ্টি করত,—আজ তিন দিন তার সাক্ষাৎ নেই—খবরও নেই। ভজন মন্দির যেন প্রাণহীন—তোমার অভাবে চোখে আমার ক'দিন সমস্তই আঁধার ঠেকছে ! তাই চোখের ঝাপসা কাটাবার জন্য তোমার দরজায় ছুটে এসেছি।

জোসে ॥ আপনি যে ক্রমে হেঁয়ালী আরম্ভ করছেন দেখছি ! আপনাদের হেঁয়ালী বোঝা আমার পক্ষে অসাধ্য !

সায়ান ॥ সে কি—জোসিবিবি ! ফ্রান্সের ভেতর তুমি একজন মস্তো বড়ো বিদুষী—অথচ আমার হেঁয়ালী বোঝার সাধ্য তোমার নেই ! এটা কি কথার মতন কথা হ'ল জোসিবিবি !

জোসে ॥ আপনার হেঁয়ালী বুঝতে হলে কানে আঙুল দিতে হয়। আমি গীর্জায় যাই বা না যাই সেজন্য আপনার এত মাথাব্যথা কেন তা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

সায়ান ॥ কারণ উপাসনার অভাবে যদি তোমার নির্মল হৃদয়ের ভেতর শয়তান প্রবেশ করে আস্তে আস্তে আস্তানা পাতে !

জোসে ॥ বটে ! আপনার এমন ধর্ম ভয়—এতটা সাধুতা ! তাহলে দেখছি আপনি শয়তানকে ভূমধ্যসাগর পার না করিয়ে ছাড়বেন না ? তা দেখুন—আপনি হচ্ছেন ধর্মের একজন মস্তো বড় পাণ্ডা—আপনার তুলনায় আমি অতি হীনা দীনা সামান্যা নারী ; তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আমি যেন ক'দিন গীর্জেয় যাইনি ; কিন্তু আমি উপাসনা করেছি কি না করেছি —তা আপনি কি করে জানলেন ?

সায়ান ॥ এর আবার জানাজানি কি ? উপাসনার স্থান হচ্ছে—গীর্জা ; সেখানে গিয়ে দশজনের সঙ্গে বিশেষতঃ আমার মতন ঈশ্বরের অনুগৃহীত মহাপুরুষের সামনে বসলে তবে উপাসনা হয়, ঘরে বসে উপাসনা চলে না !

জোসে ॥ ভগবানকে ডাকা নিয়ে কথা ; ডাকবার মতন ডাকলে, মনে ভক্তি থাকলে বনে বসেও উপাসনা চলে।

সায়ান ॥ না, তা চলে না ; সেরকম উপাসনাকে আমি উপাসনা বলে মঞ্জুর

করতে রাজী নই! উপাসনা যদি যেখানে সেখানে হবে—তাহলে গীর্জার সৃষ্টি হয়েছে কেন?

জোসে॥ নিষ্কাম নিস্বার্থ মহাপুরুষদের ধর্মচর্চ্চার জন্যই গীর্জ্জার সৃষ্টি—কিন্তু এখন ফ্রান্সের গীর্জ্জা তোমার মতন লম্পট পাদ্রীদের লাম্পট্যের আস্তানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সের ধর্মালয়ের সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত ধর্মমন্দিরের ত্রিসীমানায় সাধুজনের না যাওয়াই কর্ত্তব্য!

সায়ান॥ আমার প্রতি তোমার এ রকম কটাক্ষপাতের কারণ কি জোসিবিবি!

জোসে॥ ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চ বেদীতে বসে যারা উপাসনারত সুন্দরী রমণীদের প্রতি ঘনঘন কটাক্ষপাত করে, তাদের পক্ষে এ প্রশ্ন—দর্পণের সাহায্যে নিজের বিকৃত মুখভঙ্গীর প্রতিচ্ছবি দর্শনের অনুরূপ নয় কি?

সায়ান॥ সুন্দরী। তুমি যে একজন মস্ত বিদুষী—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই! দেখছি- গীর্জার ভেতর আমার যা হাবভাব—তুমি সে সমস্তই বুঝে নিয়েছ। তোমার অনুমান মিথ্যা নয়—তবে এটা সত্য যে আমার ঘন ঘন কটাক্ষ সদাসর্বদা তোমারই ওপর বর্ষিত হতো। তুমি যখন আমার সামনে উপাসনা করতে বসতে, তখন তোমার চাঁদের মতন মুখ, তারার মতন চোক, মুক্তোর মতন দাঁত, সোনার মতন চুল, পাকা পাকা তেলাকুচোর মতন টুকটুকে ঠোঁট দেখে আমি একেবারে পাগল হয়ে যেতুম। জল গরম হলে যেমন টগবগ করে ফুটতে থাকে—তোমাকে দেখলেই আমার বুকের ভেতর প্রেমের সিন্ধু তেমনিভাবে ফুটে উথ্‌লে ওঠে।

জোসে॥ আপনার মুখে এসব কথা বড় চমৎকার শোনাল। আপনি ধার্মিক পাদরী—রমণীর ছায়াস্পর্শও আপনার পক্ষে পাপের কথা—অথচ আপনি অন্তরে অন্তরে অতি অন্যায়, অতি জঘন্য, অতি পাপজনক কুৎসিৎ কল্পনাকে পোষণ করে আসছেন! আপনাকে ধিক!

সায়ান॥ জোসিবিবি! তুমি তাহলে কিছুই বুঝতে পারনি! আমি হচ্ছি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। আমি কি কখন অধর্মকে প্রশ্রয় দিতে পারি! বৈধ—বৈধ—পবিত্র প্রণয়! ঈশ্বরকে সাক্ষ্য রেখে ধর্মমূলক প্রেম—সোজা কথায় যাকে বলে বিবাহ। দেখ—জোসি! ভালবাসতে আমি বড় ভালবাসি; তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহলে তুমি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রী হবে—আমিও তাহলে তোমার গুণে মুগ্ধ—রূপে অন্ধ হয়ে ওই বুটমণ্ডিত সুকোমল চরণ তলে আমার মনপ্রাণ সমর্পণ করে তোমার ধ্যানে পাগল হয়ে তোমাকে

ভালবাসতে থাকব।

জোসে ॥ পাষণ্ড ! লম্পট ! এই মুহূর্তে যদি তুমি এখান থেকে চলে না যাও—

সায়ান ॥ তাহলে অপমান করে তাড়িয়ে দেবে না কি ! বল কি ! দেখো জোসিবিবি ! বোতল থেকে গেলাসে তাজা মদ ঢাললেই প্রথমে তার মূর্তিটা যেমন তেজোময় দেখায়—তোমাকেও এখন ঠিক তেমনিতর দেখাচ্ছে ! তারপর মদের গেলাসে বরফ ছাড়লে যেমন তার তেজ কমে যায়—তেম্‌নি দুটো আঁতের কথা কয়ে তোমারও তেজ ভাঙব দেখ্‌বে ? শোন তবে একটা কাজের কথা—তোমার স্বামী বিগত বিপ্লবের সময় রাজার পক্ষ নিয়েছিল তা তো জান ; যুদ্ধে তোমার স্বামী মারা পড়ে কিন্তু তোমার স্বামী রাজপক্ষ অবলম্বন করেছিল বলে—বর্তমান গবমেণ্ট তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য ইস্তাহার জারী করেছে ; বেলিফ সেই ইস্তাহার নিয়ে রাস্তায়—দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে অপেক্ষা কবতে অনুরোধ করে এসেছি। এখন আমার দয়ার ওপর তোমার স্বামী ও সমস্ত সম্পত্তির স্বামিত্ব নির্ভর করছে। তুমি যদি আমাকে বিবাহ করতে সম্মত হও, তাহলে গবর্মেণ্টকে বলে এখনি এ ইস্তাহার রদ করতে পারি ; অন্যথায় সর্বস্বান্ত হয়ে তোমাকে পুত্র-কন্যার হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

জোসে ॥ যদি তাই হয়—আমি গাছতলায় গিয়েই আশ্রয় নোব ; তবু তোমার মতন নরাধমকে বিবাহ করব না।

সায়ান ॥ তাহলে আমার আর দোষ নেই ! আগে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াও—তারপর বোঝাপড়া হবে। (প্রস্থান)

জোসে ॥ এই সব লম্পট নরপশুরা—যারা অসঙ্কোচে প্রত্যহ সহস্র পাপাচরণ করে—তারাই আবার ধর্মের আবরণে আত্মগোপন করে—সমাজে ধর্মের ধ্বজা স্থাপন করতে চায় ;—তারাই আবার সমাজে—ধর্মজগতে সংস্কারের অগ্রদূত বলে নাম কিনতে চায় ! ধিক ! ফ্রান্স এখন ধর্মহীন—প্রাণহীন ; কিন্তু এখন ধর্মের প্রতিষ্ঠা আগে দরকার—তারপর তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ! (ইউজিনের প্রবেশ)

ইউ ॥ মা ! শুনেছ—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইটালী জয় করে অস্ট্রিয়ায় গিয়ে অস্ট্রিয় সম্রাটের অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছেন !

জোসে ॥ কই ! এ কথা তো শুনিনি ? তিনি তো ইটালীর মানতোয়া দুর্গ অবরোধ করেছিলেন !

ইউ॥ সে দুর্গের সমস্ত অস্ট্রিয় সেনা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, নেপোলিয়ান তাদের বৃদ্ধ সেনাপতি উমজেরকে বন্দী না করে সসম্মানে অব্যাহতি দিয়েছেন; তাঁর এই উদার আচরণে শত্রু পর্যান্ত মুগ্ধ হয়েছে; কিন্তু আমাদের গবর্মেণ্ট নাকি ভারী চটে গেছেন! হ্যাঁ! তার পর অস্ট্রিয় সম্রাট এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে তাঁর ভ্রাতা আর্ক ডিউক জনের নেতৃত্বে নব্বুই হাজার সৈন্য পাঠান; কিন্তু সে সৈন্যদল ইটালীতে আসবার আগেই নেপোলিয়ান বিদ্যুতের মতন অস্ট্রিয়ার ভেতর গিয়ে হঠাৎ তাদের আক্রমণ করে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। বেগতিক বুঝে অস্ট্রিয় সম্রাট ইটালীর আশায় জলাঞ্জলী দিয়ে নেপোলিয়ানের সঙ্গে সন্ধি করেছেন—ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রের সমর্থন করেছেন। বিজয়ী নেপোলিয়ান এবার সদলবলে রাজধানীতে ফিরে এসেছেন—তাঁর নামে চারদিকে ধন্যধন্য পড়ে গেছে—তাঁকে দেখবার জন্য ফ্রান্সের চারদিক থেকে লক্ষ লক্ষ লোক পারিসে ছুটে আসছে!

জোসে॥ ধন্য নেপোলিয়ান বোনাপার্ট! ধন্য তোমার প্রতিভা! তোমারই প্রভাবে আজ ফ্রান্সের কর্মশূন্য ধর্মশূন্য খ্যাতিশূন্য ম্লান মুখ যশের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সত্যই তুমি অসাধারণ লোক।

ইউ॥ জান মা! এমন অদ্ভুত লোক—আমি আর জীবনে কখনও দেখিনি! কি সরল—কি উদার—কি অমায়িক! যেদিন তিনি এখান থেকে তুলনে যুদ্ধযাত্রা করেন, সেইদিন—সিন নদীর তীরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়; আমি তখন নদীর ধারে সঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধখেলা খেলছিলুম; তিনি আমাকে আদর করে ডাকলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তার পর বললেন—খেলা তো এই খেলাই খেলো—এর ফলে কালে একজন সত্যিকার খেলোয়াড় হতে পারবে। (হরুতনের প্রবেশ)

হরু॥ হাঁ দাদা, জেনারেল বোনাপার্টের কথা বলছ বুঝি। তা তিনি বুঝি শুধু তোমার খেলারই সুখ্যেত করেছিলেন? আমার গানের সুখ্যেত করেনি বুঝি?

জোসে॥ তিনি তোমারও গান শুনেছিলেন নাকি হরতন?

হর॥ তিনি লুকিয়ে শুনেছিলেন—আমি কি শুনিয়েছিলুম—তিনি যে পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন—তা কি জানতুম! যেমন গানটি শেষ হয়েছে—অমনি কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—মা! তুমি কে—কার মেয়ে? কোথায় বাড়ী? আমি বললুম—আমি অমুক—অমুকের মেয়ে—অমুক আমার মা

—অমুক আমার ভাই—অমুক জায়গায় আমার বাড়ী। শুনেই তিনি আহ্লাদে আমার পিট চাপড়ে বললেন—বটে! অমুক তোমার মা! তাহলে তুমি যে মা এমন গুণবতী হবে—তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

জোসে॥ (স্বগতঃ) জগদীশ! এ কি তোমারই মহিমা। অথবা আমারই চিন্তার প্রভাবে আমার পুত্র-কন্যার কোমল হৃদয়ে তাঁর ওপর এমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছে! (ট্রে হস্তে ভৃত্যের প্রবেশ। ট্রের উপরস্থ পত্র লইয়া জোসেফাইনের পাঠ) "এতদ্দ্বারা তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে, এতাবৎকাল তুমি তোমার স্বর্গীয় স্বামীর যে সকল সম্পত্তিতে স্বত্ববতী হইয়া ভোগদখল করিয়া আসিতেছ—সেই সকল সম্পত্তি ফ্রান্সের পঞ্চশতের সভাধিষ্ঠিত মহামান্য অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃক সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইল। অজুহাত—তোমার স্বামী বিগত বিপ্লবের সময় রাজকীয় পক্ষ অবলম্বন পূর্বক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। তোমাকে ইহাও আদেশ করা যাইতেছে যে, অদ্য হইতে সাত দিবসের মধ্যে তুমি তোমার স্বামীদত্ত স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহামান্য অধ্যক্ষসভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে"।

ইউ॥ অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—এ কি!

জোসে॥ আর কি। মহামান্য অধ্যক্ষসভার আদেশে সর্ব্বস্ব হারা হয়ে আমরা আজ পথের ভিখারী।

হর্॥ তাহলে আমরা কোথায় থাকবো?

জোসে॥ আর কোথায়। গাছতলায়। একি ইউজিন। তুমি কাঁদছ? ছিঃ ছিঃ কেঁদো না! কেঁদে কি হবে? সম্পদ আর বিপদ বিধাতার দান—মানুষের নয়; আর যদি কাঁদতেই হয় যিনি বিপদের বিভীষিকা দেখাচ্ছেন সেই বিপদভারণ ভগবানের কাছে কাঁদবে চল! (পুত্র-কন্যার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(পারিস। অধ্যক্ষসভা। সুন্দর-সুদৃশ্য সুউচ্চ বেদীর উপর পুরাকালের রোমীয় সিনেটারদের পরিচ্ছদে—ফ্রান্সের পঞ্চ অধ্যক্ষ—বেরাস, সিয়ে, ডুকো, গোহির, মলিনস্—এবং পঞ্চশতের সভার প্রতিনিধি—তালিবন্দ আসীন

সিয়ে॥ আমার এখন জিজ্ঞাস্য—নেপোলিয়ানকে আমরা সন্দেহের চক্ষেই বা দেখব কেন? ফ্রান্সের মান মর্য্যাদা তো ডুবতে বসেছিল, নেপোলিয়ানের জন্যই তা রক্ষা পেয়েছে! ফ্রান্সে আমরা যেই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলুম

—অথনি ইয়োরোপের সমস্ত রাজা ফ্রান্সের ওপর খড়্গহস্ত হলেন, তাঁদের আতঙ্কের কারণ এই—পাছে ফ্রান্সের আদর্শে তাঁদের রাষ্ট্রের প্রজারাও রাজ-শক্তির উচ্ছেদ করে প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা করে! তাঁরা তো আমাদের প্রজা-তন্ত্রের সমর্থন করলেনই না—উপরন্তু ফ্রান্সের নবীন প্রজাতন্ত্রকে নষ্ট করবার জন্য সকলে জোট বেঁধে অগ্রসর হলেন! দেখতে দেখতে তুলন গেল—নাইস গেল—শত্রু ক্রমেই এগোতে লাগল; তারপর কর্মক্ষেত্রে নেপো-লিয়ানের আবির্ভাব; তুলন উদ্ধার—নাইস উদ্ধার—ইটালি বিজয়—শত্রুদের অহঙ্কার চূর্ণ হল; প্রবল প্রতাপ অষ্ট্রিয় সম্রাট—ফরাসী বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে—ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের সমর্থন করে সন্ধি করলেন! এমন স্থলে মহাবীর নেপালিয়ানের ওপর সন্দেহের কারণ কি?

বেরাস॥ আহাহা—ভায়াহে! কল্পনার নেত্রে ভবিষ্যৎ গহ্বরের তলদেশ পর্যন্ত শকুনির মতন লক্ষ্য করলে—তবে বুঝতে পারবে যে নেপোলিয়নের ওপর সন্দেহের কারণ কি! তুমি নেপোলিয়ানকে মহাবীর বললে—আমি তাকে তার চেয়েও বীর বলছি—নেপোলিয়ান অসাধারণ বীর; আর এইই হচ্ছে যত সন্দেহের কারণ! কেননা—কথাতেই বলে জাননা—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! নেপোলিয়ানের ভাবগতিক দেখে আমার অলিভার ক্রমওয়েলের কথা মনে পড়ে! সে লোকটা প্রথমে একজন সামান্য সৈন্য ছিল, তারপর সেনাপতি হ'ল; শেষে দেশের দশজন যখন রাজা চার্লসকে হত্যা করে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করলে—তখন সেনাপতি ক্রমওয়েল সেনাদের সাহায্যে দেশের সর্বেসর্ব্বা হয়ে বসল! আমাদের নেপোলিয়ানের চাল-চলনও অনেকটা তারই মতন নয় কি? আমরা এই কজনে প্রাণপাত পরিশ্রম করে দেহের রক্ত দিয়ে পাকা রাজমিস্ত্রির মতন ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্র রূপ এই নতুন ইমারত-খানি খাড়া করে তুলেছি—এ ইমারতের এক একটি ধাপ আমাদের প্রত্যেকের বুকের এক একখানি পাঁজরার সমান, এখন দুদিন পরে এই নেপালিয়ান আর একটু প্রবল হয়ে তার বলবান সৈন্যদল নিয়ে অধ্যক্ষ সভাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে আমাদের এই বড় সাধের ইমারতখানি পাছে দখল করে বসে—এই আমার ভয়!

দুকো॥ তোমার এ ভয় অমূলক—এর কোন ভিত্তিই নেই! অলিভার ক্রমওয়েলের সঙ্গে নেপোলিয়ানের তুলনা হতেই পারে না। সে একটা স্বার্থপর যথেচ্ছাচারের অবতার ছিল; নেপোলিয়ান তার তুলনায় দেবতা!

এই যে এতগুলো যুদ্ধ হয়ে গেলো—ইটালীর মতন অতবড় একটা দেশ ফ্রান্সের অধীনস্থ হল—এর জন্য ফ্রান্সকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়েছে কি? আমাদের গায়ে একটুও আঁচ লেগেছে কি? এই যুদ্ধ ব্যাপারে আমরা নেপোলিয়ানকে একটা পয়সাও দিই নি—অথচ নেপোলিয়ান বিদেশ জয় করে কোটী কোটী মুদ্রা ফ্রান্সের ভাণ্ডারে পাঠিয়েছে! আমরা কি অর্থ পাবার প্রত্যাশা করেছিলেম? নেপোলিয়ান যদি এ অর্থ আমাদের না দিত—বরং যুদ্ধের ব্যয়বাবদ প্রচুর অর্থ-প্রার্থনা করত—আমরা বোধ হয় সানন্দে তা প্রদান করতেম। এমন স্বার্থশূন্য বীরপুরুষকে সন্দেহের চোখে দেখা অন্যায়!

গোহির॥ আমি তো বলি—বিশেষ কিছু অন্যায় নয়; নেপোলিয়ানকে তোমরা যতটা সাধু-মহাপুরুষ বলে মনে কর, কাজে কিন্তু সে তত নয়।—গোঁফ দেখলেই বেরালের স্বভাব বোঝা যায় না!

মলিনস॥ নিশ্চয়;—এক পত্রেই আমি ওর স্বভাব বুঝে নিয়েছি;—কেন, সে পত্রের কথা কি তোমাদের মনে নেই?—মানতোয়া দুর্গের অস্ট্রিয় সেনাপতি উমজের আত্মসমর্পন করলে, নেপোলিয়ান তাকে সসম্মানে অব্যাহতি দেয়; আমরা এতে অসন্তুষ্ট হয়ে তার কাছে এর কৈফিয়ৎ চাওয়ায় নেপোলিয়ান উত্তর দিয়েছিলেন—'একজন সাহসী সম্মানিত শত্রুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য ব'লে আমার বিবেচনা হয়েছে—ফরাসী সাধারণতন্ত্রের গৌরব রক্ষার জন্য—সেই শত্রুর প্রতি আমি সেইরকম ব্যবহার করেছি'—গবর্মেণ্টের কাছে এরূপ ভাষায় পত্র প্রেরণ কি একজন সেনাপতির পক্ষে নিতান্ত স্পর্দ্ধাজনক নয়?

গোহির॥ তারপর—অস্ট্রিয় সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির ব্যাপারটাও ধরো;—আমাদের মত না নিয়েই সন্ধি হয়ে গেল,—সন্ধিপত্রে নেপোলিয়ান বোনা-পার্টের নাম স্বাক্ষরিত হ'ল! এ সব কি নেপোলিয়ানের যথেচ্ছাচার নয়?

সিয়ে॥ তোমরা তাহলে নেপোলিয়ানকে কি করতে চাও?

বেরাস॥ তার ক্ষমতা সঙ্কোচ করতে চাই।

তালিরন্দ॥ ক্ষমতা সঙ্কোচটা কিভাবে করতে চাও?

বেরাস॥ তুমিই তার একটা পরামর্শ দাও না।

তালি॥ নেপোলিয়ান এখন যেরূপ ক্ষমতাপন্ন হয়ে পারিসে ফিরেছে, তাতে এখন প্রকাশ্যভাবে তার ক্ষমতা সঙ্কোচ করতে গেলে বিপ্লবের সম্ভাবনা, অথচ নেপোলিয়ানের মতন শক্তিমান সেনাপতিকে রাজধানীতে রাখা—

আমাদের পক্ষে কখনই নিরাপদ নয়।

ডুকো ॥ ন্যাও নয়—ন্যাও নয়,—তা হলে উপায় ?

তালি ॥ উপায় অবশ্য আছে বই কি;—আমি বলি কি—উপস্থিতক্ষেত্রে ফ্রান্সের তো বিশেষ কোনো আপদ-বালাই নেই;—শত্রুর অহঙ্কার তো এক-রকম চূর্ণ হয়েছে; সুতরাং নেপোলিয়ানকে আমাদের এখন আর বিশেষ কোনো আবশ্যক নেই; – অন্তত রাজধানীতে রাখবার কোনো কারণ নেই; —এ সময় আমরা যদি নেপোলিয়ানকে দিগ্বিজয়ের আশায় মাতিয়ে তুলে, কোনো একটা দুর্জ্জয় দেশ জয় করতে পাঠাই—তাহলেই তো সবদিক বজায় থাকে!

সকলে ॥ বাঃ—বাঃ—

ডুকো ॥ চমৎকার যুক্তি; তালিরন্দ ভায়া আমাদের এক ঢিলেতে দুই পাখী মারতে বরাবরই মজবুত!

তালি ॥ দুই পাখী কি হে,—হাজারের ভেতর বড় জোর এক জন এক ঢিলেতে দু'টা পাখী কাবার করতে পারে—কিন্তু আমি আজ এক ঢিলেতে তিনটে পাখী ঘাল্ করছি —প্রথম দফা—রাজধানী থেকে নেপোলিয়ানকে সরান; দ্বিতীয় দফা—বিদেশে সৈন্য পাঠান; এর ফলে ফ্রান্সের শত্রুরা বুঝবে—ফ্রান্স নিজের ঘর না সাম্‌লে কি পরের ঘরে হানা দিতে যাচ্ছে! কাজেই তারা আর মাথা তুলতে সাহস করবে না;—তৃতীয় দফা—নেপোলিয়ান যদি বিদেশ জয় করতে পারে—বহুৎ আচ্ছা, না পারে—যাক্ না শত্রু পরে পরে।

মলিনস ॥ সাবাস—দাদা সাবাস!—তবে এখন কথা এই, কোন মুল্লুকে নেপোলিয়নকে পাঠাবে?

বেরাস ॥ এমন মুল্লুক হওয়া চাই—যেখান থেকে যেতে আসতেই বছর কেটে যায়।

তালি। তারও উপায় করা হয়েছে বই কি;—নেপোলিয়ানকে যেদেশে পাঠাচ্ছি, সেখান থেকে ফেররার আশা অতি কম; আর যদি ফেরে—জয়লাভ করে যদিও ফিরতে পারে—তাহলে এতগুণ অর্থ আর রত্ন আমাদের হাতে এনে দেবে—যে তার কাছে ফ্রান্সের অধ্যক্ষগিরি অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হবে;—সে টাকায় আমাদের নিজেদের স্টীলের ব্যবসায় একবারে ফেঁপে উঠবে!—নেপোলিয়ানকে মিশরে পাঠাতে চাচ্ছি!

মলিনস ॥ বাহবা যুক্তি!—তাহলে এই যুক্তিমত কাজ করতে সকলে রাজী তো?

গোহির ॥ আমি তো সর্ব্বাগ্রে রাজী !

বেরাস ॥ এখন ডুকো আর সিয়ে ভায়ার মত কি ?

ডুকো ॥ তোমাদের যখন অত জেদ—তখন ভোটে আমরা হারবই ; তবে আর অমত ক'রে লাভ কি (নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনী)

সিয়ে ॥ তাহলে এ প্রসঙ্গ এখন চাপা দাও—নেপোলিয়ান আসছে ।

তালি ॥ মনে থাকে যেন—স্নেহ শিষ্টতার স্রোতে নেপোলিয়ানকে একবারে ভিজিয়ে দেওয়া চাই ।

গোহির ॥ ভিজিয়ে কেন—একদম চুবিয়ে দোব হে !

তালি ॥ চুপ ! চুপ ! চুপ ! (নেপোলিয়ান, লুই, মুরাট ও কাউণ্টের প্রবেশ । তরবারি নতপূর্ব্বক অধ্যক্ষগণকে সকলের অভিবাদন)

বেরাস ॥ এসো—ফ্রান্সের উদ্ধারকর্তা—ইটালীবিজেতা অস্ট্রিয়ার দণ্ডদাতা—বীরচূড়ামণি নেপোলিয়ান ! তোমার অসাধারণ বীরত্বে আজ সমস্ত পৃথিবী বিস্মিত—স্তম্ভিত ; ফরাসীভূমি গৌরবান্বিত ; সমগ্র ফ্রান্সবাসীর প্রতিনিধি-রূপে আজ আমরা তোমার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করছি ।

নেপো ॥ ফ্রান্সের মহামান্য অধ্যক্ষ-সভা কর্তৃক আমি এভাবে অভ্যর্থিত হয়ে—আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করছি ।

গোহির ॥ বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান ! অধ্যক্ষ-সভায় অধ্যক্ষগণের নিম্নস্থ শ্রেষ্ঠ আসন তোমার প্রাপ্য ; তুমি ঐ আসন গ্রহণ করো,—তোমার সহযোগী-গণও তোমার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করুক । (নেপোলিয়ন ও তাঁহার সহ-যোগীগণের অভিবাদনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন ।)

কাউণ্ট ॥ সেনাপতির গৌরবে আজ আমরাও গৌরবান্বিত !

মলিনস ॥ এ গৌরব শুধু তোমাদের নয় ;—নেপোলিয়ানের অধীনস্থ যে সকল সৈন্য জয়ী হয়ে রাজধানীতে এসেছে—তাদের প্রতিও আমরা যথেষ্ট অনুগ্রহ বিতরণ করব ।

নেপো ॥ এ অনুগ্রহ বিতরণে আমি অধিকতর অনুগৃহীত হব । মহামান্য অধ্যক্ষসভার নিকট আমার আর একটি প্রার্থনা,—আমার যে সকল প্রাণোপম সৈন্য ফ্রান্সের জন্য বিদেশে আত্মোৎসর্গ করেছে—তাদের বিপন্ন পরিবারবর্গের প্রতিও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, অধ্যক্ষসভা যেন অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করেন ।

ডুকো ॥ আমরা এ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেম ।

নেপো॥ আমি অনুগৃহীত হলেম।

ডালিয়ন্দ॥ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট! তোমার বিজয়গৌরব আমাদের অন্তরে দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছে; সেই দুরাকাঙ্ক্ষার প্রভাবে—আমরা এক্ষণে সুদূর বিদেশে ফ্রান্সের আধিপত্যবিস্তারে বদ্ধপরিকর হয়েছি।

নেপো॥ মহামন্য অধ্যক্ষ-সভার আদেশ পালনে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত!

গোহির॥ আমাদের একান্ত ইচ্ছা—তুমি তোমার অজেয় সৈন্যদল নিয়ে শীঘ্রই মিশরে অভিযান কর।

নেপো॥ অধ্যক্ষসভা যদি নববিজিত ইটালী রক্ষার সুব্যবস্থা করতে সমর্থ হন—তাহলে মিশর কেন—পৃথিবীর শেষপ্রান্তে—মেরুর পাদদেশে অভিযান করতেও আমি সানন্দে সম্মত আছি।

সিয়ে॥ তথাস্তু;—তাই হবে; তুমি মিশরে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হও; আশাকরি মিশর বিজয়ের ফলে তোমার খ্যাতি সূর্য্যের মতন দীপ্তি পাবে। (সায়ানের প্রবেশ)

সায়ান॥ অধ্যক্ষ সভার কল্যাণ হোক।

অধ্যক্ষগণ॥ আসুন—আসুন—আসন গ্রহণ করুন।

সায়ান॥ আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ! (আসন গ্রহণ) অধ্যক্ষসভাকে আমি একটি জরুরি সংবাদ দিতে এসেছি;—জোসেফাইন নাম্নী যে রমণীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ হয়েছে, শুনলেম সে নাকি তার মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তিগুলি নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবে।

বেরাস॥ আপনি যে কষ্ট স্বীকার করে আমাদের এ সংবাদ দিতে এসেছেন—তজ্জন্য বাধিত হলেম; তবে তার আবাসবাটীর ওপর গবর্মেণ্টের গোয়েন্দার বিশেষ লক্ষ্য আছে।

নেপো॥ জোসেফাইনের সম্পত্তি কি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে?

বেরাস॥ হ্যাঁ।

নেপো॥ জিজ্ঞাসা করতে পারি—কোন অপরাধে?

মলিনস্॥ সেনাপতি এটা তোমার অনধিকার চর্চা;- গবর্মেণ্ট সকলের নিকট কার্য্যের হেতু প্রদর্শনে বাধ্য নন।

নেপো॥ যে দেশের গবর্মেণ্টের অস্তিত্ব প্রজাশক্তির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত—সে দেশের গবর্মেণ্ট—প্রত্যেক প্রজাকে কৃতকার্য্যের কৈফিয়ৎ প্রদানে অবশ্য বাধ্য—আমার এই প্রকার বিশ্বাস ছিল—সেইজন্য মহামান্য অধ্যক্ষসভাকে

এই প্রশ্ন করেছি। (জোসেফাইন, ইউজিন ও হরতেনের প্রবেশ।)

সায়ান ॥ এই যে !

জোসে ॥ মাননীয় অধ্যক্ষসভা ! আমি আজ নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় এখানে আবেদন করতে এসেছি। আমার স্বামীর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবার আদেশ হয়েছে ; সে আদেশ প্রত্যাহার করা হোক – এই আমার প্রার্থনা।

গোহির ॥ গবর্মেণ্টের আদেশ কখনো ফেরে না,—তুমি বৃথাই আবেদন করতে এসেছ।

জোসে ॥ আমার স্বামীর অপরাধ কি ? তিনি রাজার সেনানী ছিলেন ; রাজার আদেশে আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে তার কর্ত্তব্য পালন করেছিলেন ; সেজন্য তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর বিধবা পত্নীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কেন হবে ?

মলিনস্ ॥ রাজার পক্ষে যারা অস্ত্রধারণ করেছিল – তাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ; তোমার স্বামী যুদ্ধে মরে বেঁচে গেছে ; কাজেই প্রাণদণ্ড হয়নি—কেবল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। এ আদেশ আর ফিরছে না।

জোসে ॥ আমি স্বামীহীনা অনাথা বিধবা, আমাকে আশ্রয়হীনা হ'লে পুত্র-কন্যার হাত ধ'রে আমাকে রাজপথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। —এই আমি আপনাদের সমক্ষে আমার অনাথ পুত্রকন্যার হাত ধরে নতজানু হ'য়ে আমার স্বামীর সম্পত্তি ভিক্ষা করছি,—অভাগিনীর প্রার্থনা পূর্ণ করুন ; ভগবান আপনাদের কল্যাণ করবেন।

বেরাস ॥ চলে যাও এখান থেকে ;—অধ্যক্ষ সভা ভিখারীর কাঁদবার স্থান নয়।

(নেপথ্যে তিনবার বিপদজ্ঞাপক তূর্য্যনাদ)

তালিরন্দ ॥ একি ! বিপদজ্ঞাপক তূর্য্যনাদ যে। (নেপোলিয়ান ও তাঁহার সঙ্গীগণ ব্যতীত—সকলে অসি নিষ্কাষণ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে দণ্ডায়মান)

সায়ান ॥ কি সর্ব্বনাশ ! পালাবার গুপ্ত পথ আছে তো ? (বেগে মার্শেল মোরোর প্রবেশ)

মোরো ॥ অধ্যক্ষগণ—পলায়ন করুন অথবা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হোন ;—বিপদ আসন্ন ;—রাজতন্ত্রের পক্ষ-পাতিদের ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত হয়েছে ;—বিশ হাজার বিদ্রোহী রাওয়েন নগরে জমায়েত হয়েছে ;—রাজধানীর দুর্গ থেকে এই মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্য বিদ্রোহী হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ

দিতে গেছে ; রাজধানীর প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতি লোকেরাও বিদ্রোহের জন্ম প্রস্তুত হচ্ছে,—দলবদ্ধ হয়ে তারা অধ্যক্ষ সভার উচ্ছেদ করতে আসছে।

ডুকো॥ য়্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ। তাহলে উপায় ?

বেরাস॥ মার্শেল মোরো! বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এখনই তুমি যুদ্ধ যাত্রা করো—রাজধানী রক্ষা করো।

মোরো॥ অসম্ভব! ফ্রান্সের চতুর্দিক থেকে সৈন্ম সংগ্রহ করবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহীরা রাজধানীতে এসে পড়বে। এ যুদ্ধে আমাকে লিপ্ত হতে আদেশ করবেন না ;—আপনাদের নতুন প্রধান সেনাপতিকে উপায় বিধান করতে বলুন। (প্রস্থান)

সিয়ে॥ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট! ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্র তরণী দুস্তর মহাসমুদ্র অতিক্রম করে—শেষে কি বন্দরে এসে এই ভাবে মগ্ন হবে! এই মজ্জমান তরীকে রক্ষা করা কি সত্যিই অসম্ভব ?

নেপো॥ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভিধানে 'অসম্ভব' শব্দের অস্তিত্ব নেই।

বেরাস॥ তাহলে কি আমরা বুঝব এই ভীষণ বিদ্রোহ দমন তোমার পক্ষে সম্ভব ?

নেপো॥ সম্ভব নিশ্চয়—যদি এই সমৃদ্ধ অধ্যক্ষসভা সম্ভাব্য এক সর্তে সম্বদ্ধ হতে সম্মত হন।

সিয়ে॥ এখনই সম্মত হব। যেরূপ পদোন্নতি তুমি চাও, তা দিতে আমরা এখনই প্রস্তুত। তুমি ফ্রান্সের অধ্যক্ষ সভাকে, সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করো, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও রক্ষা করো। এতে তুমি যত অর্থ চাও, অধ্যক্ষসভা তাই দেবে।

নেপো॥ অর্থে আমার কিছু প্রয়োজন নেই। আর পদোন্নতি,—তা আমার এই অসির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সবে আমার কিছু প্রয়োজন নেই। (নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ বিপদসূচক তূর্য্যনাদ।)

তালি॥ ঐ শোনে নেপোলিয়ান, পুনঃ পুনঃ বিপদসূচক তূর্য্যনাদ আমাদের পলায়ন করতে সঙ্কেত করছে। আমাদের সব আশা ভরসা যে ডুবে যেতে বসেছে। আমাদের রক্ষা করো বীর। রক্ষা করো নেপোলিয়ান।

নেপো॥ আমার সর্তে সম্মত হ'লে আমি এখনই যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি।

তালি॥ বল কি সর্ত বল!

নেপো॥ চণ্ড-নীতি পরিহার ক'রে—সাম্যনীতি অনুসারে—এই অনাথা বিপন্না মহিলার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর আদেশ প্রত্যাহার করুন। এই আমার সর্ত।

ডালি॥ এই সর্ত !

ডুকো॥ শুধু এইটুকু মাত্র !

সিয়ে॥ আমরা এতে সম্পূর্ণ সম্মত কি বলেন ?

অধ্যক্ষগণ॥ নিশ্চয়ই—

ডালি॥ অবশ্য—যদি বিদ্রোহ দমন হয় !

নেপো॥ সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকুন ; এ বিদ্রোহদমনের জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী রইলেম—আমার মস্তকও এ দায়িত্ব অস্বীকার করবে না।

বেরাস॥ উত্তম ! জোসেফাইন ! তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার জন্য আমরা যে ইস্তাহার জারী করেছিলেম তা প্রত্যাহার করা হ'ল।

ডালি॥ বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্ট ! ফ্রান্সের রক্ষাভার তোমার ওপর অর্পণ করে—আমরা তাহলে নিশ্চিন্ত রইলেম। আসুন আমরা গুপ্ত দ্বার দিয়ে পলায়ন করি। (অধ্যক্ষগণের গুপ্তদ্বার পথে প্রস্থান)

সায়ান॥ দোহাই আপনাদের – আমাকেও সঙ্গে নিন - এখানে ফেলে রেখে যাবেন না।

জোসে॥ মহাপ্রাণ বোনাপার্ট। কি ব'লে আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ?

নেপো॥ ভদ্রে ! গৃহে যাও,—এ স্থান এখন নিরাপদ নয়।

ইউ॥ আমরা তো ভিখারী হতে বসেছিলুম—আপনিই আমাদের রক্ষা করলেন।

হরতেন॥ আমরা রোজই আপনার গুণগান করতুম—তাই বুঝি ভগবান আপনাকে আমাদের ত্রাণকর্তা ক'রে পাঠিয়েছেন ! আপনার ঋণ আমরা কি দিয়ে শোধ করব ?

নেপো॥ তোমার সেই গানটা শুনিয়ে দিয়ো মা, তাহলেই ঋণ পরিশোধ হবে। —ভদ্রে ! এদের নিয়ে ঘরে যাও,—বিদ্রোহ দমন করে আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। (জোসেফাইন, ইউজিন ও হরতেনের প্রস্থান)

কাউণ্ট॥ ফ্রান্সের অধ্যক্ষসভা দেখছি—ভগবানের একটি চিড়িয়াখানা ! কথাগুলো সব ওজন করা—যেন আগে থাকতে রিহার্সেল দিয়ে তৈরী করে নিয়েছে !

লুই॥ দাদা যখন জিজ্ঞাসা করলেন—জোসেফাইনের অপরাধ কি,—তখন অধ্যক্ষ প্রভু চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে বললেন—এ তোমার অনধিকার চর্চা ;—অথচ বিপদের সময় একেবারে কুকুরের মতো নেতিয়ে পড়লেন ! এঁরাই আবার দেশের

ভাগ্যবিধাতা !

নেপো ॥ লুই চুপ করো ;—তোমার কর্তব্য শোনো—প্যারিসের প্রত্যেক রাজপথের সন্ধিস্থলে দুই দুই কামান স্থাপন করো ; দুজন গোলন্দাজ আর পাঁচজন অশ্বারোহী সজ্জিত অবস্থায় যেন সেখানে দণ্ডায়মান থাকে—যাও। (লুই-এর প্রস্থান) কাউণ্ট ! নাগরিকদের নিরস্ত্র করবার ভার আপনার ওপর ;—কোনো নাগরিকের গৃহে যেন একখানি তরবারি পর্যন্ত না থাকে ; নাগরিকদের বলবেন—বিদ্রোহের অবসান হলে সংগৃহীত অস্ত্র প্রত্যার্পণ করা হবে। আপনি বহুদর্শী এবং মিষ্টভাষী বলে আপনারই ওপর আমি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার দিলেম। মার্শেল কাবনৌ, বার্সিয়ার, জুনো আর অগেরো আপনার সঙ্গে থাকবে।

কাউণ্ট ॥ উত্তম, আমি এতে সম্পূর্ণ সম্মত। (প্রস্থান)

নেপো ॥ মুরাট। বিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে তুমি রাওয়েনের পথে ধাবিত হও ;—মধ্যপথে আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হব।

মুরাট ॥ তার পূর্ব্বে যদি বিদ্রোহীদের সাক্ষাৎ পাই—তাহলে আক্রমণ করব নিশ্চয় ?

নেপো ॥ বিনা যুদ্ধে—বিনা রক্তপাতে—কেবল বিভীষিকা বিস্তার করে—আমি এই বিদ্রোহের মূলচ্ছেদ করতে চাই ; বিদ্রোহীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবার পূর্বে তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবে।

মুরাট ॥ অতি উত্তম। (প্রস্থান)

নেপো ॥ এই আত্মগর্ব্বী অপদার্থগণ—রাজশাসনের নামে যারা কঠোর হৃদয় দস্যুর ন্যায় অম্লানবদনে অন্যায় আচরণে কুণ্ঠিত নয়,—অথচ বিপদের সামান্য ঝঞ্ঝায় দারুণ আতঙ্কে যাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয় ;—তারাই এখন এই কোটী কোটী নরনারী অধ্যুষিত সুবিস্তীর্ণ ফরাসীভূমির ভাগ্যবিধাতা।—এই অত্যাচারী অধ্যক্ষসভার উচ্ছেদ ক'রে ফরাসীদেশে এমন একটি শক্তিসম্পন্ন সিংহাসনের সৃষ্টি হওয়া উচিত—প্রজাপুঞ্জের প্রীতি ও সহানুভূতির ওপর যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়—দেশের প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি সেই সিংহাসনের ছায়ায় সমবেত হয়ে স্ব স্ব প্রতিভার পরিচয় দেবার অবকাশ পায়।—যাক এ চিন্তা,—আগে এই বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করি ! (রোহেনের প্রবেশ)

রোহেন ॥ সাবধান নেপোলিয়ান ! এ বিদ্রোহ দমনে হস্তক্ষেপ করো না।

নেপো ॥ তুমি কে সুন্দরী ?

রোহেন ॥ আমি কে? ফ্রান্সকে জিজ্ঞাসা করো। ফ্রান্সের যদি প্রাণ থাকে সে উঠে বলুক—আমি কে? নৃশংস নরাধম বর্ব্বরের দল ফ্রান্সের বোঁরবো রাজবংশের যে মুকুটধারী রাজাকে হত্যা করেছে—আমি সেই রাজবংশের নারী;—কিন্তু আজ এই বিদ্রোহের নেত্রী। আমার পিতা আজ নির্বাসিত—পথের ভিখারীও আজ তাঁর সঙ্গে অবস্থাবিনিময় করতে কুণ্ঠিত! আমি আমার পিতাকে ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপিত করে এ বর্বর প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করবো। রাজতন্ত্র—এ বিদ্রোহের জনক; প্রজাতন্ত্র এর পালক;—জাতীয়-সভা অধ্যক্ষসভায় পরিণত হওয়াতে—আমি প্রজাদের অন্তরে অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ ধারণার বিষ ঢেলে দিয়েছি, তাই প্রজাগণ অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে এই যে সৈন্যদের যোগদান—এ আমারই সমাবিষ্ট-চেষ্টার সুবর্ণ সম্ভার। রাশি রাশি অর্থ সৈন্যদলে বিক্ষিপ্ত ক'রে চল্লিশ হাজার সৈন্যকে বিদ্রোহী পক্ষে রণরঙ্গে মাতিয়ে দিয়েছি। এ বিদ্রোহে পরিপোষক পৃষ্ঠপোষক সবই আছে, নাই কেবল নেতা; উপযুক্ত নেতার অভাবে সাগর প্রমাণ সৈন্য পর্ব্বত প্রমাণ অর্থ বুদ্বুদের মতন নষ্ট হয়ে যায়। নেপোলিয়ান! তুমি এই বিদ্রোহীদলের নেতা হয়ে এই অধ্যক্ষরূপী শয়তানদের হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করো; আমার পিতার দক্ষিণহস্ত হয়ে ফ্রান্সের ওপর প্রভুত্ব করো।

নেপো ॥ সুন্দরী! তুমি রমনী; তুমি এ বিদ্রোহে কেন? কেন তোমার এ ব্যর্থ প্রয়াস? তুমি কি জাননা—আমিও রাজতন্ত্রের পরিপন্থী?

রোহেন ॥ নেপোলিয়ান! সম্মত হও;—আমার পিতা তোমাকে ফ্রান্সের অর্দ্ধাংশ দান করবেন।

নেপো ॥ সুন্দরী নিরস্ত হও; এ ভাবে আমাকে বৃথা প্রলোভিত করছ! নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এ উপায়ে সমস্ত পৃথিবীর ওপরও প্রভুত্ব করতে ইচ্ছুক নয়—যাও!

রোহেন ॥ নেপোলিয়ান! শুধু রাজ্য নয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার এই উচ্ছল রূপ—এই মুনি মনোহারি সৌন্দর্য্য এই পরিপূর্ণ অটুট যৌবন - অম্লান বদনে তোমাকে দান করব; তোমার পত্নী হবো—দাসী হবো,—তুমি আমার কথা রাখো—আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

নেপো ॥ শোনো সুন্দরী! আমার মাতার আদেশ—স্ত্রীলোকের প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ থেকে সর্ব্বদা বিরত থাকা,—নতুবা তুমি এতক্ষণ পারিসের কারাগারের

শোভা সম্পাদন করতে! —এখনই এখান থেকে চলে যাও!

রোহেন॥ শোনো নেপোলিয়ান—

নেপো॥ খবরদার! আর একটি মাত্র কথা যদি তুমি উচ্চারণ করো—তাহলে নিশ্চয় তুমি বন্দিনী হবে।

রোহেন॥ আচ্ছা! (নেপোলিয়ানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত পূর্বক প্রস্থান)

নেপো॥ আশ্চর্য্য! এক রমণীর সাহচর্য্যে এই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ পারিসে বিস্ফারিত হয়েছে! দয়াময়ী—স্নেহময়ী—প্রেমময়ী বলে নারী মাত্রেই আমার শ্রদ্ধার পাত্রী,—অথচ সেই, সেই সবলা কোমলা নারীই এই বিদ্রোহীর নেত্রী! ষড়যন্ত্রে রমণীর সাহচর্য্য আমি অসহ্য বোধ করি,—এ কার্য্য কখনই সমর্থন যোগ্য নয়। (প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(সীন নদীর তীরস্থ রাজপথ। কাউণ্ট)

কাউণ্ট॥ নেপোলিয়ান লোকটার নামের একটা নিশ্চয়ই মোহিনী-শক্তি আছে! নইলে এমন একটা বিদ্রোহ—যার স্ফুলিঙ্গ হাওয়ায় হাওয়ায় উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে গগন স্পর্শ করেছিল,—নেপোলিয়ানের একটি ফুৎকারে তৈলহীন প্রদীপের মতন সদ্য সদ্য নির্বাপিত হয়ে গেল! নেপোলিয়ানের নাম শুনে নাগরিকরা সসম্ভ্রমে অস্ত্র ছেড়ে দিলে; যে সকল প্রজা নূতন অধ্যক্ষ সভার বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করেছিল—তারা নেপোলিয়ানের নামে সভয়ে মস্তক নত করলে; নেপোলিয়ান এ বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত হয়েছেন শুনে বিদ্রোহীদের দল ভেঙ্গে গেল,—বিদ্রোহী সৈন্যদল নেপোলিয়ানের ঘোষণায় পারিসে ফিরে এসে তার পদতলে অস্ত্র রক্ষা করে আনুগত্য-স্বীকার করলে! —এক কথায়—বিনা যুদ্ধে—বিনা রক্তপাতে এমন একটা আতঙ্কজনক বিদ্রোহের মূলচ্ছেদ হ'ল। —এ বিদ্রোহ ব্যাপারের ভেতরও নেপোলিয়ান দুটি কাজ নীরবে সম্পন্ন করেছে; প্রথম—জোসেফাইনের সঙ্গে একটা পাকাপাকি রকম সম্বন্ধ স্থাপন; দ্বিতীয়—মিশর সম্বন্ধে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতালাভ! জোসেফাইন নেপোলিয়ানকে চায়; নেপোলিয়ানের হৃদয়ও জোসেফাইনময়! কাজেই দুজনের সমন্বয় যে সুখের বিষয়—এ কথা নিশ্চয়। —আমার আগে একটা ধারণা ছিল—সংসারে আমার মতন যারা বেকার আর নিষ্কর্ম্মা—তারাই বুঝি কেবল কেতাবে মুখ গুঁজে দিবরাত্রি পড়ে থাকে;—কিন্তু নেপোলিয়ানের মতন অতবড় একটা কর্মীকে নিবিষ্ট মনে কেতাব নিয়ে আলোচনা করতে দেখে

—আমার আগেকার ধারণাটা খাটো হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে মিশর সম্বন্ধে যতগুলো কেতাব ছিলো—সেগুলো সবই নেপোলিয়ানের পাঠাগারে স্তূপীকৃত হয়েছে! যে দেশ জয় করতে যেতে হয়—সে দেশ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই যে আয়ত্ব করা দরকার—নেপোলিয়ান তা জানেন; কাজেই তার জয় কে খণ্ডায়! কিন্তু মিশরে অভিযানটা আমার যেন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে —এ যেন অধ্যক্ষ মহাপ্রভুদের ষড়যন্ত্রের একটা রহস্যযুক্ত প্যাঁচ; কিন্তু নেপোলিয়ানের এতে উৎসাহের সীমা নেই! ওকি—একটি সুন্দরী যুবতী ওখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে অমন ক'রে চাইছেন কেন? ওর সাজগোজের যে রকম আড়ম্বর দেখছি—তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে—সান্ধ্য পরিচ্ছদে উনি নিশ্চয়ই সঙ্কেতস্থানে প্রণয়ীর প্রতীক্ষা করছেন! আমার পক্ষে এখন এ স্থান ত্যাগ করাই কর্তব্য। (প্রস্থান। অত্যুজ্জ্বল সান্ধ্য-পরিচ্ছদে রোহেনের প্রবেশ)

রোহেন॥ এ লোকটাকে চিনতে পেরেছি; নেপোলিয়ান বোনাপার্টের এ একটা মন্ত্রী-তন্ত্রী গোছের একটা কিছু হবে; সুতরাং মন্ত্রীর যখন সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে—তখন রাজার দর্শন যে মিলবেই—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই! তবে রাজাকে একলা পাওয়া চাই—নইলে আমার ইষ্টসিদ্ধি হবে না। লোকটা আমাকে দেখে সঙ্কুচিত হয়ে ক্রমেই তফাতে সরে যাচ্ছে; যাক—ভালই হচ্ছে;—এখন নেপোলিয়ান এলে হয়! আজ তাতে আমাতে বিষম পরীক্ষা! আমার সযত্নপ্রসূত কল্পলতা আজ নেপোলিয়ানের পদাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; নেপোলিয়ানের সাহায্য ব্যতীত সে বিচ্ছিন্ন অংশগুলো সংযোজিত করবার আর কোন আশাই নাই,—তাই আবার নেপোলিয়ানের কাছে এসেছি! কাল যদি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট রাজতন্ত্র তরণীর কর্ণধার হয়ে দাঁড়াত,—তাহলে এতক্ষণ ফ্রান্সের অধ্যক্ষসভা রাজসভা বলে ঘোষিত হত—প্রজাতন্ত্রীগণের শোণিতস্রোত রাজপথ পরিপ্লাবিত ক'রে সীন নদীর অগাধ জলরাশি রঞ্জিত করে তুলত! উঃ সব পণ্ড হোল—সমস্ত ব্যর্থ হয়ে গেল, কেবল এই নেপোলিয়ানের জন্য! একথা ভাবতে গেলে—আমি যেন পাগল হয়ে যাই! নেপোলিয়ান—নেপোলিয়ান—তুমি আমার সঙ্কল্প পণ্ড করেছ—আমার হৃদয়ে বিষ ঢেলে দিয়েছো—আমাকে, আমাকে পাগল করেছ! তোমার ওপর আমি এর প্রতিশোধ নোব—নিশ্চয়ই নোব! আমার এ প্রতিশোধের প্রকৃতি সম্পূর্ণ নূতন! ইচ্ছা করলে

আমি তোমাকে হত্যা করতে পারি—তা করব না; ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে জাহান্নামে পাঠাতে পারি—তাতেও আমি সম্মত নই; আমি তোমাকে অধিকার করে, তোমার দ্বারা আমার কার্যোদ্ধার করে নোব—তোমারই দ্বারায় আবাব বিপ্লব বাধাব—তোমারই দ্বারা প্রজাতন্ত্র ধ্বংশ করে আমার বাজতন্ত্র স্থাপন করাব,—এই আমার প্রতিহিংসার প্রকৃতি! এ রূপ—এ লাবণ্য—এ সৌন্দর্য্য—অঙ্গে এ চাকচিক্য—পরিচ্ছদেব এ পরিপাট্য—কণ্ঠের এ অনুপম মাধুর্য্য—এতগুলো অকাট্য অস্ত্রের সাহায্য নিয়েও যদি নেপোলিয়ানকে আয়ত্ত কবতে না পারি—তাহলে বুঝবো—প্রলোভন নেপোলিয়ানের হৃদয় অধিকাবেব যোগ্য অস্ত্র নয়! আমার হৃদয়ে প্রেম নেই—স্নেহ নেই—ভালবাসা নেই; আমার লক্ষ্য—ফ্রান্সেব সিংহাসনের ওপর; বৃদ্ধ পিতাকে উপলক্ষ্য ক'রে স্বহস্তে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যতরণী পরিচালনা—আমাব অন্তরের বাসনা; এ বাসনা পূর্ণ করবার জন্য আমি প্রেমের অভিনয় করব—ভালবাসাব ভান দেখাব—যদি আবশ্যক হয়—নারীধর্ম্ম পর্য্যন্ত নেপোলিয়ানের নিকট বলি দোব। যদি কর্তব্য বুঝি নরকের অন্তস্থল পর্য্যন্ত শয়তানীব মতন ছুটে যাবো!—ওই নেপোলিয়ান!—শুনেছি সঙ্গীতে সর্পও মুগ্ধ হয়;—নেপোলিয়ান সর্পকে আমি আজ সৌন্দর্য্য আর সঙ্গীতে নিশ্চয়ই বশীভূত কবব। (গীত। প্রণয়-সঙ্গীত)

কোথায় আমার পাখিটি!
উড়ে গেছে তাড়াতাড়ি—এলো দেখে খাঁচাটি
কুয়াশা কাটিয়া গেল, বসন্ত হাসিয়া এল
যৌবনেব রেখা সব অঙ্গে ফুটিল,
পাখী মম উড়ে গেলো না ক'য়ে কথাটি।
তাব অভাবে অসম্পূর্ণ প্রেমেব মন্ত্রণা,
সুখ স্বপ্ন সুপ্ত,—শুধু জাগ্রত-যন্ত্রণা,
এ যে বড় বিড়ম্বনা—করেছি কেবল কান্নাকাটি॥
আনমনে ছুটিয়াছি তাহারে খুঁজিতে,
একবার পাই যদি এ চক্ষে দেখিতে,
হৃদয়-খাঁচাতে পুরে লয়ে যাব গৃহেতে,—
পথেতে আসিতে আর দিব না তো ঝাটিটি।
ওরে আমার প্রাণপাখী! তুই যে আমার আঁখি তারা,
আয় না ছুটে এ খাঁচাতে ঢাল না প্রাণে পীযূষধারা,
হ'লে আমি আত্মহারা—দিব তোরে চুমোটি॥

(নেপোলিয়ানের প্রবেশ)

নেপো ॥ সুন্দরী! এ আবার কি চমৎকার আচরণ? তোমার সাধের বিদ্রোহ সাগর শুষ্ক দেখে কি এবার প্রণয় সাগরে সন্তরণ করতে নেমেছ? তোমাকে এ পন্থা অবলম্বন করতে দেখে আমি সত্যই ভীত হয়েছি!

রোহেন ॥ কেন—আমি আপনার কি করেছি?

নেপো ॥ তুমি আমার কিছু করনি—কিন্তু ফরাসীভূমির অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছ! প্রকাশ্য রাজপথে কুৎসিৎ হাবভাব পূর্ণ জঘন্য প্রেম-সঙ্গীতের চেয়ে—তোমার পূর্ব্বেকার বিদ্রোহ-দিগ্ধ উৎসাহ বচন বরং ভাল ছিল।

রোহেন ॥ না,—আমি আর বিদ্রোহের নেত্রী নই—বিপ্লব বিদ্রোহের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধই নেই।

নেপো ॥ কিন্তু তোমার এই প্রকার কুৎসিৎ সঙ্গীতের সঙ্গে ফ্রান্সের বিলাসী যুবকগণের অধঃপতনের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে! তোমার সে উৎসাহ বাণী—বিপ্লবের খনি হলেও—প্রাণময়ী ছিল; কিন্তু এ সঙ্গীত পাপ লালসার ইন্ধন মাত্র!

রোহেন ॥ তাহলে কি আপনি আমাকে ফ্রান্সকে বিদ্রোহে মাতিয়ে তোলবার পরামর্শ দিচ্ছেন?

নেপো ॥ কখনই নয়; তবে আমার এই কথা,—বিলাস-লালসার ক্লেদ-কর্দমে নিমজ্জিত হয়ে অপদার্থ হওয়ার চেয়ে—বিদ্রোহী হওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ,—নিষ্কর্মা হয়ে জড়ের মতো বসে থাকার চেয়ে কুকর্ম করা ভাল। আমার অনুরোধ—রাজপথে এ ভাবে গান গেয়ে দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যুবকদের সর্ব্বনাশ সাধন করো না।

রোহেন ॥ আপনি আমার গানের অত নিন্দা করছেন কেন? আমার গানে তো কোনো মন্দ কথা নেই; আমার একটা পাখী হারিয়ে গেছে—তাই তো গান গাইছিলুম?

নেপো ॥ পাখী উড়ে গেছে বলে কি গান গেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনছ?

রোহেন ॥ আমার পাখী আমার গান শুনলেই আমার কাছে উড়ে আসে।

নেপো ॥ কই তোমার গান শুনে—তাহলে তোমার পাখী আসেনি কেন?

রোহেন ॥ আসে নি? কে বলে আসেনি? আমার পাখী—আমার প্রাণের পাখী—আমার আকাঙ্খার নিধি—আমার আহ্বান শুনে না এসে থাকতে পারে কি? (ছুটিয়া গিয়া নেপোলিয়ানকে ধরিয়া) এই যে—এই যে আমার হৃদয়পিঞ্জরের পলাতক পাখী! আর কোথায় যাবে—যখন পেয়েছি—আর

তো যেতে দোব না—আর তো ছেড়ে দোব না—

নেপো॥ একি! একি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—তুমি রমণী না পিশাচী! ছেড়ে দাও আমাকে! (রোহেনকে সবেগে সরাইয়া দিয়া) —রমণী! তুমি কি ভুলে গেছ—কার সঙ্গে এরূপ জঘন্য আচরণ করছ?

রোহেন॥ ভুলব কেন? আমি আমার প্রণয়দেবতার সঙ্গে—আমার স্বয়ং-নির্বাচিত স্বামীর সঙ্গে প্রেমময়ী নারীর মতন আচরণ করছি! আমার অপরাধ কি? তোমার ভুবনমোহন রূপ—তোমার মানবদুর্লভ গুণ—তোমার অসাধারণ প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করেছে; তোমাকেই আমি স্বামী বলে নির্ব্বাচিত করেছি; দেবতা আমার! আমাকে ক্ষমা করো—মার্জ্জনা করো—রক্ষা করো; তুমি অকৃতদার,—দয়া করে আমাকে গ্রহণ করো; এ পৃথিবীর মধ্যে তুমিই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য,—আমি তোমাকে চাই।

নেপো॥ কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে পাবার তোমার কোন আশাই নাই! আমি জোসেফাইনের সঙ্গে পরিণয়-পণে আবদ্ধ; আমার আশা তুমি পরিত্যাগ করো। (প্রস্থান)

রোহেন॥ বটে! এবারও তাহলে আমাকে নেপোলিয়ানের কাছে পরাস্ত হতে হল! নেপোলিয়ানের হৃদয় সত্যিই তাহলে প্রলোভনের অতীত! নেপো-লিয়ান জোসেফাইনের প্রণয়ে আবদ্ধ; উত্তম—পৃথিবীতে আমার আর একটি শত্রু বর্দ্ধিত হল। (প্রস্থান। নেপোলিয়ান ও কাউণ্টের প্রবেশ)

নেপো॥ যাবার ভঙ্গীটা দেখলেন তো?

কাউণ্ট॥ কিন্তু যে ভঙ্গীতে আপনাকে পাকড়াও করেছিল—তার কাছে এ কিছুই নয়! আপনাদের দুজনের ওপর আমার বরাবরই লক্ষ্য ছিল, কাজেই ভঙ্গীটা আমার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি; আমি তো ব্যাপার দেখেই অবাক!

নেপো॥ কিন্তু আমার বোধ হয় বেচারী এবার দলিতা ভুজঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াবেন! —আবার কিনি আসছেন! — (হরতেনের প্রবেশ।)

হর॥ সেনাপতি! আপনার সেনানীরা আপনার আদেশে আমাদের বাড়ী থেকে আমার বাবার অস্ত্র নিয়ে এসেছে;—আমাকে এখনি সে অস্ত্র ফিরিয়ে দিন।

নেপো॥ তুমি এখন সে অস্ত্র নিয়ে কি করবে মা?

হর॥ আমার মাকে উদ্ধার করতে যাবো।

নেপো॥ সে কি—তোমার মা কোথায়?

হর ॥ পাদরী সায়ানের গীর্জ্জায়; পাদরীর রক্ষীরা আমার মাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

নেপো॥ য়্যা—বল কি! তোমার মাকে পাদরীর রক্ষীরা ধরে নিয়ে গেছে! কেন—কি অপরাধে!

হর॥ পাপিষ্ঠ পাদরী আমার মাকে বিবাহ করতে চায়;—নরাধম তাঁকে জোর করে গীর্জ্জায় বিবাহ করবে। পাদরীর রক্ষীরা আমার দাদাকেও বেঁধে নিয়ে গেছে, আপনার আদেশে আমাদের গৃহ অস্ত্রশূণ্য,—অস্ত্রাভাবে দাদা আমার মার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারেনি; মাকে উদ্ধার করবার জন্য আমি এখানে ছুটে এসেছি—অস্ত্র নিতে এসেছি—আমায় অস্ত্র দিন!

নেপো॥ কাউণ্ট। ধর্ম্ম ব্যবসায়ী পাদরীর আস্পর্দ্ধা দেখুন! এই বর্ব্বর পাদরী যথেচ্ছাচারের একটা অবতার! এর এতদূর স্পর্দ্ধা—যে ফ্রান্সের রমণীরত্ন জোসেফাইনের প্রতি অত্যাচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। হরতেন—মা! তোমার কোনো ভয় নেই,—আমার সঙ্গে এসো—সেই লম্পট পাদরী কি ভাবে আজ লাঞ্ছিত হয়—এখনি তা দেখতে পাবে। (বেগে প্রস্থান)

কাউণ্ট॥ কেতাবে পড়েছি—হিন্দুদের শাস্ত্রে ভবিতব্য বলে একটি দেবী আছেন, জন্ম মৃত্যু বিবাহের তিনি হচ্ছেন বিধান দাত্রী। তিনি হাঁ-কে না করেন, সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে দেন—শক্তি-সামর্থ্য-প্রমাণ উলটে দিয়ে নিজের কোট বজায় রাখেন। আজকের পাদরীভায়ার ব্যবহারে আমার এই ভবিতব্যের কথাটা মনের ভেতর জেগে উঠেছে। তার সাক্ষী এই দেখনা কেন—পাদরীভায়া জোসেফাইনকে গীর্জ্জায় নিয়ে গেছে—জোর করে বিয়ে করতে; এদিকে দেখনা ভবিতব্য বেটি ঠিক সময়ে—জোসির যে আসল মালিক—তাকে সেইখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! ফলে হবে কি?—পাদরী সায়ানের মুখে চুনকালি পড়বে—আর সুড় সুড় করে বরের বেদী থেকে নেমে এসে পুরুত হয়ে—যার ধন তার হাতে সঁপে দেবে।—আমি এখন এক কাজ করি,—এই অবকাশে নেপোলিয়ানের ভাই ভগিনীগণকে গীর্জ্জায় নিয়ে যাই—বিয়ের উৎসবটা সন্ত সন্ত সম্পন্ন করে দিই—বাস্। (প্রস্থান। বোহেনের প্রবেশ)

বোহেন॥ পাদরী সায়ানের বিরুদ্ধে—জোসেফাইনের রক্ষার্থে নেপোলিয়ানের গীর্জ্জায় অভিযান! এ সময় গীর্জ্জায় আমার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক;

কেননা এই নিগৃহীত পাদরীকেও আবশ্যককালে উপকরণস্বরূপ ব্যবহার করতে পারা যাবে। নেপোলিয়ানের জীবনতরুর জীবন্ত কাণ্ড—আজ এই প্রতি-হিংসালোলুপা য়োহেন প্রদত্ত যে তীক্ষ্ণ বিষফলকে বিদ্ধ হবে—অদূর ভবিষ্যতে তা নেপোলিয়ানের জীবনকে বিষময় করে তুলবে। (প্রস্থান)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(সুসজ্জিত ধর্মমন্দির। সুসজ্জিত পাদরীগণ ও পাদরীবালাগণ। গীত)

বাহোবা কি মজা কি মজা কি মজা।
মন্দিরে উড়িয়ে দিচ্ছি পিরীতের ধ্বজা॥
পথে আর নাইকো কাঁটা—আঁধার গেছে কেটে,
প্রেমের ওই চিকন কিরণ উঠেছে ফুটে;—
ওই পথেতে ছুটবো মোরা—বুক ক'রে তাজা।
প্রভু মোদের দেখিয়ে দেছে পথ
প্রভু মোদের ধর্মবাবা—প্রভুই তো সব,
প্রভুরে করিব আজি প্রেম-রাজ্যে রাজা॥

১ম পাদরী॥ ভোঃ ভোঃ—ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! আমরা অদ্য সকলে সুবিশাল আনন্দসাগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সুস্নিগ্ধ কর্দ্দমে বিভূষিত হইয়াছি। আমাদের আনন্দের সীমা নাই—এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নাই;—আমাদের প্রভু...যাঁহাকে আমরা পিতার তুল্য মান্য করি—আজ তিনি ছলে, বলে এবং কৌশলের দ্বারা এক সুন্দরী ধনবতী বিধবা যুবতীর পানি গ্রহণ করিবেন।

সকলে॥ কি আনন্দ -কি আনন্দ—আমরা সকলে আনন্দে আত্মহারা!

১ম পাদরী॥ আমাদের আনন্দের প্রধান কারণ এই যে, আমাদের প্রভুর দৃষ্টান্তকে আমরাও অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। অতঃপর কোনও ধনীর যুবতী স্ত্রী বিধবা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ তাকে ছলে, বলে এবং কৌশলে ধর্ম্মমন্দিরে আনয়নপূর্ব্বক তাকে বিবাহ করতঃ তাহার সৌন্দর্য্য এবং সম্পত্তির উপর সত্বাধিকার সাব্যস্ত করিতে সমর্থ হইব।

পাদরীগণ॥ নিশ্চয় -নিশ্চয় বড়ই উৎসাহের বিষয়।

১ম যুবতী॥ এবং যদি কোনও ধনবানযুবক বিপত্নীক হন—তাহা হইলে আমরাও সেই যুবককে এখানে টানিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়া তাহার উপর বাণীগিরি করিতে সমর্থা হইব।

সকলে॥ অবশ্য—অবশ্য ইহাতে উভয় পক্ষের যথেষ্ট লাভ।

১ম পাদরী ॥ ভোঃ ভোঃ ভ্রাতা ও ভগিনীগণ ! তোমরা বোধ হয় অদ্য আমাদের প্রভুর বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার প্রভাব মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছ। ইতঃপূর্ব্বেই আমরা ধর্ম্মমন্দির হইতে ধর্ম্মকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছি ; ধর্ম্মমন্দিরগুলিকেও ইষ্টকের ঢিপিরূপে পরিণত করিবার জন্য আমরা বারংবার প্রভুকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম ; কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হন নাই ; ধর্ম্মকর্ম্মে প্রভুর আস্থা ছিলনা সত্য—কিন্তু উপাসনার নামে যুবকযুবতীদের মন্দিরে উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রভুর অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সুতরাং প্রভুর হৃদয়ের অভ্যন্তরে কিরূপ উচ্চ এবং সুপবিত্র উদ্দেশ্য লুক্কাইত ছিল—অদ্য তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ।

সকলে ॥ কি বুদ্ধি—কি উদ্দেশ্য—অতি মহৎ—অতি মহৎ।

১ম পাদরী ॥ ভোঃ ভোঃ—ভ্রাতা ও ভগিনীগণ ! ওই দেখ—আনন্দে দেখ—প্রভু আমাদের পুষ্পসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া—ভাবী প্রণয়িনীকে প্রেমপাশে বন্দিনী করিয়া কেমন মৃদুমন্দ আকর্ষণ করিতে করিতে মন্দিরে আগমন করিতেছেন দেখ। ভ্রাতা ও ভগিনীগণ ! আমরা সঙ্গীতরূপ পুষ্পার্পণ পূর্ব্বক প্রভু এবং প্রভুনীর প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রীতি প্রকাশ করি।

গীত

(১ম পাদরীর ধরতায়—সকলে দোহারকী)

নেহার নেহার সবে—মেলিয়া নয়ন
প্রভু মোদের আসিছেন—লয়ে প্রিয় ধন ॥
প্রভু মোদের জগতে অতুল,
নাইকো তাতে কোন ভুল,
নীল আকাশে ঠেকিয়ে মাথা—
সবা ভাবেন ত্রিভুবন।
এমন প্রভু হয় নাই
বিশ্বভূমে জুটি নাই,
অনাদর ক'রো না ভাই—গন্ধপুষ্প কর বরিষণ ॥

(ক্ষুব্ধা বিশৃঙ্খবসনা জোসেফাইনের হস্তধারণপূর্ব্বক বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত পাদরী সায়ান তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অস্ত্রধারী রক্ষীগণের প্রবেশ)

সকলে ॥ প্রভুর জয় হোক ! প্রভুর জীবন মধুময় হোক !

সায়ান ॥ সাধু ! সাধু ! সাধু ! প্রিয় শিষ্যগণ ! তোমরা আমার প্রণয়োৎসবে

ভয়ব্যচিত্ত হয়েছ; কিন্তু আমার প্রেমের বলি—এই বিপথগামিনী হরিণীটি কিছুতেই প্রেমিকার মতন আচরণ করতে সম্মত হচ্ছেন না, কাজেই এক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রকাশ ভিন্ন উপায় কি!

জোসে॥ বর্ব্বর! পাষণ্ড! তুই দেখছি পশুরও অধম! তোর ক্ষমতা—পশুবলের নামান্তর; ধর্ম্মবলের কাছে পশুবল কতক্ষণ স্থায়ী হবে? তোর পতন সন্নিকট।

সায়ান॥ জোসেবিবি! প্রেমের মন্দিরে এসে অমন উৎকট বচন উচ্চারণ করো না,—তাতে তোমারই অকল্যাণ হবে। আমি তোমাকে বিবাহ করছি—সরকারী খাতায় তোমার আমার নাম পাশাপাশি বসবে—এই সব গণ্যমান্য-বরেণ্য পাদরীগণ তাতে সাক্ষী বলে নাম স্বাক্ষর করবেন—একি তোমার পক্ষে সৌভাগ্যের নয়?

পাদরী ও যুবতীগণ॥ সৌভাগ্য—পরম সৌভাগ্য—প্রভুর অপার করুণা।

জোসে॥ সৌভাগ্যবতী হতে আমি চাই না—আমাকে এখনি অব্যাহতি দাও—এই আমার প্রার্থনা।

সায়ান॥ অব্যাহতি—এখনি! আরে ছিঃ আগে বিবাহ হোক—তারপরে প্রবাসে মধুচান্দ্রমা—কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ আর মধুপান—তারপর অব্যাহতি! বুঝলে জোসেবিবি! —ওহে! বিবাহের বইখানা কোথায়?

পাদরীগণ॥ এই যে তাই যে আদেশ করুন।

জোসে॥ পিশাচ! তোর এই অত্যাচার—ঈশ্বর কখনই মার্জ্জনা করবেন না।

সায়ান॥ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভুলে যাও জোসেবিবি! ফরাসীদেশ থেকে ঈশ্বর অনেকদিন পটোল উৎপাটন করেছেন; ঈশ্বরের আস্তানাও পটোল তুলতো,—তা তুলতে দিইনি কেবল তোমার জন্য!—যাক—এখন ভালোমানুষের মতন এই খাতায় বিবাহের অঙ্গীকারটা লিখে সুন্দর নামটি সই করে ফেল দেখি;—ওহে—খাতাখান এগিয়ে ধরো—

জোসে॥ খবরদার! ও খাতা কখনই আমি স্পর্শ করব না।

সায়ান॥ তুমি স্পর্শ না করলেও বড় কিছু ক্ষতি নেই—আমরা স্পর্শ করিয়ে নোব—জোর করে লিখিয়ে নোব।—ওহে!—আমি এই সুন্দরী জোসে-ফাইনকে বিবাহ করছি—তোমরা এর সাক্ষী!

জোসে॥ আর আমার সাক্ষী—সর্ব্বদর্শী জগদীশ্বর! তাঁর প্রভাবে তোর সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে।

সায়ান ॥ এ চেষ্টা পণ্ড হবার নয়—চেয়ে দেখ—দ্বারে দ্বাদশজন সশস্ত্র রক্ষী!

জোসে ॥ যথার্থই যদি সংসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে—ঈশ্বর-ভক্তের প্রতি যদি তাঁর কণামাত্র অনুগ্রহ থাকে—তাহলে তোর মতন পাপীর পশুশক্তি এখনই চূর্ণ হবে!

(নেপথ্যে) নেপো ॥ নিশ্চয়ই হবে;—ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বরভক্ত নিশ্চয়ই নিরাপদ!

সায়ান ॥ ওকি! কারা ওরা! রক্ষীগণ! প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াও-তলোয়ার খোলো—আটক কর—কাউকেও মন্দিরে ঢুকতে দিয়ো না

রক্ষীগণ ॥ তফাৎ যাও-তফাৎ যাও—(নিষ্কোসিত তরবারিহস্তে নেপোলিয়ান, মুরাট, লুই, ইউজিন ও হরতেনের প্রবেশ। রক্ষীগণের বাধাপ্রদান। অসিযুদ্ধ)

নেপো ॥ খবরদার! এখনই অস্ত্রত্যাগ করো;—আমি—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট! (রক্ষীগণের সসম্ভ্রমে অস্ত্রত্যাগ ও অভিবাদন)

সায়ান ॥ তাড়িয়ে দে—তাড়িয়ে দে, এরা দস্যু!

মুরাট ॥ চোপরাও বেয়াদপ! ফের যদি এরূপ সম্ভাষণ তোমার মতন নরাধমের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়—তাহলে এই ধর্মমন্দিরে তোমাকে টমাস বেকেটের ন্যায় হত্যা করবো।

সায়ান ॥ (স্বঃ) ওরে বাবা! বেটা বলে কি! সত্যি সত্যি কতে করবে নাকি!

পাদরীগণ ॥ হুজুর আমাদের কোন দোষ নেই—

নেপো ॥ (রক্ষীদের প্রতি) এখনি এখান থেকে চলে যাও (অভিবাদনপূর্বক রক্ষীদের প্রস্থান)

জোসে ॥ (সজোরে পাদরীর হাত ছাড়াইয়া—ধাক্কা দিয়া) নরপশু! জগদীশ্বরের প্রভাবের পরিচয় পেয়েছিস তো! এবার তোকে কে রক্ষা করবে?

নেপো ॥ পাদরী সায়ান! তুমি এই অত্যাচার মূলক অবৈধ কার্য্যের কি কৈফিয়ৎ দিতে চাও?

সায়ান ॥ আমি এ রাজ্যের প্রধান পাদরী; পঞ্চশতের সভার আমি একজন গণ্যমান্য সভ্য; আমি—আমার কৃতকার্য্যের কৈফিয়ৎ একটা সেনাপতিকে—

মুরাট ॥ (তরবারি সায়ানের স্কন্ধদেশে স্থাপনপূর্ব্বক) ফের যদি তুমি মহামান্য সেনাপতিকে এরূপ অভদ্রভাবে সম্ভাষণ করো—তাহলে তোমার এই মুণ্ডটি তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে লুণ্ঠিত হবে।

সায়ান ॥ আমাকে হত্যা করলে ফ্রান্সে ঝড় বয়ে যাবে—হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হবে।

মুরাট ॥ মিথ্যা কথা; আমরা বিদ্রোহ দমনে বদ্ধপরিকর; এ সময় তোমার মতন অত্যাচারী নাগরিককে হত্যা করলে আমাদের কোনোই কৈফিয়ৎ দিতে হবেনা।

সায়ান ॥ তাহলে আমাকে এখানে লাঞ্ছিত না ক'রে বিচারালয়ে পাঠিয়ে দাও।

নেপো ॥ এই ধর্মালয় ঈশ্বরের বিচারালয়;—এইখানেই তোমার বিচার কার্য্য সম্পন্ন হবে; তুমি এই মাননীয়াকে অপহরণ করে—বলপূর্ব্বক বিবাহ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলে—সেই অপরাধে তোমার প্রতি অতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হবে। (এলিজাকে লইয়া কাউণ্টের প্রবেশ)

কাউণ্ট ॥ সেনাপতি! আমার প্রার্থনা—মকদ্দমাটা আপোষে মিটিয়ে ফেলা হোক। এখানে অনেকগুলি পাদরী এবং পাদরিনীর সমাগম হয়েছে দেখতে পাচ্ছি! আপনারা সকলে শুনুন,—এই রমণীরত্ন জোসেফাইনের সঙ্গে সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের বিবাহ সম্বন্ধ পূর্ব্বেই স্থাপিত হয়েছে; আজ আপনাদের সর্দার পাদরী যখন কষ্ট স্বীকার করে জোসেফাইনকে ধর্ম-মন্দিরে আনয়ন করেছেন—তখন আমার ইচ্ছা এই সরদার পাদরী সায়ান স্বয়ং এ বিবাহে পৌরোহিত্য করুন; —যদিও আজকাল ফ্রান্সে বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নেই—পুরোহিতের প্রাধান্য নেই—তত্রাচ পাত্র এবং পাত্রী উভয়েই ধর্ম্মানুরাগী বলেই পুরোহিতের দ্বারায় এ বিবাহ সম্পন্ন হওয়াই সঙ্গত।

এলিজা ॥ এ বেশ কথা, এতে সব দিক রক্ষা হবে। —ভগিনী জোসেফাইন—তুমি তো তাহলে বড়ই বিপদে পড়েছিলে।

জোসে ॥ হ্যাঁ, বোন; বিপদে পড়ে আমি ক্রোধে অন্ধ হয়েছিলুম—ভয় বড় পাইনি; কেননা আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নিশ্চয়ই আমি বিপদ থেকে রক্ষা পাবো।

মুরাট ॥ (স্বঃ) এই এলিজা—সেনাপতির ভগিনী। যেন সরলতার একখানি প্রতিমূর্ত্তি! অনিন্দ্যসুন্দর বদনে কি মাধুর্য্য! আয়ত নীল নেত্রযুগলে কেমন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ গৌরবের স্পন্দনে চক্ষু দিয়ে স্বর্গীয় দীপ্তি প্রতিভাসিত হচ্ছে! অতি সুন্দর!

হরেন ॥ এই দুষ্টু পাদরী পুরুতগিরি করেই অমনি অমনি মুক্তি পাবে দাদা? আমার ইচ্ছে করছে—আমি ওর কান ধরে সমস্ত শহর ঘুরিয়ে আনি!

লুই ॥ (স্বঃ) জোসেফাইনের উপযুক্ত কন্যা বটে! যেন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! এ রত্নকে পাবার জন্য আমি কি না করতে পারি!

হরতে ॥ দাদা! চুপ করে রইলে যে!

ইউজিন ॥ সেনাপতি! সত্যই কি—এই নরাধমকে কোনো শাস্তি দেবেন না! আমার বিবেচনায় এই নরপশুকে একটু শিক্ষা দিলে ভাল হ'ত।

কাউন্ট ॥ আমি একে যে কার্য্যে বাধ্য করেছি—তাতেই এর যথেষ্ট শিক্ষা হবে;—বুঝলে ইউজিন —তবে আর শুভকার্য্যে বিলম্ব কেন? পাদরী সায়ান—তাহলে প্রস্তুত হও।

সায়ান ॥ আমি এ বিবাহে কথনই পৌরোহিত্য করব না।

লুই ॥ —তাহলে আমরাও তোমাকে এখানে পশুর মত বধ করতে কুণ্ঠিত হব না।

মুরাট ॥ টমাস বেকেটের কথা মনে রেখে কাজ কর নরাধম। আপত্তি করলেই অপমৃত্যু অনিবার্য্য।

সায়ান ॥ আচ্ছা—আমি প্রস্তুত।

কাউন্ট ॥ পাদরী ও পাদবিনীগণ। আপনাদের এ বিবাহে সাক্ষী হ'তে হবে।

পাদরীগণ ॥ উত্তম—উত্তম—আমরা এতে খুব রাজী।

কাউন্ট ॥ তাহলে পাদরী সায়ান। পাত্র-পাত্রীকে দুই পাশে নিয়ে দাঁড়াও—সম্প্রদান করো; তারপরে অঙ্গীকার আর সাক্ষীদের নাম স্বাক্ষরিত হবে। (সায়ান মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান; -দক্ষিণে নেপোলিয়ান এবং বামে জোসেফাইন;—উভয়ের হস্তে হস্ত সংযোজন;—জোসেফাইনের পদতলে নতজানু হরতেন এবং নেপোলিয়ানের পদপ্রান্তে নতজানু ইউজিনের আনুগত্য স্বীকার।

কাউন্ট ॥ প্রেমময় ভগবানের ইচ্ছায় এ বিবাহ মধুময়—পুষ্পময়—মঙ্গলময় হোক—এই আমাদের প্রার্থনা। (Drop)

উজ্জ্বল দৃশ্য

সুসজ্জিত আসনে পতি-পত্নীরূপে নেপোলিয়ান ও জোসেফাইন। দুই পার্শ্বে নতজানু পুত্রকন্যা; নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে মুরাট ও লুই দণ্ডায়মান; হরতেনের প্রতি লুইয়ের এবং এলিজার প্রতি মুরাটের সপ্রেম কটাক্ষ। এলিজার উর্দ্ধনেত্রে ভগবানের করুণা প্রার্থনা। কাউন্টের ইঙ্গিত-অভিনয়, সায়ানের স্বগত অভিসম্পাত;—দূরে বোরেন দণ্ডায়মান—নবদম্পতির প্রতি তাহার জলন্ত দৃষ্টি ॥ (Drop)

দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যান। এলিজা। গীত)

যেদিন তারে চোখে দেখেছি।
বুকের মাঝে হৃদয়রাজে লুকিয়ে রেখেছি।
সোহাগী সোহাগ করে বসি তার পাশে
মনে মনে মন বলেছে ভাল সে বাসে
হতে আমার মনের মতন,
কত সে করে যতন,
সাধের রতন কেউ না দেখে
মরম দিয়ে তাই ঢেকেছি॥ (হরতেনের প্রবেশ)

হরতেন॥ এ গান গাওয়া – কিন্তু বোনাপার্ট – ভগিনীর পক্ষে শোভা পায় না!

এলিজা॥ কেন,—গানের আবার অপরাধ কি হল?

হরতেন॥ গানটা আমার কানে যে বড় বেসুরে বাজল; এ সব গান—বোনাপার্ট ভবনে না গাওয়াই ভাল।

এলিজা॥ তুমি কি তাহলে গান গাইতে আমাকে বারন করছ হরতেন?

হরতেন॥ দূর—তা করব কেন? গান কে না গায়? আমিও কি গাই না? —হাঁ— তবে গাইতে হয় তো গানের মতন গান গাও;—এমন গানের সুর ধরো—যা শুনলে প্রাণ মেতে ওঠে; মৃত দেহেও জীবন সঞ্চার হয়।

এলিজা॥ কেন, আমি যে গান গাইলুম –তাতেও কি প্রাণ মেতে ওঠে না?

হরতেন॥ অবশ্য ওঠে; কিন্তু এ মাতন—ঠিক যেন অনলে পতঙ্গ পতন। —বোনাপার্ট ভগিনী! প্রেমে তুমি এমন পাগলিনী? ছিঃ!

এলিজা॥ তুমিই বা প্রেমের ওপর এমন খড়্গহস্ত কেন? তা বল তো শুনি! আমি প্রেমের সঙ্গে খেলা করি,—কিন্তু তোমার সঙ্গে তার যেন কত কালের আড়ি।

হরতেন॥ ওই দুটো ক্রোটন গাছের মাঝখানে মাকড়সার একটা জাল দেখতে পাচ্ছ, —আমি এই জালে আর প্রেমে বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখি না! একটি টুস্কি দিলে ওই জাল যেমন শত খণ্ড হয়ে ছিঁড়ে যায়,—তেমনি একটা ফুৎকারে পৃথিবীর প্রেম শতধা বিচ্ছিন্ন হয়!

এলিজা॥ এ তোমার ভুল ধারণা হরতেন;—প্রেম স্বর্গের জিনিস, মর্ত্তে এসেছে মানুষকে আনন্দে মাতাতে।

হরতেন॥ মাতাতে নয় এলিজা- মজাতে অথবা মারতে! শুনেছি—প্রেমের যিনি দেবতা, তিনি অন্ধ; কিন্তু আমার মনে হয়—যারা এই দেবতার পায়ে

দাসখৎ লিখে দেয়—দয়াময়ের দয়ায় তারাও এক রকম অন্ধ হয়ে যায়,—তখন আর তাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—পশুরও অধম হয়।

এলিজা॥ মিথ্যা কথা।

হরভেন॥ সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হাতে হাতে দিতে প্রস্তুত আছি!—দেখ আমরা চারটি প্রাণী এই বাগানটিতে নিত্য যাতায়াত করে থাকি;—ছুটি পুরুষ, আর ছুটি যুবতী। পুরুষ ছুটি হচ্ছেন—তোমার ভাই লুই, আর সেনাপতি মুরাট; আর যুবতী ছুটির একটি তুমি, আর একটি আমি! এখন এই প্রেমের দেবতার দৃষ্টি একসঙ্গে চারটি প্রাণীর ওপর পড়েছে! কিন্তু এই চারটি প্রাণীর প্রেমের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী।—বিদ্যুৎ প্রথম দেখলে চক্ষু ঝলসিত হয়, কিন্তু সেই বিদ্যুৎ যদি ক্রমাগত আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়—তাহলে সেই বিদ্যুৎকে সাথী করতে প্রাণ ব্যাকুল হয়;—লুইয়ের প্রেম ঠিক এই প্রকার। মুরাটের প্রেম সম্পূর্ণ রূপজ—অথচ এই প্রেমের দায়ে মুরাট না করতে পারে এমন কাজ বোধ হয় ছুনিয়ায় নেই আর তোমার প্রেম একটু রকমারী গোছের—কতকটা প্রাচ্যধরণের; যাকে ভালবেসেছ—প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছ বুকের ভেতর তার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে দিবারাত্রি পূজা করেছ! এ অতি উচ্চাঙ্গের নিষ্কাম প্রেম!

এলিজা॥ আর তোমার প্রেমটি কি রকমের হরভেন?

হরভেন॥ যা সচরাচর সামাদের সমাজ-সংসারে চলে—তাই; সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অস্বাভাবিকের বোট্‌কা গন্ধ আদৌ এতে নেই! লুই-এর সঙ্গে তোফা কোর্টসিপ্‌ চলছে।

এলিজা॥ তাহলে তোমার হৃদয়ে প্রেম নেই—একথা বুঝি তুমি বলতে চাও?

হরভেন॥ তা কেন বলব? প্রেমহীন প্রাণী সংসারে নেই;—তবে আমার প্রেম—প্রণয় নয়;—স্বদেশপ্রেম ভিন্ন অন্য কোনরকম প্রেম আমার হৃদয়ে কখনো প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে নি—পারবেও না! তোমরা যে প্রেমে পাগল,—সে প্রেমকে আমি ছেলেখেলা ব'লে মনে ক'র।

এলিজা॥ মুখে এমন কথা অমন অনেকেই বলে!

হরভেন॥ মুখে শুধু বলছি না এলিজা—কাজেও দেখাতে পারি;—দেখতে চাও তুমি? শোনো তবে তোমাকে একটা মজার সংবাদ দিই;—আজ এই প্রেমের প্যাঁচ একটু অস্বাভাবিক রকমে ঘুরিয়ে দিয়েছি; তার ফলে তোমার গুণধর ভাই লুই আর তোমার প্রেমের দেবতা মুরাট দুজনে পিস্তল

নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রস্তুত হয়েছে।

এলিজা॥ কি সর্ব্বনাশ!

হরত্তেন॥ কি সর্ব্বনাশ! দ্বন্দ্বযুদ্ধের নাম শুনে তোমার যে হৃদকম্প উপস্থিত হ'ল দেখ্‌ছি!

এলিজা॥ তুমি বলছ কি হরত্তেন? দুজনে যুদ্ধ করবে—গুলি ছুটবে—এক-জনের মৃত্যু নিশ্চিত।

হরত্তেন॥ সে তো ভাল কথা; -যুদ্ধে মৃত্যু যোদ্ধার কাম্য।

এলিজা॥ ওঃ—বুঝিছি, তুমি ঠাট্টা করছ।

হরত্তেন॥ ঈশ্বরের শপথ–ঠাট্টা করিনি! ওই দেখ প্রতিদ্বন্দ্বীযুগল নিজ নিজ মধ্যস্থকে নিয়ে এই দিকে আসছে।

এলিজা॥ অ্যাঁ, তাহলে সত্যই যুদ্ধ হবে! না, আমি কখনই এ যুদ্ধ হতে দোব না, আমি দাদাকে বলে এ যুদ্ধ বন্ধ করব —তুমি বলতে পার—এ যুদ্ধের কারণ কি?

হরত্তেন॥ কারণ - আমি;—তোমার সঙ্গে মুরাটের গোপনে গোপনে প্রেমের অভিনয় চলছে—তা তো লুই জানেনা; আমি কৌশল করে লুইয়ের মনে মিথ্যা ধারণা জন্মে দিয়েছি যে মুরাট আমার পাণি-প্রত্যাশী; তাই সে মুরাটকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছে।

এলিজা॥ কেন তুমি এ কাজ করলে হরত্তেন?

হরত্তেন॥ তোমাদের লুকোচুরী ভেঙ্গে দেবার জন্য। —যাক্ তুমি এর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না—এর মধ্যে একটু মজা আছে; চলো ওই ঝোপটার আড়ালে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলি। (উভয়ের প্রস্থান। লুই, মুরাট ও দুইজন মধ্যস্থের প্রবেশ)

মুরাট॥ লুই বোনাপার্ট। যুদ্ধ নিবৃত্ত হতে আমি তোমাকে শেষ বার অনুরোধ করছি; মনে রেখো—পিস্তলে আমি সিদ্ধহস্ত, আমার লক্ষ্য অব্যর্থ!

লুই॥ বুঝতে পেরেছি মুরাট,—প্রাণভয়ে তুমি বড়ই কাতর হয়েছ; তাই বারংবার ওরূপ প্রার্থনা করছ! কিন্তু মনে রেখো আমি তোমাকে কখনই অব্যাহতি দোব না! যদি তুমি যুদ্ধ না করো—কশাঘাতে আমি তোমাকে যুদ্ধে বাধ্য করবো।

মুরাট॥ (স্বগতঃ) কঠোর সমস্যা! লুই বোনাপার্ট কেন যে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে আমি তার কিছুই জানিনা! —তবে কি আমি এলিজাকে

ভালবাসি—এ কথা জানতে পেরে লুই আমাকে আক্রমণ করছে! না, একি সম্ভব হতে পারে! লুইকেও আমি একথা জিজ্ঞাসা করতে অক্ষম; কেননা—আমাদের প্রণয় গোপন রাখতে আমি এলিজার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; এ কথা তুলতে গেলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়। লুই আমার প্রভুর ভ্রাতা,—প্রভুর অবর্ত্তমানে তার অঙ্গে কি করে অস্ত্রাঘাত করি! অথচ যুদ্ধ না করলে, লুই আমাকে কশাঘাতে জর্জরিত করবে—ফরাসী কুলকলঙ্ক কাপুরুষ বলে ধিক্কার দেবে! এ অপমান অসহ্য;—তার চেয়ে যুদ্ধ করাই সঙ্গত। (প্রকাশ্যে) —বেশ, তাহলে যুদ্ধই হোক,—আমি প্রস্তুত।

১ম মধ্যস্থ॥ এই নিন আপনার পিস্তল। (মুরাটকে পিস্তল প্রদান)

২য় মধ্যস্থ॥ এই পিস্তল আপনার। (লুইকে পিস্তল প্রদান)

মধ্যস্থদ্বয়॥ এক—দুই—তিন— (উভয়ের পিস্তলের আওয়াজ—করতালি দিয়া হরতেনের প্রবেশ)

হরতেন॥ বাহোবাঃ—বীর বটে। হাতের কি অদ্ভুত লক্ষ্য—গুলি শোঁ শোঁ ছুটলো—অথচ দুই বীর পিস্তলহাতে দিব্য দণ্ডায়মান! এমন না হলে বীর!

লুই॥ তাই তো—এ কিরকম হ'ল। আমি তো ঠিক ছুঁড়েছি।

মুরাট॥ আমার লক্ষ্যও তো কখনো ব্যর্থ হয় না।

হরতেন॥ আমি কি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি—এ দ্বন্দ্বযুদ্ধের কারণটা কি?

মুরাট॥ আমি কিছুই জানি না—ইনিই আমাকে যুদ্ধে বাধ্য করেছেন। আপনি বরং আপনার ভাবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুন—আমার কি অপরাধ দেখে তিনি আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন

লুই॥ (স্বগতঃ) ভাবী স্বামী! মুরাট তো তাহলে হরতেনকে আমার পত্নী বলেই স্বীকার করলে! তাহলে মুরাটকে হরতেনের প্রেমাকাঙ্ক্ষী ভেবে আমি যে সন্দেহ করেছিলেম—তা কি মিথ্যা!

হরতেন॥ লুই, তাহলে তুমিই কি এ যুদ্ধের স্রষ্টা?

লুই॥ হাঁ,—কিন্তু যুদ্ধ বাধাবার আমার যথেষ্ট কারণ ছিল; আমি কোন সূত্রে সংবাদ পেয়েছিলাম—মুরাট তোমার পাণি প্রত্যাশী।

হরতেন॥ কিন্তু আমি জানি—মুরাট আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় শ্রদ্ধা করে; —মুরাট জানে—আমি তোমার ভাবী পত্নী।

লুই॥ হাঁ। আমি এখন তা বুঝতে পেরেছি; আমার সন্দেহ দূর হয়েছে;—

মুরাট! তোমার হাত দাও,—আমাকে মার্জ্জনা কর। (করমর্দ্দন)

মুরাট॥ আমিও তোমার কাছে মার্জনা চাচ্ছি লুই;—কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না—এ অঘটন সংঘটনের নায়ক কে?

হরতেন॥ নায়ক কেউ নেই—তবে নায়িকা আছে!—আমিই এই অঘটন সংঘটন করেছি; কারণ, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা যে দেশের মূলমন্ত্র,—সে দেশের যোদ্ধার কর্তব্য নয়—প্রেমের প্রবাহে এভাবে আত্মবিসর্জন! কেননা—প্রেম জিনিষটি বড় বড় বীরপুরুষকেও অনেক সময় পশু ক'রে ফেলে। এই সত্যটুকু সপ্রমাণ করার জন্য আমি একটু রকমারি খেলা খেলেছি,—এমন কি তোমাদের মধ্যস্থদুটিকে হাত করে পিস্তল দুটিতেও বিলক্ষণ কারিকুরি করেছি।

লুই॥ বটে! তোমারই তাহলে এসব কীর্ত্তি?

মুরাট॥ যখনই দেখলেম কারোর পিস্তলে কিছুই হলনা—তখনই বুঝেছিলেম—একটা কিছু অঘটন ঘটছে নিশ্চয়ই। (এলিজার প্রবেশ)

হরতেন॥ কেমন এলিজা—প্রেমের আর বড়াই করবে?

এলিজা॥ ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে সত্যই বড় লজ্জা পেতে হবে,—তার চেয়ে চলো—উনি না আসতে আমরা সকলে এ স্থান ত্যাগ করি। (সকলের প্রস্থান। জোসেফাইনের প্রবেশ)

জোসে॥ চিন্তা—চিন্তা—কেবল চিন্তা,—সুচিন্তা নয়, দুশ্চিন্তা! অষ্টাদশ মাস পূর্ণ হয়ে এলো—তাঁর একটি সংবাদ নেই—একখানি চিঠি পর্যন্ত নেই! আর কি ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারি! প্রাণ যে ক্রমেই উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। —এখন করি কি! অধ্যক্ষ-সভা নীরব,—তাঁর সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেনা, সংবাদপত্রের ধারণা তিনি মিশরে তুর্কী কর্তৃক অবরুদ্ধ অথবা নিহত! উঃ এ কথা ভাবতে গেলেও প্রাণ কেঁপে ওঠে! প্রথম প্রথম দু একটি যুদ্ধ জয়ের কথা ঘোষিত হয়েছিল—কিন্তু আর কোন সংবাদ নেই! ফ্রান্সে তাঁর যে সব শত্রু আছে তাদের উল্লাসের সীমা নেই,—আবার তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দের দুঃখেরও অবধি নেই। মিশরে তিনি যাওয়া অবধি আমি যে তাঁর একখানি পত্র পর্যন্ত পাইনি! জনরবে প্রকাশ, শত্রুপক্ষ তাঁর ফ্রান্সে ফেরবার সকল পথ রুদ্ধ করে রেখেছে,—অথচ মহামান্য অধ্যক্ষ-সভা এ সম্বন্ধে উদাসীন! তিনি যে ফ্রান্সের কণামাত্রও উপকার করেছেন—এ কথাও এরা এখন স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। লুই ও মুরাটের সহস্র আবেদনেও কোন ফল হয়নি। জানিনা

এই অধ্যক্ষ প্রভুদের উদ্দেশ্য কি ? (পত্র লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ। পত্রপাঠ) অধ্যক্ষ গোহিয়েরের ভবনে সান্ধ্য সম্মিলনের নিমন্ত্রণ ! বেশ, এ নিমন্ত্রণ আমি অবশ্যই রক্ষা করব,—এখানে সকল অধ্যক্ষ নিশ্চয়ই আসবেন,—এঁদের কাছ থেকে তাঁর সংবাদ জানবার জন্য আমি আজ যথাসাধ্য চেষ্টা করব। (ভৃত্যের প্রতি) আমার গাড়ী তৈরী করতে বল, আমি এখনই বেরুব।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(ধর্মযাজক সায়ানের বাটী। পুরুষবেশী রোহেন)

রোহেন ॥ নেপোলিয়ান মিশর জয় করেছে, অ্যালেকজান্দ্রা অধিকার করেছে, আবুকারটারগিবি—পিরামিডের যুদ্ধে ইংলণ্ড ও তুরস্কের সমবেত শক্তিকে বিধ্বস্ত ক'রে এখন জগদ্বিখ্যাত একার দুর্গ অবরোধ করেছে। এই দুর্গ যদি সে দখল করতে পারে, তাহলে সমস্ত এসিয়া নেপোলিয়ানের পদতলে লুণ্ঠিত হবে। ধন্য তুমি নেপোলিয়ান ! তুমি আমার মহাশত্রু,—তবু তোমাকে ধন্যবাদ ! বাইরে নেপোলিয়ানের এই জয়জয়কার, কিন্তু এদিকে ফ্রান্স তো যায়-যায় ! অস্ট্রিয়া আবার ইটালী কেড়ে নিয়ে ফরাসীকে আল্পসের এপারে তাড়িয়ে দিয়েছে ; অন্যান্য রাজশক্তিও ফ্রান্সের চতুর্দ্দিকে হাত বাড়াচ্ছে। আর আমার চেষ্টায় অধ্যক্ষসভার দুরবস্থার সীমা নেই। নিত্য নিত্য বিবাদ বিসম্বাদ,—নূতন নূতন ষড়যন্ত্র আর অত্যাচার। এইবার বুঝি আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়।—জোসেফাইনের সর্ব্বনাশ করব বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম —তা অনেকটা সিদ্ধ হয়ে এসেছে,—নেপোলিয়ান মিশর থেকে জোসেফাইনকে যে সব পত্র লিখেছে—পোস্ট অফিসের কর্ম্মচারীকে অর্থে বাধ্য করে সে সমস্ত পত্রই আত্মসাৎ করেছি, আর তার বিনিময়ে জোসেফাইনের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করে অসংখ্য বেনামী পত্র নেপোলিয়ানের কাছে পাঠিয়েছি,—এই পাদরী সায়ান জোসেফাইনের প্রতি অনুরক্ত জেনে পুরুষের ছদ্মবেশে এর কাছে দাসকার্য গ্রহণ করেছি ;—কেবল জোসেফাইনের সর্ব্বনাশ সাধন করবার জন্য। যদি কখনো নেপোলিয়ান প্যারিসে ফেরে তাহলে জোসেফাইনের মুখদর্শনও না করে—এই জন্য !—এই পত্রখানা আজ এই-মাত্র পাওয়া গেছে,—দেখি এতে কি লেখা আছে। (পত্র পাঠ) সর্ব্বনাশ ! ফ্রান্সের দুর্দশার কথা শুনতে পেয়ে নেপোলিয়ান ফ্রান্সে ফিরে আসছে ! ইংলণ্ডের অজেয় নৌশক্তি কি নিদ্রিত ?—তারা কি এ সংবাদ অবগত নয় ? তারা কি নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্ত্তন-পথ রুদ্ধ করে নি ? নিশ্চয়ই করেছে।

না করে—এখনই এ সংবাদ সমস্ত বৃটিশ নৌ শক্তিকে সতর্ক করে দেবে। যেমন করে হোক—নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্ত্তন বন্ধ করতেই হবে। —ওই যে আমার নূতন প্রভু বিচিত্র নৃত্য সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আসছেন! (বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত সায়ানের প্রবেশ)

সায়ান ॥ কি হে ছোকরা—কতদূর কি করে এলে?

রোহেন ॥ আজ্ঞে, সব কাজই শেষ ক'রে এসেছি হুজুর।

সায়ান ॥ জোসেফাইন তাহলে মজলিসে যাচ্ছে?

রোহেন ॥ আজ্ঞে হাঁ—তিনি যাচ্ছেন—একাই যাচ্ছেন।

সায়ান ॥ তারপর?

রোহেন ॥ আজ্ঞে তারপর—আপনিও তো যাচ্ছেন,—আপনিই তার সঙ্গে নাচবেন।

সায়ান ॥ তারপর?

রোহেন ॥ আজ্ঞে তারপর—আপনারা যখন নাচতে থাকবেন, আমি তখন তার কোচম্যানকে বলে দোব—বিবি আজ আর বাড়ী যাবেন না, তোমাকে গাড়ী নিয়ে চলে যেতে বলে দিলেন;—তাহলেই গাড়ী নিয়ে সে চ'লে যাবে।

সায়ান ॥ তারপর?

রোহেন ॥ আজ্ঞে তারপর, নাচ শেষ হয়ে গেলে কৌশল ক'রে বিবিকে আপনার গাড়ীতে তুলে দেওয়া যাবে।

সায়ান ॥ তারপর?

রোহেন ॥ তারপর আপনার হাত, আমি আর কি বলব বলুন?

সায়ান ॥ তারপর—বাজীমাৎ কি বল?

রোহেন ॥ আজ্ঞে, আলবৎ তাই বই-কি!

সায়ান ॥ আচ্ছা আমার নাচের সাজটা কেমন হয়েছে বলদিকি ছোকরা?

রোহেন ॥ অতি চমৎকার হয়েছে হুজুর! আপনাকে কি মানানই মানিয়েছে। নাচবার সময় বাহার আরও বেশী খুলবে।

সায়ান ॥ তা বটে, কিন্তু অদৎ বিষয়েই যে গলদ ছোকরা?

রোহেন ॥ কি বিষয়ে হুজুর?

সায়ান ॥ আমি যে নাচতেই তেমন জানি না!

রোহেন ॥ সে কি হুজুর! এমন সুন্দর চেহারা আপনার--আপনাকে দেখলে বিবিলোক তো দূরের কথা—বাবালোকদেরই নাচ পায়,—আর আপনার

পা নাচতে জানে না—একি কথার মত কথা হল হুজুর! আপনি নাচ না জানতে পারেন, কিন্তু আপনার পা নিশ্চয়ই নাচ জানে।

সায়ান ॥ সত্যি নাকি? তাহলে দেখব নাকি একবার পরখ ক'রে?

রোহেন ॥ দেখা তো উচিত।

সায়ান ॥ আচ্ছা এই পা! একবার নাচ দিকিনি—ধেই ধেই নাচ। (নৃত্য)

রোহেন ॥ (করতালি দিয়া) বাহোবা, চমৎকার নাচ হুজুর! আপনি আবার বলেন কিনা নাচতে জানেন না।

সায়ান ॥ আমি একবার পঁদিচেরীতে গিয়েছিলুম সেখানকার বিবিলোকের ঘোমটা নাচ দেখে—আমি একেবারে ভর হয়ে গিয়েছিলুম,—এবার আমি কোমর ঘুরিয়ে মাথায় হাত দিয়ে সেই নাচ নাচি দেখ। (নৃত্য)

রোহেন ॥ তোফা নাচ হুজুর। তোফা নাচ। —এ নাচ দেখলে জোসেবিবি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে।

সায়ান ॥ বল কি! আচ্ছা—এ তো গেল একানে নাচ, কিন্তু আজকের মজলিসে তো এ নাচ চলবে না,—বল নাচ হবে, - আমি তো কখনো 'বলে' নাচিনি – তার কসরতটা এখন কি করে করি বল দেখি।

রোহেন ॥ এর পর আর বলাবলি কি—দেখলেই হবে এখন হুজুর।

সায়ান ॥ দূর পাগল – তা কি কখনো হয়? একবার মহলা দিয়ে নিতে হবে যে,—তা' এক কাজ করা যাক্ না, তোমার সঙ্গেই না হয় একবার নাচা যাক—এস না।

রোহেন ॥ না হুজুর—তা কি কখনো হয়? আপনি হচ্ছেন—মনিব, আমি চাকর ;– আমার সঙ্গে নাচা আপনার পক্ষে সাজে কি হুজুর?

সায়ান ॥ আরে সাজালেই সাজে—এতে আবার কথা কি—এসো দেখি নাচি! (রোহেনকে ধরিয়া জোট বাধিয়া নৃত্যচেষ্টা)

রোহেন ॥ হুজুর! করেন কি—করেন কি—সময় যে হ'য়ে এলো—শেষে কি সব হারাবেন?—আমি গাড়ী তৈরী করাইগে! (হাত ছাড়াইয়া বেগে প্রস্থান)

সায়ান ॥ ছোকরাটী ভারী লাজুক!—কিন্তু এর গাখানি—বেশ নরম-নরম ঠেকছিল। যাক—এখন আসল কার্য্যেই গমন করা যাক! (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(অথাক্ষ গোহিরের প্রাসাদ;—নৃত্যসভা। গোহির ও গোহির পত্নী, বেগম,

সিয়ে, ডুকো, কার্ণো, মলিনস, তালিরন্দ ও তাহাদের পত্নীগণ,—সুসজ্জিতা নৃত্যশীলা ললনাগণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত।)

সিত মধু যামিনী, আধ হাসে কামিনী
চমকিত দামিনী নয়নে নয়নে।
আবেশে আপনহারা, যৌবন মাতোয়ারা
ধায় সময়ধারা সঙ্গীত স্বপনে ॥
সোহাগ রাগ হাসি অধরে অধরে
চাঁদে চাঁদে সাধে বাঁধে আদরে
টল টল অঙ্গ, উথলে তরঙ্গ,
মাধুরি মোহিত মোহিনী মোহনে ॥

কিংবা

ধর আদরে করে, হাসি মধু অধরে,
বিধু বিনোদিনী হাসে চাঁদিনী রাতি
নাও বিকচফুলে বুকে সোহাগে তুলে,
প্রেমিক প্রেমিকা খেল প্রমোদে মাতি ॥
মৃদু মলয়ে চলি খেলে কুসুমকলি,
কালি পড়িবে ঝরে, ক্ষোভে কাঁদিবে অলি।
আজি বাসর আলা, কালি শুকাবে মালা,
যতনে যাবেনা জ্বালা নিবান বাতি।
ধর নয়ন ফাঁদে প্রিয় বদন চাঁদে
নহে মলিন হবে কালি মুকুর ভাতি ॥

(পুরুষ ও রমণীগণের - রুজু রুজু দণ্ডায়মান,—এক সঙ্গে সকলের নতজানু হইয়া উপবেশন, পরস্পর অভিবাদন,—পরক্ষণে পরস্পর করমর্দন এবং জোট-বাধিয়া বল-নৃত্য নেপথ্যে মধুর বাদ্যধ্বনি। জোসেফাইনের প্রবেশ।)

গোহিব পত্নী ॥ (বেরাসের সহিত নর্ত্তনাবস্থায়) এসো ভাই জোসেফাইন,—এত দেরী তোমার ; বড়ই দুঃখিত হলুম।

গোহিব ॥ (বেরাস পত্নীর সহিত নর্ত্তনাবস্থায়) ধন্যবাদ ! জোসেফাইন।

জোসে ॥ ধন্যবাদ মহাশয়। (পাদরী সায়ানের প্রবেশ)

সায়ান ॥ বাহোবা - কেয়া তোফা ! —এরই মধ্যে নাচ শুরু হয়ে গেছে !

অধ্যক্ষগণ ॥ আসুন—আসুন—পাদরী সাহেব !

সায়ান ॥ আপনারা তো দেখছি সকলেই নর্ত্তনে মত্ত ;—দেখে যে আমারও নাচ পাচ্ছে।

বেরাস ॥ আপনিই বা আক্ষেপ রাখছেন কেন—আপনিও আসরে নেবে পড়ুন।

সায়ান ॥ কথা তো বলে ফেললেন—এখন আসরে নাচি কাকে নিয়ে,—আমি যে বে-জোড়—আমার জুড়ীদার কই ?

গোহির ॥ জোসেবিবিকেও তো দেখছি বে-জোড়! —তাহলে উনিই এখন আপনার যোগ্য জুড়ীদার।

মলিন্স ॥ খুব সৌভাগ্য আপনার পাদরী সাহেব,—সুন্দরী শ্রেষ্ঠ জোসেফাইন তাই আপনার নাচের সঙ্গিনী হচ্ছেন !

সিয়ে পত্নী ॥ মশাই বলছেন কি ? আমরা কি তাহলে এতই কুৎসিতা ? আপনি তাহলে ছেড়ে দিন আমাকে,—আমার সঙ্গে আপনার আর নেচে কাজ নেই !

মলিন্স ॥ আহা হা—আপনি চটবেন না—চটবেন না! আপনাকে আমার নৃত্য সঙ্গিনী রূপে পেয়ে আমিও আজ ধন্য হয়েছি।

সায়ান ॥ সুন্দরী জোসিবিবি ! আমি তাহলে তোমার সঙ্গে নাচতে ইচ্ছা করি —তুমি আমার নাচের সঙ্গিনী হও !

জোসে ॥ আমাকে মার্জ্জনা করুন পাদরী সাহেব, আমি এখন নাচে যোগদানে অক্ষম !

রমণীগণ ॥ কি অভদ্রতা ! কি অভদ্রতা !!

সায়ান ॥ শুধু অভদ্রতা নয়--ভয়ঙ্কর বর্ব্বরতা ! নাচের মজলিসে এসে যে নাচতে চায় না—সে ভদ্র আখ্যা পাবারই উপযুক্ত নয়।

গোহির ॥ পাদরী সাহেবের কথা যে যুক্তিযুক্ত—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।—আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি জোসেবিবি, তোমার আপত্তির কারণ কি ?

জোসে ॥ আমার স্বামী এই বল নৃত্যের বড়ই বিরোধী ;—তাই আমার এতে এত আপত্তি।

গোহির ॥ তাহলে জোসেবিবি, এ নাচের মজলিসে তোমার না আসাই উচিত ছিল।

জোসে ॥ আমি এ নাচের মজলিসে নাচতে আসিনি ;—এ মজলিসে আপনারা সকলেই সমবেত হবেন বুঝতে পেরে—আপনাদের কাছে আমার মিশর-প্রবাসী স্বামীর বর্ত্তমান অবস্থার কথা জানতে এসেছি। আমার বিশ্বাস—

যে কারণেই হোক, আপনারা তাঁর সম্বন্ধে সকল সংবাদ গোপন রেখেছেন; তাই আমি সকাতরে আপনাদের কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি—আমার স্বামীর সংবাদ দিয়ে আমাকে দারুণ দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা করুন।

গোহির॥ আজকের এই নাচের মজলিসটা কি তুমি এইভাবে পণ্ড করতে এসেছ জোসেফিন বিবি?

জোসে॥ নাচের মজলিসে আপনারা আজ আনন্দে প্রমত্ত কিন্তু যে ব্যক্তি ফ্রান্সের দুর্দিনে অসাধ্যসাধন করেছিলেন—আজ তার পত্নীর দুশ্চিন্তার সীমা নেই। আমি আপনাদের আনন্দ পণ্ড করতে আসিনি। মহামান্য অধ্যক্ষগণ! দয়া করে আমাকে আমার স্বামীর সংবাদ দিন;—আমি এখনি চলে যাচ্ছি

গোহির॥ তোমার স্বামীর সত্য সংবাদ পেলে তুমি কি খুশী হবে জোসিবিবি!

জোসে॥ হঁ—আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হব; সত্য সংবাদ যদি অপ্রিয় হয়—তাহলেও আমাকে বলুন,—আমি আর ভাবতে পারি না—আর সন্দেহে থাকতে পারি না

গোহির॥ তবে শোন, তোমার স্বামী—নেপোলিয়ান মিশরে সমাধি-লাভ করেছে!

জোসে॥ যাঁ! এ কি সত্য!!

সায়েন॥ সেটাও বলুন—সেট ও বলুন—আরবের ময়দানে তুর্কীরা তার কাটা মাথা নিয়ে ফুটবল খেলে দেদার মজা লুটেছিল!

জোসে॥ ভগবান!!! (নেপথ্যে উপর্যুপরি তোপধ্বনি—পত্র হস্তে উর্দ্ধশ্বাসে জনৈক পদাতিকের প্রবেশ)

অধ্যক্ষগণ॥ কি, কি—

গোহির॥ ব্যাপার কি। কি সংবাদ?

পদাতিক॥ ভারী জরুরী সংবাদ প্রভু! শুধু জরুরী নয়—ভারী সুসংবাদ!—মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফ্রান্সে ফিরে এসেছেন।

সকলে॥ যাঁ!!!

পদাতিক॥ এই তারের খবর নিন হুজুর।

গোহির॥ (পত্রপাঠ) "ইটালীর উদ্ধার কর্তা মিশর বিজেতা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট—সদলবলে এই মাত্র ফ্রান্সের ফ্রেজুস বন্দরে অবতরণ করেছেন। দুই দিনের মধ্যেই তিনি প্যারিসে উপস্থিত হবেন" (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ!

জোসে॥ ধন্য ভগবান। তুমি ধন্য। (গোহিরের প্রতি) মিথ্যাবাদী!

আমার দিগ্বিজয়ী স্বামী নাকি মিশরে সমাধি-লাভ করেছেন? —ওই শোনো —আমার স্বামীর বিজয়-দুন্দুভি বিশ্বময় বেজে উঠছে!! (নেপথ্যে পুনর্ব্বার তোপধ্বনি।)

গোহির ॥ এ সব তোপ কিসের?

পদাতিক ॥ কেল্লা থেকে তোপ হচ্ছে হুজুর। তোপ হবে না? —ফ্রান্সের দেবতা আবার ফ্রান্সে ফিরে এসেছেন,—তার জন্য তোপ হবেনা? তিনি পারিসে না আসা পর্যন্ত ক্রমাগত তোপ পড়বে—দিবারাত্রি বাজী পুড়বে—সমস্ত শহর আলোয় আলো হবে—এই তো শুনে এলুম

বেরাস ॥ আমরা খবর পেতে না পেতে এ খবর এরই মধ্যে কেল্লায় গিয়ে পৌঁছুলো কেমন কোরে?

পদাতিক ॥ শুধু কেল্লা কেন হুজুর,—এতক্ষণে এ খবর সমস্ত ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়েছে ওপর ওয়ালার মুখ চেয়ে-এ খবর তো কেউ চেপে রাখেনি হুজুর; —যে এ খবর পেয়েছে-সেই আমোদে নেচে উঠেছে-সেই এ খবর দশ জনকে শুনিয়েছে দশজনের মুখে দশ হাজার জানতে পেরেছে,—লোকের মুখে মুখে আর তারের সাহায্যে খবর ক্রমাগতই ছুটে চলেছে; আমিই এখানে আসতে আসতে কত লোককে যে এ খবর দিয়েছি—তার সংখ্যা নেই।

গোহির ॥ অচ্ছা বেশ করেছ, এখন তুমি দূর হও। (পদাতিকের প্রস্থান)

জোসে ॥ মাননীয় অধ্যক্ষগণ! যে জন্য আমি এখানে এসেছিলেম-ভগবানের কৃপায় আমার সে আশা সফল হয়েছে আমি এক্ষণে চললেম (প্রস্থান)

সায়ান ॥ আপনারা সকলে এই জোসেফাইনের আস্পর্দ্ধাটা দেখুন! —মহামান্য অধ্যক্ষ গোহিরকে মিথ্যাবাদী বলে সম্বোধন করে ও সদর্পে চলে গেল! —অথচ আপনারা কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না

বেরাস ॥ নেপোলিয়ানকে বিবাহ করে অবধি ওই রমণীর স্পর্দ্ধা প্রকৃতই অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে! আমাদের মুখের ওপর ও কিনা দম্ভভরে কথা কয়! আমার বিবেচনায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে শিক্ষা দেওয়া উচিত

গোহির ॥ ঠিক কথা; ওকে এখন এখান থেকে না যেতে দেওয়াই উচিত!— (ঘণ্টাবাদন। প্রহরীর প্রবেশ) যে রমণী এই মাত্র এখান থেকে বেরিয়ে গেল—আমার দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত সে যাতে ফটক পার হতে না পারে—সেদিকে দৃঢ় লক্ষ্য রাখ। (প্রহরীর প্রস্থান)

সায়ান ॥ তাহলে আমি একটা কাজের কথা বলি শুনুন —পারিসে এই

জোসেফাইনের শত্রুর অভাব নেই আমি বিশেষরূপ জানি—জোসেফাইনের সর্ব্বনাশ করবার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে; এমন কি—মিশর থেকে নেপোলিয়ান জোসেফাইনকে যে সব পত্র লিখেছে—তারা সে সমস্ত পত্র আত্মসাৎ করে নেপোলিয়ানের কাছে জোসেফাইনের চরিত্রে অপবাদ দিয়ে ক্রমাগত বেনামী পত্র পাঠিয়েছে। এখন যদি দু চারদিন জোসেফাইনকে লুকিয়ে রাখা যায়, তাহলে বাড়ীতে এসে পত্নীকে না দেখতে পেয়ে নেপোলিয়ানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবে। যদি বলেন—আমিই কৌশল করে ওকে দু একদিন আটক করে রাখতে পারি। তাহলেই ওর উপযুক্ত শিক্ষা হবে।

গোহির ॥ এ বিষয়ে আমি আপনাকে সম্পূর্ণ অধিকার দিলেম।

সাযান ॥ যে আজ্ঞে (স্বগত) ব্যাস্ তবে আর কি। কেল্লা ফতে করেছি!

(প্রস্থান)

গোহির ॥ নেপোলিয়ান ফ্রান্সে এসেছে, পারিসে আসতে আর বিলম্ব নেই; আজ রাত্রেই অধ্যক্ষ-সভার উদ্বোধন করে—এ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য নির্ণয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য

অধ্যক্ষগণ ॥ নিশ্চয়

গোহির ॥ তাহলে এ মজলিস-ভাঙ্গা হোক্

রমণীগণ ॥ কাজে কাজেই। (সকলের প্রস্থানোপক্রম)

বার্নো ॥ (স্বগতঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে শুনেই এই স্বার্থসর্ব্বস্ব অধ্যক্ষগণের হৃদকম্প উপস্থিত হয়েছে! কিন্তু এই বর্ব্বরের দল এটা বুঝতে পারলে না যে—অধ্যক্ষগণের ইঙ্গিতে একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন পাদরী কর্তৃক তাঁর সহধর্ম্মিণী নিগৃহীত—এ কথা যখন নেপোলিয়ানের শ্রুতি-স্পর্শ করবে তখন তার পরিণাম কি বিষময় হবে! নেপোলিয়ানের চেয়ে বংশগৌরব পদ-মর্য্যাদায় আমি শ্রেষ্ঠ কিন্তু তবু আমি নেপোলিয়ানকে ভক্তি করি—ভয় করি শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাস করি—এই তরুণ যুবক একদিন ফ্রান্সের সর্ব্বময় অধীশ্বর হবে—সুতরাং নেপোলিয়ান ও তার সহধর্ম্মিনীর পক্ষ সমর্থন আমাকে করতেই হবে;—যেমন করেই হোক এই জোসেফাইনকে নেপোলিয়ানের নিকট উপস্থিত করে অধ্যক্ষদের দর্পচূর্ণ করতে হবে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

(নেপোলিয়ানের বাটী হরতেন ও ইউজিন।)

হরতেন ॥ দাদা! আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একি বিষম বিষাদের সঞ্চার! এ কি বিধাতার অভিসম্পাৎ!

ইউজিন ॥ তা ভিন্ন আর কি বলব হরতেন? মায়ের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে শুধু বিষাদ নয়—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথা পর্যন্ত হেঁট হয়েছে। কত জনে কত কথাই না বলছে।

হরতেন ॥ ও কথা আর তুলো না দাদা;—এ পর্যন্ত কখনো কারো উঁচু কথাটি শুনিনি,—কিন্তু আজ অতি সামান্য লোকেও সামনাসামনি যে সব কথা বলে যাচ্ছে,—তা শুনলে বধির হতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা করে, হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিই

ইউজিন ॥ কি বলব হরতেন,—দীর্ঘকাল সুদূর মিশরে যাঁর সঙ্গে প্রবাস-যাপন করেছি—পার্শ্বে দাঁড়িয়ে শত্রুকে যুদ্ধ-দান করেছি—এখন গৃহে এসে এ দুঃসংবাদ শুনে তাঁর সম্মুখীন হতে কুণ্ঠিত হচ্ছি (লুইয়ের প্রবেশ)

লুই ॥ ইউজিন। হরতেন। এখনই বাইরে চলে এস, মা বোধ হয় এসেছেন্।

হরতেন ॥ যাঁ—মা

ইউজিন ॥ কোথায়—কোথায়—

লুই ॥ বাইরে এস—সব শুনতে পাবে—একটা কি বিপদ ঘটেছিল। শীঘ্র এস।

(সকলের প্রস্থান। নেপোলিয়ানের প্রবেশ)

নেপো ॥ সংসারটা ছলনার একটা প্রকাণ্ড রাজ্য। এখানে সরলতা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, মায়া-মমতা নেই, প্রকৃত প্রেমের প্রতিদান নেই,—আছে শুধু প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-ছলনা প্রেমের অবমাননা। উঃ প্রণয়ে অবিশ্বাসের চেয়ে মানুষের দুর্ভাগ্যের বিষয় বুঝি আর কিছুই নেই। এ অবিশ্বাসকে আমি তো সহজে হৃদয়ে স্থান দান করিনি, সুদূর প্রবাসে তার বিরুদ্ধে অপবাদপূর্ণ সহস্র পত্রেও আমি আস্থা স্থাপন করিনি,—আমি তখন সগর্ব্বে বলেছিলেম—সে আমার পত্নী; সকল কুৎসা—সকল নিন্দা—সকল অপবাদের উর্দ্ধে তার স্থান।—কিন্তু আজ আমার সে গর্ব্ব কোথায়? এই কি প্রেম? আমি যে তাকে আমার জীবনের অধিক ভালবেসেছি—আমার প্রণয়-কুসুম অকৃত্রিম অনুরাগ ভরে তার পদে অঞ্জলি দিয়েছি,—কিন্তু প্রতিদানে পেয়েছি কি—কেবল ছলনা—কেবল প্রতারণা—কেবল বিশ্বাসঘাতকতা।—আমার জোসেফাইন পাপিষ্ঠা। শত শত হীন যুবকের প্রেমে প্রমত্তা। জঘন্য প্রেমস্পৃহা পূর্ণ করবার জন্য আজ সে গৃহচ্যুতা। এমনি করে সে আমার

অপার্থিব প্রেমের অমর্য্যাদা করলে! উঃ—উঃ—আমার জোসেফাইন অবিশ্বাসিনী!!! না-না-এ কথা-এ কথা যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না—মনে যেন স্থায়ী হচ্ছে না!! —কেন হচ্ছে না! তার সম্বন্ধে আমার যে বড় উচ্চ ধারণা ছিল! নেপোলিয়ানের হৃদয়ের অর্দ্ধাংশ সে যে অধিকার করেছিল! উচ্চাকাঙ্খী নেপোলিয়ান বোনাপার্টের এই বিশাল বিশ্বে কেবল দুটি আকাঙ্খার জিনিস আছে;—এক জীবন যুদ্ধে অনন্ত গৌরব, আর প্রেমময়ী পত্নীর অফুরন্ত প্রেম! আমার কামনাকে মূর্ত্তিময়ী-রূপে বর্ণনা করতে হলে—পত্নী আমার দেহ, আর গৌরব আমার প্রাণ! আজ আমার সেই পত্নী অবিশ্বাসিনী; তার ফলে দেহ আমার শতধাচূর্ণ—শুধু প্রাণটুকু অবশিষ্ট আছে;- কে বলতে পারে—অদৃষ্টের নির্ম্মম আঘাতে দীনবিদীর্ণ এই দেহ মধ্যে প্রাণটুকু স্থায়ী হবে কিনা! —জোসেফাইন! জোসেফাইন! উচ্চাকাঙ্খী নেপোলিয়ানের উচ্চ আশাকে তুই এইভাবে চূর্ণ করে দিয়ে গেলি।—উঃ—এ চিন্তাও অসহ্য! অথচ—এ চিন্তার বুঝি নিবৃত্তি নেই!! (কেদারায় উপবেশন এবং চিন্তামগ্ন। ও তন্দ্রাচ্ছন্ন। ইউজিন ও হরতেনের হস্তাবলম্বনে জোসেফাইনের প্রবেশ।)

হরতেন॥ —বাবা? মা ফিরে এসেছেন।

নেপো॥ (চমকিত হইয়া)—একি! একি!—এ এখানে কেন? কে একে আমার সামনে আনতে বলেছে?—নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—যে পাপ স্বেচ্ছায় গিয়েছিল- আবার সে এখানে কেন?—নিয়ে যাও—

জোসে॥ স্বামী! প্রভু!—

নেপো॥ চুপ! চুপ!—আর ও সম্বোধনের প্রত্যাশা রাখি না! রমণি! মনে মনে আমি অনেক সুখস্বপ্ন দেখেছি; দেখে বিভোর হয়েছি—স্বপ্নরাজ্যে অনুপম সুখসম্ভোগ করেছি! কিন্তু এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেছে। সে সুখ-সম্ভোগের আশা বাতাসে মিশে গেছে।—আমার হৃদয় এখন মরুভূমি!

জোসে॥ প্রভু! আমি অবিশ্বাসিনী নই!—

নেপো॥ হ'তে পারে। কিন্তু তুমি যে এ রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিবাসীর প্রেমাকাঙ্খিনী হয়েছ—তা আমি জানতে পেরেছি! (সহসা দৃঢ় স্বরে) রমণি! আমার ইচ্ছা—এই দণ্ডে তুমি আমার সংস্রব ছেড়ে চিরজীবনের মতন দেশান্তরে চলে যাও!—তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধই নেই। (জোসেফাইনের মূর্চ্ছা ও পতনোদ্যম, পুত্রকন্যাকর্তৃক ধারণ) একে এখান

থেকে নিয়ে যাও ; এ অভিনয় আমার অসহ্য !

হরতেন ॥ বাবা ! সত্যই যার কোনো অপরাধ নেই ; শত্রু পক্ষ যাকে—

নেপো ॥ কোনো কথা শুনতে চাই না হরতেন ! আগে ওকে আমার বাটীর বাইরে রেখে এসো,—তারপর যদি কিছু বলবার থাকে ব'লো ॥

হরতেন ॥ বাবা ! অভাগিনী মা আমার সংজ্ঞাশূন্য ; এ রাত্রে এঁকে কোথায় নিয়ে যাবো ! আজ রাতটুকু এ বাড়ীতে থাকবার অনুমতি দাও বাবা !

নেপো ॥ তাই—তাই করো—এখন ওকে আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, —আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে ! (জোসেফাইনকে লইয়া পুত্রকন্যার প্রস্থান) কেন আমি এই রমণীর প্রতি এমন অন্ধভাবে আসক্ত হয়েছিলেম ! যে দিন মিশরে এর বিরুদ্ধে প্রথম পত্র পেয়েছিলেম—সেই দিনই কেন এই পাপিষ্ঠার মূর্ত্তি আমার হৃদয় থেকে বিসর্জন দিইনি ? তাহলে হয়তো আজ, আমাকে এত যন্ত্রণা—এত বেদনা—এত অনুশোচনা ভোগ করতে হ'ত না ! উঃ— সংসারে আমার মতন মন্দভাগ্য বুঝি আর কেউ নেই ৷ (কাউণ্ট ও কার্ণোর প্রবেশ)

কাউণ্ট ॥ বোনাপার্ট ৷ মার্কুইশ কার্ণো আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন ৷

নেপো ॥ একি, এমন সৌভাগ্য আমার ! আপনাকে যে আমার বাটীতে এভাবে দেখতে পাবো এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ৷

কার্ণো ॥ জেনারেল বোনাপার্ট ; এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক ; আমরা অনেক সময় যেটা ভাবি—সেটা ঘটেনা, আর যেটা ঘটবার প্রত্যাশা করিনা—সেইটিই ঘটে যায় ! —এ দুঃসময়ে যে আপনাকে হঠাৎ পাবে—দুদিন আগে ফ্রান্স এটা কি স্বপ্নেও ভেবেছিল ?

নেপো ॥ আমার ফ্রান্সে আগমনে ফ্রান্সবাসীরা কি সত্যই সন্তুষ্ট হয়েছে ?

কার্ণো ॥ আমার বোধ হয়—সে পরিচয় পথেই আপনি উত্তমরূপে প্রাপ্ত হয়েছেন ৷

নেপো ॥ আপনি কি সুখী হয়েছেন ?

কার্ণো ॥ সে তো দেখেই বুঝতে পারছেন ! আপনি বোধহয় জানেন—দু একটি বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য থাকলেও আমি আপনার গুণমুগ্ধ ৷

নেপো ॥ আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন ! তা আমি জানি ৷ জিজ্ঞাসা করি, অধ্যক্ষগণ কি আমাকে হঠাৎ উপস্থিত দেখে তুষ্ট হয়েছেন ?

কাউণ্ট ॥ হ্যাঁ—অত্যন্ত ; তবে তুষ্টির মাত্রাটা কিছু অতিরিক্ত হ'য়ে গেছে ৷

আপনার আগমন বার্তা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক আপনার অভ্যর্থনায় এমন একটা চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন—যার জন্যে আপনার উচ্চ সঙ্কল্পটাই পণ্ড হতে বসেছে!

নেপো॥ এ কথার অর্থ কি কাউন্ট?

কাউন্ট॥ এর অর্থ ইনিই ব্যক্ত করবেন।

কার্ণো॥ জেনারেল বোনাপার্ট? আপনি কি এখন প্রকৃতস্থ আছেন? আমার মনে হয়—আপনি বেশ স্বচ্ছন্দ নন!

নেপো॥ কেন আপনি কি আমার মুখে কোনও প্রকার অস্থিরতা বা কাতরতার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন? অন্তরে আমার যাই থাকুক—বাইরে কি তা প্রকাশ পাচ্ছে? আপনার জানা উচিত—অন্তরে ভীম হুতাশন প্রচ্ছন্ন রেখে মুখে হাসির প্রস্রবণ ছোটাতে আমি সদাই অভ্যস্ত!

কাউন্ট॥ এ কথা খুবই সত্য; উৎকৃষ্ট অভিনেতার গুণরাজিও আপনি আয়ত্ত করেছেন।—সেইজন্যই এইমাত্র আপনার নিরপরাধিনী পত্নী জোসেফাইনকে নিষ্ঠুরভাবে বিতাড়িত ক'রে আপনি আমাদের সঙ্গে বেশ সহজ সরলভাবে কথাবার্তা কইতে পারছেন!

নেপো॥ এ তোমার কি কথা কাউন্ট? নিরপরাধিনী পত্নী জোসেফাইন!! এ তুমি কি বলছ কাউন্ট? তাহলে কি তোমার বিশ্বাস—মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আমি আমার নিরপরাধিনী পত্নীকে পরিত্যাগ করেছি?

কাউন্ট॥ সত্যই তাই করেছেন!—এইখানেই আপনার দুর্ব্বলতা!—আপনি বিধিদত্ত অসংখ্য গুণের অধিকারী হলেও—লোক-চরিত্র অধ্যয়ন করার সামর্থ্য আপনার অতি অল্প। মানুষ প্রতিভাশালী কিনা—তা আপনি সহজে বুঝতে পারেন; কিন্তু কোনো ব্যক্তি ক্রূর কি স্বার্থপর, উপকারক—কি বিশ্বাস-ঘাতক,—এ তত্ত্ব নির্ণয়ে আপনি সম্পূর্ণ অপারক; এ ব্যাপারে আপনি পরের রসনাকে বড় বেশী বিশ্বাস করেন; তা সত্যই হোক—বা অতিরঞ্জিতই হোক! এই দুর্ব্বলতার হাত থেকে যদি আপনি অব্যাহতি না পান, তাহলে ভবিষ্যতে আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে! আপনার যদি লোক-চরিত্র অধ্যয়নের ক্ষমতা থাকতো—তাহলে অভাগিনী জোসেফাইন যখন করুণার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ আপনার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল—তখন তার বদনমণ্ডলে পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রভা দেখে—অপরের অপবাদ রটনা ভুলে গিয়ে—সাদরে তাকে হৃদয়ে ধারণ করতেন,—নিষ্ঠুরের মতন তাড়িয়ে দিতেন না।

নেপো॥ কাউণ্ট! এ অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপনা না হলেই ভাল হয়!—তুমি যার বদনমণ্ডলে পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রভা দেখেছ—আমি তার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে তবে নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেছি—এইটুকু দয়া করে মনে রেখো। আমার হৃদয়ে দয়ার অভাব নেই,—কিন্তু আবশ্যক হলে সে দয়ার উৎস আমি সবলে রুদ্ধ করতে পারি।

কার্ণো॥ হাঁ—তা আমি জানি। কিন্তু আপনার পত্নীর বিরুদ্ধে যে প্রমাণগুলি পেয়ে আপনি এই দয়ার উৎস সবলে রুদ্ধ করেছেন—সেই প্রমাণগুলিই ভিত্তিহীন।

নেপো॥ আপনি কি করে জানলেন যে সেগুলি ভিত্তিহীন?

কার্ণো (একতাড়া পত্র দেখাইয়া) এই প্রমাণের বলে।

নেপো॥ ও'গুলি কি?

কাউণ্ট॥ ও'গুলি আপনার পত্নীর পরিত্রাণের অস্ত্র!

কার্ণো॥ আর এই অস্ত্র—আপনার স্ত্রীর সর্ব্বনাশের জন্য রাজধানীর বক্ষের ওপর যে চক্রান্তের চত্বর স্থাপিত হয়েছে—সেখান থেকেই আবিষ্কার করা হয়েছে।—(একখানি পত্র বাহির করিয়া)—এ পত্রখানি আপনি চিনতে পারেন কি না দেখুন দেখি!

নেপো॥ (পত্র দেখিয়া) এ যে আমারই হস্তাক্ষর দেখছি!—(দীর্ঘশ্বাস) এ পত্র আমিই মিশর থেকে পাঠিয়েছিলেম।

কার্ণো॥ আচ্ছা—এগুলি—এ সবও বোধ হয় আপনারই লেখা!

নেপো॥ নিশ্চয়! —কিন্তু এ সব নিয়ে কেন আমাকে আবার বিচলিত করছেন? এ সব লিপি এখনই পুড়িয়ে ফেলুন। এ সমস্ত পত্রই আমি সেই হতভাগিনীকে লিখেছিলেম।

কার্ণো॥ কিন্তু সেই হতভাগিনী এ সব চিঠির একখানিও পায়নি—মূর্ত্তি পর্যন্ত দেখেনি!

নেপো॥ এর অর্থ কি?

কাউণ্ট॥ এর অর্থ এই—যে চক্রান্তের কথা ইনি এই মাত্র বললেন, সেই চক্রান্তের চক্রীরা একটু মাথা খাটিয়ে পোষ্ট অফিস থেকেই চিঠিগুলি আত্মসাৎ করেছেন, আর তার উত্তর স্বরূপ আপনার কাছে (আর একতাড়া চিঠি বাহির করিয়া) এই অতি মোলায়েম মাকাল ফলগুলি যত্ন ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন! —এগুলি দেখুন দেখি! মনে রাখবেন কিন্তু—এ হচ্ছে নকল,

এর আসল আপনি মিশরে বসেই পেয়েছেন ;—নকলগুলি আমরা তাদের আড্ডা থেকেই পেয়েছি।

নেপো॥ এ সব কি! —মিশরে আমি যে সব কুৎসাপূর্ণ বেনামী চিঠি পেয়েছি এগুলো দেখছি যে - সেই সব চিঠিরই অবিকল প্রতিলিপি! এ কি রহস্য! এ কি প্রহেলিকা। (গম্ভীর ভাবে চিন্তা)

কার্ণো॥ আপনার পত্নীর বিরুদ্ধে আপনি যে সব প্রমাণ পেয়েছেন—আমার এই সব প্রমাণ তাঁর স্বপক্ষে জয়যুক্ত হবে, এটা বোধ হয় আপনি এখন বুঝতে পারছেন। এবার আমি আমার চোখে দেখা প্রমাণ ব্যক্ত করবো! সে কথা শুনলে আপনি ধৈর্য্যহারা হবেন, আপনার বুকের রক্ত মাথায় গিয়ে উঠবে!

নেপো॥ এই সব যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যই কি আমি সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে মিশর থেকে পারিসে ফিরে এলেম?

কার্ণো॥ এইবার আপনার যন্ত্রণার অবসান হবে! শুনুন তবে,—আপনার পত্নী এই দীর্ঘকালের মধ্যে আপনার কোনও পত্র না পেয়ে অত্যন্ত ব্যাথিতা হন,—সেদিন গোহিরের ভবনে নাচের মজলিসে তিনি নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন। সে মজলিসে আমিও ছিলেম। নাচ আরম্ভ হয়ে গেলে আপনার স্ত্রী অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে পাদরী সায়ান তাঁর সঙ্গে নাচবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে; কিন্তু আপনি এই নৃত্যের বিরোধী ব'লে—আপনার স্ত্রী নাচতে অসম্মত হন। তখন গৃহস্বামী গোহির তাঁকে বলেন—'যদি না নাচবে তবে এখানে এসেছ কেন?' আপনার স্ত্রী বলেন- 'আমি নাচতে আসিনি, আমার স্বামীর সংবাদ জানতে এসেছি।' গোহির বলেন—'তোমার স্বামীর মিশরে সমাধি হয়েছে।' ঠিক এই সময় সংবাদ পাওয়া গেল—আপনি ফ্রান্সে ফিরে এসেছেন। তখন আপনার পত্নী আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে অধ্যক্ষ গোহিরকে মিথ্যাবাদী বলে ধিক্কার দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন কিন্তু এই ব্যাপারে অধ্যক্ষগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন—তাঁকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য বলে মত প্রকাশ করেন। তখনই ওই পাদরী সায়ান আপনার পত্নীকে কিছুদিন আবদ্ধ করে রাখবার প্রস্তাব করে; —সে এ কথাও বলে যে, জোসেফাইনের বিরুদ্ধে অসংখ্য বেনামী পত্র নেপোলিয়ানের কাছে গেছে,— এখন একে আবদ্ধ করে রেখে পরে ছেড়ে দিলেও—নেপোলিয়ান ওকে আর গ্রহণ করবে না—তাহলেই এর শিক্ষা হবে;-- গৃহস্বামী এ প্রস্তাবে সম্মত হন,- ফলে আপনার পত্নী বন্দিনী হন। এই ভণ্ড পাদরীর বাটী থেকে

এই মাত্র আমরা তাঁকে উদ্ধার করে এনেছি ; নরাধমের এমন সাহস যে, আপনার পত্নীর ওপর অত্যাচার পর্যন্ত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল,—কিন্তু আমাদের সময়োচিত সাহায্যে সে সিদ্ধমনোরথ হতে পারেনি। এই সমস্ত পত্র তারই বাটী তল্লাশ করে পাওয়া গিয়েছে।

নেপো ॥ জোসেফাইন। অভাগিনী জোসেফাইন। আমার অর্চ্চনীয়া জোসেফাইন। আমি তোমার প্রেমের অযোগ্য—আমি তোমার অপদার্থ স্বামী! বর্ব্বরের মতন আমি তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছি! মহাশয়গণ! আপনাদেরই অনুগ্রহে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আজ আবার নবজীবনের অধিকারী হলো। পত্নীহারা হয়ে—দেহ আমার ভেঙ্গে গিয়েছিল—যন্ত্রণায় জীবন পর্যন্ত পলে পলে দগ্ধ হচ্ছিল ; কিন্তু এখন জীর্ণদেহ আবার দৃপ্ত—এ প্রাণ আবার পরিপুষ্ট—উদ্যম আবার আয়ত্ত!—আমার সেই নিগৃহীতা লাঞ্ছিতা—পরিত্যক্তা পত্নীর কৃপাভিক্ষা এখন আমার কর্তব্য (প্রস্থান)

কাউণ্ট ॥ লোকটার জীবনটা একেবারে মাটি হয়ে যেতো—যদি আপনি এমন নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য না করতেন।

কার্ণো ॥ আমি নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে এ কাজে হাত দেইনি কাউণ্ট,—আমার একটু স্বার্থসম্বন্ধ আছে নিশ্চয়ই,—তবে সেটা ফ্রান্সের পক্ষেও কল্যাণজনক। চলো—আমরা ঐ দিকেই যাই

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

(জোসেফাইনের শয়নকক্ষ সোফায় জোসেফাইন।)

জোসে ॥ কেন এমন হোল। কি করেছি আমি? কোনো অপরাধে আমি তো অপরাধিনী নই,—তবে কেন ভগবান আমাকে এ যন্ত্রণা দিলেন। পাপীই পাপের শাস্তি পায়,—কিন্তু আমি তো প্রেমেও কখনো পাপ করি নি,—তবে কেন আমার এ সাজা?—কলঙ্কিনী বারবণিতার মতন আমি আজ লাঞ্ছিতা—নিগৃহীতা! হায়—এত প্রেমে এমন বিসাদ।—আমি পরিত্যক্তা —বিতাড়িতা! এই রাতটুকু মাত্র এ আলয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। তারপর? না-না—তা পারবো না—তা পারবো না—নেপোলিয়াকে পরিত্যাগ করে আমি কিছুতেই যেতে পারব না ;—কেন যাবো? তিনি আমার প্রভু—আমার স্বামী—আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! যদি একান্তই যেতে হয়—তাহলে এ পৃথিবী থেকে জন্মের মতন বিদায় নেব—তাঁর ক্রোধে দগ্ধ হয়ে মরব—তাঁর পদতলেই এ জীবন বিসর্জন দোব।—আমি যাবো—আবার

তাঁর কাছে যাবো—সমস্ত কথা প্রকাশ করে বলবো—আমি অবিশ্বাসিনী নই, অপবাধিনী নই—আমি তোমার প্রেমময়ী পত্নী! এতেও কি তাঁর দয়া হবে না?—উঃ—এ কি হোল! বুকের ভেতর এমন করে উঠল কেন! মাথাটা ঘুরে গেল!—উঃ উঃ—নেপোলিয়ান—নেপোলিয়ান স্বামী আমার—

(সোফায় শয়ন। অবসন্নভাবে। নেপোলিয়ানের প্রবেশ।)

নেপো॥ উন্মত্ত বিকৃতমস্তিষ্ক সন্দিগ্ধচিত্ত নেপোলিয়ানের বর্ব্বরতাব কি চমৎকার নিদর্শন! এই পতিপ্রাণা প্রেমময়ী রমণী আমা-কর্তৃক নিদারুণ নিগৃহিতা হয়েও জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, বারংবার আমারই নাম উচ্চারণ করছে,—আর আমি পরশ্রীকাতর নরাধমদের অসার পত্রে নির্ভর করে এর ওপর কি কঠোর ব্যবহারই না করেছি। আমার এ অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে!—জোসেফাইন! জোসেফাইন!

জোসে॥ এ কি শুনলুম—কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম! এ কি স্বপ্ন! না - তা তো নয় - কণ্ঠস্বর তো স্পষ্ট শুনলুম - শুনে যে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হলো! কোথায়—কোথায় তুমি প্রভু—কোথায় তুমি আমার প্রিয়তম!

নেপো॥ (সম্মুখে আসিয়া) জোসেফাইন! হৃদয়ের আরাধ্য দেবী জোসেফাইন!!

জোসে॥ প্রভু! প্রাণেশ্বর! (উঠিয়া সবেগে নেপোলিয়ানের বক্ষে পড়িয়া রোদন)

নেপো॥ জোসি! জোসি! আমি অতি অপদার্থ—আমি উন্মত্ত--তাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তোমার প্রতি বর্ব্বরের মতন ব্যবহার করেছি! আমাকে মার্জ্জনা কর প্রিয়তমে (সোফায় বসাইয়া)

জোসে॥ (সোফা হইতে উঠিয়া নেপোলিয়ানের পদতলে বসিয়া) প্রভু! আমি তোমার স্নেহময়ী পত্নী—আমি অবিশ্বাসিনী নই!

নেপো॥ (পুনরায় বসাইয়া) তা আমি জেনেছি প্রিয়তমে—সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়েছি। আমার প্রেমোন্মাদিনী আদরিনী জোসি! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ছিলেম—তাই তোমার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি, —অনুতপ্ত স্বামীকে দয়া কর জোসি!

জোসে॥ তুমি আমার কাছে দয়া চেয়ো না প্রিয়তম, চিরদিন আমিই তোমার দয়ার পাত্রী; তোমার প্রেমে—তোমার দয়ায়- তোমার সততায় আমি আত্মহারা;—তুমি যে আমার কাছে 'জোসেফাইনের নেপোলিয়ান' প্রভু।

নেপো॥ সত্য প্রিয়তমে—আমি গৃহে তোমারই নেপোলিয়ান, তোমার প্রেমে আমি আত্মহারা হই;—তোমার সঙ্গসুখে আমার সকল চিন্তা সুপ্ত হয়

—আত্মা প্রেমের উৎসে সন্তরণ করে—স্বর্গীয় প্রেম-সৌরভে চিত্ত আমোদিত হয়ে ওঠে,—আমি যেন তখন জাদু-পুত্তলিকার মতন মুগ্ধ হয়ে তোমার সুন্দর মুখ পানে চেয়ে তোমার পার্শ্বে বসে থাকি, আমি তোমাকে এত ভালবাসি! —কিন্তু সেই আমি তোমার প্রতি কি কঠোর নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি!

জোসে ॥ ও কথা তুমি ভুলে যাও,—এ অপ্রিয় ঘটনার কথা স্বপ্নের মতন আমি ভুলে যাব,—তুমিও ও কথা আর মনে রেখো না।

নেপো ॥ এ অপ্রিয় কথা আমি মনে রাখব না সত্য—কিন্তু এই অপ্রিয় ঘটনার যারা নায়ক, তাদের আমি এমন শিক্ষা দেব যে তারা এ কথা চিরকাল স্মরণ রাখবে, নেপোলিয়ানের পত্নীর প্রাণে দাগা দেবার চমৎকার প্রতিফল তারা মৃত্যু পর্য্যন্ত উপভোগ করবে। (কাউণ্ট, কার্ণো, লুই, হরতেন, ইউজিন, এলিজা প্রভৃতির প্রবেশ) কাউণ্ট। আমি বড় ভাগ্যবান,—যুদ্ধজয় আমার যেমন সহজ-সাধ্য,—জোসেফাইনের হৃদয় বিজয়েও আমি তেমনিই অভ্যস্ত।

কাউণ্ট ॥ দুর্ভাগ্যক্রমে জোসেফাইনের হৃদয় নারীসুলভ অভিমানের ভার বহনে একান্ত অক্ষম, তাই এখানে আপনি সহজেই জয়ী হন,—অন্যথায় এখানে আপনাকে শুধু হারা নয় – এমন ঘা খেতে হ'ত যে– এদিকে রণসাজে সেজে আপনাকে আর কস্মিনকালেও আসতে হোত না – অধীনতা লোভনীয় হ'ত।

নেপো ॥ —এ কথা খুব সত্য তবে সৌভাগ্যক্রমে জোসেফাইনের হৃদয় দুর্গ আমার কাছে অরক্ষিত –তাই বিজয় এত সহজ সাধ্য। হরতেন, ইউজিন— তোমাদের মা আমাকে ক্ষমা করেছেন—তোমরা আমাকে ক্ষমা করেছ তো?

হরতেন ॥ মেয়ে কতক্ষণ পিতার ওপর অভিমান করে থাকতে পারে বাবা? মেয়ে চিরদিন পিতার অনুকূল, বরং দাদাকে জিজ্ঞাসা কর -

ইউজিন ॥ কেন হরতেন— আমার ওপর আবার চাপ দিচ্ছিস কেন? —মাকে কষ্ট দিয়ে –আমাদের সকলের মিলনানন্দের মূলে যারা কাঁটা দিয়েছে – তাদের উচিত মত শিক্ষা দেওয়া কার না ইচ্ছে?

কার্ণো ॥ হাঁ— এ কথাটা কথার মতন কথা বলেছ ইউজিন, –নেপোলিয়ান যদি সত্য সত্য এর প্রতিশোধ তুলতে না পারেন— তাহলে শুধু তোমাদের নয়— তোমাদের জননীরও অভিমান করা উচিত। যে অধ্যক্ষসভা ফ্রান্সের ভাগ্য-বিধাতা, সেই অধ্যক্ষগণের ইঙ্গিতেই ফ্রান্সের গৌরব রক্ষাকর্ত্তা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পত্নী নিগৃহিতা হয়েছেন।

নেপো ॥ দেখুন—এই অধ্যক্ষ সভা ওলট-পালট করতে পারি—যদি আমি

সর্ব্বতোভাবে আপনার সাহায্য পাই। কেন না, আপনি পঞ্চ শতের সভার সভাপতি এবং জনসাধারণের প্রিয়তম নেতা! —তাই আপনার সামর্থ্যের ওপর আমার এত বিশ্বাস।

কার্ণো॥ এ বিষয়ে আমি কায়মনোপ্রাণে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। —ফ্রান্সের বর্ত্তমান দুঃসময়ে 'মাথা' আর 'তরবারি' এই দুটি জিনিস বড় দরকারী;—বিধাতার আশীর্ব্বাদে আপনি এই দুটি জিনিসেরই অধিকারী। —তাই আপনার প্রতি আমারও এত উচ্চ বিশ্বাস। (মুরাটের প্রবেশ)

নেপো॥ কি সংবাদ মুরাট? শুভজনক বলে আশা করতে পারি কি?

মুরাট॥ পারিসের সমস্ত সেনানী সৈনিক কর্ম্মচারী ও সৈন্যদল প্রকাশ্যভাবে আপনার দর্শনপ্রার্থী। কিন্তু অধ্যক্ষ-সভা তাদের এ ইচ্ছার বিরোধী। সভা প্রধান সেনাপতি মোরোকে আদেশ করেছেন—যেন কোন সেনা এ ব্যাপারে যোগদান না করে।

নেপো॥ মোরো আবার প্রধান সেনাপতি হয়েছেন নাকি! আচ্ছা সৈন্যদের ইচ্ছা কি প্রকার?

মুরাট॥ তাদের ইচ্ছা—তারা সদলে 'বলিবার্ডে' সমবেত হয়—আর আপনি সেই স্থানে তাদের দর্শন দান করে কৃতার্থ করেন।

নেপো॥ উত্তম, আমি সৈন্যদের ইচ্ছাই পূর্ণ করব,—সৈন্যগণ আমার সন্তান! আমি এখনি এক ঘোষণাপত্র সমস্ত সৈন্য-মধ্যে প্রচারিত করবো, তার ফলে কাল প্রত্যুষে সমস্ত সৈন্য ও সৈনিক-কর্ম্মচারী বলিবার্ডে সমবেত হয়ে আমার সাক্ষাত পাবে, এবং সে সাক্ষাতের ফল এমন বিস্ময়জনক হবে যে—সমগ্র জগৎ বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হবে।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(বলিবার্ড। সেনানীগণ, সৈনিক-কর্ম্মচারীগণ, সুসজ্জিত—সশস্ত্র পতাকাধারী সৈন্যগণ,—সৈন্যগণের গীত।)

আসছে অই বিশ্বজয়ী বীর।
বাজাও তুরী বিজয় ভেরী জয়রবে গভীর॥
তোল বিজয়-নিশান বিমান ছেয়ে;
ভয়ে অরি দেখুক চেয়ে,
কর উচ্চকণ্ঠে আবাহন কীর্ত্তিগান গেয়ে,—
দাও বিজয়মালা সমাদরে ভক্তিভরে নোয়াও শির॥

(তূর্য্যধ্বনি—এবং নেপথ্যে রণবাদ্য—সঙ্গে সঙ্গে অত্যুজ্জ্বল সামরিক পরিচ্ছদে নেপোলিয়ান, লুই, মুরাট, ইউজিন, কার্ণো প্রভৃতির প্রবেশ। পূর্ব্বোক্ত সেনানী ও সৈন্যগণের টুপী খুলিয়া অভিবাদন।)

সেনানী ও সৈন্যগণ। ॥ আমরা ধন্য! আমরা ধন্য!! নেপোলিয়ঁার জয় হোক !!

অনৈক সেনানী ॥ আমরা সমস্বরে আমাদের আরাধ্য দেবতা মিশর বিজেতা নেপোলিয়ঁা বোনাপর্টের জয় ঘোষণা করছি।

সকলে ॥ নেপোলিয়ঁার জয় হোক !!!

নেপোলিয়ান ॥ (টুপী খুলিয়া) জননী ফরাসীভূমির জীবন-স্বরূপ এই সমবেত বীরবৃন্দের প্রতি আমি যথাযোগ্য অভিবাদন করছি!

সৈন্যগণ ॥ এমন কথা আমরা কারো মুখে শুনি নি!

সেনানীগণ ॥ আপনি চিরজীবি হোন।

সৈন্যগণ ॥ জয়—নেপোলিয়ঁা। জয় নেপোলিয়ঁা!! (সৈন্যগণের প্রবল উচ্ছ্বাস—ঘন ঘন পতাকা সঞ্চালন)

কার্ণো ॥ সৈন্যগণ। সেনানীগণ। সৈনিক-কর্ম্মচারীগণ। ভদ্রমহোদয়গণ!—আপনাদের আবেদন শিরধার্য্য করে মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আজ আপনাদের দর্শন দিতে এসেছেন। দীর্ঘকাল পরে আজ আবার তাঁর সঙ্গে আপনাদের এই সম্মিলন। অদ্যকার এই সম্মিলন দিন ফ্রান্সের জাতীয় ইতিহাসে যাতে একটি চিরস্মরণীয় দিন বলে পরিগণিত হয়—ফ্রান্সের জনসাধারণের পক্ষ হতে আমি সেজন্য বদ্ধপরিকর হয়েছি;—পঞ্চশতের সভার সভাপতিরূপে আমি এই ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেছি। এ ঘোষণাপত্র আমি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের হস্তে প্রদান করছি,—তিনিই আপনাদের সমক্ষে পাঠ করবেন। (পত্র প্রদান)

নেপো ॥ (পাঠ) সৈন্যগণ। সেনানীগণ! সৈনিক কর্ম্মচারীগণ। ভদ্রমহোদয়গণ! ফ্রান্সের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য—ফ্রান্সের লুপ্ত মর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য—ফ্রান্সের নবীন প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদকামী রাজতন্ত্রীগণকে দমন করবার জন্য—ফ্রান্সের বিরুদ্ধবাদী বিদ্বেষপরায়ণ শক্তিপুঞ্জকে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে বাধ্য করার জন্য—এবং অভ্যন্তরীন সকল গোলযোগ, সকল অসুবিধা, সকল বিশৃঙ্খলার নিরকরণ পূর্ব্বক জনসাধারণের শান্তি ও স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখবার জন্য—নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে ফ্রান্সের সমুদয় সৈন্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রদান করা হ'ল। (সেনানী ও সৈন্যগণের ঘন ঘন করতালি প্রদান)

কার্ণো॥ তাহলে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নেতৃত্ব স্বীকার করতে আপনারা সকলেই সম্মত?

সৈন্যগণ॥ অবশ্য! অবশ্য!!

অনেক সেনানী॥ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর নেপোলিয়ঁা বোনাপার্টের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া আমরা সৌভাগ্য বলে মনে করি!

সৈন্যগণ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়;—আমরা নেপোলিয়ঁাকে চাই! —নেপোলিয়ঁা, আমাদের নেপোলিয়ঁা!!

নেপো॥ বন্ধুগণ! ফ্রান্সের এই সাধারণতন্ত্র তরনী আজ কর্ণধার বিহীন হ'য়ে নিমজ্জিত হ'তে বসেছে! —এ মগ্নপ্রায় তরণীকে রক্ষা করতে হবে তোমাদের প্রত্যেকের সাহায্য আবশ্যক! তোমরা কি আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত?

সৈন্য ও সেনানী॥ —শপথ করছি—শপথ করছি—সাহায্য করবো! (পতাকা সঞ্চালন। দ্রুতবেগে হরতেনের প্রবেশ)

নেপো॥ একি হরতেন! কি সংবাদ মা?

হরতেন॥ বাবা! ওদিকে ভয়ঙ্কর বিপদ! অধ্যক্ষ সভা তোমাকে বিদ্রোহী প্রতিপন্ন করে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করেছে;—তোমার বিপক্ষ দল সকলেই সেখানে সমবেত হয়েছে;—কাউন্টকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেছে—সভার মধ্যেই নাকি তাঁকে হত্যা করা হবে। তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করা এখনি দরকার।

নেপো॥ বন্ধুগণ! এই মাত্র আমি সংবাদ পেলেম আমাদের স্বেচ্ছাচারী অধ্যক্ষ সভা এমন এক অন্যায় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছেন—যার ফলে আজই আবার সেই ভীষণ ফরাসী বিপ্লবের পুনরভিনয় হবে! জনসাধারণের শান্তির অনুরোধে অঙ্কুরেই এ বিপ্লবের মূলচ্ছেদ করবার জন্য আমি তোমাদের ওপর নির্ভর করছি—তোমাদের প্রত্যেকের তরবারির সাহায্য প্রার্থনা করছি!

সেনানী ও সৈন্যগণ॥ আমরা প্রস্তুত! আমরা প্রস্তুত!! (সকল সৈন্য ও সেনানীর যুগপৎ তরবারি নিষ্কাসন)

নেপো॥ উত্তম,—বন্ধুগণ। তাহলে আমায় অনুসরণ করো!! (সুসজ্জিত অশ্বে আরোহন ও সৈন্যগণের জয়ধ্বনি)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(অধ্যক্ষ-সভা। বেরাস, গোহির, মলিন্স, সিয়ে, ডুকো, তালিরন্দ, সেনাপতি মোরো, বারনাদো, জ্যাকোবিনগণ ও অন্যান্য সভ্যগণ।)

বেরাস ॥ (ঘোষণাপত্র পাঠ) নেপোলিয়ান বোনাপার্ট রাজধানীর সৈন্যদল ও জনসাধারণকে উত্তেজিত করে বিদ্রোহ উপস্থিত করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই অপরাধে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও তার সাহায্যকারীদিগকে এই অধ্যক্ষ সভা বিদ্রোহকারী বলে ঘোষণা করছেন। বিদ্রোহীর দণ্ড এদের প্রতি প্রয়োগ করা হবে।

সভ্যগণ ॥ সাধারণতন্ত্রের শত্রুদের নিপাত করা হোক—স্বেচ্ছাচারীদের হত্যা করা হোক—আমাদের সাধারণতন্ত্র চিরস্থায়ী হোক! (বেগে পাদরী সায়ানের প্রবেশ)

সায়ান ॥ এখনই নেপোলিয়ানকে ধরবার জন্য ফৌজ পাঠান হোক—তার ঘর-বাড়ী ভেঙে চুরমার করা হোক—তার পরিজনদের কয়েদ করা হোক,—ওই বজ্জাত শয়তান—আমাদের দেশের শত্রু—দশের শত্রু—ধর্ম্মের শত্রু!!

সভ্যগণ ॥ নিপাত দাও—নিপাত দাও—শত্রুকে এখনই নিপাত দাও।

(কাউণ্টকে বন্দী করিয়া কতিপয় উত্তেজিত সভ্যের প্রবেশ)

সভ্য ॥ এই লোকটা নররাক্ষস নেপোলিয়ানের দক্ষিণ হস্ত—এ বদমাসও রাক্ষসের অবতার!

মোয়ো ॥ এই শয়তানই নেপোলিয়ানের পক্ষে যোগ দেবার জন্য—ইসন্যদের মাতিয়েছিল!

সভ্যগণ ॥ রাক্ষসটাকে এখনই নিপাত দাও!

কাউণ্ট ॥ আরে রাক্ষস কোথা রে? তোমরাই তো রাক্ষুসে সভা করে—রাক্ষসের চেয়েও গলা চড়িয়ে রাক্ষুসে ব্যাপার করছ দেখছি! —রাক্ষস কখনো চোখে দেখবার অদৃষ্ট ঘটে ওঠেনি—এখন বোধ হচ্ছে—রাক্ষস তোমাদের ধরণেরই প্রাণী হবে বা।

সায়ান ॥ বেটা ভারী বদমাস—বেটার ভারী আস্পর্দ্ধা—বেটাকে নিপাত দাও!

সভ্যগণ ॥ নিপাত দাও—নিপাত দাও!

বেরাস ॥ তুই কে? নেপোলিয়ানের সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?

কাউণ্ট ॥ আমি কে? কেন দাদা—আমাকে কি চিনতে পারছ না?—আমাকে কি মনে পড়ছে না? একবার ভেবে দেখ দেখি দাদা—আঠার মাস আগে ঠিক এমনি এক দিন—যখন প্রজারা ক্ষেপে উঠে তোমাদের মাথার ওপর তলোয়ার তুলে ধরেছিল—তোমরা যখন ভয়ে দিশেহারা হ'য়ে নেপোলিয়ানের কাছে অভয় চেয়েছিলে—সেইদিন তো—এ বেচারীকে এখানে

দেখেছো দাদা!—নেপোলিয়ানের অভয় পেয়ে এই শিয়ালভায়াদের নিয়ে ওই চোরা দরজা দিয়ে তোমদের পালাবার কথাটা যখন আমার মনে রয়েছে—তখন আমার কথাটাও তোমার মনে থাকা বোধহয় উচিত দাদা—কেননা তুমি যে দেশের প্রজাদের ভাগ্যবিধাতা,—বিধাতাপুরুষের দৃষ্টি একবার যার ওপর পড়ে—তাকে ভোলা কি সহজে সাজে?

বেরাস। নেপোলিয়ান বিদ্রোহী—তুই তার সহচর—তোর প্রাণদণ্ড হবে।

কাউন্ট॥ বলি দাদা। দণ্ড দেবার তোমরা কে? তোমরা তো উকিল—অধ্যক্ষের গদীতে বসে ওকালতি করছ বইত নয়,—তোমরা আবার রাজাগিরি ফলাতে চাচ্ছ কেন দাদা? আমি বড় অদৃষ্টবাদী—আমি জানি উকিলের দণ্ডে আমার মৃত্যু নেই,—আমার মরণ হবে, যমদণ্ডের আঘাতে; কিন্তু তোমাদেব দণ্ডের সঙ্গে যমদণ্ডের সম্বন্ধ আদৌ নেই,—কাজেই তোমবা আমাকে দণ্ড দিতে অক্ষম।

মোরো॥ আমি বলছি এই উন্মাদ বিদ্রোহীটাকে এখনই এইখানেই বধ করা হোক।

সভ্যগণ॥ বধ কবা হোক—এখই বধ করা হোক—

ডুকো॥ না-না—ওকে কারাগাবে পাঠাও,—সভার হত্যা করা উচিত নয়।

মোরো॥ কেন উচিত নয়—নিশ্চয় উচিত।

সায়ান॥ হাজার বার উচিত—লক্ষবার উচিত,—এইখানেই ওকে খুন করো—সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মার—

সভ্যগণ॥ ঘাতক-ঘাতক—

বেরাস ও মলিনস্॥ গিলোটিন্—গিলোটিন্—

মেবো॥ আব গিলোটিনের অপেক্ষা নয়—এই তববারী গিলোটিনের কাজ করবে—আমি নিজে এই নরাধমকে বধ কববো। (মোবোর তরবারি নিষ্কাশন,—নেপোলিয়ানের বেগে প্রবেশ ও আঘাত নিবারণ, সঙ্গে সঙ্গে ইউজিন, মুরাট, কার্ণো, লুই, হবতেন ও সেনানীগণের প্রবেশ,—মোরো, বার্ণাডো, জ্যাকোবিনগণের অস্ত্রধারণ—মুরাট, লুই, ও সেনানীগণ কর্তৃক তাহাদের অস্ত্রহরণ,—নেপোলিয়ানকে হত্যা করিবাব জন্য সায়ানের ছুরিকা উত্তোলন,—হরতেন কর্তৃক তাহার উত্থিত হস্ত ধারণ—ইউজিন কর্তৃক ছুরিকা হরণ, নেপোলিয়ান কর্তৃক কউন্টের বন্ধন মোচন এবং একখণ্ড কাগজ-হস্তে একটি উচ্চ বেদিকার উপর সগর্বে দণ্ডায়মান॥)

গোহির ॥ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট! এ অধ্যক্ষ-সভায় তোমার এরূপ উদ্ধত-ভাবে আবির্ভাবের কারণ কি।

নেপো ॥ আমার আবির্ভাবের কারণ এই স্বেচ্ছাচারী অধ্যক্ষ-সভার উচ্ছেদ সাধন।

বেরাস ॥ অধ্যক্ষ-সভার অপরাধ?

নেপো ॥ ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ-চেষ্টা। কেন এ তথ্য কি তোমরা অবগত নও? আমাদের সেই হাস্যময়ী জয়শ্রীশোভিনী সুন্দরী ফরাসীভূমি কোথায়? তোমাদের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আমি যখন মিশরে অভিযান করি—তখন সমস্ত ইটালী, ফরাসীর বিজয় পতাকার অন্তর্গত ছিল, চতুর্দ্দিকে শান্তি বিরাজ করছিল,—কিন্তু আজ ফ্রান্স তোমাদের দোষে ইটালী হারিয়েছে—ফ্রান্সের সীমানা আবার অষ্ট্রিয়ার করায়ত্ত হয়েছে—বিজয়-প্রফুল্ল দেখে দেশ-ত্যাগ করেছিলেম, এখন দেখছি তোমরা পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমায় বদন আচ্ছন্ন করে নিশ্চিন্তায় বসে আছ। ইটালী থেকে আমি তোমাদের অগণ্য ধনরত্ন এনে দিয়েছি— কিন্তু এখন দেখছি রাজকোষ অর্থশূন্য, প্রজাকুল করভারে উৎপীড়িত—সৈন্যগণ বেতনাভাবে অসন্তুষ্ট, চতুর্দ্দিকে ভিক্ষুকের চীৎকার—অত্যাচারের আর্ত্তনাদ!—এভাবে ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ ঘটতে দেওয়া কোনক্রমে সঙ্গত নয়। সেইজন্য জনসাধারণের স্বার্থের অনুরোধে আজ আমি এই অধ্যক্ষ-সভার উচ্ছেদ-সাধন করছি!—তোমাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে আমি তোমাদের অনুরোধ করছি—এই মুহূর্ত্তে তোমরা পদত্যাগ করো।

মলিন্স ॥ আমার বিশ্বাস, আমাদের পদত্যাগে বাধা করবার সামর্থ্য কারোর নেই।

নেপো ॥ তাহলে আমার অনুরোধ—আদেশে পরিণত হবে—আদেশ কার্য্য-সাধন করবে!

সিয়ে ॥ বন্ধুগণ! আমার বিবেচনায়—নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সদাচারের ওপর নির্ভর করে পদত্যাগ করাই আমাদের পক্ষে এখন সঙ্গত।

তালিরন্দ ॥ আমিও অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের এই পরামর্শ দিচ্ছি! নেপোলিয়ান বোনাপার্ট! আমি আপনার ওপর নির্ভর করে এই অধ্যক্ষসভার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করলেম। (অবতরণ)

সিয়ে ॥ আমি পদত্যাগ করলেম। (অবতরণ)

ডুকো ॥ আমিও পদত্যাগ করলেম। (অবতরণ)

গোহির ॥ তোমরা ভীরু—তোমরা কাপুরুষ—তোমরা অপদার্থ! আমি

পদত্যাগে কখনই প্রস্তুত নই।

বেরাস ও মলিন্স ॥ আমরাও প্রস্তুত নই।

মোরো ॥ আমিও সভার অন্যতম সভ্য—আমি কখনই পদত্যাগ করবো না।

বার্ণাডো ॥ আমরা দুজনে গিয়ে আর ডুকোর স্থান দখল করবো।

সায়ান ॥ আমি ভালিবন্দের স্থানে বসব।

সভ্যগণ ॥ আমরা প্রাণপনে অধ্যক্ষসভাকে রক্ষা করবো।

বেরাস ॥ আমরা এখনি রক্ষী সৈন্যদলকে আহ্বান করে এই সভাকে রক্ষা করবার জন্য অস্ত্রধারণ করবো।

নেপো ॥ উত্তম—তবে তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! —মুরাট! সৈন্যদের আহ্বান করো। (মুরাটের ইঙ্গিতে জনৈক সেনানীর তূর্যনাদ, সঙ্গীনধারী সৈন্যগণের প্রবেশ) ওদের লক্ষ্য করে নির্দয়ভাবে সঙ্গীন চালাও।

বেরাস ॥ আমি পদত্যাগ করছি—পদত্যাগ করছি—

গোহিব ॥ আমিও পদত্যাগ করছি

সকল সভ্য যুগপৎ ॥ পদত্যাগ করছি—পদত্যাগ করছি—

নেপো ॥ বেরাস—গোহির—মলিন্স—মোরে—বারনাডো—আমি তোমাদের প্রতি আদেশ করছি—এই সব সভ্যদের নিয়ে তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করো,—আজ থেকে ফ্রান্সের রাজনীতির সঙ্গে তোমাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হোল। —যদি তোমরা অতঃপর কোন গোলযোগ বাধাবার চেষ্টা করো—তাহলে বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে—আমার রণোন্মত্ত সৈন্যদল আবার তোমাদের ওপর সঙ্গীন চালাতে বাধ্য হবে,—মনে থাকে যেন—রণক্ষেত্রে রণদেবতা আর ভাগ্যদেবী দু জনেই আমার ওপর প্রসন্ন—এঁদের সহায়তায় আমি অগ্রসর হই॥

কার্ণো ॥ (ঘোষণাপত্র পাঠ) আজ ফ্রান্সের অধ্যক্ষ সভারও উচ্ছেদ হোল,—অতঃপর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রধান কমন্দ রূপে আখ্যাত হবেন।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(তুলারি-সেনানিবাস। ফরাসী সৈনিকের পরিচ্ছদে রোহেন)

রোহেন ॥ সমস্ত বাধা—সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের কমন্দ হোল! আভিজাত্য গৌরব শূন্য নগণ্য ঘরের পুত্র সামান্য সৈনিক রূপে সর্ব্বপ্রথম যে জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলো—আজ সে ভাগ্যবলে নরনারীর

ভাগ্যবিধাতা! আর আভিজাত্য গৌরবে-গৌরবিত-মহাসম্ভ্রান্ত ফ্রান্সের প্রাচীন রাজবংশের বংশধর—আজ নির্ব্বাসিত! সেই বংশের রাজকন্যা—আজ নগণ্যা নারী!! ভাগ্যচক্র এমনই পরিবর্ত্তনশীল! —কিন্তু এর কি প্রতিবিধান নেই? অবশ্যই আছে;—নেপোলিয়ান যে প্রতিভার সাধক, আমিও সেই প্রতিভার সাধিকা; তবে আমারো সাধনা কেন না সিদ্ধ হবে? —ওই আবার রণভেরী বেজে উঠেছে! পারিসের সুন্দর বক্ষ লক্ষ্য করে লক্ষ লক্ষ অষ্ট্রীয় সেনা ছুটে আসছে—ইংলণ্ডের অজেয় রণতরী নিয়ে মহাবীর নেলসন্ ফ্রান্সের উপকূল অবরোধ করছে! মুষ্টিমেয় বিশৃঙ্খল সৈন্যদল নিয়ে কন্সল নেপোলিয়ান এবার কেমন করে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র রক্ষ, করে তা দেখা যাবে! ওই নেপোলিয়ান আসছে! আজ নেপোলিয়ান যুদ্ধযাত্রা করবে। এ যুদ্ধে এবার সে কি প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করে—তা সংগ্রহ করাই আমার এখন কর্ত্তব্য! (প্রস্থান। নেপোলিয়ান ও কাউন্টের প্রবেশ)

নেপো॥ আমার মনে হয় কাউন্ট, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবে যে—আমি ক্ষমতার অপব্যবহার করি নি; কেননা যে কার্য্যে যাঁর সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতার খ্যাতি শুনেছি—আমি তাঁকে সেই কার্য্যেই নিযুক্ত করেছি।

কাউন্ট॥ আপনি আপনার কর্ত্তব্য করেছেন,—কিন্তু তাঁরা যদি এ কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা রাখেন—তাহলেই আর কোন কথা নেই।

নেপো॥ নবনিযুক্ত ব্যাক্তিদের সম্বন্ধে তোমার কি সন্দেহ হয় কাউন্ট?

কাউন্ট॥ কিছু কিছু হয় বই কি!

নেপো॥ অধ্যক্ষ-সভার সিয়ে ও ডুকো সহযোগী কন্সল হয়েছেন, এঁদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

কাউন্ট॥ ওরা সহযোগী কন্সল হয়ে খুব খুশী হয়েছেন—এটা মনে করবেন না, কেননা ওরা বেশ বুঝেছেন—প্রথম কন্সল বোনাপার্টই সর্ব্বেসর্ব্বা—তাঁরা সাক্ষীগোপাল মাত্র!

নেপো॥ তা হ'তে পারে—কিন্তু আমার মনে হয়—ওরা কপট নয়, আমার বিরুদ্ধে কখনো হস্তক্ষেপ করবে না!—আচ্ছা তালিরন্দকে তুমি কি রকম বোঝ?

কাউন্ট॥ আমি তো বুঝি—লোকটা খুব ধূর্ত্ত—কপটতার অবতার! স্বার্থ আর অর্থের জন্য ও সবই করতে পারে।

নেপো॥ তা হোক—কিন্তু পররাষ্ট্রবিভাগের কার্য্যে তালিরন্দ অদ্বিতীয়। তবে

তিনি কি ভাবে তাঁর ক্ষমতা চালান—সে দিকে আমার অবশ্য লক্ষ্য থাকবে —কার্ণোকে তুমি কি বল।

কাউণ্ট॥ এ লোকটির সব ভাল,—কিন্তু উনি সাধারণতন্ত্রের ভয়ঙ্কর গোঁড়া; যদি কখনও ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র—সাধারণতন্ত্রের গণ্ডীর একটু বাইরে যায়—তাহলে কার্ণো তখন একদম বিগড়ে যাবে।

নেপো॥ সে যাই হোক—কিন্তু কার্ণো কখনো ফ্রান্সের অপকার করবে না, সমর বিভাগে কার্ণোর দক্ষতাও অসাধারণ, কার্ণোর সাহায্য না পেলে এত সহজে আমি কার্যোদ্ধার করতে পারতেম কি না সন্দেহ। কার্ণোর দক্ষতার ওপর আমি কখনো উপেক্ষা প্রদর্শন করবো না। দেখ কাউণ্ট! আমি যদি কিছুদিন ফ্রান্সে থাকতে পেতুম- তাহলে শাসনতন্ত্রের এমন সুব্যবস্থা করতেম - যাতে সর্ব্বসাধারণ সে ব্যবস্থার সমর্থন করতো! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধ্যক্ষসভার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে আবার রণসমুদ্রে আত্মবিসর্জন করতে হচ্ছে! কৌশলী শত্রুগণ- অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাকে পর্য্যুদস্ত করতে চায়। কিন্তু এবার আমি এমন যুদ্ধ করব—যা দেখে সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে যাবে। (মুরাট, ইউজিন, লুই, সমরসজ্জায় হরতেন এবং সেনাপতিগণের প্রবেশ) কাউণ্ট। যুবক সৈনিকটিকে চিনতে পারছ কি?

কাউণ্ট॥ চিনতে পারছি—তবে আশ্চর্য্য হইনি, কেননা - যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার আমদানী এই নূতন নয়

নেপো॥ হরতেন কারো কথা না শুনে এবার যুদ্ধে চলেছে! হরতেন খুব ভালো বক্তৃতা করতে পারে—সৈন্যদের উত্তেজিত করবার ভার আমি হরতেনের ওপরই দোব কেমন হরতেন?

হরতেন॥ আমি প্রাণপণে আমার কর্তব্য পালন করব বাবা

মুরাট॥ কন্সল! অস্ট্রীয় সেনাপতি মলাস দেড়লক্ষ সৈন্য নিয়ে মারেঙ্গোর দুর্ভেদ্য স্থানগুলি আগে হতেই দখল করে ফেলেছে! শুনলেম মেলাস এই-খানেই আমাদের আক্রমণ প্রতীক্ষা করবে; তার বিশ্বাস—সে নিশ্চয় যুদ্ধ জয় করবে—এবং জয়ী হয়েই বিদ্যুদ্বেগে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে এসে পারিস অবরোধ করবে।

নেপো॥ বেশ কথা—মেলাসের এই বিশ্বাস; তোমার কি বিশ্বাস মুরাট?

মুরাট॥ আমার বিশ্বাস কন্সল। আমাদের দ্রুতগতির ওপর জয়-পরাজয় নির্ভর করছে! আমরা যদি মেলাসকে অবিলম্বে আক্রমণ করতে পারি—

তাহলে আমাদের জয়লাভের সম্ভাবনাই অধিক।

কাউণ্ট॥ কিন্তু প্রবল শত্রুকে অবিলম্বে আক্রমণ করতে হলে—মন্ত্র, কোষ, সৈন্য এই তিন রকম বলের সম্যক বিচার ক'রে দেখা উচিত, নতুবা পতন নিশ্চিত।

নেপো॥ হ্যাঁ কাউণ্ট—তোমার যুক্তি খুবই সঙ্গত; যুদ্ধনীতিতে 'অবিলম্বে' কাকে বলে—আমি তা বোঝবার স্পর্দ্ধা রাখি; আমার রণজয়—এই বুদ্ধিরই ফল স্বরূপ। —মার্শেল মেলাস মহাপরাক্রান্ত দেড় লক্ষ সৈন্য নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান! কিন্তু আমার সৈন্যসংখ্যা ষাট হাজার মাত্র;—অথচ মেলাসকে অবিলম্বে আক্রমণ করতে হবে। তাই আমি এবার রণজয়ের এক অপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কার করেছি। আমি স্থির করেছি—দুর্গম আল্পস্ পর্ব্বত লঙ্ঘন করে একেবারে মেলাসের পশ্চাতে গিয়ে সিংহনাদ করবো। —তার ফলে সমস্ত শত্রু সৈন্যকে আমরা হস্তগত করতে সমর্থ হব।

জনৈক সেনাপতি॥ কন্সল! আল্পস পর্ব্বত অতি দুর্গম,—এ পর্য্যন্ত সে পর্ব্বত কেউ অতিক্রম করতে পারেনি! এই বিপুল সৈন্যদল নিয়ে আল্পস লঙ্ঘন করা কি অসম্ভব নয়?

নেপো॥ সংসারে কিছুই অসম্ভব নয় বন্ধু। অনেকবার আমি অসম্ভব সম্ভব করেছি, এবার আল্পস অতিক্রম করে ফরাসী অভিধান থেকে 'অসম্ভব' শব্দের অস্তিত্ব মুছে দোব।

সকলে॥ কন্সল নেপোলিয়ঁর জয় হোক। ভগবান কন্সলকে দীর্ঘজীবি করুন।

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনী। সকলের প্রস্থান রোহেনের প্রবেশ)

রোহেন॥ কন্সলের পদ পেয়ে নেপোলিয়ান এবার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে! তাই তার এ অসাধ্য সাধনের প্রয়াস। চির তুষার-মণ্ডিত সৌর-কর-চুম্বিত—অভ্রভেদীশিখররাজি সমন্বিত ভীষণ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন অগম্য-গিরিদেহ উল্লঙ্ঘনে আজ সে বদ্ধপরিকর হয়েছে—এ কথা শুনে সমস্ত সভ্য-জগত তাকে টিটকিরি দেবে—উন্মাদ বলে উপহাস করবে। নেপোলিয়ানের এই আকাশ-কুসুম—চয়নের কথা আমার সাহায্যে অবিলম্বে সমস্ত ইয়োরোপে রাষ্ট্র হবে—নেপোলিয়ানের মৃত্যুবার্তা শোনবার জন্য সমগ্র সংসার উদ্গ্রীব হয়ে থাকবে। (প্রস্থান)

নবম গর্ভাঙ্ক।

(আল্পস পর্ব্বত পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে বৃষ্টি ধারাবৎ তুষারপাত হইতেছে। নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ পর্ব্বত-পাদদেশে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতে

উঠিবার প্রয়াস—বরফপাতে দলে দলে পতন।)

অনেক সৈন্য ॥ পর্ব্বত-শিখরে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে—উঠবার সাধ্য কি?

অপর সৈন্য ॥ বড় বড় বরফের চাঁই—এক পা ওঠবার সাধ্য নাই—এক ঘণ্টার ভেতর হাজারের ওপর সৈন্য কাবার হয়ে গেছে!

অন্য সৈন্য ॥ এ পর্ব্বতে ওঠা সত্যই অসম্ভব। (পতাকা হস্তে সেনানী দেশায়ের প্রবেশ)

দেশাই ॥ সৈন্যগণ! পর্ব্বতে ওঠা অবশ্য সম্ভব—অসম্ভব, নয়;—যারা আরা কেলো-মণ্ডেনো-মিশর-আবুকার পিরামিডের রণক্ষেত্রে অসাধ্য-সাধন করেছে, তাদের পক্ষে কি এই পর্ব্বতে ওঠা অসম্ভব?

সৈন্যগণ ॥ কখনই নয়—

দেশাই ॥ তবে চলো আমরা পূর্ণ-উৎসাহে অগ্রসর হই—জড়প্রকৃতির সাধ্য কি আমাদের গতিরোধ করে! সৈন্যগণ! ফ্রান্সের এই জাতীয় পতাকা হস্তে আমি তোমাদের পরিচালিত করছি-এই উজ্জ্বল পতাকা হস্তে আমি তোমাদের পুরোভাগ অধিকার ক'রে ওই স্তূপীকৃত তুষার রাশি ভেদ করতে করতে ইরম্মদ বেগে অগ্রসর হবো—তোমরাও আমার আদর্শ গ্রহণ করো।

সৈন্যগণ ॥ আমরাও অগ্রসর হবো—অগ্রসর হবো—আবার চেষ্টা করব।

(সকলের পর্বতে উঠিবার প্রয়াস,—সহসা কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার স্তূপের পতন। সঙ্গে সঙ্গে দেশাই ও কতিপয় সৈন্যের পর্ব্বতগাত্র হইতে গড়াইয়া পতন। বেগে হরতেনের প্রবেশ)

হরতেন ॥ একি! একি! সেনাপতি দেশাই! সহস্র সহস্র সৈন্যের সহিত আপনি এই শোচনীয় মৃত্যুশয্যায়! হায়—একি হোল!

দেশাই ॥ কমল নন্দিনী! আমি—এই—পর্ব্বত জয় করবার ভার—গ্রহণ করেছিলেম—অকৃতকার্য্য হয়ে—মর্ম্মাহত হয়েছি—অনুশোচনার অনলে—মৃত্যুকালেও দগ্ধ হচ্ছি! কমল নন্দিনী! অনুগ্রহ করে—প্রথম কন্সলকে বোলো,—আমার মরণে—এক দুঃখ থেকে গেল—যে—কোনো স্মরণীয় কার্য্য-সাধন করবার পূর্বেই আমাকে ইহলোক হতে—সকালে—এই ভাবে—বিদায়—নিতে হলো— (নেপোলিয়ানের প্রবেশ)

হরতেন ॥ বাবা। দেশাই মৃত্যুশয্যায় শায়িত!

নেপো ॥ দেশাই! দেশাই! —সাহসী সেনাপতি দেশাই! —তুমি এই শোচনীয় শয্যায়! —কিন্তু হায়! এখন যে আমার রোদনেরও অবকাশ নাই।

কেশাই ॥ কল্সল—কল্সল—যে পতাকা আপনি দিয়েছিলেন—সে পতাকা এখনও—ত্যাগ করি নি,—কিন্তু আর তা ধারণ করবার সামর্থ্য নেই,—(অতি কষ্টে কনুয়ে ভর দিয়ে) সৈন্যগণ ভাইসব—মৃত্যু আমাকে—এ পতাকাত্যাগে বাধ্য করেছে—এ পতাকা আমার হাত থেকে নিয়ে—আমার স্থান অধিকার করতে—কে সাহস করো—ওঃ—(পতন)

নেপো ॥ দেশাই—দেশাই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীর—প্রথম কন্সল এই পতাকা গ্রহণ করবে—প্রথম কন্সল তোমার স্থান অধিকার করবে—প্রথম কন্সল তোমার আদর্শ গ্রহণ করে, সকল সৈন্যের পুরোভাগ অধিকার করবে!—(পতাকা হস্তে একটি বরফস্তূপের ওপর দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে) মণ্ডেনো—মানতোয়া—আরাকোলা—ইটালী—বিজয়ী বীরগণ! প্রথম কন্সল নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এই শ্যেনাঙ্কিত পতাকাহস্তে তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।—এই জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সেনাপতি দেশাই অম্লানবদনে আত্মদান করেছেন,—তাই মৃত যোদ্ধার আদর্শ গ্রহণ করে এই পতাকাহস্তে চিরতুষারাবৃত আল্পসের বক্ষভেদ করে গন্তব্য পথে ধাবিত হবার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান করছি। সৈন্যগণ। আমায় অনুসরণ করো—মনে থাকে যেন—কেবল আমাদের দ্রুত গতির ওপর আজ ফ্রান্সের সমস্তই নির্ভর করছে!! (পতাকাহস্তে বেগে পর্ব্বতোপরি ধাবন)

সৈন্যগণ ॥ কন্সল দীর্ঘজীবি হোন। —কন্সল দীর্ঘজীবি হোন!! (সৈন্যগণের অগ্রগমন। ঘন ঘন বরফ স্তূপ পতন,—সৈন্যদের একবার অগ্রগমন—আবার পশ্চাদ্বর্ত্তী হওন)

নেপো ॥ (অনেক উপরে উঠিয়া) পতাকা—পতাকা—এই পতাকায় অঙ্কিত দৃপ্ত শ্যেনমূর্ত্তি লক্ষ্য করে—অগ্রসর হও—(হয়তেন পর্বতে উঠিতে উঠিতে উত্তেজনাপূর্ণ উৎসাহ-গীত)

বীর পদভরে কাঁপায়ে মেদিনী হও সবে আগুয়ান।
ডাকিছে মরণ করিতে বরণ, দিতে হবে আজি প্রাণ ॥
জয় পরাজয় মৃত্যুভয় ছাড়ি,
চেয়ো না পিছনে, চল আগুবাড়ি।
মারণ উৎসবে, গাও আজি সবে মরণের জয়গান।
মিছার এ দেহ, মিছার এ গেহ,
মিছে ধরণীর মায়া মোহ স্নেহ,

বিনিময়ে বীর, অক্ষয় শরীর লভিবে অক্ষয় স্থান ॥
এস কেবা আছ মৃত্যু পথে সাথী,
নিবাইতে চাও ক্ষণিকের বাতি,
চল প্রতীক্ষায় রয়েছে—অবতি গৌরব করিতে দান ॥ (Drop.)

তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক

(পারিসের উপকণ্ঠ—বার্ণাডোর বাটী প্রিন্স ইঙ্গো, মার্শেল মোরো, বার্ণাডো, গোহির, বেরাস মালনস এবং অন্যান্য রাজতন্ত্রীগণ)।

বেরাস॥ দেখুন প্রিন্স, ফ্রান্সের এখন যে রকম অবস্থা – তাতে আমাদের সাহায্য ব্যতীত আপনার ষড়যন্ত্র কল্পিনক লেও সফল হবে না। কিছুদিন পূর্বে অবস্থা অন্যরকম ছিল,—নেপোলিয়ান পবত লঙ্ঘন করে অস্ট্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করবে শুনে আমরা তখন ঠাট্টা করেছিলেম—সমস্ত ইয়োরোপ টিটকারী দিয়েছিল – কিন্তু সেই নপোলিয়ান সত্যই অসাধ্য সাধন করেছে! এক মাসের মধ্যে আল্পস্ অতিক্রম করে দেড়লক্ষ অস্ট্রীয় সৈনিককে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে এখন আর সহজে কেউ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না সুতরাং আমরা ভিন্ন এখন আর আপনার উপায় নেই। তাই বলছি – আপনি আমাদের প্রস্তাবেই সম্মত হোন।

ইঙ্গো॥ আচ্ছা, আপনাদের প্রস্তাবটা আর একবার বলুন, আমি শুনব।

বেরাস॥ আপনিই ফ্রান্সের রাজা বলে গণ্য হবেন — এ বিষয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ফ্রান্সের শাসন-কর্তৃত্ব—আমার, গোহির, মলিনস, মোরো আর বার্ণাডো — এই পাঁচজনের হস্তে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত থাকবে। অপনি যদি এ প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহলে এখনই স্বাক্ষর করুন, আজই পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে যাক – আমরাও উৎসাহের সহিত কার্য আরম্ভ করি।

ইঙ্গো॥ দেখুন সত্য বলতে কি—এ প্রস্তাবটা কিন্তু আমার মনে লাগছে না। নাম সর্বস্ব রাজা হয়ে কি যে লাভ—তা তো বুঝছি না (রোহেনের প্রবেশ। সৈনিকের পরিচ্ছদে)

রোহেন॥ বাবা। আমাদের আশার পথগুলি সবই একে একে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এই মাত্র সংবাদ পেলুম ইংলণ্ড ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করেছে! (সকলের বিস্ময় প্রকাশ)

ইঙ্গো॥ ষ্যাঁ – ষ্যাঁ। – বলিস কি রোহেন! ইংলণ্ড সন্ধি করেছে? ফ্রান্সের সঙ্গে? নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সঙ্গে? এই প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে?

রোহেন ॥ আল্পস উল্লঙ্ঘন—অস্ট্রিয়ার শোচনীয় পরাজয় সাধন—আর বুলন বন্দরে লক্ষ ফরাসী সেনার সমাগম—এই তিনটি প্রবল কারণে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে।

গোহির ॥ নেপোলিয়ান ফ্রান্সে ফিরে এসেই জাহাজ নিয়ে সমুদ্রাধিশ্বরী ইংলণ্ড-ভূমি আক্রমণ করবে শুনে আমরা সকলেই হেসেছিলাম।

রোহেন ॥ আপনারা হেসেছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের মহাবিচক্ষণ মন্ত্রী উইলিয়াম পিট এ ব্যাপারে হাসেননি! তিনি নেপোলিয়নের এ উদ্যোগের গুরুত্ব মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন—যে লোক হেলায় আল্পস পার হতে পারে তার পক্ষে একদিন ইংলিশ-চ্যানেল পার হয়ে ইংলণ্ডে এসে অশান্তির আগুন জ্বালানো কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নয়—ইংলণ্ডের শান্তিকামী উদার মন্ত্রী-সমাজ এইটুকু বুঝে কেবল শান্তির অনুরোধে এই দুরাকাঙ্খী যুদ্ধকামী নর-রাক্ষস নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছেন। ইংলণ্ড চিরদিনই শান্তিপ্রিয়—শান্তির জন্যই এই সন্ধি 'আমেন্‌সের সন্ধি' বলে ঘোষিত হয়েছে। (বেগে পাদরী সায়ানের প্রবেশ)

সায়ান ॥ আপনারা শুধু সন্ধির কথা কি বলছেন? সন্ধি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরো এক যে সর্ব্বনাশের সংবাদ ঘোষণা হয়েছে তা কি আপনারা শোনেন নি ছাই!

সকলে ॥ কি—কি—কি—

সায়ান ॥ নেপোলিয়ান সম্রাট হচ্ছে—সম্রাট হচ্ছে—ফ্রান্সের সম্রাট।

মলিনস্‌ ॥ য়্যাঁ—য়্যাঁ—সম্রাট! নেপোলিয়ান সম্রাট হবে!!

সায়ান ॥ আজ্ঞে হাঁ হুজুর। এই মাত্র এই কানে শুনে এলুম—চারদিকে এ কথা ঘোষণা করা হচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে সিনেট সভার এই ঘোষণাপত্র ঘন ঘন বিতরণ চলেছে। এই কাগজখানা পড়ুন না—সবই বুঝবেন।

রোহেন ॥ (পত্র গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ) "ফরাসী দেশের সর্বসাধারণ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলে এক বাক্যে ফরাসীদেশের গৌরবসূর্য্যস্বরূপ—শক্তি ও প্রতিভার অবতার নেপোলিয়ানের মস্তকে রাজমুকুট সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। সকলেরই বিশ্বাস, প্রচলিত সাধারণতন্ত্র হইলে—উন্নতিস্রোত অধিকতর বর্দ্ধিত করিতে হইলে—মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে ইয়োরোপীয় রাজন্যবৃন্দের সমকক্ষ আসন প্রদান করা কর্তব্য। সুতরাং ফ্রান্সের সিনেট-সভা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন

যে, প্রথম কন্সল নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এখন হইতে ফ্রান্সের সম্রাট রূপে গণ্য হইবেন। ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রের সমুদয় ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। বর্তমান ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর তারিখে মহাসমারোহে নূতন সম্রাট যথাবিধি রাজ্যারোহণ করিবেন এবং খৃষ্টধর্ম জগতের অদ্বিতীয় গুরু পোপ সপ্তম পায়সের দ্বারা এই অভিষেক কার্য নির্বাহ হইবে।" (সকলের স্তম্ভিত ভাবে অবস্থান)

সায়ান॥ এ কি ব্যাপার! আপনারা কথাটা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন? এর কোন প্রতিকার স্থির করুন।

ইঙ্গো॥ কি আর প্রতিকার করবো! আর তো কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না। আমার তাসের তৈরী প্রাসাদ একটা দমকা বাতাসে ভেঙে পড়ে গেল! ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ হ'ল, নূতন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল—নেপোলিয়ান তার কর্ণধার! আমার আর আশা কোথায়?

বার্ণাডো॥ আশা এখনও যায়নি প্রিন্স! এখনো আশা আছে, আর এ আশা সফলের একমাত্র উপায় আছে, সে উপায় নেপোলিয়ানের প্রাণনাশ!

মোরো॥ (উঠিয়া বার্ণাডোর করমর্দনপূর্ব্বক) প্রিয় বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে এক মত—সানন্দে আমি এ প্রস্তাবের সমর্থন করছি।

গোহির॥ প্রিন্সের কি মত?

ইঙ্গো॥ মার্শেল বার্ণাডোর প্রস্তাবই যে এখন একমাত্র উপায় তাতে আর সন্দেহ কি? রোহেন, তুমি কি বল?

রোহেন॥ বাবা! আমি এ প্রস্তাবের সমর্থন এই সর্ত্তে করতে পারি যে—যদি নেপোলিয়ান নিহত হয়, তাহলে তার মৃত্যুর পর সিনেট-সভার এই ঘোষণাপত্রের এই স্থানে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নামের পরিবর্তে প্রিন্স ইঙ্গোর নাম স্থাপন করতে এরা যদি সম্মত হন।

বেরাস॥ আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারি—যদি প্রিন্স ইঙ্গো নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে হত্যা করবার ভার গ্রহণ করেন।

রোহেন॥ বেশ! তাই হবে। নেপোলিয়ানকে হত্যা করবার ভার আমি গ্রহণ করছি। কিন্তু আপনারা বুঝে রাখুন—এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ানের স্থলে প্রিন্স ইঙ্গোকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হবে—ঐ দিনই অভিষেক সম্পন্ন হবে—পোপের দ্বারায় এ কার্য নির্ব্বাহ হবে

বেরাস॥ বেশ, তাই হবে।

রোহেন ॥ আসুন তবে লেখাপড়াটা পাকাপাকি হয়ে যাক্‌!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পারিস। রাস্তার সন্ধিস্থল। রোহেন ও সায়ান)

রোহেন ॥ আপনি জানলেন কি করে যে আমিই সে সময় আপনার কাছে চাকরী করেছিলুম?

সায়ান ॥ তোমাকে এই সৈনিকের সাজে দেখেই জানতে পেরেছি ভাই। তোমার মূর্তি কি আমি ভুলেছিলুম ছাই?

রোহেন ॥ আমি ছদ্মবেশী নারী—এও আপনি জানতে পেরেছিলেন নাকি?

সায়ান ॥ এটা যে নিতান্ত অরসিকার মতন প্রশ্ন করলে সুন্দরি! আরে তা যদি জানতুম—তাহলে কি তখন তোমার মতন রূপসী রাজকুমারীকে মুঠোর ভেতর পেয়ে রীতিমত প্রেম না করে ছেড়ে দিতুম ভাই। এখন সে আপশোষে দম কেটে যাচ্ছে! হাঁ, তবে দেখ, যেদিন তোমাকে পাকড়ে তোমার সঙ্গে বল্‌ নাচের একটা আখড়াই দিয়েছিলুম- সেইদিন তোমার নরম গায়ের মোলায়েম আমেজ পেয়ে মনে মনে কেমন একটু ধোঁকা লেগেছিল।

রোহেন ॥ ওঃ। প্রেমের রাজ্যে তাহলে দেখছি আপনার আর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই—এসব ব্যাপারে আপনি অদ্বিতীয়

সায়ান ॥ এ কথা হাজার বার বলতে পারো প্রেমের ব্যাপারে আমি সিদ্ধহস্ত, প্রেমরাজ্যে আমি একজন দিগ্বিজয়ী প্রেমিক

রোহেন ॥ আমি এটা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি। আর আপনি যে দয়া করে আমাকে আপনার দুশ্ছেদ্য প্রেমপাশে বন্দী করে জীবন সঙ্গিনী করতে ইচ্ছুক হয়েছেন—এতে আমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করছি এখন আমার অদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি আপনার প্রেম স্থায়ী হলে বাঁচি।

সায়ান ॥ রাজকুমারি। তুমি আমার প্রেমে কিছুমাত্র সন্দেহ করো না আমার প্রেম সীমাশূন্য—অনন্ত, আমার প্রেম যেমন পবিত্র, তেমনি সত্য, তুমি বাইবেলে যে প্রেমময় পুরুষের প্রেমের কথা শুনেছো—সে প্রেম বরং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারো—কিন্তু এই প্রত্যক্ষ প্রেমময় প্রেমিকের প্রেম মিথ্যা নয়। আমি তোমাকে বড় ভালবেসেছি—তাই শত শত প্রেমিকার প্রেম তুচ্ছ করে তোমাকেই প্রেমপাশে বাঁধবার জন্য লালায়িত হয়েছি।

রোহেন ॥ আমি তা বুঝতে পারছি; আর আমাদের এ বাঁধাবাঁধির ফলও দুজনের পক্ষে মন্দ হবে না কেনন নেপোলিয়ানের পতনে আমার পিতাই ফ্রান্সের

সম্রাট, আমি তাঁর একমাত্র সন্তান, সুতরাং আমরাই তাঁর উত্তরাধিকারী। ভবিষ্যতে আপনিই সম্রাট আর আমি সম্রাজ্ঞী!

সায়ান॥ আমি কিন্তু সম্রাট হয়েই নেপোলিয়ানের দলের সব শালাকে একদম কোতল করব।

রোহেন॥ আর আমি কিন্তু জোসেফাইনকে ধরে এনে আমার বাঁদী করবো।

সায়ান॥ সে শালীকে আমি তখন রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দোব।

রোহেন॥ কিন্তু মনে থাকে যেন—নেপোলিয়ানের মৃত্যুর ওপর এ সমস্তই নির্ভর করছে। সুতরাং এ কাজটি আগেই সম্পন্ন করতে হচ্ছে ((বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি গোলক বাহির করিয়া) আচ্ছা, এটা কি বলুন দেখি?

সায়ান॥ ও যে দেখছি একটা বল।

রোহেন॥ হাঁ, একটা বল—কিন্তু ছেলে ভুলানো বল নয়, নেপোলিয়ানের মৃত্যু বল। অতি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থে এ বল পূর্ণ। এই বলে আর নেপোলিয়ানের প্রাণে আজ মরণের খেলা, আপনাকেই এই খেলার খেলাড়ী হতে হবে, পারবেন তো।

সায়ান॥ আমাকে কি করতে হবে?

রোহেন॥ এক ঘণ্টার মধ্যেই নেপোলিয়ান এই পথে আসবে। তার না আসা পর্যন্ত আপনি এই বলটি নিয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন, নেপোলিয়ান শরীররক্ষী নিয়ে কখনো রাস্তায় বেরোয় না, যেমন সে এইস্থানে আসবে, অমনি আপনি আশীর্ব্বাদের ছলে তার বক্ষ লক্ষ্য করে এই বল ছুড়ে মারবেন। ব্যাস্। তাহলেই কার্য্যোদ্ধার।

সায়ান॥ আর সঙ্গে সঙ্গে বাজীমাৎ।

রোহেন॥ যাক্, তাহলে আপনি রাজী এ বলটি তবে সাবধানে রাখুন।

সায়ান॥ তা যেন রাখলুম রাজকুমারী—কিন্তু একটি কথা—একটু মৌতাত, একটি শুধু মধুর চুম্বন -

রোহেন॥ শুধু চুম্বন কেন মশাই—যেই আপনি নেপোলিয়ানের বক্ষে ওই বলটা ছুঁড়ে মারবেন, তার পরক্ষণেই এই অবারিত বক্ষে আপনি আবদ্ধ হবেন। আপনি তাহলে এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি ওই গ্যাসের উজ্জল আলো ক'টা নিবিয়ে দিয়ে আসি (বেগে প্রস্থান)

সায়ান॥ সব ভালো যার শেষ ভালো। কিন্তু একটা চুম্বনের জন্য মনটা যেন আকুলি-বিকুলি করতে সুরু করেছে। একটা চুম্বন না করে আমি কিন্তু

ছাড়ছি না (সহসা আলোগুলি জ্যোতিঃহীন, সৈনিকের পরিচ্ছদে হরতেনের প্রবেশ। তাকে দেখিয়া রোহেন ভাবিয়া সবেগে সায়ানের ধাবন এবং হরতেনের হস্তধারণ।) রাজকুমারি। তুমি এরজন্য কিছুমাত্র চিন্তা ক'র না, নেপোলিয়ান এখানে আসতে না আসতেই এই সাংঘাতিক বোমা ছুঁড়ে আমি তাকে একদম নিকেশ করে দেব! কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে একটি চুম্বন দিয়ে যাও কেবল একটি চুম্বন—বেশী নয়—

হরতেন॥ (প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রভাবে চাপা কণ্ঠে) চুপ, চুপ—এখন কি চুম্বন দেবার সময়? আমাদের দায়িত্ব বুঝতে পারছ না?

সায়ান॥ তা আর বুঝিনি সুন্দরী? দায়িত্ব যেমন গুরুতর, ভবিষ্যতও তেমন সুখকর। এক আঘাতে নেপোলিয়ান যেমন কাবার, সঙ্গে সঙ্গে অমনি প্রিন্স ইঙ্গো সম্রাট। আর তোমায় প্রেমপাশে বেঁধে আমি তাঁর জামাই। দায়িত্ব আর বুঝিনি ভাই। এখন কেবল বায়নাস্বরূপ চুম্বনটি চাই।

হরতেন॥ চুপ, চুপ, চুপ—ওই দূরে আলো দেখা যাচ্ছে—নিশ্চয়ই নেপোলিয়ান আসছে—আমি ছুটে গিয়ে সন্ধান নিয়ে আসি—তুমি খুব সাবধানে ওই গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকো (বেগে প্রস্থান)

সায়ান॥ এ শালীর কেবল কাজের সঙ্গে সম্বন্ধ, বুঝেছি, কার্য্যোদ্ধার না করলে ও আমাকে কিছুতেই আমল দেবেনা—যাক্, এখন বোমা বেটা এলে হয়। (রোহেনের প্রবেশ)

রোহেন॥ আপনি এইমাত্র কার সঙ্গে কথা কইছিলেন মশাই?

সায়ান॥ ওধার দিয়ে তুমি আবার এলে কি? আমি কি এই মাত্র তোমার সঙ্গে কথা কইনি? আমি বায়নাস্বরূপ একটা চুম্বন চাইলুম—তুমি চাপা গলায় বলে গেলে—'আমি এখনই নেপোলিয়ানের সন্ধান নিয়ে আসি'—আবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে এসে—এ আবার কি বলছো? এ আবার তোমার কি পরীক্ষা?

রোহেন॥ ওরে বর্ব্বর কামুক! তাহলে নিশ্চয়ই তুই এ ষড়যন্ত্র প্রকাশ করেছিস। ও নেপোলিয়ানের কন্যা হরতেন—সৈনিকের ছদ্মবেশে, আমারই অনুরূপ পরিচ্ছদে—এ পথ অতিক্রম করেছে—বোধ হয় নেপোলিয়ানকে এগোতে এসেছে তুই কি করলি নির্ব্বোধ॥

সায়ান॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো! তাই তো! উনি আর তুমি তা হলে একই মূর্ত্তি নও? হ্যাঁ তাই তো! আমি যে ওকে এ বলটা পর্য্যন্ত দেখিয়েছি—

নেপোলিয়ান আসতে না আসতেই এই বল্ মেরে তার দফা রফা করে দেব বলেছি! তাই তো! কি করে ফেলেছি! একটা চুম্বনের জন্য কি সর্ব্বনাশ করে বসেছি।

রোহেন॥ (সায়ানের গলা ধরিয়া) তোকে আমার খুন করতে ইচ্ছা করছে। তুই আমার সমস্ত যত্নের ফল নষ্ট করে দিলি! এখন বাবাকে কি করে বাঁচাই – কেমন করে এখান থেকে সরাই। উঃ

সায়ান॥ তাহলে এখন কি করবো?

রোহেন॥ ঠিক এইখানে তুই দাঁড়িয়ে থাক যে এ পথে আসবে তুই এই বল্ মেরে তাকে দমিয়ে দিবি! আমি ততক্ষণ বাবাকে সরিয়ে ফেলব। সাবধান! তুই যদি এই পথ ছেড়ে চলে আসবার চেষ্টা করিস তাহলে এই পিস্তলের গুলিতে তোর মস্তক চূর্ণ করবো। ঠিক দাঁড়িয়ে থাক। (বেগে প্রস্থান)

সায়ান॥ কি করি—কি করি। কোন দিকে যাই! (লুই, হরতেন ও সৈন্যদলের প্রবেশ)

লুই॥ বন্দী কর এই গুপ্তঘাতককে।

সায়ান॥ খবরদার! ঘেঁসো না আমার কাছে বোমা মেরে সব কটাকে নিকেশ করবো

লুই॥ সৈন্যগণ, ঐ বর্ব্বরকে এখনই বন্দী কর।

সায়ান॥ তবে মরো (বল নিক্ষেপ, ভীষণ আওয়াজ। দুইজন সৈন্যের শোচনীয় মৃত্যু)

লুই॥ পাষণ্ড –ঘাতক! (সবেগে সায়ানের উপর ধাবন ও বন্দী করন)

সায়ান॥ মেরো না, মেরো না—খুন করো না। আমি পাদরী—আমাকে মেরোনা!

লুই॥ কে এই ষড়যন্ত্রের চক্রী আর কোথায় এই ষড়যন্ত্রের ভিত্তিস্থল—এই দুটো কথা আমি তোর কাছে জানতে চাই—এখনই প্রকাশ কর।

সায়ান॥ দোহাই পরমেশ্বর। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানিনা।

হরতেন॥ (কটিদেশ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া সায়ানের মুখের ওপর ধরিয়া) যদি তুই এই মুহূর্তে ষড়যন্ত্রকারীদের নাম-ধাম না বলিস তাহলে পরমুহূর্তে মৃত মনুষ্যে পরিণত হবি! এই পিস্তলের তিন গুলি তোর মুখের ভেতর দিয়ে ছুটে যাবে!

সায়ান॥ না-না-না না-মেরোনা! মেরোনা! আমি বলছি আমি বলছি!

লুই ॥ যদি তুই সমস্ত প্রকাশ করে বলিস, তাহলে আমি অঙ্গীকার করছি—তোকে অব্যাহতি দোব।

সায়ান ॥ বলবো, সমস্তই বলবো—যদি সমস্ত জানতে চাও তাহলে এখনই মার্শেল বার্ণাডোর বাড়ী আটক করো—সেখানেই সকলকে পাবে—সমস্ত জানতে পারবে।

লুই। সৈন্যগণ। মার্শেল বার্ণাডোর বাড়ী। বিশ মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছনো চাই

হরতেন ॥ এই পাদরীটাকেও টেনে নিয়ে চলো যদি এর কথা সত্য হয় ভালোই—নইলে কুকুরের মতন একে সেইখানেই হত্যা করা হবে।

সৈন্যগণ ॥ কন্সল দীর্ঘজীবি হোন্। ঈশ্বর ভাবী সম্রাটকে রক্ষা করুন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(প্যারিস নোটরডেম ধর্ম্মমন্দির নেপথ্যে সুমধুর ঐকতান বাদন। সুসজ্জিত মন্দিরাভ্যন্তরে দুইখানি সুদৃশ্য সিংহাসন। সিংহাসনের একপার্শে কার্ণো, সিয়ে, ডুকো, তালিরন্দ মুরাট, ইউজিন, কাউন্ট, সেনাপতিগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, রাজকর্মচারীগণ—অপর পার্শ্বে হরতেন, এলিজা, ইদা, পুর-মহিলাগণ, মন্ত্রী-পত্নীগণ ও সম্ভ্রান্ত নারীগণ সুসজ্জিত ভাবে দণ্ডায়মান। ললাটে সুবর্ণ নির্মিত লরেল শাখা ধারণ করিয়া এবং অপর হস্তে জোসেফাইনের হস্ত ধারণ করিয়া অত্যুজ্জ্বল পরিচ্ছদে নেপোলিয়ান, তৎপশ্চাৎ পোপ, তৎপশ্চাৎ নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে চারিজন সেনানী এবং গীত করিতে করিতে গায়কগণের প্রবেশ। নতমস্তকে সকলের সসম্ভ্রম অভিবাদন)

(গীত) গগন পবন ভুবন সিন্ধু রাজবাদ্যে বন্দে

তুলি একতান করে জয়গান নরনারী নব ছন্দে

শৌর্য্যবীর্য্য বসুধাপূজ্য

যশোমহিমায় মলিন সূর্য্য

রমণীর মণি রাজরাণী বামে,—

শচী শচীপতি যেন ধরাধামে,

গৌরবে চিত্ত উথলিত নামে হৃদয় ভরে আনন্দে॥

(সিংহাসন সম্মুখে বেদীর উপর নেপোলিয়ান ও জোসেফাইন দণ্ডায়মান। বেদীর এক পার্শ্বে স্ফটিকমণ্ডিত টেবিলের উপর রাজদণ্ড, তরবারি ও দুইটি মুকুট রক্ষিত।)

পোপ ॥ করুণাময় ভগবান সম্রাট এবং সম্রাটের রাজদণ্ড ও তরবারির উপর করুণা বর্ষণ করুন। এই দণ্ড ও তরবারি ন্যায় ও শক্তির আধার হোক; নবীন সম্রাট এই দণ্ড ও তরবারি ধারণ করে পৃথিবীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করুন! জগদীশ্বর সম্রাটকে রক্ষা করুন।

সকলে ॥ সম্রাটের জয় হোক। জগদীশ্বর সম্রাটকে রক্ষা করুন

পোপ ॥ এই রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করে সম্রাট সিংহাসন গ্রহণ করুন (মুকুট লইয়া সম্রাটের মস্তকে স্থাপন চেষ্টা এবং সসম্ভ্রমে সেই মুকুট সম্রাট কর্তৃক ধারণ)

সম্রাট ॥ ঈশ্বর সাক্ষী—যথাধর্ম আমি এই রাজমুকুট ধারণ করছি। এই পবিত্র মুকুট এতদিন মহাপঙ্কে নিমজ্জিত ছিল—আমি বাহুবলে এ মুকুট উদ্ধার করেছি, আমার গুণমুগ্ধ ফরাসী জাতি শ্রদ্ধার সহিত এ মুকুট আমার মস্তকে স্থাপন করছেন। যেদিন আমি এই মুকুটের মর্যাদা রক্ষায় অক্ষম হবো—ঈশ্বর করুন, সেদিন যেন এই ভক্ত ফরাসী জাতির সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। (মুকুট ধারণ)

সকলে ॥ জগদীশ্বর সম্রাটকে রক্ষা করুন!

পোপ ॥ এই মুকুট ধারণ করে সম্রাট সহধর্মিনী মহামহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞী রূপে আখ্যাত হন। (পোপের হস্ত হইতে মুকুট লইয়া সম্রাটের সম্রাজ্ঞী মস্তকে স্থাপন। নতজানু হইয়া সম্রাজ্ঞীর মুকুট ধারণ)।

সকলে ॥ সম্রাজ্ঞীর জয় হোক। জগদীশ্বর সম্রাট-সম্রাজ্ঞীকে চিরসুখী করুন।

পোপ ॥ এইবার সম্রাট—সম্রাজ্ঞীর সহিত সিংহাসন গ্রহণ করে মন্ত্রী ও সেনানী-গণের আনুগত্য গ্রহণ করুন। (নেপোলিয়ান ও জোসেফাইনের সিংহাসনে উপবেশন)

সকলে ॥ জয় সম্রাটের জয়। জয় সম্রাজ্ঞীর জয়। (সকল মন্ত্রী, সকল সেনাপতি, সকল রাজকর্মচারীর সম্রাট সমক্ষে একে একে আনুগত্য স্বীকার। প্রথমে ইউজন তৎপরে লুই, তৎপরে দিয়ে, ডুকো, কার্নো, ভালিন্দ, কাউন্ট, মুরাট প্রভৃতি, সম্রাটের জয় হোক। সম্রাট দীর্ঘজীবি হোন!! (অতি জীর্ণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন পরিচ্ছদে উন্মাদিনীর ন্যায় রোহেনের প্রবেশ)

রোহেন ॥ চুপ। চুপ। কে সম্রাট। কার এ জয় ঘোষণা। কার এ দীর্ঘজীবন কামনা।

সকলে ॥ উন্মাদিনী! উন্মাদিনী।

রোহেন ॥ আরো বলো, আরো বলো, অনাথিনী, অভাগিনী, ভিখারিণী—

অপরের অনুগ্রহপ্রার্থিনী এই রমণী, কিছুকাল পূর্বে যে বোর্বো রাজবংশের রাজনন্দিনী বলে গণ্য হোত! ওই সিংহাসনের আশেপাশে এখনও সেই রাজবংশের অতীত রাজাদের ছায়ামূর্তি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে! আমি দেখতে পাচ্ছি — বেশ দেখতে পাচ্ছি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওরা সব কাঁদছে! কেন কাঁদছে জান? নেপোলিয়নকে তোমরা ফ্রান্সের অধীশ্বর করেছো বলে নয়, নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেই ফ্রান্সের রাজবংশের বংশধরকে হত্যা করবার আদেশ দিয়েছেন বলে, ওদের নীরব রোদন। আজ নোটরডেম ধর্মমন্দিরে নেপোলিয়ানের অভিষেক আর অদূরে বধ্যভূমে প্রিন্স ইঙ্গোর শিরশ্ছেদ।
(সেনানীগণের তরবারি নিষ্কাষণ)

নেপো॥ (তরবারি নিবারণপূর্বক) স্থির হও তোমরা অতো অধীর হওয়ার কোনো আবশ্যক নাই রমণী। যদিও আজ আমি সম্রাট, তত্রাচ আমি আমার প্রত্যেক প্রজার কাছে আমার অনুষ্ঠিত কার্যের কৈফিয়ৎ দিতে অবশ্য বাধ্য প্রিন্স ইঙ্গো ফ্রান্সের ভূতপূর্ব রাজবংশের বংশধর তা আমি অবগত আছি। কিন্তু সম্প্রতি আমার প্রাণনাশের জন্য যে চক্রান্তের সৃষ্টি হয়েছিল—এই প্রিন্স ইঙ্গো কি তার নায়ক ছিলেন না? শিরশ্ছেদ কি চক্রান্তকারীর উপযুক্ত দণ্ড নয়?

রোহেন॥ এই চক্রান্তের অপরাধে যে সকল অপরাধী ধৃত হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই সুপারিশের জোরে অব্যাহতি পেয়েছে। কিন্তু প্রিন্স ইঙ্গো অত্যন্ত কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা করে যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন তা উপেক্ষিত হয়েছে!

নেপো॥ এর জন্য তুমি আমাকে অপরাধী করতে পার না রমণী! কতিপয় অপরাধীকে আমি মার্জনা করেছি বলে প্রিন্সকেও মার্জনা করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। বিশেষতঃ প্রিন্সই যখন এই চক্রান্তের মূল চক্রী।

রোহেন॥ তাই যদি—তাহলে এই চক্রান্তের যে বিধানদাত্রী, প্রিন্সকে উপলক্ষ্য করে যে এই চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে— তাকেই দণ্ডিত করো — প্রিন্সকে অব্যাহতি দাও। প্রিন্স নিরপরাধ—অপরাধ আমার

নেপো॥ প্রিন্সকে মুক্ত করার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? প্রিন্স তোমার কে?

রোহেন॥ প্রিন্স আমার কে? প্রিন্স আমার পিতা, প্রিন্স আমার সর্বস্ব! পিতার সুখের জন্য, পিতার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি যে কার্য্য করেছি; তোমার মতে তা চক্রান্ত; কিন্তু আমার বিবেচনায় সে কার্য্য একটা উচ্চ সাধনা

মাত্র! আমি যদি বেঁচে থাকি অদূর ভবিষ্যতে একদিন আমার সাধনা অবশ্য সিদ্ধ হবে; কিন্তু আমি যদি মরি—আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ সাধনার সমাধি হবে—কেননা আমার অভাবে পিতা আমার শক্তিশূন্য, পুত্তলিকার মতন নিষ্ক্রিয়। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট! যদি তুমি নিষ্কণ্টক হতে চাও, নির্বিবাদে সাম্রাজ্য উপভোগ করতে চাও তাহলে প্রিন্স ইঙ্গোকে মুক্তি দিয়ে তার দণ্ড আমাকে প্রদান করো!

নেপো॥ রমণী! তোমার পিতৃভক্তি প্রশংসনীয়, তোমার পিতৃভক্তির অনুরোধেই আমি প্রিন্স ইঙ্গোর মুক্তির আদেশ দিলেম—তোমার প্রাণের বিনিময়ে নয়! তোমার ন্যায় শক্তিশূন্যা প্রগল্‌ভা রমণীর স্পর্দ্ধিত বাক্যে ভীত হয়ে তোমাকে দণ্ডিত অথবা আমার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করবার প্রবৃত্তি আমার আদৌ নেই। জনসাধারণের শান্তির অনুরোধে, নিতান্ত দুঃখের সহিত আমি কেবল এই আদেশ করছি—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি তোমার পিতার সঙ্গে পারিস ত্যাগ করে চলে যাও। (একগুচ্ছ কেশ হস্তে পদাতিকের প্রবেশ)

পদাতিক॥ সম্রাট! অপরাধীদের প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে; তাদের মধ্যে কেউ কোন কথা বলেনি, কেবল প্রিন্স ইঙ্গো মৃত্যুদণ্ড নেবার পূর্বে তাঁর মাথার এই কেশগুচ্ছ কেটে দিয়ে বলে গেছেন—'এই কেশগুচ্ছ তোমাদের সম্রাটকে দিয়ো—তিনি যেন এগুলো আমার মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন'!

বোহেন॥ উঃ!!

নেপো॥ ওহ্‌! সব শেষ হয়ে গেছে!

বোহেন॥ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট!!!

নেপো॥ অভাগিনী! আমি নিরপরাধ! তবে শোন একটা কথা—তোমার ওপর প্রদত্ত যে অনুগ্রহ আমার ব্যর্থ হয়েছে সে অনুগ্রহ তুমি অন্যভাবে গ্রহণ করতে পারো!

বোহেন॥ চুপ! চুপ! অনুগ্রহ! তোমার অনুগ্রহে আমি—থাক্‌। দাও—দাও আমার পিতার অন্তিম দান—আমার পিতার পবিত্র স্মৃতি—আমাকে ফিরিয়ে দাও! (উন্মাদিনীর ন্যায় পদাতিকের হস্ত হইতে কেশগুচ্ছ গ্রহণ) এই যে, এই যে এতে এখনো তাঁর শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত লেগে রয়েছে! ওই—ওই! বাতাসে মিশে গেলো!! আর নেই—আর নেই! এই যে—এই যে এই কেশগুচ্ছে এখনো তাঁর রক্তের চিহ্ন রয়েছে! ধূসর রঙের কেশগুলো লাল হয়ে গেছে! দেখো, দেখো তোমরা সকলে দেখো—বোর্বো

রাজবংশের বংশধরের হত্যার অভিজ্ঞান দেখো! নেপোলিয়ান বোনাপার্ট! আমি চললুম, কিন্তু তোমাকে বলে গেলুম—এই কেশগুচ্ছের যত সংখ্যা, আমার প্রতিহিংসা বহ্নির ততগুলি শিখা তোমার চতুর্দ্দিকে জ্বলে উঠে তোমাকে আচ্ছন্ন করবে !! (বেগে প্রস্থান)

সকলে ॥ অভাগিনী! উন্মাদিনী !!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

(পারিস—রাজপথ নাগরিকগণ)

প্রথম ॥ দেখ্ ভাই, আমাদের সম্রাট যেমন যোদ্ধা, তেমনিই দয়ালু এই দেখ্‌না কেন—তাঁকে খুন করবার জন্য অমন একটা ষড়যন্ত্র হলো, খুঁটিনাটি করে সকলেই ধরা পড়লো—কিন্তু তাদের ভেতর অনেকেই প্রাণভিক্ষা চেয়ে মুক্তি পেয়ে গেলো।

দ্বিতীয় ॥ সম্রাট তাদের মুক্তি দিয়েছেন বটে কিন্তু তাঁর বন্ধু তাদের দিয়ে সম্রাটের মহিমাসূচক এমন একটা মজার গান গাইয়ে নিচ্ছেন যে তার ফলে তারা আর কখনো এমন কাজে হাত দেবে না।

প্রথম ॥ হাঁ, আমি এরকম একটা কথা শুনেছিলুম বটে!

তৃতীয় ॥ শুধু শোনা কেন—এখনি দেখতে পাবে এই পথ দিয়েই আজ তাদের নিয়ে যাওয়া হবে

প্রথম ॥ সত্যি নাকি! তাহলে তো বেশ একটা আমোদ পাওয়া যাবে!

তৃতীয় ॥ নিশ্চয়! এ মজা দেখবার জন্য শহরের অনেক লোক আজ এ রাস্তায় এসে জমায়েত হয়েছে!

প্রথম ॥ ওঃ তাই আজ এ রাস্তার দুধারে এতো লোক সমাগম বটে! আমি ভেবেছিলুম বুঝি কোনও মিছিল-টিছিল বেরোবে—তাইতেই এতো জনতা!

দ্বিতীয় ॥ যে মজার কথাটা হচ্ছে—সেও এক মিছিল বিশেষ!

তৃতীয় ॥ ওই যে তো—মিছিল উপস্থিত। ওই গান শোন।

প্রথম ॥ আগে আগে জন দুই সৈনিক কাপড়ে লেখা একটা সাইনবোর্ড ধরে রেখেছে না?

দ্বিতীয় ॥ হাঁ হে হাঁ—ওতে গায়ক ভায়াদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আছে!

প্রথম ॥ ওই যে—এসে পড়েছে।

তৃতীয় ॥ হ্যাঁ—এসো, আমরা রাস্তার ওপর উঠে দাঁড়াই। (হাস্য উদ্দীপক বেশভূষায় ভূষিত পাদরী সাহান ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীগণের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে

গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ। তাহাদিগের পুরভাগে দুইজন সৈনিক অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি সাইনবোর্ড লইয়া দণ্ডায়মান, তাহাতে লেখা :— ইহারা সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবননাশের চক্রান্ত করায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পাইয়াছিল! কিন্তু ইহাদের পরিজনগণের কাতর প্রার্থনায় মহিমাময় সম্রাট ইহাদিগকে মার্জ্জনা করিয়াছেন !!!)

(গীত) আমরা মহামন্দ বলীবর্দ্দ মদমত্ত তেজিয়ান
মোষের মতন বলবন্ত মেষের মতন মতিমান ॥
ফরাসী গৌরব—ফরাসী সূর্য্য —
উদিয়া আকাশে প্রকাশিল যবে—
ফরাসী জাতির অতুল শৌর্য্য,
নয়ন মোদের ধাঁধিল তাহাতে
জাতীয় উন্নতি হয় কি সহ্য ?
তাই আবাবতে সেই দীপ্ত সূর্য্যে হইয়াছিলাম আগুয়ান
মিলিয়া একত্র কয়টি রত্ন—করিয়া গোপনে কত না যত্ন
রচিলাম এক চক্রান্তজাল—আমাদের স্মৃতিচিহ্ন ;
কিন্তু গ্রন্থি তাহার হইল ছিন্ন—বিধাতা হইল বাম ॥
যাঁহার জীবন করিতে হনন, করিয়াছিলাম হস্ত উত্তোলন,
তাঁহার উদার দয়ার হৃদয় আর্ত্ত করিল মোদের আবেদন
প্রসন্ন বদনে সে বীরবত্তন—করিলেন মোদের জীবন দান
তাই আজ করি তাঁর জয়গান।
হোন চিরসুখী চিরজীবি—নরপতি নেপোলিয়ান ॥

(গানটি পরবর্ত্তীকালে বদল করার ইচ্ছা ছিল অমরেন্দ্রনাথের)

প্রথম ॥ বেশ, বেশ, গান শুনে সুখী হলুম। ভগবান তোমাদের সুমতি দিন।

সান্যান ॥ ভগবানের নাম আর করো না চাঁদ, ভগবান বলে দুনিয়ায় কেউ নেই —তা যদি থাকতো তাহলে আমার মতন ভগবান ভক্ত পাদরীর এমন অবস্থা হত না! (কাউণ্টের প্রবেশ)

কাউণ্ট ॥ ভারী জবর কথা বলেছ পাদরী দাদা! ভগবানের কথাটা নেহাতই রটনা—অন্ততঃ দুনিয়ায় ভগবান বোলে কোন বেটাই নেই, থাকে তো দুনিয়ার বাইরে—অনেক দূরে তার একটা আস্তানা আছে ; কাজেই সেখান থেকে তোমাদে মতো ভক্ত-ভায়াদের ওপর তাঁর লক্ষ্যপাত হচ্ছে অনেকটা

দেরী হয়ে পড়ে! দুনিয়ায় যদি ভগবানের একটা কিছু আস্তানা থাকতো, তাহলে সত্য সত্য পাদরীভায়া তোমাকে আজ এ অবস্থায় পড়তে হতো না— —যেদিন তুমি ভগবানের নামে ভগবানের মন্দিরে সর্বপ্রথম শয়তানের লীলা-খেলা খেলেছিলে সেইদিনই ভগবানের এক চপেটাঘাতে তোমার মতন ভগবান-ভক্ত শয়তানের পাদরীলীলা ফুরিয়ে যেতো।

সায়ান ॥ (স্বগতঃ) এ বেটা গোয়েন্দাদের ওপরে যায়! এর জ্বালায় কথা কয়বারও উপায় নেই। (প্রকাশ্যে) মহাশয় যে আমাদের সাথে সাথেই ফিরছেন সেটা জানা ছিল না।

কাউন্ট ॥ মহাশয় তো ভগবান নন—যে তফাতে থাকবেন, শয়তানও নন যে প্রচ্ছন্ন থাকবেন; মহাশয় সাধারণ মানুষেরই মতন কাজেই সর্ব্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন!

সায়ান ॥ তা মহাশয় বিচরণই করুন বা আকাশে উঠে উড়ুন, তাতে আমার কোনো কিছু বলবার নেই! কিন্তু এখন কথা এই—আর কতক্ষণ আমাদের এভাবে হয়রান করা হবে?

কাউন্ট ॥ সোজা কথার সোজা জবাব- মহাশয় একবার হনুমান মূর্তি ধারণ করলেই এই হয়রানের অবসান হবে।

সায়ান ॥ সে আবার কি?

কাউন্ট ॥ ভারতবর্ষের নাম শোন, আছে? যেখানে আমাদের উপনিবেশ আছে?

সায়ান ॥ হাঁ জানি, আমি সেখানকার পঁদিচেরীতে ঘুরে এসেছি।

কাউন্ট ॥ বটে! বটে! তাহলে তো দেখছি হনুমানের লীলাভূমির কাছাকাছিই গিয়েছ। সুতরাং সেখানকার আবহাওয়া যে একটু-আধটু না পেয়েছ এমন নয়! পঁদিচেরীর কাছাকাছিই কিস্কিন্ধ্যা বলে একটা পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ে হনুমান বলে লম্ফপরায়ণ বীর বাস করতেন, লাফ মারতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনি লাঙুলের কুণ্ডুলি করে বিশ হাত ওপরে উঠে বসতেন, আর বগলে সূর্য্যকে চেপে ধরে, স্কন্ধে প্রকাণ্ড গন্ধমাদন পাহাড় নিয়ে এক লাফে সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন! মহাশয়কে এখন একবার সেই অভিনয়টি করতে হচ্ছে। তাহলেই হয়রানের সমাপ্তি।

সায়ান ॥ আমি সে মহাপুরুষের অভিনয় কেমন করে করব মহাশয়? আমার তো লাঙুল নেই? সূর্য্যকেই বা বগলে চাপাবো কেমন করে? গন্ধমাদন পাহাড়ই বা পাব কোথায়?

কাউন্ট ॥ ব্যস্ত হয়ো না পাদরী ভায়া—ব্যস্ত হয়ো না। সব হবে, সব হবে—সব অভাবই একে একে মিটিয়ে দেবো। আমি সমস্তই সংগ্রহ করে এনেছি। এই নাও লাঙ্গুল। তুমি এখন দল ছেড়ে এগিয়ে এসো দেখি—এসো, এসো এই লাঙ্গুলটি তোমার অঙ্গের যথাস্থানে জুড়ে দিই।

দায়ান ॥ আহাহা। করেন কি মশাই। এযে দেখছি দড়ির তৈরী ল্যাজ! আসল ল্যাজ তো নয়।

কাউন্ট ॥ আজ্ঞে না। এও ভগবানের একটা মস্ত গাফিলতি। ভগবানের উচিত ছিল আসল ল্যাজশুদ্ধ আপনাকে চিড়িয়াখানায় পাঠান। কাজেই এখন নকলেই কাজ সারতে হচ্ছে। আর আজকাল নকল তো আসলকে হারিয়ে দিতে বসেছে। এসো—ল্যাজটা এঁটে দিই। (তথাকরণ)

দায়ান ॥ সূর্য্যের কি হবে? তার তো আর নকল হবে না।

কাউন্ট ॥ কেন হবে না? সূর্য্য গোলাকার—আর (জনৈকের হস্ত হইতে ঢাল লইয়া) এই ঢালখানাও অনেকটা সেই প্রকার। এইটা বগলে চেপে ধরোন (তথাকরণ)

দায়ান ॥ ল্যাজ হলো, সূর্য্য হলো—এবার গন্ধমাদন পাহাড়ের কি হবে?

কাউন্ট ॥ এ ব্যাপারটা আরো জবর হবে হনুমান গন্ধমাদন পাহাড় মাত্র বহন করেছিলেন, আর তুমি পৃথিবী বহন করে ধন্য হবে।

দায়ান ॥ সে আবার কি ব্যাপার?

কাউন্ট ॥ অতি চমৎকার। পৃথিবীর অবিকল নকল। পৃথিবীটা বলের মতন গোল, এটিও পৃথিবীর মতন গোলাকার বল। এখন এইটিকে কাঁধে তোল দেখি।

দায়ান ॥ এ যে মস্তো জিনিষ—একটা পিপে বিশেষ।

কাউন্ট ॥ কিন্তু নিরেট নয় ফাঁপা। এসো কাঁধে তুলে দিই (তথাকরণ) এইবার ঠিক হয়েছে—দিব্যি মানিয়েছে

দায়ান ॥ সত্যিই ভাল মানিয়েছে নাকি?

কাউন্ট ॥ রাস্তার দুধারে ভদ্রলোকেরা দাঁড়িয়ে গেছেন—দেখে ওঁরা ভারী খুশী হয়েছেন।

দায়ান ॥ আমাকে এখন কি করতে হবে মশাই।

কাউন্ট ॥ লম্ফের অভিনয়। হনুমান এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন—তোমাকে আর অতটা এগোতে বলতে পারিনা—তুমি এক লম্ফে এখান থেকে ইংলিশ চ্যানেলটুকু লঙ্ঘন করে ইংলণ্ডে উদয় হও!

সায়ান ॥ ওরে বাবা ! আমি আপনার মতলবখানা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। আপনি আমায় ইংলিশ চ্যানেলে ডুবিয়ে মারবার সংকল্প করেছেন। হাঁ মশাই ! প্রাণটা ভিক্ষা দিয়ে শেষকালে কি জলে ডুবিয়ে মারবার ব্যবস্থা করলেন ? হায়রে আমার প্রাণপাখী ! তোপের মুখে উড়লি নি—বন্দুকের গুলিতে গেলিনি, গিলোটিনের তলায়ও পড়লিনি—শেষে পড়বি কি না জলে ! ওরে বাবা—দম বন্ধ হয়ে দফা রফা !

কাউণ্ট ॥ আহা-হা ! কেন মিছে কাতরাচ্ছ ? তোমাকে জলে ডোবাবার জন্যই কি আমি এত কষ্ট করে এমন ফন্দীটা বার করেছি ? তুমি তো জান, ইংলণ্ড সমুদ্রের অধিশ্বরী, আমাদের সম্রাট ইংলণ্ড আক্রমণ করার জন্য বুলন বন্দরে লক্ষ সৈন্য, শত শত জাহাজ স্থাপন করেছিলেন—কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ইংলণ্ডের কূলে ঘেঁসতে পারেন নি, ডাঙ্গা দিয়ে ইংলণ্ডে যাবার পথ নেই—আর এক—শূন্যে শূন্যে যাওয়া যায়। সেই জন্যই হনুমানের আদর্শে তোমাকে শূন্যে শূন্যে ইংলণ্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি আর হনুমান যখন সাগর লঙ্ঘন করতে পেরেছিলেন, তুমি তখন এই সামান্য খাড়ীটুকু লঙ্ঘন করতে পারবে না কেন ?

সায়ান ॥ আপনি বলছেন কি মশাই ? মানুষে কি কখনও এ কাজ করিতে পারে ?

কাউণ্ট ॥ মানুষে না করতে পারে—কিন্তু, তুমি পারবে না কেন ? শয়তানের অসাধ্য তো কিছুই নেই। বেশ একবারে না পারো প্রথমে রিহার্সাল দাও। আগে ডাঙ্গায় লম্ফ দাও তারপর খানা ডোবা ডিঙ্গোও, তারপর নদী পার হও—শেষে ইংলিশ চ্যানেল—কেমন ? বেশ এখন ডাঙ্গাতেই চেষ্টা চলুক। ওহে। তোমরা হনুমানজীর ল্যাজটা তুলে ধরো উনি সামলাতে পারছেন না ! হাঁ, আর শোনো—একটু বসন চাই- একটু ছড়া-টড়ার দরকার। এসো কানে কানে একটা ছড়া বলে দিই—সেইটে আওড়াতে আওড়াতে অভিনয় শুরু করে দাও

সায়ান ॥ আমি তো গাইতে জানি না।

কাউণ্ট ॥ আমিও তো তোমার স্তব-শক্তির তারিফ করতে চাচ্ছি না, গলা যখন আছে তখন তেজে ছেড়ে দাও।

সায়ান ॥ নাচার ! লাজে আর কাজ কি ? (অঙ্গভঙ্গী সহ লম্ফ দিয়া নৃত্য করিতে করিতে) ওরে ভাইসব, আমি হনুমানের হনু অবতার
এবার লম্ফে লম্ফে হব আমি ইংলিশ চ্যানেল পার ॥
[ফ্রান্সের ভাবনা কিবা আর ?]

কাউন্ট ॥ এই ভাবে গাইতে গাইতে শহর প্রদক্ষিণ করো; তোমরাও বান্ধু-ভাইরা, ওঁর ল্যাজ ধরে চলো! (সারানকে লইয়া সকলের প্রস্থান। করতালি দিয়া নাগরিকগণের পশ্চাদ্ধাবন)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(তালিরন্দের বাটী। ড্রয়িংরুম। তালিরন্দ, সিয়ে, ভুকো, দ্বারপ্রান্তে রোহেন। রোহেন শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত বৃদ্ধ পরিচারকের ছদ্মবেশে। টেবিলে বিবিধ পানীয়। উল্লেখিত তিনজন পান করিতে করিতে পরামর্শে নিযুক্ত ছদ্মবেশী রোহেনের সে সম্বন্ধে উদাস ভাবের অভিনয়—প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা।)

ভুকো ॥ তালিরন্দ ভায়া! তোমার চাকরটাকে এ ঘর থেকে সরালেই ভালো হতো।

তালি ॥ ওঃ, ওর জন্য কোন চিন্তা নেই; ও একে বৃদ্ধ, তার ওপর বোবা আবার কালা।

সিয়ে ॥ বটে?

তালি ॥ সেদিন ঘটনাচক্রে রাস্তার মধ্যে ওর এই বিধিদত্ত গুণ দুটির পরিচয় পেয়ে আমার ড্রয়িংরুমের জন্য ওকে নিযুক্ত করেছি। কথা কইতে পারে না, কানে শুনতেও পায় না। এই দেখনা তার সাক্ষী—ওরে! ওরে! (কর-তালি দিয়া) ওরে!

রোহেন ॥ (চমকিত হইয়া উদাস দৃষ্টি)

তালি ॥ একটু শ্যাম্পেন ঢেলে দে! (রোহেন—কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিয়া ইঙ্গিতে আদেশ প্রার্থনা তালিরন্দ কর্তৃক শ্যাম্পেন ঢালিয়া দেবার ইঙ্গিত করণ। রোহেনের তথাকরণ)

ভুকো ॥ বাঃ বাঃ বেশ লোকটি যোগাড় করেছ ভায়া! পরিচর্য্যার লোক না থাকলে আমাদের এক দণ্ডও চলে না অথচ পরামর্শের সময় অপর কাউকে থাকতে দেওয়া যায় না। এই রকম লোকই আমাদের কাজের মতন লোক।

সিয়ে ॥ যাক্, এখন কাজের কথা কও। তালিরন্দ ভায়া! কার্ণোর সম্বন্ধে কি বলছিলে?

তালি ॥ বিশেষ কিছু নয়—তবে বলবার মতন কথা এইটুকু যে, কার্ণো ভায়া এখন একটু বেঁকেছেন।

ভুকো ॥ কেন? কেন? তিনি হচ্ছেন নেপোলিয়নের একজন মস্ত গোঁড়া—

তালি ॥ হাঁ, তা বটে, কিন্তু জান তো, কার্ণো একজন ভয়ঙ্কর সাধারণতন্ত্রী। নেপোলিয়নের সম্রাটগিরি ভায়ার মোটেই পছন্দসই হয়নি। হাঁ, তবে যদি

বল এ ব্যাপারে উনি মত দিলেন কেন? সে কথা স্বতন্ত্র — যেখানে সকল মন্ত্রী, সকল সেনাপতি সকল রাজকর্মচারী — এক কথায় সমগ্র ফরাসী জাতি নেপোলিয়নকে সিংহাসন দিতে ইচ্ছুক—কার্ণোর আপত্তি সেখানে টেকবে কেন? কাজেই তায়াকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

সিয়ে॥ তায়া কিন্তু এবার রীতিমত আক্কেল পেয়েছেন। নেপোলিয়ানকে সাক্ষী গোপালের মত স্থাপন করে স্বয়ং রাজ্যের সর্বেসর্বা হবেন কার্ণো তায়ার এই আশাটুকু ছিল। কিন্তু পরে তায়াকেই নেপোলিয়ানের নিকট সাক্ষী গোপাল হয়ে থাকতে হয়েছে।

ডুকো॥ শুধু কার্ণোর কথা কও কেন ভায়া? নেপোলিয়ান তো ফ্রান্সের সমস্ত হোমরা চোমরা রাজপুরুষকেই সাক্ষী গোপাল বানিয়ে রেখেছে। নেপোলিয়ান সম্রাটগিরি করছে, নিজেই নিজের মন্ত্রীত্ব করছে, আইন বাতলাচ্ছে, যুদ্ধ বিভাগে কর্তৃত্ব করছে, শিক্ষা বিভাগের নিয়ম গড়ছে, রাজস্বের সুব্যবস্থা করছে, পূর্ত বিভাগের তদারক করছে, পুলিশদের চালাচ্ছে, ধর্ম-জগতের ওপরও কর্তৃত্ব করছে। নেপোলিয়ান একাই একশো। একাই সব করছে প্রত্যেক বিভাগেই এক একজন কর্তা আছে বটে, কিন্তু কলের পুতুলের মতন তারা নেপোলিয়ানের হুকুম পালন করছে মাত্র।

সিয়ে॥ তাই তো! আমাদের আর আছে কি? আমরা আর পাই কি? একটা নির্দিষ্ট বেতন মাত্র! সেও কি একটা বেতনের মতন বেতন? অধ্যক্ষ-গিরিতে তখন যে উপার্জন করতুম, তার শতাংশেরও একাংশ নয়। ভাগ্যিস, লোহার কারখানাটা ছিল।

ভালি॥ তারও তো অবস্থা এখন সঙ্গীণ যুদ্ধের সঙ্গে-ই এ কারখানার সম্বন্ধ; যুদ্ধের মরশুমে যেমন লাভ হয়, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে শান্তির সময় আবার তেমনি লোকসান দিতে হয় বুদ্ধিমান নেপোলিয়ান কৌশল করে শক্তিমান ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলেছে, ইংলণ্ড চিরকালই শান্তির পক্ষপাতী, নেপোলিয়ান নিজে সন্ধি না ভাঙলে ইংলণ্ড কখনই যুদ্ধ করবে না। নেপো-লিয়ান এখন শান্তির স্বাদ পেয়েছে — সে বোধ হয় এখন ইংলণ্ডকে ঘাঁটাবে না। আর ইংলণ্ড যদি নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহলে কোনো শক্তিই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। সুতরাং যুদ্ধের আর আশা নেই—লোহার কারখানা থেকে আমাদের আর একটি ফ্রাঙ্ক পাবারও প্রত্যাশা নেই

ডুকো॥ ভালিরন্দ ভায়া—আমরা এটা বেশ বুঝেছি; এরই একটা বিহিত

করবার জন্যে তোমার বাড়ীতে এসেছি। এখন এ ব্যাপারে একটা সদুপায় স্থির করতে হচ্ছে। আমাদের কথা এই—নেপোলিয়ান যা ইচ্ছা করুক না কেন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি করে কাজ নেই কিন্তু আমাদের বুকের রক্ত এই লোহার কারখানাটাকে বাঁচিয়ে রাখা চাই-ই

তালি ॥ এই কারখানাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও ভাই, তাহলে ইয়োরোপে যুদ্ধের আগুন নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালিয়ে রাখা চাই! কেননা, যুদ্ধের সঙ্গেই এই কারখানা ও আমাদের স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—যুদ্ধের ফলাফল বা নেপোলিয়ানের পতনোত্থানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?

সিয়ে ॥ হুঁ ভায়া, কথাটা ঠিক, তবে এটা আমাদের পক্ষে বটে—কিন্তু তোমার সম্বন্ধেও কি?

তালি ॥ কেন? কেন? আমার সম্বন্ধে নয়ই বা কেন? আমি কি তোমাদের মধ্যে নই?

ডুকো ॥ না—না তা নয়, তা নয় তবে কি জানো তালিরন্দ ভায়া—এই তোমার মুখে সম্বন্ধ-অসম্বন্ধের কথা শুনে আমাদের মনে মনে একটা সম্বন্ধের সন্দেহ হচ্ছে! তুমি হচ্ছো এখন সম্রাট নেপোলিয়ানের ভাবি বৈবাহিক; নেপোলিয়ানের পুত্রস্থানীয় ইউজিনের সঙ্গে তোমার সুন্দরী কন্যা কুমারী ইদার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। কাজেই ভায়া—আমাদের মনে এখন এই সন্দেহটুকু হতে পারে না কি—যে, নেপোলিয়ানের পতনোত্থানের সঙ্গে আমাদের দুজনের সম্বন্ধ না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার বিশেষ সম্পর্ক আছে বৈকি!

তালি ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ! এই কথা? এই সন্দেহ? ভায়া, এর উত্তর এই—আমাদের স্বার্থ নিয়ে হচ্ছে কথা—এর মধ্যে মেয়ের স্থান কোথা? ভায়া হে! প্রথম যৌবন থেকে অর্থেরই উপাসনা করছি! টাকাই হচ্ছে আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সর্বস্ব নিজের স্বার্থের দিকেই যেখানে লক্ষ্য নিবদ্ধ, সেখানে মেয়ের ওপর লক্ষ্যপাতের অবসর কোথায়? আমাদের আবার মেয়ে—আমাদের আবার সংসার! টাকা—টাকা—টাকা ভায়া হে, এই টাকাই আমাদের ধর্ম-কর্ম-সারাৎসার!

সিয়ে ও ডুকো ॥ বাস্—বাস্—বাস্!!!

ডুকো ॥ হাতে হাত দাও ভাই—আর আমাদের সন্দেহ নাই! (পরস্পর করমর্দন)

সিয়ে ॥ আসল কথা এই, যুদ্ধ বাধাবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা! বেশ কথা!

এই নিয়েই এখন মাথা ঘামান যাক।

ডুকো॥ তাহলে আমরা এখন উঠি। তিন জনেই এখন স্বতন্ত্রভাবে মতলব ভাজতে থাকি—কাল আবার এইখানে তার মীমাংসা হবে—কেমন?

তালি॥ বেশ কথা। (সিয়ে ও ডুকোর প্রস্থান) যুদ্ধ বাঁধাতেই হবে—যেমন কোরেই হোক বাঁধাতেই হবে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন ক'রে?

রোহেন॥ মন্ত্রীর অনুমতি হ'লে আমি তা নিবেদন করতে পারি।

তালি॥ (মহাবিস্ময়ে) একি!! তুই—তুই কথা কইলি!! তুই তাহলে—ওঃ বুঝেছি—মিথ্যাবাদী, ছদ্মবেশী, গুপ্তচর। তোকে আমি এখনই গুলি করে মারবো—(পিস্তল ধারণ)

রোহেন॥ পিস্তল পকেটে রাখুন মহাশয়। আমিও পিস্তল ধরবার স্পর্দ্ধা রাখি (পিস্তল ধারণ)। মনে রাখবেন আপনি—মন্ত্রভেদে যার এতদূর সামর্থ্য—লক্ষ্যভেদেও সে সিদ্ধহস্ত।

তালি॥ (পিস্তল পকেটে রাখিয়া) তুই কে? তোর অভিপ্রায় কি?

রোহেন॥ উত্তর একে একে দেবো প্রথম প্রশ্নের উত্তর নাও (ছদ্মবেশ সহজে পরিত্যাগ ও নারীবেশ প্রকাশ) দেখ আমি কে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—তোমার যা অভিপ্রায় আমারও তাই মন্ত্রী তালিরন্দ। তুমি আমাকে অনেকবার দেখেছ, কিন্তু বোধ হয় এখন চিনতে পারছো না—আর সেটা কিছু আশ্চর্য্যেরও নয়, কেননা প্রসাধন প্রক্রিয়ায় আমি অদ্বিতীয়া—আকৃতির পরিবর্তনে আমি স্বতঃসিদ্ধা।

তালি॥ তুমি যে একজন অতি উচ্চশ্রেণীর রমণী এবং কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার ন্যায় চতুরের চক্ষে ধূলি দিয়ে আমাদের গুপ্তকথা জেনে নিয়েছ তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি! আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করছি, আর এই অনুরোধ করি—আমার সঙ্গে প্রতারণা করো না, তোমার উদ্দেশ্য আমাকে সরলভাবে জানাও।

রোহেন॥ আমি তোমার সঙ্গে কখনই প্রতারণা করবো না মন্ত্রী, অকপটচিত্তে আমি তোমাকে আমার কথা জানাব। কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে কোনও প্রকার প্রতারণা করো, তাহলে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি তোমার সঙ্গে এমন প্রতারণা করবো—যা কেবল শয়তানীর পক্ষেই সম্ভব।

তালি॥ বেশ কথা। এখন তোমার যা বলবার তা বলো।

রোহেন॥ মন্ত্রী তালিরন্দ। স্বার্থের জন্য, অর্থের জন্য আপনারা ইয়োরোপে

যুদ্ধানল চিরপ্রজ্জ্বলিত রাখতে চান! আর আমি, আমার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এরই সমর্থন করি। আপনাকে বলা কর্তব্য—আমি নিহত ডিউক-ডি-ইঙ্গোর কন্যা!!

তালি॥ ওঃ আপনিই! আপনিই প্রিন্সেস রোহেন! সেবার দরবারে আপনাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তিতে দেখেছিলাম।

রোহেন॥ পুনরায় প্রয়োজন হলে অন্য মূর্তিতে দেখবেন মন্ত্রী! একটু আগে যুদ্ধ বাধাবার উপায় আবিষ্কারে আপনি চিন্তান্বিত ছিলেন কিন্তু এর জন্য আর আপনাকে চিন্তা করতে হবে না—আমার চেষ্টায় ইয়োরোপে আবার রণভেরী বেজে উঠেছে! সেই যে সেবার দরবার থেকে আমার পিতার অস্থিমদান কেশগুচ্ছ নিয়ে চলে গিয়েছিলাম-তা বোধ হয় আপনার মনে আছে? সেই কেশগুচ্ছ নিয়ে ইয়োরোপের সমস্ত সিংহাসনের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—রাজরক্তপাতের একটা সুস্পষ্ট আলেখ্য তুলে ধরেছি! তার ফলে ইয়োরোপ থেকে শান্তি অপসৃত হয়েছে—সন্ধিপত্র ছিন্ন করে রুসিয়া-অস্ট্রিয়া-প্রুসিয়ার সম্মিলিত দশ লক্ষ বাহিনী বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় উল্কার মতন ফ্রান্সে ছুটে আসছে।

তালি॥ য়্যাঁ! বল কি? তাহলে আবার একটা যুদ্ধ বাধবে! বল কি?

রোহেন॥ একটা কেন, যাতে দশটা যুদ্ধ বাধে আমি তা করতে পারি—যুদ্ধানল যাতে দীর্ঘকাল প্রজ্জ্বলিত থাকে তার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু মন্ত্রী, এ যুদ্ধের জয়-পরাজয়ে—উভয় দিকেই আপনার লাভ; আর আমার লাভ কেবল নেপোলিয়ানের পরাজয়ে। কিন্তু তার পরাজয় সহজসাধ্য নয়—সুতরাং আপনার কাছে আমি কিছু প্রত্যাশা করি!

তালি॥ অর্থ চান?

রোহেন॥ তুচ্ছ অর্থ! আমি অর্থের কাঙ্গালিনী নই! আমি চাই জোসেফাইনের সঙ্গে নেপোলিয়ানের চিরবিচ্ছেদ। নেপোলিয়ান যাতে জোসেফাইনকে ত্যাগ করে—আপনাকে তার উপায় করতে হবে।

তালি॥ অসম্ভব! এতে আমারই সম্পূর্ণ ক্ষতি। আপনি কি জ্ঞাত নন—জোসেফাইনের পুত্র ইউজিনের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ হবে?

রোহেন॥ বেশ তো! তাতে আপনার কি? আপনার স্বার্থে তো আঘাত পড়ছে না!

তালি॥ তা নয়—তবে কন্যার ভবিষ্যত—কন্যার ওপর স্নেহ—

রোহেন ॥ আর ও স্নেহের অভিনয় নাইবা করলেন। আপনার হৃদয়ে কি স্নেহ মমতার অস্তিত্ব আছে? আপনার হৃদয় তো ওই সিন্দুকের মধ্যে! আপনার কন্যাস্নেহ তো ওই সিন্দুকজাত টাকার ওপর। কন্যার ভবিষ্যতের সঙ্গে আপনার স্বার্থের সম্পর্ক কি?

ভালি ॥ তা ঠিক—তা ঠিক। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে চেষ্টা করা যাবে; আর কথাটাও ঠিক, জোসেফাইনের ওপর আমার মোটেই শ্রদ্ধা নেই—ওকে সম্রাজ্ঞীর সম্মান দিতে আমার যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে। বেশ কথা, আমি এতে সম্মত। (ইউজিন ও ইদার প্রবেশ)

ইউজিন ॥ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম—ব্যস্ত আছেন বোধ হয়?

ভালি ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ একটু। না—না বিশেষ কিছু নয়। ইনি আমার এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর কন্যা। শত্রুপক্ষের চক্রান্তে বড়ই বিপদগ্রস্থা হয়েছেন তাই একটা পরামর্শ দিচ্ছিলেম। এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই বোধ হয়?

ইউজিন ॥ আজ্ঞে না—এঁকে আর কখনও দেখবার সৌভাগ্য ঘটে ওঠেনি যা হোক—আজ এঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড়ই সুখী হলেম

ভালি ॥ মিস্! ইনি আমার ভাবী জামাতা ইউজিন

রোহেন ॥ ওঃ কি সৌভাগ্য আমার। আপনি একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি আপ্যায়িতা হলেম। (করমর্দন)

ইউজিন ॥ আমারও সৌভাগ্য। আমিও বিশেষ আপ্যায়িত হলেম

ভালি ॥ আর এইটি আমার কন্যা—কুমারী ইদা

রোহেন ॥ বেশ, বেশ। (ইদার সহিত করমর্দন, ইউজিনের নিকট গিয়া) আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে, অনেক কথা করবার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে এখনই স্থানান্তরে যেতে হচ্ছে আর একদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করবো। আশা করি আমার স্মৃতি আপনার ন্যায় মহৎ-প্রাণ যোদ্ধার হৃদয় থেকে শীঘ্র মুছে যাবে না।

ইউজিন ॥ সে কি—সে কি। আপনার কথা আমি কিছুতেই ভুলবো না, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো

রোহেন ॥ সে আমার সৌভাগ্য আর আপনার স্বাভাবিক করুণা! তাহলে আসি মহাশয়। (করমর্দন)

ভালি ॥ চল তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি ইউজিন বোস এখানে—আমি এখনি আসছি (ভালিরম্ব ও রোহেনের প্রস্থান)

ইউজিন ॥ প্রিয়তমে ! ওই সুন্দরী যখন আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তুমি তখন তাঁর দিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইছিলে— তোমার মুখে ও চোখে কেমন একটা ঈর্ষার ভাব ফুটে উঠেছিল। কেন, ওঁর সঙ্গে তোমার কি কোন শত্রুতা আছে ?

ইদা ॥ না প্রিয়তম, ওর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই ; ওকে আমি আর কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না ; কিন্তু ওকে দেখবা মাত্রই আমার প্রাণ যেন কেঁপে উঠলো আমার মনে হলো ও যেন আমার পরম শত্রু ; ওর সঙ্গে যেন আমার কতদিনের শত্রুতা। ও কে ? যাইহোক, তুমি ওর সঙ্গে আর কখনও মিশোনা - এই আমার মিনতি !

ইউজিন ॥ ছেড়ে দাও ও কথা, চলো আমরা ততক্ষণ বাগানে গিয়ে বেড়াই।
(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(দুর্গ চত্বর নেপোলিয়ান ও তালিরন্দ)

নেপো ॥ সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের আচরণে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। এরা এমনই কাপুরুষ যে পাছে আমি প্রস্তুত হবার অবকাশ পাই এই আশঙ্কায় সমর বিধান লঙ্ঘন ক'রে—যুদ্ধ ঘোষণা না করেই আমার সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে !

তালি ॥ এরা সম্ভবতঃ মনে করেছে সম্রাট এখন সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা-বিধানে ব্যস্ত আছেন, এ সময়ে বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় আচম্বিতে আক্রমণ করে সহজেই বিপন্ন করবে।

নেপো ॥ কিন্তু সম্রাট নেপোলিয়ানকে এভাবে বিপন্ন করার চেষ্টা বীতংসে সিংহকে বন্ধন করবার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। পৃথিবীর মধ্যে আমিই বোধ হয় এক মাত্র সম্রাট -শতচক্ষু নিয়ে যে সাম্রাজ্য পরিচালনা করে ! ইয়োরোপের মানচিত্রের ওপর নেপোলিয়ানের লক্ষ্য দিবারাত্র কি ভাবে নিবদ্ধ আছে অস্টারলিজে পৌঁছবার পূর্বেই শক্তিপুঞ্জ মর্মে মর্মে তা অবগত হবে।

তালি ॥ কিন্তু এবার অস্ট্রিয়া একা নয়, প্রুসিয়া ও রুসিয়া তাহার সহায়। এদের সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা সাত লক্ষেরও ওপর। সম্রাট যদি জয়ী হন— তাহলেও যুদ্ধের বিরামের সম্ভবনা নেই, কেননা সমগ্র ইয়োরোপে সম্রাট বহুসংখ্যক শত্রু সৃষ্টি করে তুলেছেন, অথচ সম্রাট একাকী ! কোনো সাম্রাজ্যের সঙ্গেই আপনার আত্মীয়তা বন্ধন নেই ইয়োরোপের মধ্যে আপনার এমন কোনো আত্মীয় রাজশক্তি নেই -আপনার বিবাদের সময় আত্মীয়

যোগে যিনি আপনার সাহায্যের জন্য অস্ত্রধারণ করেন। এই কারণেই ইয়োরোপের কোনও সম্রাট-নন্দিনীকে বিবাহ করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সেদিন আপনাকে অনুরোধ করেছিলেম। আর সম্রাজ্ঞী জোসেফাইনের গর্ভে যখন এ পর্যন্ত কোনও সন্তানাদি হলো না, তখন স্বার্থের অনুরোধেও দারান্তর গ্রহণ আপনার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য

নেপো॥ মন্ত্রী। এসব কথা এখন থাক। এ প্রস্তাব পরে বিবেচ্য এখনই যাকে রুদ্ধ অসি কোষমুক্ত করে রণসাগরে অবগাহন করতে হবে এ প্রলোভন এখন বোধ হয় তার পক্ষে প্রীতিকর হবে না।

তালি॥ সম্রাটের এ উক্তির আমি পূর্ণ সমর্থন করি। সম্রাট জয়যুক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করুন; অতঃপর একথার পুনরুত্থাপন করবো। এখন বিদায়।
(প্রস্থান (জোসেফাইনের প্রবেশ)

নেপো॥ এসো মহিমাময়ী সম্রাজ্ঞী! আমি এখানে সাগ্রহে তোমারই প্রতীক্ষা করছি

জোসে॥ মহিমাময় সম্রাটের সঙ্গিনী হবার জন্য আমিও প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

নেপো॥ সম্রাজ্ঞী কি এবার তা হলে সম্রাটের সমর সঙ্গিনী হতে ইচ্ছা করেন?

জোসে॥ সম্রাট কি সেটা আশ্চর্য বলে মনে করেন?

নেপো॥ সম্রাজ্ঞী বোধ হয় অবগত নন—সমস্ত পৃথিবী এখন সম্রাট নেপোলিয়ানের শোচনীয় পতন নিরীক্ষণ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে

জোসে॥ কিন্তু জোসেফাইন যে সম্রাটের সম্রাজ্ঞী সে সম্রাটের পতন হ'তে পারে না, তাই বিজয়লক্ষ্মী প্রদত্ত বরমাল্য সম্রাটকে স্বহস্তে ভূষিত করবার জন্যই সম্রাজ্ঞীর সমর-সঙ্গিনী হবার এই আকিঞ্চন।

নেপো॥ সত্য কথা বলেছ জোসেফাইন। তুমি যে সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, আর সে সাম্রাজ্যের যিনি সম্রাট তাঁর কখনো পতন নাই কিন্তু প্রিয়তমে! সমর ক্ষেত্রে তোমার পদার্পণের কোনো আবশ্যক নাই। তুমি এই প্যারিসের প্রাসাদে বসে তোমার মহিমার উচ্চশিখর হ'তে ক্রীতদাসের উদ্দেশে যদি দিনান্তে একটিবার কৃপাকটাক্ষপাত কর—তাহলেই যথেষ্ট হবে।

জোসে॥ এ তোমার বিদ্রূপ—না অভিমান—না আদর?

নেপো॥ এ আমার প্রেম! জান তো প্রেমময়ী! প্রেমিকের অংশ অভিনয় করতে গেলেই আমি তোমার কাছে ধরা পড়ি

জোসে॥ আমি কিন্তু আজ সম্রাটের কাছে প্রেমের অভিনয় করছি না!

আমার এ অভিনয় আমার অন্তরের অভিব্যক্তি। আমাকে সঙ্গ না দিয়ে কতদিন তুমি কত যুদ্ধে গমন করেছ, কিন্তু তাতে কোনোদিন আমার হৃদয় এভাবে উদ্বেলিত হয়নি—কিন্তু আজ, যদিও অন্তরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার জয় অনিবার্য্য, তবু আমার হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে, কত কি মনে হচ্ছে—

নেপো॥ সেই 'কত কি'-র মধ্যে এটাও কি সম্রাজ্ঞীর মনে হচ্ছে যে সম্রাট নেপোলিয়ান যুদ্ধজয়ের পর এশিয়া বা রুসিয়া থেকে কোন অতুলনীয়া সুন্দরীকে হরণ করে এনে সম্রাজ্ঞীর আসনে অভিষিক্ত করবেন?

জোসে॥ মহিমাময় সম্রাট! আমার প্রিয়তম প্রভু, এ কি তোমার পরিহাস না ভবিষ্যতের অতি সত্য আভাষ! দেখ, দেখ একথা শুনে আমার বক্ষঃস্থল কি ভাবে কেঁপে উঠল!

নেপো॥ (বক্ষে হাত রাখিয়া) সত্যই তো। তোমাকে তো আমি কখনো এমন বিচলিত হতে দেখিনি জোসেফিন! তোমাকে বড় অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে!

জোসে॥ সম্রাট। আমার কাতর অনুরোধ—আমি তোমার সঙ্গে যাব। এ আশায় নিরাশ করো না প্রিয়তম।

নেপো॥ প্রেমালাপের আর সময় নাই—সমস্ত সৈন্য আমার রাইনের তীরে সমবেত হচ্ছে—নদীতীর পর্য্যন্ত তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গিনী হবে। (জোসেফাইনের হস্তধারণ পূর্ব্বক নেপোলিয়ানের প্রস্থান। লুই ও হরতেনের প্রবেশ)

হরতেন॥ তুমি ভারি ছেলেমানুষ! আমাকে দেখলেই কেবল আমার সাজবার সুখ্যাতি করবে।

লুই॥ অন্যায়ই বা করেছি কি? সত্য কথা বলতে কি হরতেন—তোমাকে এই বীরসজ্জায় সজ্জিত দেখতে আমি বড় ভালবাসি; তখন আমি সংসার ভুলে যাই—অনিমেষ নেত্রে তোমার দিকে চেয়ে থাকি!

হরতেন॥ ঠিক—বীরপুরুষ তুমি—এটা তোমারই যোগ্য আচরণ বৈকি! তাহলে ভালো করে বলে রাখি—যুদ্ধস্থলেও আমাকে দেখে এই ভাবে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেয়ো, তাহলে শত্রু সৈন্যরা তোমার সৌন্দর্য্য শক্তির খুব তারিফ করবে।

লুই॥ যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুমি এখানকার কথার তুলনা করছ কেন হরতেন? এখানে আমরা যে ভাবে থাকি—যুদ্ধের সময়েও কি তাই? নাচের মজলিসে যে বাঁশী অন্তরে আনন্দের লহর ছোটায়, যুদ্ধস্থানে সেই বাঁশীই আবার প্রাণকে

স্তুতীপনার আজ্ঞায়।

হুয়েঙ্গেন ॥ বেশ কথা! তাহলে এখানে আর এ সব গবেষণার আবশ্যক নেই, সকলেই প্রায় চলে গেছে—আমাদের পেছিয়ে পড়া ভালো দেখায় না!

দুই ॥ ঠিক কথা —এসো তবে আমরা সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াই (উভয়ের প্রস্থান। এলিজা ও মুরাটের প্রবেশ)

মুরাট ॥ এলিজা! অন্তরের সঙ্গে তুমি যে আমাকে ভালবাস, আমি তার সহস্র প্রমাণ পেয়েছি—কিন্তু তবু তুমি আমার কাছে কেন এমন গম্ভীরা হও? সকলেই বলে ফরাসী রমণীরা লজ্জাশূন্যা। কিন্তু এলিজা, তোমার মতন লজ্জাশীলা রমণী এক তুরস্ক ভিন্ন বোধ হয় ইয়োরোপের আর কোথাও নেই!

এলিজা ॥ মুরাট! যদি জানো আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি, তাহলে আবার এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? দেখ ফুলকে সবাই ভালবাসে, কিন্তু ভালবাসার সেই প্রকৃতি সকলের সমান নয়। কেউ ফুল দেখলেই ছুটে তাকে তুলতে যায়—কেউ ফুল দেখে স্থান-কাল বিবেচনা করে তবে তাকে তোলে—কেউবা ফুলের প্রকৃতি বিচার করবার জন্য, তাকে তোলবার জন্য নাড়াচাড়া করে—আবার কেউ বা ফুলের সুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে ফুলকে দেখতে আসে —দেখে তৃপ্ত হয়—দূর থেকে তার সুবাস নেয়, কিন্তু মনে তার তোলবার সাধ থাকলেও, কাঁটার ভয়ে ফুলকে তুলতে পারে না তোমার প্রশ্নের এই আমার উত্তর!

মুরাট ॥ এলিজা, এলিজা! প্রিয়তমে! এত কথা জান তুমি! এমন বিদুষী তুমি! বল তবে প্রাণাধিকে —আমাদের মিলনের পথে কণ্টক কি?

এলিজা ॥ কি কণ্টক —তা কি তুমি বুঝতে পারনি মুরাট? ভেবে দেখ দেখি— আমাদের সম্বন্ধের কথা ভাব দেখি—তাহলে কণ্টক দেখতে পাবে!

মুরাট ॥ প্রেমের কাছে আবার সম্বন্ধ কি এলিজা?

এলিজা ॥ সম্বন্ধ আছে বৈকি মুরাট। জাননা কি, সম্বন্ধে আমি—সম্রাট-ভগিনী, আর তুমি সম্রাট-সেনানী। প্রেমই এই সম্বন্ধের সামঞ্জস্য করতে সক্ষম কিন্তু শুধু তাতে অন্তরায়—সম্রাটের সম্মতি মনে রেখো মুরাট— তোমার আমার ইচ্ছায় যে মিলন—তা কখনো সিদ্ধ নয়; যা সিদ্ধ নয়—তা অপবিত্র! সম্রাট—ভগিনী এলিজা অবৈধ মিলনের প্রত্যাশী নয়! আমাদের মিলনের মূলে সম্রাটের সম্মতি—সাহসী বীর, আগে সম্রাটের সম্মতি গ্রহণ করো।

মুরাট ॥ সত্য কথা এলিজা, সম্রাটের সম্মতি গ্রহণ আগেই বাঞ্ছনীয়। এলিজা চিরদিন আমি বাক্যহীন কিন্তু কর্মপটু! কর্মের প্রভাবে সম্রাটের স্নেহভাজন হয়েছি, কর্মের প্রভাবে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেছি—আবার আসন্ন সময়ে এই কর্মের প্রভাবেই সম্রাটকে সন্তুষ্ট করে সম্রাটের সম্মতি নিয়ে তোমাকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করব সুন্দরী! এক্ষণে বিদায় প্রিয়তমে! (প্রস্থান)

এলিজা ॥ প্রেমময় ভগবান! তুমি ইচ্ছাময়। তোমারই ইচ্ছায় আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রেমের সোপানে আমরা দুটি প্রাণী পরস্পর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছি! তোমার করুণা ভিন্ন এ সোপান অতিক্রম করবার আর উপায় নেই। আর যদি এখান থেকে ফিরতে হয়—পদস্খলিত হয়ে পড়তে হবে—সে পতনে দুজনেরই অঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে! তোমার মনে যদি সে সাধ থাকে, তাই করো করুণাময়! (রুমালে চক্ষু ঢাকিয়া প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

(অস্টারলিজ সম্মিলিত সম্রাট শিবির। অস্ট্রিয় সম্রাট ফ্রান্সিস, রুস সম্রাট আলেকজান্দার, প্রাসিয় সম্রাট উইলিয়াম ফ্রেডারিক)

আলেকজান্দার ॥ সম্রাট ফ্রান্সিস! আমার খুব বিশ্বাস, আপনার সেনাপতি ম্যাকের বিশ্বাসঘাতকতাতেই আপনি উলম হারিয়েছেন। ম্যাক যদি বিশ্বাস-ঘাতক না হবে তাহলে কি তার আশী হাজার সৈন্য অত সহজে—এক প্রকার বিনা যুদ্ধে নেপোলিয়ানের হস্তগত হয়।

ফ্রান্সিস ॥ সম্রাট আলেকজান্দার! আমি নেপোলিয়ানকে চিনি—সেইজন্যই ম্যাকের ওপর দোষারোপ করতে পারছি না। সেনাপতি ম্যাক অতর্কিত ভাবে নেপোলিয়ান কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। নেপোলিয়ান যে আমাদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে মধ্যপথেই ম্যাকের পতনের ফাঁদ পেতে রেখেছিল—ম্যাক তা জানতে পারেন

উইলিয়াম ॥ কিন্তু এমন অদ্ভুত পরাজয়ের কথা আমরা আর কখনো শুনিনি যুদ্ধের একটা অভিনয় মাত্র হলো অথচ চুয়াল্লিশ হাজার অস্ট্রিয় সৈন্য হত ও আহত হলো—তারপর ছত্রিশ হাজার সৈন্যের সঙ্গে অস্ট্রিয় সেনাপতি ম্যাক নেপোলিয়ানের কাছে আত্মসমর্পণ করলে! তাদের একটিও কেউ ফিরতে পেলে না! নেপোলিয়ানের এমন রণজয়—আর অস্ট্রিয়ার এমন পরাজয়—পৃথিবীর ইতিহাসে এই বোধ হয় নূতন। নেপোলিয়ান মানুষ তো বটে!

ফ্রান্সিস ॥ হাঁ সম্রাট। নেপোলিয়ান মানুষ বটে, কিন্তু তার কার্যকলাপ

অপরাজেয়! নেপোলিয়ানের সঙ্গে এই আমার পঞ্চম সংঘর্ষ—কিন্তু প্রত্যেক বারই আমি তার অপরাজেয় শক্তির পরিচয় পেয়েছি একথা বোধ হয় মিথ্যে নয় যে, আমাদের এই লোকটিকে আক্রমণ করতে যাওয়া, শিশুর পক্ষে কোনো মহাকায় দৈত্যকে আক্রমণ করার মতন উপহাসের বিষয়!

আলেকজান্দার ॥ সম্রাট ফ্রান্সিস! সেটা বোধ হয় অস্ট্রিয়ার সৈন্য আখ্যাধারী শিশুদের পক্ষে—যারা শত্রুর অঙ্গুলি সঞ্চালনে তালপত্রের সিপাহীর মতন যুদ্ধের অভিনয় করে। বিশ্ববিদিত রুস সৈন্যের পক্ষে একথা খাটে না—তার সাক্ষ্য এখান থেকেই দেখুন না কেন, যে নেপোলিয়ান শত্রু সম্মুখে কখনো স্থির হয়ে বসে থাকে না—শত্রু দেখলেই সিংহ-বিক্রমে তার ওপর পতিত হয়—অস্টারলিজের উপকণ্ঠে এসে সেই নেপোলিয়ান এবার স্তম্ভিত ভাবে বসে আছে। কারণ, সে বুঝেছে এবার শুধু অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অভিনয় নয়—দুই লক্ষ কসাক নিয়ে রুসিয়ার সম্রাট আলেকজান্দার স্বয়ং তার সম্মুখে দণ্ডায়মান!

উইলিয়াম ॥ আর তার ওপর এক লক্ষ আশী হাজার মহাবল পরাক্রান্ত জার্মান—যারা কখনো পালাতে জানে না—তার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত এবং প্রুসিয় সম্রাট উইলিয়াম ফ্রেডারিক স্বয়ং তাদের পরিচালক।

ফ্রান্সিস ॥ তাহলে আমাকে কি এইটুকু বুঝে নিতে হবে যে আমার সহযোগী সম্রাট যুগল অস্ট্রিয় সম্রাটের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক বলে মনে করেন না? অস্টারলিজের যুদ্ধক্ষেত্রে আমার নেতৃত্বে যে দেড়লক্ষ অস্ট্রিয় সৈন্য উপস্থিত—শিশুজ্ঞানে আপনারা তাদের সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক?

আলেকজান্দার ॥ প্রিয় বন্ধু! এ আপনি কি বলছেন? আপনার সাহায্য গ্রহণে আমরা অসম্মত—এ কি কখনো সম্ভব হতে পারে? অযোগ্য সেনাপতির হাতে পড়ে উলমের অস্ট্রিয় সৈন্যগণ শিশুর অধম হয়েছিল—কিন্তু অস্টারলিজের যুদ্ধে স্বয়ং অস্ট্রিয় সম্রাট সুশিক্ষিত অস্ট্রিয় বাহিনীর পরিচালক। সুতরাং এ সৈন্যদল যে অসাধ্য সাধন করবে—তাতে আর সন্দেহ কি? দেখুন, আর আমাদের এখানে অপেক্ষা করা সঙ্গত নয়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত—আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুগপৎ আমরা নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করব। অস্টারলিজের যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পতন নিশ্চিত।

উইলিয়াম ॥ এতে আর সন্দেহ কি? সমস্ত পৃথিবী নেপোলিয়ানের পতনের

কথা শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

ফ্রান্সিস॥ তবে চলুন, যাতে সুশৃঙ্খলে অভিযান করা যায়—সে সম্বন্ধে সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করি। (সকলের প্রস্থান)

(পট পরিবর্তন)

(অস্টারলিজের অপর প্রান্ত। ফরাসী সেনানিবাস। যুদ্ধস্থলের নক্সা হস্তে নেপোলিয়ান। দূরবীণ হস্তে কাউন্ট)

কাউন্ট॥ (দূরবীণ কষিতে কষিতে) শুনলুম, উলম বিজয়ে ইয়োরোপে একটা হুলস্থুল পড়ে গেছে!

নেপো॥ (নক্সার ওপর দৃষ্টি রাখিয়া) কি রকম?

কাউন্ট॥ সকলেই বলছে, সম্রাট নেপোলিয়ান এবার যুদ্ধজয়ের একটা নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। এ রকম যুদ্ধজয়ে সঙ্গীন চালনার চেয়ে পদচালনার আবশ্যকতাই অধিক!

নেপো॥ বটে! তা হলে বোধ হয় ইয়োরোপের সম্রাটগণ এবার এই পন্থাই অবলম্বন করবেন! অন্ততঃ অস্টারলিজের প্রান্তরে সমবেত সম্রাটশক্তি যে আগ্রই পদচালনা করবেন—সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই—কি বল কাউন্ট?

কাউন্ট॥ সম্রাটের এ অনুমান খুব সত্য, সম্রাট বরং স্বয়ং প্রত্যক্ষ করুন। (নেপোলিয়ানের হস্তে দূরবীন প্রদান)

নেপো॥ (দূরবীনে দেখিয়া) হুঁ, ঠিক! শত্রুগণ আমাদের অভ্যর্থনা করতে আসছে! আচ্ছা, আসুক—আমিও ওদের সম্বর্দ্ধনা করবার একটু বেশ নতুন রকম আয়োজন করে রেখেছি—চারঘণ্টার মধ্যেই ওরা সকলে আমার হস্তগত হবে। (মুরাট, জুনো, মার্শেল নে, ইউজিন, লুই প্রভৃতি সেনাপতিগণের প্রবেশ)

মুরাট॥ সম্রাট! শত্রু সৈন্য অগ্রসর হচ্ছে।

নেপো॥ মুরাট! ওই যে ক্ষুদ্র পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ—ওর ওপর উঠতে তোমার কত সময় লাগবে?

মুরাট॥ বিশ মিনিটের মধ্যেই আমি সম্রাটের আদেশ পালন করতে পারি। আমার সৈন্যগণ ওই পাহাড়ের পাদদেশে নিম্নভূমিতে খুব গোপনে অবস্থান করছে—কুজ্ঝটিকায় শত্রুসৈন্য এখনো তাদের দেখতে পায় নি।

নেপো॥ তবে আর একটু অপেক্ষা করা যাক্। শত্রুগণ যখন ঐ পাহাড়ের

দিকে লক্ষ্য স্থাপন না করেই ব্যূহস্থাপন করছে তখন তাদের সে ভ্রম প্রচ্ছন্ন রাখাই সঙ্গত। লুই! শত্রুসৈন্যের বাম দিকে একটা প্রকাণ্ড বরফাবৃত স্থান দেখতে পাচ্ছ?

লুই ॥ (দূরবীন ধরিয়া, হাঁ, দেখতে পাচ্ছি। শত্রুপক্ষ সম্ভবতঃ ওই স্থানটিকে তাদের নেপথ্য রূপে গ্রহণ করেছে

নেপো ॥ কিন্তু এটি বরফাবৃত মরুভূমি নয়, সুগভীর হ্রদ। এই দিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। শত্রুগণ এই হ্রদের অস্তিত্ব এখনো জানতে পারেনি, ঐ প্রচ্ছন্ন হ্রদগর্ভে পলায়িত শত্রুসৈন্য সলিল সমাধি লাভ করবে। বন্ধুগণ সৈন্যগণ, ওই দেখ দূরে, বহুদূরে অভ্রংভেদী পর্বতের অন্তরালে মেঘশূন্য নির্মল অম্বরে—কি অপূর্ব স্বর্গীয় দীপ্তিতে ফরাসীর জাতীয় সূর্য্য – অগ্নিময় জলন্ত দেহে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে! সৈন্যগণ! ঠিক এই দিন –তোমাদের সম্রাটের অভিষেক হয়েছিল—তাই আজ শেষ সূর্য্য অস্টারলিজে সেই স্মৃতির উজ্জ্বল কিরণ জাল বর্ষণ করবার জন্য এই ভাবে উদয় হচ্ছে! ওই সূর্য্য অস্টারলিজের সূর্য্য। এই সূর্য্য ফরাসী সাম্রাজ্যের পরিচালক গ্রহ। সৈন্যগণ, সন্তানগণ। ওই সূর্য্যের বিচ্ছুরিত দীপ্তিধারা অঙ্গে ধারণ করে অস্টারলিজের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও

সকলে ॥ জয় সম্রাট নেপোলিয়নের জয়

নেপো ॥ মুরাট। সময় আগত, অগ্রসর হও। (মুরাটের প্রস্থান এবং নেপথ্যে তূর্যধ্বনি) সৈন্যগণ। শত্রুগণ দুর্বুদ্ধিবশতঃ তোমাদের আক্রমণের সুবিধা করে দিয়েছে বজ্রের বেগে শত্রুদের আক্রমণ করে রণজয় কর। কামান, কামান, যুগপৎ সমস্ত কামান! দক্ষিণে মধ্যে-বামে –এক সঙ্গে! আক্রমণ করো সংহার করো॥ (ঘন ঘন কামানের আওয়াজ ও তূর্যধ্বনি)

পট পরিবর্তন

(উচ্চ গিরিশৃঙ্গে রুসিয়, প্রসিয় ও অস্ট্রিয় সম্রাট দূরবীন দর্শনে নিযুক্ত)

আলেকজান্দার ॥ ওঃ কি পরিতাপ! বিশ্ববন্দিত রুসের কসাক, তোরা কি রুস সম্রাটের অকলঙ্ক সিংহাসনে কলঙ্কের ছাপ দেবার জন্য অস্টারলিজের যুদ্ধে নেমেছিলি! ওঃ সব গেল! সব গেল।

উইলিয়াম ॥ ওঃ দক্ষিণ দিকে ওই পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে শত্রুর কামান—বৃষ্টির মত রাশি রাশি গোলা ছুটছে!

আলেক ॥ ওই পাহাড়টাকে পরিবেষ্টন করে আমাদের ব্যূহ স্থাপন করা উচিত

ছিল। ওই পাহাড়টার জন্যই সর্বনাশ হলো!

ফ্রান্সিস॥ আমরা যখন বূ্যহ রচনা করি—তখন কিন্তু ওই পাহাড়ের ত্রিসীমানায় একটিও ফরাসী সৈন্য ছিল না। ওঃ কি বিড়ম্বনা!

আলেক॥ ওই পাহাড়ের তলে তলে নেপোলিয়ানের সৈন্য লুকিয়ে ছিল। ও-হো-হো! কি সৈন্যক্ষয়! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের অগনণ সৈন্য শ্রেণী—উঃ! ভাঙলো, বূ্যহ বুঝি ভেঙে গেলো—আর টেঁকে না!

ফ্রান্সিস॥ সর্বনাশ। সর্বনাশ! ঈশ্বর রক্ষা করো! আমাদের রক্ষা করো!

আলেক॥ ব্যাপার কি সম্রাট?

ফ্রান্সিস॥ দেখতে পাচ্ছেন না কিছু?

আলেক॥ ওঃ আবার একদল নতুন অশ্বারোহী যুদ্ধে নামল। সর্বনাশ!

ফ্রান্সিস॥ সম্রাট! ওই অশ্বারোহীদের চেনেন কি? নাম শুনেছেন কি? ওরাই নেপোলিয়ানের বিশ্ববিখ্যাত ইম্পিরিয়েল গার্ড! এদের গতিরোধ করে কার সাধ্য!

আলেক॥ উঃ আমি রুস সম্রাট! আমার পরাজয়! আমার কসাক বাহিনী নেপোলিয়ানের সৈন্যদের হাতে এ ভাবে—উঃ না—না—তা হবে না, হারতে দেব না—সৈন্যগণ! আক্রমণ কর—আক্রমণ কর!

ফ্রান্সিস॥ বৃথা চেষ্টা সম্রাট! সমস্ত সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়েছে। ওই দেখুন সব পালাচ্ছে! ভাগ্যে পালাবার জন্য বাম পার্শ্বে ঐ প্রকাণ্ড হ্রদটাকে নেপথ্য রূপে নির্বাচিত করেছিলেম! ওই দেখুন সম্রাট আমাদের সৈন্যগণ চতুরতার সহিত অতি সন্তর্পণে অধিকাংশ কামান নিয়ে ওই পথে পালিয়ে আসছে—আসুন, আর আমাদের—ওকি! ওকি!!

উইলিয়াম॥ নেপোলিয়ানের গোলা—পলায়িত সৈন্যদের ওপর গোলাবৃষ্টি—ও আবার কি? বরফগুলো নড়ছে ডুবছে—ও কি ওতো স্থল নয়। সর্বনাশ!

আলেক॥ হ্রদ, হ্রদ, প্রচ্ছন্ন হ্রদ! চমৎকার স্থানকে আমরা নেপথ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেম! উঃ তরঙ্গে তরঙ্গে মৃত্যুর খেলা—চতুর্দ্দিক থেকে জলন্ত গোলা—নিম্নে অতল জল! কি শোচনীয় মৃত্যু!! সব গেল, সব গেল! ডুবে মরলো, সলিল আর অনলের সম্মিলনে কি ভীষণ মৃত্যু! পোল্যাণ্ডের সমতল-ক্ষেত্রে এখনো আমার আড়াই লাখ সৈন্য প্রস্তুত; হায়! এখন যদি তাদের পাই!

ফ্রান্সিস ॥ সন্ধি! সন্ধি! শ্বেতপতাকা ওড়াও, শ্বেতপতাকা ওড়াও—শ্বেতপতাকা ওড়াও—সন্ধি চাই—সন্ধি চাই!

আলেক ॥ সন্ধি! ধিক! সন্ধি করতে হয়—অস্ট্রিয়া করুন, রুসিয়া সন্ধি চায় না—প্রতিশোধ চায়!

উইলিয়াম ॥ প্রসিয়াও প্রতিশোধ চায়॥ সর্বনাশ! এখানেও যে গোলা এসে পড়ছে!

আলেক ॥ চলুন, আর এখানে নয় (সকলের বেগে প্রস্থান বেগে হরতেনের প্রবেশ)

হরতেন ॥ (পতাকা সঞ্চালন পূর্বক) এই দিকে—এই পথে- সৈন্যগণ! এসো ছুটে এসো—এই পথে এসো, ওই চেয়ে দেখো ইয়োরোপের তিনজন সম্রাট অস্টারলিজের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে—তাদের মুকুট নিয়ে পালাচ্ছে—ওদের মুকুট কেড়ে নাও ওদের আটক করো॥

পটপরিবর্তন

(অস্টারলিজের উপকণ্ঠে রুসিয়, প্রসিয় এবং অস্ট্রিয় সম্রাট)

আলেক ॥ আমি এ পরাজয়ে দুঃখিত নই সম্রাট। কেননা আমার ভরসা আছে পোলণ্ডে আমার যে আড়াই লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত—তাদের সাহায্যে অনায়াসে আমি নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করতে পারব।

উইলিয়াম ॥ আমিও এ পরাজয়ে হতাশ হইনি। জেনার বিশাল প্রান্তরে প্রসিয়ার সমস্ত সৈন্য নিয়ে আবার আমি নেপোলিয়ানের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করব।

ফ্রান্সিস ॥ কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে নেপোলিয়ান আমার সাম্রাজ্যের দ্বারদেশে উপস্থিত। আমার আর প্রস্তুত হবার সময় নেই তাই বাধ্য হয়ে আমাকে সন্ধির জন্য লালায়িত হতে হয়েছে (আর্ক ডিউক জনের প্রবেশ) ডিউক! কি সংবাদ? সন্ধি কি হল? নেপোলিয়ান সম্মত হয়েছে তো?

আর্ক ॥ সন্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই নেপোলিয়ান সন্ধি স্থাপনে সম্মত নন

ফ্রান্সিস ॥ নেপোলিয়ানের সঙ্গে তোমার কি সাক্ষাৎ হয়নি ডিউক?

আর্ক ॥ সাক্ষাৎ হয়েছে সম্রাট, কিন্তু সে সাক্ষাতের ইতিহাস অতি চমৎকার! শুনলে আপনারা স্তম্ভিত হবেন। নেপোলিয়ানের সেনানিবাসে গিয়ে দেখলেম—সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একজন আহত সৈন্যের আহারের জন্য স্বহস্তে রুটি নিয়ে ছুটে চলেছেন! ফরাসী সম্রাটকে এ অবস্থায় দেখে

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেম! সম্রাট নেপোলিয়ান আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, তোমার প্রভুই আমাকে এ কার্যে বাধ্য করেছেন, তাঁকে বলো—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সিংহাসন এবং রাজমুকুটের অধিকারী হয়েও সৈনিকের ব্যবসায় বিস্মৃত হননি! আমি তখন সম্রাটের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলেম। সন্ধির কথা শুনে সম্রাট উপেক্ষার হাসি হেসে বললেন- আগে অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে প্রবেশ করি, তারপর সন্ধি। সম্রাট ফ্রান্সিসের রাজসিংহাসনে বসেই তাঁর সন্ধির প্রার্থনা শুনবো।

ফ্রান্সিস॥ কি। এতদূর॥

আলেক॥ সম্রাট ফ্রান্সিস। আপনি এখনই রাজধানীতে ফিরে যান, সমস্ত সৈন্য নিয়ে রাজধানী রক্ষার চেষ্টা করুন। আপনি শঙ্কিত হবেন না সম্রাট—পোলাণ্ডের সমস্ত সৈন্য নিয়ে অবিলম্বে আমি নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করব

উইলিয়াম॥ আমিও প্রুসিয়ায় চললাম—সমস্ত প্রুসিয় সৈন্য নিয়ে আমিও অচিরে নেপোলিয়ানকে আক্রমণ করবো।

আর্ক॥ সম্রাট! বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়—স্তোকবাক্যে আপনাকে আশ্বস্ত করে এরা এখন আপন আপন রাজধানী রক্ষা করতে ছুটেছেন?

ফ্রান্সিস॥ বুঝেছি ডিউক কিন্তু আমার এখন উপায় কি? অস্টারলীজের সমবেত শক্তি যখন নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করতে পারলে না, তখন ভিয়েনার সৈন্যগণ কি তাকে নিবারিত করতে পারবে? যাই হোক্—শেষ রক্ষা তো করতেই হবে—চলো। (সকলের প্রস্থান)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

(ভিয়েনা সম্রাট-নন্দিনীর কক্ষ সুসজ্জিত কক্ষের বাতায়ন-সান্নিধ্যে সম্রাট-নন্দিনী মেরী ও তাঁহার সহচরী)

সহচরী॥ কই আর তো গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই নেপোলিয়ান তোমার প্রার্থনায় তাঁর সৈন্যদের নিরস্ত করেছেন, সম্রাট-নন্দিনী।

মেরী॥ এ কি সম্ভব হতে পারে। আমার পিতার সকাতর প্রার্থনা, বারংবার সন্ধি ভিক্ষা যে বীর অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান করেছেন—সমস্ত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য যার পদতলে লুণ্ঠিত হয়েছে, বিজয়ী বাহিনী নিয়ে সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করে যিনি ভিয়েনায় প্রবেশ করেছেন—দুর্গ-প্রাসাদ অবরোধ করে তার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন—আমার ন্যায় বালিকার একখানি পত্র—কয়েক ছত্র মাত্র রচনা

—সেই অদ্ভুতকর্মী যোদ্ধার হৃদয়ের উপর সত্যই কি প্রভাব বিস্তার করেছে ?

সহচরী ॥ দেখতে পাচ্ছ না—যেন পূর্বের শান্ত আবার ফিরে এসেছে। প্রলয়ের সে মহাকোলাহল আর শুনতে পাচ্ছ কি ?

মেরী ॥ সম্রাট নেপোলিয়ানকে আমি শুধু তাঁর সৈন্যদের নিরস্ত করবার অনুরোধ করিনি, আমি তাঁকে আমন্ত্রণ করেছি—এখানে আসবার জন্য অনুরোধ করেছি। আমার পত্র যদি তাঁর হৃদয়ের ওপর যথার্থ-ই প্রভাব বিস্তার করে থাকে—তাহলে সম্রাট নেপোলিয়ান—সম্রাট-নন্দিনী মেরীর আমন্ত্রণে তার কক্ষে পদার্পণ করবেন—এ আশাও আমি করতে পারি না কি ?

সহচরী ॥ আশ্চর্য কি! (নেপথ্যে—সম্রাট নেপোলিয়ানের জয় হোক! সম্রাট দীর্ঘজীবি হোন!) ওই শোন সম্রাট নন্দিনী—বাই রফবাসী আর অস্ট্রিয়দের সম্মিলিত কণ্ঠে সম্রাট নেপোলিয়ানের জয়ধ্বনি। নিশ্চয়ই সম্রাট প্রাসাদে এসেছেন নিশ্চয়ই তিনি সম্রাট-নন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন অপেক্ষা কর—আমি ব্যাপারটা কি দেখে আসি

মেরী ॥ সম্রাট নেপোলিয়ান। শুনেছি, তিনি একটা রাক্ষসের অবতার। তাঁর আকৃতি যেমন অতি কদাকার—প্রকৃতিও সেই প্রকার সম্রাট নেপোলিয়ান সম্বন্ধে বরাবরই এই কথা শুনে এসেছি; কিন্তু এ সমস্ত কথা কি সত্য ? তাঁকে কখনো দেখিনি, সুতরাং আকৃতির কথা না দেখে কিছু অনুমান করা যায় না, কিন্তু আজ তাঁর প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছি—এ প্রকৃতি কি রাক্ষসের প্রকৃতি। মিথ্যা কথা। (সহচরীর দ্রুত বেগে প্রবেশ)

সহচরী ॥ সম্রাট! সম্রাট! সম্রাট নন্দিনী—অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হোন সম্রাট নেপোলিয়ান (নেপোলিয়ানের প্রবেশ)

নেপো ॥ ইনিই কি সম্রাট নন্দিনী ?

মেরী ॥ মহিমময় সম্রাট। আমিই আপনার অনুগ্রহ প্রার্থিনী সম্রাট-নন্দিনী মেরী। অনুগ্রহ করে আপনি আসন গ্রহণ করুন সম্রাট।

নেপো ॥ আপনি আগে আসন গ্রহণ করুন সম্রাট-নন্দিনী! নারীর মর্যাদা সর্বাগ্রে। (মেরীর উপবেশন। নেপোলিয়ানের অপর আসন গ্রহণ সহচরীর প্রস্থান)

মেরী ॥ আমি কখনও কল্পনাও করিনি—যিনি আমার পিতার কাতর প্রার্থনা শতবার প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি আমার একখানি সামান্য পত্রের ওপর আস্থা-স্থাপন করে আমার কক্ষে পদার্পণ করে এ ভাবে আমাকে অনুগৃহীত করবেন।

নেপো ॥ সম্রাট নন্দিনী! সংসারে পুরুষ আর রমণীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আপনার পিতার নিকট বারংবার আমি প্রতারিত হয়েছি—প্রতিবারই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সন্ধি ভঙ্গ করে আমাকে বিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন; সেই জন্যই আমি তাঁর সন্ধির প্রার্থনায় কর্ণপাত করিনি, কিন্তু আপনি যে মুহূর্তে আমাকে অনুরোধ করেছেন, সেই মুহূর্তেই আমি রণোন্মত্ত সৈন্যদের নিরস্ত করেছি—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি কেননা, আমার বিশ্বাস, প্রতারণা রমণীর হৃদয়ের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনে কখনই সক্ষম নয়। সম্রাট-নন্দিনী। আমাকে কি জন্য আহ্বান করেছেন সত্বর ব্যক্ত করে আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

মেরী ॥ সম্রাট! আমার পিতার পক্ষ থেকে আমি আপনার নিকট সন্ধি স্থাপনের প্রার্থনা করছি।

নেপো ॥ সম্রাট নন্দিনী। মার্জনা করবেন, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে আমাদের আর সন্ধি স্থাপনের প্রবৃত্তি নেই অস্ট্রিয়াকে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করাই এক্ষণে আমার আন্তরিক অভিপ্রায়

মেরী ॥ (আসন হইতে উঠিয়া নেপোলিয়ানের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া) সম্রাট! মহিমাময় সম্রাট! বিপন্ন পরাজিত বিতাড়িত অস্ট্রিয় সম্রাটের হতভাগিনী নন্দিনী আজ নতজানু হয়ে আপনার নিকট সন্ধি-ভিক্ষা করছে। অভাগিনী সম্রাট-নন্দিনীর প্রার্থনা কি পূর্ণ হবে না সম্রাট?

নেপো ॥ (মেরীর করযুগল ধরিয়া, আসনে বসাইয়া) উঠুন সম্রাট-নন্দিনী! এরূপ হীনতা প্রকাশ আপনার পক্ষে শোভা পায় না। সম্রাট নন্দিনী! আপনি আশ্বস্ত হোন, আপনার প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে এখনই আমি সন্ধি স্থাপনে প্রস্তুত। (সহচরীর সহিত সম্রাট ফ্রান্সিস ও সম্রাট-মহিষীর প্রবেশ)

ফ্রান্সিস। আমি কি ভাগ্যবান! আমি কি ভাগ্যবান! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আমার আলয়ে!

নেপো ॥ আমি সসম্ভ্রমে অস্ট্রিয় সম্রাট এবং সম্রাট মহিষীকে অভিবাদন করছি। (পরস্পরের করমর্দন)

সম্রাট-মহিষী ॥ ফরাসী সম্রাট! আজ বোধ হয় আমি ভরসা করে বলতে পারি—ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে আর কোন বিবাদ রইলো না।

নেপো ॥ বিবাদ তো রইলোই না, বরং সদ্ভাব স্থাপিত হল আর অস্ট্রিয়া

সাম্রাজ্যের সার সামগ্রী পৃথিবীর নারী সমাজের মুকুটমণি—সম্রাট-নন্দিনী মেরীর বুদ্ধিচাতুর্যে যখন এই বন্ধুত্বের সৃষ্টি—তখন আশা করা যায়—অতঃপর ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার সম্মিলনী চিরস্থায়ী হবে।

ফ্রান্সিস॥ সম্রাট নেপোলিয়ানের আশা অবশ্যই সত্য হবে। সম্রাট! আজ আপনি অষ্ট্রিয় সম্রাটের অতিথি এখানে কিছুদিন অবস্থান করে বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন—এই আমার মিনতি

নেপো॥ আমি সসম্ভ্রমে সম্রাটের আতিথ্য স্বীকার করছি, কিন্তু সম্রাট আমাকে মার্জ্জনা করুন, ভিয়েনায় বিশ্রাম-সুখ ভোগের অবকাশ আমার অদৃষ্টে নেই, যুদ্ধক্ষেত্রই আমার বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। এই বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করবো প্রুসিয়ার রাজধানী বারলিন অধিকার করে, দ্বিতীয়বার বিশ্রাম করবো রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট-পিটার্সবার্গে। চলুন, আমাদের সন্ধির সর্তগুলো ঠিক করে ফেলা যাক্

ফ্রান্সিস॥ উত্তম! মন্ত্রণাগৃহে আসুন--

নেপো॥ বিদায় সম্রাট-নন্দিনী! (ফ্রান্সিস, মহিষী ও নেপোলিয়ানের প্রস্থান)

মেরী॥ এই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট! জনরব—এই অনিন্দ্যসুন্দর কমনীয় কান্তি সর্বশক্তিমান অনুপম নরশ্রেষ্ঠকে নররাক্ষস বলে প্রচার করেছে—এঁর দেবদুর্লভ প্রকৃতির সঙ্গে রাক্ষসের প্রবৃত্তির তুলনা দিয়েছে। ধিক!

নবম গর্ভাঙ্ক

(ফ্রেটল্যাণ্ড সমরক্ষেত্র। সম্রাট উইলিয়াম ও প্রুসিয় সেনাপতিগণ)

উইলিয়াম॥ অভিশাপ! অভিশাপ! জেনা-ইলাযুব সমরক্ষেত্রে সমস্ত সৈন্য নিয়েও এই নেপোলিয়ানকে বাধা দিতে পারলেম না, যেন কোন মহমন্ত্রে দুই যুদ্ধে সে সমস্ত প্রুসিয় সৈন্যকে উড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুতের মত রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করলে! বারলিনের রাজপথে তুমুল যুদ্ধ—সত্তর হাজার জর্ম্মণের মৃতদেহ পদদলিত করে বিজয়ী নেপোলিয়ান প্রসাদদুর্গ অধিকার করলে! আর আমি! প্রুসিয়ার প্রবল প্রতাপ সম্রাট আমি—এখন রাজ্যচ্যুত—সিংহাসনচ্যুত—পলায়িত।

জনৈক সেনাপতি॥ কিন্তু পালাবার পথই বা কোথায়? এই ফ্রেটল্যাণ্ডে আমাদের জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা। নেপোলিয়ান আমাদের পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ করেছে—সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রুসিয় সেনা ফ্রেটল্যাণ্ডে সমবেত হয়ে এবার জীবন পণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে—এই যা ভরসা! যদি এ যুদ্ধ জয় করতে

পারি, তাহলেই রক্ষা, আর যদি পরাজিত হই—তাহলে ধরা পড়তেই হবে।

উইলয়াম ॥ না, না, ধরা পড়া হবে না, সে কখনো হতে পারে না—তার চেয়ে মরবো, জর্মন জাতি মরতে ভয় পায় না—মরবো, বীরের মতন মরবো।

(আলেকজান্দারের প্রবেশ)

আলেক ॥ হতাশ হবেন না সম্রাট। আমার আড়াই লক্ষ দুর্জ্জয় সৈন্য আপনাকে রক্ষা করতে এসেছে। নেপোলিয়ানের সৈন্যদলকে তারা প্রবলবেগে আক্রমণ করেছে—ওই দেখুন, আপনার ভগ্নোদ্যম সৈন্যগণ আবার ফিরে দাঁড়িয়েছে—ওই দেখুন, জর্মন আর রুশের যুদ্ধ পতাকা সম্মিলিত হয়েছে—সিংহবিক্রমে সম্মিলিত সেনা ফরাসীদের আক্রমণ করছে—আর ভয় নেই, এবার জয় নিশ্চয়!

উইলিয়াম ॥ সহযোগী বন্ধু! আমার প্রিয় সম্রাট! ফ্রেটল্যাণ্ডের এই শোণিতময় সমরক্ষেত্রে এভাবে আপনার সাহায্য পাব আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনাকে পেয়ে আমার লুপ্ত উদ্যম আবার ফিরে এসেছে—এবার আমি সৈন্যদের এমন মাতিয়ে তুলব যে রণক্ষেত্রে পতিত নিহত সৈন্য পর্য্যন্ত আমার আবাহনে মরণের রাজ্য থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে আসবে। ওকি! উত্তম—উত্তম! ওই দেখুন সম্রাট, দক্ষিণের ফরাসী সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে!

আলেক ॥ (দূরবীন কষিয়া) না সম্রাট। ফরাসী সৈন্য রণে ভঙ্গ দেয়নি। কৌশলী নেপোলিয়ান এক চমৎকার কৌশল খেলেছে, সম্মুখে ঐ যে একটা গীর্জ্জা দেখতে পাচ্ছেন—নেপোলিয়ানের আদেশে তার সৈন্যগণ ঐ গীর্জ্জা অধিকার করতে ছুটছে। বুঝতে পারছেন বোধহয়—ওই গীর্জ্জা আয়ত্ত করার ওপর যুদ্ধ বিজয় ফল অনেকটা নির্ভর করছে!

উইলিয়াম ॥ বুঝছি বুঝেছি—চলুন, আমরাই আগে আছি—আমরাই আগে ওই গীর্জ্জা আয়ত্ত করে ফেলি।

আলেক ॥ তাই কর্ত্তব্য! ওই গীর্জ্জা অধিকার করতেই হবে (সকলের প্রস্থান পতাকা হস্তে সমর সঙ্গীত করিতে করিতে হরতেনের প্রবেশ সঙ্গীত করিতে করিতে তাহার প্রস্থান নেপোলিয়ান ইউজিন, লুই, সেনানীগণের প্রবেশ)।

নেপো ॥ গীর্জ্জা! ওই গীর্জ্জা আগে দখল করো।

ইউজিন ॥ একি! অধিকাংশ শত্রুসৈন্য যে দেখছি গীর্জ্জার কাছেই সমবেত রয়েছে!

নেপো ॥ শত্রুগণকে যতটা নির্ব্বোধ ভেবেছিলাম—তা নয় ; তারা আমাদের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই অভিসন্ধি বুঝতে পেরে গীর্জ্জার দিকে সরে এসেছে। কিন্তু ও গীর্জ্জা দখল করতেই হবে ; শত্রুব্যূহ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলি ছুটে আসছে—কিন্তু ও অগ্নিবৃষ্টি তুচ্ছ করে গীর্জ্জা—(বেগে মুরাটের প্রবেশ)

নেপো ॥ একি ! মুরাট—তুমি আহত ! তোমার ললাট দিয়ে যে শোণিত ছুটছে এখনই একটা পটি বাঁধো

মুরাট ॥ এখন নয় সম্রাট। আগে ওই গীর্জ্জা—তারপর পটি ! এসো সৈন্যগণ, সম্রাট নন্দিনী গীর্জ্জার সম্মুখে। (বেগে প্রস্থান)

সৈন্যগণ ॥ সম্রাট নেপোলিয়ানের জয় হোক (বেগে প্রস্থান)

নেপো ॥ (দূরবীন হস্তে পরিভ্রমণ) ভীষণ সংহার লীলা ! প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত ফরাসী সৈন্যের প্রাণহীন দেহ রণস্থলে লুণ্ঠিত হচ্ছে ! অস্টারলীজের যুদ্ধও বুঝি এমন ভীষণ হয়নি।

জনৈক সেনানী ॥ সম্রাট ! সরে আসুন, আপনার আশেপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে।

নেপো ॥ সাহসী সেনানী ! শত্রুর গোলায় আমার মৃত্যু যদি বিধিলিপি হয়, তাহলে মৃত্তিকা গর্ভে লুকিয়ে থাকলেও শত্রুর গোলা থেকে কখনই আমি নিস্তার পাব না ওই চেয়ে দেখো—আমার প্রাণাধিকা কন্যা আমার সকল সৈন্যের পুরোভাগে।

উক্ত সেনানী ॥ ঠিক। ঠিক। সম্রাট নন্দিনী রমণী হয়েও আমাদের সেনার পুরোবর্ত্তিনী আর আমি এখানে- এই তফাতে -ধিক।

দ্বিতীয় সেনানী ॥ সম্রাট ! দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সৈন্যদল কি ভাবে নিহত হচ্ছে! এইবার আপনার বিশ্ববিজয়ী ইম্পিরিয়াল গার্ডকে অগ্রসর হতে আদেশ করুন সম্রাট। (নেপোলিয়ানের বিনা বাক্যব্যয়ে দূরবীণ চালনা) সম্রাট। চেয়ে দেখুন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা কি রকম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে! আপনার পুত্রকন্যা বিপন্ন। (নিরুত্তর নেপোলিয়ান দূরবীণে মগ্ন) সম্রাট! আর একটু পরে সর্ব্বনাশ হবে, আদেশ করুন, ওই যুদ্ধ নির্লিপ্ত আপনার ইম্পিরিয়াল বাহিনী অগ্রসর হবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে—আদেশ করুন সম্রাট ! (অধিকতর ব্যস্তভাবে দূরবীণ সাহায্যে চতুর্দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ) সম্রাট। তবে কি সমস্ত ফরাসী সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেলে তবে এই ইম্পিরিয়াল সৈন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে ? সৈন্যগণ ! আমি বলছি যুদ্ধে অগ্রসর হও -

নেপো ॥ খবরদার বেয়াদপ ! আগে সম্রাট নেপোলিয়ানের মতন গোটাকতক যুদ্ধ জয় করো—তারপর ওই রকম আদেশ চালাবার স্পর্দ্ধা করো। (দূরবীণের দ্বারা ঘন ঘন বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক) বাস ! এইবার ঠিক সময় এসেছে। কর এবার তূর্য্যনাদ। আমার ইম্পিরিয়েল বাহিনী অগ্রসর হোক ! (নেপোলিয়ান কর্ত্তৃক প্রথমে তূর্য্যনাদ। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে সেনানীগণ কর্ত্তৃক যুগপৎ তূর্য্যনাদ শ্রেণীবদ্ধভাবে সঙ্গীন হস্তে ইম্পিরিয়েল সৈন্যদের প্রবেশ)

নেপো ॥ বাস্! জয় করায়ত্ত। এখন ফাঁদটা যাতে না ছিঁড়ে যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে (নক্সা দর্শন) এ ফাঁদ ছেঁড়ে কার সাধ্য। এইখানে মার্শেল নে, এইখানে জেনারেল জুনো, এই ধারে সেরুবি, অগেরো, বার্থিয়ার— আর এখানে তো আমরা সকলেই—বাস্। পালাবে কোথায় ? প্রুসিয়া আর রাসিয়াকে এ ভাবে আবদ্ধ করে আমি যে আনন্দ পাবো তেমন আনন্দ আর কখনও পাইনি। (মুরাটের প্রবেশ)

মুরাট ॥ সম্রাট। এই দেখুন, দখল করে, বিজিত গীর্জ্জার সোপানে বসে আহত ললাটে পটি বেঁধে এসেছি, আপনার ইম্পিরিয়াল গার্ড গীর্জ্জাতল থেকে অপসৃত পরাজিত শত্রুগণকে বিধ্বস্ত করেছে মাত্র।

নেপো ॥ সাহসী মুরাট। তোমার মতন সাহসী যোদ্ধ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে তুমি বীরোত্তম বীর—বীরকুলের মুকুটমণি ! তোমার অদ্যকার এই বীরত্বের পুরস্কার—সম্রাট নেপোলিয়ানের তরবারি—এই নাও—ধারণ করো।

মুরাট ॥ (নতজানু হইয়া তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক) সম্রাটের এ প্রসাদ আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ—আমি আজ ধন্য হলেম। কিন্তু সম্রাট সদনে সম্রাটের এই নগণ্য যোদ্ধার একটি সামান্য প্রার্থনা আছে আমি সম্রাট-ভগিনী এলিজা। পাণি-প্রত্যাশী।

নেপো ॥ (দারুন বিস্ময়প্রকাশ ও পরক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্ন করিয়া) মুরাট ! এ প্রস্তাব এখানে কেন ? মনে রেখো সেনাপতি—এ যুদ্ধস্থান, বাসর নয়।

মুরাট ॥ সম্রাট আশ্বাস দিন !

নেপো ॥ এসেছি আমরা যুদ্ধ করতে—লক্ষ্য এখন যুদ্ধের দিকে, ও সম্বন্ধে আলোচনা এখন অকর্ত্তব্য। মনে আছে তো—রুসিয়ার অভ্যন্তরে সেণ্ট পিটার্সবার্গে এখনই আমাদের ধাবিত হতে হবে।

মুরাট ॥ তা জানি সম্রাট! কিন্তু আমি সম্রাটের কাছে কেবল সম্মতি সূচক একটা কথার প্রার্থী! মুখের একটা কথা বলা তো আর সেন্ট পিটার্সবার্গ অধিকার করার মতন দুঃসাধ্য নয়।

নেপো ॥ সেন্ট পিটার্সবার্গ অধিকার করা উপযুক্ত যোদ্ধার পক্ষে বরং সহজ-সাধ্য, কিন্তু সম্রাট ভগিনীকে বিবাহ করা তার পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য! (পত্র হস্তে কাউন্টের প্রবেশ) খবর কি কাউন্ট? জোসেফাইনের পত্র বুঝি—দাও—দাও (পত্র গ্রহণ)

কাউন্ট ॥ আপনি কি করে বুঝলেন সম্রাট—যে এ পত্র জোসেফাইনের?

নেপো ॥ কাউন্ট! তুমি বিবাহ কর নাই। যদি তুমি বিবাহিত হতে তাহলে কখনই এ কথা জিজ্ঞাসা করতে না। দেখ কাউন্ট—জোসেফাইন এখানে নেই—আমাদের উভয়ের মধ্যে এখন হাজার হাজার ক্রোশের ব্যবধান—তবু তার পত্র আমাকে কি ভাবে উৎসাহিত করছে (শ্বেত পতাকা হস্তে বস্ত্রদ্বারা চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় কতিপয় ফরাসী সৈন্যের সহিত রুশিয় সন্ধি দূতের প্রবেশ) কাউন্ট, এখনই ওঁর চক্ষু খুলে দাও। (তথাকরণ)

দূত ॥ (অভিবাদন পূর্বক) শক্তিমান সম্রাট! আমার প্রভু, রুশিয়ার সম্রাট আলেকজান্দার পরাজয় স্বীকার করে সন্ধির জন্য আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার প্রভু আপনাকে জানিয়েছেন যে তাঁর সমর-সাধ পূর্ণ হয়েছে, ফরাসী সম্রাটের সঙ্গে তিনি এখন যে কোনও সর্তে সন্ধি স্থাপনে—চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন

নেপো ॥ এতো শীঘ্র আপনার প্রভু সম্রাটের সমর-সাধ পূর্ণ হয়েছে শুনে আমি আনন্দিত হলেম—সন্ধি স্থাপনে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু সন্ধির সর্ত ঠিক হবে কোথায়?

দূত ॥ সম্রাট! আপনি এখন সমগ্র ফ্রেটল্যাণ্ডের বিজয়ী অধীশ্বর আমার সম্রাট আপনার অধিকারে পদার্পণ করতে পারেন না

কাউন্ট ॥ তাহলে আমার প্রভু সম্রাট—আপনার প্রভু সম্রাটের অধিকারে পদার্পণ করেন—এই কি আপনাদের ইচ্ছা?

দূত ॥ যেখানে কোনো সম্রাটের অধিকার নাই এমন কোনো স্থান—

কাউন্ট ॥ সে রকম স্থান হচ্ছে—ওই উচ্চ আকাশ। ওখানে কোনো সম্রাটের আধিপত্য কস্মিনকালেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তাহলে ওইখানেই আসন পাতবার ব্যবস্থা করতে হয়। অথবা আর একটি স্থান আছে—সেটি জিল-

সিটের নদী—সেই নদীর উপর সন্ধি সভা বসাতে হয়, কেন না—নদীটি এখনো নিরপেক্ষ হয়ে আছে!

নেপো॥ মুরাট! সমস্ত সৈন্যকে আপাততঃ বিশ্রাম করবার আদেশ জানাও (মুরাটের প্রস্থান) আপনি আমার সঙ্গে শিবিরে আসুন। (সকলের প্রস্থান)

ক্রোড়াঙ্ক।

(তিলসিট নদীর উপর সুসজ্জিত ভেলা। তীরে জনগণ। সুসজ্জিত সৈন্য ও সেনানীগণ ভেলার উপর - অত্যুজ্জ্বল রাজপরিচ্ছদে সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এবং সম্রাট আলেকজান্দার দণ্ডায়মান। পরস্পরের করমর্দ্দন)

আলেক॥ প্রিয় বন্ধু, প্রিয়তম সম্রাট! আর আমাদের কোনো বিবাদ নাই, আজ হতে ফরাসী ও রুসিয় কেতন একত্র মিলিত হল।

নেপো॥ এবং এই সেই সম্মিলিত বিজয় কেতন। (বাম হস্তে ধৃত ভূমণ্ডলের সুবৃহৎ মানচিত্র প্রসারণ পূর্ব্বক) সমগ্র পৃথিবীর ওপর অতঃপর প্রভুত্ব স্থাপন করবে!! (নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি, জয়ধ্বনি। Drop)

চতুর্থ অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক

(প্রাসাদ কক্ষ। নেপোলিয়ান)

নেপো॥ সম্রাট-নন্দিনী মেরীর পত্রগুলি বড় মধুময়! দীর্ঘ যুদ্ধের পর এই স্থায়ী শান্তির সময় মেরীর পত্রসমুদয় আমার প্রধান আলোচ্যের বিষয় হয়ে উঠেছে —বড় কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে! মন্ত্রীসভার আন্তরিক ইচ্ছা—ইয়োরোপের কোনো সম্রাট-নন্দিনীকে বিবাহ করে আমি এই প্রতিষ্ঠিত শান্তিকে চিরস্থায়ী করি, বোনাপার্টবংশকে গৌরবান্বিত করি। এ ইচ্ছা কি আমারও আন্তরিক নয়? অস্বীকারই বা ক'রে কি করে! তাহলে যে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়। তবে এ কথা সত্য যে আমার সাম্রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করবার জন্য আমি সম্রাট-পরিবারে সম্বন্ধ স্থাপনে লালায়িত নই,—আমার সন্তান আভিজাত্য-আখ্যায় অভিহিত হয়, সম্রাট কুলে দ্রুব বলে গণ্য হয়,—এই জন্যই আমার পুনর্ব্বিবাহের প্রবৃত্তি কিন্তু—জোসেফাইন? তার কথা মনে হলে আমার এ প্রবৃত্তি পলকে পরিত্যক্ত হয়,—সেই মহামহিমান্বিতা দেবীর উদ্দেশে আমার বিদ্রোহী হৃদয় উদ্‌ভ্রান্তভাবে অবনত হয়,—যেন কি একটা অপূর্ব্বভাবে বিভোর হয়ে ধরা দেয়;—সব সঙ্কল্প ভেসে যায়! নূতন বিবাহ করতে হলে জোসেফাইনকে ত্যাগ করতে হয়; কিন্তু—কিন্তু—জোসি যে আমার সখী, সহচরী, কিঙ্করী, মন্ত্রী, বন্ধু—একাধারে সব;—তাকে কি কখনো ত্যাগ করা

যায়? অথচ না করলেও উপায় নেই; বোনাপার্ট-বংশের মর্য্যাদা থাকে না —বংশধর অভাবে এ বংশের অস্তিত্ব লোপ পায়! উপায় কি? এ কি ভীষণ সমস্যা! এ সমস্যার চেয়ে সংগ্রাম সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ! বাহিরে নিবিড় শান্তি—আর অন্তরে আমার সমস্যার মহাসংগ্রাম!—জানি না এর নিবৃত্তি কোথায়! (জোসেফাইনের প্রবেশ।) এসো সম্রাজ্ঞী! তোমার দর্শন পেয়ে ধন্য হলেম। সম্রাজ্ঞী জোসেফাইনের দর্শনলাভ আজকাল আমাদের পক্ষে ভাগ্যের বিষয়!

জোসে॥ —কিন্তু আত্মদোষ গোপন করা সম্রাটের পক্ষে সঙ্গত নয়! সম্রাট আজকাল অত্যন্ত ভাবুক হয়েছেন,—নির্জ্জনে ভাব-রাজ্যে ভ্রমণ করতে সম্রাট বড়ই ব্যস্ত। কাজেই ভাবের স্রোতে বাধা দিতে সকলকেই কুণ্ঠিত দেখি!

নেপো॥ —তাই না কি!

জোসে॥ এই রকম তো শুনি, আর শুধু 'শোনাই' বা কেন,—নিজেও তো দেখছি অনেকের ধারণা—সম্রাট আজকাল নাট্যকার হবার বাসনা করেছেন।

নেপো॥ সে দিন গেছে জোসেফাইন;—কর্সিকা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সে বাসনা বর্জ্জন করেছি। সত্যই একদিন এই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জগতে নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করবার সঙ্কল্প করেছিল। কিন্তু অদৃষ্টচক্রে আমাকে মসীর পরিবর্ত্তে অসি-ধারণে বাধ্য করেছে —যাক্, এ সব পুরাতন সংবাদ তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ করলে?

জোসে॥ সম্রাটের সেই প্রথম যৌবনের রচিত অসম্পূর্ণ নাটকগুলি কাউন্ট কোনো রকমে সংগ্রহ করে এনেছেন।

নেপো॥ বটে। আমি তাহলে কাউন্টকে বলবো—সেগুলো যেন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে!

জোসে॥ কিন্তু জোসেফাইনের লোহার সিন্দুকে তারা অনেক পূর্ব্বে সযত্নে আশ্রয় লাভ করেছে সম্রাটের রোষানল বোধহয় ততদূর পৌঁছতে সাহস করবেনা।

নেপো॥ তাতে আর সন্দেহ কি? সম্রাজ্ঞী জোসেফাইনের আশ্রিত বাৎসল্য সর্ব্বজনবিদিত,—আর সম্রাট নেপোলিয়ান তো এ বাৎসল্যের আতিশয্যে ব্যতিব্যস্ত!

জোসে॥ ওঃ! এই জন্যই বুঝি সম্রাট আজকাল নির্জ্জন কক্ষে আত্ম

নিয়েছেন। বেশ, তাহলে আর কখনো কারোর জন্য সম্রাটের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করব না।

নেপো॥ কি সুন্দর অভিনয়! এ অভিনয় দেখতে আমি বড় ভালবাসি! —জোসি! চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা নদীর স্রোত রুদ্ধ করা যায়,—কিন্তু রমণীর রসনা রুদ্ধ করা সহজসাধ্য নয়! রমণীর মুখ বন্ধ করতে হলে অভিমানের সৃষ্টি করতে হয়। সদাহাস্যময়ী জোসেফাইনের অন্তরে আজ অভিমানের সৃষ্টি করে সত্যই আমি বড় সুখী হয়েছি

জোসে। কিন্তু আমার এ অভিমান—ভাল নয় সম্রাট, সত্যই আমি প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি। এ কথা নিয়ে সম্রাট সদাসর্ব্বদাই আমাকে গঞ্জনা দিয়ে থাকেন। আমি আর কারোর জন্য সম্রাটের কাছে কোনো প্রার্থনা করব না। ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী—নামে সম্রাজ্ঞী,—তার আবার সামর্থ্য কি?

নেপো তাঁর সামর্থ্য এই—সম্রাট নেপোলিয়নকে তিনি ক্রীতদাস করে রেখেছেন। এ অপেক্ষা সম্রাজ্ঞী আর অধিক কি সামর্থ্যের প্রত্যাশা করেন?

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী॥ মন্ত্রী তালিরন্দ সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

নেপো॥ আসতে বলো। (রক্ষীর প্রস্থান)

জোসে॥ মন্ত্রীবর যখন প্রাসাদকক্ষে ধাবিত হয়ে আসছেন তখন সম্ভবতঃ আবার একটা যুদ্ধের যোগাযোগ নিয়ে আসছেন।

নেপো॥ যুদ্ধের সম্ভাবনা আর কোথায় প্রিয়তমে! ফ্রেটল্যাণ্ডের যুদ্ধ আর তিলসিটের সন্ধি ইয়োরোপের সমস্ত শক্তিকে অসি কোষবদ্ধ করতে বাধ্য করেছে।

জোসে॥ ভগবান করুন, ইয়োরোপের এই শান্তি যেন চিরস্থায়ী হয় (প্রস্থান। তালিরন্দের প্রবেশ)

নেপো॥ সংবাদ কি মন্ত্রীবর?

তালি॥ সম্রাট! বড়ই গুরুতর সংবাদ! আবার আগুন জ্বলে উঠেছে! রুসিয়ার সঙ্গে আমাদের সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় তুরস্ক-সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। সুলতান ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগদান করেছেন; সুলতান-সৈন্যগণ উত্তেজিত হয়ে কনষ্টাণ্টিনোপলে অবস্থিত ফরাসী দূত সিবাস্তেনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে,—আরও অনেকগুলি ফরাসী হত হয়েছে

নেপো॥ বটে! এই সিরাস্তেন একদিন ইংলণ্ডের গ্রাস থেকে কনষ্টান্টিনোপল রক্ষা করেছিল, আজ অকৃতজ্ঞ সুলতানের অধিকারে তার শোচনীয় মৃত্যু! আমি তুরস্ককে রুশিয়ার গ্রাস থেকে রক্ষা করবার জন্য বারংবার চেষ্টা করেছি —সেই তুরস্ক আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে চায়। (রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী॥ সম্রাট! রুশিয়ার দরবার থেকে এই পত্র এসেছে (পত্র দিয়া রক্ষীর প্রস্থান)

নেপো॥ মন্ত্রীবর! পত্র পাঠ করুন।

তালি॥ (পত্র পাঠ) "মহামহিমান্বিত সম্রাট! আপনার বন্ধু রুস-সম্রাটের নিকট আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, যদি তুরস্ক কখনও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাহা হইলে ফরাসী সম্রাট তদ্দণ্ডেই রুস-সম্রাটকে তুরস্ক আক্রমণে সম্মতি প্রদান করিবেন আজ তুরস্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, সুতরাং ফরাসী সম্রাট তাঁহার বন্ধু সম্রাটের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা পালন করুন —আরও একটি আনন্দকীয় সংবাদ সম্রাটকে জ্ঞাপন করিতেছি, —আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ফরাসী সম্রাট কোনও সম্রাট-নন্দিনীকে বিবাহ করিতে সমুৎসুক, এ কথা যদি সত্য হয়, রুস-সম্রাট তাঁহার ভগিনীকে সাদরে সম্রাট হস্তে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী —আপনার একান্ত অনুগত বন্ধু—জার আলেকজান্দার"।

নেপো॥ আমি এখনই এ পত্রের উত্তর দিতে ইচ্ছা করি। —মন্ত্রীবর! আপনি কাগজ কলম ধরুন; আমি যা বলি, তা লিখুন (নেপোলিয়ানের আবৃত্তি ও তালিরন্দের শ্রুতিলিখন) "প্রিয় সম্রাট! আপনার পত্র যথা সময়ে আমার হস্তগত হইয়াছে আপনার বন্ধু সম্রাট প্রতিশ্রুতি পালনে কোনও দিনই উদাসীন নহেন রুস-সম্রাটের তুরস্ক আক্রমণের প্রস্তাবে আমি সানন্দে সম্মতি প্রদান করিতেছি —সম্রাটের দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে বিনীতভাবে সম্রাটকে জানাইতেছি যে, যদি পুনর্বিবাহ করাই ফরাসী সম্রাটের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে অস্ট্রিয়-সম্রাটের পরিবারেই এই সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, কেন না—অস্ট্রিয়া অধিকার করিয়া বিজিত অস্ট্রিয়-সম্রাটের সমক্ষে পূর্বেই এই প্রকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছি। ইতি- আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু—" দিন,—স্বাক্ষর করে দিই (পত্রে নেপোলিয়ানের নাম স্বাক্ষর) —আপনি, মন্ত্রীবর, একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধের কল্পনা করছিলেন, —কিন্তু দেখলেন তো ব্যাপারটা সহজে মেটাবার কেমন সুব্যবস্থা করা গেল! (মনে মনে পত্রপাঠ)

তালি ॥ (স্বগতঃ) তাইত যুদ্ধ বাধল না !!

নেপো ॥ দেখুন, খুব একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারায় এই পত্র রুসিয়ার দরবারে পাঠাতে হবে ; কেন না, শত্রুপক্ষ এ সময় এ পত্র হস্তগত করবার যথেষ্ট চেষ্টা করবে।

তালি ॥ কাকে পাঠাবেন স্থির করছেন ?

নেপো ॥ আপনার ভাবী জামাতা—আমার পুত্র—ইউজিনকে এই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করব মনে করছি। —রুসিয়া থেকে ইউজিন প্রত্যাবর্ত্তন করলেই বিবাহ উৎসবটা সম্পন্ন করা যাবে ; কি বলেন ?

তালি ॥ সম্রাট যে অনুগ্রহ ক'রে ইউজিনের জন্য আমার কন্যা ইদাকে নির্ব্বাচিত করেছেন,—এতেই আমি ধন্য ; আমার বলবার আর কি আছে সম্রাট ! —ইউজিন কি তাহলে আজই রুসিয়া যাত্রা করবে ?

নেপো ॥ আমার তো এই প্রকার ইচ্ছা ; হাঁ, তবে আজ সমর-সচিব কার্ণোর বাটীতে একটা বিরাট ভোজ আছে বটে ! বেচারাকে সে ভোজের আমোদ থেকে আর বঞ্চিত করব না ; সেইখানেই তাকে এই পত্র দিয়ে রুসিয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা করব। —এখন আপনি যেতে পারেন।

তালি ॥ পত্রখানা তাহলে আপনার কাছেই থাক্ !

নেপো ॥ হাঁ, আমি নিজে এ পত্রে শীলমোহর অঙ্কিত করব। (তালিরন্দের প্রস্থান) কার্য্যের অবসান,—সঙ্গে সঙ্গে আবার চিন্তার সঞ্চার ! —আবার কঠোর সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাত ! —জোসেফাইন,—অথবা সম্রাট-নন্দিনী মেরী ! —বিষম সমস্যা !! (প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(ডুকোর কক্ষ। সিয়ে ও ডুকো)

সিয়ে ॥ তাই তো ! সব ফেঁসে গেলো ! —যুদ্ধটা বাধলো না হে ভায়া !

ডুকো ॥ বড়ই দুঃখের কথা, —লোকসানটা বেজায় বাজবে দেখছি ! যুদ্ধের আভাষ পেতে না পেতেই আশি কোটী ফ্রাঙ্ক তো লোহা কেনবার জন্য কারখানায় ঢালা গেল !

সিয়ে ॥ অথচ—এদিকে নেপোলিয়ান কলমের এক আঁচড়ে যুদ্ধটা একদম পণ্ড ক'রে দিয়ে বসল ! যুদ্ধে যে নেপোলিয়ানের এ রকম অরুচি হবে—তা তখন কে ভেবেছিল বল !

ডুকো ॥ তালিরন্দ ভায়া তো এখনও হাল ছাড়েন নি— তিনি তো আবার বুক

ঢুকে বেরিয়েছেন; সেই রণরঙ্গিণী রমণীটিকে নিয়ে তিনি তো আবার যুদ্ধ বাধাবেন বলে প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত করেছেন! —এই যে ভায়া উপস্থিত!

(তালিরন্দের প্রবেশ)

তালি ॥ সম্রাট রুসিয়ায় যে চিঠি পাঠাচ্ছেন, এই তার নকল। (রোহেনের প্রবেশ)

রোহেন ॥ আর ঐ চিঠির পরিবর্ত্তে- এই চিঠিখানি পাঠানই হচ্ছে এখন আমাদের কর্ত্তব্য।

তালি ॥ বন্ধুগণ! আশ্চর্য্য হয়ো না, —এই রমণীর সাহায্যে আমরা আমাদের জেদ বজায় রাখবো। নেপোলিয়ান রুস-সম্রাটকে যে পত্র লিখছেন, —এই পত্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রোহেন, এঁদের পত্রখানি পড়ে শোনাও তো।

রোহেন ॥ (পত্রপাঠ) "সম্রাট আলেকজান্দার!

আপনার দুরাকাঙ্খাপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অর্দ্ধভূমণ্ডল গ্রাস করিয়াও আপনার দারুণ দুরাকাঙ্খা ও লালসা প্রশমিত নহে! তুরস্কের উপর আপনার লেলিহান রসনা বিস্তারিত হইতেছে; কিন্তু আপনার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য তুরস্কের কনষ্টান্টিনোপল ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য; এ সাম্রাজ্যে রুসিয়ার প্রভুত্ব বিস্তারে ফরাসী সম্রাট সম্পূর্ণ অসম্মত। তুরস্ক আজ দর্পোন্মত্ত অবস্থায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়াছে, সম্রাট নেপোলিয়ানের একটি মাত্র কটাক্ষপাতে স তরবারি অচিরাৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইবে। এ ব্যাপারে রুস সম্রাটের সহানুভূতি প্রকাশের কোনও আবশ্যকতা নাই। আর রুস-সম্রাটকে ভগিনী সম্প্রদানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করিবার জঘন্য উৎকোচ মাত্র! এ প্রস্তাব অর্দ্ধ সভ্য অর্দ্ধ বর্ব্বর রুস জাতিরই উপযুক্ত বটে! সুসভ্য ফরাসী জাতি এমন প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে অবশ্য বাধ্য।

আপনাদের চিরপরিচিত—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।"

তালি ॥ এখন কথা হচ্ছে এই, ভোজ সভায় নেপোলিয়ান যখন ইউজিনকে তাঁর পত্র দেবেন, তখন রোহেন তার ওপর লক্ষ্য রাখবে, তারপর কোনও রকমে তাকে আয়ত্ত ক'রে আসল পত্র হস্তগত করে তার স্থানে এই পত্র দেবে। তাহলেই বাজিমাৎ!

সিয়ে ॥ কৌশলটা যে অতি চমৎকার, তাতে আর কথা কি? আচ্ছা সম্রাটের সইটি করেছে কে?

রোহেন ॥ আমিই নেপোলিয়ানের নাম স্বাক্ষর করেছি: মিলিয়ে দেখবেন—

আসলে-নকলে কোন পার্থক্য নেই! তবে শীলমোহর করবার ভার আপনাদের ওপর।

ভালি॥ তার জন্য আটকাবে না! সে ভার — আমার।

ডুকো॥ সাবাস — সুন্দরী সাবাস! চলো বন্ধুগণ — এ গরীবের কুটিরে কিঞ্চিৎ চা পান করে আমাকে কৃতার্থ কর; সমস্ত প্রস্তুত, আর সেইখানেই অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা করা যাবে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(কার্ণোর ভবন: ভোজের মজলিস। সুসজ্জিতা নৃত্যশীলা ললনাগণ। নৃত্য-গীত)

তরুণ সোহাগ মাখি, তুলিয়ে অরুণ আঁখি,
চাও সখা, হেসে ফিরে চাও!
থেক না থেক না দূরে, আজি শুধু মধু সুরে
গাও বঁধু, প্রেমগাথা গাও।
শুধু আজিকার রাতি, আমারে করিয়ে সাথী,
বাও, সখা, প্রেমতরী বাও!
আজিকার মত, প্রিয়, যা কিছু তোমার প্রিয়,
যাও, বঁধু, সব ভুলে যাও!
যৌবন ফুল ফুটে অনাদরে পথে লুটে,
নাও, সখা, হাতে তুলে নাও!
সঞ্চিত যত মধু, তোমায় সঁপিব বঁধু,
দাও বঁধু, মন বাঁধা দাও!

(কার্ণো, ডুকো, সিয়ে, ভালিরন্দ, লুই, হরতেন, মুরাট, এলিজা, নিমন্ত্রিত নরনারীগণ। সকলের পরিক্রমণ-কথোপকথন-আগম-নির্গম। ইউজিনের হস্ত ধরিয়া মোহিনীবেশে রোহেন।)

রোহেন॥ অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলুম; বড় সৌভাগ্য আমার! আজ কিন্তু আমি আপনাকে আর ছাড়ছি না, আমার বাড়ীতে আপনাকে একটিবার যেতেই হবে।

ইউজিন॥ আপনাকে দেখে, আপনার হৃদয়গ্রাহী কথাবার্ত্তা শুনে, আমি এতটা সন্তুষ্ট হয়েছি যে অন্য সময় হলে সমস্ত কাজ ফেলে আমি আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেম। কিন্তু আজ রাত্রেই আমাকে অন্যত্র যেতে হবে।

রোহেন॥ অন্যত্র যাবেন! কখন যাবেন?

ইউজিন ॥ এই রাত্রেই, দু এক ঘন্টা পরেই।

রোহেন ॥ বেশ, তাহলে এখান থেকে ফেরার সময় না হয় আমার বাড়ী হয়ে যাবেন, একবার – একটিবার আমার বাড়ীতে বসে তখনই চলে যাবেন!

ইউজিন ॥ বেশ তাই হবে ; আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করি আমার সাধ্য কি। সম্রাট এখানে এলেই—এই যে সম্রাট এসেছেন। (রোহেনের দক্ষতার সহিত জনতার প্রান্তভাগে প্রস্থান। নেপোলিয়ান ও জোসেফাইনের প্রবেশ। সমবেতগণের সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা।

কার্ণো ॥ সম্রাট সম্রাজ্ঞীর পদার্পণে আমার ভবন আজ পবিত্র হ'ল!

নেপো ॥ আপনাদের ভোজের আনন্দ পরিপূর্ণ হোক। ইউজিন কোথায়?

ইউ ॥ সম্রাট।

নেপো ॥ এই নাও আমার শীলমোহরযুক্ত পত্র ; —রুস-সম্রাটের হস্তে স্বয়ং এই পত্র তোমাকে পেশ করতে হবে তোমার যান বাহন—রক্ষীদল সমস্তই প্রস্তুত, এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে পারিস ত্যাগ করতে হবে।

ইউ ॥ সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য, কর্ত্তব্য পালনে আমার কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না।

(অঙ্গাবরণের অভ্যন্তরে ইউজিনের পত্র রক্ষা, দূর হতে নিপুণতার সহিত রোহেনের তাহা লক্ষ্য, তালিবন্দ, সিয়ে, ডুকো, প্রভৃতির ইঙ্গিতাভিনয়)

কার্ণো ॥ সম্রাট! সম্রাজ্ঞীর সহিত অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করলে আমরা ধন্য হব!

নেপো ॥ চলুন। (ভোজে উপবেশন)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

(রোহেনের বাটী রোহেন ও ইউজিন।)

ইউজিন ॥ সুন্দরী! আমি কিন্তু এখানে দশমিনিটের বেশী থাকতে পারব না। আমার সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

রোহেন ॥ দশ মিনিট কেন,—পাঁচমিনিট থেকেই যদি চলে যান, তাতেও আমি আপত্তি করব না ; আমার এ দরিদ্র ভবন আপনার পদচিহ্ন ধারণ করে ধন্য হয় এই আমার কামনা। তা যখন এসেছেন—তখন—তখন—একটি অনুরোধ করতে পারি কি?

ইউজিন ॥ বলেছি তো সুন্দরী! আপনার অনুরোধ পালনে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

রোহেন ॥ আমি ধন্য। আমার অদৃষ্ট ধন্য।—একটু স্বাস্থ্যপান করুন—এই আমার প্রার্থনা। নিয়ে আসি তাহলে?

ইউজিন ॥ আসুন

রোহেন ॥ তাহলে দয়া করে এ সামান্য আসনে উপবেশন করুন। (ইউজিনের কৌচে উপবেশন,—দেরাজ খুলিয়া রোহেনের দুইটি পাত্র বাহির করিয়া—মদ্য ঢালিয়া স্থাপন,—এবং ইউজিনকে প্রদানচ্ছলে তাহার গাত্রে মদ্যনিক্ষেপ) ছি-ছি কি করলুম,—তাড়াতাড়িতে হাত কেঁপে পড়ে গেছে। জামাটা খুলে ফেলুন,—তোয়ালে দিয়ে গা'টা মুছে দিই। (ইউজিন জামা খুলিয়া দিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন,—ইত্যবসরে রোহেন কর্তৃক শীলমোহরযুক্ত পত্র অদলবদল করণ) এইবার এই পাত্রটি শেষ করুন।—(অন্য পাত্র প্রদান)

ইউজিন ॥ (পাত্র শেষ করিয়া) আপনাকে বড় কষ্ট দিলেম,—আমার জামা দিন।

রোহেন ॥ আসুন, আমি নিজে পরিয়ে দিই।

ইউজিন ॥ (জামা পরিবার পূর্ব্বেই অভ্যন্তরে হস্ত দিয়া পত্রের অস্তিত্ব পরীক্ষা ও পত্র ঠিক আছে জানিয়া আশ্বস্ত)—তাহলে বিদায়—সুন্দরি। আপনার আতিথেয়তায় আমি বড় পরিতৃপ্ত হয়েছি।

রোহেন ॥ আপনাকে কত কষ্ট দিলুম,—কিন্তু অধিনীকে ভুলবেন না—মনে রাখবেন,—সুদূর প্রবাসে দিনান্তে একবার স্মরণ করলেই ধন্য হব।—আসুন তবে—আর আপনাকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না।

ইউজিন ॥ বিদায়—সুন্দরি। প্যারিসে ফিরেই আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, বিদায়—সুন্দরি। (প্রস্থান)

রোহেন ॥ এরা বীর। এরা যোদ্ধা। এরা সাম্রাজ্যের স্তম্ভ।—রমণীর একটি কটাক্ষে যাদের সঙ্কল্প মুহূর্ত্তে পণ্ড হয়ে যায়। যে উপাদানে এদের হৃদয় গঠিত যদি নেপোলিয়ানের হৃদয়ে সে উপাদানের কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকত, তাহলে এতদিন নেপোলিয়নের উষ্ণীষ আমার পদতলে লুণ্ঠিত হ'ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(ফ্লোরেন্সো বাটী—ইদার কক্ষ ইদা ও ইউজিন)

ইউজিন ॥ আর অপেক্ষা করবার সময় নেই;—সম্রাটের পত্র নিয়ে এখনই আমাকে রুসিয়ায় যেতে হবে,—রক্ষীগণ বাইরে অপেক্ষা করছে।

ইদা॥ তবে আর অপেক্ষা করতে বলব না ইউজিন ; -কিন্তু আজ যেন তোমায় বিদায় দিতে মনে বড় ক্লেশ হচ্ছে! যাক্— তবে যাও

ইউজিন॥ ইদা, দুঃখ ক'র না—অতি সত্বর আমি ফিরে আসবো। বিদায়। প্রিয়তমে! (প্রস্থান)

ইদা॥ কেন এমন হল। কত দিন কত যুদ্ধে ইউজিন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে,—আমিও বীরপত্নীর মতন তাকে বিদায় দিয়েছি। কিন্তু আজ আমার মন কেন এমন অধীর হয়ে উঠছে! মনে হচ্ছে—যেন কোন অদৃশ্য শক্তি আমাকে বাইরে ইউজিনের সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে! এতক্ষণ হয়তো ইউজিন কতদূর চলে গেছে। (গবাক্ষের নিকট দণ্ডায়মান) —এ কি! এত রাতে বাবার ঘরের দিকে চুপি চুপি ও ক যায়। এ যে দেখছি স্ত্রীলোক! যুবতী - এই য হঠাৎ থমকে দাঁড়াল,— ও মুখ যে দেখেছি; হুঁ বুঝতে পেরেছি—সেই সর্ব্বনাশী। ও কি। ও যে বরাবর বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। - কেন ওকে দেখে আমার মন এমন করছে! না —দেখতে হবে - ও বাবার ঘরে গেল কেন! (বেগে প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(ডালিরন্দো বাটী,—ডালিরন্দের কক্ষ চেয়ারে ডালিরন্দ আসীন - পার্শ্বে পত্রহস্তে রোহেন দণ্ডায়মান)

রোহেন॥ এই নিন আসল পত্র, নির্ব্বিবাদে কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে, ইউজিন কিছু জানতে পারেনি —নকল পত্র নিয়ে সে কাসয়ায় চলে গেছে।

ডালি॥ সাবাস। তোমার দক্ষতার তুলনা নেই রোহেন! —তাহলে পত্রখানা আলমারিতে এখন আবদ্ধ করে রাখা যাক্ —এই পত্রের মূল্যস্বরূপ তোমাকে এখন কি দোব? কত টাকা তুমি চাও, রোহেন?

রোহেন॥ টাকা। ধিক্!! এ কথা মুখে উচ্চারণ করতে তোমার জিহ্বায় জড়তা এল না, ডালিরন্দ? আমি কি টাকার প্রার্থী। আমি তোমার কাছে কি প্রার্থনা করেছিলুম — তা কি তোমার মনে নাই মন্ত্রী ডালিরন্দ?

ডালি॥ রাগ ক'রনা সুন্দরি। অর্থের কথা তুলে সত্যই আমি অন্যায় করেছি যাক্ — আমি প্রতিজ্ঞা করছি— তিন দিনের মধ্যেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

রোহেন॥ উত্তম! তাহলে আমি এখন যেতে পারি?

ডালি॥ চল, আমি তোমাকে ফটক পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি, আমার কোচম্যান তোমাকে তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসুক (উভয়ের প্রস্থান।

ইদার প্রবেশ।

ইদা॥ ধিক! পিতা! পিতা! তোমার এই আচরণ! আমার যে স্বামী—তোমার সে জামাতা—তাকে বিপন্ন করবার জন্য—এই সর্ব্বনাশীর সাহায্যে তুমি ষড়যন্ত্র করেছো! —নিশ্চয়ই ইউজিনকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে। —এ পত্র আমাকে হস্তগত করতেই হবে! —এই যে বাবা চাবি ফেলে গেছেন, বেশ হয়েছে (চাবির সাহায্যে আলমারি খুলিয়া পত্র গ্রহণ) এ তো দেখছি সম্রাটের শীলমোহর-চিহ্নিত পত্র; এই পত্র চুরি করে—ইউজিনের অজ্ঞাতে তাকে নকল পত্র দিয়েছে। আমি এখনই এই পত্র নিয়ে ইউজিনের সন্ধানে যাবো, যদি পথে তার দেখা না পাই—রুসিয়া পর্য্যন্ত যাবো—ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দোব। (বেগে প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

(ফনটেন্‌ব্লো প্রাসাদ, অলিবন্দ নেপোলিয়ান)

নেপো॥ জোসেফাইনের মোহ কাটাতেই হবে; আর উপায় নেই; মন্ত্রীসভার কাছে এ অঙ্গীকার করেছি, আজ জোসেফাইনকে সমস্ত বলব—আজই সম্বন্ধচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু তাকে কি কথা বলব। কি বলে প্রবোধ দোব। —কি করে সান্ত্বনা দোব। —উদ্দেশ্য আমার যতই উচ্চ হোক না কেন—এ ব্যাপারে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করছি—নিজেকে স্বার্থপর বলে বোধ করেছি! —নারীরত্ন, স্ত্রীরত্ন যে জোসেফাইন—তার প্রতি আমি কি কঠোর ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। ওই জোসি এসেছে! হৃদয়, ধৈর্য্য ধরো—স্থির হও (জোসেফাইনের প্রবেশ) এসো জোসেফাইন—এইখানে বসো,—তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো কথা আছে।

জোসে॥ কি কথা প্রিয়তম। জোসেফাইনকে কিছু বলার আবশ্যক হলে, সম্রাট তার কাছে গিয়ে মনের কথা বলতেন; আজ কিন্তু নূতন বিধান দেখছি। সম্রাট আজ জোসেফাইনকে সান্নিধানে আহ্বান করছেন,—সম্রাটকেও আজ অত্যন্ত গম্ভীর দেখছি। জোসি কি সম্রাটের কাছে কোনো অপরাধে অপরাধিনী হয়েছে।

নেপো॥ জোসেফাইন। প্রিয়তমে প্রেমময়ী জোসেফাইন। তুমি জান—আমি তোমাকে কত ভালবেসেছি। পৃথিবীতে যদি আমার কোনো সুখ থাকে, তাহলে যে কয় মুহূর্ত্ত আমি তোমার সহবাসে কালযাপন করি, কেবল সেই কয় মুহূর্ত্তই আমি সুখী হই। কিন্তু জোসেফাইন! আমার অদৃষ্ট

আমার ইচ্ছা অপেক্ষাও বলবান আমার জীবনব্যাপী স্নেহ ফ্রান্সের মঙ্গলের নিকট তুচ্ছ সামগ্রী! তাই—তাই—কর্ত্তব্যের অনুরোধে—আমার অতি প্রিয় স্নেহবন্ধন আজ প্রিয়তম ফরাসীদের মঙ্গলের জন্য বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হচ্ছি!

জোসে ॥ থাক্‌-থাক্‌—আর বলতে হবে না—আর ব'ল না; তোমার এই ইঙ্গিতই জোসেফাইনের কুসুম-কোমল হৃদয়কে বজ্রাহত করবার পক্ষে যথেষ্ট। আর ব'ল না! না—না—বলো—বলো প্রিয়তম, তুমি যা বললে—তা মিথ্যা—পরীক্ষা মাত্র বলো-বলো—বলো—

নেপো ॥ জোসেফাইন! প্রাণাধিকা জোসেফাইন! আমাকে মার্জ্জনা করো!

জোসে ॥ না—না আমাকে হত্যা ক'রো না আমাকে বধ ক'রো না—আমার ওপর নির্দ্দয় হয়ো না—আমাকে পরিত্যাগ ক'রো না! আমি তোমার কাছে কোনো অপরাধে অপরাধিনী নই।

নেপো ॥ ধৈর্য্যহারা হয়ো না প্রিয়তমে। আমার অন্তরের অবস্থা বুঝে স্থির হও জোসেফাইন। জননী ফরাসীভূমির কল্যাণের জন্য আমি বিবাহ-বন্ধন ছেদন করতে বাধ্য হয়েছি। আর উপায় নেই প্রিয়তমে!

জোসে ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার স্বামী। আমার প্রিয়তম। আমার সম্রাট! ওহোঃ— (আসন হতে ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

নেপো ॥ ওঃ! এ দৃশ্য আর যে দেখতে পারি না,—হৃদয় আমার বিদীর্ণ হচ্ছে। —ওরে কে আছিস। (দুই জন পরিচারিকার প্রবেশ) সম্রাজ্ঞী সহসা অসুস্থ হয়েছেন—শীঘ্র এঁকে শয়নকক্ষে নিয়ে যাও। (মূর্চ্ছিতা জোসেফাইনকে লইয়া পরিচারিকাদ্বয়ের প্রস্থান) উঃ—আমার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। অন্তর আমার অত্যন্ত দৃঢ় বলে আমার ধারণা ছিল—কিন্তু তা তো নয়! হৃদয় আমার অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছে। এত যন্ত্রণা যে পাব—তা স্বপ্নেও ভাবিনি। (কাউন্টের প্রবেশ)

কাউন্ট ॥ সম্রাট কি ব্যস্ত আছেন?

নেপো ॥ ব্যস্ত নই কাউন্ট-বড়ই চিন্তিত—বড়ই বিব্রত। কাউন্ট—কাউন্ট জোসেফাইনকে আমার সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছি।

কাউন্ট ॥ শুনে তিনি কি বললেন?

নেপো ॥ কি বললেন?—কাউন্ট। সে কথা শুনে—জোসেফাইনের মূর্ত্তি মুহূর্ত্তমধ্যে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেলো। অভাগিনী—উন্মাদিনীর মতন এখানে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেলো!—এমন মর্ম্মভেদী দৃশ্য জীবনে বুঝি আর কখনো দেখিনি।

কউণ্ট ॥ সম্রাট! কাজটা সঙ্গত হল? একবার ভেবে দেখুন দেখি—আগাগোড়া মনে করে বলুন দেখি—আপনি কি শোচনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করছেন! সম্রাট! এখনও এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন!

নেপো ॥ কাউণ্ট! যা হবার—তা হয়ে গেল—আর ফিরবে না! ফ্রান্সের স্বার্থ আর আমার অদৃষ্ট আমার হৃদয়কে নিপীড়িত করে তুলেছে, —বিবাহ বন্ধন ছেদন আমার রাজকীয় কর্ত্তব্য, এ কর্ত্তব্য থেকে বিচলিত হবার সামর্থ্য আমার নাই! (প্রস্থান)

কাউণ্ট ॥ হায় জোসেফাইন! হায়—পতিগতপ্রাণা অভাগিনী জোসেফাইন! তোমার ভাগ্যচক্র এ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, আমি যে তা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি! কিন্তু সম্রাট! তোমার ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার,- দিব্যচক্ষে আমি তা দেখতে পাচ্ছি। তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী ছিল, জোসেফাইন! —তাকে তুমি ত্যাগ করলে? বুঝলেম, সৌভাগ্য সূর্য্য চিরদিন কারো অদৃষ্টাকাশে আলোক বিকীর্ণ করে না। (প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

(প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান। এলিজা ও মুরাট)

মুরাট ॥ এলিজা! এলিজা! তোমার প্রেম-মরীচিকা লক্ষ্য করে—আর কত কাল আমাকে এভাবে ছুটে বেড়াতে হবে? নিষ্ফল ধাবনে আমি যে অবশ হয়ে পড়েছি, এলিজা!

এলিজা ॥ মুরাট! যতবার তুমি আমার কাছে প্রণয়প্রত্যাশী হয়ে এসেছ, ততবারই তো আমি তোমাকে বলেছি দাদার সম্মতি ব্যতীত আমি তোমাকে আত্মদানে অক্ষম। আমি তোমাকে ভালবাসি—বড় ভালবাসি—প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি, মুরাট; —কিন্তু দাদার অনিচ্ছায় আমার কিছু করবার সামর্থ্য নেই।

মুরাট ॥ বেশ, অদ্য আমি সম্রাটের কাছে প্রস্তাব তুলে—এ ব্যাপারের মীমাংসা করবই —ওই যে সম্রাট এদিকেই আসছেন।

এলিজা ॥ বেশ, তুমি কথা কও;—আমি অন্তরালে থেকে তোমাদের কথা শুনব (এলিজার প্রস্থান। নেপোলিয়ানের প্রবেশ।)

নেপো ॥ কোথাও শান্তি নেই—কোন স্থানে তৃপ্তি নেই, চতুর্দ্দিকেই যেন মনস্তাপের অনলরাশি জ্বলন্ত হয়ে আমাকে উত্ত্যক্ত করছে! এমন যন্ত্রণায় বুঝি আর কখনও পড়িনি!

মুরাট ॥ সম্রাট !

নেপো ॥ কে—মুরাট ! কিছু প্রয়োজন আছে কি ?

মুরাট ॥ সম্রাটের নিকট আমার এক প্রার্থনা আছে —আমি সম্রাট-সদনে সম্রাট-ভগিনী এলিজাব পাণিপ্রার্থনা করতে এসেছি।

নেপো ॥ এটা কি সম্ভবপর মুরাট ?

মুরাট ॥ অসম্ভবই বা কেন সম্রাট ?

নেপো ॥ তা কি বুঝতে পারছনা মুরাট ? তুমি একজন সুযোগ্য যোদ্ধা হতে পারো, কিন্তু তুমি আভিজাত্য গৌরবে বঞ্চিত, সম্রাট-ভগিনীকে বিবাহ করবার বাসনা তোমার পক্ষে দুরাশা।

মুরাট ॥ মহিমাময় সম্রাট ! আপনি কবে থেকে এ ভাবে আভিজাত্যের উপাসনা করতে শিখেছেন—তা জানতে পারি কি ? আপনিই না একদিন ইয়োরোপের সম্রাটদের আপনার আভিজাত্য সম্বন্ধে বলেছিলেন,—'মেণ্ডেনোর যুদ্ধক্ষেত্রে আমি আমার বংশগৌরব লাভ করেছি !'- তা যদি হয়, তাহলে সম্রাটের জানা উচিত এই মুরাট প্রত্যেক যুদ্ধে সম্রাটের সহকারী ছিল। সম্রাট যেখান থেকে আভিজাত্য গৌরব সঞ্চয় করেছেন, সেই স্থান আমারও আভিজাত্যের ভিত্তিভূমি

নেপো ॥ মুরাট। সে দিন আর নাই। সম্রাট নেপোলিয়ান এখনো একজন সামান্য পদাতিকের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, কিন্তু তা বলে সেই পদাতিকের বংশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক নয় ! শুনতে পাচ্ছ তো—এই আভিজাত্যের অনুরোধে আমি আমার জীবনসঙ্গিনী সম্রাজ্ঞী জোসে-ফাইনকে পরিত্যাগ করছি !

মুরাট। এ জন্য আমি সম্রাটকে অনুযোগ করছি। করুণাময়ী, নারীকুলরাণী জোসেফাইনকে যদি আপনি বিনাদোষে পরিত্যাগ করেন, তাহলে কখনই আপনার কল্যাণ হবে না, - তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আপনার গৌরব প্রদীপ নির্ব্বাপিত হবে। সম্রাটের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত—প্রেমময়ী পত্নীর নিষ্কলঙ্ক প্রেম, আর আমার মত ভক্ত সেনানীদের প্রাণভরা ভক্তি আপনাকে সাফল্যের সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে ; এদের হৃদয়ে আঘাত করলে আপনার সে সিংহাসন চূর্ণ হয়ে যাবে।

নেপো ॥ মুরাট তুমিও এটা মনে রেখো—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট অদৃষ্টবাদী ; অদৃষ্ট আর নিজের বাহুর ওপর আমি অত্যন্ত নির্ভরশীল !—উপযুক্ত একজনই

যথেষ্ট—এই আমার মূলমন্ত্র !

মুরাট ॥ তাহলে এলিজাকে বিবাহ করবার কোন আশাই আমার নাই ?

নেপো ॥ নিশ্চয় নাই। - সম্রাট-ভগিনী এলিজা একজন হোটেলওয়ালার পুত্রের পত্নী হতে পারেন না। (প্রস্থান

মুরাট ॥ বটে !—দাম্ভিক সম্রাট। আমাকে এ আখ্যায় অভিহিত করবার পূর্ব্বে তোমারও পিতৃবংশের কথা স্মরণ করা উচিত ছিল ! আমার পিতা রুটী বেচে খেতো, তোমার পিতা কথা বেচে জীবিকানির্ব্বাহ করত,—এই তে পার্থক্য। সামান্য সৈনিক থেকে তুমি আজ সম্রাট,—আর আমি বিশ্ববন্দিত সেনাপতি। যে তরবারির প্রভাবে তুমি সম্রাট হয়েছ,- সেই তরবারির প্রভাবে আমিও সম্রাট হবার স্পর্দ্ধা রাখি ! স্পর্দ্ধিত সম্রাট ! আমি যদি তোমার এ স্পর্দ্ধার প্রতিশোধ নিতে না পারি—তাহলে আমি খ্রীষ্টান নই। (এলিজার প্রবেশ)

এলিজা ॥ মুরাট। মুরাট। দোহাই তোমার—দাদার ওপর রাগ ক'রো না !

মুরাট ॥ সরে যাও সম্রাট-ভগিনী। স্পর্শ ক'রো না আমাকে ;—আমি হোটেল-ওয়ালার পুত্র, আমাকে স্পর্শ করলে তোমার ভ্রাতার আভিজাত্য-গৌরব ম্লান হয়ে যাবে।

এলিজা ॥ মুরাট। অভিমান ক'রো না,—দাদাকে ত্যাগ ক'র না ;—দাদা এখন মতিভ্রষ্ট ;—এ সময় তাঁর রূঢ় কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ো না মুরাট ! ভেবে দেখো —দাদার জন্য আমি আজ সম্রাট ভগিনী, দাদার জন্যই আজ তুমি সেনানী ! নইলে তোমাকে-আমাকে কে চিনতো ?

মুরাট ॥ এটাও মনে রেখো সম্রাট-ভগিনী। তোমার দাদা নিজে নিজে সম্রাট হয় সিংহাসনে বসেন নি। আমরাই বাহুবলে তাঁকে সিংহাসনে স্থাপন করেছি —আমরাই গৌরব-মুকুটে তাঁর মস্তক মণ্ডিত করেছি। কিন্তু এখন তিনি সে সব কথা বিস্মৃত হয়ে—আভিজাত্য গর্ব্বে অন্ধ হয়ে কুকুরের ন্যায় আমাদের পদতলে দলিত করতে চান। —শোনো সম্রাট-ভগিনী ! আমি আর তোমার পাণিপ্রার্থী নই আর আমি তোমার দাদার অনুগত ভৃত্য নই—আজ থেকে আমি তাঁর শত্রু, তাঁর সর্ব্বনাশ সাধন আজ থেকে আমার অন্তরের আকিঞ্চন,—সম্রাট নেপোলিয়ান বা তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আজ থেকে আমার সকল সম্বন্ধের উচ্ছেদ হলো ! --আমাকে বিস্মৃত হও সম্রাট-ভগিনী। (প্রস্থান)

এলিজা॥ মুরাট! মুরাট! প্রিয়তম! চলে গেল! নক্ষত্রের মতন চলে গেল। —বন্দুকের গুলির বেগে চলে গেল। —আর বোধ হয় মুরাটের সঙ্গে দেখা হবে না। দাদা দাদা—কি করলে তুমি? অমন বীরকে শত্রু করলে? (প্রস্থান)

নবম গর্ভাঙ্ক।

(রুসিয়ার উপকণ্ঠে মরু প্রান্তর। ইদা, পার্শ্বে মৃত অশ্ব পতিত।)

ইদা॥ সব গুলিয়ে গেল। সমস্ত উদ্যম পণ্ড হ'ল! ভীষণ মরুপ্রান্তরে পড়ে পথভ্রান্ত হয়ে সাতদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েও পথের সন্ধান পেলুম না। জন-প্রাণীর অস্তিত্বও এখানে নেই। ঘুরে ঘুরে ছুটে ছুটে ঘোড়াটা দম ফেটে মারা গেল। আমিও মরণের রাজ্যে যেতে বসেছি। —তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, সর্ব্ব শরীর অবশ হয়ে পড়েছে। একটু যদি জল পাই—একবিন্দু জল কেউ যদি দয়া করে এনে দেয়—তাহলে প্রাণ বাঁচে—আবার ইউজিনের সন্ধানে ছুটতে পারি। একটু জল—একবিন্দু জল— (পুরুষবেশিনী রোহেনের প্রবেশ)

রোহেন॥ জল খাবে—জল খাবে? জল চাইছ তুমি? আমার কাছে জল আছে,—এই নাও জল। এখনই খেয়ে ফেল। —আবার নতুন প্রাণ পাবে।

ইদা॥ জল—জল, জল এনেছো,—দাও দাও,—ওগো আমি বড় তৃষ্ণাতুর! আঃ—বাঁচলুম। তুমি তুমি কে মহাপুরুষ?

রোহেন॥ আমি একজন সামান্য মানুষ, —তৃষিতের সন্ধানে মরুভূমিতে জল নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াই। তোমার তৃষ্ণা পেয়েছিল না? তৃষ্ণা দূর হয়েছে তো?

ইদা॥ কই—তৃষ্ণা তো গেল না! তোমার জল খেয়ে তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে যেন আবার একটা নতুন যন্ত্রণা হচ্ছে। জিব যেন জড়িয়ে আসছে। বুকের ভেতর থেকে যেন আগুনের বুদ্বুদ ফুটে উঠছে! কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসছে! ওগো, তুমি কে? জল ব'লে আমায় কি খাওয়ালে। ওঃ— চিনিছি, তোমাকে চিনিছি—তোমার চোখ দুটো দেখে তোমাকে চিনিছি! তুমি সেই সর্ব্বনাশী রাক্ষসী! তুমি আমার শত্রু! তুমিই আমায় অনুসরণ করে আসছিলে।

রোহেন॥ হ্যাঁ, ইদা—তোমার অনুমান সত্য। আমিই তোমায় অনুসরণ করে বরাবর এসেছি। তুমি আমাদের পত্র চুরি ক'রে আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড করতে এসেছো,—তাই আমাকে তোমার পেছু পেছু ছুটতে হয়েছে! এখন যে জন্য এসেছি—তা দাও; সে পত্র কোথায়?

ইদা॥ সর্বনাশী—রাক্ষসী—শয়তানী—দূর হ এখান থেকে—

রোহেন॥ আমার যে পত্র তুই চুরি করে এনেছিস্—এখনই তা আমাকে ফিরিয়ে দে!

ইদা॥ না—না—আ—আ—আ—আ আ—

রোহেন॥ ওই তোর শেষ কণ্ঠস্বর। এ সংসারে তোর ও মুখ থেকে দ্বিতীয় কথা ফুটে বেরুবে না! যে বিষ তোকে খাইয়েছি—তাতে কথা কয়বার শক্তি থাকে না—তোর বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়েছে! —দে এবার পত্র দে—কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ দে। (ইদার অঙ্গাবরণে অন্বেষণ, পত্র বাহির করণ, পত্ররক্ষার্থ প্রাণপণে ইদার নিষ্ফল চেষ্টা।) পেয়েছি—এরই জন্য এতদূর ছুটে এসেছি। সর্বনাশী! আর কতক্ষণ সংসারে থাকবি তুই? বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়েছে আর বিশ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত শেষ হয়ে যাবে।—আমি আমার পত্র ফিরিয়ে নিলুম,—আর তার স্থানে—এই পত্র রেখে গেলেম;—যদি ইউজন এই পথে ফেরে,—তাহলে এই পত্র তাকে এতদূরে ইদার আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে দেবে। ওই দূরে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হচ্ছে—আর এখানে নয়। (রোগ প্রস্থান সসৈন্য ইউজনের প্রবেশ।)

ইউ॥ সৈন্যগণ! শত্রুসৈন্য নয়—এক মৃতকল্পা রমণী দেখছি! দূর থেকে আমরা একে শত্রু মনে করেছিলেম!—কে এ রমণী! এস্থানে এভাবে পতিত কেন? আহা—বুঝি—মরুপ্রান্তরে তৃষ্ণাতুরা হয়ে প্রাণ হারিয়েছে! প্রাণ আছে কি?—একি—একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! ইদা—ইদা—প্রিয়তমে—তুমি!

ইদা॥ (অতি কষ্টে ইউজনের কণ্ঠাবলম্বনপূর্ব্বক ইঙ্গিতাভিনয়)

ইউ॥ একি ইদা! বাক্‌শক্তিহারা তুমি! কথা কয়বার সামর্থ্য নেই!—হায় প্রিয়তমে, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমার এখানে আসবার কারণ কি!—(ইদাকে উত্তোলন,—ইউজনের প্রতি ইদার কাতর দৃষ্টিপাত—ইঙ্গিত-প্রকাশ—ইউজনের বক্ষের উপর ইদার প্রাণত্যাগ।)

ইউ। ইদা! ইদা প্রিয়তমে!—(ইদার বক্ষ হইতে পত্র পতন।)—এ কি পত্র!—এই পত্র নিয়েই তাহলে তুমি এসেছিলে প্রিয়তমে! (পত্রপাঠ)—হায়! হায়! ঈশ্বর! তোমার, তোমার ভাণ্ডারে যত মহাঅস্ত্র সঞ্চিত আছে—সবই কি একসঙ্গে এ হতভাগ্যের ওপর বর্ষণ করতে আরম্ভ করলে?—পত্রে এ কি ভীষণ সংবাদ!—সম্রাট কর্তৃক আমার জননী পরিত্যক্তা!

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট-নন্দিনী বিবাহিতা সম্রাজ্ঞীরূপে প্রাসাদে অধিষ্ঠিতা! আমার অভাগিনী মাতা পারিস ত্যাগে উদ্যতা!! —উঃ—নিয়তির কি কঠোর পরিহাস! ইদা—ইদা—প্রাণাধিকা ইদা! এই দুঃসংবাদ জানাবার জন্যই তুমি পারিস থেকে আমার সন্ধানে রুসিয়ায় যাচ্ছিলে?—প্রিয়তমে! তুমি গেলে,—তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও গৌরবদীপ নির্ব্বাপিত হচ্ছে!—সৈন্যগণ! মন্ত্রী-কন্যার মৃতদেহ নিয়ে এসো যোগ্যস্থানে সমাহিত করতে হবে।

দশম গর্ভাঙ্ক।

(প্রাসাদ-কক্ষ। জোসেফাইন)

জোসে॥ আবার কেন এলুম! এ কক্ষে তো আমার আর দাঁড়াবার অধিকার নেই! আমি তো আর এখানকার কেউ নই! তবে কেন আবার এখানে এলুম! —কেন এলুম? কেন এলুম? ওঃ—এর উত্তর কি দেওয়া যায়! এ কক্ষের সঙ্গে আমার কত দিনের সম্বন্ধ—এ প্রাসাদ-কক্ষের প্রত্যেক জিনিসটির সঙ্গে আমার কি অচ্ছেদ্য বন্ধন বিজড়িত—তে শুধু মন বোঝে—আর কে বুঝবে। এই প্রাসাদে সম্রাট সহবাসে কত সুখই না সম্ভোগ করেছি! সুখ, সম্মান, ঐশ্বর্য্য—কিছুরই তো অভাব ছিল না, বিশাল ফরাসী-সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীরূপে সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়েছি। অকস্মাৎ আকাশে মেঘের উদয় হল—সঙ্গে এমন এক অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব ঝঞ্ঝার সঞ্চার হ'ল যে, সে ঝঞ্ঝা আমার সমস্ত সুখ পলকের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে গেল! — এই আমার সুখের পরিণাম! ফ্রান্সের সকলে আমার সুখের ঈর্ষা করত, লোকে ব'লত—আমার মতন সুখী কে? আজ তারা দেখুন—আমার মতন হতভাগিনী আর কে আছে!! সুখ! সৌভাগ্য! সম্মান! তোমাদের আর বিশ্বাস নেই; তোমরা যে আমাকে ঊর্দ্ধে তুলে ছলে—সে কেবল আমার পতনের মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখবার জন্য! ওঃ—আমার মতন স্বামী কার! —তিনি বিদ্যমান থাকলেও তাঁকে দেখতে পাব না—তাঁর ক্রোড়ে আর এ মস্তক রাখতে পারব না! মধ্যে বিপুল ব্যবধান! আর কতক্ষণ—কই আর তো সময় নেই! মন, কেন বিচলিত হচ্ছ! স্মৃতির ক্ষীণ সূত্র ধরে টানাটানি করছ! ছেড়ে দাও—যেতে হবে—বিদায় নিয়ে জন্মের মতন চলে যেতে হবে! আর কেন মন অধীর হচ্ছ! ওই সম্রাট—ওই আমার স্বামী—না না স্বামী বলে সম্বোধন করবার তো আর আমার অধিকার নেই মন স্থির হও—স্থির হও—ওই সম্রাট—সঙ্গে নতুন সম্রাজ্ঞী—উঃ— (নেপোলিয়ান ও মেরীর প্রবেশ)

নেপো ॥ জোসি—জোসি—জোসেফাইন!

জোসে ॥ ডাকো—ডাকো—আর একবার ডাকো—আর তো শুনবো না,—শেষ বার ডাকো প্রিয়তম—শুনে যাই।

নেপো ॥ জোসি—জোসেফাইন।

জোসি ॥ প্রিয়তম। প্রাণেশ্বর। সম্রাট আমার। —বি-দা-য়, যাবো—তাই বিদায় নিতে এসেছি সম্রাট।

নেপো ॥ (স্বগত) হৃদয়। হৃদয়। স্থির হও।

জোসে ॥ বিদায় দাও প্রিয়তম। বিদায় দাও সম্রাট!

নেপো ॥ সুখী হও সম্রাজ্ঞী। সুখে থাক জোসি।

জোসি ॥ ব'লো না—ও কথা ব'লো না—সুখের কথা আর ব'লনা সম্রাট! তোমার হাত ধ'রে সুখের শীর্ষ স্থানে উঠেছিলুম,—তোমার হাত ছেড়ে দিয়ে এবার—এবার—কোথায় নামছি তা আর—থাক্—থাক্—এ সব কথা থাক্ —বিদায়-বিদায়, প্রিয়তম।

নেপো ॥ জোসি! জোসি। নেপোলিয়ানের জোসি। তুমি চিরদিনই নেপোলিয়ানের।

জোসি ॥ তুমিও যে জোসেফাইনের নেপোলিয়ান ছিলে প্রিয়তম। পৃথিবীর নেপোলিয়ান আর আমার নেপোলিয়ান যে সম্পূর্ণ পৃথক প্রভু। পৃথিবীর চোখে তুমি মনুষ্যত্বের অদ্বিতীয় অবতার সম্রাট নেপোলিয়ান,—আর—আর—আমার কাছে তুমি যে আমার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা—তুমি যে আমার প্রাণবল্লভ প্রিয়তম স্বামী—সংসারের সর্বস্ব—আমার মান-অভিমানের প্রেমময় নায়ক। না না-না-এ সব স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন-কথা! কিছু নয়—কিছু নয় এখন আমি তোমার সখী—আমার ভগিনী সম্রাজ্ঞীর সহচরী! বিদায়—বিদায় সম্রাট। বিদায়—ভগিনী। বিদায়। (প্রস্থান)

নেপো ॥ জোসেফাইন চলে গেলেন। আমার গৌরব-জীবনের গরবিনী পত্নী আমা কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে চলে গেলেন। বুকটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল। যেন বুকের ভেতর থেকে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছুটে বেরিয়ে গেল। —সম্রাজ্ঞী। তোমার সখী জোসেফাইন—তোমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন—তুমি তো তার কোন উত্তর দিলে না?

মেরী। কি উত্তর দোবো প্রিয়তম! এসব প্রেমের অভিনয় আমার পছন্দ হয় না।

নেপো ॥ জোসেফাইনের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অভিনয় নয়, সম্রাজ্ঞী! সত্য কথা বলতে কি—জোসেফাইনের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় শিথিল হয়ে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে—তার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণের সকল আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সকল সুখ, নয়নের আলো, স্মৃতির সৌরভ সমস্ত— সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে আমার এই সচল দেহযষ্টিকে অসার ছায়ার মতন যেন উজ্জ্বল আলোক থেকে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি!

মেরী ॥ কেন ক্ষুণ্ণ হচ্ছ প্রিয়তম! কেন এ বিষাদের উচ্ছ্বাস? তোমার জীবনসঙ্গিনী আমি;—এ অন্ধকারে আমি আবার প্রেমের প্রদীপ্ত প্রদীপ প্রজ্বলিত করব,—তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জীবনের সুখ—নয়নের আলো—স্মৃতির সৌরভ—প্রেমের গৌরব—আমি আবার সমস্ত ফিরিয়ে আনব সম্রাট। ছায়ার মতন তোমার সঙ্গিনী হয়ে তোমার কর্ম্মজীবন সফল করব প্রিয়তম!

নেপো ॥ তুমিই এখন আমার সর্ব্বস্ব প্রিয়তমে। নেপোলিয়নের প্রতিভার বিকাশ আর বিনাশ—এখন তোমার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, সম্রাজ্ঞী!

(ইউজিন ও কাউন্টের প্রবেশ) এই যে ইউজিন! সংবাদ কি?)

ইউজিন ॥ সম্রাটকে যে সংবাদ দেব—সম্রাট তাতে কখনই সন্তুষ্ট হবেন না!—সম্রাট আলেকজান্দারের দরবারে যথারীতি পত্র পাঠান হয়েছিল। কিন্তু তার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অপমানিত হতে হয়। সম্রাট তাঁর মন্ত্রীর দ্বারা এই পত্র লিখিয়ে আমার হাতে পাঠিয়েছেন। রুস-সম্রাটের এরূপ ক্রোধের কারণ কি, তা জানবার জন্য আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিপ্রায় করেছিলেম; কিন্তু আমার এ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়নি,—অবিলম্বে রাজধানী পরিত্যাগ করতে আমি আদিষ্ট হই। এই সম্রাটের পত্র

নেপো ॥ কাউন্ট! পড় তো!

কাউন্ট ॥ (পত্রপাঠ) "সমগ্র রুস সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট আলেকজান্দার দাম্ভিক নেপোলিয়ান বোনাপার্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রুসিয়ার মন্ত্রী-সমাজ"

নেপো ॥ এ যে দেখছি বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এ যুদ্ধ ঘোষণার রহস্য তো বড়ই দুর্ব্বোধ্য দেখ্‌ছি!

কাউন্ট ॥ কপট রুসের রীতিই এই।

ইউজিন ॥ সম্রাট! উপায় কি?

নেপো ॥ ফ্রান্সের নূতন সম্রাজ্ঞী।

ইউজিন ॥ আমার জননীর অপরাধ? কি অপরাধে তিনি পরিত্যক্তা হলেন, সম্রাট!

নেপো ॥ আমার বিশ্বাস, কাউণ্টের কাছে সমস্ত সংবাদই শুনেছ।

ইউজিন ॥ তাহলে আমাকেও পরিত্যাগ করুন সম্রাট! আমিও আমার মাতার সঙ্গে এ সাম্রাজ্যের ছায়া পরিত্যাগ করি! সম্রাট-প্রদত্ত এই সম্মান-তরবারি আমি সসম্মানে সম্রাটের পদতলে অর্পণ করছি—সম্রাট গ্রহণ করুন! ফরাসী সম্রাটের সঙ্গে আজ থেকে আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'ল।

নেপো ॥ ইউজিন! ইউজিন! তুমি আমাকে ত্যাগ করে যাবে? প্রিয় পুত্র! সত্যই কি আমাকে পরিত্যাগ করে যাবে! ফরাসীভূমির কল্যাণকল্পে আমি যে এ অপরাধের অনুষ্ঠান করেছি, তা জেনেও তুমি আমাকে ত্যাগ করবে! ইউজিন। আমার পুত্র নাই—তুমি যে আমার পুত্র—তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব বৎস! আমাকে পরিত্যাগ ক'র না পুত্র!

ইউজিন ॥ পিতা! পিতা! সম্রাট! আমাকে মার্জ্জনা করুন;—আপনার অনুরোধ রক্ষায় আমি অক্ষম—আমায় মার্জ্জনা করুন। (হরতেনের প্রবেশ)

হরতেন ॥ দাদা! দাদা! ক্ষান্ত হও,—পিতাকে পরিত্যাগ ক'রো না—মাতার আদেশ তোমার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। পিতাকে পরিত্যাগ ক'রো না দাদা! —দুখিনী মায়ের মনে আর কষ্ট দিয়ো না দাদা—পিতাকে পরিত্যাগ করো না দাদা। যে অস্ত্র ত্যাগ করেছ—আমি তা তুলে দিচ্ছি তুমি আবার তা ধারণ করো দাদা! (অস্ত্রদান) মাতার আদেশ উপেক্ষা ক'র না ভাই!

ইউজিন ॥ মাতার আদেশ? তাই যদি—দে বোন দে—পরিত্যক্ত অসি আবার ধারণ ক'রি! কিন্তু আর কি এ হৃদয়ে পূর্ব-উৎসাহের সঞ্চার হবে বোন। বুক যে দীর্ণ হয়ে গেছে!

নেপো ॥ কেন দীর্ণ হবে বৎস! এখনই যে এই অস্ত্রধারণ করে রুস-সমরে অবতীর্ণ হতে হবে। অপমানের যে প্রতিশোধ নিতে হবে পুত্র! আবার মহা যুদ্ধ সম্মুখে!

কাউণ্ট ॥ সম্রাট। আমি বলি কি—এখন আপনার মনের যা অবস্থা—তাতে আর রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন না করে—শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারের মূলে কোনো গলদ আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমাকে

একবার দূত ক'রে রুসিয়ায় পাঠান, সম্রাট !

নেপো॥ কখনই নয় ! রুসিয়ার অহঙ্কার আমাকে চূর্ণ করতে হবে ! সমগ্র রুস সাম্রাজ্য আমি এই কাচপাত্রের মত অচিরাৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রবো !! (কাচ-পাত্র নিক্ষেপ ও চূর্ণ করণ। নেপোলিয়ানের প্রস্থান ও তৎপশ্চাতে মেরী ও হরতেনের প্রস্থান)

ইউজিন॥ কাউন্ট—কি বুঝছেন ?

কাউন্ট॥ যা বোঝবার পরিষ্কার বুঝছি ! তুমি কি মনে কর রাজপুত্র বিধাতার বিচার সম্রাটের কাছে একরূপ—দীন দরিদ্রের কাছে অন্যরূপ ! এই কাচপাত্রের ন্যায় রুস রাজ্য ধ্বংস হবে না,—চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে কি জানো ? নেপোলিয়ানের অদৃষ্ট-নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য-নেপোলিয়ানের অযথা আত্মম্ভরিতা !! নেপো-লিয়ান বিনা দোষে মাতৃস্বরূপিণী জোসেফাইনকে ত্যাগ ক'রলেন,—সতী-সাধ্বীর বুকে শেলাঘাত ক'রলেন,—আপনার ভাগ্যলক্ষ্মীকে স্বেচ্ছায় বিদায় দিলেন,—আর কি এ রাজ্যের ভালাই আছে ? ওই দেখো—ওই দেখো—রাজপুত্র ! বিধাতার অভিশাপে আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ ক'রেছে, সূর্য্যের হেমাভ রশ্মি—অগ্নিচ্ছটায় পরিণত হ'য়েছে,—প্রলয়ের ঝড় ফ্রান্সের দুর্গপ্রাকার কম্পিত ক'রেছে। —ফিরে এস মা—ফিরে এস দয়াময়ী ! এস মা মহিমাময়ী মহারাজ্ঞী জোসেফাইন ! তোমার সিংহাসন তুমি এসে অধিকার কর—তোমার অধিকার তুমি গ্রহণ কর,—নচেৎ সব যায় !! ফ্রান্স যায়, নেপো-লিয়ান যায়, তার গৌরবমণ্ডিত রাজমুকুট ধূলিধূসরিত হ'য়ে চিরকালের মতন চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায় !! (Drop)

পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

(পারিস-রাজপথ। নাগরিকগণ)

১ম॥ ফরাসীদেশে আজ হর্ষ আর বিষাদের স্রোত সমান ভাবে ছুটে চলেছে ! এর পরিণাম কি, তা কে জানে !

২য়॥ ঠিক কথা ! এমন আনন্দ কখনও পাইনি, আবার এমন বিষাদও কখনও ভোগ করি নি ! আমাদের সম্রাটের পুত্র—ফরাসী-রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর ভূমিষ্ঠ হয়েছেন,—আর ওদিকে ভুবনবিজয়ী সম্রাট রুস-যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসছেন !

৩য়॥ ওঃ—এ সংবাদ কি ভয়ঙ্কর ! —সম্রাট নেপোলিয়ানকে আমরা কখনো পরাস্ত হতে দেখিনি !

৪র্থ॥ ভাই সব! সম্রাট আমাদের পরাস্ত হন নি,—অতুল প্রতাপে রুশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন, রুশিয়ার প্রধান শহর মস্কো নগর পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন;—কিন্তু পরাজিত রুশসৈন্য সমস্ত দগ্ধ করে দিয়ে সেণ্ট পিটর্সবার্গে পালিয়ে যায়! তার ফলে আহার্য্যাভাবে অবসন্ন হয়ে সম্রাটকে ফিরতে হয়! ফেরবার পথে ভীষণ তুষারপাতে আর অন্তরালে অবস্থিত রুশসৈন্যদের গুপ্ত অস্ত্রে সম্রাটের সমস্ত সৈন্য নষ্ট হয়েছে। চার লক্ষ সৈন্যের মধ্যে—মাত্র চল্লিশ হাজার আছে—আর সব গেছে!

১ম॥ আরো এক অদ্ভুত খবর পাওয়া গেছে! —সম্রাটের শ্বশুর অষ্ট্রিয়-সম্রাট এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে সীমান্তে অবস্থান করছিলেন। আমাদের সম্রাট যদি রুশিয়ায় বিপন্ন হন, তাহলে তিনি সাহায্য করবেন,—এই রকম কথাবার্ত্তা ছিল। কিন্তু আমাদের সম্রাটের বিপদের সংবাদ পেয়েই তিনি সমস্ত সৈন্য নিয়ে রাজধানীতে চলে গেছেন। জনরব এই অষ্ট্রিয়-সম্রাট আগেকার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য—উপযুক্ত সময় বুঝে—পাঁচ লাখ সৈন্য নিয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করতে আসছেন।

৪র্থ॥ আবার এও শুনতে পাচ্ছি—রুশিয়া প্রাসিয়া-ইংলণ্ড একত্র হয়ে দশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ফ্রান্সের দিকে ছুটে আসছে। অথচ আমাদের সম্রাট এখনো ফ্রান্সে ফেরেন নি। হায় কি কুক্ষণেই সম্রাট রুস যুদ্ধে নেমেছিলেন।

২য়॥ আচ্ছা,—সম্রাটের শ্বশুর কোন্ মুখে এ দুঃসময়ে জামাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে ছুটে আসছেন!

৪র্থ॥ হুঁ—বড় সমস্যাই তুললে ভায়া! এদের আবার শ্বশুর-এদের আবার জামাই! এ সব সম্বন্ধ খাতির রাজারাজড়ারা রাখেন না! মুকুটের জন্য এঁরা সব করতে পারেন! আমাদের সম্রাটের সর্ব্বনাশ করবার জন্যই অষ্ট্রিয়-সম্রাট কন্যাদান করেছেন—এটা স্থির জেনো।

৩য়॥ আর আমাদের সম্রাট—সম্রাজ্ঞী জোসেফাইনকে পরিত্যাগ করে নিজের ভাগ্যকে নিজে পদদলিত করেছেন,—এটাও বলো!

৪র্থ॥ নিশ্চয়,—এ কথা কে অস্বীকার করবে। সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন সম্রাট নেপোলিয়ানের সৌভাগ্যাকাশে শুভ গ্রহরূপে বিরাজ করছিলেন,—সম্রাট নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতন তাঁকে সে স্থান থেকে অপসারিত করে দিয়েছেন—তার ফল ভোগ করতে হবে না? সম্রাটের ওপর যে আর একজন সম্রাট আছেন, তিনি যে সম্রাটেরও বিচারকর্ত্তা! —এই যে পতিপরিত্যক্তা অভাগিনী

জোসেফাইনের জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হ'লো—এর জন্য কি সম্রাট দায়ী নন ?

৩য় ॥ হাঁ্যা—কি বললে ! জোসেফাইন মারা গেছেন নাকি ?

৪র্থ ॥ কেন—এ সংবাদ কি পাওনি ! —আজ বৈকালে যে সংবাদ শহরে প্রচারিত হয়েছে ! —তবে সম্রাটের বিপদবার্ত্তায় সকলে এমন আচ্ছন্ন যে, বেচারা জোসেফাইনের মৃত্যু সংবাদটা তত জমজমাট হ'তে পারেনি। শুনলুম, সম্রাটকে একবার দেখবার জন্য জোসেফাইন মৃত্যুশয্যায় ছটফট করে মরেছে—সম্রাটের নাম অভাগিনীর শেষ কণ্ঠধ্বনি !

৩য় ॥ আ-হা-হা-হা—অভাগিনী জোসেফাইন। সম্রাটের পরাজয়ের চেয়ে এটা যেন বেশী বুকে বাজছে ! আহা ! জোসেফাইন বিপন্নদের জননী স্বরূপিণী ছিলেন। চলো—ঘরে ফেরা যাক্—রাত অনেক হয়েছে।

৪র্থ ॥ চলো। (সকলের প্রস্থান লবেদাবৃত দেহে—ছদ্মবেশী নেপোলিয়ানের প্রবেশ)

নেপো ॥ শোনো—শোনো—শোনো ; —নেপোলিয়ান ! তোমার দুর্ভাগ্যের কাহিনীসমুদয় শোনো ; সারা পথ শুনতে শুনতে এসেছো—আবার এখানে শোনো ;—সকলের মুখে একই কথা শোনো,—পতিগতপ্রাণা জোসেফাইনকে বর্জ্জন—আমার এই অধঃপতনের একমাত্র কারণ। শোনো-শোনো—আরো শোনো—আরো নতুন সংবাদ শোনো,—জোসেফাইন নাই। সম্রাট নেপোলিয়ানকে যে তাকে ত্যাগ করেছিল সেই তাকে—শেষ দেখা দেখবার জন্য মৃত্যু শয্যায় সে অভাগিনী মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আমার নামই তার শেষ কণ্ঠস্বর।। উঃ—আমি কি ! আমি কে ! আমি কি সেই নেপোলিয়ান—যে জোসেফাইনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারত—জোসেফাইনের সঙ্গসুখ পেলে যে সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করতো—সমর-প্রাঙ্গণে সেনানীদের যুদ্ধের বিধান দিতে দিতে যে জোসেফাইনকে প্রেমপত্র লিখতো—যুদ্ধের বিজয়-বার্ত্তা সকলের আগে জোসেফাইনকে জানিয়ে যে ধন্য হ'তো,—আমি কি সেই নেপোলিয়ান। —সেই জোসেফাইনের বিয়োগবার্ত্তা শুনে দিব্য দাঁড়িয়ে আছি,—আমি কি সেই নেপোলিয়ান !! হবোও বা তাই,—কিন্তু কই—কোথায় আমার সে ধৈর্য্য—সে সাহস—সে উৎসাহ। —যে দিন তাকে পরিত্যাগ করি—যখন সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়—তখন যেন একটা একটা বিদ্যুত তরঙ্গ বুকের ভেতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। —আর আজ

—আর এখন—সে নেই শুনে—যেন—যেন—বুঝি বুকটা খালি হয়ে গেল, —বুকের ভেতর থেকে প্রাণের অর্দ্ধেকটা কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেল! তবে কি করে বলি—আমি সেই নেপোলিয়ান! না-না—আমি এখন—আমি এখন—উঃ! —পরাজিত—পলায়িত - সঙ্গীশূন্য—সহায়শূন্য—একা। আমার প্রাণের বাড়া—লক্ষ লক্ষ প্রাণ রুসিয়ার তুষারস্তূপে সমাহিত করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু এ প্রাণ নষ্ট করবার জন্য চতুর্দ্দিক থেকে অসংখ্য প্রাণঘাতী অস্ত্র উত্থিত হয়েছে! বারংবার কঠোর পদাঘাতে যাদের মেরুদণ্ড ভগ্ন করে দিয়েছি—আমার এ দুঃসময়ে তারা সকলেই আহত সর্পের মতন ফণা উদ্যত করে আমাকে দংশন করতে আসছে! সমগ্র ফরাসীভূমি বিনিদ্রভাবে আমার প্রতীক্ষা করছে! কিন্তু আমার প্রাণে আর সে উৎসাহ কই। আমার সে সব সাহসী সেনানীবৃন্দ আজ কোথায়? না—আর তো এভাবে কালক্ষেপ যুক্তিসিদ্ধ নয়! —যদিও হৃদয় ভগ্ন, প্রাণ অর্দ্ধছিন্ন তবু—তবু - নেপোলিয়ান—এখনো নেপোলিয়ান। দ্বিধা দূর হও—সন্দেহ চলে যাও—নেপোলিয়ান আবার ফিরে এসেছে। নেপোলিয়ান- এখনো নেপোলিয়ান॥ (বেগে প্রস্থান মুরাটের প্রবেশ)

মুরাট॥ দাঁড়াও—দাঁড়াও ওহে লবেদাবৃতদেহ ছদ্মবেশী যোদ্ধা! দাঁড়াও, দাঁড়াও—ওহে—আভিজাত্যের উপাসক দাম্ভিক সম্রাট! হোটেলওয়ালার পুত্রের আহ্বানে কর্ণপাত করো। তাইতো—এতগুলো কথা এত জোরে জোরে বললেম—তবু শুনতে পেলে না! পাবেই বা কি ক'রে! যেন উল্কাপণ্ডের মতন ছুটে চলেছে। বাঃ! বেশ হয়েছে—হোঁচট খেয়ে পড়ল বুঝি। না—না সামলে নিয়েছে! আবার চলেছে! ধরবার চমৎকার সুযোগটা পণ্ড হয়ে গেল! হুঁ—গেল। কে গেল? নেপোলিয়ান! কে সে? সম্রাট—সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাট! কেমন সম্রাট? যার কটাক্ষপাতে সমগ্র ইয়োরোপ কম্পিত হয়ে ওঠে—ইয়োরোপের প্রত্যেক সম্রাটের মাথার মুকুট নিয়ে যে কন্দুকক্রীড়া করেছে। আজ সেই সম্রাট সাধারণ ব্যক্তির মতন সাধারণের পরিচ্ছদে সাধারণ ভাবে পথ ধরে ছুটে চলেছে। অমন সম্রাটের কেন আজ এমন অবস্থা? আমার জন্য—এই সাহসী বীর মুরাটের জন্য—অকৃতজ্ঞ সম্রাটের অন্যায় ব্যবহারে ভগ্নহৃদয় প্রতিশোধপরায়ণ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এই মুরাটের জন্য! কিন্তু এখন হয়েছে কি! এতো নেপোলিয়ানের পতনের প্রারম্ভ মাত্র! আমার প্রতিশোধ-

স্পৃহার এ তো সবে মাত্র বিকাশ ; এখনো— (সৈনিকবেশিনী রোহেনের প্রবেশ)

রোহেন ॥ এখনো এর বিস্তার আছে—সমাপ্তি আছে।

মুরাট ॥ ঠিক কথা বলেছ বন্ধু! এখনো বিস্তার আছে—সমাপ্তি আছে। কিন্তু সে সমস্তই তোমার ওপর নির্ভর করছে। নেপোলিয়ানের ওপর এই যে প্রতিশোধ নিতে পেরেছি—সে কেবল তোমারই জন্য। তোমারই কৌশলে তার সৈন্যদল পথভ্রান্ত হয়ে তুষারবর্ষণ আর রুসের গুপ্ত অস্ত্রে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছে! বয়সের তুলনায় তোমার সামর্থ্য অসীম।

রোহেন ॥ আমার সামর্থ্যের সুখ্যাতি পরে শুনব ; - এখন আমি নেপোলিয়ানের পতন সম্বন্ধে যে সব সংবাদ পেয়েছি—তাই আগে তোমাকে শোনাব;—তাতে তোমার যথেষ্ট লাভ! এখানে এখন আমাদের আর এক মুহূর্ত্ত থাকা কিছুতেই সঙ্গত নয়! নেপোলিয়ান - এখনই নেপোলিয়ান হয়ে দাঁড়াবে। চলে এসো। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(সম্রাট-প্রাসাদ—মেরীর শয়ন-কক্ষ শয্যায় সম্রাট-পুত্র নিদ্রিত, পার্শ্বে মেরী উপবিষ্টা।)

মেরী ॥ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেছে,- কিছুতেই আজ আর ঘুম আসছে না ; আমার যেন শয্যাকণ্টক উপস্থিত! কেন এমন হচ্ছে! কেন সহস্র দুশ্চিন্তা এসে আমাকে আচ্ছন্ন করছে। —চিন্তারই বা অপরাধ কি ? সম্রাট বিপন্ন,- পিতা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় প্রবৃত্ত, সমস্ত ইয়োরোপ সম্রাটকে গ্রাস করতে আসছে। এতে যে দুশ্চিন্তা আমার সঙ্গিনী হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! আমি আজ ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী—ফরাসী সম্রাটের আদরিনী পত্নী ; কিন্তু আমি কি সমগ্র ফরাসী জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তির অধিকারিণী হ'তে পেরেছি। আমার তো তা মনে হয়না। আমি বেশ জেনেছি—জোসেফাইন এ রাজ্যে যে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল, আমি তার শতাংশের একাংশও লাভ করতে পারিনি। রাজ্যের অধিকাংশ ব্যক্তি জোসেফাইনকে দেবীর মতন শ্রদ্ধা করত! কিন্তু আমি তো তাদের হৃদয়ের সে শ্রদ্ধা পায়নি। জোসেফাইন মরেছে,—আমার পক্ষে এ অতি সুখের কথা ; কিন্তু তার মরনে পারিসে যে শোকের ঝঞ্ঝা ব'য়ে যাচ্ছে,—তা দেখে জোসেফাইনের মরণেও আমার ঈর্ষা হচ্ছে - যাক্, এসব কথা আর

ভাবব না—এবার ঘুমোবো— (ক্রতপদে নেপোলিয়ানের প্রবেশ ও মেরীর হস্তধারণ) হ্যাঁ—হ্যাঁ—কে—কে—

নেপো॥ ভীত হয়ো না সম্রাজ্ঞী—তোমার অনুগত সম্রাট তোমারই সম্মুখে উপস্থিত। (আবরণ বস্ত্র ত্যাগ)

মেরী॥ সম্রাট! সম্রাট! প্রিয়তম! প্রভু! —নবজাত সন্তানকে নিয়ে তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি! সম্রাটের বংশপ্রদীপ ওই শয্যায় সুখে নিদ্রা যাচ্ছে!

নেপো॥ কই কই—নিয়ে এসো—নিয়ে এসো, সম্রাজ্ঞী,—আমার পুত্র—আমার বংশপ্রদীপ— (মেরী কর্ত্তৃক সম্রাট-ক্রোড়ে পুত্র প্রদান) —বাপ আমার—বৎস আমার—বড় দুঃসময়ে তোমাকে কোলে করে আদর করছি! আমার মাথাব ওপর বিপদের মেঘ—চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার,—আর এর মধ্যে তুমিই এখন আমার একমাত্র উজ্জল প্রদীপ! ধর প্রিয়তমে—বাছা আমার ঘুমে কাতব! (কাউন্টের প্রবেশ)

কাউন্ট॥ সম্রাট! সম্রাট।

নেপো॥ খবর কি কাউন্ট?

কাউন্ট॥ কি খবর চান সম্রাট? দুর্ভাগ্যের দিনে যে সমস্ত খবর যুগপৎ এসে উপস্থিত হয়—সে সমস্তই পুঞ্জীভূত হয়েছে!

নেপো॥ বেশ,—একে একে সমস্ত বলে যাও।

কাউন্ট॥ সম্রাটকে বিপন্ন দেখে—উপযুক্ত অবসর বুঝে—রুসিয়া-প্রাসিয়া-অস্ট্রিয়া-ইংলণ্ড একত্র হয়ে প্যারিস অবরোধ করতে আসছে! স্পেন আবার বিদ্রোহী হয়েছে—আবার সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। সমবেত শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা দশ লক্ষের ওপর।

নেপো॥ কাউন্ট! রুসিয়ায় রাক্ষসী প্রকৃতির কবলে আমি আমার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করে এসেছি! আজ আমি বড় অসহায়! কিন্তু তবু আমি সেই নেপোলিয়ান! আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এ দুর্দ্দিনে ফ্রান্সে আমার অনুরক্ত ভক্তের অভাব হবে না!

কাউন্ট॥ সম্রাট! এবার বড়ই বিপদ!

নেপো॥ বিপদ কি এই নূতন দেখছ কাউন্ট! এমন বিপদ অনেকবার উপস্থিত হয়েছে! বিপদ আমাকে ছাড়তে চায়না! যখনই একবার শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন করি—রাজনৈতিক গগন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, পরক্ষণেই আবার সমস্ত

ইয়োরোপ আমাকে গ্রাস করবার জন্য মুখব্যাদন ক'রে অগ্রসর হয়। কাউণ্ট! এই ভাবে—এই সমরসজ্জায় আমার সারাজীবন অতীত হবে; পদে বিনামা, দেহে যুদ্ধপরিচ্ছদ, উপাধানে সঙ্গীন ধারণ ক'রে ফরাসী সৈন্যগণকে সমস্ত জীবন এই ভাবে নিদ্রাহীন নিশা যাপন করতে হবে,—অন্য উপায় নাই! ভাবছ কি কাউণ্ট! নেপোলিয়ান আবার ফিরে এসেছে! নেপোলিয়ানের নামে সমস্ত ফ্রান্স আবার রণমদে মত্ত হয়ে উঠবে—দশ দিনের মধ্যে ওই দশ লক্ষ সৈন্য ফরাসী সৈন্যদলের পদতলে বিদলিত হবে! আজকের রাত্রি কেটে যাক্ কাউণ্ট! বড় পরিশ্রান্ত হয়েছি,—কাল প্রাতে আবার নবীন উদ্যমে রণসজ্জায় সজ্জিত হব।

কাউণ্ট॥ ঈশ্বর সম্রাটের কল্যাণ করুন। (নেপোলিয়ানের প্রস্থান। স্বগতঃ) হায়! আজ যদি জননী জোসেফাইন নেপোলিয়ানের পার্শ্বে থাকতো,—তা হ'লে ফ্রান্সের বিজয়লক্ষ্মীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে,—কার সাধ্য?

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পারিস—সেনানিবাস দরদালানে পতাকা শ্রেণী সজ্জিত,—দলে দলে সৈন্যগণের প্রবেশ, পতাকা গ্রহণ ও প্রস্থান। নেপোলিয়ানের প্রবেশ)

নেপো॥ আমার সাহসী সৈন্যদের হৃদয়ে উৎসাহের অভাব নেই! পরিপূর্ণ উৎসাহে পূর্ব্ববৎ তারা আসন্ন সমরে অগ্রসর! কিন্তু আমার মন্ত্রীদল—আমার সেনানীগণ আজ নিরুৎসাহ;—আগে তারা বিনাবিচারে আমার আদেশ শিরোধার্য্য করত—এখন তারা আদেশ শুনে তর্ক করতে চায়! হায়! আজ আমার চিরবিশ্বস্ত, বীরাগ্রগণ্য ভক্ত বন্ধুদের মধ্যে আমার পার্শ্বে দাঁড়াতে আর কেউ নেই! লেনস্, মেসনো, বার্থিয়ার, সেরুরি, ডুগোমি, দেশাই, অগোরো, জুনো—সবাই পরলোকের পথে,—ভ্রাতৃগণ সুদূর প্রদেশে—পুত্রপ্রতিম ইউজিন ইটালীর অভ্যন্তরে,—মুরাট নিরুদ্দিষ্ট! বিপদ আসন্ন—চিন্তার সময় নাই,—সম্বল শুধু দেড় লক্ষ সৈন্য আর কতিপয় মাত্র সেনানী! দেখি কি হয়! (মার্শেল নে, বারমণ্ড, ম্যাকডোনাল্ড ও গ্রোকির প্রবেশ)

মার্শেল নে॥ সম্রাট! শত্রুপক্ষ এই ঘোষণাপত্র বিতরণ করছে!

নেপো॥ পাঠ কর—

নে॥ "ইয়োরোপের সমবেত শক্তি ঘোষণা করিতেছেন যে, ফরাসী জাতির সহিত কাহারও শত্রুতা নাই,—কেবল ফরাসী জাতির হৃদয়ের রাজা—নেপোলিয়ান বোনাপার্টই আমাদের শত্রু এবং তাঁর বিরুদ্ধেই আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি"।

নেপো ॥ তাহলে ফরাসী জাতি তাদের হৃদয়ের রাজাকে হৃদয়মুক্ত করে সমবেত শক্তিকে আলিঙ্গন দান করবে,—কেমন ?

নে ॥ অসম্ভব। সম্রাটের জন্য ফরাসী জাতি হৃদয়ের শেষ শোণিতটুকু পর্য্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

সেনানীগণ ॥ নিশ্চয়।

নেপো ॥ এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে নেপোলিয়ানের পতন সুদূরপরাহত। (কাউন্টের প্রবেশ) এসো কাউন্ট।

কাউন্ট ॥ সম্রাট। এই নিন নক্সা। ডিউক অব ওয়েলিংটন ব্রাসেল্‌স শহরে দেড় লক্ষ সৈন্যসহ অবস্থান করছে,—আর এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রুসিয়-সেনাপতি ব্লুকার ওয়েলিংটনের সঙ্গে যোগ দিতে আসছে! ইংলণ্ড ও প্রাসিয়া একত্রিত হয়ে সম্রাটকে আক্রমণ করবে।

নেপো ॥ (নক্সা নিরীক্ষণ) —বন্ধুগণ! এ যুদ্ধ জয়ের একটিমাত্র উপায় আছে। যদি এ উপায় সিদ্ধ হয়, তাহলে ব্লুকার বা ওয়েলিংটনের একটি সৈন্যও দেশে ফিরতে পারবে না—সব ধ্বংস হবে। সকলে নক্সা দেখো,—এই দেখ ব্রাসেল্‌স নগর,—এই স্থানে ওয়েলিংটন সদলবলে অবস্থিত,- ব্রাসেল্‌সের দক্ষিণে এই দেখো কোয়াটাব ব্রাস নামক প্রসিদ্ধ স্থান; চারদিক থেকে চারটি রাস্তা এই স্থানে সংযুক্ত হয়েছে—এই পথে ব্লুকার নিশ্চয়ই ব্রাসেল্‌স যাবে। —মার্শেল নে! আজ রাত্রেই তুমি চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে এই স্থানে ধাবিত হও—কোয়াটার ব্রাস অধিকার করো। আশা করি, এ কার্য্যসাধনে তুমি সক্ষম হবে।

নে ॥ সম্রাটের আদেশ পালনে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোয়াটার ব্রাস সম্রাটের অধিকারভুক্ত হবে।

নেপো ॥ এখনই তাহলে প্রস্তুত হও। মনে রেখো মার্শেল! কেবল তোমার এই কার্য্যের ওপর ফরাসী দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে!

নে ॥ সম্রাটের আদেশ পালনে কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না। (প্রস্থান)

নেপো ॥ মার্শেল গ্রোকি! তুমি লিগ্‌নি নগরে সৈন্য স্থাপন করো;—ত্রিশ হাজার সৈন্য তোমার সঙ্গে থাকবে, ব্লুকারের সৈন্যদল ঐ পথে এলে তাদের বাধাদান এবং যুদ্ধের সময় মূল সৈন্যদলে যোগদান—তোমার প্রধান কার্য্য।

গ্রোকি ॥ উত্তম' সম্রাটের এ আদেশ বর্ণে বর্ণে পালিত হবে। (প্রস্থান)

নেপো ॥ মার্শেল ম্যাকডোনাল্ড! সার্লর নগরে তোমার স্থান,—ব্লুকারের

গতিবিধির ওপর তুমি লক্ষ্য রাখবে ; বিশ হাজার অশ্বারোহী তোমাকে সাহায্য করবে,—সার্লের নগরের পার্শ্ব দিয়ে একজন জর্মানও যাতে কোয়াটার-ব্রাসের দিকে যেতে না পারে—সে দিকে দৃঢ় লক্ষ্য রাখবে।

ম্যাক॥ সম্রাটের আদেশে মার্শেল ম্যাকডোনাল্ড সার্লের নগরে সসৈন্য প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকবে! (প্রস্থান)

নেপো॥ বারমণ্ড! তুমি আমার সঙ্গে থাকবে আমি ওয়েলিংটনের বিরুদ্ধে ধাবিত হবো,—শত্রুপক্ষকে এবার এমন শিক্ষা দে'ব—যে দশ বৎসরের মধ্যে তারা আর আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে সমর্থ হবে না। (সকলের প্রস্থান। সৈনিকবেশিনী রোহেনের প্রবেশ)

রোহেন॥ ধন্য তুমি নেপোলিয়ান! ধন্য তোমার আশা! ধন্য তোমার আত্মনির্ভরশীলতা!! এমন বিপদে এমন কথা—কেবল তুমিই কইতে জানো, —আর জানে এক রমণী সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী এই রোহেন! হায়-নেপোলিয়ান! বন্ধু ভাবে যদি আমি তোমাকে আয়ত্ত করতে পারতুম তাহলে সমগ্র পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা বোধহয় আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হ'ত না! —কিন্তু—কিন্তু তুমি নেপোলিয়ান—স্বেচ্ছায় আমার সেই উচ্চ আশায় বাদ সেধেছ—আমার পিতাকে সংসার থেকে সরিয়ে দিয়েছ—আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করেছ! পদাহতা দলিতা ফণিনী আজ সিংহিনীর চেয়েও ভীষণা হয়ে উঠেছে, —তারই চক্রান্তে তোমার চতুর্দ্দিকে আজ নরকের বহ্নি জ্বলে উঠেছে ;—অসম-সাহসে ফুৎকারে তুমি সেই বহ্নি রাশি নির্ব্বাপিত করতে যাচ্ছ—কিন্তু পারবে না ; তোমার সুদিন অতীত হয়েছে,—দুর্দ্দিনের ঘনান্ধকারে তোমার অদৃষ্ট-আকাশ আজ সমাচ্ছন্ন ;—তোমার পতন আসন্ন! —ওকি—দুটি পদস্থ সেনানী অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে এদিকে ছুটে আসছে যে! আমাকে কি দেখতে পেয়েছে! ফরাসী সৈনিক-রূপিনী রোহেনের ওপর কি ওদের সন্দেহ হয়েছে! না—আমায় দেখতে পায়নি,—এখন একটু অন্তরালে থাকাই সঙ্গত (প্রস্থান। সেনানীর পরিচ্ছদে জোসেফাইন ও এলিজার প্রবেশ)

জোসে॥ এলিজা! এলিজা! —এই যে আমার প্রিয়তমের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অজেয় সেনানিবাস! কতবার কত যুদ্ধে এইখান থেকে তাঁকে বিদায় দিয়েছি—লক্ষ সৈন্যের প্রাণোন্মাদিনী ওজস্বিনী উৎসাহবাণী শুনে মুগ্ধ হয়েছি! কিন্তু এলিজা! —সেই সেনানিবাসের আজ এমন শোচনীয় অবস্থা

কেন? ওই দেখ্, বিশাল প্রাঙ্গন যেন কি একটা ভবিষ্যৎ বিপদের ভয়ে ম্রিয়মান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! —দুর্গ সৈন্যশূন্য,—নগরবাসী শোকে আচ্ছন্ন! পারিসের এমন মূর্ত্তি তো আর কখনো দেখিনি এলিজা! দেখে শুনে প্রাণ কেঁদে উঠছে,—ছদ্মবেশ রক্ষা করা অসহ্য হয়ে উঠছে; মনে হচ্ছে—আমার সম্বন্ধে লোকে যা শুনেছে—তা সত্য হওয়াই ভাল ছিল! মৃত্যুর মিথ্যা আবরণের চেয়ে মৃত্যুর কোলে স্বচ্ছন্দে অঙ্গ ঢেলে দেওয়াই বুঝি আমার পক্ষে সঙ্গত ছিল!

এলিজা॥ ভগ্নি! দারুন দুশ্চিন্তা তোমাকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল; কিন্তু মৃত্যু তোমাকে কোল দেয়নি,—আদর ক'রে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সে চলে গেছে! কেন গেছে জানো? এখনো তোমার অনেক কর্ত্তব্য পড়ে আছে,—সে সব কর্ত্তব্য পালন করবে ব'লে! কর্ত্তব্য পালন করতে এসে এখনই যদি শোকে আত্মহারা হও, ভগ্নি,—তাহলে পরিণাম কি হবে?

জোসে॥ এলিজা—বুঝি সব—জানি সব,—কিন্তু মনকে যে বোঝাতে পারি না, এলিজা! আমার পাশ দিয়ে—আমার—আমার-স্বামী,—হ্যাঁ—স্বামীই ব'লব —আমার স্বামী চলে গেলেন! আমি—দাঁড়িয়ে রইলুম—পুতুলের মত স্থির হয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলুম—একটা কথা কইতে পারলুম না—একবার মুখ ফুটে বলতেও পারলুম না—'ওগো, আমি মরিনি—বেঁচে আছি, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তেমনই করে যুদ্ধকালে বিদায় দিতে এসেছি—তুমি একবার দাঁড়াও!'—বলতে গেলুম—চেষ্টাও করলুম—কিন্তু মুখ বাদী হল—জিহ্বায় জড়তা এলো—বলতে দিলে না—নিথর ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম,—তিনি চলে গেলেন! —এলিজা! এলিজা! যিনি দিবারাত্রি কাছে কাছে থাকতেন—যুদ্ধে গেলে—রণস্থল থেকে পত্র লিখে সংবাদ দিতেন,—দেড় বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে এই আবার সাক্ষাৎ! এলিজা! আমি তো রমণী,—আমার হৃদয় তো রমণীর হৃদয়,—কত আর সয়! না—না এলিজা—সইবে—সইবে —সইতে হবে—না সইলে চলবে কেন? দুঃখের ভারে কর্ত্তব্য ভুলে যাচ্ছিলুম এলিজা! সমর আসন্ন—সম্রাট বিপন্ন! যদি এ যুদ্ধে পরাজয় হয়—সমস্ত পারিস বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীদের চক্রান্তে শত্রুর পদতলে আত্মসমর্পণ করবে—সম্রাট বন্দী হবেন! এলিজা! আমার পুত্র ইউজিন ইটালীর রাজা, —আমার জামাতা লুই নেপল্‌সে রাজত্ব করছে—স্পেনে-হল্যাণ্ডে-পোর্ত্তুগালে-জেনোয়ায় সম্রাটের ভ্রাতৃগণ রয়েছে,—সম্রাট এ বিপদে তাদের ডাকেননি! —

এলিজা। আমরা বিশ্বাসী দূত পাঠিয়ে তাদের সংবাদ দোব,—তারপর আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সম্রাটের সাহায্য করবো। চল এলিজা,—আর দেরী করে কাজ নেই। (উভয়ের প্রস্থান। রোহেনের পুনঃ প্রবেশ)

রোহেন ॥ ওরে সর্ব্বনাশী! তুমি এখনো বেঁচে আছ—মরনি! আজ পুরুষ সেজে সম্রাটের মন যোগাতে এসেছ! মনে করেছ বুঝি—সম্রাটকে চেষ্টা যত্ন করে বিপদমুক্ত করে—নিজের বাহাদুরী জানিয়ে সহসা আত্মপ্রকাশ করবে—সম্রাটকে আবার গ্রাস করবে। —দাঁড়াও সর্ব্বনাশী—তোমারো আশাপথ আমি সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ করে দিচ্ছি! নেপোলিয়ানের কোয়াটার ব্রাস আর তোমার সংবাদ প্রদানে ব্যাঘাত—এই দুটি কাজ করতে পারলেই আমার কার্য্য সিদ্ধি—বাস্!! (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(ব্রাসেল্‌স,—বল-রুম। রিচমণ্ডের ডিউক-পত্নী, ডিউক অব ওয়েলিংটন, পদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ, সজ্জিতা মহিলাগণ)

ডিউক-পত্নী ॥ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পতন হবে—এই আনন্দে আমি এই বল-নাচের আয়োজন করেছি। যে দিন বোনাপার্টের পতনের সংবাদ পাবো —সেই দিন থেকে আমি উপর্য্যুপরি সাতটি নাচ দোব।

সকলে ॥ ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!

ওয়েলিংটন ॥ মাননীয়া ডিউক-পত্নীর কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রশংসা আমি মুক্তকণ্ঠে করছি! নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পতন যে এবার নিশ্চিত—তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সকলে ॥ সাধু! সাধু!

ডিউক-পত্নী ॥ এইবার তাহলে নৃত্য আরম্ভ হোক।

ওয়েলিংটন ॥ নিশ্চয়। আপনিই আমার নৃত্য-সঙ্গিনী।

ডিউক-পত্নী ॥ আমি এতে ধন্য হলুম।—মহাশয়গণ! আপনারা সকলে সঙ্গিনী-নির্ব্বাচন করে নিন—নৃত্য আরম্ভ হোক। (নেপথ্যে—ঐকতান বাদন;—সঙ্গিনী নির্ব্বাচন,—বল-নৃত্য আরম্ভ। নেপথ্যে—তূর্য্যধ্বনি)

সকলে ॥ (সবিস্ময়ে)—এ কি!!

ওয়েলিংটন ॥ আমি জানতে চাই—কে এমন সময়ে তূর্য্যনাদ করছে! (তূর্য্য-হস্তে সৈনিকবেশিনী রোহেনের প্রবেশ।)

রোহেন ॥ আমি করেছি;—আর করেছি এই জন্য—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

বেলজিয়মের দ্বারদেশে উপস্থিত! (পুরুষ ও মহিলাগণের আতঙ্কের অস্বাভাবিক অভিনয়!!)

ওয়েলিংটন॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—বল কি! বোনাপার্ট বেলজিয়মের দ্বারদেশে! বলকি—বলকি!!

মহিলাগণ॥ বোনা—বোনা—বোনা এসেছে! কোথায় যাব? কোথায় যাব?

ওয়েলিংটন॥ এত শীঘ্র এত নিকটে! বোনাপার্ট বেলজিয়মে!!—তুমি কি করে জানলে?

রোহেন॥ স্বচক্ষে দেখে আসছি!—কিন্তু সেনাপতি, বোনাপার্টের নামে মূর্চ্ছা যাওয়া এই সব বীরাঙ্গনাদের পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক! কিন্তু আপনি ডিউক অব ওয়েলিংটন—নেপোলিয়ানের পতন আপনার ওপর নির্ভর করছে;—বোনার নামে এভাবে বিচলিত হওয়া আপনার পক্ষে সঙ্গত নয়। —যুদ্ধস্থলের এই নক্সা দেখুন।—নেপোলিয়ান খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধসজ্জা করেছে বটে,—কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের ষড়যন্ত্রে তার সমস্ত উদ্যম পণ্ড হবে। নেপোলিয়ান স্বয়ং আপনাকে আক্রমণ করতে আসছিল, কিন্তু তার পার্শ্বচর বারমণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্লুকারকে সমস্ত সংবাদ দিয়েছে, —ফলে ব্লুকার লিগ্‌নিতে এসে নেপোলিয়ানের পথ আটক করেছে। মার্শেল নে নেপোলিয়ানের আদেশে কোয়াটার-ব্রাস অধিকার করতে আসে,—এই কোয়াটার-ব্রাসের উপরই উভয় পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে! আর আমার কিছু বলবার নেই সেনাপতি,—কোয়াটার-ব্রাস—কোয়াটার-ব্রাস!!

ওয়েলিংটন॥ সাহসী বন্ধু! সহস্র ধন্যবাদ তোমাকে! তুমি আমার বিশেষ উপকার করলে!! দাও—দাও তোমার তূর্য্য—(রোহেনের নিকট হইতে তূর্য্য লইয়া ঘন ঘন বাদন, সবেগে সেনানীদের প্রবেশ) সজ্জিত হও—সজ্জিত হও—এখনই এই দণ্ডে;—বোনাপার্ট সন্নিকটে,—সজ্জিত হও!!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(লিগ্‌নি-প্রান্তর। নেপোলিয়ান, কাউন্ট ও বারমণ্ডের প্রবেশ)

নেপো॥ ব্লুকার কেমন ক'রে এত শীঘ্র লিগ্‌নিতে এসেছিল? নিশ্চয়ই সে কোন রকমে আমাদের গতি বিধির সংবাদ পেয়েছিল! যাই হোক—আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি,—ব্লুকার পলায়ন করেছে। (মার্শেল গ্রোকির প্রবেশ)

গ্রোকি॥ সম্রাট! এ যুদ্ধে বিশ হাজার প্রুসীয়-সৈন্য বন্দী হয়েছে।

নেপো॥ উত্তম হয়েছে;—মার্শেল গ্রোকি! তুমি তোমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে

পলায়িত ব্লুকারের অনুসরণ করো ; ওয়েলিংটনের সঙ্গে ব্লুকার যাতে যোগদান না করতে পারে —সে দিকে যেন তোমার দৃঢ় লক্ষ্য থাকে। কিন্তু আমার আদেশ পাবামাত্র সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে তুমি আমার সঙ্গে যোগদান করবে।

গ্রোকি ॥ উত্তম। (প্রস্থান)

কাউন্ট ॥ সম্রাট ! কোনো বিশ্বাসঘাতক ব্লুকারকে নিশ্চয়ই আমাদের সমর-সজ্জার কথা বলে দিয়েছে। এ সম্বন্ধে আগে একটু সন্ধান নিলে ভাল হয়।

নেপো ॥ কাউন্ট ! বুদ্ধিমান হয়ে এ সময়ে তুমি এ কথা বলছ কেন ? বিধি-লিপি সর্ব্বত্রই বলবান ; বিধাতা যদি বাদী না হন,—বিশ্বাসঘাতকের সাধ্য কি, কিছুমাত্র অনিষ্ট করে। (দূতের প্রবেশ)

দূত ॥ সম্রাট। মার্শেল নে কোয়াটার ব্রাস অধিকার করেছেন।

নেপো ॥ বাস্ —তবে এ যুদ্ধ জয় করেছি ! কোয়াটার ব্রাস পাওয়া গেছে— তবে আর চিন্তা কি ! কাউন্ট ! এ যুদ্ধ জিতেছি ! এইবার ওয়াটারলুর ওপর দিয়ে ওয়েলিংটনের সম্মুখে গিয়ে সিংহনাদ করব ;—একটিও প্রাণীকে জীবন্ত ফিরতে দাব না। কর তুর্য্যধ্বনি—এইবার ওয়াটারলু।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(কোয়াটার-ব্রাসের উপকণ্ঠ সৈন্যগণ নিদ্রিত,—মার্শেল নে উপবিষ্ট)

নে ॥ তাই তো —কাজটা কিন্তু ভাল হল না ;—ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগে—বজ্র ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে উন্মত্তবৎ দীর্ঘ পথ ছুটে এসে সৈন্যদল ক্রমশই অবসন্ন হয়ে পড়ল যে —এখান থেকে আর এক পাও এগোতে চাইলে না। তাদের অবস্থা দেখে কঠোর আদেশ করতে আমিও কেমন কুণ্ঠিত হলেম ;—আমার সম্মতি বুঝে সকলেই উন্মুক্ত প্রান্তরে দেহভার ন্যস্ত করে দিলে ! —এখন মনে হচ্ছে— এখানে বিশ্রাম করতে না দিয়ে—কোয়াটার ব্রাসে গিয়ে একেবারে বিশ্রাম করলেই ভাল হত চরের মুখে সংবাদ পেলেম—এখনও কোয়াটার-ব্রাসের ত্রিসীমার মধ্যে শত্রু সৈন্যের চিহ্নমাত্রও নাই,—তাই উৎসাহ ভরে কোয়াটার-ব্রাস অধিকার করেছি বলে সম্রাটকে সংবাদ দিয়েছি। সৈন্যগণ সারারাত্রি বিশ্রাম করেছে—প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই—আর কেন—এইবার— (চরের প্রবেশ) কি সংবাদ ? শত্রুসেনার কোনও চিহ্ন দেখতে পাওনি নিশ্চয় ?

চর ॥ সেনাপতি ! কোয়াটার-ব্রাস পাবার আর কোন আশা নাই !

নে ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ —বলিস কি—কোয়াটার-ব্রাস—

চর ॥ ডিউক অব ওয়েলিংটন কোয়াটার-ব্রাসে উঠেছে!

নে ॥ হাঁ—কোয়াটার-ব্রাসে ডিউক অব ওয়েলিংটন!—হায়—কি দুর্লভ মূল্যে কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম ক্রয় করলেম! সম্রাটকে কি বলবো—কি উত্তর দোব—কি করে মুখ দেখাব—কি কৈফিয়ৎ দেব!—(তূর্য্যধ্বনি করিয়া সন্নিহিত শায়িত সৈন্যদের পদাঘাতপূর্ব্বক) ওঠ্-ওঠ্ অপদার্থগণ! কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করে দেখ্ কি সর্ব্বনাশ করেছিস্! এ বিশ্রামের মূল্য—সম্রাট নেপোলিয়ানের সিংহাসন—জীবন, ফরাসী সাম্রাজ্যের গৌরব, জাতির স্বাধীনতা! —সৈন্যগণ! শত্রুসৈন্য কোয়াটার-ব্রাস অধিকার করেছে,—কিন্তু এই কোয়াটার-ব্রাস ফিরিয়ে নেওয়া চাই,—এর জন্য সর্ব্বস্ব পণ,—ওই কোয়াটার-ব্রাস ওই অদূরে কোয়াটার-ব্রাস—ওই কোয়াটার ব্রাস চাই!

সৈন্যগণ ॥ কোয়াটার-ব্রাস চাই!! কোয়াটার-ব্রাস চাই!!

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

(ওয়াটারলু রণস্থল। দূরবীনহস্তে নেপোলিয়ান।)

নেপো ॥ এ কি রকম হল! আমার আসবার পূর্ব্বেই ডিউক অব ওয়েলিংটন ওয়াটারলুর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে সৈন্যস্থাপন করেছে! অথচ মার্শেল নে বহুপূর্ব্বে কোয়াটার-ব্রাস অধিকার করে বসে আছে। ওয়েলিংটন মার্শেল নে'র চক্ষে ধূলি দিয়ে অনায়াসে ওয়াটারলুতে সসৈন্যে চলে এলো! আশ্চর্য্য!! (মার্শেল নে'র প্রবেশ) এ কি মার্শেল নে। কোয়াটার-ব্রাসে তুমি অবস্থান করছিলে, অথচ আমার আসবার পূর্ব্বে কোয়াটর-ব্রাসের ওপর দিয়ে ওয়েলিংটন কেমন ক'রে চলে এলো মার্শেল?

নে ॥ সম্রাট! মহিমাময় সম্রাট! আমি আপনার পদতলে বক্ষ প্রসারিত করে বসেছি; আপনি আপনার তরবারি নিষ্কোষিত করে—এ বক্ষ বিদীর্ণ করে দিন।

নেপো ॥ হয়েছে কি মার্শেল! তুমি এরকম করছ কেন? এসব কথাই বা বলছ কেন?

নে ॥ সম্রাট! আমি কোয়াটার-ব্রাস অধিকার করতে পারিনি! কোয়াটার-ব্রাসের উপকণ্ঠে এসে সৈন্যগণ বিশ্রামের জন্য অধীর হয়ে ওঠে,—কোয়াটার-ব্রাস দখল করা অনায়াসসাধ্য মনে করে—আমি সম্রাটকে দখলের সংবাদ দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন আমরা বিশ্রাম করছিলেম—ওয়েলিংটন তখন কোয়াটার-ব্রাস অধিকার করে; বিশ হাজার সৈন্যের প্রাণের বিনিময়েও আমি

কোয়াটার-ব্রাস পুনর্দখল করতে পারিনি।

নেপো॥ ওঃ—একটা প্রবল আশা ঘটনার স্রোতে এভাবে তৃণের মতন ভেসে গেল! —যাক্—যাক্—মার্শেল! তোমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য এখন আক্ষেপ বৃথা; সাহস অবলম্বন করো—যাক্ কোয়াটার-ব্রাস,—নেপোলিয়ানের উত্তম—নেপোলিয়ানের রণকৌশল—নেপোলিয়ানের ক্ষিপ্রতা তো এখনো যায়নি! নেপোলিয়ানের ভুবনবিজয়ী ইম্পিরিয়াল বাহিনী তো এখনো মরেনি; যাক্ কোয়াটার-ব্রাস! —মার্শেল নে! আমার ইম্পিরিয়াল সৈন্যদল ব্যতীত সমস্ত সৈন্যকে এখনই এই পথে ফিরিয়ে ফেলো—ওই শুক্‌নো খালের ওপর দিয়ে সমস্ত কামান টেনে নিয়ে ওই বাঁধের ওপর স্থাপিত করো—তাহলেই আমরা জয়লাভ করব—নিশ্চয়ই জয়লাভ করব—সন্ধ্যার মধ্যেই ওয়েলিংটনের সমস্ত সৈন্যকে ধ্বংস করতে সমর্থ হবো। (মার্শেল নে'র প্রস্থান) —খালের এই বাঁধের ওপর থেকে যখন সহস্র কামান অগ্নিবৃষ্টি করবে—তখন সমস্ত সৈন্য নিয়ে স্বয়ং সংহারলীলা উপস্থিত করব। (প্রস্থান। বারমণ্ডের প্রবেশ)

বার॥ এক দিকে কর্ত্তব্য পালন,—অন্য দিকে প্রবল প্রলোভন—ইটালীর সিংহাসন! এ প্রলোভন দমন করা অসম্ভব! প্রলোভনে পড়ে শত্রুপক্ষকে সমস্ত তথ্য বলে দিয়েছি;—মার্শেল গ্রোকিও আমার অবস্থাপন্ন হয়েছে,—স্পেনের মুকুটের লোভে সেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে সম্মত হয়েছে,—মার্শেল ম্যাকডোনাল্ডও শুনছি আমাদের পন্থা অবলম্বন করেছে! —কিন্তু এততেও বুঝিবা সম্রাট অসাধ্যসাধন করে! —ওকি—সমস্ত কামান নিয়ে সম্রাট-সৈন্য খালের ভেতর নামছে যে! সর্ব্বনাশ,—খালের ওই বাঁধের ওপর কামান স্থাপন করাই দেখছি সম্রাটের অভিপ্রায়! ওখানে যদি নিরাপদে সহস্র কামান স্থাপিত হয়—তাহলে সমস্ত সৈন্য নিয়ে ওয়েলিংটনকে যে এক ঘণ্টার মধ্যে স্থানত্যাগ করতে হবে!—ওয়েলিংটন এখনো নিশ্চেষ্ট—এখনো আক্রমণে উদাসীন! আশ্চর্য্য!! নাঃ—এখনই তাঁকে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।—একি! হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে উঠল! উঃ—কি ভয়ঙ্কর মেঘের ঘটা! ভীষণ দুর্য্যোগ! ঝঞ্ঝাঝঞ্ঝা—প্রবল বর্ষণ!—কিছুই লক্ষ্য হয়না যে—বুঝি বা এ দুর্য্যোগ—শত্রুশিবিরে আমার গমনের সহায়তা করবার জন্য! (প্রস্থান। নেপোলিয়ানের প্রবেশ।)

নেপো॥ ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ! ভীষণ বর্ষণ!—বারিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিবর্ষণ

আরম্ভ হয়েছে!—(নেপথ্যে কামান-গর্জ্জন)—সাবাস্ মার্শেল নে! সাবাস ফরাসী অশ্বারোহীগণ! -শত্রুসৈন্য টলমল করছে।—শীঘ্রই স্থানত্যাগ করবে। —কামান—কামান—দাগো কামান—এখনো কামানগুলো উঠল না যে! - কয়টি কামানেই শত্রুসৈন্য অস্থির,—সমস্ত কামান বাঁধের ওপর উঠলে— এতক্ষণে শত্রুদল অস্থির হয়ে উঠত! আমাকে আক্রমণ করতে শত্রুদের সাহস নেই—তারা আত্মরক্ষা করছে মাত্র।—কামান—কামান, ওঁক - দেখতে দেখতে শত্রুর কামানশ্রেণী যে ঘুরে এলো— শত্রুর অগ্নিবর্ষণ যে প্রবল-তর হয়ে উঠল। কামান—কামান - ফরাসী অশ্বারোহীদল দলে দলে শত্রুর কামানে ভূপতিত হচ্ছে,--কামান—কামান—(কাউণ্টের প্রবেশ।)

কাউণ্ট ॥ সম্রাট। সর্ব্বনাশ হয়েছে। প্রবল বর্ষণে খালে জল জমে গেছে— ভয়ঙ্কর কাদা হয়েছে কাদায় কামানের সমস্ত চাকা বসে গেছে- সুযোগ বুঝে শত্রুসৈন্য কামানশ্রেণী লক্ষ্য করে তোপ দাগতে আরম্ভ করেছে!

নেপো॥ কাউণ্ট। বিধাতা বাদী হয়েছে,—সমস্ত আশাই একে একে বিলুপ্ত হচ্ছে। -উঃ এ কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য! সব যে গেলো এক পশলা বৃষ্টির জন্য আমার সব যে গেলো। এক পশলা বৃষ্টির জন্য ইয়োরোপের ভাগ্যচক্র বুঝি ঘুরে গেলো! উঃ—এ কি অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস! - না, এখনো আমি নিরাশ হইনি, এখনো আমার ভুবনবিজয়ী সেনা অতুল বিক্রমে দণ্ডায়মান! কাউণ্ট! আমি স্বয়ং কামানের চাকা চালাবো—সম্রাটকে এ কার্য্যে ব্রতী দেখলে—অদৃষ্ট স্বয়ং সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করবে!—কাউণ্ট! মার্শেল গ্রোক—মার্শেল ম্যাকডোনাল্ড,—সংবাদ দাও—সংবাদ দাও—দূতের ওপর দূত পাঠাও,—তারাই আমার শেষ ভরসা! (বেগে প্রস্থান)

কাউণ্ট॥ সম্রাট স্বয়ং কামানের চাকা ঠেলতে ছুটলেন দেখ্ছি!—ওদিকে যুগল মার্শেলের সংবাদ কি? বহুক্ষণ ধরে তো তাঁদের আহ্বান করা হচ্ছে —অথচ দর্শন নেই কেন? তাদের সন্ধান আগে নেওয়া কর্ত্তব্য এর ভেতর বিশ্বাসঘাতকতার বোটকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।— (প্রস্থান। পট পরিবর্ত্তন—রণস্থলের অপর পার্শ্ব। খালের কর্দ্দমে কামানসমূহ অর্দ্ধ প্রোথিত, —গোলন্দাজ সৈন্যগণের কামান তুলিবার চেষ্টা,—দূর হইতে শত্রুপক্ষের গোলাসমূহ পতন)

মার্শেল নে॥ ঠৈ প্রেপথ। সম্রাটের বচন শুনতে পাচ্ছ কি? তোল—তোল কামান,—এই কামানের ওপর সমস্ত নির্ভর ক'রছে।

সৈন্যগণ ॥ তোলো—তোলো তোলো— (নেপোলিয়ানের প্রবেশ)

নেপো ॥ কামান—কামান! বৎসগণ! আরো উৎসাহে কামান টানো—তোমাদের সম্রাট এ কার্য্যে তোমাদের সাহায্য করবে।

সৈন্যগণ ॥ সম্রাটের জয় হোক!!

নেপো ॥ এসো—সকলে মিলে চাকা ঠেলি—

নে ॥ সম্রাট! সম্রাট! ক্ষান্ত হোন—ওখানে প্রত্যক্ষ মৃত্যু,—আপনার ওপর সমস্ত ফরাসীদেশের ভাগ্য নির্ভর করছে!

নেপো ॥ না মার্শেল,—ওই কামানগুলোর ওপরই এখন ফরাসীদেশের ভাগ্য নির্ভর করছে! ওই কামানগুলো তোলা চাইই— (সহসা কতিপয় গোলার যুগপৎ পতন, বারুদে অগ্নিস্পৃষ্ট নিবন্ধন সমস্ত কামানসমূহ বিধ্বস্ত হইল) বাস্—সব চুকে গেলো। মার্শেল! এইবার ভাগ্যপরীক্ষার শেষ অবসর! চালাও আমার ইম্পিরিয়েল বাহিনী! —আমার বিশ্ববিজয়ী প্রিয়তম বাহিনী! আজ তোমাদের আত্মত্যাগের মহাদিন! শত্রুপক্ষের গোলাবৃষ্টি ভেদ করে—আজ তোমাদের শত্রুরেখায় প্রবেশ করতে হবে! (তূর্য্যধ্বনি ইম্পিরিয়াল সৈন্যদলের প্রবেশ ও অভিযান)

সকলে ॥ সম্রাটের জয় হোক। সম্রাটের জয় হোক।

নে ॥ চল ভাইসব। অগ্নিবৃষ্টি ভেদ করে শত্রুরেখায় গিয়ে আমরা সম্রাটের সম্মান রক্ষা করি। (প্রস্থান,

নেপো ॥ সৈন্যগণ! তোমাদের সম্রাট আজ এ যুদ্ধের দর্শক নন—আজ সম্রাট তোমাদের সঙ্গের সাথী! আজ সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট স্বয়ং যুদ্ধ করবে,—কে আছ যোদ্ধা এসো সম্রাটের সমরসাথী হবে। (বেগে প্রস্থান। পট-পরিবর্ত্তন, যুদ্ধস্থলের আর এক পার্শ্ব ডিউক অব ওয়েলিংটন)

ওয়েলিংটন ॥ (দূরবীন কষিতে কষিতে) নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ইম্পিরিয়েল গার্ডের নাম শুনেছি,—যুদ্ধ কখনো প্রত্যক্ষ করিনি; আজ এদের যুদ্ধ দেখে স্তম্ভিত হয়েছি! এরা মানুষ—না রাক্ষস! অগ্নিবর্ষণ তুচ্ছ ক'রে বারংবার আমার অদ্রিবৎ অটল সৈন্যরেখায় কঠোর আঘাত করছে,—পঞ্চশত কামান যুগপৎ অগ্নিবৃষ্টি করেও ওদের বিমুখ করতে পারছে না! দলে দলে বিধ্বস্ত হচ্ছে,—আবার দলে দলে এসে তাদের স্থান পূর্ণ করছে,—তাদের অব্যর্থ গুলিতে পলকে পলকে আমার শত শত সৈন্য নিহত হচ্ছে! তবু ওদের তোপখান দৈবদুর্বিপাকে বিধ্বস্ত হয়েছে,—নইলে একটি সৈন্যও এতক্ষণ

থাকত কিনা সন্দেহ! ওকি— আমার দক্ষিণের সৈন্যদল যে ভেঙ্গে পড়ল— সমস্ত সৈন্যশ্রেণী যে দেখছি একান্ত অধীর হয়ে উঠেছে! ঘারমণ্ড কোথায় গেলো—কি করি—উপায় কি! ব্লুকার না এলে সব যাবে—একটি সৈন্যও থাকবে না! উঃ—কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ—কি ভীষণ যোদ্ধা নেপোলিয়ানের এই ইম্পিরিয়েল সৈন্যদল! যায়—যায়—সব যায়—সব যায়,—হয় ব্লুকার, নয় রাত্রি; হে ভগবান! দুটোর একটা কিছু আসুক। হয় ব্লুকার, নয় রাত্রি!!! ওই দূরে সৈন্য দেখা যাচ্ছে। উল্কার মতন ছুটে আসছে; যদি এরা শত্রু হয়, তাহলে এইখানেই আমাদের আজ সমাধি; আর যদি ব্লুকার হয়, তাহলে জয়ের আশা করতে পারি!—কে ওরা-শত্রু না মিত্র—শত্রু না মিত্র,—ওঃ—এদিকে সব যায়—পরাজয় নিশ্চয়;—ধন্য ভগবান—ধন্য তুমি;— ব্লুকার-ব্লুকার-ব্লুকার-এসো—এসো—এসো বন্ধু—এসময় তোমারর লক্ষ সৈন্যের সাহায্য বড় মূল্যবান! এসো—এসো বন্ধু! (ব্লুকারের প্রবেশ।)

ব্লুকার॥ ঘটনাচক্রে আমার অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেছে,—কিন্তু আমি জয়-পরাজয়ের ঠিক সন্ধিক্ষণেই এসে উপস্থিত হয়েছি;—আমার সহযোগী বুলো শত্রুর বামপার্শ্ব আক্রমণ করেছে,—আসুন আমরা এবার পূর্ণ উৎসাহে ভগ্নোদ্যম সৈন্যগণকে উত্তেজিত করি। আমাদের জয় নিশ্চিত।

ওয়েলিংটন॥ চলুন চলুন—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়,—এখনো জয়ের পক্ষে আমার সন্দেহ আছে। চলুন,—ওই দেখুন—শত্রুসৈন্য সমান উৎসাহে যুদ্ধ চালাচ্ছে। চলুন—চলুন। (প্রস্থান। পট পরিবর্ত্তন-যুদ্ধস্থলের অপর পার্শ্বে। নেপোলিয়ান।)

নেপো॥ ব্লুকার এসে পৌঁচেছে।—আমার একজন সাহসী সেনানী বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তার অনুসরণ করেছিল,—আর একজন সেনানী বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তার পালাবার পথ রুদ্ধ করে বসেছিল,—কিন্তু ব্লুকার, নিরাপদে ফিরে এসে মহাসন্ধিক্ষণে রণক্ষেত্রে উদয় হল,—অথচ আমার সেই দুই সাহসী সেনানীর চিহ্নমাত্র নেই। নিয়তির এমনই নির্ব্বন্ধ! অদৃষ্টের এমনি উপহাস! হাঁ—ব্লুকার এসেছে—এমন সময়ে সে এসেছে—যখন ওয়েলিংটনের সৈন্য-তরণী সমরসমুদ্রে একেবারে ডুবে যাচ্ছিল,—ব্লুকারের সাহায্য পেয়ে তারা আবার গা-ভাসান দিয়েছে। লক্ষ নূতন সৈন্যের সমাগম! আমার সৈন্যগণ আর কতক্ষণ স্থির থাকবে! সব পড়ছে—একে একে পড়ছে —শতে শতে পড়ছে-সহস্রে সহস্রে পড়ছে! উঃ—কি পতন—কি পতন!

—এখনো যদি গ্রোকি আসে—এখনও যদি ম্যাকডোনাল্ডকে পাই! এখনো-এখনো-এখনো—যদি তাদের দুজনের একজনের সাহায্যও পাই!—তাহলে—তাহলে—তাহলে—বুকারের সমস্ত সৈন্যকে নিষ্পেষিত করে ফেলি!—উঃ!—পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যে আমার তাদের হাতে!—গ্রোকি—গ্রোকি-—ম্যাকডোনাল্ড—ম্যাকডোনাল্ড,---গ্রোকি---ম্যাকডোনাল্ড,---গ্রোকি---ম্যাকডোনাল্ড,---গ্রোকি ম্যাকডোনল্ড!—কেউ নেই---কেউ নেই---যাঃ---গেলো---সব গেলো---নেপোলিয়ানের ইম্পিরিয়েল বাহিনী আজ বুঝি---সমূলে নির্মূল হলো,---এখনো গ্রোকি যদি আসে--- (কাউণ্টের প্রবেশ) কাউণ্ট! কাউণ্ট! গ্রোকি কই---গ্রোকি কই? ম্যাকডোনাল্ড কই? ম্যাকডোনাল্ড কই?---এনে দাও তাদের---আবার জয়ী হব!

কাউণ্ট॥ তারা নিরুদ্দিষ্ট, সম্রাট!---কোনো সন্ধান নেই!

নেপো॥ তবে আর কেন!---দেখ---দেখ---আমার সাহসী বাহিনী অসমসাহসে কি অতুল সমরকৌশল প্রদর্শন করছে! দেখো কি অপার্থিব আত্মদান,---কাউণ্ট! মৃত্যু তো নিশ্চয়ই,---কিন্তু মরণের মতন মরব---এমন যুদ্ধ করবো---হতাবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে এমন বেগে শত্রুসাগরে ঝম্পপ্রদান করবো---যে সমস্ত শত্রুসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠবে।

কাউণ্ট॥ সম্রাট! সম্রাট! নিরস্ত হোন; এভাবে আত্মোৎসর্গ-আত্মহত্যা মাত্র,---নিরস্ত হোন সম্রাট! (মার্শেল নে'র প্রবেশ)

নে॥ সম্রাট! সম্রাট! এক হস্ত উৎসর্গ করেও কিছু করতে পারলেম না,---সমুদ্রপ্রমাণ শত্রু,---তুলনায় আমরা মুষ্টিমেয়;---এইবার শেষ চেষ্টা--শেষ উদ্যম;---সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলেছি। সম্রাটের সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ---শেষ বিদায়। (প্রস্থান)

নেপো॥ কাউণ্ট আর বাধা দিওনা—মরতে চাও, আমার সাথী হও,---দাঁড়াও-দাঁড়াও-সম্রাটের চিরভক্ত বাহিনী! তোমরা সম্রাটের শক্তি ছিলে-তোমাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সম্রাটেরও সমাধি হোক্! (প্রস্থান)

কাউণ্ট॥ ক্ষান্ত হোন, সম্রাট-ক্ষান্ত হোন;-যুদ্ধে আপনার মৃত্যু নেই,-যুদ্ধশেষে শত্রুহস্তে আপনাকে বন্দী হতে হবে; সম্রাট! ক্ষান্ত হোন। (প্রস্থান)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(ওয়াটারলুর উপকণ্ঠ। নেপোলিয়ান)

নেপো॥ বাস্! সব শেষ হয়ে গেছে! সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট আজ সৈন্যশূন্য—খ্যাতিশূন্য—গৌরবশূন্য—পথের ভিখারী! (বৃক্ষতলে উপবেশন) আঃ—আজ যেন নিশ্চিন্ত মনে নিশ্বাস ফেলতে পারছি! আজ আর যুদ্ধের ভাবনা নেই—কোনো দায়িত্ব নেই—কোনো কর্ম্ম নেই! দিব্যি শান্তিময় স্থান—এইখানেই একটু বিশ্রাম করি! তিন দিন চোখের পাতা বুজুইনি—আজ একটু ঘুমুই না কেন। (শয়ন) আঃ!! (নিদ্রিত হওন। চারিজন সৈন্যের সহিত মুরাটের প্রবেশ। মুরাটের ইঙ্গিতে সৈন্যগণের অন্তরালে অবস্থান)

মুরাট॥ চমৎকার সুযোগ! সম্রাট নেপোলিয়নকে বন্দী করবার যে এমন সুযোগ পাবো—তা স্বপ্নেও অনুমান করিনি! লোকটার কি অদ্ভুত নিদ্রা! ঘোড়া থেকে নেমে গাছের তলায় এসে বসল,—আপনার মনে কি দু চারটে কথা বলেই ধুলোর ওপর সটান শুয়ে পড়ল,—সঙ্গে সঙ্গেই অমনই গভীর নিদ্রা! ঘুমটা ভাঙাবো—না, ঘুমন্ত অবস্থাতেই বন্দী করব? (একদৃষ্টে সম্রাটের বদন নিরীক্ষণপূর্ব্বক) আহাহা—ঘুমুচ্ছে—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট গাছের তলায় শয়ন করে ঘুমুচ্ছে! যার একটা হুঙ্কারে ইয়োরোপে হুলুস্থুল পড়ে যায়—ইয়োরোপের বড় বড় সম্রাট মুকুট রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়,—যাকে আয়ত্ত করবার জন্য সমগ্র ইয়োরোপের সমস্ত শক্তি প্যারিসের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয়েছে—সেই মহামহিমান্বিত সম্রাট আজ নিতান্ত অনাথের মতন গাছের তলায় শুয়ে আছে,—আর সেই অসহায় সম্রাটকে বন্দী করবার জন্য তাঁরই একজন ভূতপূর্ব্ব সেনানী তাঁর শিয়রে দণ্ডায়মান! ওঃ—তাই বুঝি বন্দী করতে মনে দ্বিধা হচ্ছে! কেন,—কিসের দ্বিধা! মন্ত্রী তালিরন্ড, সেনাপতি বারনও, ম্যাকডোনাল্ড, মার্শেল গ্রেকি সম্রাটের কাছে যথেষ্ট সুব্যবহার পেয়েও যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,—তখন এই মুরাট কর্ত্তব্য-পালনের বিনিময়ে সম্রাটের কাছে অসদ্ব্যবহার পেয়ে তাঁর অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে;—এতে আর অপরাধ কি? তবে আর কিসের দ্বিধা! করি বন্দী! আহাহা—ইটের ওপর মাথা রেখে সম্রাট নেপোলিয়ান ঘুমুচ্ছে! চোখে এ দৃশ্য দেখে দেখে বন্দী করতে কি হাত ওঠে! বন্দী করতে হলে চোখ বুজিয়ে সম্রাটকে বন্দী করতে হয়! তাই করি—চোখ বুজিয়ে বন্দী করি! —না-না-না—পারলেম না! চোখ বুজোতে গেলেই আগেকার সমস্ত স্মৃতি মনের ভেতর জেগে ওঠে! সেই প্রথম পরিচয়—সম্রাটের অনুগ্রহে সৈন্য-

বিভাগে প্রতিষ্ঠা—সম্রাটের শিক্ষায় সমরে নৈপুণ্য—সম্রাটের আদর্শে অসামান্য প্রাধান্য—সব মনে জেগে ওঠে! মন যেন বলে দেয়—সম্রাটের সংযোগেই শক্তিশালী সেনাপতি ছিলেম,—আর সম্রাটের বিচ্ছেদে এখন সামান্য সৈনিক! কথাটাও ঠিক; তবে—তবে কি করে—যাক্, বন্দী করা হবেনা বন্দী করতে পারবো না—বন্দী করতে দোব না! সম্রাট নিদ্রিত—সম্রাট সেনানী এখন তাঁর সজাগ প্রহরী!! (পরিক্রমণ) অশ্বপদ শব্দ শোনা যাচ্ছে—তাইতো, দুজন অশ্বারোহী তীর বেগে ছুটে আসছে। দুজনকেই প্রুসিয় বলে মনে হচ্ছে। সম্রাটকে যে অনুসরণ করে আসছে—তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। (ইঙ্গিতে সৈন্যগণকে আহ্বান, সৈন্যগণের প্রবেশ) এক জোড়া অশ্বারোহী আসছে দেখতে পাচ্ছ,—ওই ঢিবিটার কাছে আসবার পূর্ব্বেই অব্যর্থ সন্ধানে ওদের দুজনকে বধ করা চাই! যাও। (সৈন্যগণের প্রস্থান। নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ)

মুরাট॥ বাস্—ঠিক হয়েছে!

নেপো॥ (সচকিতে উঠিয়া)—এ কি!—কে তুই?

মুরাট॥ সম্রাটের চিরানুগৃহীত মার্শেল মুরাট! সুষুপ্ত সম্রাটের সজাগ প্রহরী! আর এ আওয়াজ—সম্রাটের অনুসরণকারী শত্রুর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত গুলির!

নেপো॥ তুমি এতদিন পরে হঠাৎ এখানে কি মনে করে মুরাট?—সম্রাটের প্রতি তোমার এ শ্রদ্ধানুরাগের কারণই বা কি?

মুরাট॥ মহিমাময় সম্রাট! সত্য কথা বলতে কি—আমি আজ এখানে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করতে আসিনি,—এসেছিলেম—সম্রাটের সর্ব্বনাশ করতে—সম্রাটকে বন্দী করে নিয়ে যেতে! কিন্তু সম্রাটের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে—সম্রাটের সেই চিরশান্ত প্রশস্ত বদনমণ্ডল দেখে, শয্যা আর উপাধান দেখে—বন্দী করবার জঘন্য প্রবৃত্তি এক মুহূর্ত্তে অপসৃত হয়ে গেলো—এই গর্ব্বোন্নত মস্তক সম্রাটের উদ্দেশে সসম্ভ্রম নত হল—সম্রাটের কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হস্ত সম্রাটের রক্ষার্থ স্বতঃই নিয়োজিত হলো!—করুণাময় সম্রাট! আমার পরমারাধ্য শিক্ষাদাতা প্রভু!—অধম ভৃত্য মুরাট—আপনার চরণতলে মার্জ্জনাপ্রার্থী,—মার্জ্জনা করুন সম্রাট!

নেপো॥ মুরাট! সম্রাট নেপোলিয়ানের পতন হয়েছে! এখন আমার মতন অসহায়—আমার মতন বিপন্ন—আমার মতন মন্দভাগ্য বোধ হয় পারিসে আর কেউ নেই,—পথের ভিখারীও আজ আমার সঙ্গে অবস্থা-বিনিময় করতে

সম্মত নয়! এ সময় কেন তুমি আমার কাছে এসে মূল্যবান জীবনকে বিড়ম্বনাময় করতে এসেছ মুরাট?

মুরাট॥ সম্রাট! মুরাট চিরদিনই আপনার বিপদের সাথী ছিল!—সম্রাটের সুসময়ে সম্রাটকে পরিত্যাগ করেছিলেম,—আজ এই দুঃসময়ে সম্রাটের সাথী হতে এসেছি! অনুগত ভৃত্যকে সম্রাট মার্জ্জনা করুন—এই প্রার্থনা! না-না সম্রাট! এ প্রার্থনা আর করব না—একটা বড় কথা মনে পড়ে গেলো,—আমি মার্জ্জনালাভের যোগ্য নই—আমি দণ্ডিত হবার উপযোগী! আমি সম্রাটের গুরুতর অনিষ্ট করেছি! সম্রাট-পুত্র ইউজিন আর সম্রাট-সহোদর লুই – বহু সৈন্য নিয়ে সম্রাটকে সাহায্য করতে আসছিলেন; আমি সে সংবাদ জানতে পেরে—শত্রুপক্ষকে তা বলে দিয়েছি,—রুসিয়া আর অস্ট্রিয়ার বিপুল বাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে,—ফলে তাঁদের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে!—সম্রাট! মহিমাময় সম্রাট! সত্যই আমি অপরাধী,—আমাকে দণ্ডিত করুন সম্রাট!

নেপো॥ সাহসী মুরাট! কেন তুমি বিচলিত হচ্ছ! এ তোমার অপরাধ নয়—এ হচ্ছে অদৃষ্টের বিসংবাদ; তোমার মার নয়—এ বিধাতার মার!! আমি তোমাকে প্রসন্নমনে মার্জ্জনা করলেম মুরাট! (কাউণ্টের প্রবেশ)

কাউণ্ট॥ সম্রাট! সম্রাট! আপনি এখানে—এখনো এখানে রয়েছেন? প্রবল শত্রুদল যে আপনার অনুসরণ করে ছুটে আসছে! প্রাসাদে চলুন সম্রাট!

নেপো॥ কাউণ্ট, আমার আর লড়বার সামর্থ্য নেই—আমার অশ্ব মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছে।

মুরাট॥ অশ্বের অভাব কি সম্রাট,—এই আমার তেজস্বী অশ্ব সজ্জিত রয়েছে, ওই অশ্বে আরোহণ করে প্রাসাদে চলুন সম্রাট!

কাউণ্ট॥ ওই অশ্ব পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সম্রাট—সম্রাট! ফরাসী দেশের ভাগ্য এখনও আপনার ওপর নির্ভর করছে! চলুন সম্রাট!

নেপো॥ চলো— (সকলের প্রস্থান। মুরাটের পুনঃ প্রবেশ)

মুরাট॥ মুরাট! আজ তোমার আত্মোৎসর্গের দিন! অনুসরণকারী শত্রু সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ-সমর করে আজ মুরাট কর্ত্তব্য পালন করবে! (বংশীধ্বনি, সৈন্য চতুষ্টয়ের প্রবেশ) ওই আর এক দল সৈন্য ছুটে আসছে! ফরাসী সম্রাটকে ধরতে আসছে সম্রাটকে রক্ষা করতে হবে,—ওদের নির্ম্মূল করা চাই;—চলো। (সকলের প্রস্থান,- নেপথ্যে মুহুর্মুহু বন্দুকের আওয়াজ।

(আরিজন বন্দুকধারী প্রুসিয় সৈন্য এবং মুরাটের দুইজন সৈন্যের প্রবেশ। বন্দুকের যুদ্ধ। দুইজন প্রুসিয় সৈন্য এবং দুইজন মুরাট-সৈন্যের পতন; দুইজন প্রুসিয় সদর্পে দাঁড়াইল)

১ম প্রুসিয় ॥ এই পথে—এই পথে—সম্রাট পালিয়েছে। (তরবারি হস্তে মুরাটের প্রবেশ)

মুরাট ॥ আর এই স্থানে তোদের সমাধির স্থান প্রস্তুত হয়ে আছে! (আক্রমণ)

১ম প্রুসিয় ॥ খবরদার!

২য় প্রুসিয় ॥ হুঁসিয়ার! (দুইজন নূতন প্রুসিয় সৈন্যের প্রবেশ। চারিজন সৈন্যের সহিত মুরাটের তরবারি যুদ্ধ। একজন সৈন্যের মুরাটের আঘাতে পতন। মুরাটের উপর একজন সৈন্যের পিস্তল নিক্ষেপ। আহত অবস্থায় মুরাটের প্রাণপণ যুদ্ধ। বাধা দান। আর একজন সৈন্যের পতন। মুরাটের উপর পুনরায় গুলি নিক্ষেপ। মুরাটের পতন। সেনানীবেশে জোসেফাইন ও এলিজার প্রবেশ। দুইজন সৈন্যকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের আওয়াজ। সৈন্যদ্বয়ের পতন)

মুরাট ॥ কে তোমরা—সম্রাটের সুহৃদ—আমাকে সাহায্য ক'রে- হতাবশিষ্ট শত্রুদ্বয়কে নিহত ক'রে—সম্রাটকে রক্ষা করলে। তোমাদের ধন্যবাদ—সহস্র ধন্যবাদ—

জোসে ॥ মুরাট—মার্শেল মুরাট—সাহসী বীর—

এলিজা ॥ উঃ—সাংঘাতিক আহত হয়েছেন! রক্ষার কি কোন উপায় নেই!!

মুরাট ॥ আমার অবস্থা দেখে এত দয়ার্দ্র হচ্ছেন—কে আপনারা? স্বর যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে—চিনতে পারছি না;—যদি পরিচিত হন, অনুগ্রহ করে পরিচয় দিন,—এ সময়ে—এই আসন্ন মৃত্যু সময়ে পরিচিতের সঙ্গ বড় সুখময়,—আর অধিকক্ষণ আমি এ সংসারে থাকব না—ওঃ—

জোসে ॥ মুরাট—সাহসী মুরাট। আমি জোসেফাইন—

মুরাট ॥ যাঁ্যা—যাঁ্যা—জোসেফাইন—সম্রাজ্ঞী—জননী! আপনি—জোসেফাইন? আপনি কি তাহলে এখনো বেঁচে আছেন—না, তাঁর প্রেতাত্মা সেনানীর ছদ্মবেশে এই হতভাগ্য মরণাপন্ন মুরাটকে প্রতারিত করতে এসেছে!

জোসে ॥ মার্শেল মুরাট! আমি মরিনি—মরণের ছদ্ম আবরণে আত্মগোপন করেছিলুম মাত্র,—এই সেনানীর পরিচ্ছদে সম্রাটকে সাহায্য করবার জন্য এসেছিলুম,—কিন্তু কিছু করতে পারিনি! মুরাট—মুরাট! আজ সম্রাট—

মুরাট॥ আর কিছু ব'লনা মা,—সব জানি—কিছু আর ব'ল না,—তুমি যদি বেঁচে আছ জননী—কেন তবে সম্রাটকে আত্মপরিচয় দাওনি,—তোমারই অভাবে সম্রাট আজ সর্ব্বস্বান্ত ; —তুমি যদি যুদ্ধের পূর্ব্বে সম্রাটের সঙ্গিনী হতে—তাহলে হয়তো সম্রাট জয়যুক্ত হতেন—কেন মা অভিমান ক'রে—

জোসে॥ মুরাট ! তুমি পুরুষ ; —রমণীর হৃদয়ের সঙ্গে তোমার কিছুমাত্র পরিচয় নেই,—তাই এ কথা বলছ—

মুরাট॥ ঠিক কথা মা,—রমণীর হৃদয়ের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র পরিচয় নেই—তা যদি থাক্‌তো—তাহলে—তাহলে আমি হয়তো আজ এ রকম হতেম না,—তাহলে—তাহলে—এলিজার কথা—আমার এলিজার কথা—

জোসে॥ এলিজাকে কি এখন দেখতে ইচ্ছা করে মার্শেল ?

মুরাট॥ এ কথার কি উত্তর দেব জননী,—জগৎসংসার থেকে এই মহাবিদায়ের সময়ে—এই মহাপ্রস্থানের সন্ধিক্ষণে কেবল—কেবল—একবার—এলিজাকে দেখতে ইচ্ছা করে ; কিন্তু মা—এ সাধ পূর্ণ হবার নয় !

জোসে॥ মার্শেল ! ভগবান চিরকরুণাময়,—তোমার অন্তিমসাধ নিশ্চয় তিনি পূর্ণ করবেন ;—এলিজা তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ! (জোসেফাইন কর্ত্তৃক এলিজার ছদ্মবেশ ও টুপী অপসারিত করণ)

মুরাট॥ অ্যাঁ—এ কি সত্য—ভগবান তুমি ধন্য—মা—তুমি করুণাময়ী—ইচ্ছময়ী ! এলিজা—এলিজা—প্রাণের এলিজা—আমার এলিজা—

এলিজা॥ মুরাট—মুরাট—প্রিয়তম মুরাট, মুরাট ! সেই নিদারুণ বিচ্ছেদের পর—এই ঘোর দুর্দিনে—এই ভাবে—এই অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমার মিলন হল ! কিন্তু এ মিলনের পর যে চিরবিচ্ছেদ, মুরাট !

মুরাট॥ এলিজা—এলিজা—আমি তোমার অনুরোধে কর্ণপাত করিনি—সে জন্য নিজের সর্ব্বনাশ করেছি—ফরাসী দেশের সর্ব্বনাশ করেছি—ফরাসী জাতির সর্ব্বনাশ করেছি—ফরাসী সম্রাটের সর্ব্বনাশ করেছি ! সম্রাট আমাকে মার্জ্জনা করেছেন,—তুমি কি আমাকে মার্জ্জনা করবে, এলিজা ?

এলিজা॥ কেন এসব কথা বলছ প্রিয়তম ! তুমি কি এলিজাকে চেনোনা প্রভু !

মুরাট॥ এখনো কি মুরাটকে ভালবাস এলিজা ?

এলিজা॥ এলিজার ভালবাসা—অনন্ত; অক্ষয়,—বিচ্ছিন্ন হবার নয় !

মুরাট॥ ওঃ—আমি ধন্য—দাও এলিজা—দাও প্রিয়তমে; বিদায়ের দান—বিদায়ের চুম্বন— (একজন আহত প্রুসিয় সৈনিক—শায়িত অবস্থায় বন্দুক

লক্ষ্য করিতেছিল,—বন্দুকের আওয়াজ—মুরাটের বক্ষে এলিজার পতন।)

এলিজা॥ ওঃ—শত্রুসৈনিক! তুই আমার বন্ধু—বন্ধুর কাজ করেছিস্—ভগ্নি জোসেফাইন! এলিজার সাধ পূর্ণ হয়েছে;—প্রিয়তম মুরাট! এলিজা তোমার মৃত্যু-সঙ্গিনী! (মৃত্যু।)

মুরাট॥ ওঃ—বড় আনন্দ—বড় আনন্দ—এ আমাদের মৃত্যু-মিলন!!! (মৃত্যু)

জোসে॥ (জানু পাতিয়া)—ভগবান—এদের আত্মার কল্যাণ করো!! এদের আত্মার সদ্গতি করো!! ইহজীবনে দুজনে যেমন হতাশায়, যেমন বিচ্ছেদে, যেমন দুঃখে অতিবাহিত করলে, এখন যেন পরলোকে তেমনই আনন্দে, তেমনই মিলনে, তেমনই সুখে থাকে!! ভগবান! ভগবান!

নবম গর্ভাঙ্ক

(এলিসী-প্রাসাদ কক্ষ। নেপোলিয়ান, কাউণ্ট, মার্শেল গবগর্ড, মন্‌থোলন, লাসকাসাস একখানি চেয়ারে বসিয়া—টেবিলের ওপর হস্ত রাখিয়া সম্রাট চিন্তামগ্ন,—অন্যান্য সকলে বিষণ্ণভাবে আসীন)

নেপো॥ কাউণ্ট! আমি বেঁচে থাকি,—এই বিধাতার বিধান; আমি মরিনি।

কাউণ্ট॥ সম্রাট! তাহলে এখন কি করতে চান?

নেপো॥ সম্মান রক্ষা করতে চাই—অধিকার অক্ষুন্ন রাখতে চাই—অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীসভার মস্তকে পদাঘাত করতে চাই।

গবগর্ড॥ সম্রাট! এখন এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন;—আমাদের আজ বিপদের সীমা নাই।

নেপো॥ বিপদ কি? আমি বিপদকে ভয় করি না; তুমি আমার একজন সাহসী সেনানী হয়ে বিপদের ভয় কর মার্শেল! হা-দুর্ভাগ্য!

গবগর্ড॥ সম্রাট! চতুর্দ্দিকের অবস্থা তো আপনার অবিদিত নয়! ফ্রান্সের সীমান্তে এত অধিক শত্রুসৈন্য সমবেত হয়েছে যে, তাদের নিশ্বাসে সম্রাটের মুষ্টিমেয় রক্ষীদল ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে!

নেপো॥ না মার্শেল, তা হবে না,—সম্রাট তাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে! এই—এই তরবারির সাহায্যে যে সম্রাট ইয়োরোপের সমস্ত রাজ্যের রাজধানীর দ্বার মুক্ত করেছিল, সেই সম্রাট আজ কতিপয় বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়ে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করবে—এই কি তোমাদের ইচ্ছা! না—এখনো আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী সেনাগণের পরিচালক—আমার সৈন্যদল এখনো দুর্জ্জেয়! আবার আমি যুদ্ধ করব; যুদ্ধক্ষেত্রে

আমার অধিকারের বিচার হবে—পুনর্ব্বার ফরাসী শোণিতস্রোতে দেশের কলঙ্করাশি বিধৌত হবে।

মনুথোলন ॥ মহিমাময় সম্রাট! আত্মবিস্মৃত হয়ে এ আপনি পর্ব্বতশৃঙ্গ থেকে লম্ফপ্রদানের জন্য সমুদ্যত হয়েছেন! শত্রুসৈন্যে ফরাসীভূমি পরিপ্লাবিত,—সম্মিলিত রাজগণ এখন পর্য্যন্ত যে আপনাকে বন্দী করবার চেষ্টা করেনি-- সে কেবল সম্রাটের সাহস ও পরাক্রম তাদের হৃদয়ে ঐন্দ্রজালিক মোহ উৎপাদন করেছে, এই জন্য!—সম্রাট, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

নেপো ॥ আমাকে উন্মাদ ক'রো না—আমাকে উন্মাদ ক'রো না;—আমাকে চিন্তা করতে দাও—চিন্তা করতে দাও;—আচ্ছা কাউন্ট, তুমি কি বলছিলে? মন্ত্রীসভার কি প্রস্তাবের কথা বলছিলে?

কাউন্ট ॥ মন্ত্রীসভার অভিপ্রায়,—সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করুন—

নেপো ॥ খবরদার! চুপ করো, মন্ত্রীসভার আব্দার শুনতে চাইনা;—মন্ত্রীসভা,—না অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতকের সভা!! চুপ করো কাউন্ট! আমি অসির সাহায্যে যে সিংহাসন অধিকার করেছি,—বিশ্বাসঘাতকের দল সেখান থেকে আমাকে বিতাড়িত করতে চায়! —আর তুমি কাউন্ট, আমার কাছে সেই প্রস্তাব তুলছ!

কাউন্ট ॥ সম্রাট! আপনার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া নেই,—আপনি হৃদয়ে যে আঘাত পাচ্ছেন, সে আঘাত আপনাকে আঘাত করবার পূর্ব্বে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করছে!

নেপো ॥ কাউন্ট! কাউন্ট! বন্ধু! আমি দোষ করেছি—সত্যই দোষ করেছি—আমাকে ক্ষমা করো। দেখো—আমার চতুর্দ্দিকে এত বিপদ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, যে আমি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে বিষম যন্ত্রণা অনুভব করছি! যে বিপুল শক্তিতে শত যুদ্ধক্ষেত্রে—সহস্র বিপদের মধ্যেও আমি সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকতেম, তা হ'তে আমি বঞ্চিত হয়েছি! এখন যেন কারোর প্রতি আর বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না! যখন আমার সুসময় ছিল, তখন আমি মনে করতেম—আমি মানুষ চিনি,—কিন্তু বিপদের সময়েই আমি তাদের যথার্থ চিনতে পারছি। কাউন্ট! আমি সিংহাসন ত্যাগ করব, হ্যাঁ, সিংহাসন ত্যাগ করব। —লেখ, কাউন্ট, লেখ—আমি যা বলি লেখ,—(কাউন্ট কাগজ কলম লইয়া বসিলেন) লেখ, "ইয়োরোপের সম্মিলিত রাজশক্তি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সম্রাট নেপোলিয়ান শান্তি স্থাপনের একমাত্র

লিখ; 'সেই জন্ত সম্রাট নেপোলিয়ান ফরাসী দেশের কল্যাণ সাধনার্থে সিংহাসন পরিত্যাগ—' না-না—লিখো না—লিখো না—আর লিখো না—ওইখানে থামো—ছিঁড়ে ফেলো—ছিঁড়ে ফেলো—খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে দাও।

(ছুটিয়া গিয়া আসনে উপবেশন)

কাউণ্ট॥ সম্রাট!

নেপো॥ চলে যাও—বিরক্ত ক'রো না আমাকে—নির্জ্জনে থাকতে দাও—আমি এখন ঘুমোবো,—যাও— (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) আচ্ছা, শোনো,—আমি এখনই মন্ত্রীসভায় যেতে চাই,—মন্ত্রীসভাকে আমার দুর্দ্দশার কথা জানাব—দেশ রক্ষার জন্য তাদের সাহায্য প্রার্থনা করব—আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব।

কাউণ্ট॥ সম্রাট! এ বৃথা চেষ্টা,—মন্ত্রীসভা সম্রাটকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করতে সমুৎসুক;—সম্রাট তো সবই অবগত আছেন।

নেপো॥ তাহলে আমি আমার ভক্ত প্রজাগণের সাহায্য প্রার্থনা করব। (সবেগে গবাক্ষ-সান্নিধ্যে গিয়া) ওই চেয়ে দেখো—আমার প্রাসাদ সান্নিধ্যে সহস্র সহস্র প্রজা সমবেত হয়েছে—ওই শোনো সমস্বরে আমার জয়ধ্বনি করছে! আমার মন্ত্রী—আমার সেনাপতি—আমার ছাত্র—আমার সকলেই অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক,—কিন্তু ওরাই আমার চির বিশ্বস্ত ভক্ত;—অথচ আমি যখন প্রথম সিংহাসনে উঠেছিলেম, তখন ওরা যেমন দরিদ্র ছিল, আজও তেমনই আছে, যেমন সাহসী ছিল—সে সাহস তেমনই অক্ষুণ্ণ আছে, আমার প্রতি ওদের যে বিশ্বাস ছিল,—তা তেমনই অটুট আছে; আমি যদি এখন ওদের সাহায্য প্রার্থনা করি?

কাউণ্ট॥ তাহলে ফরাসী-বিপ্লবের পুনরভিনয় হয়,- মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব চক্ষের পলকে বিলুপ্ত হয়—শত্রু স্তম্ভিত হয় - চতুর্দ্দিকে অগ্নিকাণ্ড হয়!

লাস্‌কাসাস॥ সম্রাট! তাই করুন—তাই করুন, সম্রাটের পতনের চেয়ে—আমরা পুনর্ব্বার ফরাসী-বিপ্লবের অভিনয় দেখবার ইচ্ছা করি!

নেপো॥ ফরাসী-বিপ্লব—প্রজা বিদ্রোহ—দেশের সর্ব্বনাশ--রাজ্যব্যাপী অরাজকতা—না-না-না—তা অসম্ভব,- তার চেয়ে আমার সিংহাসন ত্যাগ শতগুণে শ্রেয়ঃ। কাউণ্ট, তার চেয়ে এক কাজ করো—আমার ফন্‌টেনব্লোর প্রাসাদে চলো--আমি আমার মহিষী আর পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে—সেইখানেই আমার কর্ত্তব্য স্থির করব;—চলো—এখনি চলো; -চুপ করে

দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? তোমার কি সকল কথা বলতে সাহস হয় না? কি বলবে বলনা?

কাউন্ট॥ সম্রাট! সে প্রাসাদে আর কি করতে যাবেন?—ফন্‌টেন্‌ব্লোর প্রাসাদ শূন্য পড়ে আছে!

নেপো॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—! আমার মহিষী কোথায়? আমার পুত্র কোথায়? আমার ভগিনী কোথায়? বল-বল-বল— চুপ করে রয়েছ কেন?—বল।

কাউন্ট॥ সম্রাজ্ঞী সম্রাটের বিপদ দেখে—পুত্রকে নিয়ে ফ্রান্সের উপকণ্ঠে তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য, অষ্ট্রিয়-সম্রাট সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করবেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তো সফল হয়ই নি,—অধিকন্তু তাঁর পিতা তাঁকে বলপূর্ব্বক অষ্ট্রিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন,—প্যারিসে আর আসতে দেননি!

নেপো॥ হা ভগবান!!—(কিছুক্ষণ পরে)—বাস্‌ তবে আর যুদ্ধে যেতে বাধা দিচ্ছ কেন! তবে আর নিবারণ করছ কেন! তবে আর কেন এই মাথাটাকে শত্রুর পায়ের গোড়ায় নত করিয়ে চূর্ণ করতে চাইছ? আকাশের বজ্র—শত্রুর গোলা—তার চেয়ে যে অনেক ভাল!—সেনাপতি গরগর্ড! এখনই তূর্য্যধ্বনি করো—আক্রমণ করো—আক্রমণ করো—

গরগর্ড॥ সম্রাট! সম্রাট! আপনার পুত্র—আপনার পুত্র—ফরাসীরাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, আপনার পুত্রের কথা একবার মনে করুন,—তার মুখ চেয়ে—এ বিপদের সময় আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আপনার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে!!

নেপো॥ পুত্র! পুত্র! আমার পুত্র! উঃ—হাঁ—তার জন্য আমি কি সম্পত্তিরই উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি! সম্রাট-নন্দন আজ ভিখারীর অধম! গরগর্ড! এর চেয়ে কি মরণই মঙ্গল ছিল না?

গরগর্ড॥ সম্রাট! যুদ্ধ করতে আমরা শঙ্কিত নই,—কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ আপনার ভাগ্যে নেই;—আপনাকে শত্রুগণ বন্দী করবে।

নেপো॥ তাহলে আমি সিংহাসন পরিত্যাগ করে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করি,—এই তোমাদের ইচ্ছা? —বেশ, তাই হোক,—আমি সিংহাসন পরিত্যাগ করলেম হাঁ,—আমি সিংহাসন পরিত্যাগ করলেম। কাউন্ট! লেখো—আমার অঙ্গীকার-পত্র লিখে ফেলো—(কাউন্ট কাগজ-কলম লইয়া বসিলেন, সম্রাট বলিতে লাগিলেন) লেখো,—"ফরাসীগণ! জাতীয়

স্বাধীনতা-সংরক্ষণ-সঙ্কল্পে এই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া আমি সমগ্র জাতির সমবেত চেষ্টা ও সম্মতির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম; আমাদের দেশের নেতাগণ তাহার সমর্থন করিবেন, এ বিশ্বাসও আমার ছিল। আমার জয়লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। এক্ষণে ফ্রান্সের শত্রুগণের হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি। তাঁহারা তাঁহাদের ঘোষণার সম্মান-রক্ষার জন্য কেবল আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত থাকুন—ইহাই প্রার্থনা। —আমার রাজনৈতিক জীবনের অবসান হইয়াছে। আমি আমার পুত্রকে দ্বিতীয় নেপোলিয়ান নামে ফরাসী-জাতির সম্রাটপদে সংস্থাপিত করিলাম। বর্ত্তমান মন্ত্রীসমাজই এখন রাজ্য শাসন করিবেন। সকলে জাতীয় শান্তিসংস্থাপন সঙ্কল্পে একত্র হউন, ফরাসী দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকুক --এলিসী প্রাসাদ –২২ শে জুন, ১৮১৫ সাল"। দাও—দাও—স্বাক্ষর করি— (কাউণ্টের কাগজদান। সম্রাটের স্বাক্ষর-করণ) বাস্—সব চুকে গেলো! —আমি এখন একজন সৈনিক ভিন্ন আর কিছুই নই. প্রত্যহ এক লুই হলেই স্বচ্ছন্দে আমার দিন চলে যাবে। বাস্—বাস্—বাস্ (চেয়ারে উপবেশন ও চিন্তামগ্ন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী ॥ মার্শেল বারমণ্ড আর মন্ত্রীসভার কয়েকজন সভ্য সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রত্যাশী –

নেপো ॥ কে -কে, বারমণ্ড—বারমণ্ড! বিশ্বাসঘাতক—অকৃতজ্ঞ—বারমণ্ড! তাড়িয়ে দাও তাড়িয়ে দাও,— (চিন্তাপূর্ব্বক) না—না—নিয়ে এসো—নিয়ে এসো—সকলকে নিয়ে এসো—যাও— (প্রহরীর প্রস্থান) দেখ,—সিংহাসন হারিয়ে আমি যে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা পাচ্ছি—তা নয়;—দুর্ভাগ্যের চেয়েও অধিকতর কষ্টকর পদার্থ আছে, সে মনুষ্যের অকৃতজ্ঞতা! তাইতেই—তাইতেই—ওঃ- তাইতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! জীবনের ওপর আমার দারুন বিতৃষ্ণা জন্মেছে; মৃত্যুই আমার শান্তিদাতা! (মার্শেল বারমণ্ড ও মন্ত্রীসভার চারিজন সভ্যের প্রবেশ সভ্যগণ টুপী খুলিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন বারমণ্ড গর্ব্বিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন)

গবগর্ড ॥ (কোষবদ্ধ তরবারি কক্ষতলে সবলে ঠুকিয়া) মার্শেল বারমণ্ড! আমি তোমাকে আদেশ করছি—তোমার বক্তব্য বলবার পূর্ব্বে টুপী খুলে সম্রাটকে অভিবাদন করো।

বারমণ্ড ॥ ওঃ—সত্যই আমার ভুল হয়ে গেছে বটে! আমি জেনারেল

বোনাপার্টকে অভিবাদন করছি!

গবগর্ড ও অন্যান্য সেনানী ॥ কি—

নেপো ॥ চুপ, —বারমণ্ড! আমি ও সম্বোধনেরও এখন যোগ্য নই,—আমি এখন একজন সামান্য সৈনিক। —আশা করি, তুমি এখন ইটালীর অধীশ্বর হয়েছ!

বারমণ্ড ॥ হাঁা,—শক্তিপুঞ্জ আমাকে ইটালীর সিংহাসন প্রদান করেছেন।

নেপো ॥ উত্তম করেছেন, কৃতকার্য্যের যোগ্য পুরস্কার দিয়েছেন! আমিও পুরস্কার প্রদানে কোনো দিন উদাসীন নই; বারমণ্ড! আমিও তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই,—আমার পুরস্কার বড় চমৎকার; গ্রহণ করো — (সহসা বিদ্যুত বেগে পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিলেন—বারমণ্ড পড়িয়া গেলেন)

বারমণ্ড ॥ ওঃ হে ঈশ্বর!

নেপো ॥ হাঁ—ঈশ্বরের নাম স্মরণ করো,—বারমণ্ড! এ জেনারেলের গুলি, —নিষ্ফল হবার নয়,—মৃত্যু নিশ্চয়; ভগবানের নাম করো;—(সভাগণের প্রতি) তোমাদের কি বক্তব্য আছে, বলে ফেলো।

২য় সভ্য ॥ সম্রাট। এই বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডে আমরা পরিতুষ্ট হয়েছি;—আমরা সম্রাটের চিরভক্ত—চিরানুরক্ত,—কিন্তু—

নেপো ॥ বুঝতে পেরেছি,—কাউণ্ট,—আমার অঙ্গীকারপত্র এদের হস্তে প্রদান করো।

১ম সভ্য ॥ (কাউণ্টের হস্ত হইতে পত্র লইয়া সকল সভ্যের পাঠ)—সম্রাট, মহিমাময় সম্রাট! মন্ত্রীসভার আদেশে—আমরা সম্রাটকে এই অনুরোধ করতেই এসেছিলেম, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের এ হৃদয়ভেদী কথা সম্রাটসমক্ষে উচ্চারণ করতে হল না।—

২য় সভ্য ॥ সম্রাট মন্ত্রীসভার ইচ্ছা,—সম্রাট আপাততঃ ফ্রান্স পরিত্যাগ করে —অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য কোনো দূরদেশে গমন করেন। শক্তিপুঞ্জ সম্রাটকে স্থানান্তরে প্রস্থান করতে দিতে সম্মত আছেন। সম্রাট ইচ্ছা করলে ইংলণ্ড বা আমেরিকায় গমন করতে পারেন।

নেপো ॥ বেশ, মন্ত্রীসভার এ প্রস্তাবে আমি সম্মত আছি।—আমি এখনই এ রাজ্য পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক! ফ্রান্সের বায়ুমণ্ডল এখন যেন আমার নিশ্বাসরোধ করে তুলছে। মানুষের কৃতঘ্নতা-বিষ অসির চেয়ে সহস্রগুণ ভয়াবহ,—এই বিষ আমার জীবন দুর্ব্বহ করে তুলেছে! তোমরা যাও—

জাহাজ প্রস্তুত করো—আমার রাজ্যত্যাগের আয়োজন করো—আমি আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ করব। (অভিবাদনপূর্ব্বক সভ্যগণের প্রস্থান।) কাউন্ট! চিরজীবনের মতন তো ফ্রান্সের মায়া কাটিয়ে যাচ্ছি,—এখন আর কোনো প্রার্থনা নেই,—কেবল—কেবল—একটি বার—একটি বার আমার পুত্রকে দেখতে চাই। কাউন্ট! অস্ট্রিয়-সম্রাটের কাছে আমি আমার পুত্র ভিক্ষা চাচ্ছি,—আমাকে আমার পুত্র এনে দাও,—পুত্রের হাত ধরে আমি চলে যাই।

কাউন্ট॥ সম্রাট!

নেপো॥ বুঝতে পেরেছি,—এ প্রার্থনা পূর্ণ হবার নয়! আমার পুত্র, কিন্তু তার ওপর আমার আর অধিকার নেই! হা অদৃষ্ট! হা ভগবান!

গবগর্ড॥ সম্রাট! এ দুঃসময়ে এখন আমরাই আপনার পুত্র,—আমরা সকলেই আপনার নির্ব্বাসিত জীবনের সহচর!

নেপো॥ হায় জোসেফাইন! হা—পতিপ্রাণা প্রণয়িনী আমার! আজ তোমার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারছি! তুমি ভাগ্যবতী, তাই সেই মর্ম্মভেদী বিচ্ছেদের পর মনের দুঃখে পরলোকে প্রস্থান করেছ! —কাউন্ট! আর কেন—চল প্রস্তুত হই,—চল প্রস্তুত হই,—নির্ব্বাসনের জন্য প্রস্তুত হই!!

দশম গর্ভাঙ্ক।

(এলিসী-প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রাঙ্গন প্রজাগণ, সৈনিকগণ কর্ম্মচারীগণের প্রবেশ)

১ম॥ সম্রাটকে কোথায় নিয়ে যাবে? কোথায় নিয়ে যাবে?

২য়॥ আমেরিকায়—আমেরিকায়,—সম্রাট সেখানে যেতে ইচ্ছুক।

৩য়॥ না-না-না কখনই নয়—কখনই নয়,—আমরা কখনই সম্রাটকে যেতে দোব না—

৪র্থ॥ সম্রাট যদি একান্তই যান,—আমাদেরও সঙ্গে নিন—আমরা সম্রাটের সঙ্গী হবো—

সকলে॥ হাঁ—আমরা সম্রাটের সঙ্গী হবো

৫ম॥ সম্রাটকে ত্যাগ করে আমরা কিছুতেই থাকতে পারবো না—

১ম॥ সম্রাট কেন আমেরিকায় যাবেন? কি জন্য যাবেন? সম্রাটের কিসের ভয়? আমরা সকলে সম্রাটের সহায়,—আমরা সম্রাটের সিংহাসন রক্ষা করবো,—সম্রাট কেন যাবেন?

সকলে। ওই সম্রাট—ওই সম্রাট—ওই সম্রাট আসছেন! (নেপোলিয়ান,

কাউণ্ট, গগগর্ড. মনথলন, লাসকাসাস এবং কতিপয় রক্ষীসৈন্যের প্রবেশ)

সকলে ॥ (টুপী খুলিয়া) সম্রাটের জয় হোক ! সম্রাটের জয় হোক !!

নেপো ॥ (টুপী খুলিয়া) - বন্ধুগণ ! পুত্রগণ ! আমি আর অধিকক্ষণ তোমাদের সম্মুখে অবস্থান করতে অক্ষম,—এখন তোমাদের নিকট আমার এইমাত্র অনুরোধ—তোমরা যেভাবে আমার সেবা করেছ—সেইভাবে নূতন গভর্ণমেণ্টের সেবা ক'রো।

সকলে ॥ না-না-তা অসম্ভব !

১ম ॥ আমরা দেশ জানি না—ধর্ম্ম জানি না—শুধু সম্রাটকে জানি।

২য় ॥ সম্রাটকে আমরা কখনই পরিত্যাগ করব না।

৩য় ॥ সম্রাট যদি একান্তই আমাদের পরিত্যাগ করতে চান, তাহলে আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে চলুন।

নেপো ॥ পুত্রগণ। সম্রাটের কোনো আদেশ কখনো তোমরা লঙ্ঘন করনি;—আজ আমি তোমাদের যে কথা বলছি—তা শুধু অনুরোধ নয়—আদেশ; - এ আদেশ পালন কর বৎসগণ! আমার ইচ্ছা হচ্ছে—তোমাদের সকলকে সঙ্গের সাথী করি, কিন্তু দ্বাদশ জনের অধিক রক্ষীসৈন্য গ্রহণের কোনও উপায় নাই আমার সাহসী প্রভুভক্ত প্রজামণ্ডলী। হায়—আমি তোমাদের সকলকেই সঙ্গে নিতে পারলেম না—এ দুঃখ আমার অসহ্য! কিন্তু বন্ধুগণ - একদিন আবার আমরা সম্মিলিত হব।

সকলে ॥ সম্রাট! সম্রাট! মহিমাময় সম্রাট!! (সৈনিকের ছদ্মবেশে জোসেফাইনের প্রবেশ)

জোসে ॥ সম্রাট! আমি বিচারপ্রার্থী,—বিচার প্রার্থনা করি; আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। আমার বয়স এখন ছত্রিশ বৎসর—বাইশ বৎসর ধরে আমি সম্রাটের অধীনে আমার সৈনিকব্রত পালন করেছি; আমার যোগ্যতার নিদর্শন--এই দেখুন সম্রাট-প্রদত্ত রাজচিহ্ন সুবৃহৎ ঈগল!—এই ঈগল সঙ্গে করে এনেছি. – তথাপি আমি সম্রাটের সঙ্গিনী হবার আদেশ পাইনি। যদি আমাকে সম্রাটের সঙ্গে দেশান্তরে যেতে দেওয়া না হয়—তাহলে আমি এ জন্য রক্তস্রোত প্রবাহিত করব, এভাবে উপেক্ষিত হতে আমি প্রস্তুত নই।

নেপো॥ তুমি ' আমার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছ? কিন্তু তুমি ভেবে দেখেছ কি – আমার সঙ্গে যেতে হলে. তোমাকে জন্মভূমি—স্ত্রীপুত্র-আত্মীয়-

স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করতে হবে !

জোসে ॥ ওঃ—সে অনেকদিন পরিত্যাগ করেছি, সম্রাট ! সে সব অনেকদিন পরিত্যাগ করেছি ! আমি আমার পদগৌরব উপেক্ষা করে চলে এসেছি ! সম্রাটের সঙ্গী হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি ! এ আমার জীবনপণ সম্রাট !!

নেপো ॥ উত্তম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো,—তুমি আমার সঙ্গী হলে ! তোমার কথা শুনে আমার—থাক্ সে কথা—

জোসে । ধন্যবাদ ! সম্রাট ! আমার অগণ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন !!

নেপো ॥ বন্ধুগণ ! পুত্রগণ ! বিদায়—বিদায়—বিদায়—

সকলে ॥ সম্রাট ! সম্রাট ! ওহোঃ— (কেশগুচ্ছ হস্তে রোহেনের প্রবেশ ।)

রোহেন ॥ বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন সম্রাট !—যান্ -একটা কথা শুনতে হবে, —আমাকে চিনতে পারেন কি ? ইয়োরোপ বিজয়ী যোদ্ধা ! এই উপেক্ষিতা, নিগৃহীতা, পদাহতা ফণিনীর স্মৃতি—স্মৃতিপথে উদয় হয় কি ?—এই দেখুন—সেই কেশগুচ্ছ,—আমার পিতা—প্রিন্স ইঙ্গোর সেই কেশরাজী !—মনে পড়ে কি ?—নোতরডেমের দরবারে সম্রাটের অভিষেকের দিন সম্রাটের সমক্ষে দাঁড়িয়ে—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত পিতার এই কেশগুচ্ছ নিয়ে—সদর্পে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম,—আজ তা মনে পড়ে কি ? সম্রাট !—মনে পড়ে কি ?—এতদিনে আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে এতদিনে আমার সাধ মিটেছে—প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ হয়েছে !

নেপো ॥ বেশ হয়েছে, তুমি সুখী হয়েছ তো ? তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে তো? —বেশ হয়েছে ! আমার ভগিনী—আমার জননী—মা আমার ! আমি এখন তোমারও কাছে বিদায় নিচ্ছি ;—বিদায়—বিদায় । এই বার তুমি সুখী হও । আমার পতন দেখবার জন্য তুমি অনেক কষ্ট করেছ, অনেক পরিশ্রম করেছ, জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষিত বস্তু—শান্তি হারিয়েছ ; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এইবার তুমি সুখী হও,—তোমার প্রাণে শান্তি হোক্ ! (সদলবলে নেপোলিয়ানের প্রস্থান । রুমাল দ্বারা সমবেতগণের অশ্রুমার্জ্জন ও সম্রাটের অনুগমন)

রোহেন ॥ হাঁ্যা—হ্যাঁ—একি হ'ল ! এ কি হ'ল ! আমি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের এমন শত্রুতা সাধলুম—প্রতিহিংসা-স্পৃহার কথা প্রকাশ করে বললুম,—শুনে সে কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করলে না ! আমাকে অম্লানবদনে মাতৃ-সম্বোধন করে চলে গেলো ! —এ কি হ'ল—তবে এ কি হ'ল ! প্রাণ-

আমার শূন্যবোধ হচ্ছে কেন! নেপোলিয়ানের পদতলে মস্তক আমার অবনত করবার প্রবৃত্তি হচ্ছে কেন! এ কি হ'ল! এ কি হ'ল!! (প্রস্থান। লুই ও ইউজিনের প্রবেশ)

লুই॥ শত্রুসৈন্য সমস্ত পথ আটক করেছে, সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার তো উপায় দেখছি না, ইউজিন!

ইউ॥ সম্রাট কোথায়? সম্রাট কোথায়? সাক্ষাৎ হবে না—সে কি কথা! কোথায় সম্রাট? (রোহেনের পুনঃ প্রবেশ)

রোহেন॥ সম্রাট কোথায় শুনতে চাও? শুনবে সম্রাট কোথায়? সম্রাট—সেন্ট হেলেনার পথে! শত্রুপক্ষ সম্রাটকে আমেরিকায় নিয়ে যাবার নাম করে সেন্ট হেলেনায় নিয়ে গেলো! —আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটেছিলুম—ধরতে পারলুম না!

লুই॥ সম্রাট সেন্ট হেলেনার পথে!

ইউ॥ মিথ্যা কথা—এ হতেই পারে না,—এ রমণী উন্মাদিনী!

রোহেন॥ উন্মাদিনী! হাঃ হাঃ হাঃ—আমি উন্মাদিনী। আমাকে চিনতে পারছ না। আমাকে কখনো কি দেখনি! দেখেছ বইকি। যেদিন রুসিয়ায় যাও—এই রমণীর রূপের ফাঁদে বন্দী হয়ে—এই রমণীর ছলনায় ভুলে—আসল পত্র ছেড়ে—নকল পত্র নিয়ে চলে গিয়েছিলে,—তারই ফলে আগুন জ্বলে উঠেছিল। মন্ত্রীকন্যা ইদা এ কথা জানতে পেরে—সেই আসল পত্র চুরি করে তোমাকে দেবার জন্য রুসিয়ায় ছুটেছিল,—আমি তার পিছু নিয়ে, তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে—পত্র কেড়ে এনেছিলুম—অন্য পত্র তার কাছে দিয়ে তোমাকে প্রতারিত করেছিলুম। আমি উন্মাদিনী,—না তুমি উন্মাদ!

ইউ॥ উঃ—শয়তানী—শয়তানী—আমি তাকে হত্যা করব! (ছুটিয়া গিয়া রোহেনের গলদেশ ধারণ)

রোহেন॥ তুমি না যোদ্ধা—তুমি না বীর? তুমি নারীহত্যা করতে চাও? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

লুই॥ ইউজিন—ইউজিন—ক্ষান্ত হও—নারীহত্যা ক'রো না—

ইউ॥ নারীহত্যা নয়—নারীহত্যা নয়—রাক্ষসী-হত্যা—শয়তানী-হত্যা!—সর্বনাশী—শয়তানী— (এক হস্তে কণ্ঠপীড়ন, অন্য হস্তে ছুরিকা উত্তোলনপূর্বক সবলে ঠেলিয়া লইয়া প্রস্থান)

লুই॥ ইউজিন-ইউজিন—হায়—হায়—হত্যা-হত্যা করলে— (বেগে প্রস্থান।)

॥ যবনিকা পতন ॥

———

অমর স্মৃতি বিজড়িত চিঠিপত্র (অনুলিপি)

[১]

OM

BANDE - MATARAM
BIPIN CHANDRA PAL
CALCUTTA

140, SINCLAIR ROAD,
WEST KENSINGTON, W1.
LONDON. AUG. 26th 1910.

সবিনয় নিবেদন,

সংবাদপত্রে দেখিলাম, আপনারা নাট্যকলা সম্বন্ধে একখানা বিশেষ মাসিক-পত্র প্রকাশিত করিতেছেন। এখানকার নাট্যকলার সমালোচনা করিয়া প্রতি মাসে এক একটী প্রবন্ধ, যদি ইচ্ছা করেন, আমি পাঠাইবার ভার লইতে পারি। আমি মাঝে মাঝে কোনো অজ্ঞাত সূত্রে, এখানকার ভালো ভালো থিয়েটারের Complimentary ticket পাইয়া থাকি। আর যদি আপনারা এইরূপ প্রবন্ধ চান; অন্যান্য স্থানেও, যখনই নতুন কোনো অভিনয় হয়, যাবার ব্যবস্থা করিতে পারি। এতদ্ব্যতিরিক্ত ভক্তি ও নাট্যকলা সম্বন্ধে বহুদিন হইতে কিছু লিখিব ভাবিতেছিলাম। New India তে একবার আরম্ভও করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধও আপনাদের পাঠাইতে পারি। এখানে কি অবস্থায় আছি তাহা অনুমান করিতে পারেন। সুতরাং যদি সম্ভব হয়, কিছু ভিক্ষারো ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুইটী প্রবন্ধের জন্য মাসে যদি ৩০ টাকা ভিক্ষা পাই, তাতেই যে কদিন তার জন্য খাটিতে হইবে, সে কটা দিনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। এখানকার নাট্যালোচনা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিব, তাহাতে ছবি থাকিলে উপাদেয় হইবে। ইহার জন্য কিছু অতিরিক্ত খরচ হইবে। কিন্তু ছবি সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। কত খরচ পড়িবে, পরে জানাইতে পারিব। যদি ছবি চান, তবে এখান হইতে একেবারে Block তৈয়ার করিয়া পাঠাইলে খরচও বেশী হইবে না, কাজও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা [illegible] অবস্থায়, এখানকার কোনো নাট্যকলা সম্বন্ধীয় কাগজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁদের নিকট হইতে, তাঁদের ব্যবহৃত Block-ও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। তারও চেষ্টা দেখিতে পারি।

[illegible] প্রীতি নমস্কার

ভবদীয়

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

[২]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

সতীশ,

প্রাতে পত্র পাইয়াছি। প্রবাসে হৃদয়ের জনের হস্তাক্ষর দর্শন যে কতই প্রীতিপ্রদ, তাহা তোমার অবিদিত নহে। ভাই, নূতন করিয়া আপনার পরিচয় কেন দিয়াছ? আমি যদি তোমায় ভালরূপ না জানিতাম, তাহা হইলে তুমি জানাইলে দ্বিধা করিতাম না। আমি যে তোমায় প্রাণে প্রাণে, অন্তরে অন্তরে জানি। বলিব কি, যতবার তোমার (ক্ষীণপ্রাণে আশা ভরা) আশার কাহিনী পড়িয়াছি, ততবার উৎসাহে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়াছে। যেন মনে হইয়াছে, জীবন-স্রোত সমভাবে, এ রকম বড়ই কেমন কেমন ভাবে বহিবেনা ক্ষীণস্মৃতির ন্যায়, প্রাণে কত কল্পনা কুহক জাগিতে লাগিল। যেন কে ভবিষ্যত ছবি, চোখের উপর দাঁড় করাইল। যেন তুমি আমি, সেই সেই, মনে আছে কি, সেই ছাতের সন্ধ্যা, কত আকাশ কল্পনা করিয়াছিলাম; যেন তুমি আমি, সে সকলে কৃতকার্য্য হইয়া, স্থিরপদে বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি। যাক, যাক্, সে সব কাহিনী প্রাণটুকুর ভিতর প্রাণ ঢাকা দিয়া রাখ, দিন আসুক, আবার এইরূপ করিয়া লেখার পরিবর্ত্তে, কার্য্যে দেখাইব। হাঁ, তুমি যে লিখিয়াছ, আমি ওই লোকের কথা (যাহার কথা তুমি লিখিয়াছ) তোমার কাছে ঢাকিয়াছি, কিন্তু ভাই সেটা তোমার সম্পূর্ণ [illegible] ভুল। আমি ত' তোমায় ইতিপূর্ব্বেই সিটি থিয়েটারের Proprietor এর একটা share [illegible] কথা বলিয়াছিলাম, কেবলই উক্ত [illegible] দরকার বশতঃ আমি খালি কথাটা পাড়িয়াছিলাম। তারপর তাড়া-তাড়িতে তোমায় সব কথা বলা হয় নাই; পশ্চিমে চলিয়া আসিলাম। যাহা হউক, কলিকাতায় পৌঁছিয়া, সবিস্তারে বলিব। আপাততঃ তুমি তাহাকে বলিও, 'অমর এখন পশ্চিমে গিয়াছে; আমি তাহাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম, [illegible], কলিকাতায় আসিয়া [illegible]। আগত পরশুদিন এখান হইতে জয়পুর যাত্রা করিব। এখন এ ঠিকানায় পত্র লিখিও না। সমস্ত মঙ্গল। আশা করি ঈশ্বর কৃপায় যুগলে আছ ভাল। তোমারই

শ্রীঅ—

[সতীশ — সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অমরেন্দ্রনাথের আবাল্যবন্ধু নাট্যকার। ইউনিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাকালে অধ্যক্ষ [illegible] ক্লাসিক থিয়েটারেও চাকুরী করেছিলেন 'জয়দেব' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন]

[৩]

STAR THEATRE CALCUTTA
CORNWALLIS STREET DATED ৫-9-1913
and Monogram
NOW OR NEVER

My Dear Satish,

তোমার পত্র পাইলাম। এখানকার climate এখন বেশ বোধ হইতেছে। তবে বলিতে পারিনা, বিধাতা কখন কি মূর্ত্তি ধরেন!! প্রবোধবাবু বাগান দেখিয়া কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, পত্রপাঠ লিখিবে।

রোজ একবার থিয়েটারে যাইবে। সব খবরাখবর লইবে। তুমি কেমন আছ, এবং তোমার পারিবারিক কুশল সংবাদ লিখিবে সদানন্দবাবুর চিঠির উত্তর আমি আজ লিখিব তোঃ শ্রীঅঃ—

[প্রবোধবাবু—প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অমরেন্দ্রনাথের বন্ধু ব্যবসায়ী। সদানন্দবাবু— ?]

[৪]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

নেড়ু,

আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি। থিয়েটার হইতে আপাততঃ থোক টাকা বেশী করিয়া পাইবার জো দেখিতেছি না। পূজার ঘনাঘনি—একটা বেনিফিট্ নাইট্ এবং আরও টাকা পাওয়া যাইবে

কিন্তু সোমবার আদালত বন্ধ হইতেছে। টাকা আজ অথবা কালকের মধ্যে জোগাড় করা চাই। নচেৎ আমাকে বিপদে পড়িতে হইবে।

আমি অনেক বুঝিয়া এই ঠাওরাইয়াছি, যে যতদিন না নিজে থিয়েটার করিতে পারি, ততদিন এ থিয়েটার ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। কিন্তু টাকা যেমন করিয়া হউক চাই অবশ্য এখন আর করিয়া বলিব না, কিন্তু ঈশ্বর যদি করেন, তবে বেনিফিট্ নাইটের টাকা প্রায় সবটা তোমাকে দিব। লোভ দেখাইতেছি, মনে করিওনা। সরল কথাই বলিতেছি। এখন তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—সত্য উত্তর দিও। আমার সঙ্গে মিথ্যা কহিও না।

আর একখানা কাগজ—যাহা আছে, তাহা কি ভাঙ্গাইয়াছ? তুমি পূর্ব্বপত্রে লিখেছিলে, যে দুইশো টাকা যাহা সেই বামুনকে দিয়াছিলে, তাহা শোধ

করিয়াছ। আরও কি শোধ ক'রেছ! ইহা যদি ঠিক হয়, তবে বাকী টাকাটা কি করিলে? সব খুলে বল,—কারণ, টাকার জোগাড় আমাকে যে কোন উপায়ে হউক, করিতেই হইবে।

হরিবাবু দেড়শো টাকা আমাকে দিয়ে গেলেন। ওই থেকে খরচের তোমার টাকা দিতেছি। এবং ঠিক মাসে মাসে পাবে, সে বন্দোবস্তও করা হইয়াছে। তোঃ শ্রীমঃ—

[নেড়ু - অমরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিনী। হরিবাবু - হরিভূষণ বসু। ষ্টার থিয়েটারের বিজনেস ম্যানেজার ও থিয়েটার গৃহের অন্যতম সত্বাধিকারী।]

[৫]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

নেড়ু,

এই মাত্র থিয়েটার হইতে লোক আসিয়া বলিল,—গোঁসাইজী থিয়েটারে যান নাই। খরচের টাকা পর্য্যন্ত নাই কেরোসিনের একশেষ তার পর বারোখানা তলোয়ার, বারো জোড়া জুতা, সাচ্চা লেশ, ইত্যাদি কালকের প্লের জন্য চাই। যে সমস্ত জিনিস্ অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, আশু খবর পাঠাইয়াছে,—সে সমস্ত জিনিস লইয়া বৈকাল হইতে লোক আসিয়া থিয়েটারে অপেক্ষা করিতেছে। তাহার দরুণও টাকা চাই। আমি যে কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আর অন্ততঃ দুইশত টাকা না হইলে আজকের মানরক্ষা হয়না এবং কালকের প্লে খোলাও মুস্কিল। তুমি কিছু করিতে পার কি? যতদূর সম্ভব, টাকা হাতে লইয়া না গেলে, থিয়েটারে আমার যাওয়া অসম্ভব। অথচ আজ না গেলে, সমস্ত বিশৃঙ্খল হইবে। কালকের বিক্রীর সমস্ত টাকা তোমার। যতদূর সম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া দাও। আমি থিয়েটারে যাই। তোঃ

শ্রীমঃ—

(গোঁসাইজী - ? আশু আশুতোষ পালিত ষ্টার থিয়েটারের ষ্টেজ-ম্যানেজার)

[৬]

MEMO

GREAT NATIONAL THEATRE 613. BEADON STREET
A. K. DUTT CALCUTTA, 191
MANAGER

—— — মহাশয়

স্নেহশু,

ত্রিশটা টাকা পাঠাইয়া দিবে। ফিমেল্ সিট্ বাড়ানো এবং অন্যকার খরচের জন্য।

ভোঃ শ্রীঅঃ—

[৭]

শ্রীশ্রীগুরুপদ

ভরসা

'নাট্যমন্দির' কার্য্যালয়।
ষ্টার থিয়েটার,
কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা।
তারিখ — ১৩১।

মহাশয়,

আপনার অনুরোধ অনুযায়ী আমাদের নব প্রকাশিত 'নাট্য মন্দিরের' প্রথম সংখ্যা পাঠাইলাম। মহাশয়ের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির নিকট ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠাইয়া, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹ আড়াই টাকা আদায় করা, আমরা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম না। কারণ আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে, যে 'নাট্য মন্দির' পাঠ করিয়া প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিই যারপরনাই আনন্দলাভ করিবেন ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া 'নাট্য মন্দিরের' দীর্ঘ জীবন প্রদানের জন্য তাঁহাদিগের দেয় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹ আড়াই টাকা সত্বর প্রেরণ করিবেন এবং বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের নাম ধাম যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা 'নাট্য মন্দির' পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট না হইবেন, তাঁহাদিগের চরণে বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন এক সংখ্যার নগদ মূল্য ছয় আনা মানি অর্ডার বা ওই মূল্যের ডাক টিকিট প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য—পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল ২৸৹ আড়াই টাকা না পাইলে, আমরা আর কোনও সংখ্যা তাঁহার নিকট পাঠাইতে বাধ্য থাকিব না। বশম্বদ—

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত
সম্পাদক

[সেকালের Quarter Anna মূল্যের INDIAN POST CARD-এর একপিঠে বর্জাইস টাইপে ছাপা]

[৮]

MEMO

GREAT NATIONAL THEATRE — 9/3, BEADON STREET
A. N. DUTT — CALCUTTA 191
MANAGER

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

নেঃ--

রবিবার "রাণী ভবানী" খোলা হইবে। নূতন সিন্ ইত্যাদির জন্য একশত টাকা চাই। শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে। আশু বসিয়া আছি।

তোঃ শ্রীঅঃ—

অমরেন্দ্রনাথের হিসেব খাতা থেকে

[ক]

জমা— ৪০০০ টাকা

খরচ–

ডি, এল্, রায়	-- ১০০০	টাকা
নেড়ুকে দান	— ১০০০	"
দত্তবাবু স্বয়ং	— ১০০০	"
ভূপেনবাবু	— ৫০	"
	৩০৫০	টাকা

জমা – ৪০০০ টাকা
বাদ খরচ – ৩০৫০ "
৯৫০ "

Sd- A. N. Dutt
16/1/12

[ভূপেনবাবু—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসিদ্ধ নাট্যকার। ডি. এল. রায়কে 'পরপারে'র জন্য Royalty.]

[খ]

জমা

৯৫০ টাকা

(Circus) ২১৩ টাকা দশ আনা

--

১১৬৩ টাকা দশ আনা

কুষ্টবাবু— ২০ টাকা

নেড়ুক দান - ৫১ টাকা আট আনা

———

৭১ টাকা আট আনা

১১৬৩ টাকা দশ আনা

৭১ টাকা আট আনা

— -

জমা ১০৯২ টাকা দুই আনা

B. দান — ১০টাকা

বড়াইবাব খরচ ১১৬ টাকা

টিকিট

ঐ বাজার — ২৪ টাকা

ঐ খরচ — ৩০০ টাকা

----

৪৫০ টাকা

১০৯২ টাকা দুই আনা

৪৫০ টাকা

— — —

জমা ৬৪২ টাকা দুই আনা

[গ]

জমা

৬৪২ টাকা দুইআনা

প্রেসের জ্ঞানবাবু — ৬০ টাকা

গোঁসাইজী -- ১০০ টাকা

নেপেন — ১০০ টাকা,

কুটবিহারী — ১২ টাকা তের আনা

কৈলাস ৮৬ টাকা

-- ——

৩৫৮ টাকা তের আনা

মণিবাবু — ৩০ টাকা

নাগেনবাবু:

গাড়ীভাড়ার জন্য ১০ টাকা

৪০ টাকা

৬৪২ টাকা দুই আনা

৩৫৮ টাকা তের আনা

-

২৮৩ টাকা পাঁচ আনা

৪০ টাকা

——

২৪৩ টাকা পাঁচ আনা

(প্রেসের জ্ঞানবাবু—রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্মচারী নৃপেন—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু নৃত্যকলাবিদ ফুটবিহারী—ষ্টার থিয়েটারের ভৃত্য কৈলাস—ষ্টার থিয়েটারের কর্মচারী। মণিবাবু—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নগেনবাবু—জনৈক পারিবারিক বন্ধু।)

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা

১। নাট্য মন্দিরের "অমর সংখ্যা" (৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১৩২২ মাঘ)

ক) অমরেন্দ্রনাথ — পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ) অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — সাপ্তাহিক বসুমতী।

গ) শোকোচ্ছ্বাস (কবিতা) — রবীন্দ্রনাথ রায়।

ঘ) অমরেন্দ্রনাথের নাট্য সাধনা।

ঙ) শোকোচ্ছ্বাস (কবিতা) — প্রমথনাথ সেনগুপ্ত।

চ) অমরেন্দ্র লোকান্তর — সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী।

ছ অমরেন্দ্রনাথ - জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জ) নাট্যকারের তিরোধান — সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ঝ অমরেন্দ্রনাথের মুক্তি — মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঞ) অমর বিয়োগে (কবিতা) দেবকণ্ঠ বাগচী।

ত) অমরেন্দ্রনাথ — বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

থ অমরেন্দ্রনাথের নাট্যজীবন — যতীন্দ্রনাথ সরকার।

দ) সহপাঠী অমরেন্দ্রনাথ — রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধ) নাট্যসুন্দরী — কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

ন) নাট্যানন্দের পত্র নাট্যানন্দ শর্ম্মা।

২। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (৫২শ ভাগ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা)

৩ ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথ — হারাণচন্দ্র রক্ষিত। (রঙ্গভূমি পত্রিকা। ১৩০৭, ১৫ই মাঘ)

৪ নাট্য জগতে অমরেন্দ্রনাথ — বঙ্গবাসী পত্রিকা (৯ই ভাদ্র, ১৩১৩)

৫ নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ - রবীন্দ্রনাথ দত্ত (রূপমঞ্চ ২৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭০, নভেম্বর ১৯৬৩)

৬ নটকেশরী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — সুরজিত শর্ম্মা। (গল্পভারতী, বঙ্গরঙ্গ-

মঞ্চ শতবর্ষ সংখ্যা ।

৭ নূতন পথের দিশারী অমরেন্দ্রনাথ — প্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায় । (আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৬০)

৮ "বিগতকালের কথা" — শীর্ষক নিবন্ধে অমর দত্ত সম্পর্কে—হীরেণ বন্দোপাধ্যায় । (নিশশঙ্ক / ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা)

৯ ইন্দ্রমিত্রের প্রবন্ধ । ' আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৬ শে জুন ১৯৬০)

১০ "শতবর্ষে স্মরণীয়" শীর্ষক নিবন্ধে অমর দত্ত সম্পর্কে কালীশ মুখোপাধ্যায় । (অমৃত :— ২৪ । ১ । ৭৫ ॥ ৩১ ১ । ৭৫ ॥ ১৪ । ২ । ৭৫ ২১ । ২ । ৭৫ ॥ ১৪ । ৩ । ৭৫ ॥ ২৮ ৩ । ৭৫)

১১। দৈনিক বসুমতী (রবিবাসরীয়)

"রঙ্গমঞ্চ—ও দেশে এবং এ দেশে" শীর্ষক নিবন্ধে – অমর দত্ত সম্পর্কে অশোক সেন

৭ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ (২৩ শে জুলাই, ১৯৭২

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭৯ (৩০ শে জুলাই, ১৯৭২ !

২১ শে শ্রাবণ, ১৩৭৯ (৬ই আগষ্ট, ১৯৭২)

২৮ শে শ্রাবণ, ১৩৭৯ (১৩ই আগষ্ট. ১৯৭২)

৩ রা ভাদ্র. ১৩৭৯ (২০ আগষ্ট, ১৯৭২)

১২। নাট্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — দীপক গোস্বামী । (চতুষ্কোণ, ১৪ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮১)

১৩। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত — সুদাম রায় (শারদীয় 'অভিনয়', ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা)

১৪। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : স্মৃতি চারণ – গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ । (রঙ্গমঞ্চ, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)

১৫। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবনী (The world of Twilight) গ্রন্থে অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা বাংলা অনুবাদ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত । (আশ্বিন-পৌষ / ১৩৬৭)

১৬ একটি স্মরণীয় কাহিনীর বরণীয় নায়ক অমরেন্দ্রনাথ — দেবনারায়ণ গুপ্ত ।

১৭। অমরেন্দ্রনাথ – বৈকুণ্ঠনাথ বসু । নাট্যমন্দির ১৩২৩ ।

১৮ রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ – ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । (পুনর্মুদ্রণ) (পুরাতনী সংখ্যা) বহুরূপী—মার্চ ১৯৭৪ ।

১৯। 'নাট্যালোকের পুরোন পাতা' শীর্ষক নিবন্ধে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। দিলীপ

মৌলিক। (অমৃত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা ২৭শে শ্রাবণ ১৩৭৩, ১২। ৮। ৬৬)

২০। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড (১৯। ১২। ৭১) অধ্যক্ষ সুশীল মুখোপাধ্যায় 'The Bengali Stage, the story of a Pioneer'

২১। ডি. ফিল উপাধির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে গবেষণা সম্প্রতি সমাধা করেছেন শ্রীমতী চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়।

২২। অনুরূপ উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও একজন গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

১৯৭৬-এ অমরেন্দ্র জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আনন্দবাজার, থিয়েটার বুলেটিন সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও স্মরণীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

॥ অমরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে গ্রন্থ ॥

১ রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত (লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮)

২। অমরেন্দ্রনাথ—পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। (শিশির পাবলিশিং হাউস। ১লা মাঘ, ১৩২৬।)

৩। অমর স্মৃতি (কবিতা আকারে)—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। (থিয়েটার বুক ষ্টল)

অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত / প্রযোজিত নাটক ও তার নাট্যকার (২)

[এই সংখ্যার ১৬৩১ পাতার শেষাংশ]

রামনারায়ণ তর্করত্ন - [চক্ষুদান, উভয় সঙ্কট]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ - [বৃষকেতু; পারিসানা, অভিশাপ প্রহ্লাদ-চরিত্র]

বৈকুণ্ঠনাথ বসু - [ঘোরবিকার]

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—[নন্দ বিদায়, জন্মাষ্টমী (?)]

মনোমোহন রায় - [রিজিয়া]

দীনবন্ধু মিত্র - [জেনানা যুদ্ধ]

মনোজমোহন বসু—[রূপকথা]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—[বিরহ]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—[মিনি পয়সায় ভোজ]
নরেন্দ্রনাথ সরকার—[প্রাণের হাসি]
অমৃতলাল বসু—[চাটুজ্যে বাড়ুজ্যে]
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় —[মায়াপুরী, বেলোয়ারী]
নতুন দাদা (?) [হিতে বিপরীত]

সেকালীন সমালোচকদের কলমে অমরেন্দ্রনাথ

সংকলন : সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়

'We must confess that Babu Amarendranath Dutta, rightly called by the theatre going public, the Garrick of the Bengali Stage, absolutely surpassed himself in it The story is chiefly borrowed from Hamlet and Babu Amarendra Nath has to play the part of the hero It is an extremely difficult part, and there are not many actors in England who are up to playing it , and yet he manages it so well as to compare favourably with some of the best actors in England * * Furthermore, Babu Amarendra Nath has contributed very largely within recent years towords the improvement and regeneration of Bengali Stage. He spends and that usefully, great sums of money on scenes, and dresses, and he has done it so far so well as would almost induce one to think when looking at them, that he is in one of the tip top English Theatres This, of course, is what people naturally expect from a man of his position, education and talents'.—বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অমরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ অসাধারণ উক্তিটি করেছেন ইণ্ডিয়ান মিরার (২২শে মে, ১৯০০) 'হরিরাজ' নাটকে তাঁর হরিরাজে'র ভূমিকায় অভিনয় দেখে। কিন্তু এ-নাটক অভিনয় করার আগে তিনি অনেক নাটক রচনা, প্রযোজনাও করেছেন ; যার মধ্যে দিয়ে তিনি লাভ করেছেন সার্থক শিল্পী ও সফল নাট্যকার-প্রযোজকের

স্বীকৃতি। এর প্রমাণ স্বরূপ তৎকালীন পত্র পত্রিকা-পুস্তকের পৃষ্ঠা থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিগুলির উল্লেখ করছি।

অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ ॥

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "অমরেন্দ্রনাথ ভুঁইফোড় অভিনেতা হন নাই! অমরেন্দ্রনাথ canvass করিয়া দর্শক বসাইয়া, করতালির জোরে বড় Actor নাম লাভ করিবার চেষ্টা করেন নাই। অমরেন্দ্রনাথ অভিনেতা হইবার জন্য রীতিমত সাধনা করিয়াছিলেন। তবে নাট্যজগতে অত উচ্চ আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন"। 'আলিবাবা' নাটকে 'হুসেনে'র ভূমিকায় অভিনয় সম্পর্কে 'শিশির পাবলিশিং হাউস'-প্রকাশিত 'অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন উল্লেখ করছি: "আলিবাবা অভিনয় আজি পর্যন্ত সমস্ত থিয়েটারেই হইয়াছে। বহু অভিনেতা পুনরায় এই হুসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের মত তেমনটী কাহারও হয় নাই। যাঁহারা অমরেন্দ্রনাথের হুসেনের ভূমিকার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে ও সাত্ত্বিকতায় এক অদ্ভুত অভিনব অননুকরণীয় ভাব উদ্ভাসিত"

স্বরচিত গীতিনাট্য 'নির্মলা'য় 'কিশোরে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে 'Power and Guardian' সংবাদপত্র লিখেছিলেন: "Babu Amarandra Nath Dutta, the author played the role of "Kishore" admirably well. His natural grace and elegance as an actor endeared for the time being to all present".

গিরিশচন্দ্রের 'দেলদার' নাটকে 'গহনে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান মিরার (১৪ই জুন, ১৮৯৯) লেখেন: "And to crown all, the manager himself interpreted the congenial character of Gahan (hero number two) a character, which it must be said is far below his intellectual level".

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলে'র স্বকৃত নাট্যরূপ 'ভ্রমর' নাটকে 'গোবিন্দলালে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯) লেখেন: "The representation however is a substantial dramatic feast The interpreter of Gobindalal is the very embodiment of love, passion and distracting remorse He

casts conventionalism to the winds, and throws himself heart and soul into situations in which the tent places him. The various phases of the character are well differentiated and his impassioned utterances plunge the house into a whirlpool of excitement".

গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে 'ভীমে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১০ই এপ্রিল ১৯০০) লেখেন : 'The Bhima of the play is utterly unlike the Bhima of tradition. He is not a figure of Brobdignarian proportions, and does not make a reckless expenditure of lung power. Calm, yet firm, devoted to Krishna, and yet dutiful towards Dandi, who sought his protection, stands Bhima, the centre of interest and the admiration of friend and foe alike. The role is in the hands of the talented manager, who is gifted with what Massinger ascribes to the Roman actor Paris, "a tuneable tongue and neat delivery'. The representation of the character is in the forefront of Babu A. N. Dutta's many admirable impersonations'.

অমৃতলাল বসুর 'সরলা' নাটকে 'বিধুভূষণে'র চরিত্রে তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাপ্তাহিক অনুসন্ধানে (২৯শে কর্ত্তিক, ১৩০৭) লিখেছিলেন : "আমাদের বিশ্বাস ছিল অভিনয় ব্যাপারে প্রথমে যেরূপ ভাব প্রদর্শিত হয়, অনুকরণে তাহার আর উৎকর্ষতা সাধন হয় না। ক্লাসিকে সরলার অভিনয় দর্শনে, আমাদের সে ভ্রম দূর হইয়াছে। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে, আমরা বিধুভূষণের অভিনয় দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। বিধুভূষণ সাজিয়াছিলেন, ক্লাসিকের অমর অভিনেতা অমরেন্দ্র। এরূপ গার্হস্থ্য নাটকের অভিনয়ে অমরেন্দ্রবাবু যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা তুলনার যোগ্য নহে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র গিরিশচন্দ্রকৃত নাট্যরূপে 'নবকুমারে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান্ মিরার বলেন : "The hero is played by the manager himself who by no means stains the credit

he has already established as a popular interpreter of emotional roles."

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (৭ই ডিসেম্বর ১৯০১) বলেছিলেন : "The part of Jogesh, which was enacted by the energetic manager, Babu A. N. Dutt, was so beautifully played that every time he made his appearance on the stage, tears were seen flowing abundantly from the eyes of the audience. Babu A. N. Dutt, as Jogesh, we may freely admit, excels others who personated this part before".

প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভোমারি' নাটকে 'আমীরুদ্দিনে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান্ মিরার (১০ই ডিসেম্বর, ১৯০১) বলেন : "As Amiruddin, the manager makes the most of a part, in which there is not much. It strikes one that he has chosen a role much below his gifts and it is only in the ordeal scene that he finds a suitable field for the display of the stuff that is in him".

মনোমোহন গোস্বামী 'রোসিনারা'র স্ব-কৃত পরিমার্জিত নাটক 'শিবাজী'তে নামভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান্ মিরার (৯ই এপ্রিল, ১৯০২) বলেন : "The duty of rendering Sivaji devolves on the manager, who takes a firm hold on the character and plays it vigorously, yet discreetly and well succeeds in bringing out the fiery energy and the loving heart which make the dominant features of that patriot's nature." স্ব-রচিত 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে নামভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান মিরার (১৬ ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৩) লিখেছিলেন : " And the manager who essays the role has made the character a study in human passion as well. In modulation of tone and variety of facial expression, the impersonation is a characteristic achievement and of the intellectual best yet attempted by him." স্বরচিত 'ফটিকজল' নাটকে 'প্রভাতে'র

ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১৮ই এপ্রিল, ১৯০২) লেখেন : "The audience will have noted with pleasure that the manager is qualifying himself for an opera hero, for, in the play, he sings two solos in faultless tune and time." ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রঘুবীর' নাটকে নামভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান্ মিরার (১৫ই নভেম্বর, ১৯০৩) লিখেছিলেন : "Babu A. N. Datt, who undertakes the hero's role, lives it with every fibre of his being. He does not spare his brains nor his lung either. In the softer moments however he is as cool as ice itself In the struggle between the Brahmin and the Bhil in the character, the player show himself in one of his most brilliant moods If it has often been courtesy to say that he shared the honour of the ev ning, this time it is a compliment, unadulterated by flattery" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বংকিঙ্কং' নাটকে সুকুমারের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু বলেছেন : The character of Sukumar as performed by Mr A. N. Datt is quite a new creation in parody playing "

অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' নাটকে 'মোহিতে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২১ ৮। ১২) লেখেন : "Babu Amarendranath Dutt appeared in the role of 'Mohit' and acquitted his part most creditably and elicited the loudest applause from the audience"

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাইন অফ দ ক্রস' 'মার্কাসে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলেন : "Mr Dutt as Marcus Superbus has one of the best parts yet assigned to him. His conception of the part of the Prefect of Rome is traditionally correct and he carries it out with dignity. Every dramatic situation in the meeting of Mercia and Marcus Superbus is brought home to the audience with telling effect, and the final scene, in which the doomed Christians pass from the

dungeon to the amphitheatre, has been given with much dramatic power".

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগরে' শাইলকে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৫) বলেন: "Babu Amarendra Nath Dutt took up the difficult role of Shylock, the Jew, and his dress postures and actings were true to the histrionic art practised by the most consummate of European actors. Those who could not yet avail themselves of the chance of witnessing the play on an European stage may well be satisfied with the role of Babu Amarendra as approaching the best of actors assuming the character".

প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথ ॥

শুধুমাত্র অভিনেতা হিসেবেই নয়, প্রযোজক হিসেবেও তিনি যে মৌলিকতা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন এবং বস্তুতপক্ষে তিনি যে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সংস্কারক ছিলেন তার প্রমাণও ছড়িয়ে আছে সেকালীন পত্র-পত্রিকা পুস্তকের কোণে কোণে

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে লিখেছেন: 'ষ্টারের সব দিকেই ধরা বাঁধা নিয়ম দর্শকগণকেও আসিতে হইত যেন ভয়ে ভয়ে—বহুদিনের প্রতিষ্ঠার উত্তাপে ষ্টারের ব্যবহার মাঝে মাঝে দর্শকবৃন্দকে একটু বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতে হইত। অকুতোসাহস অমরেন্দ্রনাথ এই নিয়ম ও নীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিলেন...থিয়েটার যেন ব্যুরোক্রেসীর রাজত্ব ছিল, অমরবাবু থিয়েটারকে ডেমোক্রাট করিয়া তুলিলেন। ...অমরবাবু এইরূপ উচ্চহারে বেতন তো বাড়াইলেনই, সঙ্গে সঙ্গে বোনাস বেনিফিটের প্রচলন করিলেন; হ্যাণ্ডবিল প্লাকার্ডের চেহারাও ফিরল ...তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; অসাধারণ অধ্যবসায়, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা এবং দুর্জ্জয় সাহস—উন্নতি করিবার এই সকল সদ্‌গুণ, তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি থিয়েটার করিতে নামিয়া পুরাতন প্রচলিত পন্থার অনুসরণ সর্ব্বথা করেন নাই; তখনকার থিয়েটারী ব্যবসার যে ধারা, তাহা তিনি বদলাইয়া দিয়াছিলেন। ...অভিনেতা অভিনেত্রীর বেতন বৃদ্ধি, গুণের আদর, রঙ্গমঞ্চে দর্শকের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিজ্ঞাপনে ও হাততালিতে নাম জাহিরের আড়ম্বর এ সবই অমরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি

'ইন্দিরা'র প্রযোজনা সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১২ অক্টোবর, ১৮৯৮) লেখেন : 'Songs, chiefly devotional ones are scattered up and down the piece. Those are composed by the dramatiser, and are such as any of the best Bengali song-composer of the day, might sing without the faintest blush. * * * Some of the scenes painted for the representation, are excellent productions of art Among these are the Chetla Bridge, and the drawing room in the last scene, the decorations of the latter being such as only the most refined taste is capable of suggesting."

'শ্রীকৃষ্ণ' নাট্যপ্রযোজনা 'সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯) লেখেন : "The dances are well arranged and they are better enjoyed, probably because they are few in number"

'ভ্রমর' প্রযোজনা সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯) লেখেন : "The rescue of Rohini, who drowns herself in the tank, is a realistic performance, in the truest sense of the word. In this the players mean to be serious and not to palm a make-believe on the spectators, and hence the thrill of emotion with which the spectacle is received."

'মজা' নাট্যপ্রযোজনা সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১৭ই জানুয়ারি, ১৯০০) লেখেন : "Of the local scenes exhibited, the view of the front of the Classic .Theatre and that of a portion of the Eden Gardens merit particular mention. The last scene presenting a number of girls singing, looks like some rich oriental dream, steeped in colours and crowded with exquisite figures of enchantment."

কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস, সমস্ত জজ, রেজিস্ট্রার, ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার ইত্যাদি রাজকর্মচারীগণের ক্লাসিকে আগমনের পর 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১০ই ডিসেম্বর, ১৯০১) লেখেন : "On his Lordship taking his seat in the royal box, Babu A. N. Duttt, the Manager of the

Theatre, read out an address of welcome in which passing allusion was made to the condition under which the Bengali Stage is now working. In replying His Lordship cordially thanked the Manager for the honour done him, and remarked that it was always his ambition to promote friendly intercourse between the Europeans and the Indians."

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ ষ্টান্লীকে ১লা আগস্ট, ১৯০১, তারিখে অভিনন্দন পত্রে অমরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "The native stage, though yet in its infancy, exerts an educative influence over native society udsurpassed by any other educatioal institutions of this country. To encourage the stage is to encourage healthy education and to develop the fine feelings of the human heart"

'রঙ্গালয়' পত্রিকায় এই উৎসব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : "থিয়েটারে রাজা ইংরেজ কোন উৎসাহই প্রদর্শন করেন নাই। কারণ পাদ্রীরা বলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম মহাশয়রাও সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া থাকেন যে, থিয়েটারের অভিনেত্রীসকল বেশ্যা ; সুতরাং থিয়েটার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ·· এই নিষেধের মূল্য কিছুই নাই, কেবল শ্রেণীবিশেষের খেয়ালের পুষ্টি করা মাত্র। থিয়েটারে বেশ্যা না হইলে চলে না হয় থিয়েটার বন্ধ করিতে হয়, নয় বালকের সাহায্যে স্ত্রী অংশ অভিনয় করাইতে হয়।...সুতরাং থিয়েটারী ব্যবসায় চালাইতে হইলে বেশ্যার সাহায্য অনিবার্য এমন অবস্থায় বেশ্যা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করাও মূর্খতার পরিচায়ক। থিয়েটারের অভিনেত্রীর বার্দ্ধক্যেও দারিদ্র্যের ভয় নাই।"

'দুটী প্রাণ' প্রযোজনা সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (৭ই জুন ১৯০০) লেখেন : "It has in it everything which admirers of plays of this description would insist upon having. Pretty music, prettier dance, and most brilliant scenery greet the ears and eyes of the playgoers at every turn."

'সীতারাম'-এর প্রযোজনা সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (১৯শে জুলাই, ১৯০০) লেখেন : "Conscientionsness and earnestness mark the

prominent players and small wonder that their efforts meet with due recongnition at the hands of those to whom they appeal. The dressing and mounting need no separate comm-ent as the enterprise of the management in this connection is so well known "

'সোনার স্বপন' ও থিয়েটারের প্রযোজনা সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯০০) মন্তব্য : "The pantomime commenced with an amusing antique dance in the old kabi style, which was much enjoyed. There are brillint touches of wit and humour scattered all over the play "

'গুপ্তকথা'র অভিনয় প্রসঙ্গে 'ENGLISHMAN' পত্রিকার (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১) মতামত : "The songs, dances, costumes and scenes are admirable "

এই প্রযোজনা সম্বন্ধে হিন্দু পেট্রিয়ট, ' ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১) লিখেছেন : The songs and dances are quite original and interesting. The police compound where a big dog-cart and a pretty water house appear on the stage and the scene of Lal Bazar are among others to be mentioned. The fairy place is the grandest of all."

ঐ নাট্যপ্রযোজনা সম্বন্ধে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১) লেখেন : The songs are after the model of Moliere and the dances were exquisitely lovely and original The costumes and secneries were rich and appropriate "

'ভক্ত বিটলে' নাট্যপ্রযোজনা সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১৮ই অক্টোবর, ১৯০২) লেখেন : "The character songs which are sandwiched between the scenes afford undoubted delight to those who affect a play of this description'. 'প্রতাপাদিত্য' নাটক সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৩) লেখেন : "The change of dress on the hero's part is unusually frequent for the Bengali stage and indicates the Manager's wish to make it a study in colour".

নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ ॥

পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলেছেন : "অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চরং ও নাট্য-রঙ্গগুলিতে লোকের চোখের ঠুলি খুলিয়া মানবচরিত্রের নারকীয় লীলাগুলি সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সহৃদয় সাহিত্যসেবীগণ তাঁহার অভিনয়ের তাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ে লোকে ঠিক নিজের ভিতরের পুণ্য ও পাপগুলি চাক্ষুষ দেখিতে পাইত বলিয়াই তাঁহার সময় হইতে থিয়েটারে অভিনয় দর্শকের সংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল।"

অমরেন্দ্রনাথের 'কাজের খতম' নাটক প্রসঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়টের (১৫ই ডিসেম্বর ১৮৯৯) মন্তব্য : "We would finish by simply remarking that the talented author has incessantly whipped the so-called "Reformers", which they very rightly deserve."

তাঁর রচিত 'মজা' সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র (১৭ই জানুয়ারি,১৯০০) মন্তব্য : "In connection with the representation of "Maja" on the boards of the Classic theatre, Babu Amarendra Nath Dutta is to be congratualated no less as author than as manager and player. For a production intended for the "season" the highest praise that can be accorded to the piece is that it has a plot ;– a plot which admits of the introduction of some new characters on the stage, such as kitchen-boys, tailor-women and a fortune teller and his wife, and through these, of some novel and characteristic dances" বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারামে'র নাট্যরূপ প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১৯শে জুলাই, ১৯০০) লেখেন : "Sitaram, as is already mentioned, is in the hands of the dramatiser, who rings over the whole gamut of feeling with exceptional skill." 'চাবুক' নাটক প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র (১১ই জানুয়ারি, ১৯০১) মন্তব্য : 'As to the literary portion of the piece, the author has attempted to make the play more intellectual than any he has written in a similiar direction."

'গুপ্ত কথা' নাটক প্রসঙ্গে ENGLISHMAN পত্রিকা (৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১)

লেখেন : "The satire "Gupta Katha" attracts crowded audience to the Classic Theatre. The piece deals with many social evils and is smartly written." ঐ নাটক প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ও (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১) বলেন : "The piece is very smartly written and is full of mirth and wit."

অমরেন্দ্র নাথের 'আহামরি' সম্বন্ধে ২৪শে জুনের (১৯১২) অভিনয়ের পর 'নাট্যমন্দির' লিখেছিলেন : "আহামরি নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে 'আহামরি' প্রচার বন্ধ করিবার ঘোষণা করিয়াছেন প্রকাশ,—'আহামরি' নাকি কোন কোন বকধার্ম্মিকের মানে খোঁচা দিয়াছিল,—তাই তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, 'আহামরি' বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের ক্ষত মানের গোড়ায় ছাই চাপা দিয়াছেন"

[সংকলন-সূত্র : রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ]

এ-কালের ক'জন 'নাট্য ঐতিহাসিক'-এর দৃষ্টিতে অমরেন্দ্রনাথ

অজিত দত্ত (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কবি) তাঁর বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস 'গ্রন্থে' (প্রকাশকাল ১৯৬০) লিখেছেন :— (পৃঃ ১৬৫) "যদিও বয়সে অনেক ছোট, তবু অমরেন্দ্রনাথ দত্তও এ যুগের প্রহসন রচয়িতা ও নাট্যকারদের মধ্যে গণনীয়। ইনি এক উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ (? ধীরেন্দ্রনাথ) এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তবু, অল্প বয়সেই ইনি কুসংসর্গে পড়েছিলেন এবং লেখাপড়াও ভালো করে শেখেননি। একে কুসংসর্গ এবং কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য এঁর মেজদা হীরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম এঁকে নানারূপে শাসন করতেন, কিন্তু পরে অমরেন্দ্রনাথের প্রতি পিতার প্রশ্রয়ের ফলে কনিষ্ঠকে সংশোধন করার সকল চেষ্টা থেকে তিনি বিরত হন। থিয়েটারী জগৎ অমরেন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিল, এবং বলতে গেলে কৈশোরেই তিনি থিয়েটারী জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।

রঙ্গমঞ্চের জগতে নট ও নাট্যকাররূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে অমরেন্দ্রনাথ নিজেই রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষরূপে দেখা দিলেন,

যেমন সাহিত্যযশঃপ্রার্থী সাহিত্যিকরূপে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নিজেই পত্রিকা বার করে সম্পাদকরূপে দেখা দেন। ইনি প্রথম করিন্থিয়ান (? মিনার্ভা) রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে 'পলাশীর যুদ্ধ' মঞ্চস্থ করেন এবং তাতে সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা নিয়ে তাতে ক্লাসিক থিয়েটার নাম দিয়ে নিয়মিত নাট্যাভিনয় আরম্ভ করেন।

প্রথম দিকে অমরেন্দ্রনাথ শুধু প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলি অভিনয় করতেন। অভিনেতা রূপে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি নাটক-প্রহসন রচনায় হাত দেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে অধিকাংশই রঙ্গনাট্য-নকশা-পঞ্চরং প্রভৃতি, অর্থাৎ প্রহসন জাতীয়।

নাট্যরচনায় অমরেন্দ্রনাথের কিছুমাত্র প্রতিভা ছিল বলে মনে হয় না। আর, তাঁর রঙ্গনাট্য বা নক্শা-পঞ্চরং-এ তিনি যা পরিবেশন করেছেন, তাকে হাস্যরস বলে কল্পনা করাই শক্ত। শিক্ষা ও শিক্ষিতের প্রতি বিদ্বেষ অমরেন্দ্রনাথের রচনায় অতি প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও দুঃখের বিষয় এই যে, উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সন্তান হয়েও শিক্ষিতদের সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট ও বিকৃত ধারণারই তিনি পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'মজা' নামক 'সামাজিক নকশা' থেকে একটু পরিচয় দিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন, অমরেন্দ্রনাথের রচনায় কী জাতীয় রুচি ও মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। এই নক্শার প্রস্তাবনায় নটীগণের এই গীতটি আছে।

> "সাঁচ্চা বুলি, আমরা ব'লে ভয় করিনা ভাই।
> ব'লবো দুটো, নয়কো ঝুটো, রাগ করোনা ভাই ॥
> কুলের বধূ ঘরের কোণে বসে থাকে ঘোমটা টেনে,
> ছাড়িয়ে শাড়ী চড়াও গাড়ী, লজ্জা সরম নাই;
> পার্ক যাওয়া, খাওয়াও হাওয়া, বলবো কি আর কাই কাই ॥"

কী ভাব! কী রচনা! কী কবিত্ব! কী রুচি! কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়া যেমন, অমরেন্দ্র দত্তের পদ্যরচনাও সেরূপ। এই প্রহসনের নায়িকা বড়লোকের একমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্তা মেয়ে 'ফুলকুমারী'র বয়স উনিশ বছর। সে কথায় কথায় ইংরেজী বুকনি ঝাড়ে এবং বাবা-মাকে পাপ্পা-মাম্মা বলে সম্বোধন করে। এদিকে আবার সে অনবরত পয়ার ছন্দে পদ্য আওড়ায়, সে সব পদ্যের বক্তব্য ও রুচি অত্যন্ত সেকেলে ও গ্রাম্য। ফুলকুমারীর আওড়ানো এরূপ একটি পদ্য উদ্ধৃত করছি। এর থেকে শিক্ষিত মেয়েদের সম্বন্ধে অমরেন্দ্র দত্তের

কিরূপ ধারণা ও কি জাতীয় মনোভাব ছিল, তার একটু পরিচয় পাওয়া যাবে।

"চ'ড়ব গাড়ী, চ'ড়ব হুইল' খেলব সখের টেনিস
দেখব যেমন, শিখব তেমন, তবে "কেবিয়ার ফিনিস"
রেসে যাব, ডিনার খাব, পেলিটি হোটেলে
ঘরে বসে রাইস ডালে আর কি মন ভোলে॥
পাপ্পা মামা দু'জন মিলে উড়ালে নিশান।
পেয়েছি নূতন পথ ইম্যানসিপেসান॥
ক্রিলান্ড শিখতে যাব ইডেন গার্ডেনে
জুলিয়েট সম প্রেম রোমিওর সনে॥"

ফুলকুমারীর আর একটি গান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এই নট ও নাট্যকারের 'প্রহসন'-এর মধ্যেয় কদর্য রচনাগুলির আলোচনা শেষ করতে পারি।

"সামলে চলা যায় কি পাপ্পা, পেয়েছি এডুকেসন
প্রাণের ভিতর ভাবের লহর যেন পাঁচ ফাঁকক ফ্যাসান॥
ক্রিলান্ড-এ চাই ট্রাজিডি,
অ্যান্ড ভয়েল অ্যান্ড কমিডি,
ক্যাপিটাল লেডী বলবে তবে, হবে কেমন নিউ ফ্যাসান॥"

এই প্রহসনে নিতাই নামে একটি চরিত্র এক রসিকতা শুনে বিদ্রূপ ক'রে বলেছে, "আহা! যেন গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা, কি মধুর" সমস্ত প্রহসনখানির মধ্যে ওই একটি মাত্র ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে একমত হয়ে আমরা এর তারিফ্ ক'রতে পারি।"

* * *

ক্লাসিক থিয়েটারের কর্ণধার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) শুধু অভিনয় করাবার জন্যই কিছু রঙ্গ-কৌতুক নাট্য, গীতিনাট্য এবং Hamlet-এর অনুসরণে 'হরিরাজ' রচনা করে কিছুকাল রঙ্গমঞ্চের ক্ষুধা মিটিয়েছিলেন। কিন্তু এগুলি সবই তাঁর রচনা কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

[বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (১৯৬৮) দ্বিতীয় সংস্করণ :
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

* * *

'প্রথম মহাযুদ্ধ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই শিশির-অহীন্দ্র যুগ স্থায়ী হইয়াছিল এবং এই সময়ে (?) সাধারণ নাট্যশালার জন্য প্রথম দিকে দ্বিজেন্দ্রলাল,

ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমরেন্দ্রনাথ, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, এবং শেষ দিকে ইহাদের নাট্যধারা কিছুটা অনুসরণ করিয়া এবং নব যুগের চিন্তাধারা ও মঞ্চরীতির সঙ্গে যোগ রাখিয়া নতুন নাট্যকারদের আবির্ভাব হইল।

[অজিতকুমার ঘোষ। বাংলা নাটকের ইতিহাস। (৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৬']

* * *

'বিবিধ নাট্যকার' (১৮৭৬-১৯০০) শিরোনামে গ্রন্থকারের বক্তব্য: এই যুগের অন্যান্য নাট্যকারের মত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নাট্যরচনায় গিরিশচন্দ্রের দ্বারা যাহারা সর্বতোভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অতুলকৃষ্ণ মিত্র বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নামই উল্লেখযোগ্য। ...অমরেন্দ্রনাথের নাট্যরচনা বিংশতি শতব্দীর প্রায় দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলা নাট্য সাহিত্যের মধ্যযুগের ধারাই তাহারা অনুসরণ করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের মত নূতন যুগ প্রবিষ্ট হইয়া নূতন রসচৈতন্য লাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য ইহারা সকলেই বাংলা নাট্য সাহিত্যের মধ্যযুগেরই প্রতিনিধি। ..'

'অমরেন্দ্রনাথ দত্ত...প্রধানতঃ উনবিংশ শতাব্দীর হাস্যরসাত্মক নাট্যরচনার ধারাটিই অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহার পৌরাণিক ধারাটির সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। অমরেন্দ্রনাথও উনবিংশ শতব্দীর অন্যান্য নাট্যকারের মতই ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রঙ্গমঞ্চের দাবী হইতেই তাঁহার নাটক রচনার প্রেরণা আসিয়াছিল; সেই জন্য তাঁহার রচনায় বিষয়গত বৈচিত্র্য ও সংখ্যাগত বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু অন্তর্নিহিত গুণের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাদিগকে নিতান্তই নগণ্য মনে হইবে।

বড়দিন উপলক্ষে সেকালের কলিকাতার ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র যে পঞ্চরং বা পাঁচমিশালী তামাসা পরিবেশন করিবার ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন অমরেন্দ্রনাথের রচনা অধিকাংশই সেই শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ তদানীন্তন কলিকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজকে ব্যঙ্গ করা একটি সাধারণ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার হাস্যরসাত্মক রচনায় এই গতানুগতিক বিষয়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। সে যুগের কলিকাতার সমাজের কতকগুলি ভণ্ড চরিত্র অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার 'কাজের খতম' পঞ্চরং রচনা করেন। তাঁহার 'মজা' নামক অনুরূপ

রচনাটির মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী আছে, ইহার ঘটনা সংস্থাপনায় নাট্যকার কৌতুকরস সৃষ্টি করিতে কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। নব স্বাধীনতালব্ধ স্ত্রী সমাজের স্বাধীন প্রেমই ইহার ব্যঙ্গের বিষয়। প্রতিযোগী এক রঙ্গমঞ্চ ব্যবসায়ীকে উপহাস করিয়া অমরেন্দ্রনাথের 'থিয়েটার' নামক একখানি ব্যঙ্গাত্মক রচিত হয়। উদ্দেশ্য প্রচার ব্যতীত ইহা দ্বারা আর কোনও লক্ষ্য সাধিত হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহগ্রস্ত তদানীন্তন কলিকাতার সমাজকে আঘাত করিয়া তিনি 'চাবুক' নামক একটি ব্যঙ্গনাট্য রচনা করেন। ইহার আঘাত যেমন ক্ষিপ্র জ্বালাও তেমনই তীব্র। ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি 'গুপ্তকথা' নামকও একখানি ব্যঙ্গরচনা প্রকাশ করেন—ব্যক্তিগত বিদ্বেষোদ্গার ব্যতীত ইহার আর কোনও মূল্য প্রকাশ পায় নাই। 'ঘুঘু' ইহার অনুরূপ রচনা। একটি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'কেয়া মজ্জাদার' প্রহসনখানি রচনা করেন ইহার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট কাহিনী থাকিলেও সংগীতে ও কবিতায় ইহার বাঁধুনী শিথিল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'প্রেমের জেপলিন' নামক রচনাটির মধ্যে যে কাহিনীটি আছে তাহা বরং ইহা হইতে অধিক সুসংবদ্ধ —ইহাকে তিনি একটি প্রহসনের রূপদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতুলকৃষ্ণ 'লাট গৌরাঙ্গ' 'হলো কি' 'কিস্‌মিস্' ইত্যাদি আরো কয়েকখানি হাস্যরসাত্মক রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের কোন কোনটির মধ্যে কাহারও ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া বিদ্রূপ করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। যথার্থ নাট্যগুণ ইহাদের কাহারো মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

হাস্যরসাত্মক নাটকের পরই অমরেন্দ্রনাথের রোমান্টিক নাটকগুলির নাম উল্লেখ করিতে হয়। এ বিষয়ে 'নির্মলা' নামক রচনাটিই তাঁহার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। একটি কিম্বদন্তীমূলক কাহিনী ইহার ভিত্তি। সঙ্গীতের আধিক্যের জন্য নাট্যকার ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রণয় কাহিনীটিতে নাটক অপেক্ষা কাব্যেরই প্রাণ অধিকতর স্পন্দিত হইয়াছে। এক ক্ষত্রিয় সন্তান ও এক ভীল নারীর প্রেমের বৃত্তান্ত লইয়া অমরেন্দ্রনাথের 'ফটিকজল' নামক নাটকটি রচিত। ইহাও গীতি ভারাক্রান্ত রচনা। চরিত্র পরিকল্পনা ও ঘটনা সংস্থাপনায় নাট্যকারের ইহাতেও কোন কৌশল প্রকাশ পায় নাই। বিচিত্র লোমহর্ষক ঘটনা ও বহুল নৃত্যগীতের সমাবেশে অমরেন্দ্রনাথের 'দলিতা ফণিনী' নাটকটি রচিত। নারীচরিত্রের একটি নিগূঢ় দিক নাট্যকার ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সূক্ষ্ম অন্তর্বিশ্লেষণ শক্তির

অভাবে তাঁহার এই প্রয়াস সার্থক হইতে পারে নাই। অমরেন্দ্রনাথের আর তিনখানি রোমান্টিক নাটকের নাম 'আশা কুহকিনী' 'জীবনে মরণে' ও 'দুটি প্রাণ'। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত নাটকটি অমৃতলালের পরামর্শমত রচিত, দ্বিতীয় নাটকটি রবীন্দ্রনাথ রচিত গল্পগুচ্ছের 'দালিয়া' নামক ছোটগল্প ও শেষোক্ত নাটকখানি সুপরিচিত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহাদের কাহারো মধ্যে নাট্যকার কোনও মৌলিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্রের মতো অমরেন্দ্রনাথও নিতান্ত সমসাময়িক বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিয়া তাঁহার নিজস্ব পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের ভিতর পরিবেশন করিয়াছেন। কলিকাতার তদানীন্তন স্বদেশী ভাবাপন্ন দর্শকদিগের জন্য যেমন তিনি 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' বা 'Partition of Bengal' নাটক রচনা করিয়াছিলেন তেমনি রাজভক্ত দর্শকদিগের জন্য তিনি 'এস যুবরাজ' নামক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। উভয় নাটক একই বৎসর মাত্র চারি মাসের ব্যবধানে রচিত হয়। ইহাদের কাহারো মধ্যে নাট্যকারের নিজস্ব মনোভাব প্রকাশ পায় নাই, কেবলমাত্র দুই শ্রেণীর দর্শকের বিভিন্ন দুইটি মনোভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে।

[বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস। আশুতোষ ভট্টাচার্য]

* * *

"অভিনেতা তিনি কতোবড়ো ছিলেন আমি জানি না, কিন্তু থিয়েটারের ক্ষেত্রে কিছু অশালীন বিজ্ঞপ্তি আমদানি করে এই দত্ত মহাশয়টি খুব বিশিষ্ট হয়ে আছেন।"

—শম্ভু মিত্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের প্রধান। বেতার জগৎ, ২২শে মার্চ, ১৯৭৪।

[সংকলন: রঞ্জিত রায়। উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহৃত বন্ধনীবদ্ধ শব্দগুলি সংকলকের]

[এই সংখ্যার 'আমাদের কথা' দ্রষ্টব্য]

মানুষ ও শিল্পী অমরেন্দ্রনাথ / নির্মল সাহা

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে বেলফুলে ভূষিত বাঁধা দর্শকদের চুকচুক বিলাসিতার স্থলে নট-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন— সাধারণ মানুষের অবিরাম জোয়ার বইয়ে দিতে। এই জোয়ার ব্যতীত যে থিয়েটারের ক্লেদ-গ্লানির পরিবেশ কখনও

[illegible] হতো, যা তার চিত্ত-চৈতন্যের প্রসার ঘটাবার [illegible] করতে পারবে না বাংলার মঞ্চ! দেশবাসীকে তাই মঞ্চমুখী করার প্রয়াস-পথেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন যে, শুধু নাট্যকার বা অভিনেতার জোরেই নাট্যশিল্পের ষোলকলা পূর্ণ হবার নয়। বরং জোরদার অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গীত-নৃত্য-আলো-মঞ্চ-সাজ-সজ্জার শিল্পময় সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলে পাণ্ডুলিপির পাণ্ডুরতাও ঢেকে দেওয়া সম্ভব। প্রযোজনা ক্ষেত্রের এই সার্মগ্রিক উন্নয়ন-চেষ্টাকে 'টোটাল থিয়েটারে'র আগমনী গান বলা যেতে পারে নট নটী ও নাটক-কেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকা-প্রকাশ, বিজ্ঞাপনী অভিযান, নাটকের দর্শক তথা সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান প্রভৃতি কর্মকাণ্ড নিয়ে অমরেন্দ্রের টোটালিটি-চিন্তার অনন্ত পরিধি। সর্বোপরি মঞ্চ তথা কুশীলব কলাকুশলীদের আর্থিক-সামাজিক মর্যাদা-বৃদ্ধির আপ্রাণ প্রচেষ্টার সমান্তরালে তাঁদের সমাজ-সেবায় অনুপ্রাণিত করে তোলাও ছিলো শিল্পী অমরেন্দ্রের মনুষ্যত্ব বোধের অঙ্গ এমন নটের যাবতীয় স্মৃতি-সত্তা 'দেহপট সনে' হারিয়ে যেতে পারে কি? তবু এ-ও এক দুঃখজনক সত্য যে, ভ্রাতুষ্পুত্র হরীন্দ্রনাথ ওরফে রমাপতি দত্ত মহাশয়ের 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির বাইরে অমর-বিস্মৃতি তথা বিরূপ স্মৃতির আয়োজনটাই অড়ম্বর বেশী। বিরাট বপু নাট্য-ইতিহাস সমূহের বহুত্র এই সাহিত্যিক শিল্পী, এই বহুগুণান্বিত মানুষটি হয় অনুল্লেখিত, নয়তো অশালীনভাবে মসীলিপ্ত। কিন্তু কেনো? এই কেনো'র জবাব খুঁজে পেতেই আমাদের মানুষ অমরেন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে প্রবেশ করা চাই।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ শাসক এদেশে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন চাপিয়ে থিয়েটারের কণ্ঠরোধ করতে চাইলো এই বছরের ১লা এপ্রিলে যাঁর জন্ম, সেই অমরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক নাট্যপ্রীতির বিরুদ্ধেও একটা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের দৃঢ় মুষ্টি উদ্যত হয়েছিলো। তবু সমৃদ্ধ দত্ত-পরিবারের 'কালু' ডাক-নামের এই সন্তানটি ইংরেজের উৎসাহে গড়া স্কুলের নিষ্প্রাণ বিদ্যার বদলে জাতীয় থিয়েটারের সজীব শিক্ষার দিকেই ঝুঁকে পড়তে লাগলো। যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার শুধু দেখা-ই নয়, নানাভাবে নাটকের বই কিনে গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে পড়া-ও চলতে থাকলো। গড়ে উঠতে লাগলো একটা চোখ-কান খোলা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। নাটক দেখতে দেখতে —দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্যে — বালক অমরেন্দ্র রথী-মহারথী-দের নিষ্ক্রিয়তায় অতিষ্ঠ হয়ে, স্থান-কাল ভুলে, স্বাভাবিক সরলতা ও সততা নিয়ে

আপন পিতাকে উদ্দেশ করে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন : "বাবা, বাবা, ইহাঁকে রক্ষা করুন" কিন্তু পরিবারের কেউই যুগচেতনার গড্ডলিকা প্রবাহের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে অমরেন্দ্রনাথের থিয়েটার-মানসিকতার সদর্থকতা বিচার করবার মতো সযত্ন উদারতা দেখাতে পারেন নি উপরন্তু সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা-বশে পরিজনেরা পনেরো বছরের কিশোরের কাঁধে বিবাহের বোঝা চড়িয়ে তাঁকে সংসার-কোণে পঙ্গু করে রাখার সনাতনী চেষ্টা চালিয়েছিলেন। আর আজও হেমনলিনীর প্রতি প্রাথমিক অবহেলার কথা পেড়ে, অমরেন্দ্রের চরিত্রহীনতা প্রমাণে উদ্যোগী হই, অথচ পাপে জিভ খসে পড়ার ভয়ে, স্ত্রীর প্রতি শ্রীচৈতন্য বা বুদ্ধদেবের অবিচারের কথা মুখেও আনি না। ধর্মীয় অহিফেন প্রচারে দোষ দেখি না, থিয়েটার চর্চাকেই ভাবি পাপাচারিতা। কী আশ্চর্য! এ যুগের সংগ্রামী মানুষ অবশ্য মানে যে—'বুদ্ধং শরণং বা হরের্নামৈব কেবলমের তুলনায় থিয়েটার আজ অনেক বেশী বরণীয় সেদিন অবশ্য থিয়েটার was more sin'd against than sinning!

'নবজাগরণের ঐ উত্থপথে দেখি — দেশের পরাধীনতা ও দগদগে দরিদ্রতার সুযোগে বিদ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধনোপার্জনটা একটা মহৎ কর্মের নামাবলী পেয়ে আসছে। যথারীতি অমরেন্দ্রনাথকেও শেখাবার চেষ্টা হলো যে, সংসারে একমাত্র সংস্কার হচ্ছে অর্থোপার্জন। অমরেন্দ্র নিজেও প্রত্যক্ষ করলেন যে, 'জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী' প্রবচনটি কতো ঠুনকো প্রবঞ্চনাময়; আসলে অর্থোপার্জনের বলে পুরুষেরাই সমাজকে শাসন করে চলেছে খুসীমতো। পিতা হচ্ছেন স্বর্গস্বরূপ, তিনি জননী থেকে অনেক বেশী গরীয়ান্। কিন্তু অমরেন্দ্র-নাথের চেতনা বলতো —"বাপ মা সমান নটে ত।" 'পণ নেবোনা, পণ দেবোনা' ধ্বনির কারচুপিতে নারী পুরুষের এই অর্থোপার্জন-ভিত্তিক বৈষম্যটাকে ধুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা যখন আজও উদ্যত চারিদিকে তখন অমর চেতনায় বিস্মিত হতে হয় বৈ-কি!

আর্থিক বিষমতায় ঘেরা সমাজে 'মোসায়েব পরিবৃত' জ্যেষ্ঠভ্রাতার নির্দয়তা এবং পণ্ডিতপ্রবর মাতামহের বেদান্ত-বিদ্যামুখী স্বার্থপরতাও পিতৃহীন অমরেন্দ্রের কাছে নগ্ন হয়ে পড়লো, মায়ের এক নির্মম উক্তিতে! "সংসারে সকলে আপনার কাজ করে। উহাদের প্রতিকূলাচরণ করিলে তোমার হেনস্থার শেষ থাকিবে না।" অথচ স্বার্থপরতার গণ্ডী ভেঙে, পরের কাজে, দেশের কাজে উদ্যোগী হওয়াই ছিলো অমরেন্দ্রের সুপ্ত বাসনা। তাই আত্মীয়-পরিজন-পরিবার এবং

তাদের সমাজ-নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কেও অমরেন্দ্রের অশ্রদ্ধা জন্মে গেলো। "হ্যাঁ মা! সংসার কি তবে তোমাদের বশ?" বেদনা-মথিত কণ্ঠে এমনি এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে পৌরুষ-দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা করে বসলেন অমরেন্দ্র: "ভিক্ষায়ে জীবন-যাপন করিব...(তবু) পরের মুখাপেক্ষী হইয়া উন্নতির আকিঞ্চন করিব না"। তাঁর পরিবেশই তাঁকে এই ভাবে বিদ্রোহী করে তুললো। তাই তাঁর পরম শ্রদ্ধেয়া জননীর নির্দেশেরও প্রতিবাদ করে তিনি বলে উঠলেন: "কেন মা, যে যা করে, যে যা বলে, সব সহিব কেন?" এই বিদ্রোহী মানস অচিরেই পারিবারিক বন্ধন শিথিল করে দিয়ে থিয়েটারের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলা বা নৈতিক অধঃপাতের চড়াই-উৎরাইটার মধ্যে মানুষ অমরেন্দ্রনাথকে খুঁজতে চাওয়া, ঊর্মিমুখের ফেনার মাঝে মহাসাগরকে আবিষ্কার করার মতোই মূঢ় রক্ষণশীলতা হবে। মানুষ অমরেন্দ্রের মুখ্য স্বপ্ন থিয়েটার—তাই তাঁর নাট্যগোষ্ঠীর নাম হয়—ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব, মঞ্চের অভিধা হয় ক্লাসিক থিয়েটার। তাঁর উচ্চ শার কেন্দ্রে ভারতীয় জনমানসের সাংস্কৃতিক চৈতন্যের উজ্জীবন-উন্নয়ন। তাই দেশাত্মবোধী 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁর প্রথম প্রযোজনা। অভিনেত্রীবিশেষের রূপ-মোহটা নেহাতই গৌণ ও তাৎক্ষণিক। আলালের ঘরের দুলালের কিছু ম-কার প্রীতি সে-যুগের স্বাভাবিক অঘটনেরই দৃষ্টান্তবিশেষ। কিন্তু মনোভূমিতে মহৎ আদর্শের বীজ পড়েছিলো বলেই অমরেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে এক অকপট সৎসাহস যাকে লেখা প্রতিবাদপত্রে তাই তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন—"ওসব একটু দোষ, আজকাল নাই কার?" অন্যের দোষ দেখিয়ে আত্ম-দোষ স্খালনের প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু এই 'একটু দোষে'র পাশেপাশে অমরেন্দ্রের স্বীকারোক্তি সততার সঙ্গে যে অপরিসীম মানবিকতাটুকু ফুটে ওঠে তার প্রশংসা না-করে পারা যায় না। মঞ্চপ্রেমিকা বিনোদিনী থেকে শুরু করে বারাঙ্গণা প্রতারণার যখন ঘৃণ্য পাহাড় গড়ে উঠেছে বাংলার মঞ্চে মঞ্চে, তখন এক পতিতা উপসঙ্গী অভিনেত্রীর অসহায়তার ব্যথা নিয়ে নিজের পূজনীয়া জননীর উপরোধের জবাবে অমরেন্দ্র স্পষ্ট করে লিখে পাঠান: "এমন সময় যদি তাঁকে পথে দাঁড় করাই, ধর্ম সহিবে কি?...ধর্মের ভয়ে লোকে মন্দ প্রবৃত্তি ছাড়ে, কিন্তু এ মন্দ প্রবৃত্তি ছাড়িলে অধর্মের সঞ্চয় হইবে" জীবনবোধ ও ধর্মবোধের এমন মানবিক ব্যাখ্যার উৎসভূমি কখনও ছলনা কণ্টকিত হতে পারে কি? তাই 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী' বলে অমরেন্দ্রকে বিদ্রূপ করতে পারি না আমরা। তিনি যে

নিজেই অনুপম ধর্মের কাহিনী সৃষ্টি করেন—স্ত্রীর সেবা-উদারতা ও ক্ষমা-শীলতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে সাহিত্যের অমরতায় মুড়ে দিয়ে। বিচিত্র মানুষের মনের কাছাকাছি থেকে সমাজচরিত্র সম্পর্কে অমরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি খুলে গেছিলো। নাট্যচর্চা-সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তিনি বাগান-বাড়ীর বাগানের বাইরে এসে মাথা উচু করে দাঁড়াতে চাইলেন, ঘা-মারতে চাইলেন বিষম সমাজের বিষদাঁতে, মানুষের লোকশিক্ষার দায় কাঁধে নিয়ে। তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম সাহিত্য-পত্র পর্যন্ত মূলত রঙ্গালয়েরই মুখপত্র। লেখক-লেখিকাবৃন্দ যে রঙ্গালয়েরই নট-নটী ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ। তাঁদের দৃষ্টিকোণে দেখা সমাজ মুখেরই আভাষ এর পাতায় পাতায়। জনপ্রিয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পাদক হিসেবে নাট্যলোকের তদানীন্তন গুরু-ব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্রের নাম ব্যবহৃত বটে, কিন্তু সক্রিয় সম্পাদক হিসেবে সৌরভ'-শীর্ষক সম্পাদকীয়টি লেখেন অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। দৃঢ় প্রত্যয় আর জনমানসের প্রতি অনন্ত অন্তরঙ্গতা নিয়ে তিনি ঘোষণা করেন: "এ সংসার তোমার আমার সমান নয়। .. সংসারের স্বর্গীয় শোভা পিশাচের রাজ্য বলিয়া বোধ হইতেছে।... সৌরভে উচ্চনীচের সমান অধিকার। সৌরভ ক্ষমতা মানিবে না, পদমর্যাদা বুঝিবে না ..." এই বিদ্রোহী সমাজদ্রষ্টা অবশ্য 'উচ্চনীচের সমান অধিকার' অর্থে অধিকারহীন নিম্নশ্রেণীর জন্যেই উচ্চাসনের ব্যবস্থা করতে চাইলেন। পতিতা বলে যে বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, আজও সাহিত্যে উপেক্ষিতা, সৌরভই প্রথম তাঁদের কবি-সাহিত্যিকের মর্যদায় বরণ করে নিলো। সাধারণ মানুষও সাদরে সৌরভ গ্রহণ করে অমরেন্দ্রনাথের থিয়েটার-জীবনের সিঁড়ি বেঁধে দিলো। বিনোদিনীর নামে থিয়েটার হলে লোকে সেখানে পদার্পণ করবে না—অতীতের এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত যুক্তিটি আরেক বার মিথ্যা প্রমাণিত হলো।

যা হোক, অভিনেতা রূপে অমরেন্দ্রনাথ অবিলম্বে দর্শক-অভিবাদনে ধন্য হয়ে উঠলেন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে বাজারী নাট্য সমালোচনার যে ঐতিহ্য আজ আমাদের চোখের ওপর বিদ্যমান, তাতে ৭০/৮০ বছর আগেকার পত্র-পত্রিকার পেশাদারী সমালোচকদের ওপর খুব বেশী নির্ভর করা যায় কি? অথচ অতীতদিনের অভিনয় শিল্পের মূল সাক্ষী তো এঁরাই। আমরা অবশ্য কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্যের অবতারণা করতে পারি। মঞ্চ মালিকানা-ম্যানেজারি-প্রযোজনা-পরিচালনা-অভিনয়ের বাইরে অমরেন্দ্রনাথ কিছু নাটক রচনা করেছিলেন এবং জন-প্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপও দিয়েছিলেন। এ নাটকগুলির অধিকাংশই প্রযোজনা

পরিমায় সে যুগের সেরা নাটকগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছিলো। সংলাপ-শৈলী ও চরিত্র-গঠনের চাতুর্যে সমৃদ্ধ এই নাটকগুলি অমরেন্দ্রনাথের মঞ্চ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিনয়-ছন্দ-বোধেরই উজ্জ্বল প্রমাণ তুলে ধরে। বিচিত্র ভূমিকা-চিত্রণে তাঁর অভিনয় দক্ষতার আরেক সাক্ষী তাঁর অর্থোপার্জন ও জন-প্রিয়তার জাবেদাখাতা। আর তাঁর পুরুষোচিত কান্তি, সুললিত কণ্ঠ এবং নাটকীয় বাগ্‌ভঙ্গিমায় গড়া যে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তাতো শত্রু-মিত্রের ব্যাজস্তুতি-অতিপ্রশস্তি ছাড়িয়ে-মাড়িয়ে একটা ঋজুরূপ নিয়ে আমাদের গোচরীভূত হতে পারে। এছাড়া, গ্রামোফোন রেকর্ড-ছবি-ছড়া থেকে যেটা অনুমানও করে নিতে পারি, সেটা হলো—তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মুখ-মণ্ডলে অভিব্যক্তির তীব্রতা কিছু কম ছিলো; অর্থাৎ তার দীপ্ত চোখের সঙ্গে তাল ঠুকে চিবুক-কপোল-কপাল যে আবেগ-অনুভূতির ছবিগুলি গড়ার চেষ্টা করতো, তা তাঁর কণ্ঠ ও আর আর অঙ্গের অভিনয়-চমৎকৃতির তুলনায় কিছুটা ম্লান ছিলো। এই স্বশিক্ষিত শিল্পীর কণ্ঠস্বরে হয়তো গিরিশ-সুলভ গভীরতা ছিলো না, বা অভিনেয় চরিত্রের মাঝে আত্ম-গোপনের দক্ষতায়ও তিনি ছিলেন অর্দ্ধেন্দু-অনুজ। কিন্তু তাঁর সুদর্শন চেহারা, নাটকীয় স্বরক্ষেপ-চাতুর্য, অশ্বারোহণ জলে ঝাঁপের মতো শারীরিক কসরৎমূলক চকিত বিজনেসগুলি মঞ্চে এমনই এক চমক ও চমৎকৃতির পরিবেশ গড়ে তুলতো, যাতে রসপিপাসু দর্শক অতি সহজেই আবিষ্ট হতো, উদ্দীপ্ত হতো। দর্শক মনস্তত্ত্ব বিচারে সহজ অধিকারও অমরেন্দ্রের নট-প্রসিদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি।

গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুশেখর তখন অস্তগিরি শিখর মুখী। দানীবাবুও সবে পিতা গিরিশচন্দ্রের ছায়ামাত্র। তাই অভিনয় ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথই তখন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসেবে ইণ্ডিয়ান মিরার, ষ্টেটসম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, বেঙ্গলী, ইংলিশম্যান, পাওয়ার এণ্ড গার্ডিয়ান, অনুসন্ধান প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা এবং ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, নবীনচন্দ্র সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বের প্রশংসার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। অমরেন্দ্রনাথ কখনও অভিহিত হতে থাকেন গ্যারিক বলে, কখনও বা 'বীডনষ্ট্রীট কেশরী' বলে। তাঁর পুরুষোচিত দর্প এবং স্বদেশ প্রেমের দীপ্তি ফুটে ওঠে পলাশীর যুদ্ধের সিরাজে, নীলদর্পণের নবীনমাধবে, হ্যামলেট অনুপ্রাণিত হরিরাজে, পাণ্ডব-গৌরবের ভীমে, শিবাজী-মেঘনাদ প্রভৃতিতে। তিনি নাকি রোমান্টিক প্রেমিক ভূমিকার অপরাজেয় রূপকার ছিলেন।' কেউ বলেন—আবৃত্তিমূলক অভিনয়ে তাঁর সুরেলা কণ্ঠের নাটকীয় ছন্দের যাত্রা-সুলভ উত্থান-পতন, স্পষ্ট আবেগ

স্নিগ্ধ উচ্চারণ তাঁকে অভিনেতাকুলে অবিস্মরণ করে তুলেছিলো। সে যুগের সমালোচকদের প্রায় সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত হলো—হবিরাজ, গোবিন্দলাল, ভীম, অঘোর (হারানিধি) এবং মার্চেন্ট অব ভেনিস অবলম্বনে সৃষ্ট সওদাগরের কুলীরক ভূমিকা অমরেন্দ্রের অমর-অভিনয় স্বাক্ষর। আবার আলিবাবার হুসেন, দেলদারের গহন, প্রফুল্ল'র ভজহরি ইত্যাদির মতো গৌণভূমিকাও তাঁর সৃজন-স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো 'তোমাবি' নাটকের অভিনয়ের সুযোগহীন চরিত্র আমীরুদ্দিন পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের প্রতিভাস্পর্শেই দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। হরিশ্চন্দ্র, রঘুবীর, পরপারের বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বর এবং সাইন অব দি ক্রসের মার্কাস অমরেন্দ্রনাথের আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য-সাত্ত্বিক অভিনয়ের আরও কয়েকটি বিস্ময়কর সাক্ষী। সংযত, সাবলীল আঁচড়ে চরিত্রের কড়ি ও কোমল সত্তার মর্মস্পর্শী চিত্রণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আবাব তাল লয় মেনে গানও যে তিনি গাইতে পারতেন, তার প্রমাণ ফটিক জলের প্রভাত বেশী অমরেন্দ্রনাথ· যৎকিঞ্চিতের সুকুমার রূপে পেটে খিল ধরানো হাস্যরসের অভিনয়েও তিনি মাতিয়ে দিয়েছেন দর্শকদের, ভূমিকা-রূপায়ণের এই বিচিত্র-পবিধির অভ্যন্তরে সর্বত্র সমান গভীরতা যদি না-ও এসে থাকে, তবু চিরকালের প্রথম সারির অভিনেতৃকুলে তাঁব যে স্থায়ী আসন—তা অস্বীকার করার কোনো সুস্থ যুক্তিই নেই।

অবশ্য অভিনয়ের-জন্যে-অভিনয়—এমন বাণিজ্যিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শের মানুষ ছিলেন না অমরেন্দ্রনাথ। তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে, To encourage the stage is to encourage healthy education! স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা চালু ছিলো, তা সুস্থ মানুষ গড়াব পক্ষে যথেষ্ট বলে তিনি মনে করতে পারেন নি। তিনি দেখেছেন—এ সংসার বড় "জটিল, কুটিল, স্বার্থ-পূর্ণ"। অনুতাপ ক'রে বলেছেন—"দেখিনু চলেছে স্রোত—'আমার, আমার'। স্বর্ণলয়ে সহোদর করে মহামার॥ ···তাই healthy education চাই, তাইতো মঞ্চ কবা, মঞ্চে আসা। কিন্তু যাদের নিয়ে লোকশিক্ষার অভিনয়. সেই শিল্পী-কলাকুশলীদের দুরবস্থায় তাঁর হৃদয় হাহাকার করে উঠলো। হঠাৎ একদিন গিরিশচন্দ্রকে প্রশ্ন করে বসলেন, "মহাশয়, আপনি অভিনেতাদের দুঃখকষ্ট মোচন করিবার চেষ্টা করেন না কেনো?" "আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি সমর্থ হই না।" আত্মসমর্থনে অসহায়ের মতো গিরিশচন্দ্র এই প্রত্যুক্তিটি করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে কোনো সত্য ছিলো না। থাকলে বিনোদিনী-

প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে গিরিশচন্দ্রের প্রাণপণ চেষ্টার হদিস পাওয়া যেতো। বিনোদিনীর মঞ্চ-মালিকানা গ্রহণের ইচ্ছাটাকেও তিনি এই বলে বিপর্যস্ত করতেন না যে, থিয়েটারের অংশীদারী শিল্পীর পক্ষে ঝকমারি বৈ তো নয়! অথচ ক্লাসিকের মালিকানা চেয়ে পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রের সঙ্গে মনোমালিন্যও ঘটিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের আত্মসর্বস্বতার মাঝে অমরেন্দ্রনাথের নাট্যপ্রীতি-প্রয়াস-উদ্দেশ্য-আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়: "নাট্যশালার উন্নতিবিধান করিবার নিমিত্ত আমি আমার সর্বস্ব উৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছি ··· অভিনেতৃগণের মধ্যে অধিকাংশ দুঃখের ও অভাবের সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া মহাক্লেশ পাইতেছে, অর্থের অভাবে তাদের মধ্যে অনেকের প্রতিভা সম্যক বিকাশ পাইতেছে না ··· আমি থিয়েটার করিয়া ··· যদি উহাদের দুঃখে উদাসীন হই, তাহা হইলে আমার জন্মই বৃথা।" .. "আমি তখন বিংশবর্ষীয় যুবক। নাট্যশিল্পের প্রতি আমার আশৈশব অনুরাগ। ··· নটের লাঞ্ছনা আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ, নাট্যশিল্পের উন্নতি সাধনে সকলেই উদাসীন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিজের পথ নিজেই ঠিক করিলাম।"

এই সকল দেখে শুনে আমরাও অনাস্থা প্রকাশ করতে চাই সেই শোনা-কথাটার ওপর যে, অমরেন্দ্র-অগ্রজ ধীরেন্দ্রনাথের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে গিরিশচন্দ্রই অমরেন্দ্রনাথকে থিয়েটারে আসার প্রেরণা জুগিয়ে-ছিলেন। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে য, অমরেন্দ্র গিরিশে একটা গুণগত পার্থক্য ছিলো গোড়া থেকেই। তাই গিরিশচরিত্রের তলানি অবধি দেখে নিতে অমরেন্দ্রনাথের একটুও দেরী হয়নি। তবু প্রবীণের গুণগুলিকে তিনি সর্বদা কাজে লাগাতে চেয়েছেন, অবশ্যই সতর্কদৃষ্টিতে। সৌরভের সম্পাদক করলেও, তাঁর লেখার সমালোচনা করতে অমরেন্দ্র কখনও পিছপা হননি। আবার মঞ্চ খুলেই তিনি গিরিশচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ আহ্বান জানিয়েছেন। আর গিরিশচন্দ্র? তিনি প্রথমে বলেছেন—"আগে থিয়েটার খুলিয়া ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া বস, তাহার পর আমার নিকট আসিও, তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিব" পরে অমরেন্দ্রের হাট যখন জম-জমাট, তখন বখরার বিনিময়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর স্থায়ী সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলে, অমরেন্দ্র নিষ্ঠুর স্পষ্টতায় বলে-ছিলেন—"বখরা দি, বা না-দি, যদি আমার সর্বনাশের সুবিধা বোঝেন, তবে আপনি যে দলবলসহ আমার থিয়েটার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দ্বিধা করিবেন না —এ কথা আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে পারি।" সু-অভিনেতা ও বিরাট সংগঠক

অমরেন্দ্রনাথ লোকচরিত্র সন্ধানে এতো নিপুণ হয়েও কিন্তু বন্ধুনির্বাচন ও হিসাব-রক্ষায় মাত্রাতিরিক্ত উদারতার জন্যে শেষ-রক্ষা করতে পারেন নি, জীবনে-মরণে তাঁর অশেষ দুর্দশা পোহাতে হয়েছে। থিয়েটার যে ভদ্রলোকের কর্ম নয়—এমন আক্ষেপও নাকি করে ফেলেছেন, কোনো এক নৈরাশ্য পীড়িত মুহূর্তে। কিন্তু সে তো তাঁর স্থায়ী সুর নয়। দেশ ও দশের সেবার মাধ্যম হিসেবে থিয়েটার ছিলো তাঁর কাছে সব থেকে প্রিয়, সব থেকে বড়ো। কোনো ব্যক্তি বিশেষকেই তাই তিনি থিয়েটার থকে বড়ো ভাবতে পারেন নি। এই কারণেই গিরিশচন্দ্রের সংকীর্ণতা-স্বার্থপরতার প্রতি অসহিষ্ণুতার মুদ্গর ছুঁড়ে মারবার পৌরুষও দেখাতে পেরেছেন স্পষ্টবাদী অমরেন্দ্রনাথ। আবার থিয়েটারেরই স্বার্থে সমস্ত শত্রুতা, মনোমালিন্যে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্তরের তিনি বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার বাঁধনে বেঁধে নেবার হৃদয় বিস্তারও দেখাতে পেরেছেন ত্রুটি স্বীকারে ছোটো হয়ে যাবার মতো ক্ষুদ্র মন তাঁর ছিলো না। ক্ষমতাশীলতার সীমাবদ্ধতায়ও ভুগতেন না তিনি। নিজে উপযাচক হয়ে বাড়ীতে গিয়ে নাট্যদূত অর্দ্ধেন্দু-শেখরের অভিমান ভাঙিয়েছেন, আবার পার্ট কাড়া-কাড়ির দ্বন্দ্ব এড়াতে সিংহের মর্যাদায় গর্জে উঠে মিনার্ভার মালিকপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন—"আপনারা যদি দানীকে আনা প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহলে আমাকে বিদায় দিন।" শিল্পের তাগিদেই তিনি দানীবাবুর কাছ থেকে পার্ট জিতে নিয়েছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে, তার থিয়েটার ছাড়ার গোপন চাতুরিকে নির্দয়ভাবে অপমানিত করেছেন পোষাক খুলে নিয়ে, আবার শিল্পেরই খাতিরে স্বেচ্ছায় নসীরামের ভূমিকা তুলে দিয়েছেন গিরিশচন্দ্রের করকমলে। নবীন শিল্প বায়োস্কোপও তাঁর অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষণা পায়, কেবল তার লোকশিক্ষামূলক সম্ভাবনা-গুণে।

সব অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলবার তেজোদৃপ্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। তাই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এক সময় তাঁকে থিয়েটারের নেপোলিয়ান বলে আখ্যাত করেছিলেন। নেপোলিয়ানের উদ্দীপক গুণরাশির বাস্তব প্রশস্তির প্রয়াসে অমরেন্দ্রনাথও সৃষ্টি করেছিলেন 'নেপোলিয়ান বোনা-পার্ট' নামের অপূর্ব এক পূর্ণাঙ্গ নাটক। কী আশ্চর্য! মনে মনে যিনি নেপো-লিয়ান, তিনিই আবার থিয়েটারের গোমড়ামুখো ব্যুরোক্র্যাসি ভেঙে দর্শক-অভিনেতাদের স্বার্থে ডায়নামিক ডেমোক্র্যাসির হাওয়া বহাতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেলেন। হাঁড়ি-শুঁড়ি-চাষা বলে বিদ্রুপিত সাধারণ মানুষকে থিয়েটারে টেনে এনে তিনি যেনো বোঝাতে চাইলেন যে, মঞ্চের প্রকৃত মালিক তো

তোমরাই, তোমাদের সাহচর্য-প্রাধান্তেই শুধু নাটক ও নাট্যশালা তাদের সত্যিকার পরিচয়টি আবিষ্কার করতে পারে, শিক্ষা-স্বাধীনতার সংগ্রামী সাথী, জাতীয় সংগ্রামের যথার্থ দর্পণ হতে পারে। থিয়েটারের এই বৈপ্লবিক রূপান্তরে তিনি তাঁর সমস্ত প্রয়াস নিযুক্ত করেছিলেন, সংস্কারমুক্ত মনে, বলিষ্ঠ সংস্কারকরূপে! তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক-উপন্যাস মঞ্চে তুলে ধরেছেন, আবার দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্র প্যারডি আনন্দ-বিদায়েরও প্রযোজনা করেছেন। লাট-গৌরাঙ্গ বা ভক্তবিটেল জাতীয় পঞ্চরঙ-সামাজিক প্রহসন মারফৎ তথাকথিত সংস্কারকদের 'চাবুক' মারতেও রেয়াদ করেন নি কখনও। শহর কলকাতায় এইভাবে তিনি কিছু শত্রু বাড়িয়ে দেশী সাহিত্য-ইতিহাসের স্পর্শকাতরতাকে উস্কে দিয়েছিলেন। দেশের মুক্তিচিন্তার স্বার্থে 'পলাশীর যুদ্ধ' নিয়ে তিনি নাট্য-জীবনের স্বচনা করলেন। সিরাজ হলো তাঁর প্রথম ভূমিকা। সিরাজ-ট্যাজিডিই হলো তাঁর ট্যাজিক পরিণামের প্রতিচ্ছবি। চক্রব্যূহগত অভিমন্যুর মতো তাঁকে অকালে যেতে হলো অস্তাচলে। তবে জনপ্রিয় কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার নবীনচন্দ্র-মধুসূদন-দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ-শেক্সপীয়ার প্রভৃতির সঙ্গে নিজের এবং সমকালীন আর কিছু নাট্যকারদের সৃষ্টি মঞ্চস্থ করে জনরুচিকে খুসী রেখে থিয়েটারকে প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা তাঁর অন্তত অংশতঃ সফল হয়েছিলো। বহু নতুন দর্শকরূপী রামকৃষ্ণ এসে থিয়েটারের দীর্ঘায়ুর প্রতিশ্রুতি দিলো। ওদিকে শিল্পী ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক-সেতুকে দৃঢ় করে তুলতে অমরেন্দ্রনাথ সহশিল্পীদের নিয়ে প্রায়শ হাজির। দিলেন সংসার-যাত্রীদের উপকূলে—তার দুঃখ-দৈন্যের দিনেরাতে, মহামারী প্লেগের কলকাতাতে, কিংবা গ্রামবাংলার বন্যা-বাতে। আজ মানুষের দুর্দৈব যখন আরও ভয়াল মূর্তি নিয়ে লোকালয়ের অবশিষ্ট শান্তি-স্বস্তিটুকু ছিনিয়ে নিতে চাইছে, তখন আমাদের গুরুতর শিল্পী-সাহিত্যিকেরা কালো টাকার ক্যাবারের তালে নেচে বেড়াচ্ছেন। প্লেগ-জর্জর মানুষকে এড়িয়ে এরা গিরিশচন্দ্রেরই মতো আপন বাঁচা নীতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন, সংস্কৃতি-লোকে।

শিল্পসেবাকে সমাজসেবার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার যে অনন্য ঐতিহ্য অমরেন্দ্রনাথ সৃষ্টি করে গেছেন, তার উত্তরাধিকারের যে অববাহিকা, তার গভীরতা ও বিস্তার বাড়িয়ে চলেছে এ যুগের সংগ্রামী নাট্যকর্মীরা, তাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে। তবে জেনে রাখা ভালো যে—প্লেগ রোগীর চিকিৎসা, শুশ্রূষা,

মৃতের সৎকার, তার আত্মীয়ের ভরণ-পোষণে, বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা গ্রহণে, নিঃস্বের শীতার্তত্তায় আপনার অঙ্গের উষ্ণ বসন-দানে অমরেন্দ্র-হৃদয়ের যে প্রশস্ততা দেখি, যে কোনো দয়ার সাগরের সঙ্গেই তা তুলনীয়। কিন্তু 'গরিবের মা-বাপ' অমরেন্দ্রনাথের ধর্মবুদ্ধি কেবল সেবা ও দানশীলতার কানাগলিতেই আটকে থাকেনি। তিনি দরিদ্র ভারতবাসীর ব্যথা ও বিবেক-চেতনা নিয়ে খেদ প্রকাশ করে বলেছেন—"দেখেছেন আমাদের দেশের অবস্থা, এতেও বলে কিনা যে আমাদের দেশের অবস্থা আগেকার চেয়ে ভালো হয়েছে"। স্বাধীন ভারতবর্ষের 'অর্থনীতিবিদ্' উপাচার্য সত্তোন সেন যখন পঞ্চমুখে বলেন যে, বৃটিশ রাজত্বে ভারতের সর্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, তখন অমরেন্দ্র-চেতনার দীপ্তিটা আমাদের বিস্ময়াভিভূত না-করে পারে কি? শারীরিক অসুস্থতা, দল ভাঙাভাঙি, প্রতারণা, উন্নাসিক আত্মজনের দুর্ব্যবহারে ত্যক্ত-বিরক্ত-হতাশ হয়ে কখনও-সখনও তিনি চলে গেছেন দূর বঙ্গের ওপাড়ায়—চাকরীর সঙ্কীর্ণ আশ্রয় নিয়ে। গেয়ে উঠেছেন—"মূর্তিমান ছলনার রঙ্গ-রঙ্গালয়।

চলিতেছে শুধু সেথা পাপ অভিনয়"॥ কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থাবশে আবার কঠিন ঝুঁকি ও নবীন উদ্যমে শুরু করেছেন থিয়েটার—থিয়েটার। তবে তিনি মানুষকে নাট্যাঙ্গনে সামিলই শুধু করেছেন; তার রুচি-গঠনে আশানুরূপ উদ্যোগ নিতে পারেন নি। সে যুগের শাসক-সেবার দাস-মনোভাবকেও তিনি পরিপোষণা করে ফেলেছেন থিয়েটারেরই মঙ্গলকামনার কল্পনায়। থিয়েটারকে জাতে তোলার উদ্দেশ্যে অমরেন্দ্রনাথ একটু অত্যুৎসাহ দেখিয়েই আশার ছলনায় ভুলে—সাহেব রাজপুরুষদের অতিথি করে বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। ক্রমে ইংরেজ ভক্ত দেশীয় ভদ্রলোক শ্রেণীও বুঝেছেন যে, থিয়েটার চর্চাও নিশ্চয় একটি সম্মানের বস্তু। নইলে বিদেশী পাদ্রী থেকে স্বদেশী ব্রাহ্ম পর্যন্ত সব্বাইয়ের ছিলো এক রা: "থিয়েটারের অভিনেত্রী সকল বেশ্যা, সুতরাং থিয়েটার সর্বথা পরিত্যাজ্য"। তবে বেশ্যাদিগের সৌভাগ্য যে, এই মূঢের দল বলে বসেনি, "এই দেশে বহু নারীই বেশ্যা, সুতরাং এই দেশ, এই সমাজ সর্বথা পরিত্যাজ্য।"

অমরেন্দ্রনাথ অবশ্য বারাঙ্গণা লাগিয়ে থিয়েটারের পুঁজি সংগ্রহের গৈরিশ মানসিকতাকে ঘৃণা করেছেন। আবার থিয়েটার অভিনয় থেকে বারাঙ্গণাদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে রাজকৃষ্ণ রায়ের মতো তড়িঘড়ি পাততাড়িও গুটিয়ে ফেলতে চাননি। ইংরেজ ভক্ত প্রজা হিসেবে তাঁর যে-গর্বমোহ, তা কেটে যেতেও বিলম্ব

হয়নি। 'এসো যুবরাজ' নাটিকাও নটের রাজভক্তিমূলক গৈরিশ নাটিকা 'হীরক-জুবিলী'রই প্রচ্ছন্ন প্যারডি-বিশেষ—গিরিশ মানসিকতারই মৃদু সমালোচনা কার্জনের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রসঙ্গে তাই তিনি মন্তব্য করেছেন—'হলো কি'। দেশপ্রীতির সুর লাগিয়ে গেয়ে উঠেছেন—"বন্দে মাতরম্...বুটের ঠোকর আর কেন খাও?" বাঙালীর থিয়েটারে আসবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও ছোটোলাটের না আসার ঘটনায় পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, তখনও স্বদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে একটা মস্ত গোষ্ঠী ছিলো, যাদের প্রভাব-পরামর্শ ছিলো বৃটিশ-শাসনের পক্ষে অতীব মূল্যবান। অপিচ অমরেন্দ্রনাথ আদৌ সে-গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন না। আচার আচরণে তিনি বরং তাদের বিরোধীই ছিলেন। "আমি রাজভক্ত প্রজা"—এই গদ্যময় স্বীকারোক্তি পেরিয়ে আজও মন্ত্রিত হয় তাঁর দেশাত্মক গীতিকার উদাত্ত হুঁশিয়ারি: "মাতৃভূমি আজ শত্রু করে"। এবং শেষ পর্যন্ত রাজ-প্রত্যাখ্যান, এবং শুভকর্মে ঠাসা চল্লিশ বছরের অমর-জীবনের প্রতি পোষমানা ইতিহাস জীবীদের নিঃসীম উপেক্ষাই এই বিদ্রোহী মানুষটিকে নাট্যকর্মীদের প্রেরণাকেন্দ্রে প্রণম্য প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে।

নাট্য প্রযোজনা ও অমরেন্দ্রনাথ / দীপক গোস্বামী

শ্রবাধর্মী চারুশিল্পের মধ্যে সংগীত ও কাব্য অন্যতম। অথচ কেবলমাত্র শ্রুতিগ্রাহ্য বলেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ সৃষ্টি করার সহজ ক্ষমতা থেকে দুটি চারুশিল্পই বঞ্চিত। নাট্যকারও এই সীমাবদ্ধতার অসহায় শিকার, যাঁর অজস্র ভাববাহী শব্দ কোন বস্তুর রূপ বা অর্থ ব্যঞ্জিত করতে পারে, কিন্তু সেই বস্তুর প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং তাঁর প্রচেষ্টার আন্তরিকতা স্বীকার করেও একথা ধারণা করা দুষ্কর নয় যে তাঁর ও পাঠকের সামান্য দূরত্বও শব্দগুলির রূপ পরিগ্রহের ব্যাপারে দুস্তর পারাবার হয়ে ওঠে (১)। কথার জগতের পরেও যে জগৎ থাকে তাকে কেন্দ্র করেই অভিনয়ের জগৎ এবং যিনি কার্যত অভিনয়ের মাধ্যমে শব্দগুলিকে অশরীরী সংকেতের স্তর পার করে শরীরী সত্তার রাজত্বে পরিবহনের ব্যবস্থা করেন তিনিই প্রযোজক।

প্রযোজনা এক কথায় 'Staging of a theatrical work' (২) যদিও প্রয়োগের দিক 'প্রযোজনা' এবং 'প্রয়োগবিজ্ঞান' কথাগুলির ভিত্তি যথেষ্ট সুদূর

প্রসারী, এমন কি পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও নাট্য প্রয়োগকর্তা অর্থে 'শৌভনিক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তবু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও বর্তমান ধারণায় 'প্রযোজক' শব্দের ব্যবহার ছিল না। সচরাচর নাটক উপস্থাপনার দায়িত্ব থাকত কোন প্রধান অভিনেতা, স্টেজ ম্যানেজার, নাট্যকার বা প্রম্পটারের ওপর এবং কোন স্বতন্ত্র মৌলিক নিয়ন্ত্রণ নয়, অভিনয়ের সর্বব্যাপী ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করানো হোত প্রযোজনার অন্যান্য সবকটি উপকরণকে।

কিন্তু নাট্যাভিনয় অর্থকরী ব্যবসায়ে রূপান্তরের পরবর্তী স্তরে নাট্য প্রযোজনার সামগ্রিক রূপও প্রকাশ পেতে থাকল। নাট্যমনা দর্শক শুধুমাত্র সাহিত্যের ভিত্তিতে নয়, সম্পূর্ণ নাটকের অভিনয় ও উপস্থাপনার দিক থেকেও এমন একটি একক সুরবৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলেন যা সৃষ্টি করা কোন অভিনেতা, স্টেজ ম্যানেজার বা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হোলনা। ক্রমে নাট্য প্রযোজনা আর এক শ্রেণীর নাট্যকর্মীর হাতে গিয়ে পৌছল, যিনি নাটকের বক্তব্যকে কোন একটি বিশেষ শৈল্পিক ধারণায় নিয়ন্ত্রিত করে দর্শকের সামনে তাকে নিয়মিত উপস্থিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। "As an interpreter of the text to players and audience, he (producer) is charged with the integration of performance, script, lighting and decor into a harmoncy of style and unity of theatrical effect" (৩)

ইংলণ্ডের 'প্রডিউসার' এবং আমেরিকার 'ডাইরেক্টর' যে সমার্থক এবং বর্ত্তমানে ইংলণ্ডেও য প্রডিউসারের পরিবর্তে ডাইরেক্টারের ব্যবহার হচ্ছে—সমালোচনার প্রাচুর্য্যে একথা আজ সর্বজনবিদিত (৪)। তবুও উপযুক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরিচালকে'র চেয়ে 'প্রযোজক' ব্যবহারে পক্ষপাতী (৫)। প্রাচীন ভারতেও যিনি নাট্য প্রযোজনা করেছেন তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রডিউসারের সাদৃশ্য বেশী ৬) প্রযোজক একাধারে তত্ত্বদর্শী ও প্রয়োগকুশলী। নাটক উপস্থিত করার আগে তাঁকে যেমন নাটকের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটিকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়, তেমনি উপস্থাপনার সময় প্রযোজনার উপকরণগুলির (অভিনয়, শব্দ, আলো দৃশ্যপট ইত্যাদি) যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ তত্ত্বটির সার্থক প্রয়োগের ব্যাপারেও সচেতন হতে হয়। উপকরণগুলো বিভিন্ন যন্ত্রের মত যদিও স্বতন্ত্র তবুও প্রযোজকের সংযোজন ক্ষমতায় ঐগুলির মাধ্যমেই এক অনবদ্য ঐকতানের সৃষ্টি হয় (৭)।

নাট্যকার যে রসসৃষ্টি করেন, প্রযোজক তাঁর অধীনস্থ অভিনেতা, অভিনেত্রী ও অন্যান্য নাট্যকর্মীর মাধ্যমে সেই রস দর্শকের সামনে প্রকাশ করেন এবং দর্শক তাঁর রুচি ও রসবোধক্ষমতার মাপকাঠিতে পরিবেশিত নাট্যরসকে উপভোগ করেন। সুতরাং নাটকের সার্থকতা এই তিন শ্রেণীর লোকের ওপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে দর্শকের স্থান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে সব দেশেই চিরকাল দর্শকের রুচি, মানসপ্রকৃতি এবং সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী নাট্য প্রযোজনার পরিবর্তন হয়েছে। "যেমন নাট্যের ইতিহাসকে জীবনদ্বন্দ্বের ইতিহাস থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়,—নাটকের প্রয়োগরীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপনা না করে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়, তেমনি নাট্যের প্রয়োগরীতিকেও সমাজের বিশেষ পর্যায় থেকে বিযুক্ত করে নিয়ে অর্থাৎ সমাজের বস্তু-সঞ্চয়ের এবং প্রয়োগবিজ্ঞানের উন্নতির মাত্রা হিসাব না করে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়" (৮)। সুতরাং অমরেন্দ্রনাথের নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার আগে উনবিংশ শতকে বাংলা নাটকের প্রযোজনায় দর্শকের ভূমিকাটা পর্যবেক্ষণ করে নেওয়া ভাল।

সমকাল ও সমকালীন মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ সব যুগেই শিল্পীর কাছে উদ্দীপনার বিষয়। কিন্তু এই সমকালোৎসাহ এবং উনবিংশ শতাব্দীর অর্থপ্রধান জীবন-চেতনার মৌলিক ব্যবধান দুস্তর প্রচলিত জীবন-বোধকে বিধ্বস্ত করে এক নতুন জীবন বিন্যাসের দ্বন্দ্ব তখন সমগ্র বাংলায় বিশেষতঃ কলকাতা ও নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে। "কলকাতা এবং কলকাতার সন্নিকটবর্তী মফঃস্বলকে অবলম্বন করে তখন জীবনের দুই ধারা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একদিকে ছিল কলকাতাশ্রয়ী দেওয়ান মুৎসুদ্দি প্রভৃতি বর্ণমর্যাদাচ্যুত নব্য বড়লোক শ্রেণী—তার সমস্ত বাবুয়ানি-বিলাস-ব্যভিচারাদি সমেত—আর একদিকে ছিল দুর্বল এবং প্রতিপত্তিহীন প্রাচীন-পুঁথি-আশ্রয়ী সংস্কৃত বিদ্যাব্রতী সমাজ। 'সাহেব বিবিদিগের ইংলণ্ডীয় গীতবাদ্য' এবং 'চিৎপুরের রাস্তায় মেঘ কল্লেই কাদা হয়'—এও সেই দুই চেহারারই প্রতিফলন।" (৯)

এই দুই চেহারার শুরু ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে। যার ফলে উদ্ভুত হোল একদিকে মধ্যস্বত্বভোগীর সপ্তরথী পরিবেষ্টিত গ্রাম্য কৃষক সমাজ, অন্যদিকে দেওয়ানী, বেনিয়ানি বা মুৎসুদ্দিগিরী লব্ধ অর্থে নতুন জমিদার সম্প্রদায়—যাদের সঙ্গে গ্রামের যোগ মুমূর্ষু রোগীর নাড়ীর মতই ক্ষীণ। এই সব মধ্যস্বত্বভোগীর সংযমহীন অত্যাচারে গ্রাম্য কৃষিকার্যের কাঠামোটাই ভেঙ্গে চুরে

গেল। একই সঙ্গে পোষকতার অভাবে, বিদেশী শিল্পের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় এবং নতুন শিল্পায়নের লোকাকর্ষণ শক্তির প্রাবল্যে পুরোনো শিল্পনগরীগুলিরও পতন হতে থাকল। কৃষি বা কারুশিল্পভিত্তিক আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয়ে এতদিন গ্রামীন সমাজ-ব্যবস্থা যে স্বাতন্ত্র রক্ষা করেছিল, বৃটিশ শাসননীতির সংঘাতে বা তাদের অজ্ঞাতসারেই সংগঠিত সামাজিক পরিবর্তনে সেই স্বাতন্ত্র্য আর রক্ষা করা সম্ভব হোল না। তাছাড়া কলকাতার রূপাবর্তনের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পরে এই সব উৎপীড়িত গ্রাম্য চাষী ও কারুজীবি তাদের কুলবৃত্তি ছেড়ে শহরে এসেছে উপার্জনের চেষ্টায়—বাণিজ্যলব্ধ মুনাফা ও হঠাৎ-লভ্য টাকার সন্ধানে। "নগদ টাকা (cash), শহরের নতুন নতুন ভোগ্য-সামগ্রী আমোদ-প্রমোদ-উত্তেজনা, বেশ খানিকটা ব্যক্তি স্বাধীনতা, জীবনের একটা নতুন মর্য্যাদা বোধ ও অস্তিত্ব বোধ - এইগুলি ছিল কলকাতার অদম্য আকর্ষণ"। পরবর্তীকালে নাটকের প্রযোজনায় এই প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ নাটকের গরিষ্ঠ সংখ্যক দর্শক এই সব গ্রামবাসী বা urbanised গ্রামের লোক যাদের রুচি শিক্ষাহীনতা বা স্বল্পশিক্ষার সরলতায় কোন প্রকৃত তত্তের সন্ধান পায়নি।

উনিশ শতকে বাংলা নাটকের দর্শককে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে (১০) প্রথম দল ইংরাজী শিক্ষিত নব্য গোষ্ঠীর দল, যাঁরা একদিকে যেমন যাত্রার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি বিদেশী সার্থক নাটকের স্বাদ লাভ করে ভাল বাংলা নাটকের অভাব বোধেও পীড়িত। দ্বিতীয় দলে আছেন শিক্ষিত ও রক্ষণশীলরা, যাঁরা ভাল নাটকের অভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হচ্ছেন। তৃতীয় দল অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত বৃহত্তর জনসমাজ নিয়ে, যাঁদের ভীড় পাঁচালী, কবির লড়াই বা আখড়াই-এর উত্তোর চাপানে। এই তিনটি ধারাই বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে কার্য্যকরী হয়েছে। ফলে নাটক ধারণাটা শুরু হচ্ছে ইংরাজী থিয়েটারের প্রভাবে, লেখার সময় তাতে পড়ছে সংস্কৃত রীতির প্রভাব এবং ব্যবসায়িক থিয়েটারে প্রযোজনার সময় ঘটছে যাত্রার অনুপ্রবেশ।

যেহেতু ব্যবসায়িক থিয়েটারই আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত সেই কারণে এই তৃতীয় দলের দর্শক —তাঁদের সব কিছু চাহিদা এবং সীমাবদ্ধতাকেও থিয়েটারের ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে স্বীকার করে নিতে হবে। যাত্রামোদী বৃহত্তর জনসমাজ যখন থিয়েটারের দর্শক হতে এলেন তখন তাঁরা নাটকের মানসিকতায় যাত্রার প্রাধান্যকে অক্ষুন্ন রেখে আরো কিছু অভিনবত্বের দাবী

করলেন। যে দাবীতে পরবর্তীকালে অভিনেত্রীর আগমন কিংবা স্টেজে ঘোড়া বা রেলগাড়ী প্রবেশ, নদীবক্ষে ভাসমান বজরা ইত্যাদি বহু কিছু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হোল। অর্থাৎ যাত্রার না পাওয়া কলাকৌশল তাঁরা থিয়েটারের কাছ থেকে আদায় না করে ছাড়তেন না।

এই দর্শক মানসিকতায় পরিবৃত হয়েই নাট্যজগতে এসেছেন গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখেরা, এবং আরো পরে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। গিরিশচন্দ্র যে কতটা দর্শকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা তাঁর আচরণেই স্পষ্ট। যিনি নাটক শুরু করেন সধবার একাদশী-র মত সামাজিক নাটক নিয়ে তিনিই যখন Out of sheer necessity নাট্য রচনা করতে যান তখন লেখেন 'অকাল-বোধন' 'রাবণ-বধ' বা 'লক্ষণ বর্জন।' সুকুমার সেনের সুস্পষ্ট মন্তব্য এ সম্পর্কে তাঁর নাট্য-কৃতিত্বের দিক নির্দেশক: যাহাদের জন্য গিরিশ নাটক লিখিতেন, তাহাদের রসবোধের পরিধি তাঁহার গোচর ছিল। সুতরাং ভাবোদ্বাসিত প্রেক্ষাগৃহের প্রশংসাধ্বনি তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই" (১১)। আর বোধহয় সেই কারণেই 'ম্যাকবেথ' দর্শক-কৃপা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর আর কোন দিন তিনি শেকসপীয়ার অনুবাদ করতে প্রয়াসী হন নি, যদিও তিনি শেকসপীয়ারকে তাঁর নাট্য জীবনের গুরু বলেছেন

বলা বাহুল্য, প্রাক 'শিশির যুগে সকলকেই এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে, অমরেন্দ্রনাথ যার মধ্যে অন্যতম। তিনিও "দর্শকগণের রুচি ও প্রীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ফলে তাঁহার কোন বই কখনও থিয়েটারে 'মার' খায় নাই" (১২)।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার যা হোল প্রাক-শিশির যুগে আদৌ প্রযোজনার কোন অস্তিত্ব ছিল কি না। আমরা জানি ইউরোপে প্রযোজনা অর্থে নাটক উপস্থাপনা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এর পর বিভিন্ন প্রযোজকের প্রচেষ্টায় প্রযোজনার উন্নতি এবং আধুনিকীকরণ হতে থাকে। আমাদের বর্তমান picture frame stage যেহেতু বিলাতী নাট্যশালার অনুকরণেই তৈরী, সেই কারণে ইউরোপীয় production বাংলার থিয়েটারেও এসেছে। অবশ্যই কিছু পরে —অধিকাংশ সমালোচকের মতে শিশির যুগে। শিশির কুমার নিজেও বলেছেন, "গিরিশবাবু খুব বড় অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু এক জায়গায় তাঁর চেয়ে বাংলার থিয়েটারে আমার স্থান বড়। বাংলায় Production আমিই প্রথম প্রবর্তন করি। ওঁদের

সময়ে Art of Production সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না।" নিঃসন্দেহে শিশির কুমারের ওই দাবীর মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই। কারণ ইতিপূর্বে আলোচিত প্রযোজনার সংজ্ঞা অনুযায়ী নাট্য উপস্থাপনা শিশির কুমারের আগে প্রকৃতই কেউ করেন নি। কিন্তু শুরুর আগেও যেমন ভূমিকা থাকে, তেমনি প্রযোজনা ব্যাপারটাও রাতারাতি ইউরোপ থেকে আমদানী হয় নি, ইতিপূর্বে তার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী এবং উপকরণ প্রস্তুতের একটা পর্যায় পার হতে হয়েছে এ ধারণা অপেক্ষাকৃত যুক্তিগ্রাহ্য ইউরোপের Duke of Saxe Meningenকে প্রথম যুগের সার্থক বাস্তববাদী প্রযোজক ধরে নিলে তাঁর আগেও Madame Vestris বা Lewis Wingfield এর প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করতে পারা যাবে না। প্রাক-শিশির যুগে বর্তমান ধারণায় প্রযোজনার অস্তিত্ব না থাকলেও প্রযোজনার বিভিন্ন উপকরণগুলিকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই শুরু হয়েছিল এবং যিনি সমসাময়িক ধারার বাইরে অধিকাংশ উপকরণকে মোটামুটিভাবে সংযোজনের প্রথম চেষ্টা শুরু করেন তিনিই অমরেন্দ্রনাথ। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আমরা এই প্রচেষ্টাকেও প্রযোজনা বলে উল্লেখ করছি, যদিও তাঁরা যতটা অধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করতেন ততটা প্রযোজকের নয় (১৩)।

কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের প্রায় পঁচিশ বছর পরে (১৬ই এপ্রিল ১৮৯৭) বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ যোগদান করেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চে তখন গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু ইত্যাদির অপ্রতিহত প্রতাপ। অথচ একই সময় তাঁর দ্বারা এমন একটা স্বতন্ত্র ও পরিবর্তিত ধারার সৃষ্টি হোল যার ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। থিয়েটার যে শুধুমাত্র অভিনয়সর্বস্ব নয়—তা সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন মঞ্চ আঙ্গিকের ওপর নির্ভরশীল, এটাও তাঁর আগে এত স্পষ্ট করে কেউ বোঝেননি।

অভিনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অমরেন্দ্রনাথকে গিরিশযুগের অন্তর্গত বলেই ধরা হয়। কারণ তিনি "অভিনয় বা নাটকের ধারা বদলাইয়া উহার নব কলেবর কিছু দিতে পারেন নাই। ...অধিকাংশ সময়েই তিনি পুরাতন নাটকের পুনরাভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সে পুনরভিনয়ে অনেক সময় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সেও ঐ পুরাতন পন্থার অনুসরণে।" অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তির পাশাপাশি সমসাময়িক এক নাট্য প্রেমিকের মন্তব্য উল্লেখ করা বোধহয় অন্যায় হবে না, যাঁর মতে, "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিলে, দুইটি বিভিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি বঙ্গীয় নাট্যশালার

জন্মদিন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের অধ্যক্ষতার কিছুদিন পুর্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অন্যটী স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অভ্যুদয় হইতে অদ্যাবধি প্রবাহিত হইতেছে। ...তিনি যে হাবভাবময় নৃত্য-গীত, বিচিত্র সাজসজ্জা ও আশ্চর্য্য দৃশ্যপাটাদির সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই উপর কিছু রং চড়াইয়া রঙ্গালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষগণ নিজ নিজ কাজ চালাইয়া লইতেছেন" (১৪)। দুটি উদ্ধৃতিতেই ধারা শব্দটি প্রয়োগরীতি বলে ধরে নিলে স্বভাবতঃই, মনে প্রশ্ন জাগে তিনি কোন প্রয়োগরীতির অনুসরণকারী বা প্রবর্তক যা কারো মতে গতানুগতিক এবং অন্য মতে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

অমরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যা প্রথমেই মনে আসে তা হোল প্রযোজনায় বাস্তবতার প্রয়োগ। আমরা জানি, ইংলণ্ডে বাস্তববাদী প্রযোজনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩২—এই Madame Vestris বক্স সেট, সিলিং, আসল দরজা-জানলা, ছবি, বই ভর্তি বুক-শেলফ ইত্যাদির ব্যবহার শুরু করেছিলেন। আমাদের পেশাদারী থিয়েটারও ইংরাজী নাট্যশালার দ্বারা প্রভাবিত এবং শোনা যায় গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলালরা নাকি বিদেশী নাটকের যথেষ্ট খবর রাখতেন। অথচ তা সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথের আগে পর্য্যন্ত বাংলা থিয়েটারে বাস্তববাদী প্রযোজনার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। লেবেডেফ থেকে গিরিশচন্দ্র পর্য্যন্ত নাটকে মুখ্য বিষয় ছিল অভিনয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সখের থিয়েটারের যুগে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায় তা পেশাদারী থিয়েটারের পক্ষে উপযুক্ত নয়। ফলে অভিনয় ছাড়া আর সব কটি দিককেই তাঁরা উপেক্ষা করেছেন (অবশ্যই এখানে অভিনয় বলতে একক অভিনয়ই বুঝতে হবে সম্মিলিত অভিনয় বা team work নয়)। তখনো পর্য্যন্ত এর নিমচাঁদ ভাল না ওর যোগেশ ভাল এই আলোচনাতেই সমসাময়িক সংবাদপত্র এবং দর্শকরা মত্ত। অভিনয় এবং আঙ্গিকের যুগলবন্দীতে মিলিত যে থিয়েটার তখনো তার বিশেষ অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছিনা। অমরেন্দ্রনাথের প্রযোজনায় এর প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হোল। নরেন্দ্র দেবের মতে: 'প্রকৃতপক্ষে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম সংস্কারক বলা চলে তাঁকেই। ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকেই 'ঠ্যালা সীন', 'কাটা সীন', 'বক্স সীন' পরিবর্তনীয় উইংস ও 'প্রসেনিয়ম' এবং 'যবনিকা' হিসাবে 'কার্টেন' ব্যবহার হয়। রঙ্গীন আলো, 'স্পট লাইট' ইত্যাদিরও প্রচলন হয়।"

এর আগে চেম্বার সেট-এ গোটানো ক্যানভাসের ওপর দৃশ্য অনুযায়ী

পশ্চাদপট আঁকা থাকত বলা বাহুল্য এ পদ্ধতিটা কলকাতা'র ইংরাজী থিয়েটার থেকে ধার করা অথচ সমসাময়িক বৃটিশ থিয়েটারের প্রভাবে কলকাতার ফিরিঙ্গী থিয়েটার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে গেল। কিন্তু বাংলা থিয়েটার ঐ সীন আঁকার পদ্ধতির মধ্যেই আকণ্ঠ ডুবে রইল। চড়া রঙের ধাঁধা লাগান এই সব সীন যেন সগর্বে ঘোষণা করত এটা যাত্রা নয়, থিয়েটার। স্থান মাহাত্ম্যে জনসাধারণও পয়সা দিয়ে সস্তা বাহার দেখে যেতে লাগল। ছবি হিসবে এই সব সীনগুলো হয়ত খারাপ ছিল না, কিন্তু দ্বিমাত্রিক এই সব দৃশ্যে অভিনেতা (ত্রিমাত্রিক) প্রবেশ করলেই সমস্ত ব্যাপারটা অবাস্তব হয়ে যেত। চেয়ার টেবিল ইত্যাদিও ছিল করোসিনের প্যাকিং বাক্স কেটে তৈরী করা এবং রঙীন কাপড় মোড়া নকল আসবাব। অবশ্য ইতিপূর্বে যে বিচ্ছিন্নভাবে বাস্তবতার প্রয়োগ হয়নি তা নয় যেমন, স্টেজে ঘোড়া ওঠানো হয়েছে বা রেল ইঞ্জিন সমেত ছোট রেলগাড়ী চালানো হয়েছে কিন্তু অন্যান্য দৃশ্যের পাশে এই সব স্থূল বাস্তব-প্রয়োগের ব্যাপারে যতটা শিল্পগত প্রয়োজন ছিল, সস্তা চমক ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। আর এই থেকেই তাঁদের প্রযোজনা জ্ঞানের অভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম স্টেজে ব্যাপক ভাবে আসল সরঞ্জাম (Real properties) ব্যবহার শুরু করলেন। খাট আলমারি চেয়ার টেবিল ইত্যাদি প্রয়োজন মত ব্যবহার করে রঙ্গমঞ্চকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা হতে লাগল

বলা বাহুল্য, তাঁর দৃশ্যসজ্জাও সর্বাংশে শিল্প সম্মত ছিলনা—অনেক চমকও ছিল যা গীমিক' এরই নামান্তর। যেমন 'কপালকুণ্ডলা'র বালিয়াড়ির দৃশ্যে লতাপাতার আড়ালে জ্যান্ত বাঘের ঘোর ফেরা (অবশ্যই খাঁচায় পোরা), বা 'ভ্রমরে' ঘোড়ার মাথায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে স্টেজে ঢোকা (তখনও টর্চ দেখা দেয়নি), ইত্যাদি বহু টেকনিকই শুধুমাত্র দর্শক আকর্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বোঝা যায়। আরো পরে শিশিরকুমারের প্রযোজনাতেই বাংলা রঙ্গমঞ্চ শিল্প-সম্মত দৃশ্যসজ্জা লাভ করে তবু বাস্তবতার জনক হিসাবে অমরেন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা যাবে না। ভ্রমর'এ বারুণী পুকুরের দৃশ্যের যে ছবি এখনও আমরা দেখতে পাই, তার দৃশ্য পরিকল্পনা—বিশেষতঃ দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক সেটের মিশ্রন আমাদের বিস্মিত করে।

তাঁর দৃশ্য সজ্জার অভিনবত্ব শুরু হল 'দেবী চৌধুরাণী' থেকে 'নদীবক্ষে ভাসমান বজরা, বজরাতে 'ভীষণ ডাকাতি' মঞ্চের উপরই দেখানো হোত

'ইন্দিরা'র প্রযোজনায় দৃশ্যপটের প্রচুর প্রশংসা করেন 'ইণ্ডিয়ান মিরার'। প্রতাপাদিত্যের দৃশ্যপট সম্পর্কে বঙ্গবাসী লেখেন "রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য পরিচ্ছদ—বর্ণনার অতীত বিষয়, ইহা শতমুখে বলিব।" তাঁর 'অহল্যাবাঈ' প্রযোজনার পরে নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন "নূতন নাটক দেখাইয়া তাঁহারা (অর্থাৎ স্টার কর্তৃপক্ষ) কতকগুলি নূতন নূতন জিনিষ যাহা দেখাইয়াছেন,—ইতিপূর্বে 'বাংলাদেশের থিয়েটারে আমরা কখনও তাহা দেখি নাই। অধিকাংশ দৃশ্যপট নূতন (আনকোরা) ভাবে অঙ্কিত। নূতন দৃশ্যপট অর্থে—ঝাঁটার আগায় কতকগুলো রং-এর সহিত তেলকালি মাখাইয়া মাটাকলাম কাপড় টাঙাইয়া—সপাসপ প্রহারের ফল নহে।··খুব নিপুণ চিত্রকরের দ্বারা তুলিকা না ধরাইলে—এত নিপুণ হওয়া অসম্ভব। বাংলা থিয়েটারে ত দেখি নাই; ইংরাজী থিয়েটারে দেখিয়াছি বটে" (১৫)। এই প্রসঙ্গে 'সাইন অব দি ক্রশ' (মূল নাটক: উইলসন ব্যারেল, ভষান্তর: ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) এর প্রযোজনা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য। রোমান যুগের অনুকরণে সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদির যে ছবি 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ'-এ ছাপা হয়েছে তার গভীরতা (depth এবং dimension) দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

আমরা জানি আঙ্গিকগত দিক থেকে মঞ্চ এবং দৃশ্য পরিকল্পনার ওপরে নাটকের গতি এবং ধারাবাহিকতা নির্ভর করে। তখনও ঘূর্ণায়মান মঞ্চ এদেশে আসেনি। দৃশ্য পরিকল্পনা ছিল কভার ডিসকভার পদ্ধতিতে অর্থাৎ একটি বড় দৃশ্যের আগে পরে ছোট দৃশ্য থাকত, যাতে ভেতরে দৃশ্য সজ্জার সুযোগ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও কখনো কখনো দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে করতে দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। অনেকে হয়ত এই সময় সামনে একটি ছোট দৃশ্য করে অকারণ কোন গান বা নাচের প্রয়োগ করতেন—সেটাও নাটকের গতিকে ব্যাহত করত। এসব ব্যাপারে অমরেন্দ্রনাথ প্রচলিত কার্টেন বা যবনিকা ব্যবহার যথেষ্ট সুবিধা করে দিয়েছিল। ধরা যাক একটি বড় দৃশ্যের আগের কোন ছোট দৃশ্যের মাঝখানে কিছু আসবাবপত্র বাড়ানো বা কমানো দরকার। এক্ষেত্রে তিনি কার্টেন ব্যবহার করতেন যা দুধার থেকে এসে সামান্য সময়ের জন্য দৃশ্যটিকে ঢেকে দিত। আসবাবপত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তা সরে যেত। খুব দ্রুত ব্যাপারটা সম্পন্ন হোত বলে নাটকের গতি বা ধারাবাহিকতা তাতে ক্ষুন্ন হোত না, অথচ নাট্য প্রয়োজন মিটে যেত। এই পদ্ধতি পরবর্তীকালেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রযোজনা যেহেতু অভিনয় ও অন্যান্য আঙ্গিকের সুসমঞ্জস মিলন সে কারণে অভিনয় প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাটা অন্যায় হবে। আগেই আমরা দেখেছি যে গিরিশযুগে ছিল মোটামুটি অভিনয় নির্ভর নাট্যব্যবস্থা। অমরেন্দ্রনাথ সে প্রথার পরিবর্তন করেছিলেন বটে, কিন্তু অভিনয়কে উপেক্ষা করেন নি। তাঁর এবং তাঁর সম্প্রদায়ের অভিনয় সম্পর্কে সমসাময়িক সমালোচনা ও প্রত্যক্ষদর্শীর মতামত শ্রীরমাপতি দত্তের 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলোর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সমসাময়িক নাট্যবোদ্ধা ছাড়াও পরবর্তীকালের ধূর্জটিপ্রসাদ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মত বিদগ্ধ জনের অকুণ্ঠ প্রশংসাও তিনি লাভ করেছেন। শোনা যায় 'রাজা ও রাণী'র অভিনয়ের প্রশংসা শুনেই নাকি রবীন্দ্রনাথ নাটোরাধিপতি জগদীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঐ নাটকের অভিনয় দেখতে ক্লাসিকে আসেন। অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথের সময়জ্ঞান, নিখুত মূকাভিনয় ইত্যাদির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। এবং শুধু নিজের অভিনয় নয় সামগ্রিক অভিনয় সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন রমাপতি দত্তের মতে: "ভ্রমরের অভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটার যে কলা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা যথার্থই অসামান্য। বড় বড় ভূমিকার কথা ছাড়িয়া দি, ছোটখাট ভূমিকার অভিনেতারা পর্যন্ত এত নিখুঁত অভিনয় করিয়াছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্য কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না"

এ প্রসঙ্গে তাঁর গীতিনাটক প্রযোজনার কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু বাংলা রঙ্গমঞ্চে নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতের অন্যান্য পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও গীতিনাটক একটি অন্যতম আকর্ষণ (১৬)। এসব নাটকে যুগপৎ সঙ্গীত এবং অভিনয় শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগকে ধরে রাখে। গিরিশচন্দ্রের সমকালে গীতিনাটক বলতে আমরা যা বুঝতাম তার একটি নতুন রূপ দিলেন অমরেন্দ্রনাথ। প্রথম যুগের সফল প্রযোজনা 'আলিবাবা'তে তিনি যে নতুন সংগীত এবং নৃত্যভঙ্গীর প্রচলন করলেন তা সব দর্শকের কাছেই খুব চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিল। হয়ত সেই কারণেই তার সমগ্র নাট্যরচনার মধ্যে গীতিনাট্যের সংখ্যা প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

অভিনয়ের মত নাটকের ব্যবসায়িক দিকটাও প্রযোজনার অঙ্গ। অমরেন্দ্রনাথের পারিবারিক ঐতিহ্য, বনেদীয়ানা তাঁকে পুরোপুরি ব্যবসায়ী হতে দেয়নি একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য নাট্য ব্যবসায়ে সফলতার জন্য তাঁর সচেতন প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রত্যেক দর্শককে নাটকে আনার একটা প্রাথমিক দায়িত্ব আছে, যা বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবস্থাই পালন করে থাকে। কারণ নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা যতটা তীব্র অন্যান্য ললিতকলার ক্ষেত্রে ততটা নয়। দর্শকই নাটকের প্রাণ। সুতরাং এই দর্শক স্রোতকে নাট্যশালাভিমুখী করার জন্য তিনি যেমন একদিকে নাটকের প্রযোজনা এবং অভিনয়ে যথেষ্ট অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তখনকার প্রচলিত-অপ্রচলিত সবরকম প্রচার ব্যবস্থার সাহায্য নিতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর বিজ্ঞাপনের ভাষা সম্পর্কে স্থূলতার অভিযোগ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্থূল নয়, খুব বাস্তব সম্মতভাবেই নাটক ও দর্শকের সঙ্গে সংহতি রেখে তিনি এমন সহজবোধ্য, চমকপ্রদ ও চটুল শব্দের ব্যবহার করতেন যা বিজ্ঞাপন হিসাবে নিঃসন্দেহে সার্থক (১৭)। ফলে এমন একদিন গেছে যখন শুধু অমরেন্দ্রনাথের নামেই থিয়েটারে দর্শক ভেঙ্গে পড়ত —তা সে ক্লাসিকই হোক, বা 'মিনার্ভা' কিংবা স্টারই হোক। শুধু নাটকের বিজ্ঞাপন নয়, নানা ঘোষনা, উপহার, দর্শকের স্বাচ্ছন্দ্য, নতুন নতুন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, সর্বোপরি বিভিন্ন সময়ে তিনটি নাট্য পত্রিকার প্রকাশ তাঁর প্রচার জ্ঞানের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতে: 'Since the theatre constituted his life, he ensured its success through advertisements that would have excited the admiration of even American experts in that art'

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যদি আমরা প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করতে চাই তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে অর্কেষ্ট্রার কনডাক্টারের মত বিভিন্ন যন্ত্রের সুসম ব্যবহারে একটি সার্থক ঐকতানের সৃষ্টি করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত হোক বা নাই হোক, তিনিই প্রথম যন্ত্রগুলির সমবেত ক্ষমতা ও কার্যকারীতা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। গিরিশযুগের অন্যান্য প্রযোজকের পাশাপাশি তিনিই প্রথম নাটক উপস্থাপনার একটি নিজস্ব ধারার সৃষ্টি করেন, যা তৎকালীন অন্যান্য পদ্ধতি থেকে অনেক বেশী অগ্রগামী।

তিনি শেকসপীয়ার থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক সার্থক নাট্যকারের নাটকই মঞ্চস্থ করছেন। তিনিই প্রথম প্রযোজক যিনি সর্বমোট রবীন্দ্রনাথের ছ'টি রচনাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করেন (১৮)। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি তাঁর অত্যধিক ঝোঁকের জন্য গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মনোমালিন্য পর্যন্ত হয়। এদিক দিয়ে তাঁর চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল। অথচ

এসবের পাশাপাশি উনবিংশ শতাব্দী-জাত স্ববিরোধিতা থেকেও তিনি মুক্ত নন। যিনি ১৯১২ সালের ১৮ই মে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' প্রযোজনা করলেন, সেই অমরেন্দ্রনাথই ঐ বছরের ১৬ই নভেম্বর প্রযোজনা করলেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়'— যা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র বিদ্রূপে ভরা। একই ভাবে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মনোমালিন্যের পর তিনি গিরিশচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করে 'থিয়েটার' নামে একটি প্রহসন লিখে ক্লাসিকে অভিনয় শুরু করেন। যে অমরেন্দ্রনাথ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নামে স্বরচিত একটি রূপক নাট্য ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ সালে (যে দিন লর্ড কার্জ্জন বাংলাদেশ বিভক্ত হোল বলে ঘোষণা করলেন) গ্রাণ্ড থিয়েটারে অভিনয় করালেন —এমন কি প্রত্যেক দর্শককে এক কপি করে ঐ নাটক উপহারও দিলেন, তিনিই তার ঠিক দুমাস পরে পঞ্চম জর্জের প্রিন্স-অফ-ওয়েলস রূপে কলকাতায় পদার্পণ উপলক্ষ্যে প্রযোজনা করলেন 'এস যুবরাজ' নামে স্বরচিত একটি রূপক নাট্য। সুতরাং প্রযোজকের পক্ষে যে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হলে নাট্য প্রযোজনা শুধুমাত্র দর্শকের মনোরঞ্জন করে না, তার মননেও সাহায্য করে—সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে ছাপিয়ে অনেক সময়েই অন্য এক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে প্রভাবিত করেছে, যার বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী কার্য্যকলাপে তাঁর নিজস্ব নাট্যচরিত্র বিভ্রান্ত। অথচ ব্যবসার ক্ষেত্রেও তিনি পুরোপুরি সফল ব্যবসায়ী হতে পারেন নি। সেখানেও আজন্ম পারিবারিক ঐতিহ্যের বনেদীয়ানা, অকারণ জেদ, আবেগ এবং মানবিকতার দাবীতে অনেক সময়েই ব্যয়ের মাত্রা আয়কে অনেক পেছনে ফেলে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত দর্শক-মনস্কতাই তাঁকে এমন জগতে নিয়ে গেছে যেখানে শিল্প-বাণীর চেয়ে লোকলক্ষ্মীই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিঃসন্দেহে নাটকের ব্যাপারে দর্শকের গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করিনা এবং জানি আধুনিক প্রযোজকের সেই বলিষ্ঠ মন্তব্য এ ব্যাপারে অবিসংবাদিত ভাবে সত্য, "লোকে যদি নাটক দেখতেই না এল, তবে অভিনয়টা করার সার্থকতা কি? নিভৃতে সাহিত্য বা চিত্র সাধনা হতে পারে, নিভৃত নাট্য সাধনা সোনার পাথুরে বাটীর মতই উদ্ভট"। ইতিপূর্বে যে দর্শকের কথা বলা হয়েছে সেই দর্শকদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়েই তখনকার অধিকাংশ প্রযোজক শিল্প সম্মত নাট্য উপস্থাপনা থেকে বিরত থেকেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া'র নাট্যরূপে অমরেন্দ্রনাথকে এমন চরিত্র বা সংলাপ যোজনা করতে দেখি যা নিঃসন্দেহে অরাবীন্দ্রিক—এবং রবীন্দ্ররুচিতে কিছুটা অস্বস্তিকরও। এও সেই দর্শকদের জন্য যাঁরা অপেক্ষাকৃত

সীরিয়াস উপস্থাপনাকে তখনও আত্মস্থ করতে পারেন নি। এঁদের কথা ভেবেই অভিনেতা মনোমোহন গোস্বামী আক্ষেপ করেছেন, "Hero হইলেই তাহাকে ঝকমকে Highlander সাজিতে হয় না, এ কথা কখনো একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? তা যদি ভাবিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে কখন একটা জমকালো গোছের সং সাজিয়া আপনাদের করতালির চটপটধ্বনি সহ্য করিতে হইত না"। ফলে দর্শক রুচির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে শিশির-কুমার পর্যন্ত। অবশ্যই এ কথা সত্য যে শিশির যুগ এবং অমরেন্দ্রনাথের সময় এক নয়। শিশিরকুমারের নাট্য প্রযোজনার সূক্ষ্ম দিকগুলো শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জন-মানসে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হচ্ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যা ছিল প্রায় দুর্বোধ্য (১৯) কিন্তু দর্শক সচেতনতা এবং সীরিয়াস নাটকের যে ভারসাম্য প্রযোজনাকে সার্থক করে, সেই ভারসাম্যে নিজের অবস্থানকে রক্ষা করতে পারলে অমরেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র 'বাদুড় ঝোলা' দর্শকের জন্য প্রযোজনা নয়, প্রকৃত অর্থে সার্থক প্রযোজনা করতে পারতেন এবং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেত যে তিনিই গিরিশ যুগের দর্শককে শিশির যুগে পৌঁছে দিয়েছেন।

তাঁকে এ সম্মান দিতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত, কিন্তু এ সম্মান ত সে যুগে অন্য কারোই প্রাপ্য নয়। বরং শিশির যুগে শিশিরকুমারের শ্রেষ্ঠত্বের মত—গিরিশ যুগে গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলালের উপস্থিতি সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথই অগ্রগামী প্রযোজক (২০)। তখনকার নাট্য প্রযোজনায় সব কটি দিক সম্পর্কে প্রথম সচেতনতা তাঁর মধ্যেই লক্ষ্য করে উত্তরকালের অনেকে প্রশস্তি বাক্য উচ্চারণ করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদকেও বলতে হয়েছে 'He was a genius'. শিল্প সাফল্য তাঁর করায়ত্ত হোক বা নাই হোক, তাঁর প্রযোজনার প্রতিটি স্তরে জড়িয়ে আছে নাটক ও নাট্যশালার প্রতি গভীর ভালবাসা এবং প্রচণ্ড আত্ম-ত্যাগ, যার কাছে সব অপ্রিয় সমালোচনাই—তা সে যতই বিনীত সত্য হোক না কেন – কিছুটা আত্মানুশোচনায় দগ্ধ না হয়ে পারে না।

॥ নি র্দে শি কা ॥

১. "A text cannot say everything It can go only as f r as all words can go. Beyond them begins another horizen, a zone of mystery, of silence .... It is that which is the work of the directors to express." —গাস্ত বাতি। বর্তমান উদ্ধৃতিটি উৎপল

দত্তের চায়ের ধোঁয়া' পৃঃ ১১ থেকে নেওয়া।

২. Gray, Elizabeth, Behind of scenes in the Theatre, p. 104

৩. Encyclopoedia Britannica, vol. 1, p. 107.

৪. Hartnoll, Phyllis : The Oxford Companion to the Theatre, 3rd ed., p. 766.

৫. 'প্রযোজক' শব্দের ব্যবহারের স্বপক্ষে Elizabeth Gray পূর্বোক্ত বই-এ দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন। প্রথমতঃ, 'there are other types of director in a theatre (Stage Director, Artistic Director)" এবং দ্বিতীয়তঃ, "it is more accurate, that his [producer] job is to 'bring forward [the play] for inspection' or to manufacture [it] from raw materials rather than to give detailed directions to the actors.

৬ ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য্য : নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা প্রসঙ্গে আধিষ্ঠ, নাট্য বিষয়ক সংখ্যা (ডিসেম্বর, ১৯৭৩), পৃঃ ১৮।

৭। একটি বহুল ব্যবহৃত ইংরাজী হ্যাণ্ডবুকে প্রযোজককে খুব সুন্দরভাবে জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন নিজের চার্টরুমে বসেই সমস্ত জাহাজ পরিচালনা করেন। এজন্য তাঁকে ইঞ্জিন চালাতে, রান্না করতে বা যাত্রীদের চিঠি বিলি করতে হয় না। তেমনি প্রযোজকও নিজে সঙ্গীত পরিচালনা, দৃশ্যসজ্জা বা আলোক সম্পাত না করেও সবকিছু নাটকের প্রয়োজনে বিভিন্ন কুশলীদের দিয়ে করিয়ে নেন। কারণ ভাল সংগঠনের অর্থই ত সব কাজ নিজে করা নয়, অন্যদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া।

৮। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য : নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ, পৃঃ ৩৩।

৯। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সং, ১৯৭১, পৃঃ ৬৯-৭০।

১০। দর্শন চৌধুরী : ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকে দর্শকের প্রভাব, চতুষ্কোণ, আষাঢ়, ১৩৭৯, পৃঃ ৩১৪-৩১৫।

১১। এ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব উক্তিও শ্রীসেনের সমার্থক—"যাত্রা, কথকতা ও হাফ-আখড়ায়ের শ্রোতাদের দেখে দেখে নাটক লিখতে হত।" (কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য, পৃঃ ১৮)।

১২। রমাপতি দত্ত : রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১০৩।

১৩। কোন কোন নাট্য আলোচক অধ্যক্ষ এবং প্রযোজককে অভিন্ন মনে করেন। যেমন নাট্য আলোচক শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের মতে: "গিরিশ যুগে যাঁরা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁরাই আজ প্রয়োগকর্তা নামে অভিহিত। বরঞ্চ তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় অধ্যক্ষের ভূমিকা বিরাটতর ছিল।"—শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৪। 'বাসন্তী', ১৮ই বৈশাখ, ১৩২৮, পৃঃ ৫৭ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়ের একটি চিঠি। ঐ সময় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ঐ পত্র লেখকের নাট্য বিষয়ক চিঠি ও আলোচনা দেখা যেত।

১৫। 'থিয়েটার', ২১শে আগষ্ট, ১৯১৪ সংখ্যা।

১৬। আশু রঙ্গাচার্য্য: ভারতীয় থিয়েটার, পৃঃ ১৬৬।

১৭। দীপক গোস্বামী: নাট্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, চতুষ্কোণ, কার্ত্তিক, ১৩৮১।

১৮। 'রাজা ও রাণী', 'চোখের বালি', 'দশচক্র' (মুক্তির উপায় অবলম্বনে) 'জীবনে মরণে' (দালিয়া অবলম্বনে), 'অভিমানিনী' (শাস্তি অবলম্বনে), 'অকলঙ্ক শশী' (দিদি অবলম্বনে)।

১৯। এ প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ এবং শিশির কুমারের সময়ে শুধুমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা তুলনামূলক ছবি নেওয়া যেতে পারে। ১৮৯৭ সালে (যে বছর অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারে যোগদান করেন) এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন অনধিক ৪,০০০ জন ছাত্রছাত্রী এবং ১৮৫৭ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত ৪০ বছরে মোট বি, এ পাশের সংখ্যা অনধিক ৭,০০০। পাশাপাশি ১৯২০ থেকে যদি শিশির-যুগের শুরু ধরা হয় তবে শুধু ঐ বছর এনট্রান্স এবং বি, এ পাশের সংখ্যা যথাক্রমে অন্যূন ১৩,৫০০ এবং ২,০০০।

২০। এ ব্যাপারে দুজনেরই (অমরেন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার) প্রযোজনার স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে—এঁরা দুজনেই ছিলেন থিয়েটার ব্যবসায়ের মালিক, যা এককভাবে গিরিশচন্দ্র কিংবা অমৃতলাল প্রমুখেরা কেউই ছিলেন না। গিরিশযুগে "থিয়েটার—পরিচালনায় শিল্পীর ভূমিকা গৌণ হ'য়ে গেল, ধনী কর্তৃপক্ষই সর্বেসর্বা।"—বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত), পৃঃ ৫৯।

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন ও প্রযোজনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের জন্য শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত মূল্যবান পরামর্শের জন্য ডঃ দর্শন চৌধুরীর ঋণ প্রবন্ধকার কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছেন।

অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ / সুদাম রায়

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের সূচনা থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাংলা নাট্যমঞ্চ বেদীতলে যে মূল্যবান অর্ঘ্যগুলি নিবেদিত হয়েছে, তার মধ্যে স্মরণীয় একটি নাম, — অমরেন্দ্রনাথ। নাট্যশিল্প এবং সেই শিল্পসংক্রান্ত প্রতিটি দিকেই অমরেন্দ্রনাথের কুশলী হস্তের নিপুণ স্পর্শলাভ ঘটেছিল, সেই সঞ্জীবনী স্পর্শে নবজীবন লাভ ঘটেছিল। শতবর্ষের মাহেন্দ্র মুহূর্তটিতে তাই অমরেন্দ্র আলোচনা অমরেন্দ্রনাথের দক্ষতা ও কৃতিত্বের নানা দিকের আলোচনা। বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় জীবন ও অভিনেতা হিসাবে তাঁর মূল্যায়ন।

অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিনয় শিল্পের সামীপ্য ঘটে জীবনের অতি প্রত্যূষে। বাড়ীতে বসতো সখের যাত্রার আসর। অন্তর্নিহিত শিল্পীমন সেই অভিনয়শিল্পে নিরন্তর আকর্ষিত হত। শিশুমনের অনুকরণ প্রিয়তা সেই অভিনয় অনুকরণ করত। শিশু-জীবনের অবসর কাটে খেলাধূলায়। শিশু-অমরেন্দ্রনাথের অবসর কাটত যাত্রা-যাত্রা খেলায়। স্কুল জীবনেও এর অন্যথা হল না। স্কুলের সময়টুকু পার করে দিয়ে বাড়ীর নির্জন ছাদে অভিনয় চর্চাই হল অমরেন্দ্রনাথের আসল কাজ। 'সং অসৎ' উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে নাটকের বই কিনে চলতে লাগল অভিনয় চর্চা। চোরবাগানের বাড়ী বদল করে হাতিবাগানের বাড়ীতে বাসস্থান পরিবর্তন হতে ষ্টার থিয়েটারের অভিনয় দেখার সুবিধা হল। এর আগে 'বেঙ্গলে'র অভিনয়ও দেখা হয়েছিল। এই সব অভিনয় স্পষ্টতঃ প্রভাবান্বিত করল অমরেন্দ্রনাথকে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হল নির্জন সাধনা। পিতৃবিয়োগে এ সাধনা আরও সহজগম্য হয়ে উঠল। এ সময়ে অভিনয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং অভিনেত্রীদেরও সংস্পর্শ ঘটল। ফলে অভিনয় শিক্ষা দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল। এই সময়ে অমরেন্দ্রনাথের চাকুরী প্রাপ্তি ঘটে, ফলে নিয়মিত থিয়েটার দেখা সুলভ হয় বিখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয় দেখা এবং ব্যক্তিগত-ভাবে তার অনুকরণ ও অনুসরণ, অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় ক্ষমতাকে পূর্ণতা দান করেছে। পরিবারের বয়ে যাওয়া ছেলেটি খানিকটা সংসার বিচ্ছিন্ন, নারকেলডাঙার বাগানবাড়ীতে সমাজবিচ্ছিন্ন জীবনে অন্যতম কাজ ছিল ভবিষ্যতের প্রতিভাধন্য নট-নটীদের সঙ্গে নাট্যচর্চা। ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাব স্থাপন করে নাট্যপ্রযোজনা ও নাট্যাভিনয়কে লক্ষ্য রেখে নিয়মিত নাট্যচর্চা।

এই ক্লাবের প্রযোজনায় "পলাশীর যুদ্ধ"-এ সিরাজের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয়। পরে ঐ ক্লাবের প্রযোজনায় "বিবাদ" নাটকে অলর্কের অভিনয়।

এর পরে বিক্ষিপ্ত নাট্যপ্রচেষ্টার সমাপ্তি। পেশাদারী রঙ্গালয় 'ক্লাসিকে'র প্রতিষ্ঠা করে নাট্যজীবনের যাত্রা শুরু। ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭ "নল দময়ন্তী'তে 'নলে'র ভূমিকা অভিনয়ে যে যাত্রা শুরু তা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে গিয়েছে জীবনের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত। 'ক্লাসিক', 'মিনার্ভা', 'গ্র্যাণ্ড' 'নিউ ক্লাসিক', 'গ্রেট ন্যাশানাল' এবং 'ষ্টার' থিয়েটাব সেই অভিনয় স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। অতুল কণ্ঠবৈবভ এবং নায়কোচিত দেহসৌষ্ঠবের অধিকাবী অজস্র নাটকে নায়কের অথবা অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাওয়া অর্থহীন। তবে বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র বচিত প্রায় সব কাহিনীতেই অমরেন্দ্রনাথ প্রধান ও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে সুনাম অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। আরও এক ধবণের অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেটি হল 'আলিবাবা' প্রভৃতি গীতিনাট্যের অভিনয়।

এ ছাড়া আরও অসংখ্য নাটকে অসংখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অথবা একই রঙ্গমঞ্চে একই চরিত্র অজস্রবার অভিনয় করেছেন। সেগুলির তালিকাদান সীমায়িত প্রবন্ধে সমীচীন নয়। কিন্তু কত অসংখ্য চরিত্রে তিনি অভিনয় কবেছিলেন, তার একটি ধারণা দেওয়া যায়। শ্রীরমাপতি দত্ত তাঁব রচিত "রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ" গ্রন্থে অমরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়েব একটি কবে তালিকা দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, ক্লাসিক পর্বে ক্লাসিক, মিনার্ভা, গ্র্যাণ্ড এবং নিউ ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ একানব্বইটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মিনার্ভার অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে তেরটি চরিত্রে, গ্রেট ন্যাশনালে একুশটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। স্টারে চাকুরীরত অবস্থায় একান্নটি চরিত্রে এবং সত্বাধিকারী রূপে প্রায় পঁচানব্বইটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বলা বাহুল্য, এর যোগফল যে কোন অভিনেতার পক্ষেই ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারে। অথচ, তাঁর জীবনকাল অধিক বিস্তৃত ছিল-না। মাত্র চল্লিশ বছরের জীবনের মধ্যে সাধাবণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় জীবন শুরু হয়েছে একুশ বছব বয়সে। অর্থাৎ এই অজস্র চরিত্র সৃষ্টি অমরেন্দ্রনাথের মাত্র উ'নশ বছরের চেষ্টার ফসল। আর এই উনিশ বছবের অভিনয় জীবনে অমরেন্দ্রনাথ যে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছেন তা' শুধু পরিমাণগত নয়, তার মধ্যে অনেক

অভিনয়ই যে গুণগত মান অতিক্রম করেই দর্শকদের শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা অর্জন করেছিল, একথা বলাই বাহুল্য। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মন্তব্য, পত্রপত্রিকার মন্তব্য, অমরেন্দ্রনাথের এই গুণগত উৎকর্ষের সাক্ষ্যদান করে। এই সকল মন্তব্য আলোচনা করার সময় সঙ্গত কারনেই স্মরণ রাখতে হয়, অমরেন্দ্রনাথের বংশমর্যাদা, ব্যক্তিত্ব এবং বন্ধুবৎসল উদারতা এই সকল মন্তব্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। কিন্তু তথাপি নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে মন্তব্যে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু কোন প্রাভাবই দায়িত্বশীল কোন মন্তব্যে, মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে পারেনা। তাই এই সব মন্তব্যের মধ্য থেকে অমরেন্দ্রনাথের অভিনীত চরিত্রের উৎকর্ষ উপলব্ধি কষ্টকর হয়না। যে অভিনীত চরিত্রগুলি অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম "পলাশীর যুদ্ধে" সিরাজ, হারানিধিতে অঘোর, "হরিরাজ" নাটকে হরিরাজ, "ভ্রমর" নাটকে গোবিন্দলাল, "পাণ্ডবগৌরবে" ভীম, "চন্দ্রশেখর" নাটকে প্রতাপ, "সাইন অব দি ক্রশ"-এ মার্কাস এবং "সওদাগরে" কুলীবক।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের অভিনয় দেখে স্বয়ং নবীনচন্দ্র সেনই অভিনেতার ভবিষ্যৎ উন্নতির অনিবার্যতা ঘোষণা করে যান। অমরেন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র অভিনয় জগতে অবতীর্ণ হচ্ছেন। "পাণ্ডবগৌরব" নাটকে মহলায় রীতিমত দানীবাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে তবেই অমরেন্দ্রনাথ ভীমের ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এবং সেটি হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। "চন্দ্রশেখরে" অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ের দাপটে কেন্দ্রীয় চরিত্র চন্দ্রশেখরের অপেক্ষা প্রতাপ দর্শকদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আর 'গোবিন্দলালে'র অভিনয় তো লোকমুখে কিংবদন্তী হয়ে আছে। তার আলোচনায় অনর্থক স্থান অপচয় নিরর্থক।

অভিনয় জীবনের শেষপর্বের অভিনয় "সাইন অব দি ক্রশ"-এ মার্কাস এবং "সওদাগর" (Merchant of Venice)-এ কুলীরকের ভূমিকা। এই সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—"ইদানীং-পাশ্চাত্য-জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অনুকরণে তাঁহার অভিনয় করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল...।" পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অভিনয়ের প্রভাবে যে চরিত্র সৃষ্টি তিনি করেন, তা নিঃসন্দেহে বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনব এবং অতুলনীয়। এ অভিনয় শুধু পাশ্চাত্যের অনুকরণ ছিল না, পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় প্রতিভার স্বকীয়তা।

অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়জীবন আলোচনায় দেখা গেছে, অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় স্পৃহার উন্মেষ অতি বাল্যকালে যাত্রা-দর্শনে। যাত্রা দেখে সেই যাত্রার অনুকরণের মাধ্যমেই তাঁর অভিনয়চর্চার সূচনা। সুতরাং তাঁর অভিনয়রীতির মধ্যে যাত্রাধর্মীতার বৈশিষ্ট্য থাকবে এটি খুবই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় চর্চার বিকাশ রঙ্গমঞ্চে বিখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয় দর্শনে এবং তার অনুসরণে চর্চায়। লক্ষ্যণীয় যে, প্রত্যক্ষভাবে কোন অভিনয় শিক্ষকের কাছেই তিনি কখনও অভিনয় শিক্ষা করেননি। কিন্তু পরোক্ষভাবে অনেক বিখ্যাত অভিনেতার নিকটই তিনি অভিনয় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং চর্চা করেছেন। যে অভিনেতাদের অভিনয় তিনি প্রত্যক্ষ করে পরোক্ষভাবে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই প্রায় গিরিশচন্দ্রের শিষ্য এবং গিরিশচন্দ্রের অভিনয় ধারায় লালিত। বাংলা অভিনয়ের সূচনা পর্বে অভিনয় রীতির প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিল মুখ্যতঃ যাত্রার অভিনয় এবং গৌণতঃ ইংরাজী স্কুলের এ্যাকাডেমী-শিয়ান অভিনয় এবং বিদেশী রঙ্গালয়ের অভিনয়। গিরিশচন্দ্র প্রথম যুগে নিজেও যাত্রা করতেন। সুতরাং অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় আদর্শের ওপর শিশুকাল থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত যাত্রাধর্মী অভিনয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই বলা যেতে পাবে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়রীতি ছিল যাত্রাধর্মী রীতি। 'যাত্রাধর্মী' কথাটি আমি কোন নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার করছি না, নির্দিষ্ট একটি অভিনয়রীতি বোঝাতেই ব্যবহার করছি। এই সময় দুই প্রকার অভিনয়রীতি দেখা যায়,—একটি প্রতিষ্ঠিত, যাত্রাধর্মী অভিনয়—গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগে; অপরটি প্রবর্তিত, বাস্তবতাধর্মী, অর্দ্ধেন্দুশেখরের উদ্যোগে। অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন গিরিশচন্দ্রেব মানসশিষ্য, এবং নিজেও সে শিষ্যত্বের কথা জানিয়েছেন, যদিও প্রত্যক্ষভাবে গিরিশচন্দ্রের কাছে অভিনয় শিক্ষা করেননি। এই অভিনয়রীতির মধ্যে থাকে সুরেলা (Melodious) এবং উচ্চকণ্ঠের (High Pitch) সংলাপ উচ্চাবণ, expression এর থেকে emotion প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ, broad expression এবং broad action এর উপর গুরুত্ব দান, vigorous এবং সামান্য Stylised ধরণে অভিনয় আচরণ। অমরেন্দ্রনাথ এই অভিনয়রীতিতে অসামান্য বৈভবের অধিকারী ছিলেন। সুদর্শন ও আকর্ষণীয় দেহের এই নট ছিলেন অসামান্য কণ্ঠসম্পদের অধিকারী। কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তি তাঁহার সম্পদ ছিল, নায়কোচিত চেহারাও ছিল অভিনয়ের দিক থেকে অতি মূল্যবান। Experssion এর অপ্রতুলতা

তিনি কণ্ঠমাধুর্য দিয়ে পূরণ করতে সক্ষম হতেন। Emotion প্রকাশে বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং অভিনয়ের মধ্যে থাকত Life force এবং Vigour ; অবশ্য কিছুটা অসামর্থ্য ছিল expression-এ এবং Detailed অভিনয়ে।

"রঙ্গালয়" পত্রিকা অমরেন্দ্রনাথের 'প্রতাপ' (প্রতাপাদিত্য' নাটক) চরিত্র অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন :

" . ক্লাসিকের প্রতাপের Intonation ও Accentuation স্থানে স্থানে ঠিক হয় নাই। সুরের পরদা অনেক সময় কাটিয়া গিয় ছিল। ক্লাসিকের প্রতাপ একনিষ্ঠ অভিনেতা নহেন। তিনি শিল্পী বটে পরন্তু তিনি পরিশ্রমী শিল্পী নহেন। তাঁহার Detail অর্থাৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই, খুঁটিনাটি সবগুলি সামলাইয়া ক্লাসিকের প্রতাপ অভিনয় করিলে অতুল্য হইয়া উঠেন। ...অভিনেতার প্রধান সম্পদ Personal Magnetism, ক্লাসিকের প্রতাপে যথেষ্ট আছে। ষ্টারের প্রতাপ নির্জীব ও Morbid, ক্লাসিকের প্রতাপে Animalism যথেষ্ট আছে, Morbidity কিছুই নাই।"...

'রঙ্গালয়' অমরেন্দ্রনাথের নিজস্ব পত্রিকা। সুতরাং সে পত্রিকায় অমরেন্দ্রনাথের ত্রুটি সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, সেটি সত্য হওয়াই স্বাভাবিক। অমরেন্দ্রনাথের সুরেলা অভিনয়েও মাঝে মাঝে সুরের পরদা কেটে যেত, বাচনভঙ্গী এবং উচ্চারণ সম্বন্ধেও অভিযোগ ছিল। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল উদাত্ত এবং উচ্চ স্বরগ্রামের। তাঁকে উপলক্ষ্য করে রচিত ব্যঙ্গ কবিতার অতিশয়োক্তির মধ্যেও তার স্বীকৃতি আছে—

"তোমার ষাঁড় চেঁচানি অ্যাকৃটিং এর চোটে ভাঙ্গল করোগেট।'

আর যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল অমরেন্দ্রনাথের personal Magnetism। এটি সত্যই অমরেন্দ্রনাথের পূর্ণমাত্রায় ছিল। তার অনিন্দ্যকান্তি দেহ, উদাত্ত কণ্ঠস্বর এবং উদ্দাম আবেগের বহিঃপ্রকাশ, দর্শকদের মোহমুগ্ধ করে রাখত। অভিনয়ে প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত।

কিন্তু যে নাটকে আবেগ সংহত; অন্তর্মুখী, Detailed expression বেশী; Detailed action বেশী, সে নাটকে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় কিছুটা অসফল। অমরেন্দ্রনাথের সফলভাবে অভিনীত নাটকের সব নাটকই তাই, পৌরাণিক, বা ঐতিহাসিক, বা কল্প-ঐতিহাসিক কিংবা সেই ধরণের নাটক যাতে অভিব্যক্তি বা ক্রিয়ার থেকে সংলাপ ও আবেগের গুরুত্ব বেশী। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের নাটকগুলিতে তাঁর এত সাফল্য। গীতিনাট্যে তাঁর সাফল্যের কারণও ওটি।

পরবর্তীকালে যখন তিনি বিদেশী প্রখ্যাত নটের প্রভাবে ও অনুসরণে মার্কাস ও কুসীদকের (Shylock) অভিনয় করেছেন, সেই অভিনয়ের বিবরণ দেখে মনে হয়, তিনি শ্রম সহকারে সূক্ষ্মতা ও detail-এর দিকে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করেছেন, এবং সাফল্যও অর্জন করেছেন। যাই হোক, তাঁর অভিনয়-রীতিতে তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ মত-প্রকাশে কোন বাধা নেই।

অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় জীবন যে ব্যক্তিগত কৃতিত্বেই উজ্জ্বল, সেটি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র অভিনেতাই ছিলেন না। নাট্যসংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রই তাঁর কল্যাণ হস্ত স্পর্শ করেছিল। তাই কেবলমাত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রটির উপর নির্ভর করে তাঁর অভিনয় কৃতিত্বের বিচার করলে সে বিচার সুসম্পূর্ণ হবে না। মানুষের কাজ করার ক্ষমতা অসীম নয়। কেবল-মাত্র অভিনেতা হিসাবে নাট্যক্ষেত্রে তাঁর অবদান থাকলে তাঁর কৃতিত্বের যে মূল্য নিরূপণ হত, নাট্যসংক্রান্ত সকল সংস্কারব্যবস্থা এবং নূতন দিক প্রবর্তনের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কৃতিত্বের বিচার নিশ্চয়ই কিছু পৃথক হবে এবং সেইসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, প্রচলিত অভিনয়রীতি, যেটি ক্ষমতাবান নটের অভাবে নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হত, তাতে তিনি প্রাণদান করেছেন, সজীবতা এনেছেন, নাট্যাভিনয়ের ধারাটিকে অব্যাহত রেখেছেন। অভিনেতা হিসাবে অমরেন্দ্রনাথের সেই কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়।

প্রচারশিল্পী অমরেন্দ্রনাথ / শিশির বসু

বাংলা পেশাদারী মঞ্চের জন্ম ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর। তার প্রায় চার বছর পরে ১৮৭৬-এর ১লা এপ্রিল দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব। মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উনি নিজস্ব মালিকানায় ক্লাসিক থিয়েটারের পত্তন করেন। সেই থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত আমৃত্যু উনি কোনো না কোনো মঞ্চের সঙ্গে মালিক অথবা ম্যানেজার ও নাট্যকার এবং প্রধান অভিনেতা হিসাবে যুক্ত ছিলেন। মাত্র ৪০ বৎসরের আয়ুষ্কালে এবং ১৯ বছরের শিল্পী-জীবনে বাংলা থিয়েটারের উন্নতিকল্পে নাট্যশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনি যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন তার তুলনা মেলা দুষ্কর। অমর দত্তের

নাট্যপ্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের বক্তব্য এ ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত প্রচারশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস পাবো।

১৮৯৭-এ অমর দত্ত যখন পাবলিক থিয়েটারে যোগ দিলেন, কলকাতায় তখন তিনটি স্থায়ী মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় চলেছে—বেঙ্গল (১৮৭৩, হাতিবাগানের স্টার (১৮৮৮) ও মিনার্ভা (১৮৯৩)। কিন্তু কোনোটির অবস্থাই তখন ভাল নয়। তাদের এই দুরবস্থার প্রধান কারণ উপযুক্ত নায়কের অভাব। এযাবৎ-কাল নায়ক রূপে সুনাম কুড়িয়ে এসেছেন, প্রধানতঃ নট-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ (মৃত্যু: ১৯১২) এবং তাঁর দুই কৃতী শিষ্য অমৃতলাল মিত্র (মৃত্যু: ১৯০৮) ও মহেন্দ্রলাল বসু (মৃত্যু: ১৯০১)। গিরিশচন্দ্রের তো বটেই, অমৃত-মহেন্দ্রেরও তখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। উপযুক্ত অভিনেতার অভাবে ওঁরা এক রকম বাধ্য হয়েই নায়ক সাজতেন, যা সংখ্যা গরিষ্ঠ দর্শকের পছন্দ হতো না। আর আসলে, এই নায়কের অভাবেই বাংলা থিয়েটারের দরজায় সে সময় দর্শক সমাগম কমতে শুরু করেছে। মঞ্চের তখন বেশ পড়ন্ত অবস্থা! রঙ্গালয়কে তৎকালে এই দীনতা থেকে মুক্তি দিলেন যে দুজন অভিনয় শিল্পী তাঁদের নাম—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং গিরিশ-তনয় দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ)। ইতিহাসে শেষোক্ত মানুষটির পরিচয় কেবলমাত্র অভিনেতা রূপে। কিন্তু নাট্যক্ষেত্রে অমর দত্তের ভূমিকা ছিল একাধিক—সে কথা আমরা আগেই বলেছি।

১৯ শতকের শেষের দিকে বাংলা থিয়েটারের সেই সাময়িক অবনতির যুগে নবীনতম মঞ্চাধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে প্রবীণতম মঞ্চাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত রঙ্গালয় পরিচালকেরাই চিন্তা করছেন, কেমন করে অভিনয় শিল্পকে বাঁচানো যায়। সমস্যা-সমাধানের আশায় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক রচনার দিকে ঝুঁকলেন, অভিনয় শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুশেখর জোর দিলেন দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের উপর আর ম্যানেজার অমৃতলাল বসু থিয়েটারের নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোর থেকে কঠোরতর করলেন। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই অনন্য। কারো গৌরব লাঘব করছি না, কেবল বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি—এই ভাবনা কারো চিত্তে উদয় হলো না যে, পণ্য যত উঁচু মানেরই হোক না কেন, তার গুণাগুণের সংবাদ খদ্দেরদের মরমে পৌঁছে দিতে না পারলে তার প্রয়োজন মাফিক কাটতি হবেনা। ব্যবসার দিক্ থেকে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি সেই যুগে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন অমর দত্ত। তিনিই সবার আগে বুঝে-

ছিলেন, সাধারণ মানুষকে থিয়েটার-মুখী করতে গেলে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের মারফৎ তাদের প্রমোদরুচির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শুধু তাই নয়, অনুমান করি "...বিজ্ঞাপনের কাজ মানুষের ভিতরের চাইগুলোকে চাগিয়ে তোলা এবং অনাস্বাদিতপূর্ব অভাব বোধ জাগানো" (১)। এই মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বও তাঁর অজানা ছিলনা। আর সেই কারণেই ধর্মের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো থিয়েটার ব্যবসায় প্রচারপত্র পরিকল্পনার সময় অমরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রকাশ পেতো, "...ঠিক যে-ভাষায় অপরে কথা বলে ও যে-ভাষা বোঝে, তাহার সহিত সেই ভাষাতেই কথা বলা উচিত" (২)। অমর দত্ত উপলব্ধি করলেন, থিয়েটারকে জনপ্রিয় করতে গেলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংবাদপত্রে রুটিন মাফিক দু'চার ইঞ্চি বিজ্ঞাপন দিলেই চলবে না। সে বিজ্ঞাপনের প্রকাশ হবে নিয়মিত, আকার-আয়তন হবে বড়ো এবং সবচেয়ে বড়ো কথা যেহেতু 'শিল্পের জন্য জনগণ নয়, জনগণের জন্যই শিল্প' সেইহেতু বিজ্ঞাপনের ভাষা (তা সে ইংরেজী অথবা বাংলা—যাই-ই হোক না কেন) যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণীয় ও সহজ বোধগম্য হওয়া দরকার—যাতে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে। অর্থাৎ অমর দত্তের বক্তব্য ছিল এই রকম : নাটকের প্রকৃতি এবং দর্শকদের শিক্ষা-রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন বিজ্ঞাপনে ভাষা ব্যবহার করা হয়। এ যুগের নাট্যকর্মীর কাছে এ ধরণের চিন্তাধারা নিশ্চয়ই নতুন নয়। কিন্তু সেকালে অমরেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনা ও প্রচার-পদ্ধতি যে অভিনয় জগতে রীতিমত বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল এবং তিনি যে এ ব্যাপারে তাঁর যুগের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন এবং তিনি যে প্রচার শিল্পের (এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন শিল্পের) সত্যিকারের পথিকৃৎ কর্মী—তার প্রমাণ মিলবে নীচের কয়েকটি বিজ্ঞাপন—উদ্ধৃতিতে। সমকালীন অন্যান্য মঞ্চাধ্যক্ষদের প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অমর দত্তের পরিকল্পিত বিজ্ঞাপন তুলনা করলে পার্থক্যটা সহজেই চোখে পড়বে। অমরেন্দ্রনাথের আগে কি ধরণের বিজ্ঞাপন প্রচলিত ছিল তার নমুনা হিসাবে আমরা প্রথমে বেঙ্গল তথা রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারের একটি হ্যাণ্ডবিল উদ্ধৃত করছি। সন ১৮৯২। মঞ্চকর্তৃপক্ষ লিখেছেন :

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

SUCCESS ! SUCCESS ! SUCCESS !

হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

"না শস্ত্র গ্রহণাদকুণ্ঠ পরশোস্তস্যাপি জেতা মুনেঃ
—পাণ্ডুসূনুভিরয়ং ভীষ্মঃশরৈঃশায়িতঃ ।"

ROYAL

BENGAL THEATRE

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার

SATURDAY THE 2ND JULY AT 9 P.M.

শনিবার ১৯এ আষাঢ় রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ।

REVIVAL OF BABU RAJKRISHNA RAY'S

Highly-successful ever-favourite Mythological play

BHISMER SARASAJYA

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত সেই সর্ব্বজন প্রশংসিত

সংবাদপত্র সমাদৃত

"নিতুই নূতন" পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য

ভীষ্মের শরশয্যা

This is an entertainment for variety, originality

and refinement without Parallel.

রাজকৃষ্ণবাবুর "ভীষ্মের শরশয্যা" বঙ্গীয় সাহিত্য-সাগরের

একটি অমূল্য অত্যুজ্জ্বল রত্ন বিশেষ !

PLEASE MARK :—

The Graceful Gestures of the "Martial Boys !"

THE CLOSE COMBAT IN CHARIOTS !

The Arrowy-bed of the Hero with its

Sorrowful Surroundings !

স্মরণ রাখিবেন :—

পঞ্চবীর-বালকের সংগ্রাম-সঙ্গীত !

অর্জ্জুন ও ভীষ্মের দ্বৈরথ-যুদ্ধ !

শরশয্যার অপূর্ব্ব দৃশ্য !

বিদুরের অপূর্ব্ব ভক্তি-রসাত্মক অভিনয় !

The Tasteful TABLEAU of Radha & Krishna

in the Brindában

Magnificient Mountings!

বৃন্দাবনধাম-শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি!

গোপিনীগণের মধুর সঙ্গীত!

SCENERIES AND DRESSES

ALL NEW! ALL GRAND! ALL IN PERFECTION!

দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ সমস্তই নূতন ও মনোহর!

সহৃদয় নাট্যামোদী মহোদয়গণ! এই বিশাল বিশ্বমাঝে ভীষ্ম-লীলা দেখিয়া যান, করুণ রসের সহিত ভক্তিরস মিশিয়া হৃদয়কে আপ্লুত করিবে—নয়ন মন প্রেমানন্দে পরিপুরিত হইবে।

NEXT DAY, SUNDAY AT 6 30 P M

পরদিন রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০ ঘটিকার সময়।

PROVAS MILAN

বঙ্গ রঙ্গ ভূমির কীর্ত্তি স্তম্ভ

প্রভাস মিলন

তৎপরে সেই সর্ব্বজন-প্রশংসিত গীতিবঙ্গ

মোহ-শেল

Kanja Bihary Bose
Manager, Advertisement
Department

By order of the Managing
Committee B. L. Chatterjee
Manager

উপরোক্ত বিজ্ঞাপন পড়ে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—এই প্রচারপত্র কাদের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত? এর উদ্দিষ্ট কি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনগণ-না, ইংরেজীনবীশ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত নাগরিকবৃন্দ? আমাদের মতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের কথা মনে রেখেই তখন এ জাতের ইংরেজী ও সাধু বাংলা ভাষা মিশ্রিত বিজ্ঞাপন রচিত হতো।

এবার পরপর উদ্ধৃত করি ১৯০০ সালে ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রদত্ত স্টার ও মিনার্ভার দুটি বিজ্ঞাপন। 'স্টেটস্‌ম্যান' তখনকার দিনে শ্বেতাঙ্গ এবং অ-শ্বেতাঙ্গ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র। এই পত্রিকার প্রচার সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য। আর সেই কারণেই বোধহয় মঞ্চ কর্তৃপক্ষ কাগজটিতে বিজ্ঞাপন দিতেন। এবং 'স্টেটস্‌ম্যান'ও নিয়মিত এঁদের অভিনয় সমালোচনা প্রকাশ করে দর্শকানুকূল্য বৃদ্ধির প্রয়াস পেযাত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য

—যে দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত অথবা স্বল্প-শিক্ষিত. সেখানে ইংরেজী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার একটি মাত্রই উদ্দেশ্য, ইংরেজীনবীশ দর্শক আকর্ষণ করা। এবং তা-ও অত্যন্ত নিরুত্তাপ ও গতানুগতিক পদ্ধতিতে। যাতে শিক্ষিত দর্শকদেরও বিশেষ আগ্রহ জাগে না অভিনয় দেখার। অর্থাৎ এখানেও দেখছি. ক্রেতাকে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে বিক্রেতার তরফ থেকে ঐকান্তিক কোনো প্রয়াস নেই, যাকে অকুণ্ঠ-চিত্তে অভিনব বলতে পারি। অথচ ঐতিহাসিক কারণেই ব্যাপারটা সে সময় খুব প্রয়োজনীয় ছিল। যাই হোক, এবার সংবাদ-পত্রে মন দিই। ২৮ এপ্রিল ১৯০০ তারিখে "স্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার প্রমোদস্তম্ভে দেখা যাচ্ছে স্টার থিয়েটার বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন এই বলে :

GRAND RE-OPENING ! NEW DRAMA !

STAR THEATRE

NEW FIRST NIGHT !

Saturday, the 28th April, at 9 P.M.,

First Performance of Amrita Lall Bose's New

original Drama

ADARSHA-BANDHU !

OR THE MODEL FRIENDS !

Re-painted, newly decorated, freshly-upholstered

and lighted with Electricity, the Theatre

will, we hope, present quite a novel

and gorgeous spectacle.

Next day, Sunday, at Candle-light,

RISHYA SRINGA and BRAVO 28 !

AMRITA LALL BOSE, Manager

ঐ সময়কার মিনার্ভার একটি বিজ্ঞাপন। প্রকাশিত হয়েছে ঐ 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকাতেই ২৩ জুন ১৯০০ তারিখে। ওঁরা লিখছেন—

Oyez ! Oyez !

The Sessions open at

THE MINERVA THEATRE

6, BEADON STREET,

ON SATURDAY THE 23RD JUNE, AT 9 P.M.

with Bunkim Chunder's

SITARAM

Dramatised by Girish Chunder Ghosh and played by a batch of talented artistes.

Sitarmam —G. C. Ghose

Sri Sm. Tincouri Dasi

Dresses and Scenery all Costly and Crisp.

Pavilion thoroughly done up.

CANNON AT WORK ON THE STAGE

A rare intellectual and spectacular treat !

Next day, Sunday, at 7-30 p.m.

JANA

Jana .. Sm. Tincouri Dasi

Bidushak ...G. C. Ghose

To be followed by HIRAR PHUL

N. SIRCAR, G. C. Ghosh,

General Supdt. Manager.

সবশেষে আসি অমরেন্দ্রনাথের কাছে। সংবাদপত্র থেকে নয়, হ্যাণ্ডবিল উদ্ধৃত করে দেখানোর চেষ্টা করি তিনি কিভাবে সাধারণ মানুষকে মঞ্চের দিকে টানছেন। কী দুর্নিবার তাঁর ভাষার আকর্ষণ শক্তি! কী অভিনব তাঁর প্রচার পরিকল্পনা!

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

CLASSIC EMPEROR'S BIRTHDAY

আমাদের রাজশ্রী রাজা সপ্তম এওয়ার্ডের জন্মতিথি উপলক্ষে

মহা সমারোহ কাণ্ড !!!

রঙ্গালয়—পত্রে পুষ্পে পতাকায় ও আলোকমালায় অপূর্ব শ্রীধারণ করিবে।

সন্ধ্যা ৭৷৷০ সাড়ে সাতটার সময় বাজী পোড়ান হইবে তৎপরে অভিনয় আরম্ভ হইবে

SUPPRISING PROGRAMME !!!

অত্যাশ্চর্য্য আয়োজন !! আশাতীত—ধারণাতীত—কল্পনাতীত !!!

অনুষ্ঠানের চরমোৎকর্ষ !!

ক্লাসিক থিয়েটার

শনিবার ২৩শে কার্ত্তিক ১৩০৮ সাল রাত্রি ৭॥০

Saturday, the 9th November 1901, at 7-30 p.m.

আনন্দ কল্লোলের ত্রিধারা !!

বাৎসরিক বাজীর আমোদ !!

প্রথমে নানাপ্রকার প্রীতিপ্রদ সুন্দর—নয়ন বিমোহন

বাজী ! বাজী !! বাজী !!!

ফরমাস্ দিয়া, অদ্ভুত কৌশলে, আপনাদের জন্য প্রস্তুত করান হইয়াছে।

FIRE WORKS TO COMMENCE BEFORE THE CURTAIN RISES !

হুলুস্থূল ব্যাপার !! হৈ হৈ রৈ রৈ !!!

কত টাকা এই উদ্যোগে ব্যয় করা হইয়াছে—চক্ষে দেখিলেই বুঝিবেন !!

সকলই আপনাদের তুষ্টির জন্য !!

পরে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারে বঙ্কিমচন্দ্রের

ভ্রমর

দুঃখিনী পতি প্রেম বিরহিনী 'ভ্রমর' !! 'রোহিনীর' শোচনীয় পরিণাম !!

বারুণী পুষ্করিণীর মনোরম দৃশ্য !!

সর্ব্বশেষে হাসির চটক-প্রেমের ফাটক-মধুর লহর-ভাবের সাগর—

চক্ষুদান

Nextday, Sunday after Candle-light

পরদিন রবিবার সন্ধ্যার পর আরম্ভ।

১। শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত কৌতুকপূর্ণ পৌরাণিক গীতিনাট্য

AVISAP ! AVISAP ! AVISAP ! অভিশাপ

নৃত্য-গীতের ফুল্লহার !! রসিক-রসিকার সুষমাধার !!

WONDERFUL DISPLAY OF FAIRY FOUNTAIN

ON THE STAGE

রঙ্গমঞ্চে অপূর্ব্ব ফোয়ারা,—শতধারে লাল-নীল সবুজ জল ঝরিতেছে

চমৎকার—মনোমুগ্ধকর !!

রমণীর প্রেম-ফাঁদে পড়িয়া, দেবতারাও যে দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়েন,—তাহার উজ্জল প্রমাণ !

নারী প্রেমাকাঙ্খীগণ ! এস দেখিয়া যাও !! বুঝি সব কিন্তু করি কি ?

২।. শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত চির-নূতন সামাজিক নক্সা

গুপ্তকথা

কেয়াবাৎ নাচ—পরিপাটী ছাঁচ !!

কেয়াবাৎ গান যেন কোয়েলার তান !!

পোষাকের ছটা—বিজলীর ঘটা !!

রগ্ বগে বোলচাল—নিমকৃহারাম বান্চাল্ !!

এই রাত্রের জন্য 'গুপ্তকথা'র গীতাবলী প্রোগ্রামে মুদ্রিত করিয়া

দর্শকবৃন্দকে বিতরণ করিব।

By H. L. Sen Esq. — **বায়স্কোপ** — ROYAL BIOSCOPE !

নূতন নূতন ছবি,—তেজোময় যেন প্রভাতের রবি !!

পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন,—অন্ধকারে আচ্ছন্ন নহে !!

যুদ্ধ বিগ্রহ-রক্তারক্তি-ঘর পোড়ানো-জলে ডোবা-জাহাজ ওড়া—

গুপ্তপ্রেম-লাঠালাঠি-খুন-হাসিঠাট্টা ইত্যাদি সব রকম আছে!!

'রয়েল বায়স্কোপের' ছবি অতুলনীয় !!

COME ONE AND ALL.

১নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটস্থ, সর্ব্বজন বিদিত হিন্দুর আনন্দ-আশ্রম-মহৎ-আশ্রমে আমাদের সকল শ্রেণীর টিকিট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকিবে। আমাদের পল্লীগ্রামবাসী বন্ধু-বান্ধবদিগের সুবিধার জন্যই আয়োজন। Apply to

P. N. Mitra

THEATR(E)

(৩)

D. De - Business Manager. Elgin Machine Press, Calcutta.
A. N. Dutt - Manager.

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনের ভাব, ভাষা ও উপস্থাপনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সাধারণ মানুষকে মঞ্চাভিমুখী করার উদ্দেশ্যে অমরেন্দ্রনাথ যে কোনো পন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত আছেন। এই মনোভাবের মধ্য দিয়ে যে আপোষকামী চিন্তাধারা ও বাস্তববুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে, মঞ্চকে বাঁচাবার জন্যে ঐতিহাসিক কারণে তার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক ছিল। একালে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপারটা যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পসম্মত বলে মনে না হলেও, সমকালীন সামাজিক পরিবেশ এবং মঞ্চের দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে আমরা অবশ্যই অমর দত্তকে তাঁর দূরদর্শিতার দরুন সাধুবাদ জানাতে বাধ্য হবো। বাংলা থিয়েটারের কৈশোরকালীন সেই দুর্গতির সময় অসাধারণ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, অতুলনীয় উদ্ভাবনী শক্তি ও অফুরন্ত উদ্যমশীলতা নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ যে সেদিন ত্রাণকর্তার গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রঙ্গালয়কে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কাজে সফলকাম হয়েছিলেন—এই অনিবার্য সত্য আজ অস্বীকার করার উপায় নেই।

কেবল বিজ্ঞাপনের ভাব ও ভাষাই নয়, হ্যাণ্ডবিলের চেহারাও পালটে ছিলেন তিনি। এতদিন নিকৃষ্ট কাগজে এক রঙা কালিতে যা ছাপা হতো, এখন থেকে উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস্ রঙীন কাগজে তা মুদ্রিত হতে লাগলো। উপহারের মাধ্যমে দর্শক আকর্ষণের রেওয়াজ বাংলা থিয়েটারে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল, অমর দত্ত তাকে নতুনত্ব আনলেন পুস্তকবিতরণের সূত্রে। প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি স্ব-রচিত এবং মাইকেল মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র প্রমুখের লেখা গ্রন্থাবলী উপহার দেন। তাঁর এই কাজের ফলে নাট্যগ্রন্থেরও কিছুটা প্রচার হয়েছিল। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিল সাধারণ মানুষের নাট্যানুরাগ। মঞ্চের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য অমরেন্দ্রনাথ 'অভিনেতৃ কাহিনী' নামে সমকালীন বিখ্যাত নটনটীদের একটি জীবনী-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। এ জাতীয় গ্রন্থ আমাদের দেশে ইতিপূর্বে রচিত হয়নি।

কিন্তু এহ বাহ্য! প্রচারশিল্পের চরম উৎকর্ষতা-লাভ ঘটেছিল নাট্য-সম্পর্কিত পত্রিকা 'রঙ্গালয়'-এর প্রকাশনায়। বাংলা ভাষায় প্রথম নাট্যপত্রিকা 'রঙ্গালয়' অমরেন্দ্রনাথকে ইতিহাসে এক অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী করেছিল। ইংরেজী ও বাংলা সংবাদ এবং সাময়িকপত্রের অভিজাত স্তম্ভ থেকে বাংলামঞ্চ এসে দাঁড়ালো যেন সাধারণ মানুষের একেবারে মাঝখানটিতে। সব আন্দোলনের মত নাট্য আন্দোলনেরও মুখপত্র দরকার। এই সত্যটি সর্বপ্রথম উপলব্ধি

করেছিলেন দূরদর্শী অমর দত্ত। 'রঙ্গালয়' সেই দূরদর্শিতারই ফলশ্রুতি। রঙ্গালয়ের কল্যাণকামী এবং দর্শকদরদী অমরেন্দ্রনাথের সেই অভিনব ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করেছেন রমাপতি দত্ত এই বলে :

"১৯০১ খৃষ্টাব্দের আর একটী ঘটনার উল্লেখ না করিলে অমরেন্দ্রনাথের জীবনকথা একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেটী "রঙ্গালয়" পত্রিকার প্রকাশ। ... তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া ক্লাসিক থিয়েটার হইতে "রঙ্গালয়" নামক এক সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। ইহার পূর্বে যদিও দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সাধারণ সংবাদপত্রে নাট্যশালার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইত, তৎসত্ত্বেও নাট্যশালার মুখপত্রস্বরূপ কোন সংবাদপত্র ছিল না। সংবাদপত্রাদি অভিনয়ের গুণাগুণ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন—তাহাতে নাট্যশালা-সংক্রান্ত সংবাদাদি বা বিস্তৃত আলোচনা স্থান পাইত না। অমরেন্দ্রনাথ এই অভাব দূরীকরণ-মানসে "রঙ্গালয়" প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া, তাহার অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিলেন। উহার প্রথমাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

নানাবিধ কারণে প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কোপ-দৃষ্টিতে আমরা পড়িয়াছি। তাঁহাদের নিকট উৎসাহ পাওয়া দূরে থাক, প্রতি পদে পদদলিত হইবার আশঙ্কা! যদি প্রয়োজন হয়, উক্ত মহাত্মাগণের মনোবিরাগের কারণ, আমরা পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পরে প্রমাণ করিব। আপাততঃ স্থানোপযোগী হইবে না বলিয়া বিরত হইলাম।

অনেকে সংবাদপত্রে রঙ্গভূমির অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়া দোষ গুণের সত্যাসত্য বিচার করেন! হয়ত কোনও সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"অমুক স্থানটী ভাল হয় নাই।"—কেন ভাল হইলনা,—মন্দ কোনখানটায়, এবং সংশোধন করিয়াই বা কিরূপ হইবে,—সে সকল কথা কেই বা বলে, আর কেই শোনে!! অথচ আমাদের এমন কোন উপায় নাই, যাহার দ্বারা প্রতিবাদ চলে। সে অভাব দূর করিবার জন্য, এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চসমূহ সর্ব্বসাধারণে উপকার কি অপকার সাধন করিতেছে, তাহাও বিশিষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য,—আরও কি করিয়া অভিনয় করিতে হয়,—কিরূপে শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা হওয়া যায়,—রঙ্গালয়ের উন্নতি বা অবনতি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে,—'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে 'ক্লাসিক থিয়েটার হইতে প্রকাশিত হইবে"।

অমরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গালয়" প্রায় চারি বৎসর সগৌরবে পরিচালিত

হইয়া বিশেষ কারণে উঠিয়া যায়। তিনি এই পত্রিকাখানি চালাইতে ও ইহার বহুল প্রচারের জন্য বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন। সকলেই যে ব্যবসা করে, তাহা লাভের জন্যই করে। অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু লাভের আশায় খবরের কাগজের ব্যবসা করেন নাই। তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার মুখপত্র স্বরূপ "রঙ্গালয়" সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া, ইহাতে যে খরচ পড়িত, তাহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে ইহা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ভাল আইভরি ফিনিস্ কাগজে ইহা ছাপা হইতে লাগিল, ভাল আর্ট পেপারে মুদ্রিত সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গ কর্তৃক অভিনীত নানা নাটকের দৃশ্যান্তর্গত ছবি প্রতি সংখ্যায় এক একখানি করিয়া বাহির হওয়ায় অমরেন্দ্রনাথের ছবি ঘরে ঘরে রক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতি সংখ্যায় খরচ পড়িত ছয় পয়সা কিন্তু গ্রাহকগণ মাত্র দুই পয়সা মূল্যে ইহা পাইতেন ও ইহার বার্ষিক মূল্য মাত্র আড়াই টাকা ধার্য্য করা হইয়াছিল। এরূপ অল্পমূল্যে এত ভাল কাগজ ইহার পূর্ব্বে কেহ কখনও পান নাই। "রঙ্গালয়" প্রকাশিত হইতেই বঙ্গদেশে একটা সাড়া পড়িয়া গেল —নাট্যজগতে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন ও গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমরেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যরথীগণের রচিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ, মনোরম গল্প, হৃদয়গ্রাহী কবিতা প্রভৃতি সম্বলিত প্রথম সংখ্যা, ১৩০৭ সালের ১৭ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১লা মার্চ্চ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ, শুক্রবারে প্রকাশিত হইল। (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ খৃঃ রঙ্গালয়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে বলিয়া অনুষ্ঠানপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য শেষ করিতে না পারায়, ১লা মার্চ্চে ঐ সংবাদ-পত্র প্রথম প্রচারিত হয়।) এরূপ অভিনব সংবাদপত্র পাইয়া বাঙ্গালীরা দলে দলে মহা আগ্রহের সহিত "রঙ্গালয়" লইতে লাগিলেন। সে যে কি আগ্রহ, কি অনুরাগ, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্যে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রতি সপ্তাহে "রঙ্গালয়" বাহির হইবার দিন, ক্রেতারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে আসিয়া হকারদের নিকট হইতে কাগজ নগদ কিনিতে লাগিলেন ; পাছে শেষ হইয়া যায়, এই ভয়ে সকলেই আগে লইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন এবং তখন একরূপ কাড়া-কাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। ইহার আরও গ্রাহক বৃদ্ধির নিমিত্ত অমরেন্দ্রনাথ এই নিয়ম করিলেন যে, "রঙ্গালয়ের" গ্রাহক মাত্রেই "অমর গ্রন্থাবলী", "গিরিশ গ্রন্থাবলী" প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক উপহার পাইবেন। ফলে গ্রাহক সংখ্যা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, কোন কোন সংখ্যা পুনঃমুদ্রিত করা সত্ত্বেও, পুরাতন সংখ্যাগুলি

নূতন গ্রাহককে সরবরাহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অমরেন্দ্রনাথ "রঙ্গালয়" মারফৎ ভাবী গ্রাহকদের জানাইয়া দিলেন যে, 'ফাইল' পূর্ণ করিবার জন্য পুরাতন সংখ্যা যোগাইতে তিনি অক্ষম, সুতরাং যিনি যখন গ্রাহক হইবেন, তখন হইতে এক বৎসর কাগজ পাইবেন। এতদ্ সত্ত্বেও তিনি কিছুকাল পরে "রঙ্গালয়ে" বিজ্ঞাপন দিলেন যে,—"আমরা রঙ্গালয়ের গ্রাহক সংখ্যা এক লক্ষ পূর্ণ করিব ; এই নিমিত্ত আমরা নিয়ম করিলাম যে যিনি এই সময় হইতে রঙ্গালয়ের গ্রাহক হইবেন, তিনি একরাত্রি বিনামূল্যে ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে পাইবেন" তখন ক্লাসিক থিয়েটার বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার। সুতরাং এইরূপ বিজ্ঞাপন বাহির হইতে, বাঙ্গালী মহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল ও এই নিমিত্ত আরও শত শত ব্যক্তি ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। "রঙ্গালয়" মহাসমারোহে ও পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল" (৪)।

চার বছর পরে নানা অসুবিধার ফলে 'রঙ্গালয়' বন্ধ হয়ে গেল বটে কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে সে দর্শকদের যথেষ্ট পরিমাণে নাট্য সচেতন করে তুলেছিল। যার জন্য কিছুদিনের ব্যবধানে অমরেন্দ্রনাথের মনীষা পুনবায় নিয়োজিত হলো ঐ ধরণের পত্র প্রকাশনার ব্যাপারে। এবারে 'নাট্যমন্দির' (৫) নামে আরো উন্নত-মানের মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন তিনি, সিরিয়াস নাট্যপত্রিকার ক্ষেত্রে যেটি আমাদের দেশে পথিকৃৎ! 'নাট্যমন্দির'-এর মাধ্যমে সে যুগে অমর দত্তই প্রথম চেষ্টা করেছিলেন দেশী-বিদেশী থিয়েটারের নাট্যচর্চা সম্পর্কে দেশবাসীদের অবহিত করতে, চেষ্টা করেছিলেন তত্ত্বসমৃদ্ধ সুরচিত প্রবন্ধ মারফৎ নাট্যকলার বিভিন্ন অঙ্গের সাথে দর্শকরা যাতে পরিচিত হয়, চেষ্টা করেছিলেন এদেশের ও ওদেশের নট-নটীদের শোভনসুন্দর আলোকচিত্র প্রকাশ করে অভিনয় ব্যাপারে নাট্যামোদী-দের কৌতুহলী করে তুলতে। এক কথায়, সত্যিকারের সিরিয়াস দর্শক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ—যারা বাংলা মঞ্চকে স্থায়িত্ব এনে দেবে। এই প্রসঙ্গে প্রথম বর্ষের 'নাট্যমন্দির'-এ প্রকাশিত কয়েকটি রচনার উল্লেখ করি : প্রবন্ধ : 'নাট্যকার'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি'—ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং 'রঙ্গভূমি ভালবাসিলাম কেন ?'—মনোমোহন গোস্বামী (শ্রাবণ ১৩১৭), 'নানাদেশীয় নাট্যশালা'—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাদ্র ১৩১৭), 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রঙ্গালয়ে'—আর্থিক তুলনা—বীরেন্দ্রনাথ রায় (আশ্বিন ও কার্তিক ১৩১৭), 'সম্পাদক'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ (অগ্রহায়ণ ১৩১৭) 'বহুরূপী বিদ্যা' ও 'কাব্য ও দৃশ্য'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং 'গৈরিশি ছন্দ'--ভূপেন্দ্র-

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পৌষ ১৩১৭), 'নাট্য-সাহিত্যে নবীনচন্দ্র' -অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (মাঘ ১৩১৭), 'আমাদের নাট্যশালা'—ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (ফাল্গুন ১৩১৭) এবং 'অভিনয় ও অভিনেতা'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ (চৈত্র ১৩১৭) স্মৃতিকথা: 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (শ্রাবণ ১৩১৭)। সমালোচনা: 'নাট্য-প্রসঙ্গ'—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মাঘ ১৩১৭) এবং 'নূতন নাটক'—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (ফাল্গুন ১৩১৭)। নাটিকা: 'রত্নাবলী'—অমৃতলাল বসু—অনূদিত (শ্রাবণ ১৩১৭)

উপরোক্ত তালিকা প্রমাণ করছে অভিনয় সম্পর্কে অমর দত্তের আন্তরিকতা ছিল কত গভীর। মঞ্চকে বাঁচাবার জন্য, তাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য, সেই সঙ্গে দর্শকদের 'সুশিক্ষিত' করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর কী ঐকান্তিক প্রচেষ্টা! আর এ-সবই তো প্রচারশিল্পের লক্ষ্য!

কেবল সমকালীন দর্শককে তৈরী করা নয়, পরবর্তীকালের নাট্যচর্চাকেও প্রভাবিত করেছে এই পত্রিকা। 'নাট্যমন্দির'-এর উত্তরসূরী রূপেই যেন বাংলা ১৩৩১ সালে আবির্ভূত হয়েছিল 'নাচঘর'। (৬) দর্শকরুচি গড়ে তুলে মঞ্চকে জনপ্রিয় করার কাজে 'নাচঘর'-এর অবদান একালের নাট্যামোদীদের অজানা নয়। অমরেন্দ্রনাথ 'নাট্যমন্দির'-এর মাধ্যমে যে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তারই উপর ইমারৎ গড়েছে নাচঘর, 'শিশির', 'বাতায়ন', 'নটরাজ', 'রঙ্গ-দর্শন', 'বঙ্গ রঙ্গালয়' প্রমুখ অসংখ্য পত্র-পত্রিকা। বস্তুতঃ, ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'আর্ট থিয়েটার' ও 'নাট্যমন্দির' (শিশির-সম্প্রদায়)-এর আবির্ভাব-সূত্রে আমাদের দেশে যেন মঞ্চ-পত্রিকার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। এদের অবিশ্রান্ত লেখনীচালনার ফলে দর্শকরা তখন পূর্ণমাত্রায় নাট্যসচেতন! অজস্র প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অমর দত্ত যে তরুটি প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু সযত্নে লালন করেছিলেন সে সময় তা মহীরুহের আকার ধারন করেছে। বাংলা মঞ্চের স্থায়িত্ব সম্পর্কে তখন চরম নৈরাশ্যবাদীর মনেও কোনো সন্দেহ নেই। অমরেন্দ্রনাথের বিবিধ প্রচারমাধ্যমের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল নাট্যপত্রিকা প্রকাশন—আর তাঁর এই প্রচেষ্টাই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হয়ে বাংলা থিয়েটারকে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে।

জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি কিছুদিনের জন্য আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার নাম—'থিয়েটার'। অমরেন্দ্রনাথ তখন স্টারের স্বত্বাধিকারী। 'থিয়েটার'-এর উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে রমাপতি দত্ত জানাচ্ছেন:

"...১৯১৪ খৃঃ জুলাই মাসে তিনি 'থিয়েটার' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। স্টার থিয়েটারের শনি ও রবিবারের হ্যাণ্ডবিল তুলিয়া দিয়া ও তৎপরিবর্তে 'থিয়েটার' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তাহা মুদ্রিত করিয়া, ১৯১৪ খৃঃ ১০ই জুলাই ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতে থাকে। এই ভাবে ৩/৪ মাস চলিবার পর, ইহার প্রচার ভয়ঙ্কর রকম বাড়িয়া যাওয়ায় ও ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রদানেচ্ছুর সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায়, অমরেন্দ্রনাথ 'থিয়েটারে'র প্রথম পৃষ্ঠায়, স্টারের অভিনয়লিপির বদলে, সেই বিজ্ঞাপনগুলি মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া, পুনরায় হ্যাণ্ডবিলের প্রচলন করেন ও পত্রিকার এক পয়সা মূল্য ধার্য্য হয়। কিন্তু তাহাতেও ইহার খরচ উঠিত না। তাই ৭/৮ মাস চালাইবার পর কিছু টাকা লোকসান দিয়া ও অসুস্থতা নিবন্ধন ঝামেলা কমাইবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ 'থিয়েটার' তুলিয়া দেন; এই 'থিয়েটার' পত্রিকায় তাঁহার 'মন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। (৭)

১। ভুবনমোহন বিজ্ঞাপন বিমোহিত মন—বিনয় ঘোষ / এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৭।

২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত, দশম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ-ফাল্গুন ১৩৭১, পৃঃ ৩৩৭।

৩। গিরিশ রচনাবলী—ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর ১৯৭২ থেকে সঙ্কলিত।

৪। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮, পৃঃ ২৯০-২৯৪।

৫। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় ১৩১৭ সনের শ্রাবণ মাসে 'নাট্যমন্দির' প্রথম প্রকাশিত হয়। কার্তিক ১৩২০-র পর সম্পাদক রূপে পত্রিকাখানির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অমর দত্তের মৃত্যুর কিছুদিন পর 'নাট্যমন্দির'-এর অবলুপ্তি ঘটে।

৬। "বর্তমান পর্যায়ের, বোধ করি আধুনিক কালেরও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য পত্রিকা 'নাচঘর'। হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী সম্পাদিত এই সাপ্তাহিক প্রথম প্রকাশিত হয় ২৬ বৈশাখ, ১৩৩১। এতে প্রধানতঃ বাংলার রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, বিভিন্ন আমোদ প্রমোদ, নৃত্যগীত, ললিতকলা বিষয়ক মূল্যবান লেখা ও ছবি থাকত। বিদেশের অভিনয় কলা, রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, আর্ট ইত্যাদির উপর উৎকৃষ্ট লেখা ও চিত্র এতে পাই। সে যুগের তুলনায় এর দৃষ্টি-

ভঙ্গী অত্যন্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল। সমাজতান্ত্রিক দেশের রঙ্গলোকের পরিচয় এই বোধ হয় প্রথম দেখা গেল। 'মস্কো আর্ট থিয়েটার', 'রুশ থিয়েটারে ফরাসী দর্শক' প্রভৃতি প্রবন্ধ এতে স্থান পায়। এর শেষ সংখ্যা ৮ম বর্ষ ৪১ সংখ্যা, প্রকাশিত হয় ২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯"। (বাংলা নাট্য পত্রিকা প্রসঙ্গে দিলীপকুমার মৈত্র / মধ্যাহ্ন, ৫ বর্ষ আশ্বিন সংখ্যা ১৩৭৭)

৭। রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত, পৃঃ ৫০৮-৫০৯।

অমরেন্দ্রনাথ ও তাঁর নাট্যপত্রিকা / ডঃ অরুণকুমার মিত্র

থিয়েটারের একখানি মুখপত্র থাকলে তাতে থিয়েটারের সমস্যা নট-নটীর সংকট ইত্যাদি যেমন প্রতিফলিত হতে পারে, তেমনি তাতে প্রকাশ পেতে পারে ভাল নাটক, নাট্যানুবাদ, নাট্য সমালোচনা, দেশবিদেশের অভিনয় প্রসঙ্গ প্রভৃতি। এসব ভেবেই চিরনবীন অমরেন্দ্রনাথ একটার পর একটা নাট্যপত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তিনি নিজে যেমন জীবনটাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেন নি. তাঁর 'রঙ্গালয়', 'নাট্য-মন্দির' ও 'থিয়েটার' কোন পত্রিকাই তেমনি স্থায়ী হতে পারেনি। বাংলা থিয়েটারে তিনি এনেছিলেন বল্গাহীন আবেগ ও প্রাণোচ্ছাস। কিন্তু স্বভাবে কোথায় একটা সংযমের শাসন না থাকায় বারবারই তাঁর সাজান বাগান শুকিয়েছে এবং নিজেও তিনি চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করেছেন এরই বিপরীত দৃষ্টান্ত অমরেন্দ্রনাথের চিরশ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু। সমাজ শাসনের সঙ্গে নিজেকেও তিনি শাসন করেছিলেন বলে তাঁর সাতাত্তর বছরের নটজীবন সক্রিয় ছিল।

দেখা গেছে কোন পত্রিকাটিকেই অমরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল আঁকড়ে থাকতে পারেন নি। কিছুদিন "রঙ্গালয়" চালিয়ে ভার দিয়েছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর; নাট্যমন্দিরের বেলায় সে ভার নিয়েছিলেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদক করে এবং নিজে তাঁর সহকারী হয়ে অমরেন্দ্রনাথ ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে "সৌরভ" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এটি অবশ্য নাট্যপত্রিকা ছিল না। লেখক সূচীও সংক্ষিপ্ত ছিল। গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী. নারায়ণী, যাদুমণি প্রভৃতি নটনটীদের লেখা ছিল। অমরেন্দ্রনাথ নিজেও শুরু করেছিলেন ধারাবাহিক উপন্যাস "সমাজচিত্র"; তা ছাড়া কবিতা

ও প্রবন্ধও লিখছিলেন। তিনটি সংখ্যা পরপর বেরিয়ে এ পত্রিকার অকালমৃত্যু হল।

১৩০৭ সালের ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ ১৯০১, শুক্রবার থেকে অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গালয় নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকেন। পত্রিকাটি প্রকাশিত হবার আগে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য এবং তাতে কি কি থাকবে সবই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে দেখা যায়—

"অনেকে সংবাদপত্রে রঙ্গভূমির অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়া দোষগুণের সত্যাসত্য বিচার করেন। হয়ত কোনও সম্পাদক লিখিয়াছেন,—'অমুক স্থানটি ভাল হয় নাই!' —কেন ভাল হইল না, মন্দ কোনখানটায়, এবং সংশোধন করিয়াই বা কিরূপ হইবে,—সে সকল কথা কেই বা বলে, আর কেই বা শোনে !! অথচ আমাদের এমন কোনও উপায় নাই, যাহার দ্বারা প্রতিবাদ চলে সে অভাব দূর করিবার জন্য, এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চসমূহ সর্বসাধারণের উপকার কি অপকার সাধন করিতেছে, তাহাও বিশিষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য,—আরও কি করিয়া অভিনয় করিতে হয়,—কিরূপ শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা হওয়া যায়, রঙ্গালয়ের উন্নতি বা অবনতি, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে, "রঙ্গালয়" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে 'ক্লাসিক থিয়েটার' হইতে প্রকাশিত হইবে।"

এই ঘোষণার পরই আর এক ঘোষণা :

তাহাতে কি কি থাকিবে ?

রঙ্গভূমি ও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা,—রঙ্গরসের কথা, আমোদ-আহ্লাদের কথা, দেশের কথা, দশের কথা, সমাজের কথা, প্রাসাদের কথা, কুটীরের কথা, রাজার কথা, প্রজার কথা, ইত্যাদি, ইত্যাদি সকল প্রকার কথা বিশদ রূপে থাকিবে।

আরও

পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় আমাদের সুবিখ্যাত নাটক, গীতিনাট্য—সামাজিক নকশার এক একখানি নয়ন বিমোহন নব নব মুগ্ধকর চিত্র প্রকাশিত হইবে। সে ছবি বাঁধাইয়া ঘরে টাঙাইলে গৃহের শোভা শতগুণে বর্ধিত হইবে।

তার উপর আবার উপহার !!

বিপুল আয়োজন—অতি সন্তর্পণের সহিত পড়ুন !! আজকের বাজারে উপহার না দিলে, আসর জমান অতি সুকঠিন !! ব্যবসার খাতিরে বাধ্য হইয়া তাহারও

আয়োজন আমরা করিতেছি !! স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, অদ্যাবধি কেহ কখনও এরূপ উপহার দিতে পারেন নাই !!

কি—কি।

[১৩ দফা উপহারের তালিকা আছে। —প্রবন্ধকার]

মূল্যও খুব সুলভ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, কি শহরে, কি মফস্বলে ২॥০ টাকা

রঙ্গালয় পত্রের বিজ্ঞাপনের হার ছিল এইরকম

প্রতি লাইন	ছয় মাসের চুক্তিতে	দুই আনা।
প্রতি লাইন	এক বৎসরের ,,	ছয় পয়সা
প্রতি লাইন	বিনা চুক্তিতে	চারি আনা

প্রথমে ঠিক ছিল ২৬শে মাঘ ১৩০৭ পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে। কিন্তু উপহারের পুস্তকাবলীর এত অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রাঙ্কণ কার্য শেষ হইয়া উঠিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমবা আরও কিছুদিন সময় লইতেছি। ...যে সকল মহোদয়গণ ইতিমধ্যেই অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের উদ্বিগ্ন হইবার কোনও কারণ নাই। যথাসময়ে কাগজ ও উপহারের পুস্তকাবলী বাড়ী বসিয়া পাইবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

'রঙ্গালয়' পত্রে নিয়মিত না হ'লেও মাঝে মাঝে যে সব অভিনয় সমালোচনা প্রকাশিত হত তা মোটেই গতানুগতিক ছিল না। নাটকের মর্মবিশ্লেষণের সঙ্গে অভিনয়ের পর্যালোচনায় এ সব রচনা অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যরসসমৃদ্ধ দীর্ঘ প্রবন্ধ হয়ে উঠত। যেমন মনোমোহন গোস্বামীর "কপালকুণ্ডলা" আলোচনা এক সংখ্যায় শেষ হয়নি, ছ-সাত সংখ্যা ধরে বেরিয়েছিল এবং তার আকার প্রায় এক হাত পরিমাণ কলামের ১৫ কলাম দীর্ঘ ছিল। গিরিশচন্দ্র ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র দুজনেই কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। প্রবন্ধকার তুলনামূলক গবেষণাধর্মী আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছিলেন--

"আমি সামান্য ব্যক্তি, সামান্য বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম, আশা করি উভয় নাট্যকারই আমাকে ক্ষমা করিবেন। গিরিশবাবুর নাটকে স্বল্প পরিমান দোষ সত্বেও আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব যে এরূপ ভাবে উপন্যাসের নাটকরূপে পরিবর্তন আমি "সরলা" (অমৃতলাল বসু কৃত) ব্যতীত কখনও দেখি নাই। অতুলবাবুর নাটক কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি ও

কাপালিকের চরিত্র-বিকৃতি করিয়াছে"। এ ছাড়া "ক্লাসিকে কপালকুণ্ডলা", 'ক্লাসিকে সধবার একাদশী', "স্টারে বিষবৃক্ষ", "ক্লাসিকে প্রফুল্ল", "ক্লাসিকে ফটিক জল ও ঘোরবিকার", "ক্লাসিকে ফটিক জল ও শিবাজী", "মিনার্ভায় নবীন তপস্বিনী ও আলিবাবা", "ষ্টার থিয়েটারে সপ্তম প্রতিমা", 'ক্লাসিকে ভ্রান্তি', ষ্টারে সাবিত্রী', 'ইউনিকে রত্নমালা', 'ষ্টারে প্রতাপাদিত্য' ইত্যাদি অভিনয় আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল।

রঙ্গালয়ের সঙ্গে আর্ট পেপারে ছাপা আকর্ষণীয় ছবি—অভিনেতা বা অভিনেত্রীর, কিংবা অভিনয়ের দৃশ্যের—বিতরিত হ'ত। ছবির আকার বেশ বড়। ওপরে লেখা থাকতো—"রঙ্গালয়ের উপহার।" এই রকম কয়েকটি ছবি হ'ল—নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা, 'মনের মতন' নাটকের অভিনেত্রীদের ছবি, মৃণালিনীতে হেমচন্দ্র ও গিরিজায়া, কপালকুণ্ডলায় মতিবিবি, ভ্রমরে ঝম্পোদ্যত গোবিন্দলাল, গোবিন্দলাল ও ভ্রমর, আলিবাবায় আবদালা ও মর্জিনা, বুদ্ধদেব প্রভৃতি।

প্রথম বর্ষের প্রথম সাতটি সংখ্যা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। অষ্টম সংখ্যাটি বেরিয়েছিল ৬ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩০৮ সাল। ১০ পৃষ্ঠার কাগজ। প্রথম পাতার প্রথম কলমে রঙ্গালয়ে কি কি থাকিবে', 'আরও—', 'তার উপর আবার উপহার'—সেই উপহারের (গ্রন্থের) চোদ্দ দফা তালিকা। শুধু গ্রাহকদের উপহার নয়—'বিজ্ঞাপনদাতাগণের উপহার'ও আছে—

'বিজ্ঞাপনদাতাগণের উপহার'

ক্লাসিকে প্রতি রাত্রিতে কিরূপ অসম্ভব জনসমাগম হয়, তাহা ভারতবর্ষের এমন স্থান নাই যেখানকার ব্যক্তিবর্গ সম্যক অবগত নন! যে সকল বিজ্ঞাপনদাতাগণের বিজ্ঞাপন আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, সেই সকল বিজ্ঞাপন একখানি ছোট বোর্ড করিয়া ছাপাইয়া দিলে, রঙ্গালয়ের যে যে স্থানে দর্শকবৃন্দ বসিয়া অভিনয় দেখেন, আমরা—সেই সেই স্থানে স্বযত্নে সংযুক্ত করিয়া দিব। এরূপ অভাবনীয় সুযোগ কোন বিজ্ঞাপনদাতা আশা করিয়াছিলেন কি?

বিজ্ঞাপনদাতাগণের বিশেষ সুবিধা।

যে উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা সুসিদ্ধ 'রঙ্গালয়ে' যেমন হইবে, এমন আর কোথাও হইবে কি?

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ক্লাসিক থিয়েটার, ৬৮ নং বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা।"

রঙ্গালয়ের প্রথম পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনপূর্ণ থাকত। তৃতীয় পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় ও 'নানা কথা।' ৮ম সংখ্যার চতুর্থ পৃষ্ঠায়—১) 'আয় বৃষ্টি' নামে সুদীর্ঘ রম্যরচনা, ২) 'নববর্ষের ফলগণনা', ৩) 'বিশ্বরঙ্গে অভিনয়'—সুদীর্ঘ রচনা। পঞ্চম পৃষ্ঠায় 'রামকৃষ্ণকথামৃত' ও বিলাতের পত্র'। ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় 'সমাজদর্পণ', 'সাহিত্য প্রসঙ্গ', 'ফুল' (কবিতা), 'হাইকোর্টের বিচার'। সপ্তম পৃষ্ঠায় নকশা—মনের মতন। অষ্টম পৃষ্ঠায় ১) 'বীর, না দস্যু?' ২) 'কলিকাতা', ৩) 'মফস্বল', ৪) 'বিবিধ সংবাদ'। এরপর ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয়-বিজ্ঞাপন। নবম ও দশম পৃষ্ঠায় শুধুই বিজ্ঞাপন।

কাগজখানির নগদ মূল্য ছিল দু পয়সা। 'রঙ্গালয়' শিরোনামটির ওপর ধ্যানস্থ শিবমূর্তি মুদ্রিত থাকত। এটি শুধু মাত্র থিয়েটারের পত্রিকা ছিল না, বরং সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বলা যায়। 'রঙ্গালয়' নামটির দ্বারা অমরেন্দ্রনাথ কি বোঝাতে চেয়েছিলেন All the world is a stage?

প্রথম বর্ষের মাঝামাঝি সময় থেকে রঙ্গালয়ের আকার ডবল হয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়াল চার। আকার বৃদ্ধির কারণ হিসেবে জানানো হয়েছিল—

"রঙ্গালয়ের আকারবৃদ্ধি হইয়াছে। কারণ পূর্বে যেভাবে রঙ্গালয় মুদ্রিত হইত, তাহাতে সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য, আমরা যে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিব সঙ্কল্প করিতাম, স্থানাভাবে তৎসমস্তের সঙ্কুলন হইয়া উঠিত না। তা ছাড়া বিজ্ঞাপন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের জীবন। পূর্বের আকার ছোট থাকায় রাশি রাশি বিজ্ঞাপন আসিয়া পড়িয়া থাকিত। পূর্বে যে আইভরি-ফিনিশ কাগজে রঙ্গালয় ছাপা হইত, এখন আকার পরিবর্তন হওয়াতে, সেই বড় আকারের আইভরি-ফিনিস কাগজ ফরমাস না দিলে মিলিবে না। আমরা বিলাতে অর্ডার পাঠাইয়াছি।"

কয়েক সংখ্যা পর থেকে রঙ্গালয় আবার আগেকার ছোট আকরেই বেরুতে লাগল। ১ম বর্ষের মাঝামাঝি সময় থেকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকরূপে যুক্ত হলেন। প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথাগুলি থাকতো:

রঙ্গালয়

সাপ্তাহিক পত্র ক্লাসিক থিয়েটার হইতে প্রকাশিত। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে রঙ্গালয়' এখন বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র। সাহিত্যের ও সুকুমার কলার চর্চা ইহাতে যত অধিক হয় এ সকল বিষয়ের এত অধিক আলোচনা আর

কোন সাপ্তাহিক পত্রেই হয় না। বিলাতি থিয়েটার বা স্কেচ্ প্রভৃতি পত্রের আদর্শে রঙ্গালয় পত্র সম্পাদিত হইতেছে। অথচ সাধারণ সংবাদ পত্রের আলোচ্য বিষয় সমূহেও রঙ্গালয়ের ঔদাসীন্য নাই।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় B.A. সম্পাদক

(১ম বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা, ১৫ নভেম্বর ১৯০১)

৩০শে মার্চ ১৯০২ (১ম বর্ষ ৪৩ সংখ্যা) লেখা হ'ল—"রঙ্গালয় পত্র এখন হইতে নূতন পদ্ধতিক্রমে পরিচালিত হইবে।" কিন্তু এ সংখ্যায়' নূতন পদ্ধতি' কিছু দেখা গেল না। আগের মতই সব কিছু।

১৯শে এপ্রিল ১৯০৩ (২য় বর্ষ ৯৪ সংখ্যা)—এটিও একই রকম। গতানুগতিক। বিজ্ঞাপন-পূর্ণ। ক্লাসিক ছাড়া অন্য কোনো থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নেই। এর পরে আর কোনো সংখ্যা চোখে পড়েনি।

রঙ্গালয়ে যদিও সমসাময়িক বাংলা থিয়েটারের কথা থাকতো না, তবু সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে এর দানও সামান্য ছিল না। দেশ-বিদেশের নানা কথা এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা বিষয় এতে প্রকাশিত হ'ত। সেগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক ছিল, তেমনিই ছিল জ্ঞানগর্ভ।

অমরেন্দ্রনাথ ১৩১৭ সাল থেকে 'বঙ্গের বঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন এবং ওই বছর শ্রাবণ মাস থেকে তাঁরই সম্পাদনায় 'নাট্যমন্দির' নাম নিয়ে পত্রিকাটি বেরুতে থাকে। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই একটি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকা হবার সব রকমের গুণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অমরেন্দ্রনাথ তখনকার দিনের প্রায় সব প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ও থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁর পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে 'নাট্যমন্দিরে'র তুল্য পত্রিকা পরবর্তীকালে আর একটিও বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান, গানের স্বরলিপি, মঞ্চ-সম্পর্কিত আলোচনা, দেশবিদেশের রঙ্গালয়ের কথা—এসব তো ছিলই উপরন্তু নট-নটীদের এবং অভিনয় দৃশ্যের হাফ্‌টোন ফটোও সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ছাপা থাকত। রঙ্গালয়ের সমস্ত দায়িত্ব বহন করে এবং কখনও কখনও অর্থাভাবের অচিন্তনীয় প্রবল ক্লেশ সহ্য করে নট ও নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ এরূপ একটি সুরুচিপূর্ণ পত্রিকা সুনিপুণভাবে সম্পাদনা করবার শক্তি কোথায় পেতেন তা ভেবে ভাবা যায় না।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতাতেই গিরিশচন্দ্রের লেখা যে প্রবন্ধটি

ছাপা হয়েছিল তার নাম 'নাট্য-মন্দির'। এই প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র নাট্য-মন্দির পত্রিকার উদ্দেশ্য-বিষয়ে যা লিখেছিলেন তার শেষাংশ এই—

'নাট্য-মন্দিরের স্তম্ভে সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত থাকিবে। সকল সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ সংবাদপত্র আছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের কিছুই নাই। টিকিট না পাইয়া বিরক্ত হইয়া যে যাহা লেখেন তাহাও শুনিতে হয়। কিন্তু অনেকদিন শুনিয়া আসিতেছি, আর শুনিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা আপনাদের আপনি সমালোচক হইয়া 'নাট্য-মন্দির' প্রকাশিত করিব। সাহিত্য আমাদের প্রধান আলোচনার সামগ্রী। কায়মনোবাক্যে তাহার আলোচনাও করিব। কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিব, তাহা সাধারণের উৎসাহের উপর নির্ভর করে। আমরা দ্বারে দ্বারে উৎসাহের প্রার্থী।'

সুখের কথা পত্রিকার এই উদ্দেশ্য অমরেন্দ্রনাথের অভূতপূর্ব নিষ্ঠা এবং সম্পাদনা গুণে সফল হয়েছিল।

দ্বিতীয় রচনাটিও গিরিশচন্দ্রের;—তাঁর সুপরিচিত প্রবন্ধ 'নাট্যকার', তৃতীয় রচনা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি'। এটি ক্রমশঃ প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ। এতে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 'ইংরাজী রঙ্গালয়ের একটু আভাস' দিয়েছেন। সুলিখিত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। পরের রচনাটি সম্পাদকের নিজের সুপরিচিত উপন্যাস 'অভিনেত্রীর রূপ'। প্রথম কিস্তিটি বেশ দীর্ঘ (পৃঃ ১৭—৪৮)। এর পর দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ'। পরের রচনা 'রত্নাবলী' নাটকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছিলেন অমৃতলাল বসু। "রাজকবি শ্রীহর্ষ রচিত মূল সংস্কৃত হইতে বর্তমান রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী করিয়া শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। সূচনায় নান্দীসূত্রধরাদি অংশে আপাতত হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।"

পরের রচনা মনোমোহন গোস্বামীর 'রঙ্গভূমি ভালবাসিলাম কেন?' বেশ সরস ও চিত্তাকর্ষক রচনা। এই রচনায় তিনি একটি 'গল্প' শুনিয়েছেন। গল্পটি পড়লে আজকের কলকাতার কোন কোন পেশাদারী থিয়েটারের ছবি মনে জাগতে পারে। গল্পটি এই—

"বিলাতে কোন একটি সুবিখ্যাত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ কয়েক বৎসর পরে দেখিলেন যে তাঁহার আয় দিন দিন কমিতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। উত্তম নাটক, উত্তম দৃশ্যপট, উত্তম অভিনেতা-অভিনেত্রী উদ্দেশ্যে

অজস্র অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু আয় বাড়িল না। কিছুদিন অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন ও অভাব দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং বয়স্থা উত্তম অভিনেত্রীর স্থলে কয়েকটি পরমাসুন্দরী যুবতী অভিনেত্রী নিযুক্ত করিলেন। তাহারা পূর্বের অভিনেত্রীগণের ন্যায় উত্তম অভিনয় করিতে পারিত না বটে, কিন্তু তবুও তাঁহার আয় চতুর্গুণ হইল। একদিন তিনি টিকিট-ঘরের সম্মুখে উপবেশন করিয়া উৎসুক জনস্রোতের দিকে চাহিয়া আছেন। এমন সময় কয়েকটি বিখ্যাত লর্ড আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন তাঁহার থিয়েটারের উন্নতির জন্য তাঁহাকে Congratulate করিলেন। অধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, '*My Threatre*, my Lord! Rather you should say, my *brothel* !'

এ ছাড়া প্রথম সংখ্যায় আরও ছিল (১) নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গুরুঠাকুর" প্রহসন, (২) অমৃতলাল বসুর "ফুলশয্যা" নামক কবিতা এবং (৩) গিরিশচন্দ্রের কবিতা "অকপট হাসি"।

মাত্র ৮৪ পাতার মধ্যে সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ এতগুলি রচনা পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করে সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ চমৎকার সম্পাদকীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বলতে ভুলেছি, 'নাট্যমন্দিরে'র আকার ছিল ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজী। ছাপা হ'ত কলেজ স্কোয়ারের উইলকিন্স্ প্রেস থেকে : প্রকাশিত হ'ত অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক স্টার থিয়েটার থেকে। সূচীপত্রে রচনাবলীর নাম থাকলেও রচয়িতার নাম থাকত না।

দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ ছিল গিরিশচন্দ্রের "নটের আবেদন"। সরস ও তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ। শেষ কথা ছিল—"রাজ-সাহায্য ব্যতীত সেক্সপীয়ার, রেসিনি, কর্ণেলি, মলেয়ার প্রভৃতি জগতের নাট্যকারেরা কাহারও পরিচিত হইতেন না। উৎসাহ ব্যতীত আমাদের অকালমৃত্যু ঘটিবে। সেই নিমিত্ত করযোড়ে প্রার্থনা,—মহোদয় ব্যক্তি মাত্রেই আমাদের উৎসাহ প্রদান করুন।"

এ সংখ্যায় দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছাপা হয়েছিল, যা পরবর্তীকালের মঞ্চ-গবেষকদের অমূল্য উপকরণ জুগিয়েছে—(১) নাট্যশিল্পী ধর্মদাস সুরের "আত্ম-জীবনী" ও (২) অভিনেত্রী বিনোদিনীর আত্মকথা (যা পরে 'আমার কথা' নামে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল)। দ্বিতীয়টি ক্রমশঃ প্রকাশিত দীর্ঘ রচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'অভিনেতার কর্তব্য' বেশ শিক্ষামূলক রচনা ছিল। রচনাটির এক জায়গায় গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্য আছে।

নাট্যমন্দিরের পরবর্তী সংখ্যা আশ্বিন ও কার্তিক একসঙ্গেই প্রকাশিত

হয়েছিল। এবারও প্রথম প্রবন্ধ ছিল গিরিশচন্দ্রের, নাম—রঙ্গালয়। তাঁর আর একটি রচনা 'কবিবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন'। এই রচনাটি কবির সাহায্যরজনী উপলক্ষে ২৬শে, শ্রাবণ' ১৩১৭ মিনার্ভা থিয়েটারে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত হয়েছিল কিন্তু এটি নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত হবার আগেই রজনীকান্তের মৃত্যু হয়। এ সংখ্যায় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'মুক্তার মালা' নামে একটি একাঙ্কিকা লিখেছিলেন। আগের সংখ্যা থেকেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানাদেশীয় নাট্যশালা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। পঞ্চম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ) থেকে অমরেন্দ্রনাথ 'আদি নাট্যকার' মনোমোহন বসুকে দিয়ে 'সতীর অভিমান' নামে পৌরাণিক নাটক লেখাতে লাগলেন পাদটীকায় সম্পাদকরূপে জানিয়ে দিলেন—

'পূজ্যপাদ কবিকুলতিলক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুর নাম সমগ্র বঙ্গদেশে প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত। ··· তাঁরই দৃষ্টান্তে —তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কতশত ব্যক্তি যে নাটক লিখিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ করিয়া আমি তাঁহাকে নাট্যমন্দিরে লিখিবার জন্য বিশেষ করিয়া ধরিয়াছিলাম। এই বৃদ্ধবয়সে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সীমা নাই। তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আবার লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অমৃতময়ী ভাষার ললিতলহরী প্রত্যেক বঙ্গবাসীর প্রাণ পুলকে ও প্রমোদে নাচাইয়া তুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্পাদক।'

পৌষ (১৩১৭) পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ 'নাট্যমন্দির' একাই সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে একা থিয়েটার পরিচালনা ও পত্রিকা সম্পাদনা করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই মাঘ সংখ্যা থেকে তিনি মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহকারী সম্পাদক করে নিলেন। এ বিষয়ে পৌষ সংখ্যায় মণিলাল ও অমরেন্দ্রনাথ তাঁদের বক্তব্য পাঠকদের জানিয়ে দিলেন। অমরেন্দ্রনাথও মণিলালের বক্তব্যটি প্রথম ছাপিয়ে তার নীচে নিজের বক্তব্যটি প্রকাশ করলেন এও তাঁর স্বভাবগত সৌজন্যের প্রকাশ।

১৩২০-এ শ্রাবণ মাসে নাট্য-মন্দির চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করে। ধারাবাহিক রচনাগুলি যথারীতি প্রকাশিত হতে থাকে। রঙ্গভূমি-সংক্রান্ত অনেক রচনা এবারও দেখা গেল: নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের 'জীবনালোচনা, পাশ্চাত্য-রঙ্গালয় সম্পর্কে

ধারাবাহিক রচনা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, দানিবাবুর জীবন-কথা, সখের অভিনয়ের সংবাদ, সমকালীন অভিনয়ের আলোচনা ইত্যাদি। ৮ম-৯ম সংখ্যা থেকে জানা গেল ২৬শে চৈত্র ১৩২০ স্টার থিয়েটারে সভা করে বঙ্গীয় নাট্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়েছিল। ১৭টি বিষয় এঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সে সব বিষয় এতই ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ যে আজকের যে কোন থিয়েটার গবেষণা সংস্থা এগুলি থেকে পথ খুঁজে নিতে পারবে। এ বছর শেষের সংখ্যাটি ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এ বছর পৌষমাস থেকে নাট্য-মন্দিরের সব ভার মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত হয়।

৫ম বর্ষ থেকে নাট্যমন্দিরের আকার ডবল হয়। "নাট্যমন্দির এই বৎসর হইতে ৪ পেজী ফুলস্ক্যাপ সাইজে বাহির হইবে।"

৫ম বর্ষের কোনো সংখ্যা দেখা হয়নি। ৬ষ্ঠ বর্ষের ৫ম সংখ্যা (মাঘ, ১৩২২) দেখেছি। এই সংখ্যাটি অমরেন্দ্র-সংখ্যা। অমরেন্দ্রনাথের বিষয়ে তথ্যপূর্ণ অনেক রচনা এতে আছে।

১৩২১ সালের আষাঢ় মাসের শেষে অমরেন্দ্রনাথ একখানি 'সচিত্র সাপ্তাহিক নাট্য-সংবাদপত্র' প্রকাশ করেন; নাম 'থিয়েটার'। পত্রিকাটির ওপরেই লেখা থাকত 'Guaranteed circulation—15000 copies'। ১লা শ্রাবণ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা ষ্টারের অভিনয় বিজ্ঞাপনে পূর্ণ। মাঝখানে বিরাট আকারে শুক্র ও শনিবারের আনুপূর্বিক অভিনয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের ভাষা অমরেন্দ্রনাথের প্রচার পটুতার পরিচয় বহন করে। যেমন 'এই সপ্তাহের ষ্টারের বিপুল অভিনয়ায়োজন পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হইবেন,—একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।।'; 'শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত—চিত্তমত্তকারী—রসমাধুরী-পরিপূরিত-বিকসিত হাসি বড় ভালবাসি', 'তৎসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কলির বিবাহ-যজ্ঞ, শ্বশ্রূ-শাসন, অশ্রুজল সিক্ত বলিদান' ইত্যাদি। বিজ্ঞাপনের বাঁ দিকের দুটি কলামে অভিনেয় নাটকগুলির পরিচয় বেশ নাটকীয় ভাষায় দেওয়া হয়েছিল। ডান দিকের দু কলমে ভূমিকালিপি। সেখানে প্রধান ভূমিকা অমরেন্দ্রনাথের। এই সংখ্যার সম্পাদকীয় কোন থিয়েটারের প্রসঙ্গ নিয়ে ছিল না। 'জগদ্বিখ্যাত নাট্য-রথী স্যার হেনরী আরভিঙের দ্বিতীয় পুত্র লরেন্স আরভিঙের সলিল সমাধি' নিয়ে লেখা।

এ সংখ্যায় 'গিরিশ মেমোরিয়াল ফণ্ড-এর উপর একটি ব্যঙ্গ চিত্র ছিল।

তাতে ফণ্ডের টাকা উবে যাওয়ার ইঙ্গিত আছে!

তৃতীয় পৃষ্ঠায় অভিনয়-সংবাদ আছে। 'খাট্টা মিঠা' নামে অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখরের হাস্যরঙ্গের গল্প আছে। থিয়েটার সংক্রান্ত 'প্রেরিত পত্রও' আছে। অমরেন্দ্রনাথের প্রচারের গুণে বিজ্ঞাপন যথেষ্ট আসতো। বই, গয়না, ওষুধ, লোমনাশক এসেন্স, সর্ববিজয় কবচ, ছাপাখানা, নিমতৈলের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কি না থাকত! অনেকে আবার 'থিয়েটারের' কুপন নিয়ে গেলে ষোল টাকা জোড়া কাশ্মিরী মাকড়িতেও টাকা প্রতি এক আনা কমিশন পাওয়া যেত। চতুর্থ পৃষ্ঠায় একটি ভাল আলোচনা থাকত—'মাসিক সাহিত্যে নাট্যালোচনা'। সাময়িক পত্রে নাটকের যেসব সমালোচনা বেরোত তার ওপর আলোচনা।

মোটামুটিভাবে থিয়েটার পত্রিকার এই রকমই ছিল চেহারা। বিজ্ঞাপনের জৌলুষে থিয়েটার পত্রিকা বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। সপ্তম সংখ্যায় "অহল্যা বাঈ" নাটকের বিজ্ঞাপন ইংরেজীতে বেশ জমকালো করে ছাপা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের ভাষার মধ্যে এই কথাগুলি ছিল—

"A Memorable Day Was Last Saturday
The 15th August 1914 !!
For It Made
Great Sensation in the Dramatic World !!
Ahalya Bai
GAINED THE VICTORY

আমাদের গুরুস্থানীয় নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের দীর্ঘকাল-ব্যাপী একনটোপযোগী পরিশ্রম ও শিক্ষাপ্রদানে যে নাটক প্রবর্তিত হইয়াছে..."

'রঙ্গালয়' বা 'থিয়েটার'-এর বহু সংখ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এগুলি ঠিক মতো পাওয়া গেলে মঞ্চের অনেক ঐতিহাসিক উপাদান মিলতো।

নাট্যপত্রিকা সম্পাদনার যে পথ নট অমরেন্দ্রনাথ প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর সমকালে বা অব্যবহিত পরে অন্য কোন নট তা অনুসরণ করেন নি। তাই মঞ্চের ইতিহাসে যেমন, নাট্যপত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তেমনি অমরেন্দ্রনাথের 'সফল চেষ্টা' আর 'নিষ্ফল প্রয়াস' স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

———

নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ / ডঃ রীণা ঘোষ

বাংলা নাট্য সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। কারণ পাশ্চাত্য নাট্য সাহিত্য সমালোচনায় যে অকারণ উচ্ছ্বাস ও অতিনাটকীয় ভাবাতিরেক নিন্দিত, বাংলা নাটকে অত্যন্ত তারই উপস্থিতি।

বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন শেক্সপীয়র-অভিনয় ও শেক্সপীয়র-নাটকের অনুকরণে চিহ্নিত তথাপি শেক্সপীয়রের সংযম ও ট্রাজেডির গাম্ভীর্য বাংলা নাটক আয়ত্ত করতে পারেনি। সম্ভবতঃ বাঙ্গালী চরিত্রের সেন্টিমেন্টালিটি ও অতিনাটকীয়-প্রিয়তা-হেতু বাংলা নাটকে আবেগাধিক্য নিশ্চিত কুললক্ষণ রূপে পরিগণিত হয়েছে। যেহেতু অতি-আধুনিক পাঠ্য নাটক ব্যতিরেকে নাটকের মূল উদ্দেশ্য অভিনয়, সেহেতু বাংলা নাটক এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি।

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রধানতঃ নাট্যকার কিন্তু নাট্য রচনা ব্যতিরেকে অন্য ক্ষেত্রেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কিছু গীতিকবিতা, প্রবন্ধ সমূহ এবং দুটি উপন্যাস লিখেছেন। বিশেষতঃ নাট্যকলার বিবিধ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

তৎকালীন রঙ্গালয় সমূহ, যথা স্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড ও গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের তিনি স্বত্বাধিকারী ছিলেন। অধ্যক্ষতা বা নাটক পরি-চালনায় তাঁর কৃতিত্ব তুলনাবিহীন। শিক্ষকতায় তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। Stage-craft বা প্রয়োগ শিল্পে তিনিই পথ-নির্দেশক। নাট্য প্রচারের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম। নাট্য সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেও তিনি পথিকৃৎ। উপরন্তু হরিরাজ অঘোর, গোবিন্দলাল, ভীম, নবকুমার, প্রতাপ, মার্কাস, কুলীরক প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করে অমরেন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর প্রতিটি নাটক রঙ্গালয়ে প্রভূত সাফল্য অর্জ্জন করে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' 'চোখের বালি' ও 'দালিয়া'র নাট্যরূপ (জীবনে মরণে) তিনি মঞ্চস্থ করেন।

বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় অমরেন্দ্রনাথের নাটকসমূহের সাহিত্য মূল্য বিচার। মাত্র চল্লিশ বৎসরের অনধিক জীবনে তিনি নাটক ও প্রহসন মিলিয়ে প্রায় চল্লিশখানি নাট্য-নামধারী গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে অনেকগুলিই বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

অমরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে উষা (১২৯৬) ও মানকুঞ্জ (১৩০০) নামে দুটি গীতিনাট্য রচনা করেন। 'উষা'র বিষয় প্রেম, এর কাহিনী সরল, মধুর ও

মিলনান্ত। অবশ্য দুঃখময়তার স্পর্শও এতে আছে। মদন ও রতির দ্বারা প্রদোষ ও ঊষা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রদোষের সখা বিমল ঊষাকে আকাঙ্খা করে এবং ঊষার সখী মাধুরী বিমলের প্রণয়াকাঙ্খী। পরিণামে প্রদোষ ও ঊষার মিলন হল এবং মাধুরী ও বিমল একসঙ্গে আত্মহত্যা করল। গ্রন্থকারের ভাষায় এতে "প্রকৃত প্রণয়, কপট বন্ধুত্বের বিষময় ফল" এবং "নিরাশ প্রেমিকার করুণ আত্মবিসর্জ্জন" চিত্রিত হয়েছে উঁহার রচনারীতি সহজ সরল, কাহিনী সুপরিকল্পিত ও চরিত্রগুলি সুচিত্রিত। এতে কয়েকটি সুরচিত গীত আছে। যথা: -

কমল কলি জলে যায়।
চলে চলে কভু সে লুকায়॥
চেয়ে থাকে ফুল মধুপ আকুল
চুপি চুপি ধরে তারে বুকেতে বসায়।
তাই কলিকা দোলায়॥

(প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য)

'মানকুঞ্জ' নাটকে শ্রীরাধার মান, শ্রীকৃষ্ণ-রাধার বিচ্ছেদ ও পরিশেষে মিলন বর্ণিত হয়েছে এর প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ, রাধা ও চন্দ্রাবলী এবং অপ্রধান চরিত্র সমূহ পৌর্ণমাসী ও ললিতা, বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণ। রাধা যেন তার দেবসত্তা বিস্মৃত হয়েছে। কৃষ্ণকে ফিরে পাবার আশায় সে মহাদেবের পূজা করছে। তাতে মহাদেবের উক্তি --

মহা। লীলাময়ি! একি ভ্রম! আচ্ছন্ন করেছে
হৃদি মোহ-প্ররোচনা? আরাধনা কর
কার? ... ...
. ... প্রতিদিন
আমাসম লক্ষ লক্ষ জীবের সৃজন
নিধন সেইমত পুনঃ (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

'মানকুঞ্জ' নাটক পরবর্ত্তীকালে 'শ্রীরাধা' নামান্তরে অভিনীত ও প্রকাশিত হয়। আলোচ্য নাটকের বিষয় নির্বাচন এবং রচনারীতি অনেকাংশে গিরিশচন্দ্রের অনুগামী তবে গিরিশচন্দ্রের নাটকের উচ্ছ্বসিত ভক্তিরস এতে নেই। এতে প্রধানতঃ কৃষ্ণ-রাধার মানবিক রূপই চিত্রিত হয়েছে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটার প্রবর্ত্তনের পর অমরেন্দ্রনাথ পুর্ণোদ্যমে

নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্য। প্রহসন রচয়িতা ও হাস্য রসস্রষ্টা রূপে রসরাজ অমৃতলাল বসুও এ যুগে প্রখ্যাত। রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকগুলিও এ সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের বিপুল রচনা পরিধিও এই যুগে, ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়ে অপরিসীম সাফল্য অর্জন করে। বস্তুতঃ অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের মত মাত্র প্রয়োজনেই নাটক রচনা করেন নি, প্রয়োজন কিছু থাকলেও মুখ্যতঃ নাট্যকলার প্রতি প্রীতিই তাঁর রচনার উদ্দেশ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-নক্সা-প্রহসন সমস্ত কিছুর মূলেই আছে ইংরেজের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের প্রতিক্রিয়া। সম্পূর্ণ বিদেশী একটি জাতির আচার-আচরণ ইত্যাদির অন্ধ অনুকরণে বাঙালী জীবন যে উৎকট-অসঙ্গতি দেখা গিয়েছিল, এ যুগে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারেরা তাকে তীক্ষ্ণ শরক্ষেপের দ্বারা জর্জ্জরিত করবার চেষ্টা করেছেন। তবে অমরেন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ অপেক্ষা রঙ্গের ভাগই অধিক। ব্যক্তিগত মতামত অপেক্ষা তৎকালীন দর্শকদিগের রুচি-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যই তাঁর রচনায় অধিক পরিস্ফুট। এতে ব্যক্তিগত স্থূল আক্রমণ ও রুচি-বিগর্হিত কিছু নেই, এগুলির হাস্যরসে একপ্রকার উজ্জ্বল স্বচ্ছতা আছে।

'কাজের খতম' নামক পঞ্চরঙে (প্রথম অভিনয় ১৮৯৭ খৃঃ) গোঁড়া হিন্দু, শিক্ষিত ও বিলাতফেরৎদিগের বাংলা নাটক সম্পর্কে অনীহা ও পরিণামে নটীদের নৃত্যগীত দেখে বিমুগ্ধ হয়ে তাদের প্রতি মিলনাকাঙ্খা চিত্রিত হয়েছে। প্রস্তাবনায় স্কুলের ছাত্রীগণের গানটি উপভোগ্য। গোঁড়া হিন্দু রমাকান্ত, তার পুত্র বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টার মিঃ ভোস, বিলাতফেরৎ ডাক্তার গণেশগোবিন্দ ও এডিটর সকলেই এক-এক জন নটীর রূপমুগ্ধ। এডিটর অবিবাহিত, বাকী সকলের স্ত্রীরা এসে তাদের স্বামীকে তদবস্থায় দেখেছে এবং তীব্র তিরস্কার করেছে। আলোচ্য প্রহসনের চরিত্রগুলি সুচিত্রিত, এবং কাহিনী-চয়ন সুপরিকল্পিত। এতে নাপতিনীগণ, রেজানিগণ ও বালক-বালিকাগণ গান গেয়েছে। এগুলি সাধারণভাবে নাটকের অপরিত্যাজ্য অংশ না হলেও স্টেজ সাজানোর জন্য প্রয়োজনীয়। শেষে রমাকান্ত, মিঃ ভোস ও গণেশগোবিন্দের স্ত্রীগণ গান গেয়েছে এবং এর মধ্যেই বলেছে তারা থিয়েটারে যাবে। এতে ব্যঙ্গ-ব্যতিরেকে কমেডির ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। উজ্জ্বল দৃশ্যের গীতও বলা হয়েছে—

আজকে শুধু হাসি-খেলা মনের মেলা গো টু হেল
টু ডে গে ডে একসমাস ডে, গুড-বাই গুড-বাই
অল্‌স্ ওয়েল ছাট এণ্ডস্ ওয়েল।

ইন্দিরা'র নাট্যরূপে (প্রথম অভিনয়, ১৮৯৮ খৃঃ) বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী ও ভাষা প্রায় সম্পূর্ণ অংশে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য কেলো ও ফুল্লরার উপ-কাহিনী এতে সংযোজিত হয়েছে। কেলো ডাকাত ইন্দিরার প্রতি আসক্ত, ইন্দিরাকে পাবার আশায় কৃষ্ণদাস-পত্নীর ভৃত্য হয়েছে। ফুল্লরা কেলোকে ভালবাসে। কেলো তা জানে না। এই সংযোজনের নাটকে কোন আবশ্যক ছিল না। ইন্দিরা দস্যুকবলিত হওয়ার পর থেকে সুভাষিনীর আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান আছে, নাট্যকার তা কিছু পরিমানে দ্রুত সংঘটিত করিয়েছেন। সম্ভবতঃ নাটকের গতির প্রয়োজনেই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু নাটকের শেষ অংশে উপেন্দ্রের উক্তিতে আবেগাধিক্য ও মেলোড্রামাটিকতার লক্ষণ দেখা যায়। যথা:—

উপেন্দ্র— ইন্দিরা! ইন্দিরা! তুমি! আমার চির জীবনের আরাধ্যা দেবী, ইহ-জীবনের সুখ দুঃখ, আমার সুখের স্মৃতি, আমার মতির ঝালর, আমার হীরের মুকুট, তুমি! আমায় পায়ে রাখ, আর আমায় ঘুরিও না। আমি অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, কেঁদে কেঁদে পাষাণ হয়ে গেছি, পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়েছি, আমার সোনার স্বপ্ন! আর আমার কাছে থেকে পালিও না, আমি তোমায় ঘুমিয়ে দেখতে চাই, জেগে দেখতে চাই, অন্তরে দেখতে চাই, বাহিরে দেখতে চাই, আর তোমায় ছাড়ব না। (চতুর্থ অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য)

নিছক সাহিত্যের নিকষে এ রচনা ত্রুটি পূর্ণ, কিন্তু তৎকালীন দর্শকগণের রুচির এবং নটপ্রতিভার পক্ষে এ অংশ যোজনীয়।

'নির্মলা' নামক গীতিনাট্যে (প্রথম অভিনয় ১৮৯৮ খৃঃ) জটিল ও মধুসূদন দাদার অতি পরিচিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ কাহিনীর সহিত জটিলের গুরু সদানন্দ, নির্মলা ও কিশোরের বিষামৃতময় প্রেম কাহিনী সংগ্রথিত হয়েছে এবং এ কাহিনীই নাটকে প্রধান। বস্তুতঃ ভক্তিমূলক নাটক গিরিশচন্দ্রের মত অমরেন্দ্রনাথে প্রতিভার স্বগোত্র নয়, তাঁর নাটক সমূহের সামগ্রিক আলোচনায় এ সত্যই প্রতিপাদিত হয়। পরিণামে নির্মলা উন্মাদিনী হয়ে বক্ষে ছুরিকাঘাত করেছে। আলোচ্য নাটকে চরিত্রগুলি বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হয়েছে, কিন্তু

দুটি কাহিনী একত্র সংগ্রথনে রাসায়নিক মিশ্রণ হয়নি এবং এ দুটি কাহিনীর প্রকৃতিও দ্বিবিধ।

'শ্রীকৃষ্ণ' গীতিনাট্যে (প্রথম অভিনয় ১৮৯৯ খৃঃ) বালক ও কিশোর কৃষ্ণ একত্র সম্মিলিত হয়েছে এবং এ সম্মিলন খুব উপভোগ্য হয়নি। যে কৃষ্ণ গোপীদের দুধ ননী সব কেড়ে খান এবং যশোদা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন তিনি একেবারেই বালক, পরবর্ত্তীকালে কৈশোরে উপনীত হয়ে তিনি শ্রীরাধার প্রেমাকাঙ্খী হন। কিন্তু এখানে যে কৃষ্ণ যশোদাকে বলেন—

শ্রীকৃষ্ণ। না মা, তোমার পায়ে পড়ি আমায় বেঁধ না, আর আমি কখনও দুষ্টুমি করব না, এইবারটি আমায় ছেড়ে দাও। (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

তিনিই বলেন—

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমময়ি রাধে! আমায় এতদূর খুঁজতে এসেছ কেন? আমি তোমার প্রাণে—যখনই খুঁজবে, তখনি দেখতে পাবে। (দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ অঙ্ক)

কৃষ্ণ-বলরাম ও গোপীদের উক্তিগুলিও কিছু গ্রাম্য, অমার্জ্জিত সরল উক্তি হলেই অমার্জ্জিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। এ নাটকের কাহিনী, চরিত্র রূপায়ণে ও ভাষা-ব্যবহারে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব অনেকাংশে কার্য্যকরী হয়েছে।

'ভ্রমর' (প্রথম অভিনয় ১৮৯৯ খৃঃ) অর্থাৎ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর নাট্যরূপে অমরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী-অংশ, চরিত্র রূপায়ণ ও কথোপকথন অংশ যথাসম্ভব যথাযথ রেখেছেন। কিন্তু কয়েকটি অংশে গোবিন্দলালের আবেগপূর্ণ স্বগতোক্তি তিনি যোজনা করেছেন। শেষ অংশে এখানে গোবিন্দলাল বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। এর পূর্বে তাঁর স্বগতোক্তি—

গোবিন্দলাল॥ ভ্রমর! ভ্রমর! আমার সাধের ভ্রমর! আমার বড় ভালবাসার ভ্রমর! আমার কালো ভ্রমর! আমার সুন্দর ভ্রমর! কোথা যাচ্ছ? স্বর্গের জিনিষ স্বর্গে চল্লে? আমি নরকের কীট—জ্বলে পুড়ে মরবার জন্য বেঁচে রইলুম? নরক আর কোথা? এই সংসারই নরক। (পঞ্চম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য)

এখানে যথার্থই আবেগাধিক্যের মেলোড্রামাটিকতার চূড়ান্ত প্রকাশ। অন্যত্র স্বগতোক্তিতেও নাটকের প্রয়োজনীয়তার সীমারেখা তিনি অতিক্রম করেছেন। তবে তৎকালে দর্শকবৃন্দ রোহিনীকে উদ্ধার করার স্বগতোক্তির অংশ এবং শেষ অংশ বিশেষভাবে উপভোগ করত। দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনই এই সকল অংশ যোজনার কারণ।

'মজা' (প্রথম অভিনয়, ১৯০০ খৃঃ) অমরেন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির মধ্যে

একটি বিশেষ স্থান অধিকারী। এখানে ধুরন্ধর পাকড়াশী ও তার নভেল-লেখিকা স্ত্রীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। টাকার লোভে তারা কলুর ছেলে নদেরচাঁদের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে চায়, এদিকে হরিহরের ষড়যন্ত্রে কন্যা ফুলকুমারী পুরুষবেশী মোহিনীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। পরিশেষে ধুরন্ধর, তার স্ত্রী ও ফুলকুমারী সকলেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। এখানে সমকালীন সমাজ জীবনের অসঙ্গতিকে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং এর উদ্দেশ্য নির্মল কৌতুক বা মজা। এর সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের বিশ্বাস জড়িত করা সঙ্গত নয়। প্রকৃত-পক্ষে অধিক সংখ্যক দর্শকবৃন্দকে 'মজা' বা কৌতুক উপভোগ করানোই প্রহসনের লক্ষ্য।

'থিয়েটার' প্রহসনে (প্রথম অভিনয় ১৯০০ খৃঃ) প্লট রচনার মৌলিকত্বে, চরিত্রগুলির মধ্যে অসঙ্গতির রন্ধ্রপথ আবিষ্কারে ও অতিরঞ্জন চিত্রণে (carica-ture) অমরেন্দ্রনাথ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। নগেন্দ্র নামক খুলনা নিবাসী ধনীর সন্তান কলকাতায় এসে থিয়েটারে খুলতে চায়। নটবর থিয়েটারের ম্যানেজার ও নাট্যকার হবে, স্থির হয়েছে। তাদের বাড়ীতে প্রাইভেট স্টেজ করে 'মেঘনাদ বধ' অভিনয় করতে গিয়ে বিপর্যয় হল এবং দেনার জন্য নগেনকে বেলিফ নিয়ে যেতে এল। আলোচ্য প্রহসনটি এমনই কৌতুকপূর্ণ যে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র নটবর চরিত্রে নিজ চরিত্রের অতিরঞ্জন চিত্রণ দর্শনেও ক্ষুব্ধ হননি।

'ফটিক জল' নাটকে জুমেলি উদয়পুরের রাজার কন্যা, ভীলেদের দ্বারা প্রতিপালিত। সম্বরপুরের রাজা বড় রাণীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে রাণী, পুত্র প্রভাত ও কন্যা সন্ধ্যাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন। তারা পার্ব্বত্য প্রদেশে ভীলেদের সঙ্গে বাস করে। জুমেলি ও প্রভাতের মধ্যে প্রেম সম্পর্ক, অপর পক্ষে ভীল লাল্লু জুমেলিকে কামনা করে। ভীল রমনী ফুলিয়া লাল্লুর প্রতি আসক্ত। পরিনামে রাজার ভুল ভাঙলো, রাণী, পুত্র-কন্যা ও জুমেলিকে নিয়ে রাজগৃহে ফিরে গেলেন। এর কাহিনীতে যেন 'টেম্পেস্টের' কাহিনীর ছায়াপাত দেখা যায়। এর কাহিনী অংশ সুপরিকল্পিত ও সুগ্রথিত, তবে চরিত্রগুলি যেন একপেশে, এক একটি ভাবের মূর্ত্তিস্বরূপ। আলোচ্য নাটকে পাহাড়ী ভীলদের আবরণ ও কথাবার্ত্তা অনেকাংশে কৃত্রিম বলে বোধ হয়।

'শিবরাত্রি' নাটকে (প্রথম অভিনয় ১৯০৫ খৃঃ) শিবরাত্রি ব্রতের পরিচিত কাহিনীর নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। ব্যাধ সুন্দর গভীর রাত্রে অজ্ঞাতসারে মহাদেবের মাথায় বিল্বপত্র দেওয়াতে তার অন্নকষ্ট দূর হল, সশরীরে স্বর্গলাভ

হল এবং পৃথিবীতে শিবরাত্রি ব্রতের প্রচলন হল। আলোচ্য নাটকে একদিকে কুচনীপাড়াগামী, নেশাখোর, দরিদ্র শিবের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে ও অপরদিকে 'গঙ্গাফেন জটাজুট শোভিত…মণিহার ভূষিত পরম পুরুষবর' শিবের কথা বলা হয়েছে। এই দুটি চিত্র খুব সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত হয়নি। বস্তুতঃ ভক্তিরস বিষয়ক নাটক অমরেন্দ্রনাথের স্বক্ষেত্র ছিল না। গিরিশচন্দ্রের প্রভাব আলোচ্য ধারার নাটকে লক্ষ্যণীয়, কিন্তু তা সর্বত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি।

'ঘুঘু' প্রহসনে (প্রথম অভিনয় ১৯০৫) কালোমাণিক নামক 'থিয়েটারের ম্যানেজারি পাগলা'র চরিত্র রূপায়িত হয়েছে। তৎকালীন থিয়েটার সম্বন্ধে সে বলেছে—

কালো॥ … থিয়েটারে ছিলুম, জেলে ব্যাটাকে পাশ (pass) দিতুম, বিনি পয়সায় মাচ সরবরাহ করত; আলু-পটলওয়ালার সাতগুষ্টিকে (Box) বকস্-এ বসিয়ে থিয়েটার দেখাতেম, তরিটে-তরকারিটে রোজ রোজ জোগাত। মসলা-ওলাকে একখান (season card) সিজন কার্ড দিয়েছিলুম, পাঁচফোড়নের ভাবনা ছিলো না'…। মাগ ছেলের জন্যে ভাবিনি … কিন্তু আমার বিশ্বতারিণীর গরম গরম পরটা আধ কোয়ার্টার খাঁটির একদিন একটু বেতরিবৎ হোলেই আমায় ঝাঁটা মেরে তাড়াবে। (প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

—এখানে তৎকালীন থিয়েটার ও থিয়েটারের ম্যানেজার সম্পর্কেও রঙ্গ করা হয়েছে। বস্তুতঃ কোথাও কোথাও আতিশয্য-দোষ থাকলেও অমরেন্দ্র-নাথের নাট্যপ্রতি কৌতুক ও রঙ্গনাট্যে বিশেষভাবে স্ফূর্ত হয়েছে, 'ঘুঘু' প্রহসন তারই একটি নিদর্শন। এ ধরণের রচনায় ব্যক্তিগত আক্রমণ ও তীব্র ব্যঙ্গ নয়, নির্মল কৌতুক ও রঙ্গই তাঁর উল্লেখ্য বিষয়। শেষ গানটিতে এ সত্য বিশেষ-রূপে পরিস্ফুট—

"ফর্ ফরিয়ে উড়তে ঘুঘু পালক খসে পড়লো ভূঁয়ে।
দাগাদারি ফক্কিকারী ছুটলো কেমন একটি ফুঁয়ে॥…"

'প্রণয় না বিষ' নাটকে (*প্রথম অভিনয় ১৯০৫*) প্রবোধ বিরাজমোহিনীর প্রতি আসক্ত এবং কুসুমকে ভগিনীরূপে দেখে। কিন্তু কুসুম প্রবোধের প্রতি গভীর প্রেম হৃদয়ে পোষণ করে যদিচ সুরেন্দ্র কুসুমের প্রেমাকাঙ্খী। হরদয়াল ও *সরমা দম্পতি। সরমার উক্তি—*

সরমা: যদি আমার যথার্থই পতি ভক্তি থাকে আর প্রাণ দিয়ে যদি তোমায় ভালবেসে থাকি, তবে তুমি অনন্তকাল আমারই থাকবে, আমার বুক

থেকে কেউ তোমায় কেড়ে নিতে পারবে না।' (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

—এ উক্তি যেন বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরের উক্তির স্মারক। নাটকের অপর একটি চরিত্র ব্যর্থ প্রেমিক রমা পাগলা, সে বলেছে—

রমা। কি? ভুলেছি? কাকে ভুলবো? জগতের সমস্ত প্রিয়বস্তু একে একে ভুলতে পারি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলতে পারি, কিন্তু সে প্রণয়ের একটি কোঁটাও ভুলতে পারি না। ইচ্ছে থাকলেও ভুলতে আমার ক্ষমতা নেই। চিতের জল যেদিন দেহের উপর পড়বে, সেদিন ছাইচাপা পড়বে।

(প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

এ উক্তি চন্দ্রশেখরে প্রতাপের অন্তিম উক্তি স্মরণ করায়।

অমরেন্দ্রনাথের প্রেমবিষয়ক নাটকে প্রেমের বিষামৃতময় রূপের বাস্তব চিত্রণ বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয়। প্রহসন ব্যতিরেকে তাঁর নাট্য-প্রতিভা প্রেম-বিষয়ক নাটকে স্ফূর্ত্তিলাভ করেছে। এগুলি মিলনান্ত, কিন্তু এগুলির মধ্যে ট্র্যাজিক উপাদানও রয়েছে। কুসুম চরিত্রটির মধ্যে এই দুঃখময়তা প্রকাশ পেয়েছে।

'এস যুবরাজ' (প্রথম অভিনয় ১৯০৫) প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত-আগমন উপলক্ষ্যে রচিত। এখানে কীর্ত্তিধ্বজের স্ত্রী চারুশীলা রাজবধূকে শাঁখা-সিঁদুর-আলতা পরিয়ে স্বামীর জন্য ডেপুটির চাকরী সংগ্রহ করেছে। আলোচ্য নাটকটিতে বিশেষত্ব তেমন কিছু নেই, সাময়িকতাই এর সম্পদ। এ নাটকে অনেকগুলি গান আছে, যথা ভারতললনা, বালক-বালিকা, শাঁখাওয়ালী, সিঁদুরওয়ালী, আলতাওয়ালী, ধাঙড়নী, খোট্টা ও খোট্টানিদের গান এবং উজ্জ্বল দৃশ্যে সমবেত সঙ্গীত। দর্শকবৃন্দের গীতপ্রিয়তা হেতুই সম্ভবতঃ এতে এতগুলি গান সংযোজিত হয়েছে।

'দলিতা ফণিনী' (প্রথম অভিনয় ১৯০৭ খৃঃ) নাটকটি মুখ্যতঃ প্রেম বিষয়ক। এতে মোহন ও মোহিনীর লঘু ও মধুর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে আরও একটি কাহিনী আছে, যাকে tragi—comedy বলা চলে। নরেন্দ্র বিশ্বনাথ রাও-এর পত্নী রমাবাঈকে দেখে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়েছিল। রমাবাঈ পবিত্র-চরিত্রা, একান্তভাবে স্বামী অনুরাগিনী। বিলাসবতী নরেন্দ্রের প্রতি আসক্ত। প্রেমের প্রতিদান না পেয়ে সে প্রতিশোধাকাঙ্খী হিংস্র রূপ ধারণ করেছে। পরিণামে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়েছে এবং বিলাসবতী ক্ষমা চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে বলে প্রস্থান করেছে। আলোচ্য নাটকের চরিত্র-চিত্রণ বিশেষ ভাবে বিলাসবতী ও নরেন্দ্রের চরিত্র উল্লেখযোগ্য। এর কাহিনী

বয়নও সুগ্রথিত।

'কেয়া মজাদার' (প্রথম অভিনয় ১৯০৮ খৃঃ) নাটকে পরিচিত রূপকথা Sleeping Beauty-র কাহিনীর নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। রাজা চন্দ্রধ্বজের কন্যা মায়াবতীকে কালাপরী একশত বৎসর ঘুমানোর অভিশাপ দিয়েছে। রাজপুত্র প্রদোষের সখা লহর কালাপরীকে প্রেমের ছলনায় ভুলিয়ে মায়া-ফুল, মায়া-চাবি ও মায়া তরবারি হস্তগত করেছে। এগুলির সাহায্যে এবং লাল-নীল-সবুজ পরীর আশীর্বাদে মায়াবতী জাগ্রত হয়েছে। মায়াবতী ও প্রদোষের মিলন হয়েছে ও পরীরা আবির্ভূত হয়ে গান গেয়েছে। আলোচ্য নাটকটি মধুর ও মিলনান্ত কমেডি, সার্থক রচনা।

'কমলাকান্ত' বঙ্গনাট্যে (প্রথম অভিনয়, ১৯০৯) প্রসন্নেব গরু চুরির মামলাব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে নাট্যকার যথাসম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আসবার পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেটেব এজলাসে প্রসন্ন গোয়ালিনীর নৃত্যগীত অতিশয় অস্বাভাবিক। এখানে নাট্যকার তাঁর সঙ্গতি বোধের পরিচয় দেননি।

'আশা-কুহকিনী' (প্রথম অভিনয়, ১৯০৯ খৃঃ) নাটককে নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দিয়েছেন। এতে আফ্রিদীগণেব সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ আলোচ্য নাটকে নাট্যকারেব কল্পনাই প্রধানতঃ প্রকাশ পেয়েছে, এতে বর্ণিত কাহিনী ও চবিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 'আশা-কুহকিনী' নাটকে অমবেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। যথা:—

আবদুল॥ আফ্রিদীজাত যুদ্ধ কাকে বলে তা শেখেনি;...তারা চায় তাদের এই ছোটখাট নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সাধের জন্মভূমি, বড় সাধের মাতৃভূমির কোলের উপর স্বাধীন নিশ্বেস ছেড়ে বেড়াতে পারে।

(প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

এবং

আফ্রিদী সর্দার॥ কি বল মহাবৎ খাঁ? আফ্রিদীর সর্বস্বধন স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে খ্রীষ্টিয়ান জাতির পায়ের ধুলো মাথায় নেবো? (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

এবং

আফ্রিদী সর্দার॥ খ্রীষ্টিয়ান জাতির পদধূলি কি একমাত্র সম্মানীয় সামগ্রী বিবেচনা করে নিশ্চিন্ত আছ? ইংরাজেব বুট কি এতই প্রিয় বস্তু?—

(প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি নাট্যকারগণ সকলেই ঐতিহাসিক নাটকের আবরণে তৎকালীন স্বজাতিপ্রীতি ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণী-সীতারাম ও রাজসিংহও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অমরেন্দ্রনাথ আলোচ্য নাটকে এই ধারারই অনুবর্ত্তী হয়ে স্বীয় দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য নাটকের কাহিনীতে আবেগ-বাহুল্য, অতিনাটকীয়তা ও অত্যধিক গীত লক্ষিত হয়। শেষ অংশের পরিণতি দুঃখময়।

'জীবনে-মরণে' (প্রথম অভিনয় ১৯১১) রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া'র নাট্যরূপ। আলোচ্য নাটকে অমরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উক্তি-প্রত্যুক্তি যথাসম্ভব উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। তবে নতুন সৃষ্ট ধীবর-পুত্র নেসরু এতে আমিনার প্রতি আসক্ত। শাহজেনান বা দালিয়া এখানে আরাকানের রাজা, সে জুলিয়া ও আমিনা দুজনকেই বেগম করতে চায়। আলোচ্য নাটকে কাহিনীর এই পরিবর্ত্তন খুব সঙ্গত হয়নি, জুলিয়া-চরিত্র এর ফলে আমূল পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তাহের ও বঞ্জিলার লঘু ও মিলনান্ত উপকাহিনী এতে সংযোজিত হয়েছে, তাতে নাট্যগুণের অসদ্ভাব হয়নি। সমাপ্তি-অংশে দেখা যায়—

শাহজেনান॥ ···আমিনা? একবার বল তুমি আমার?

আমিনা॥ আমি তোমার জীবনে মরণে।

শাহজেনান॥ জুলিয়া? তুমিও বল তুমি আমার?

জুলিয়া॥ আমি তোমার জীবনে মরণে। (দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক)

মূল গল্পের সূক্ষ্ম, চিক্কণ, অন্তর্দর্শীতা বা subtlety এতে স্থূল হয়ে গিয়েছে। নাটকের প্রয়োজনে পরিবর্ত্তন হয়তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখানে এ পরিবর্ত্তন সুসাধিত হয়নি।

'কিস্‌মিস্‌' (প্রথম অভিনয় ১৯১৩) বঙ্গনাট্যের প্রস্তাবনায় পুস্তক হস্তে একদল বালক-বালিকা 'ফ্রি লাভে'র জয়গান করছে। ব্যারিষ্টার নিত্যানন্দ কর্মকার ও পত্নী বিলাসবতীর কন্যা কিসমিস। সে স্কুলের প্রাচীরে মইয়ে উঠে ধনী রজনীকান্ত চৌধুরীর পুত্র লভচাঁদের সঙ্গে প্রেম করেছে এবং সে জন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে তার পিতামাতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এর পরে পিতা, মাতা ও কন্যার একত্র গীত। এ পরিস্থিতিতে গানটি অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ তৎকালীন দর্শকদের অতিশয় গীতপ্রীতি এ স্থলে

অমরেন্দ্রনাথকে গীত-সংযোজনে প্ররোচিত করেছে। এর পরে জাপানী বালিকাদের গীত, যার সঙ্গে কাহিনীর কোনরূপ সুদূর সম্পর্কও নেই। পরিশেষে লম্ভচাঁদ পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে কিসমিসের গৃহে ভৃত্য হয়েছে ও শেষে উভয়ের মিলন হয়েছে।

আলোচ্য নাটকের কাহিনী সুপরিকল্পিত ও চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত। গীত-বাহুল্য ও নাটকের কাহিনীর সঙ্গে তার অসম্পর্ক এতে বিশেষ ত্রুটি। তবে স্টেজ-সেটিং এর জন্য এবং দর্শকদের গীতপ্রীতির জন্যও তৎকালীন নাটকে অধিক গীত সংযোজিত হত। বস্তুতঃ অমরেন্দ্রনাথের নাটকে গীতবাহুল্য একটি বিশেষ লক্ষণ বলে পরিগণিত হয়।

প্রেমের জেপলিন (প্রথম অভিনয় ১৯১৫) রঙ্গনাট্য মুখ্যতঃ প্রেমবিষয়ক। এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—

পিরীতি বলিয়া তিনটি আখর ভুবনে সৃজিল কে ?
নহে মহাজন সে যে মহাযম, কি না পারে বল সে।

কাহিনীতে হরি মিত্র পশার হীন উকিল। তার স্ত্রী পিতার বিষয় পেয়েছে। হরি মিত্র পশার জমাবার আশায় কন্যা সুভাষিনীকে ধনাঢ্য মাতাল ভবানীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় এবং তার স্ত্রী অবনী নামক যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। শেষমেষ স্ত্রীর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আলোচ্য নাটকে পুরোহিত নারায়ণ ভট্টাচার্যের মূর্খত্ব ও কাপুরুষত্ব নিয়ে রঙ্গ করা হয়েছে। উড়িয়া পালকি বেহারাদের নিয়েও এতে নির্মম কৌতুক করা হয়েছে। শেষে উজ্জ্বল দৃশ্যে জেপ্‌লিনে চড়ে রঙ্গিনীদের গীত সম্ভবতঃ তৎকালীন দর্শকদিগের পক্ষে অতিশয় উপভোগ্য দৃশ্য। নাটকের কাহিনী উপভোগ্য, এটি একটি বিশুদ্ধ কমেডি।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট অমরেন্দ্রনাথের রচিত শেষ নাটক। এ নাটক অভিনীত বা মুদ্রিত হয়নি। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার নেপোলিয়ান, জোসেফাইন, মুরাট প্রভৃতি সর্বপ্রকার চরিত্র-চিত্রণে যথার্থ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনী বিন্যাস ও নাটকের সমাপ্তি এখানে সার্থক নাটকের সংযমে রূপায়িত হয়েছে। বস্তুতঃ আলোচ্য নাটক পাঠে বোধ হয় নাট্যকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব শেষ করে যথার্থ সফল নাটক রচনার ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন। অকালমৃত্যু না হলে সম্ভবতঃ তিনি বাংলা সাহিত্যে একাধিক শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের নাটক রচনা করতে সমর্থ হতেন।

আলোচ্য নাটকে কয়েকটি ইতিহাস বিচ্যুতির নিদর্শন আছে। প্রথম অঙ্ক,

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নেপোলিয়ানের দক্ষিণ পার্শ্বে 'মসি পাত্র হস্তে মুরাটে'র কথা বলা হয়েছে। যথার্থ পক্ষে ইনি জুনো, মুরাট নন। অমরেন্দ্রনাথ সহ-নায়ক মুরাট চরিত্রকে পরিস্ফুট করার জন্য এখানে মুরাটকে এনেছেন।

এ ছাড়া, চতুর্থ অঙ্ক, অষ্টম গর্ভাঙ্কে বর্ণিত হয়েছে মুরাট নেপোলিয়ানের ভগিনী এলিজার পাণিপ্রার্থী। এলিজা তাকে নেপোলিয়ানের মত নিতে বলে। নেপোলিয়ান আভিজাত্যের মোহে এত আবিষ্ট যে এলিজা ও মুরাটের বিবাহে মত দিলেন না। ফলে মুরাট নেপোলিয়ানকে পরিত্যাগ করল এবং নেপোলিয়ান বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে পরাজিত হবার পর সে নেপোলিয়ানকে বন্দী করতে এল, কিন্তু নেপোলিয়ানের অবস্থা দেখে তাঁর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মুরাটের মৃত্যু হল। প্রকৃত ইতিহাসে দেখি নেপোলিয়ানের ভগিনীর নাম ক্যারোলিন বা পলিন, এলিজা নয়। মুরাট তার স্বামী ছিল। নেপোলিয়ান তাকে নেপ্‌ল্‌সের রাজা করে দেন। মুরাট অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, পরে আবার নেপোলিয়ানের সঙ্গে যোগ দেয়। লাইপজিগের যুদ্ধে সে রণস্থল পরিত্যাগ করে। নাটকে তার যে সময়ে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, তখন তার মৃত্যু হয়নি। নেপোলিয়ান নির্বাসিত হবার পর কর্সিকা থেকে পিন্‌জোতে এসে সে বন্দী হয় এবং তার কোর্ট মার্শাল হয়। (Vide—Blackies Modern Encyclopedia, Vol. VI এবং The Unrivelled History of the World, Israel Smith Clare)

ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের কিছু বিচ্যুতি ঘটতে পারে। কারণ এতে ইতিহাস অপেক্ষা নাটকের নীতি-নিয়মই প্রধান। তাই আলোচ্য নাটকের পরিবর্ত্তনসমূহ নাটকের পক্ষে ত্রুটিসম্পন্ন, একথা সম্ভবতঃ বলা যাবে না।

যে সময়ে অমরেন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, তখন বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্য। গিরিশচন্দ্র সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন এবং দীর্ঘকাল অভিনয়ের পর মঞ্চের প্রয়োজনেই তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেন। পক্ষান্তরে অমরেন্দ্রনাথ স্টেজের সঙ্গে সম্পর্কিত হবার পূর্বেই ঊষা এবং মানকুঞ্জ রচনা করেন। অমরেন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে লেখনী ধারণের পূর্বে সাহিত্যের এই ধারাও নিতান্ত শূন্য ছিল না। এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় নাটক রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল এবং পরবর্তীকালে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিশেষ প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে রচনা করলেও তিনি গিরিশচন্দ্রের মত মাত্র প্রয়োজনেই নাটক রচনা করেননি।

অমরেন্দ্রনাথের রচনা কালে প্রহসন ও হাস্যরস-স্রষ্টা রূপে 'রসরাজ' অমৃতলাল বসুর বিশেষ খ্যাতি ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের বিপুল পরিধি ও বহু বিচিত্র রচনাসমূহও অমরেন্দ্রনাথের সমকালেই রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী (১২৯৬), বিসর্জন (১২৯৮) ও মালিনী (১৩০২) অমরেন্দ্রনাথের রচনাকালের প্রথম দিকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

এ সময়ে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। অমরেন্দ্রনাথ তাঁর অনুসরণে মানকুঞ্জ, দোললীলা, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি রচনা করলেও পৌরাণিক নাটক তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র ছিল না। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকে যে স্বজাত্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে, অমরেন্দ্রনাথ মাত্র 'আশা কুহকিনী'তে এই ধারার অনুসরণ করেছেন।

বস্তুতঃ প্রেম কেন্দ্রিক দুঃখময় ও ভ্রান্ত পরিণতি বিষয়ক নাটকে এবং প্রহসনে অমরেন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত বা organic এবং বিষয় বাস্তবানুগ কারণ তাঁর পরিচিত চরিত্রসমূহ ও জীবনে উপলব্ধ বিষয়ই তিনি তাঁর রচনায় বর্ণনা করেছেন। এজন্য তাঁর নাট্য বিষয় সীমায়িত কিন্তু তা বাস্তবরূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁর কাহিনী বিন্যাস সুপরিকল্পিত কিন্তু আবেগ বাহুল্য ও আবেগ তারল্য বা মেলোড্রামাটিকতা তাঁর নাটকের বিশেষ ত্রুটি। এ সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন যে তাঁর কোন নাটক রঙ্গমঞ্চে ব্যর্থ হয়নি। অর্থাৎ তৎকালীন জনরুচির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে তিনি নাটক রচনা করেছেন। কোন একটি বিশেষ ভাবাদর্শের প্রতি নাট্যকার তাঁর দৃষ্টিকে অতি নিবদ্ধ করেননি, ফলে তাঁর নাটকে সামগ্রিক ঐক্য রক্ষিত রয়েছে।

অমরেন্দ্রনাথের নাটকসমূহের গতিবেগ সহজ ও স্বাভাবিক। তাঁর নাটকের দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ প্রেমমূলক, ত্রিভুজাকৃতি প্রেমই এতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। এ দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ বহির্দ্বন্দ্ব, শ্রেষ্ঠতম পর্য্যায়ের নাটকের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর রচনায় সাধারণ ভাবে উপস্থিত নয়। অবশ্য 'দলিতা ফনিণী' নাটকে নরেন্দ্রের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। নাটকীয় গঠনরীতি বিষয়ে তিনি রোমান্টিক পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। তাঁর প্রেম বিষয়ক নাটকে অনেক সময়ই রোমান্সের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি স্বাভাবিক হয়েও একান্ত ভাবেই প্রেম সর্বস্ব।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে পাশ্চাত্য নাট্য সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম।

মধুসূদনের সমকাল থেকেই সমধিক প্রযত্ন ও সার্থকতার সঙ্গে বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য নাটকের গঠনশৈলী, আঙ্গিক বৈচিত্র্য ও ট্র্যাজিডি-চেতনার রূপায়ণের প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা নাটকে আবেগ বাহুল্য ও মেলোড্রামাটিক আবেগ তারল্য লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ মধুসূদন পরবর্তী বাংলা নাটকের বিশেষ লক্ষণ মেলোড্রামাটিকতা, অমরেন্দ্রনাথের নাটকও তা থেকে মুক্ত নয়।

অমরেন্দ্রনাথের প্রহসনগুলি অনেকাংশেই বিশুদ্ধ কমেডির পর্যায়ভুক্ত, তাতে বিদ্রূপ কিছু পরিমাণে থাকলেও এগুলির বৈশিষ্ট্য নাট্যকারের ভাষায় 'আজকে শুধু হাসি খেলা মনের মেলা ··অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ড্স্ ওয়েল।' বিলাতী আদর্শের অত্যধিক অনুকরণ তাঁর নাটকে কৌতুকের বিষয়, কিন্তু তা কখনোই রুচি-বিগর্হিত বা তীব্র ব্যঙ্গমূলক নয়। তৎকালীন দর্শকদের প্রবণতাই ঐ কৌতুকের বিশেষ কারণ। এ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি নির্ণয় করা সহজ নয়। বিশেষতঃ কোন কোন প্রহসনে, যেমন 'কাজের খতমে' তিনি গোঁড়া হিন্দু রমাকান্তকে নিয়েও কৌতুক করেছেন।

অমরেন্দ্রনাথ নাট্যগৃহের স্বত্বাধিকারী হওয়ার জন্য তাঁকে সর্বদাই জনরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে রচনা করতে হত। পক্ষান্তরে গিরিশচন্দ্র ছিলেন ম্যানেজার, স্বত্বাধিকারীর দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়নি। অমরেন্দ্রনাথের রচনায় সঙ্গীত ও নৃত্যের অতিশয় বাহুল্য, এ বৈশিষ্ট্যও তৎকালীন জনরুচির পরিচায়ক মাত্র। তুলনামূলক বিচারে অবশ্যই গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা অমরেন্দ্রনাথের রচনা দুর্বল। অমরেন্দ্রনাথ কখনো কালজয়ী নাট্যসাহিত্য রচনা করতে রত হননি, উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনই তাঁর সমস্ত চিত্ত হরণ করেছিল। এজন্যই তাঁর কোন নাটকই ব্যর্থ হয়নি, অতি অকিঞ্চিৎকর নাটকও তৎকালীন অভিনয়-জগতে 'রেকর্ড' সৃষ্টি করেছে।

চল্লিশ বৎসরের অনধিক বয়সেই অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। অমরেন্দ্রনাথের নাটক বিচারে এ কথাটিও স্মর্তব্য। তাই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার পরিণতি লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। গিরিশচন্দ্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম নাটক 'আগমনী' রচনা করেন এবং সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক 'মায়াতরু' প্রকাশিত হয়। অমরেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকালে অনধিক চল্লিশটি নাটক লেখেন। তাঁর শেষ নাটক 'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট'।

নিছক সাহিত্য-বিচারের নিকষে কথঞ্চিৎ ম্লানরেখ বলে প্রতীয়মান হলেও অমরেন্দ্রনাথ মাত্র নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নয়, নাটক বিচারেও সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। তাঁর নাট্যপ্রতিভা অধিকতর সম্যক আলোচনার অপেক্ষা রাখে এবং তা অমৃতলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদের সহিত সগৌরবেই বাংলা নাট্য-সাহিত্যে স্থানাধিকারী।

অমরেন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র / অমিতাভ রায়

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে বাংলা রঙ্গমঞ্চে চলচ্চিত্রের প্রথম প্রয়োগ বহুকৃতী অমরেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেনের সহায়তায় অমরেন্দ্রনাথ তাঁর রঙ্গালয়ে প্রথমে প্রধানতঃ বৈদেশিক খণ্ডচিত্র যথা, বুয়র যুদ্ধ, করোনেশান প্রভৃতির প্রদর্শন আরম্ভ করেন। এর কিছুকাল পরে, অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে, প্রধানতঃ অমরেন্দ্রনাথেরই উৎসাহে হীরালাল সেন নাটকের শিল্পীদেরই নিয়ে নাটকের এক একটি নির্বাচিত অংশ চলচ্চিত্রে গ্রহণ করে সেই গৃহীত দৃশ্যটাই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গৃহীত Rip Van Winkle চিত্রে জোসেফ জেফার্সনের অংশগ্রহণই বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে খ্যাতনামা অভিনেতার প্রথম অংশ গ্রহণ। অমরেন্দ্রনাথ আমাদের দেশে পথিকৃৎ।

মূলতঃ দর্শক আকর্ষণ করবার জন্যেই অমরেন্দ্রনাথ তাঁর রঙ্গালয়ে চলচ্চিত্রের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। তবে নূতনত্বের আকর্ষণ কাটার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবতঃ তাঁর মনে চলচ্চিত্রের নিজস্ব শিল্পসম্ভাবনার কথাও নাড়া দিয়ে থাকবে। তাই নাটকের নির্বাচিত অংশের চলচ্চিত্রায়ণের প্রয়াস।

তদানীন্তন রীতি অনুযায়ী একসঙ্গে একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করা হোত আর এক একটা নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্যবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হোত। ক্লাসিক থিয়েটারের নিম্নোলিখিত বিজ্ঞাপনটিই (১৯০১ খৃষ্টাব্দ, ৯ই ফেব্রুয়ারী) তার প্রমাণ—

Saturday—9th February at 9 P. M.

I. Sarala

Sarala—Kusumkumari

Promoda—Tara Sundari.

II. Bioscope.

Series of superfine pictures from our world renowned plays—Vramara, Alibaba, Hariraj, Dollila, Buddha, Sitaram, Sarala etc, will be produced to the extreme astonishment of our patrons and friends.

III. Dollila

Next day, Sunday at 6-30 P. M.

I Buddha

Buddha—A. N. Dutt. (my humble self)

II. Moja

III. Bioscope.

অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং অনেকগুলি নাটকের চলচ্চিত্ররূপে প্রধান ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন যথাঃ— সীতারামে সীতারাম, আলিবাবায় হুসেন, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, হরিরাজে হরিরাজ, সরলায় বিধুভূষণ, বুদ্ধদেবে বুদ্ধ প্রভৃতি এইসব চলচ্চিত্রগুলি তদানীন্তন দর্শকচিত্তজয়ে সমর্থও হয়েছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমাপতি দত্ত বলেছেন "- একবার শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত ইয়োরোপীয় রাজ-পুরুষগণের সম্মুখে এই বাংলা ছবি দেখান হইয়াছিল, তদ্দর্শনে তাঁহারা বলিয়া-ছিলেন—"বাঙ্গালী নটনটীরা বিনা চর্চ্চায় ও বিনা অভিজ্ঞতায় যেরূপ দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়—এইরূপ অদ্ভুত অনুকরণ-শক্তি একমাত্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষেই সম্ভব।" (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ)

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালী দর্শকের এই উৎসাহ কিন্তু কমে এসেছিল। শ্রীযুক্ত রমাপতি দত্ত এর কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন—সেই সময়ে লোকে সাধারণতঃ ইয়োরোপীয়গণের পক্ষপাতী ছিলেন।... তাই ক্লাসিক থিয়েটারে 'থিয়েটার রয়েল' অপেক্ষা বায়োস্কোপের দর্শকসংখ্যা অনেক কম হইত। এতদ্দর্শনে অমরেন্দ্রনাথ কিছুদিন পরে তাঁহার থিয়েটারে প্রদর্শিত বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপনে মহা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া—অবশেষে হতাশ হইয়া বাঙ্গালী অভিনয়ের চিত্র দেখান বন্ধ করিয়া দিলেন। (রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ) এই অসাফল্যের পরেও অমরেন্দ্রনাথ শেষ জীবনে অর্থাৎ স্টার থিয়েটারে অবস্থানের কালে, চলচ্চিত্র

তোলার জন্যে সমুদ্রের ধারে জমি কিনেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর শেষ আশা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র প্রয়োগের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে লক্ষ্যণীয় যে, তিনি চলচ্চিত্রকে মঞ্চে নাটকের প্রয়োজনে আধুনিককালের মত প্রয়োগ করেন নি, অর্থাৎ বর্তমানে নাটকের প্রয়োজনে নাটকের অন্যতম আঙ্গিকরূপে চলচ্চিত্র যেভাবে ব্যবহৃত হয়, সেভাবে ব্যবহার করেন নি।

এই প্রসঙ্গ আলোচনা কালে শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত, অভিনয় পত্রিকার বার্তা সম্পাদক নির্মল সাহা, নাট্যগবেষক সুদাম রায় ও বর্তমান প্রবন্ধের লেখককে জানিয়েছেন যে, তখনকার কালেও নাটকের প্রয়োজনে আধুনিককালের মত চলচ্চিত্রের সাহায্য নেওয়া হোত। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত দত্ত দানীবাবু অভিনীত ভ্রমর নাটকের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভ্রমর নাটকে গোবিন্দলাল বেশী দানীবাবু বাগানের পথ ধরে আসছেন এটা দেখান হোল চলচ্চিত্রে আর তার পরেই গৃহের দৃশ্যে মঞ্চে দানীবাবু সশরীরে উপস্থিত হলেন —নাটক আরম্ভ হয়ে গেল। এই তথ্যটী খুবই মূল্যবান—কারণ এ সম্বন্ধে কোনও লেখা এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। তাই শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তকে অনুরোধ জানাচ্ছি যদি এই বিষয়ে তিনি বিশদভাবে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন তাহলে তা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক নোতুন দিগন্তের সংযোজনা হবে। বস্তুতঃ প্রাথমিক অসাফল্যের পরেও যে অমরেন্দ্রনাথ সমুদ্রতীরে জমি কিনে চলচ্চিত্র তোলায় ব্রতী হয়েছিলেন এ ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না যে, তিনি চলচ্চিত্রের নিজস্ব শিল্পসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ অমরেন্দ্রনাথ চলচ্চিত্রকে সহায়ক আঙ্গিকরূপে মঞ্চে ব্যবহার করেন নি। অপরপক্ষে মঞ্চে চলতি নাটকের মঞ্চায়নের ফাঁকে ফাঁকে সেই নাটকেরই চলচ্চিত্ররূপ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য, দুটী ভিন্নধর্মী মাধ্যমে একই বিষয় উপস্থাপিত হলে, তাদের শিল্পরূপের পার্থক্য হয় কি না তা পরীক্ষা করা। সম্ভবতঃ এই পরীক্ষায় তিনি অনুভব করেছিলেন যে, চলচ্চিত্রের নিজস্ব সম্ভাবনাময় শিল্পসত্তা আছে। আর তাই আবার নোতুন উদ্যমে সমুদ্রতীরে জমি কিনে চলচ্চিত্রশিল্পে তাঁর আত্মনিয়োগের প্রয়াস। এ প্রচেষ্টা সফল হলে অর্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ অবিস্মরণীয় অভিনেতাদের প্রতিভার অন্ততঃপক্ষে কিছুটা অংশও ভবিষ্যৎকালের জন্য রক্ষিত হোত।

তাঁর অকালমৃত্যুতে শুধু রঙ্গমঞ্চই নয়, চলচ্চিত্রও যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হবে না।

* এই প্রবন্ধ রচনায় অমরেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অমরেন্দ্রনাথ ও দু'টি নাট্যবিজ্ঞাপন / শঙ্কর ভট্টাচার্য্য

'অভিনয়'-এর এই বিশেষ সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথ-রচিত 'নাট্যসাহিত্যে নবীনচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তাতে অমরেন্দ্রনাথের প্রথম মঞ্চে আবির্ভাবের কাহিনী আছে। কিন্তু কবেকার ঘটনা, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে তারিখের উল্লেখ অমরেন্দ্রনাথ করেন নি। তার আভাস হয়তো এই প্রবন্ধে মিলতে পারে।

নাট্যগবেষণা আমার নেশা,—পেশা নয়। বাংলা থিয়েটারের একটা নির্ভুল, প্রামানিক ইতিহাস রচনার মানসে দীর্ঘকাল ধ'রে পুরনো সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটছি; কিছুদিন আগে হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ হলো। কৌতূহলী পাঠকের জন্যে সেটা হুবহু তুলে ধরছি,—

INDIAN DRAMATIC CLUB
ON BOARD OF THE
CORINTHIAN THEATRE
Dhurrumtollah Street
A grand combination of the great actors and
Actresses of the day,
TO - NIGHT
Wednesday, the 25th Sept. 1895
At 9 P. M.
THE POET OF POETS
BABOO NOBIN CHUNDER SEN'S RENOWNED PLAY
"BATTLE OF PLASSEY"
CLIVE Young G. C. GHOSE

Britannia and the Begum of the Nawab
SERAJADOWLA
SREMUTTY TARASUNDARI,
(The Star of the Indian Stage)
TO BE FOLLOWED BY
The only Dramatist of Bengal,
Baboo G. C. Ghose's evergreen Pantomime
"BELLICK BAZAR"
Wit and Humour, Mirth and Music.

N. K. DEB
Manager.

পাঠক নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের তারিখ লক্ষ্য করলেন,—২৫-এ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫। ব্যাপারটাকে বোঝাবার জন্যে একটু পিছন দিকে তাকানো যাক্। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' (অমৃতলাল বসু কর্তৃক নাট্যরূপায়িত) প্রথম অভিনীত হলো। 'শৈবলিনী'-রূপী তারাসুন্দরীর উন্মাদনাময় অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন। এই মোহের ফলপ্রাপ্তিস্বরূপ তারাসুন্দরী ২২-এ সেপ্টেম্বর তারিখে 'চন্দ্রশেখর'-এর তৃতীয় অভিনয়-রজনীর পরে থিয়েটার থেকে অপসৃতা হলেন। অমরেন্দ্রনাথ হাতিবাগানের পৈতৃক বসতবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে, তারাকে নিয়ে বাগমারিস্থ পৈতৃক বাগানবাড়িতে বসবাস করতে লাগলেন। থিয়েটারের দল বসালেন – ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব। প্রধান সঙ্গী,—দানীবাবু, চুনিলাল দেব ও তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় নিখিলবাবু ও নন্তুবাবু (যাঁর নাম বিজ্ঞাপনে N. K. Deb ব'লে উল্লেখিত), নেপা বোস, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই দলে আরও দু'জন নামজাদা অভিনেতা ছিলেন। তাঁরা হলেন নীলমাধব চক্রবর্তী ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। নাট্যচর্চা ছাড়া রঙ্গমঞ্চের মুখপত্রস্বরূপ পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হলো,— 'সৌরভ',—প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩০২। প্রতি সপ্তাহে পার্টি দেওয়া চলতে লাগল, যেখানে 'পেলিটি' খানা যোগাত, আর 'পমারি, শ্যাম্পেন'-এর শ্রাদ্ধ হতো। এ সম্পর্কে অমরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস 'অভিনেত্রীর রূপ' পঠিতব্য। সঙ্গে সঙ্গে 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটক মহলায় ফেলা হলো। সম্প্রদায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'এমারেল্ড' স্টেজে।

দ্বিতীয় অভিনয় হলো 'মিনার্ভার', যার বর্ণনা অমরেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে আছে। ঐদিন প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 'মোহনলাল', নীলমাধব চক্রবর্তী 'ক্লাইভ' সাজেন। ব্রিটানিয়া ও সিরাজমহিষীর ভূমিকায় তারাসুন্দরী তো আছেনই। এঁদের তৃতীয় অভিনয় হলো ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ সেপ্টেম্বর তারিখে কোরিন্থিয়ান স্টেজে, যে অভিনয়ের বিজ্ঞাপন উদ্ধার করেছি। ঐদিন অমরেন্দ্রনাথ 'সিরাজ' আর চুনিলাল দেব 'মোহনলাল' ও 'জগৎশেঠ' সাজেন।

মাত্র এক বছরের মতো স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট কর্মপ্রচেষ্টায় অর্থের অযথা অপব্যয় করার ফলেই অচিরে অমরেন্দ্রনাথের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। সুদিন আবার দেখা দিল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০-এ নভেম্বর তারিখ থেকে ক্লাসিক থিয়েটারে 'আলিবাবা' খুলে। বস্তুত, নাট্যজগতে অমরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা ও সৌভাগ্যের সূচনা 'আলিবাবা'র অভিনয় থেকে। এর প্রথম অভিনয়-রজনীর বিজ্ঞাপনটিও সংবাদপত্র থেকে উদ্ধার করেছি। পাঠকের অবগতির জন্যে নীচে মুদ্রিত হলো,—

Grand Fashionable Night !

EMERALD THEATRE

BY THE

Classic Theatrical Co.

SATURDAY, THE 20TH. NOVEMBER, AT 9 P.M.

First Performance of our Magnificent Comic Opera

ALI - BABA

or the Forty Robbers

A genuine Fountain of Mirth and Merriment

Charming Songs, Soul-Captivating Dances

(Grand Cave scene and is worth seeing)

NEXT DAY, SUNDAY, AT 7-30 P.M.

That Terrible Tragedy,

Raja - O - Rani

Followed by Rajah Bahadur.

Splendid Double Programme.

A. N. DUTT
Manager.

নাট্যক্ষেত্রে অমরেন্দ্র-প্রতিভার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

হরীন্দ্রনাথ দত্ত

সধারণ নাট্যশালার বয়স ১০৩ বছর পার হয়ে গেল। শতবর্ষের আলোকে যদি আমরা সেই সব প্রতিভাধরদের সাক্ষাৎ চাই, যাঁরা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নিজেদের নামের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাহলে দেখি যে সেই সব প্রতিভাধরেরা হলেন,— ১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ২। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। ৩। অমৃতলাল বসু। ৪। অমৃতলাল মিত্র। ৫। মহেন্দ্রলাল বসু। ৬। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। ৭। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৮। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। ৯। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১০। শিশিরকুমার ভাদুড়ি। ১১। অহীন্দ্র চৌধুরী। আরো অনেক নাম হয়ত এই তালিকায় যোগ করা যেতে পারে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় এরাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এঁদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সর্বতোমুখী প্রতিভার বিচার করতে গেলে, কোনো রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে কি কি জিনিষ দরকার ও সে প্রয়োজনকে কতটা মেটাতে পেরেছেন তার আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একটা থিয়েটারকে ভালভাবে চালু করতে গেলে, দরকার— (১) নাটক, (২) অভিনয়, (৩) অধ্যক্ষতা বা পরিচালনা, (৪) শিক্ষকতা, (৫) প্রচার ও (৬) প্রযোজনা, যার মধ্যে দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, নৃত্যগীত, আলোকসম্পাত ও এই সমস্তের সুষ্ঠু সমন্বয় বিধান করে রঙ্গমঞ্চোপরি উপস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত। এখন এই সব ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত এগার জনের কার কি অবদান, তা বিচার করে দেখা যাক্।

(১) নাটক ॥ রঙ্গমঞ্চের জন্যে ভাল নাটকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়েও বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই নাট্যরচনায় অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন ও নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, দানিবাবু, শিশিরকুমার বা অহীন্দ্র চৌধুরীর নাটক রচনাক্ষেত্রে কোন অবদান নেই বললে কোন রকম অত্যুক্তি হবে না। তাই সর্বতোমুখী প্রতিভাধরদের তালিকা থেকে এই ছয়জনের নাম বাদ দিতে হয়।

(২) অভিনয় ॥ অভিনয়ই রঙ্গমঞ্চের প্রাণ। যে এগার জনের নাম

করা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেই অভিনয় ক্ষেত্রে নিজের স্বকীয় প্রতিভার সমুজ্জল স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

গুরু গম্ভীর ভূমিকায়, - যথা যোগেশ, করুণাময়, পশুপতি, গিরিশচন্দ্র অদ্বিতীয় স্বর প্রক্ষেপণ বিদ্যায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

লঘু চরিত্রে, —যথা, আবুহোসেন, বরুণচাঁদ, রডা, ঘাতক- অর্ধেন্দুশেখরের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। ১৩৪৯, বৈশাখ সংখ্যা 'পরিচয়ে' 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ'-গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, —'তিনিই আমাদের শুদ্ধ অভিনেতা।' একই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ব্যবহারে ও রূপায়ণে অর্দ্ধেন্দুশেখর অগ্রগণ্য।

বৃহন্নলা, লক্ষ্মণ, কুমারসেন, কৃষ্ণকান্ত, প্রভৃতি চরিত্রে মহেন্দ্রলাল বসুর রূপদান অদ্যাবধি আদর্শ বলে পরিগণিত। নাট্য-রসিকেরা তাঁকে 'The Tragedian' উপাধিতে ভূষিত করেন। বিয়োগান্ত ভূমিকায় তাঁর সমতুল্য কেহ ছিলেন না।

অমৃতলাল মিত্র স্টারের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন ও স্টারের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তাঁর অভিনয়োৎকর্ষ মহাদেব, বিল্বমঙ্গল, চন্দ্রশেখর, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নানা ভূমিকায় তাঁর জুড়ি ছিল না কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্যে বুঝিবা অতুলনীয়।

অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়-চাতুর্যের কথা 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথে' যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, এ' ানে বিস্তার করব না। গোবিন্দলাল, নবকুমার, প্রতাপ, ভীম, অঘোর, মার্কাস, কুলীরক প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ক্লাসিক যুগে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল, দানিবাবু প্রভৃতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনিই তখনকার অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তাঁর সমতুল্য কান্তিমান্, সুদর্শন আকৃতি বিশিষ্ট অন্য কোন নট অদ্যাবধি রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠ আলোকিত করেননি। তিনি স্টেজে নামলেই স্টেজ যেন জলজল করে উঠত। 'বাঙলা' (১০ই আষাঢ়, ১৩৩৩, ইং ২৫-৫ ২৬) যথার্থই লিখেছিলেন, - "অতীতকালে অমরেন্দ্রনাথই একমাত্র নট—যাঁহার নামে দর্শক আকৃষ্ট হইত"

নটজীবনের শুরুতে দানিবাবু প্রতিষ্ঠালাভে অসমর্থ হলেও, পরে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, ওসমান, চাণক্য, খিজির খাঁ, রণলাল, বাবর, ভাস্কর প্রভৃতি গুরু গম্ভীর চরিত্রে আবার গদাধরচন্দ্র বা দুলালচাঁদের মত লঘু চরিত্রে, তিনি যে অভিনয় কুশলতা দেখান, তাতে নাট্যজগৎ স্তম্ভিত হয়ে যায়। কণ্ঠস্বরের

জড়তা সত্ত্বেও, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে ও মুখভঙ্গীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয়।

শিশিরকুমার নবযুগের অগ্রদূত। তাঁর রূপায়িত আলমগীর, রাম, জীবানন্দ, নাদির প্রভৃতি ভূমিকা, অভিনয় সম্বন্ধে নতুন আলোকসম্পাত করে। 'ষোড়শী' নাটকে একটি অঙ্কে একটিমাত্র দৃশ্য ছিল, আর তার স্থায়িত্ব ছিল এক ঘণ্টা বা তারও বেশী। দুজন মাত্র লোক স্টেজে—জীবানন্দ ও অলকা। আগেকার দিনে কোন দৃশ্যে দুজনের মধ্যে সংলাপ কখনও ১০-১৫ মিনিটের বেশী স্থায়ী হত না। কেননা, সকলের ধারণা ছিল যে তার চেয়ে বেশী দীর্ঘস্থায়ী সংলাপের ফলে 'সিন ঝুলে যায়।' শিশিরকুমার এ ধারণার অসারত্ব প্রমাণ করেন, কেননা, পূর্বোল্লিখিত দৃশ্যে 'সিন' যে শুধু 'ঝুলে যেত না', তা নয়, —পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রতিটি দর্শক স্তব্ধ হয়ে বিমুগ্ধ চিত্তে প্রতিটি কথা গোগ্রাসে গিলতেন। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্রের বিশ্লেষণে তিনি অবিসম্বাদিরূপে অপরাজেয় ছিলেন।

অহীন্দ্র চৌধুরী যদি সাজাহান ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় না-ও অভিনয় করতেন, তবু তাঁর নাম নাট্যজগতে অমর হয়ে থাকত। এই ভূমিকায় তিনি পূর্বসূরীদের অতিক্রম তো করেনই, উপরন্তু চন্দ্রবাবু, আবন প্রভৃতি চরিত্রে স্বকীয়তার ছাপ রাখেন। রূপসজ্জায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেন।

বাকী যে তিন জন অভিনেতা রইলেন, তার মধ্যে অমৃতলাল বসুর শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন নিতাই। 'রূপ ও রঙ্গ' (৫ই পৌষ, ১৩৩১) লিখেছিলেন,—"হাস্য-রসাভিনয়ে অর্ধেন্দুবাবু, বেলবাবু ও ভুনিবাবু (নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু) এই তিন জনেই সর্বশ্রেষ্ঠ। ···যে চরিত্রে শ্লেষ আছে, তাহা অভিনয়ে ভুনিবাবু অতুলনীয়।' বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা মাধবাচার্য (মৃণালিনী) ও ভীষ্ম (ভীষ্মের শরশয্যা)। অপরেশচন্দ্রের রসিক অতুলনীয়।

কিন্তু এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে নায়কের অংশে শেষোক্ত তিনজন ঠিক খাপ খেতেন না। তিনজনেই কোন-না-কোন নাটকে নায়কের বা উপনায়কের ভূমিকা নিয়ে স্টেজে নেমেছেন বটে, কিন্তু সে সব চরিত্রে চিত্তবিভ্রমকারী অভিনয় করেন নি। এ কথা বরঞ্চ স্বীকার করা যায় যে এ বিষয়ে অপরেশচন্দ্রের প্রতিভা বেশ পরিস্ফুট ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুরারোগ্য আর্থ্রাইটিস্ রোগে তাঁর ঘাড় বেঁকে যায়, ফলে বেশীর ভাগ সময়ে তাঁকে মঞ্চ থেকে নেপথ্যে থাকতে হত।

কণ্ঠস্বর অভিনেতার অমূল্য সম্পদ। অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর কেমন ছিল? ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র-

নাথের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করেছেন ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতির কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার তুলনামূলক বিচার করেছেন। আগেকার দিনের অভিনয়কে ছোট করে দেখাবার প্রবণতা আজকাল কোন কোন লেখকের মধ্যে দেখা যায়। অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত 'পাণ্ডব-গৌরবে'র ভীমের অংশের দৃশ্য বিশেষের গ্রামোফোন রেকর্ড ছিল। জনৈক তথ্যানভিজ্ঞ নাট্য-বিশেষজ্ঞকে তার বিকৃত অনুকরণ করতে ও ভেংচি কাটতে এবং তার সমালোচনা করতে শুনেছি, যদিও তিনি কখনও অমরেন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করেন নি। অথচ এই একই রেকর্ড সম্বন্ধে প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্মরণযোগ্য। 'আমার ছেলেবেলা'য় বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "বাড়ীতে একটি গ্রামোফোন ছিলো, মনে পড়ে ··· ··· প্রায়ই শুনতাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমার মনে আছে একটিমাত্র রেকর্ড—কোন গান নয়, অসমমাত্রিক অমিত্রাক্ষর পয়ারে লেখা একটি নাটকের অংশ। তার প্রথম লাইন—'ত্যাখো, ত্যাখো, মধ্যম পাণ্ডব', আর শেষ লাইন—'আর কৃষ্ণ নাম আনিবো না মুখে!' এও আমি আজ পর্য্যন্ত ভুলি নি।"

এ থেকে বোঝা কঠিন নয় যে অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে এমন জাদু ছিল যে অগনিত রেকর্ডের মধ্যে একমাত্র সেই একখানি রেকর্ডই দীর্ঘ ষাট বছর পরেও বুদ্ধদেব বাবুর মনে ছিল, অথচ কার রেকর্ড, কি নাটক, তা সবই ভুলে গেছেন।

যাইহোক, অভিনয় সম্বন্ধে এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা অসঙ্গত হবে না যে অভিনয়ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত আটজনই শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারেন।

(৩) অধ্যক্ষতা॥ যদিও গিরিশযুগে অধ্যক্ষ-পদ সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক ছিল, তবু বর্তমান দিনে রঙ্গালয়ের পরিচালনা ব্যাপারে ঐ পদ উঠে গিয়েছে। তাই শিশির কুমার বা অহীন্দ্র চৌধুরীর অধ্যক্ষতা সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বাকী ৯ জনের মধ্যে অমৃতলাল মিত্র কখনও থিয়েটারের অধ্যক্ষতা করেন নি, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও মহেন্দ্রলাল বসু সাময়িকভাবে কখনও কোন থিয়েটার পরিচালনা করলেও, এ বিষয়ে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে পারেন নি। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দানিবাবু মিনার্ভার অধ্যক্ষ হন ও মনোমোহন থিয়েটারের অবলুপ্তি পর্য্যন্ত ঐ পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, তিনি 'নাম-কা-ওয়াস্তে'ই ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, কেননা, বাস্তবিকপক্ষে থিয়েটার পরিচালনা করতেন মহেন্দ্রকুমার মিত্র বা মনোমোহন

পাওে। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় আমৃত্যু বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু গতানুগতিক ভাবেই রঙ্গালয় পরিচালনা করে গিয়েছেন, তাতে নৈপুণ্যের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'-এ বলেছেন,—"বেঙ্গল থিয়েটারের কথা স্বতন্ত্র, তাঁদের পুরাতন চাল মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বদলায় নাই"

বাকী রইলেন,—গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ ও অপরেশচন্দ্র। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর মধ্যে অমরেন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন, কেননা, ক্লাসিক থিয়েটারে অবস্থানকালে, অমরেন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতার অধীনে গিরিশচন্দ্র কাজ করেছেন। অমরেন্দ্রনাথ যখন স্টারের পরিচালক, তখন অমৃতলাল বসুও তাঁর অধ্যক্ষতার অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি, অমরেন্দ্রনাথ যখন স্টারের সহকারী অধ্যক্ষ (Assistant Manager) ও অমৃতলাল বসুই অধ্যক্ষ তখনও অধ্যক্ষতার সমস্ত ভার অমরেন্দ্রনাথকেই বহন করতে হতো। 'সচিত্র শিশিরে' (শ্রাবণ, ১৩৫৮) 'বাংলা রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক প্রবন্ধে সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন,—'স্টারে অমরেন্দ্রনাথ আসবার পর অমৃতলাল বসু প্রায় নেপথ্যগামী হয়ে রইলেন। তাঁর বই লেখা বন্ধ। কোনো নাটকের অভিনয়ে নামাও বন্ধ করে দিলেন। কর্মাধ্যক্ষতার ভার, বলতে গেলে, সবটুকুই নিলেন অমরেন্দ্রনাথ।"

অপরেশচন্দ্র তাঁর নটজীবনের গোড়ার দিকে গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলাল বসুর অধ্যক্ষতার অধীনে কাজ করেছেন; মিনার্ভা, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গালয়ে মধ্যে মধ্যে অধ্যক্ষতা করেছেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে সাফল্যের চিহ্ন বিশেষ কিছু ছিল না। পরে, গিরিমোহন মল্লিকের স্বত্বাধিকারিত্বে স্টারের ম্যানেজার হন। থিয়েটার অচল হলে, নিজে 'লিজ' নিয়ে থিয়েটার চালালে, তাতেও বিফল হন। তারপর স্টার থিয়েটার 'আর্ট থিয়েটার'কে ভাড়া দিয়ে নিজে সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। অপরেশচন্দ্র অধ্যক্ষরূপে যা কিছু কৃতিত্ব অর্জন করেন, তা এই আর্ট থিয়েটারের আমলেই। কিন্তু এই বিশ্লেষণ ক্ষুদ্র হলেও, এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হওয়া উচিত যে অধ্যক্ষরূপে অমরেন্দ্রনাথেরই সর্বাধিক কৃতিত্ব, তারপর যথাক্রমে অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র ও অপরেশচন্দ্র।

(৪) শিক্ষকতা॥ সব নাট্য-ইতিহাস লেখকেরা এ কথা প্রায় এক-বাক্যে স্বীকার করেছেন যে শিক্ষক হিসাবে অর্ধেন্দুশেখর অদ্বিতীয়, তারপরেই সম্ভবতঃ শিশিরকুমারের স্থান। অমৃতলাল বসু বা অমৃতলাল মিত্র এ বিষয়ে

বিশেষ ন্যূন ছিলেন না। গিরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, তিনি ছোট খাট পার্টের দিকে বিশেষ নজর দিতেন না। কথাটা নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অর্ধেন্দুশেখর বা শিশিরকুমার উন্নততর শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও, গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বপুত্র দানিবাবুর সমতুল্য কোন অভিনেতা বা তিনকড়ির সমতুল্যা কোন অভিনেত্রী গড়তে পারেন নি। নটজীবনের শুরুতে দানিবাবু অমৃতলাল মিত্রের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, কিন্তু পিতার কাছে থেকে শিক্ষা পাবার আগে পর্যন্ত তিনি একজন সাধারণ শ্রেণীর অভিনেতামাত্র ছিলেন। তাঁর প্রতিভা সম্যক্ বিকশিত হল সিরাজদ্দৌলা থেকে, যখন তিনি পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত। দানিবাবু যে পিতৃঋণের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে ও মুক্তকণ্ঠে স্মরণ করতেন তা আমি 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথে' বর্ণনা করেছি। সুতরাং এ কথা মানতেই হয় যে ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে গিরিশচন্দ্র অদ্ভুতভাবে সকল শিক্ষা দিতে পারতেন।

শিক্ষকতা ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথের অবদানও গৌণ নয়। তারাসুন্দরী বহু নাটকে তাঁর দ্বারা শিক্ষিতা, কুসুমকুমারী তো পুরোপুরি তাঁর হাতে গড়া। তাছাড়া, সুশীলাবালা, রাণীসুন্দরী, বিনোদিনী (হাঁদি), তিনকড়ি (ছোট), চারুবালা, ভুবনেশ্বরী, সুশীলা (ছোট), আশ্চর্যময়ী, নীরদাসুন্দরী ইত্যাদি বহু অভিনেত্রীকে তিনিই তৈরী করেছিলেন অভিনেতাদের মধ্যে তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে ছিলেন,—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্রনাথ দে, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, গোপালদাস ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র বসু, লক্ষীকান্ত মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিক দে প্রভৃতি। তাঁর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত বহু নাটকের মুদ্রিত সংস্করণে তাঁর নাম শিক্ষকরূপে পাওয়া যাবে। গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি' নাটকেও শেষ দুই অঙ্কের তিনি শিক্ষক বলে স্বীকৃতি আছে। বহু নাট্যকার এ কথা গ্রন্থের ভূমিকায় সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে গেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তো 'সাইন অফ দি ক্রসে'র ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখে ফেললেন,—"সাইন অফ দি ক্রস্' স্টারে অভিনয় করাইতে—ইহার মহলা দেওয়াইতে এবং আগাগোড়া ইহার প্রত্যেক ভূমিকা শিখাইতে অমরবাবু যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহার নটজীবন আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি তিনি আর কখনও কোন নাটক লইয়া সেরূপ করেন নাই"

এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত অন্য যে পাঁচ জনের কথা বলছি, শিক্ষকতা ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কিছু থাকলেও, আমার তা অজ্ঞাত।

(৫) প্রচার॥ প্রচারক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথ বুঝিবা অদ্বিতীয়। তাঁর আগে এর প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসুর বিজ্ঞাপনের নমুনা দুষ্প্রাপ্য না হলেও, অমরেন্দ্রনাথের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎ-কর। অপরেশচন্দ্র বলেছেন,—"অমরবাবু থিয়েটার খোলার কিছুদিন পরে থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলকে ক্রমশঃ খবর কাগজে পরিণত করিলেন।"

ব্যাপারটাকে তিনি এক সূক্ষ্ম কলায় পরিণত করলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—"নাটকসংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি উপেক্ষা করেননি। প্রচারকর্মে তাঁর সূক্ষ্ম মনোযোগ এর নিদর্শন; অভিনয়ের নিশ্চিত সাফল্যের জন্যে যে বিজ্ঞাপন পর্যায় তিনি ব্যবহার করতেন, তা দেখলে মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা পর্যন্ত তারিফ না-ক'রে পারতেন না।" (অনুবাদ)

শিশির বসু 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটারে' লিখেছেন,—"অমরেন্দ্রনাথের মনীষা বিজ্ঞাপন ব্যাপারকে সুকুমার শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেন, যা সেকালের পক্ষে ছিল অকল্পনীয়। এযাবৎকাল অতি নিকৃষ্ট রঙীন কাগজে একরঙা (কালিতে ?) হ্যাণ্ডবিল মুদ্রিত হত। সর্বপ্রথম ক্লাসিকই উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস কাগজে নানা রঙের কালির সাহায্যে তা প্রকাশ করতে লাগলো। যেহেতু অভিনবত্ব এবং অনন্যতায় তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ, তাই কেবলমাত্র হ্যাণ্ড-বিল নয়, প্রচারের সমস্ত মাধ্যমগুলিকে তিনি শোভন, আকর্ষণীয় ও পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগালেন। গিরিশচন্দ্রের সাধু, মার্জিত আর গাম্ভীর্যমণ্ডিত ভাষার বিকল্পরূপে অমরেন্দ্রনাথ সহজবোধ্য, চটুল এবং চমকপ্রদ শব্দরাজির প্রচলন করলেন। তাঁর সেই সব রচনা হয়তো সর্বত্র উন্নত মানসিকতা এবং রুচির পরিচয় দিত না কিন্তু তা অনিবার্য-ভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হত। বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু ও কার্যকরী ব্যবহার বাংলা থিয়েটারকে তিনিই প্রথম শিখিয়ে-ছিলেন এবং এর ফলে সাধারণভাবে অভিনয়কলা জনপ্রিয় ও সাধারণ রঙ্গালয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল সন্দেহ নেই।"

'চতুষ্কোণ' (কার্তিক, ১৩৮১) দীপক গোস্বামী 'নাট্যবিজ্ঞাপন ও প্রচার এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যে নিপুণ আলোচনা করেছেন, তৎপ্রতি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নাট্য-সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেও অমরেন্দ্রনাথ পথিকৃৎ। 'রঙ্গালয়,' 'নাট্য মন্দির', 'থিয়েটার' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনা দ্বারা তিনি জনসাধারণকে নাট্যসংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন

যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত রঙ্গালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। অমরেন্দ্রনাথ যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা হিসাবে যোগদান করেন, তখন জনসাধারণ ছিল থিয়েটার বিমুখ। থিয়েটার যাওয়া-বিশেষতঃ উঠ্‌তিবয়সীদের পক্ষে একটা অপকর্ম বলে মনে করা হত। কারণ, এর আওতায় পড়ে চরিত্র-স্খলনের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। কিন্তু এটা যে থিয়েটারের দোষ নয়—দোষ তাদেরই চারিত্রিক দুর্বলতা, এটা তিনি প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। ফল কি হয়েছিল, তা এখন সকলেই জানেন কন না, অমরেন্দ্রনাথকে প্রথম নটজীবনে যে বিরাগ ও দুস্তর বাধা অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হয়েছিল, পরবর্তীকালে শিশিরকুমারকে তার কণামাত্রও অতিক্রম করতে হয়নি, কারণ তখন যুগ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, থিয়েটার যে ঘৃণার জিনিষ, এ ধারণা বিলুপ্ত হয়েছিল আর তার পেছনে ছিল শিক্ষিত দর্শকমণ্ডলী।

(৬) প্রযোজনা॥ বাংলা থিয়েটারে প্রয়োগকর্তা হিসাবে চারটি নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য— গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শিশিরকুমার ভাদুড়ি। যদিও এ বিষয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর অবদান নিশ্চয়ই নগণ্য নয়, তবু শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রথম চারজনের নামই অগ্রাধিকার পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালকে তুলনা করে অহীন্দ্র চৌধুরী 'বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র'—গ্রন্থে লিখেছেন,—"নাটক প্রযোজনার শক্তি ছিল তাঁর (অমৃতলাল বসুর) অসামান্য। মঞ্চে নাট্য-উপস্থাপনা ও দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অন্যান্য বস্তুর বাস্তবানুগতার দিকে তাঁর ছিল সদা জাগ্রত দৃষ্টি। যেমন জিনিষ ঠিক তেমনি ভাবেই তিনি রূপায়িত করতে চেষ্টা করতেন, এজন্য প্রচুর অর্থ-ব্যয়েও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। ... ... এই বিষয়ে তিনি গিরিশচন্দ্রকে অনেকটা অতিক্রম করে গেছেন। গিরিশচন্দ্র খ্যাতিমান নাট্য পরিচালক হলেও এই সকল খুঁটিনাটি অনেক সময় দৃষ্টিপাত করেন নি।"

সুতরাং এ থেকে তুলনামূলক বিচারে অমৃতলালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে অমরেন্দ্রনাথই এ সময়কার শ্রেষ্ঠ প্রযোজক। 'বাসন্তী'র ১৮ই বৈশাখ, ১৩২৮ সংখ্যায় শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, —"বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস আলোচনা করিলে, দুইটী বিভিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। একটা বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদিন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত

অমৃতলাল বসু মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অন্যটী স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অভ্যুদয় হইতে অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছে। ... ... কুক্ষণে কি সুক্ষণে জানি না, অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি যে হাবভাবময় নৃত্যগীত, বিচিত্র সাজসজ্জা ও আশ্চর্য্য দৃশ্যপটাদির সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই উপর কিছু রং চড়াইয়া রঙ্গালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষগণ নিজ নিজ কাজ চালাইয়া লইতেছেন।"

অপরেশচন্দ্রের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, —"তিনি থিয়েটার করিতে নামিয়া পুরাতন প্রচলিত পন্থার সর্ব্বথা অনুসরণ করেন নাই, তখনকার থিয়েটারী ব্যবসার যে ধারা, তাহা তিনি বদলাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যিনি লিখিবেন, তিনি দেখিবেন—বাঙ্গলা নাট্যশালা বাহ্যিক ও আর্থিক সৌষ্ঠব ও উন্নতির জন্য অমরেন্দ্রনাথের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের নাট্যশালায় যে নূতন জীবন দিয়েছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তিনি যে থিয়েটারী আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া যান, তাহার জের এখনও চলিতেছে বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।"

'একশ বছরের বাংলা থিয়েটারে' শিশির বসু লিখেছেন,—"বাংলা থিয়েটারে বাস্তবতার জনকও অমরেন্দ্রনাথ। অভিনয় যে কেবলমাত্র 'অভিনয়' নয়, তা নির্ভর করে অভিনয়, মঞ্চ, আলো, রূপসজ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন মঞ্চ-আঙ্গিকের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর, গিরিশ-যুগে সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন। ** পরিশেষে সংক্ষেপে বলা চলে—প্রযোজনার দুঃসাহসিক মৌলিকতায় নিশ্চিত আবেদনক্ষম প্রচারমাধ্যমের হৃদয়গ্রাহী প্রয়োগে, বর্ণাঢ্য অথচ সরলীকৃত আবেগের নাটক নির্বাচনে এবং সর্বোপরি অনুপম অভিনয়-সৌকুমার্যে ক্লাসিক থিয়েটারের আকর্ষণ সেকালের নাট্যামোদীদের কাছে অপ্রতিরোধ্য ছিল। ** অনুরাগে উদ্বেল তদানীন্তন দর্শক ক্লাসিকের নামে 'পাগল' হতেন— এ মন্তব্যে আতিশয্য নেই। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় অজস্র প্রশংসাবাদ এই উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে।"

প্রযোজনা-ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথের অসীম অবদানের সার সঙ্কলন করে, ২১শে চৈত্র, ১৩৪৭, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নরেন্দ্র দেব লিখেছিলেন,—"স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বহু অর্থব্যয় করে আমাদের নাট্যশালার দৃশ্যপটে ও সাজসজ্জায় নূতনত্ব আনবার জন্য যত্নবান্ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা

রঙ্গমঞ্চের প্রথম সংস্কারক বলা চলে তাঁকেই। ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকেই 'ঠ্যালা সীন', 'কাটা সীন', 'বক্স সীন', পরিবর্তনীয় উইংস ও 'প্রোসিনিয়ম' এবং যবনিকা হিসাবে প্রথম 'কার্টেন' ব্যবহৃত হয়। রঙীন আলো, 'স্পট লাইট' প্রভৃতিরও প্রচলন হয়।

"আগেই বলেছি, 'ষ্টেজে' তখন কেরোসিনের প্যাকিং বাক্স কেটে তৈরী করা রঙীন কাপড়ে মোড়া নকল আসবাবপত্র ব্যবহার হত। অমরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম ষ্টেজে আসল সরঞ্জামের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। ...... এই সময় থেকেই রঙ্গমঞ্চকে এক বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা চলতে লাগল। ষ্টার, মিনার্ভা, ন্যাশানাল প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।"

নৃত্যগীতের ক্ষেত্রেও অমরেন্দ্রনাথ যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন, সে সম্বন্ধ অপরেশচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধার করছি,—"ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ গীতিনাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার একটা নূতন রূপ তিনি দিয়াছিলেন। নৃত্যে নূতন ভঙ্গীর প্রচলন ও প্রবর্তন তাঁহার থিয়েটারেই হয়, ক্লাসিকের নাচগান তখনকার দর্শকদের খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল।"

প্রযোজনা-ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের অপূর্ব কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত ও সর্বজনস্বীকৃত, আমার বিভূতির অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, শিশির-যুগে শিশিরকুমার যেমন শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকর্তা, গিরিশ-যুগে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু প্রভৃতির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ প্রযোজক। এর কারণ খুঁজলে আমরা দেখি, অর্থের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা না থাকলে সার্থক প্রযোজক হওয়া সম্ভব নয়। এঁরা দুজনেই থিয়েটার-ব্যবসার মালিক ছিলেন, সুতরাং প্রযোজনায় যথেচ্ছ ব্যয় করতে কোন বাধা ছিলনা। গিরিশচন্দ্রকে অন্য স্বত্বাধিকারীর অধীনে কাজ করতে হত, ফলে স্বীয় পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে শুধু যে বিলক্ষণ বেগ পেতে হত, তা নয়, বহু ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর হত না। মালিকদের খরচ কমাবার দিকে যতটা প্রখর দৃষ্টি ছিল, প্রযোজনার উৎকর্ষের দিকে ততটা ছিল না। তবে এ কথা গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও, অমৃতলাল বসুর বেলায় খাটে না, কেননা, তিনি শুধু ব্যবসার নয়, থিয়েটার-বাড়ীরও অন্যতম মালিক ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত তিনি অনেক নাটক কৃতিত্বের সঙ্গে প্রযোজনা করেছেন, কিন্তু তার পর

দর্শকের পৃষ্ঠপোষকতা চলে যায় অমরেন্দ্রনাথের দিকে। ফলে, ক্লাসিকে যখন বাদুড় ঝুলত, ষ্টারের বেঞ্চি তখন শূন্য। এখানে ভাল প্রযোজনার অবকাশ কোথায় ?

অতএব এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সর্বগুণান্বিত, সর্বকর্মান্বিত ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় বিচারে গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ সর্বাগ্রগণ্য। এঁদের দুজনের তুলনামূলক বিচার করলে বলা চলে, নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'বঙ্গবাসী'র একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। 'বঙ্গবাসী'কে (৬ই শ্রাবণ, ১৩১৮) বিহারীলাল সরকার লিখেছিলেন,—"সেক্সপিয়ার সম্বন্ধে একদিন ল্যাণ্ডোর যা বলিয়াছিলেন, এখানে রবীন্দ্র-অমরেন্দ্র সম্বন্ধে তা কি বলা যায় না? ল্যাণ্ডোর বলিয়াছিলেন,—'He was more original than his originals. He breathad upon dead bodies and brought them into life."

অভিনয়ে—বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ) লিখছেন,—"ক্লাসিকে পলাশীর যুদ্ধে, হারানিধি ও হরিরাজ নাটকে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অমরেন্দ্র যে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সেই সময়কার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা বলিলেও চলে।"

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে অমরেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতর অভিনেতা ছিলেন, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত বহু—প্রসিদ্ধ ভূমিকার,—যথা গোবিন্দলাল, হরিরাজ, নবকুমার, ভীম, অঘোর, মার্কাস, কুলীরক প্রভৃতির—গিরিশচন্দ্র বোধ হয় রূপদান করার কল্পনাও করতে পারতেন না। অথচ, গিরিশচন্দ্রের রূপায়িত বহু প্রসিদ্ধ চরিত্র,—যথা, যোগেশ, করুণাময়, মেঘনাদ, রাম, সীতারাম প্রভৃতিকে অমরেন্দ্রনাথ সার্থকতার সঙ্গে রূপদান করেছেন,—কখনও অসফল বা দুর্নামের ভাগী হননি। 'যোগেশ' সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (৭ই ডিসেম্বর, ১৯০১) তো লিখেছিলেন,—"Babu A. N. Dutt as Jogesh, we may freely admit excels others who personated this part before."

অধ্যক্ষতায়—অমরেন্দ্রনাথ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ।

শিক্ষকতায়—অর্ধেন্দুশেখর ও শিশিরকুমার সহ গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠতর শিক্ষক ছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ গৌণ ছিলেন না।

প্রচারে—অমরেন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। আজও তাঁর প্রতিভা পাঠকদের

চমক উৎপাদন করে।

প্রযোজনায়—অমরেন্দ্রনাথকেই প্রকৃত পক্ষে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম সংস্কারক বলা চলে।

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ উপলক্ষ্যে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথের প্রতিভার তুলনামূলক বিচার করে লিখেছিলেন,—

"If Babu Girish Chandra Ghose was the father of the Indian Stage and the master dramatist, Babu Amarendra Nath Dutt, on whom his mantle fell, was the foster father of the ait as applied on the Stage"

শিশিরকুমার ভাদুড়িও অমরেন্দ্রনাথের এই সর্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,—"He was the Napoleon of the Indian Stage."

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধকারকে লেখা এক পত্রে একটি মন্তব্য বোধ হয় এ বিষয়ে শেষ কথা, - "He was a genius—এই কথাটাই সত্যি।"

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবনীতে অমরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

সংকলন : রথীশ সাহা

[১৯৫৭-৫৮ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন সুধীন্দ্রনাথ মার্কিন অধ্যাপক এডওয়ার্ড শিল্‌স'এর প্ররোচনায় ইংরাজিতে একটি আত্মজীবনী রচনা (The World of Twilight) আরম্ভ করেন। সেই অসমাপ্ত রচনার চতুর্থ, দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদ 'কবিতা' পত্রিকায় (সুধীন্দ্র নাথ দত্ত স্মৃতি সংখ্যা। আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭), জ্যোতির্ময় দত্ত ও অমিয় দেব কর্তৃক বাংলায় অনুদিত হয়ে প্রকাশ হয়। বর্তমান অংশটি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত একাদশ পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ]

** "অধিকাংশ বাঙালিই স্বভাব-অভিনেতা ; এবং এই জাতিগত উত্তরাধিকার ছাড়াও অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন কান্তিমান ; তাঁর মুখশ্রী ছিল সুন্দর এবং কালো চুল ও গুম্ফরাজির প্রতি তুলনায় তাঁর পাকা ধানের মতো গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল দেখাত। কিন্তু তাঁর আয়ত দৃষ্টি, ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গিমা, আর সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বর—তাঁর অঙ্গের সেই সূক্ষ্মতম অর্থবিকিরণের ক্ষমতা—বহু বর্ষের সাধনার

ফলেই তাঁর আয়ত্তে এসেছিল। এবং যদিও তিনি হিন্দু বলেই 'কুত্র গাঙ্গুলি' (১) নাটকে খৃষ্টান নায়কের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এমন চমকপ্রদ মনে হয়েছিল। আসলে কিছুই তিনি ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেননি এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে সৌভাগ্য উত্তম ব্যবস্থাপনারই নামান্তর। যেহেতু তাঁর জীবনই ছিল, রঙ্গালয়, তাই নাটক সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি উপেক্ষা করেননি। প্রচার কর্মে তাঁর সূক্ষ্ম মনোযোগ এর নিদর্শন; অভিনয়ের নিশ্চিত সাফল্যের জন্য যে বিজ্ঞাপন পর্য্যায় তিনি ব্যবহার করতেন, তা দেখলে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা পর্য্যন্ত তারিফ না ক'রে পারতেন না। বিজ্ঞাপনের মত তাঁব নাটকও নিষ্কাম শিল্পকর্ম ছিল না;

** আগামীকালের অভিনয় সূচী ব'লে দেবার পরমুহূর্তেই নবতম নাটকের শ্রুতি লিখন আরম্ভ ক'বে দিতেন, যাতে আসন্ন মাসে নূতন কোনো পালার নাম বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হ'তে পারে। তৎকালীন বাংলা রঙ্গমঞ্চেব প্রথা অনুসারে আসূর্য্যোদয় অভিনয় হ'ত, অতএব এক একটি অভিনয় রজনীর জন্য একাধিক নাটক না-হ'লে চলত না। আর, দর্শক সকাশে একই নাটক বার বার উপস্থিত করতে প্রযোজক লজ্জিত বোধ করতেন।

সারস্বত মন্ত্রসিদ্ধির দিক থেকে অনাচারী ব'লে কথিত হোক বা না হোক, অমরেন্দ্রনাথের রচনাবলী এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে বাংলা দেশের বৃহত্তম পুস্তক প্রকাশক সেগুলি সংগ্রহ ক'রে সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেন, এবং দীর্ঘ কয়েক দশক ধ'রে সেগুলির প্রচার রাখতে বাধ্য হন। শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' অবলম্বনে লিখিত তাঁর নাটক অন্যান্য অনেকের অনুবাদের চাইতে হয়তো সাহিত্যগুণে নিকৃষ্ট, কিন্তু শুধুমাত্র তাঁর নাটকই বছরের পর বছর উৎসুক দর্শক আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। সত্য ঐ নাটকের নামভূমিকায় অমরকাকার আশ্চর্য অভিনয় তাঁর ভাবানুবাদের জনপ্রিয়তার কারণ; কিন্তু যেহেতু সেকালে দেব-দ্বিজে ভক্তি ও গার্হস্থ্য সুখদুঃখ ছাড়া নাটকের তৃতীয় বিষয় ছিল না, হ্যামলেট নির্বাচনেই তাঁর বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। সনাতনী পন্থা বর্জনের অভি-প্রায় আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল তাঁর সর্বশেষ নাটকটিতে যার বিষয় ছিল নেপোলিয়নের অন্তিম জীবন; এবং যদিও মৃত্যুকালে তার প্রাথমিক খসড়ার বেশি এগোয়নি, তবু নাটকীয় ঔচিত্য বিষয়ে তাঁর সহজবোধ নির্ভুল জেনে, এক প্রযোজক সেটি চড়া দামে তাঁর পুত্রের কাছ থেকে কিনে নেন। দুর্ভাগ্য-বশত, পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যাওয়ায় ঐ নাটক কোনো দিন মঞ্চস্থ হয়নি।

(২) কিন্তু নিকলুষ ব্যাঞ্জনা নিয়ে সচেতন পরীক্ষা না ক'রে থাকলেও, অমরকাকা তাঁর নিজের বৃত্তির ছিদ্র সন্ধানে বিরত হননি ; রঙ্গালয় বিষয়ে তাঁর রচনাসমূহে সমালোচনার অংশ প্রচুর, সেজন্য একটি পত্রিকা স্থাপন ও সম্পাদনাও করেছিলেন। (গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকার অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন সহকারী সম্পাদক, পরে তিনি তিনটি পত্রিকা স্থাপন ও সম্পাদনা করেন। রঙ্গালয়, নাট্যমন্দির ও থিয়েটার। সুধীন্দ্রনাথের অনুজ হরীন্দ্রনাথ দত্ত অনুমান করেন যে এখানে 'নাট্যমন্দির' বিষয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে—সম্পাদক, কবিতা) এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আত্ম জৈবনিক উপন্যাসটিতে (৩) গণচিত্তরঞ্জক উপাদানের অভাব ছিল না।

তাঁর বুদ্ধিগত কৃতিত্বে বোঝা যায় যে নাট্য সাহিত্যে তো বটেই, অন্যান্য বিষয়েও তিনি বিস্তর পঠন পাঠন করেছিলেন ; অথচ এজন্য প্রয়োজনীয় অবসর তিনি কী ভাবে সৃষ্টি করে নিতেন তা কেউ জানে না। তিনি নিশান্তে শুতে যেতেন ব'লে বেলা এগারটার আগে তাঁর দিন আরম্ভ হ'ত না ; আর ততক্ষণে আগন্তুক সহকর্মীর পাঁচমিশেলি ভিড়ে তাঁর বৈঠকখানার ভেঙে পড়ার দশা হ'ত।"

---

(১) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা হরীন্দ্রনাথ দত্তের মতে ওটি হবে The sign of the cross নাটক।

(২) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই মন্তব্য সঠিক নয়। নাটকটি অমরেন্দ্রনাথ নিজেই জীবিত অবস্থায় সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং এটি এখনও সুধীন্দ্রনাথের ভ্রাতা হরীন্দ্রনাথ দত্তের নিকট আছে। 'অভিনয়'-এর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত।

(৩) "অভিনেত্রীর রূপ।"

অমরেন্দ্রনাথ ও তৎকালীন দর্শক সমাজ / অপর্ণা চৌধুরী

থিয়েটারে কোন রকম শিক্ষানবিশী না করে বাইরে থেকে নায়করূপে বঙ্গ নাট্য শালায় আবির্ভূত হোয়ে রঙ্গালয়ের সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে নতুনত্বের জোয়ার এনে বাঙালী দর্শককে মাতিয়ে তুলেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ রঙ্গালয়ের যে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত —সেই যুগেরই প্রারম্ভকালে কোলকাতার চোরবাগানের বিখ্যাত দত্ত বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর কর্মজীবনের

উত্থান রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের মহাসন্ধিক্ষণে। বহু খ্যাতনামা অভিনেতা থাকা সত্ত্বেও রঙ্গালয়ের তৃতীয় যুগে অমরেন্দ্রনাথ মঞ্চজগতের শ্রেষ্ঠ রূপকার। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বিজয় রত্ন মজুমদার সম্পাদিত সাপ্তাহিক "বাংলা" পত্রিকা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর দশ বছর পর যথার্থই লিখেছেন যে অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি নটের শক্তির অভাব ছিল না সত্য, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁদের প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই। অতীতকালে অমরেন্দ্রনাথই একমাত্র নট-যাঁর নামে দর্শক আকৃষ্ট হোত, সম্প্রদায়ে অন্য অভিনেতা অভিনেত্রী যাই করুক না কেন—দর্শক একা অমরেন্দ্রনাথকে দেখতে পেলে ষোল আনা পেতেন।

সুকণ্ঠ, সুপুরুষ অমরেন্দ্রনাথ বাংলা রঙ্গমঞ্চে যখন প্রথম অবতীর্ণ হোলেন তখন তাঁর বয়স অল্প। কিন্তু এই অল্প বয়সে সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় তিনি অনায়াসেই জয়লাভ করেছিলেন এই জয়লাভের মূলে ছিল সমসাময়িক পরিবেশ ও তৎকালীন দর্শকসমাজ। ১৮৭২ খৃঃ থেকে ১৮৯৭ খৃঃ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে বাংলা দেশের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা এবং যাঁদের নিয়ে তৎকালীন নাটকগুলি মঞ্চস্থ হোয়ে আসছিল, দর্শকসমাজ দীর্ঘকাল ব্যাপী শুধু সেই চেনা মুখগুলিই অভিনেতা ও নায়করূপে দেখে আসছিলেন। ন্যাশনাল আর গ্রেট ন্যাশনাল ভেঙে ষ্টার হোল- এমারেল্ড, সিটী, মিনার্ভা থিয়েটার জন্ম নিল। সব নাট্যশালাতেই দর্শকরা সেই পুরাতন পরিচিত মুখ ছাড়া কোন নতুন প্রতিভার সন্ধান পান নি। সাধারণ দর্শক সমাজের মধ্যে সেই পুরাতনের সনাতনী বোলচালে যেন অরুচি ধরে গেছে। তারা যেন নতুন প্রতিভার—নতুন মুখের সন্ধানে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ঠিক এমনি সময়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব।

অমরেন্দ্রনাথ দর্শকদের অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই ভালবাসায় মর্য্যাদা রক্ষার মত যথেষ্ট শক্তি প্রতিভা ও নিষ্ঠাও তাঁর ছিল। বুদ্ধি, সাহস, অধ্যবসায় তাঁকে থিয়েটার জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলো। এ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"অমরেন্দ্রনাথ ভূঁইফোড় অভিনেতা হন নাই। অমরেন্দ্রনাথ canvass করিয়া, দর্শক হাসাইয়া, করতালির জোরে বড় Actor নাম লাভ করিবার চেষ্টা করেন নাই। অমরেন্দ্রনাথ অভিনেতা হইবার জন্য রীতিমত সাধনা করিয়াছিলেন, তবে নাট্য জগতে অত উচ্চ আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন."

অমরেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের নাটক ও নাট্যশালার নতুন জীবন সঞ্চার করেছিলেন। তখনকার সেই সব লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা—একদিকে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অন্য দিকে অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর, মহেন্দ্রলাল, রাণীবাবু—যাঁদের দিয়ে তখনকার নাটক ও নাট্যশালা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত—তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত হয়ে অমরেন্দ্রনাথ তাঁদেরই যুগে এককভাবে যশের তুঙ্গে আরোহন করলেন। থিয়েটারে বাহ্যিক ও আঙ্গিক সৌষ্ঠবকে তিনি সংহত করেছেন—আর্থিক, কায়িক অথবা লোকভয় কোন বাধাই তিনি গ্রাহ্য করেননি। থিয়েটারকে তিনি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। যে দর্শক এতদিন ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থিয়েটার দেখেছে—সেই দর্শককে তিনি টেনে এনেছেন রঙ্গমঞ্চের বিধি নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে। থিয়েটারের প্রাণ দর্শক—সেই দর্শক সৃষ্টির প্রয়াসে তিনি তাঁর দর্শককে থিয়েটারের সঙ্গে একাত্ম হবার সুযোগ দিয়েছেন, জনগণেশকে তুষ্ট করেছেন নানান উপহারে আর রসের উপাচারে—দর্শক সোৎসাহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর অভিনয় দেখেছে—বিচিত্র অনুভূতিতে সোচ্চারে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছে।

সে যুগে ক্লাসিক আর অমরেন্দ্রনাথ—এই দুই নামেই জয়জয়কার। এই ক্লাসিক থিয়েটারের জন্য অমরেন্দ্রনাথ নিজে নাটক রচনা করেছেন; রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপদান ও মঞ্চস্থ করেছেন। অমরেন্দ্রনাথ-অভিনীত সব নাটকেই অসম্ভব ভীড়। বৃষ্টির জলে ক্লাসিক থিয়েটারের অডিটোরিয়াম ভেসে যাচ্ছে—ছাতা মাথায় নির্বিকার দর্শক নাটক দেখে চলেছে। দর্শক সমাজের এই অভিব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই পরবর্তীকালে অমরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমার বিশ্বাস—আমি যদি বনে চলিয়া যাইয়াও থিয়েটার খুলি—তাহাতেও আপনাদের সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইব না।"

অমরেন্দ্রনাথ সে যুগে একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন এবং বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দর্শকসমাজ সাদরে গ্রহণ করেছেন। মিনার্ভা থিয়েটারে নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধে" সিরাজের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয়। কবি নবীনচন্দ্র সেন অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের "হারানিধি"তে তাঁর অভিনয় অসাধারণ। তিনি যখন রঙ্গমঞ্চে "অন্ধ-নাচার বাবা" ও "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক" এই দুটি সংলাপ উচ্চারণ করতেন তখন দর্শকের মনে "হোত সত্যি" বুঝি একজন অন্ধ নাচার এসে সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে। সে যুগে "অঘোরের"

ভূমিকায় বেলবাবুও অভিনয় করতেন। তাঁর অভিনয়ও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু অঘোররূপী অমরেন্দ্রনাথ আরও সুন্দর, আরও প্রাণবন্ত। এ সম্পর্কে কবি সুরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন –

"প্রথম প্রতিভা তব "অঘোরে" বিকাশ
"বেলবাবু" তুলনায় কভু নহে হ্রাস।
খনির কাঞ্চন তুমি
চিনেছিল বঙ্গভূমি
পেয়ে তব মনীষার প্রথম আভাস।"

"বিল্বমঙ্গল" নাটক বিল্বমঙ্গলের চরিত্রে অমরেন্দ্রনাথের অনবদ্য অভিনয় দেখে শ্রীহরিচরণ কাব্যতীর্থ লিখেছেন—"অমরেন্দ্রনাথকে বিল্বমঙ্গলের চরিত্রে অংশ গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে বৃন্দাবনের পথে পথে অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে শান্তিশতক প্রণেতা শিহ্লণ মিশ্রের কথা সম্পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছিল—মনে হইয়াছিল বুঝি শিহ্লণ মিশ্রেই "আদিত্যস্য গতাগতৈ রহ রহঃ সংক্ষীয়েত জীবনম্—এই উপদেশ জনসমাজে প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

অমরেন্দ্রনাথ তথা ক্লাসিক থিয়েটার সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করেছেন "আলিবাবা" নাটক অভিনয়ে। আর্থিক দিক থেকে অমরেন্দ্রনাথ "আলিবাবা" নাটক অভিনয়ে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অকৃপণ-কৃপা লাভ করেছেন—একথা যেমন সত্য—তেমনি সত্য এই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, সাধারণ দর্শকের মনকে স্বতঃস্ফূর্ত নাটক-বন্যায় মাতিয়ে দেওয়া। 'আলিবাবা' তখনকার দর্শকসমাজকে মাতিয়েছে—অমরেন্দ্রনাথ অভিনীত নাটক দেখার জন্য তারা পাগল হোয়েছে। 'আলিবাবা' অপেরাধর্মী গীতিনাট্য। নাচে-গানে, হাস্যে-লাস্যে 'আলিবাবা' মানুষের প্রাণের দুয়ারে আনন্দের জোয়ার আনে। নৃত্যকে 'আলিবাবা'য় তিনি নূতনত্বে মণ্ডিত করেছেন—সুরে-ছন্দে গান যেন প্রাণবন্ত হোয়ে উঠেছে, 'আলিবাবা' নাটকের চরিত্র-চিত্রণে একটি ক্ষুদ্র গৌণ ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন। অথচ এই ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অকল্পনীয়। আজ পর্য্যন্ত হুসেনের ভূমিকায় তাঁর মত অভিনয় আর সম্ভব হয়নি। রমাপতি দত্ত তাঁর "রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ" গ্রন্থে লিখেছেন—"হুসেনের অংশে তিনি যে ছবি দেখিয়েছেন—তাহা অকল্পনীয়, ... অমরেন্দ্রনাথ নিজ ব্যক্তিত্ব বলে ও প্রতিভা-

গুণে এই সামান্য চরিত্রের যে অভিনয় করিয়াছেন তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ... অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে ও সাত্ত্বিকতায় এক অদ্ভুত অভিনব অননুকরণীয় ভাব উদ্ভাসিত।"

কেবল মাত্র সুঅভিনয়ের মাধ্যমেই অমরেন্দ্রনাথ দর্শক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি—এই প্রতিষ্ঠা তাঁকে নিজ প্রতিভায় এবং অজস্র গুণরাশির বিনিময়ে লাভ করতে হয়েছিল। মঞ্চ পরিচালনে নতুন পরিবেশের প্রসার; নিত্য নতুন প্রথায় নাটক প্রযোজনা দর্শক সমাজের মধ্যে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, নৃত্যগীত থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনপত্র, হ্যাণ্ডবিল, প্লাকার্ড, নাট্যপত্রিকা, প্রচারপত্র থিয়েটার জগতে তাঁর এক নতুন সংযোজন। নাট্য-জগতে এই সাড়া-জাগানো পরিবর্ত্তন নতুনত্বে, অভিনবত্বে রঙ্গমঞ্চকে পূর্ণতা দান করল। তাঁর হ্যাণ্ডবিলের মাথায় লেখা থাকত "হৈ হৈ কাণ্ড—রৈ রৈ ব্যাপার"। হ্যাণ্ডবিলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সুন্দর ছবি দিয়ে তাকে এক নবরূপ দান করেন। ষ্টেজে আসবাবপত্র, কাটা সীন, কুঁড়েঘর, পশু-পাখি আমদানি করে তাকে তিনি বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

অমরেন্দ্রনাথের ছিল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যা দর্শককে সহজেই আকৃষ্ট করত। এ সম্বন্ধে ১৩০৬ সালের ৩রা ভাদ্রের "বঙ্গবাসী"র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য —"ক্লাসিকের তখন পূর্ণ সৌভাগ্য। কেবল গুণেই সেই সৌভাগ্য পূর্ণ প্রচার হইতেছে। না হইবে কেন—স্বয়ং ম্যানেজার অমরেন্দ্রনাথ অভিনেতার আদর্শ স্থলের উচ্চাসন পাইয়াছেন......অভিনয়ে ত্রুটি নাই, কার্য্য পরিচালনায় ত্রুটি নাই, বিনয় ব্যবহারে ত্রুটি নাই, আদর অভ্যর্থনায় ত্রুটি নাই"।

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"অমরেন্দ্রনাথ আত্মোৎসর্গ করিয়া সাধারণ রঙ্গালয়ে নট রূপে অবতীর্ণ হওয়ায়, আমার মনে হয় সমগ্র বাংলা দেশটা যেন থিয়েটারে মাতিয়া উঠিল"। বস্তুতঃ অমরেন্দ্রনাথ যে কালের নাট্যকার ও নট সেই কাল গিরিশচন্দ্র, দানীবাবু, অমৃতলাল প্রমুখ নট এবং নাট্যকারের দ্বারা সমৃদ্ধ। সেই যুগে বসে সার্থক নাটক লেখাও বড় কঠিন কাজ ছিল, বিশেষ করে দর্শকের মনোরঞ্জন করার নাড়ী-নক্ষত্র যেখানে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র-লাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ খুব ভাল ভাবে জানতেন। অমরেন্দ্রনাথ সেই প্রতিভার শক্তি-পুঞ্জের কাছে থেকেও যে নট ও নাট্যকার এই দুটি দিক থেকে নাট্যাভিনয়ের ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আজও অবিস্মরণীয় এই তথ্যটিই কি অমরেন্দ্রনাথের অতুলনীয় দূরদৃষ্টি, কর্ম্মদক্ষতা, নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি দর্শক-সৃষ্টির সনিষ্ঠ ও সার্থক প্রয়াসের সাক্ষ্য বহন করে না?

চিত্র পরিচিতি

অমরেন্দ্রনাথ স্মৃতি বিজড়িত যে ছবিগুলি এখানে প্রকাশ করা হয়েছে তা যথেষ্ট স্পষ্ট না হওয়ায়, আমাদের আশঙ্কা আগ্রহী পাঠকের পক্ষে সব অংশ পড়া সম্ভবপর হবে না। সে কারণে আমরা প্রাসঙ্গিক অংশগুলি পুনর্মুদ্রিত করলাম। সম্পাদক]

১

হ্যাণ্ডবিল। ১০" × ৩০" সাইজ। নানা রঙে নানা হরফে ছাপা। আর্ট পেপার।

শ্রীশ্রীগুরু চরণ ভরসা।

কান পাতিয়া শুনিয়াছেন কি ?

পথে-ঘাটে - মাঠে-রাজপ্রাসাদে - পর্ণকুটীরে - রেলগাড়ীতে - নৌকায় - স্টীমারে ॥ যেখানে দুইটি লোক একত্রিত হইয়াছে—তাহাদের মুখে অন্য কোনও কথা শুনিবেন না ॥ কেবলমাত্র ॥ আমাদের নূতন অভিনয় "হল কি"-র উচ্চ প্রশংসা-ধ্বনি !! ॥ সহর তোলপাড়! বাজার গুলজার!! হুলুস্থুল ব্যাপার!!! ॥ আসন টলিয়াছে—দেশ, কাঁপিয়াছে—মূলে টান ধরিয়াছে—তাই "হল কি" অভিনয় বন্ধ ॥ করিবার জন্য এত উদ্যোগ—এত আয়োজন—এত প্রয়োজন !!

CLASSIC THEATRE

নং ৬৮ ক্লাসিক থিয়েটার বিডন স্ট্রীট

শনিবার ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩১২, রাত্রি ৯টার সময়

এ রাত্রে মহা ধুম !!! মহা হৈ চৈ !! রৈ রৈ ! ॥

যাহাদের উপাসনা করিয়া পাওয়া যায় না, সেই সকল মহোদয়গণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ॥ অভিনয় দর্শন করিবেন !! কয়েকটির নাম দিতেছি !! ॥ বঙ্গমাতার সুযোগ্য সন্তান—মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ময়মনসিংহের উজ্জ্বলতপন মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, নাটোররাজ-কুলরত্ন ॥ জগদীন্দ্রনাথ রায়; মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু; মিঃ জে চৌধুরী, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর, ॥ কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, ইত্যাদি, ইত্যাদি ॥

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে

নূতন নক্সা ॥ হ'ল কি ॥ চূড়ান্ত ব্যাপার !!! তৎপরে ॥ বহুকাল পরে—সেই পূর্ণ
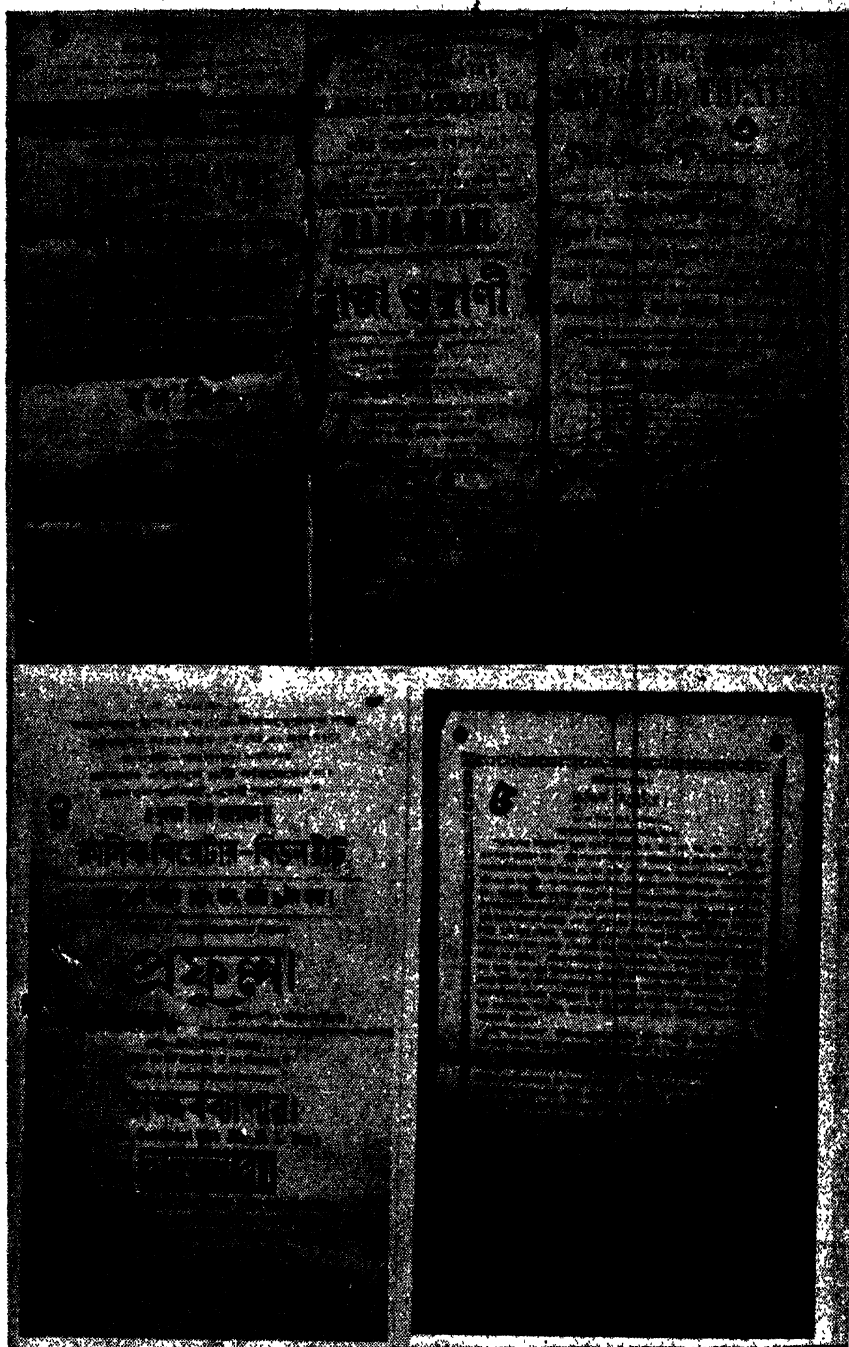
● মূল বস্তুগুলি হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত

● আলোকচিত্র : অমিতাভ রায়ের সৌজন্যে।

৬

Bright and Brilliant Playbill

ষ্টার থিয়েটার

৭

PROGRAMME

আলিবাবা

৮

৯

১০

১১

১২

ক্লাসিক থিয়েটার—বিডন ষ্ট্রীট

প্রফুল্ল

১৩

১৪

১৫

প্রীতির আধার॥ প্রেমের পাথার॥ সা আলম—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত॥ দানেশ মন্দ—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু॥ জেলেনী—শ্রীমতী কুসুমকুমারী॥ মানুস—শ্রীমতী বিনোদিনী (হাঁদি)॥ মোসাহেব—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য॥ তোরাব—শ্রীমনোমোহন গোস্বামী, বি, এ॥ বেগম শ্রীমতী হরিসুন্দরী (Blacky)॥ কাকু - শ্রীমতী পানী॥ মাওলা শ্রীমতী তিনকড়ি॥

পরদিন রবিবার বেলা ৫ টায় আরম্ভ !

কেবল এক রাত্রির জন্য রবীন্দ্রবাবুর বিজয় বৈজয়ন্তি সামাজিক নাটক॥

চোখের বালি

PHOTO

[বিনোদিনী বা চোখের বালি]

মহেন্দ্র—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত বিহারী - শ্রীমনোমোহন গোস্বামী, বি, এ বিনোদিনী - শ্রীমতী কুসুম কুমারী আশা—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (Blacky) ইত্যাদি ইত্যাদি॥ তৎপরে গীতিনাট্যের সম্রাজ্ঞী॥ হিরন্ময়ী॥ সর্বশেষে রয়েল বায়োস্কোপ।

শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়—বিসিভার D. De—B. Manager [কালিকা যন্ত্র]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ম্যানেজার

হ্যাণ্ডবিল। ৮″×২০″ সাইজ। একরঙে ছাপা। বিচিত্র টাইপ। আইভরি ফিনিস্ কাগজ।

নমঃ নটনাথায় শিবায়ঃ

1897

EMERALD THEATRE

BY THE

CLASSIC THEATRICAL CO.

এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে

ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী

Saturday, the 31st July, 1897 at 9 p.m.

শনিবার ১৬ই শ্রাবণ সন ১৩০৪ সাল রাত্রি ৯ ঘটিকা সময়

BABU RABINDRA NAUTH TAGORE S

HEARTRENDERING TRAGEDY

RAJA - O - RANI

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত মর্ম্মভেদী দৃশ্যকাব্য ॥

রাজা ও রাণী

প্রিয়া-প্রেম-বঞ্চিত জালন্ধররাজ বিক্রমদেবের সেই নৈরাশ্যপূর্ণ আত্মগ্লানি ॥ কাশ্মীরের যুবরাজ কুমার সেনের সেই অলৌকিক আত্মোৎসর্গ! ॥ কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য শঙ্করের সেই কাতর মর্ম্মোচ্ছ্বাস ! ॥ সরল ব্রাহ্মণ দেবদত্তের সরল উক্তি ! ॥ সরলা প্রেম-বিহ্বলা-বালা ইলার কোকিল কণ্ঠের কাকলি ! ॥ পরিশেষে যবনিকা পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সেই লোমহর্ষণ দৃশ্য ॥ শিবিকা-ভ্যন্তর হইতে স্বর্ণথালে নিজ সহোদর কুমারসেনের ছিন্নমুণ্ড লইয়া ॥ রাণী সুমিত্রার বাহিরে আগমন এবং পতন ও মৃত্যু। ॥ "রাজা ও রাণীর অভিনয় অতুলনীয়" !!!

NEW SCENERIES ! NEW DRESSES !

PLAYERS FAMILIAR TO PLAYGOERS !

মনোহর দৃশ্যপট ! নূতন সাজসজ্জা !! অভিনেতৃবর্গ সুপরিচিত !!!

বিক্রমদেব ··· A. N. DUTTO ॥ কুমারসেন ··· Babu Mohendralal Basu (The Tragedian) ॥ দেবদত্ত Babu Hurry Bhusan Bhattacharjee ॥

Next day, Sunday at 7-30 P.M. পরদিন রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়

LAST NIGHT, LAST NIGHT, LAST NIGHT!

শেষ রজনী ! শেষ রজনী ! শেষ রজনী !

হৃদয়স্পর্শী ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক

HARIRAJ হরিরাজ।

"হরিরাজে"র অভিনয় আপাততঃ বন্ধ থাকিবে।

COME ONE AND COME ALL !

New Drama in rehearsal

Sulov Press, Jorabagan Street.

A. N. Dutt—Manager.

৩

হ্যাণ্ডবিল। ৬″×১৮″ সাইজ। এক রঙে বিভিন্ন হরফে ছাপা।

1897

OPENING NIGHT

EMERALD THEATRE

By

The Classic Theatrical Co.

মহাসমারোহে প্রথমাভিনয়!

ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোং।

Good Friday the 16th April 1897 at 7 P. M. sharp.

শুক্রবার গুড্ ফ্রাইডে ৪ঠা বৈশাখ, সন ১৩০৪ সাল সন্ধ্যা ৭টা।

Under the distinguished patronage and in the immediate presence of

Rajah Boykuntha Nath De Bahadur of Balasore.

বালেশ্বরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের সম্মুখে

A medley of the cream of the staff of some of our Public Theatres, supplemented by infusion of new blood of Actors and actresses of established reputation.

1. Mahendro Lal Bose—The Tragedian.
2. Aghore Nath Pattack—Musical Director and Actor.
9 Amorendra Nath Dutt.
4. Gobordhone Banerjee—(Late Dancing Master Minerva Theatre.)
5. Promotho Nath Dass—Proprietor & Actor Minerva Theatre.
6. Dharma Dass Sur Renowned Stage Manager.
7. Tara Sundary—The Star of the Star Theatre.
8, Kusum Kumary—The Jewel of the Minerva Theatre.

Nayan Tara & Sarat Coomary—Roses of the City Theatre

Sorojeenee—(Lily of the Emerald Theatre.)

Babu Gsrish Chandra Ghose's Musical Comedy.

NALA DAMAYANTI

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত মিলনান্ত নাটক

নল-দময়ন্তী

Splendid Lotus Scene !

একটী ক্ষুদ্র কমলকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরাগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।

নল – শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দময়ন্তী—শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী।

কলি— শ্রীঅঘোরনাথ পাঠক।

Followed by

Babu G G Ghose's Evergreen Oriental Pantomime

BELLICK BAZAR

তৎপরে

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নিত্য নূতন পঞ্চরং

বেল্লিক বাজার

সাধারণের চিরপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেতৃবর্গ কর্তৃক অতি সমারোহে বেল্লিকবাজার অভিনীত হইবে।

Note—Owing to the shortness of time, I have not been able to appear before the public with a New Drama, as I fully intended to do. I shall however do so soon. All that I now aspire to is to merit the sympathy of the public for appearing before them without waiting to be fully prepared for the honour.

AMORENDRA NATH DUTT.

Lessee & Manager.

৪

হ্যাণ্ডবিল। ১০″×১৫″ সাইজ। এক রঙে ছাপা। আর্ট পেপার

শ্রীশ্রীগুরু শ্রীচরণ ভরসা

আবার আপনাদের চিরাশ্রিত এবং বড় স্নেহের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত॥ ক্লাসিকে'র সমস্ত ভার হস্তে লইয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বদলে, স্বস্থানে॥ আগমন করিয়া —সহৃদয় দর্শকবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমে ত্রুটি করিতেছেন না॥॥ যেখন যে 'ক্লাসিক' — সেই "ক্লাসিক"!!॥ এ বুধবার বিরাট আয়োজন!!

ক্লাসিক থিয়েটার - বিডন স্ট্রীট

বুধবার ১৫ই কার্তিক ১৩১২ সাল রাত্রি ৯ টার সময়

১ Babu G C. Ghose's Sensational Tragedy

প্রফুল্ল

যোগেশ শ্রীপরাধচন্দ্র রায়॥ ভজহরি - শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত॥ রমেশ— পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য॥ জ্ঞানদা—শ্রীমতী কুসুমকুমারী॥ প্রফুল্ল— শ্রীমতী হরিদাসী (Blacky)॥

With the full Strength of the company !!

২ Babu A L Bose's Beautiful Burlesque

তাজ্জব ব্যাপার

To be concluded with Mr. H. L Sen's

বয়েল বায়স্কোপ

ইহাতে কি কি দেখিবেন? বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধীয় টাউন হলের মিটিং,॥ মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ দলে দলে ছাত্রবৃন্দ॥ এবং কাতারে কাতারে লোক কালো নিশান লইয়া অগ্রসর হইতেছে॥ ইহা ছাড়া রুষ-জাপান যুদ্ধ ও ভূরি ভূরি অন্যান্য ছবি ॥

পুঃ সমস্ত রঙ্গালয় বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইয়া মুনি—মনোহারী শোভা॥ ধারণ করিয়াছে মা-লক্ষীদের আসনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

A. C. Roy - Receiver D. De—B Manager

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ম্যানেজার

আগামী শনিবার মহাসমারোহে নূতন সাময়িক নক্সা "তোলো কি?" অভিনীত হইবে।

৫

হ্যাণ্ডবিল। সাড়ে দশ × সাড়ে সতের ইঞ্চি সাইজ। একরঙা। নক্সা বর্ডার বেষ্টিত।

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

ক্লাসিক থিয়েটার, ৬৮ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়োজনের চরমোৎকর্ষ

"মনের মতন" মনের মতনটি হইয়াছে কিনা, তাহা বোধ হয় আর নূতন করিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই প্রতি শনিবার "মনের মতন" অভিনয় আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই, আমাদের রঙ্গালয়ের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তো? লোকে লোকারণ্য, একটি তিল ধরার স্থান থাকে না। শত শত দর্শকবৃন্দের নিরাশ প্রত্যাবর্ত্তন দর্শন করিয়া বাস্তবিক আমরা মর্ম্মাহত হই। নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত কাব্য কাননের কমনীয়া কহিনূর "মনের মতন" নাট্যজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে: সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যতগুলি সুন্দর নাটক সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেই সেই নাটক যে যে গুণে সর্ব্বসাধারণের প্রীতির বস্তু (রূপে) দাঁড়াইয়াছে, সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য ফুলের পাপড়ির মতন, চাঁদের সুধার মতন, প্রজাপতির পাখার মতন, রামধনুর রঙ্গের মতন —চুনিয়া চুনিয়া অতি যত্নে, অতি সন্তর্পণে, 'মনের মতনের' নাটকীয় সৌন্দর্য্যে মিশ্রিত করা হইয়াছে। এইমাত্র দর্শকবৃন্দের আনন্দ করতালি ধ্বনি, পরক্ষণেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ গম্ভীর ভাব ধারণ—সঙ্গে সঙ্গে হাস্য-রস সাগরে অবগাহন! 'মনের মতনে' নাই কি? এত গুণের আধার বলিয়াই তো এই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে দাড়াইয়া 'মনের মতন' সর্ব্বসাধা-রণের হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে বাজাইয়াছে। তাই তো আজকাল যেথায় যাও, যে পথে যাও, যে দিক দিয়ে যাও, রাজপ্রাসাদে, পর্ণকুটীরে' একটু কান পাতিয়া শুনিলেই বুঝিতে পারিবে 'মনের মতনের' আন্দোলন প্রতি স্থানে।

সেই 'মনের মতনের' অভিনবত্ব, নূতনত্ব, মৌলিকত্ব, মলিন না হইতে হইতেই আবার একখানি নূতন নাটক লইয়া সহৃদয় অনুগ্রাহকবর্গের নিকট এ দীন উপস্থিত। সেখানির নাম করিব কি? নাম শুনিলেই প্রাণ মাতিয়া উঠিবে। বঙ্কিম ভক্ত আবাল বৃদ্ধ বণিতা আনন্দে নৃত্য করিবেন। নামের গুণে সহস্র বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়াও অভিনয় দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিবেন পরিশ্রমের

ত্রুটি হইতেছে না—জলস্রোতের মত অর্থ ব্যয় হইতেছে। নাটকখানি দর্শক মনোরঞ্জন করিবার জন্য, হৃদয়ের শোণিত উৎসর্গ করিয়া আমরা প্রাণপাত করিতেছি। নটকুলচুড়ামণি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র যৌবনের বল ফিরাইয়া আনিয়া নব উদ্যমে, নব উৎসাহে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন! তবে কৃত-কার্য্যতা ও শুভাশুভ সেই করুণাময় ভগবানের উপর নির্ভর। আমরা ক্রীড়ার পুত্তলিমাত্র!

শনিবার, ১লা জুন, বাঙ্গালা ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ সাল রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়।

বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা"

[শ্রীযুক্তবাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সম্পূর্ণ নূতন প্রকরণে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত]

পরদিন রবিবার আমাদের নূতন নাটক

মনের মতন।

দুই রাত্রে দুইখানি নূতন নাটকাভিনয়।

নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক আনন্দ সংবাদ হইতে পারে।

কপালকুণ্ডলার বিস্তৃত বিবরণ বৃহৎ হ্যাণ্ডবিলে দেখিবার জন্য উৎসুক নেত্রে চাহিয়া থাকুন।

'মনের মতন'—মূল্য বারো আনা, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রাপ্তব্য।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ম্যানেজার

৬

হ্যাণ্ডবিল। ১০"×৩০" সাইজ। মেজেণ্টা ও সবুজ কালিতে আর্ট পেপারে ছাপা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পদ ভরসা

Bright and Brilliant Playbill !!

অতুলনীয় ও অভাবনীয় অভিনয় আয়োজন !! ॥ পাঠ করিলেই স্তম্ভিত-বিস্মিত-বিমোহিত ও চমকিত হইতে হইবে। ॥ দশে দশে—শতে শতে—সহস্রে সহস্রে ছুটিয়া আসিতে হইবে!! ॥ ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত-প্রকৃতির যত কিছু ভীষণ তাড়না উপেক্ষা করিয়া ॥ কাতার দিয়া উপস্থিত হইতেই হইবে!! ॥ আমাদিগের স্পর্দ্ধা—অনুগ্রাহকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি !!

ষ্টার থিয়েটার

শনিবার, ৭ই আষাঢ়, ১৩২০ রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"পোয়েট লরিয়েট অফ্ এশিয়া" ভারতগৌরব কবি সম্রাট 'রবীন্দ্রনাথের' গুণমুগ্ধ সুধীবর্গের সবিশেষ অনুরোধে আমরা এ সপ্তাহে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী পঞ্চাঙ্ক নাটক 'রাজা ও রাণী'র অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ অবস্থায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের ধর্মমূলক নাটক 'পূর্ণচন্দ্রের' অভিনয় শনিবার বন্ধ রাখিতে হইল। তবে হে শুভাকাঙ্খী নাট্যামোদী সুহৃদবৃন্দ! আপনাদের ক্ষোভ আমরা রাখিব না। আগামী বুধবারে 'পূর্ণচন্দ্রের' অভিনয় করিয়া আপনাদের অপূর্ণ সাধ মিটাইব।। 'রাজা ও রাণী' কাহার সঙ্গে? বলিতে হইবে কি? সেই—যে নাটকের অভিনয়ে গত শনিবারে নাট্যজগতে 'ষ্টারে'র জয়ধ্বজা উড়িয়াছে—যে নাটকের প্রত্যেক দৃশ্য—প্রত্যেক চিত্রটি—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিয়াছে, নন্দন কাননের চির প্রস্ফুটিত চির সুরভিত প্রফুল্ল পারিজাত প্রসূন সন্নিভ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের অপূর্ব অভিনয়-কৌশল কঠোর সমালোচকের মুখেও অজস্র প্রশংসাবাদ ধ্বনিত হইয়াছে—সেই - সেই শৌর্য্যবীর্য্যময়ী বিজাপুর রাণী সুলতানা

'চাঁদবিবি'র সঙ্গে রাজা ও রাণী'।।

Unrivelled Unappoachable Programme!

পণ্ডিত শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত— সর্বজন প্রশংসিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অনুমোদিত ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

চাঁদবিবি

নাটকীয় সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ।।

রঘুজী শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত। ইব্রাহিম শা - শ্রীক্ষেত্র মোহন মিত্র মল্লজী—শ্রীকুঞ্জ লাল চক্রবর্ত্তী। হামিদ—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে।। এখলাস খাঁ —শ্রীলক্ষীকান্ত মুখোপাধ্যায়।। নেহাঙ খাঁ—শ্রীগৌরালাল দত্ত দেলওয়ার খাঁ —শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। মুরাদ—শ্রীনীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় চাঁদবিবি —শ্রীমতি কুসুম কুমারী। যোশীবাই—শ্রীমতি সুশীলাবালা।। মরিয়ম—শ্রীমতী বসন্ত কুমারী। ফয়জান—শ্রীমতী নবী সুন্দরী।

তৎসঙ্গে বহুদিন পরে কবি সম্রাট রবীন্দ্র নাথের সেই ॥ বিশ্ববিমোহন--চিরনূতন -সর্ব্বজন মনোরঞ্জন পঞ্চাঙ্ক নাটক ॥

নূতন সাজে—নূতন অবয়বে—নূতন গঠনে ॥ রাজা ও রাণী

ঘটনার পর ঘটনা--নিঃশ্বাস ফেলতে দিবে না!

রাজা বিক্রমদেব শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত কুমার সেন—শ্রীক্ষেত্রমোহন মিত্র। দেবদত্ত—শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী॥ ত্রিবেদী—শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী॥ রাণী সুমিত্রা—শ্রীমতী সুশীলাবালা॥ ইলা By a distinguished Amateur সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সুশীলাবালা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও—ইলার সহচরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীতত্রয় (যথা 'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়'—'বাজিবে সখি বাঁশী বাজিবে' 'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে') গাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন

পরদিন রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আরম্ভ

এমনটি যে আর হয় নাই॥ এমনটি কি আর হইবে?

১ প্রথমে—দেশপূজ্য চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ॥

মাধবীকঙ্কন॥

"মাধবীকঙ্কন" নাট্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

শেষ রজনী। শেষ রজনী!! শেষ রজনী!!!

নরেন্দ্র নাথ শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত॥ ঔরঙ্গজেব—শ্রীক্ষেত্র মোহন মিত্র॥ নবকুমার—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী॥ হরেন্দ্রখুড়ো—হাস্যার্ণব শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী॥ জেলেখা শ্রীমতি সুশীলাবালা॥ হেমলতা—শ্রীমতী বসন্ত কুমারী শৈবলিনী —শ্রীমতী নরী সুন্দরী॥ জাহানারা—শ্রীমতী রাণী সুন্দরী॥

২ তৎপরে—নূতন সাজে—নূতন ধাঁজে—নূতন সরঞ্জামে॥ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের। 'কপালকুণ্ডলা'॥

তবে 'কপালকুণ্ডলা মাত্র' এইটুকু স্মরণ রাখিবেন!!

নবকুমার—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত॥ কপালকুণ্ডলা—শ্রীমতী বসন্ত কুমারী॥ মতিবিবি—শ্রীমতী কুসুম কুমারী॥ জাহাঙ্গীর শ্রীক্ষেত্র মোহন মিত্র॥ পেষমান —শ্রীমতী সুশীলাবালা॥ মেহেরউন্নিসা—শ্রীমতী নরী সুন্দরী।

N Sircar Hony Secy. Ramkrishna Printing Works.
A. N. Dutta. —Manager.

৭৩৯

হ্যাণ্ডবিল ১০"×৩০" সাইজ। অমরেন্দ্রনাথের ছবি সহ নানা রঙে আইভরি ফিনিশ কাগজে ছাপা ছবিতে মাথার পাশে একটা স্পট পড়ে যাওয়ার পরচুলার আভাস এসেছে।

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

SPLENDID CHANGE OF
PROGRAMME

আমোদের জীবন্ত প্রস্রবণ আনন্দের অনন্ত উৎস

CLASSIC THEATRE
ক্লাসিক থিয়েটার
৬৮ বিডন স্ট্রীট।
TELEPHONE No. 368

Saturday, the 29th December, 1900, at 9 p m.
শনিবার ১৪ই পৌষ, ১৩০৭ সাল, রাত্রি ৯ টা

Under the Distinguished Patronage and the immediate presence of the Honourable Justice Stanley & Lady Stanley.

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি অনারেবল জাস্টিস ষ্টান্‌লী মহোদয় ও মহোদয়ার সাহায্যে ও সম্মুখে

Our evergreen Comic Opera
ALIBABA

ক্ষীরোদবাবুর অমূল্য ধন ॥ ক্লাসিকের কহিনুর
আবাল - বৃদ্ধ - বণিতার আদরের ধন
আ লি বা বা
[অমরেন্দ্রনাথের ছবি]

To be Followed by A. N. Dutta's sensational
SOCIETY SKETCH
থি য়ে টা র

Next day, Sunday, at 6 - 30 P M. Sharp.
পরদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আরম্ভ।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত সুমধুর পৌরাণিক নাটক ॥ পাণ্ডব গৌরব ॥

নাটকীয় সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ !!

কোমলে কঠিনে—মধুরে কঠোরে—আলোকে আঁধারে—সরলে গরলে অপূর্ব সংমিশ্রণ !!!

দৃশ্যপট ও পরিচ্ছেদ—যেমন পরিপাটী হইবার তেমনি ! অভিনয়ের সৌন্দর্য্য—মুখে প্রকাশ করিবার নয় !

তৎপরে

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

মজা

নাচে গানে - [illegible] ॥ 'মজা'র মজা'—জগদ্বিখ্যাত ॥ এস ভাই আমোদ প্রয়াসী। ছুটিয়া এস ॥ সুধার সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিবার স্বর্ণ ঝালক হইয়া যাও ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য — অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও বন্ধু প্রতিষ্ঠা বিজ্ঞাপনদাতার অনুরোধ আমাদের সমুদয় প্রোগ্রামে বিজ্ঞাপন প্রকাশের বন্দোবস্ত করিয়াছি। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী ও মূল্য সম্বন্ধে একমাত্র এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু অতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট জ্ঞাতব্য। এই সম্পর্কে চিঠি পত্রাদি ১ নং চড়কডাঙ্গা স্ট্রীটে তাঁহার নামে লিখিতে হইবে শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত, ম্যানেজার— ক্লাসিক থিয়েটার

D. De. —Business Manager A. N. DUTT —Manager.

Calcutta Press. 1, Chutruckdanga Street, Off Beadon Square.

৮

চাঞ্চল্য। পোষ্টার পেপারের মত পাতলা [illegible] কাগজে কালো কালিতে ছাপা। সংখ্যা ১০´ × ১১´´।

শ্রীশ্রীগুরু শ্রীচরণ ভরসা

"সংনাম" অভিনয় বন্ধ ॥

ক্লাসিক থিয়েটার। ৬৮ নং বিডন স্ট্রীট

কতকগুলি সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভ্রাতা অদ্য আমাদের নিকট আসিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, যে "সংনাম" পুস্তকের কোনও কোনও অংশ তাঁহাদের মর্ম্মে আঘাত দিয়েছে। যদিও আমরা জ্ঞাতসারে ধর্ম্মতঃ তাঁহাদের মনে ক্লেশ দিবার জন্য কোনও রূপ আপত্তিজনক ভাষা ব্যবহার করি নাই, তথাপি তাঁহাদের বন্ধুত্বে ও বিনম্র বচনে আমরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের নিকট অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়াছি যে আগামী সপ্তাহে তাঁহারা আসিয়া যে যে স্থান তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক বলিয়া দেখাইয়া দিবেন আমরা সেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিব এবং তাহার পর "সংনাম" অভিনয় করিয়া, আর তাঁহাদের অকারণ কষ্টের কারণ হইব না

অদ্য শনিবার "সৎনাম" অভিনয়ের পরিবর্ত্তে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর ও গীতিনাট্য দোললীলা অভিনয় স্থির করিয়া সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিলাম।

A. N DUTT. — Manager.

১০

হ্যাণ্ডবিল। সাড়ে আট × সাড়ে তের ইঞ্চি সাইজ। দুপিঠে ছাপা কালো কালিতে। একই বিষয়বস্তু সাড়ে তের × সতের ইঞ্চি কাগজে পাশাপাশিও ছাপা হয়েছিল মুদ্রিত ছবিতে দ্বিতীয় পাতার আভাস।

শ্রীশ্রীগুরু শ্রীচরণ ভরসা

অনুগ্রাহকবর্গের শ্রীচরণে আমার নিবেদন

সাগরপ্রমাণ কার্য—এ সপ্তাহে শেস হইয়াও হইল না। বাধ্য হইয়া প্রথম অভিনয় রজনী ১৬ই বৈশাখের পরিবর্তে আগামী ২৩শে বৈশাখ শনিবার ধার্য্য হইল।

দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ, কতকগুলি অন্তরঙ্গ মিত্রের শুভানুগ্রহে ও শুভদৃষ্টিতে, জড়িত ও অভিভূত হইয়া, আমার বক্ষের শোণিতে নির্ম্মিত, বড় সাধের—ঐকান্তিক যত্নের "ক্লাসিক রঙ্গভূমি" বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ, তাদের পবিত্র পুণ্যময় পাদপদ্মে উপঢৌকন দিয়া, সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন করিয়া, গত বুধবার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, প্রতারিত, বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত নটজীবনের যবনিকা আর উঠাইব না, পরের মনতুষ্টির জন্য রাত্র জাগরণ, প্রাণপাত পরিশ্রম ও আত্মবিসর্জ্জনের পথে আর অগ্রসর হইব না; নিষ্ঠবান্, হৃদয়বান্, মূর্ত্তিমান্ করুণাময়, প্রাণময় বন্ধুগণের, শুভদৃষ্টিপূর্ণ মুখমণ্ডলের পানে আর তাকাইব না; নিভৃত নীরবে, নিশ্চিন্তে বসিয়া, নিজের মূর্খতার ফল মনে মনে বুঝিয়া, দেবধামে পিশাচের তাণ্ডবলীলা দেখিব; নন্দনকাননে বানরের নৃত্য অবলোকন করিয়া বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিব; বহু আশার বহু আকাঙ্ক্ষার সুধাভাণ্ড লইয়া, দানবদলের পরস্পর দ্বন্দ্ব দেখিয়া মনে মনে হাসিব; কিন্তু দেখিলাম,—প্রাণে প্রাণে বুঝিলাম, ইচ্ছাময়ের সে ইচ্ছা নহে; এ কাষ্ঠপুত্তলিকাকে লইয়া লীলাময় আরও কিছুদিন লীলাখেলা করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়; বিশ্বসংসারের জটিল আবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া আরও কিছুদিন ওতঃপ্রুত করিবেন ইহাই তাঁহার বাসনা।

যে কারণে আবার আমাকে এ পথের পথিক হইতে হইল, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। যখন "আমার ক্লাসিক" আমিই ত্যাগ করিয়া, নূতন পথে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম, একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম,—কি দেখিলাম! সে দৃশ্য জীবনে কখন দেখিব না; মৃত্যুর পরও নিমীলিত চক্ষু সজীব হইয়া সে দৃশ্য দেখিতে থাকিবে; দেখিলাম আমার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ—বিগত আট বৎসর ধরিয়া যাহারা ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে ফিরিয়াছে, সুখে সুখী—দুঃখে দুঃখী হইয়া ইহজীবনের সম্বন্ধ অটুট বন্ধনে বাঁধিয়াছে, কর্ম্মজগতের বিস্তৃত পথে যাহারা আমার একমাত্র সহায়, আমার মুখপানে সমবেদনার দৃষ্টিতে চাহিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে; তাহাদের করুণ নয়ন যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—"কোথা যাও?" "আমাদের ফেলিয়া কোথা যাও?" আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, রুদ্ধ অশ্রুধার বদ্ধ রহিল না; প্রতিজ্ঞার কঠোর বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল বিধাতার বিচিত্র লীলা!! নাট্যজগতের যথার্থ এক শুভার্থী বন্ধু, সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, মাত্র অধ্যক্ষের পদ আবার আমায় গ্রহণ করিতে হইল। নব উৎসাহে নবজীবন লইয়া, নববল হৃদয়ে বাঁধিয়া, (তবে সম্প্রদায় নব নহে) সেই পুরাতন অভিনেতা ও অভিনেতৃবর্গ লইয়া, পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। চিরদিন আপনাদের নিকট যে স্নেহ পাইয়াছি, যে অনুগ্রহে হৃদয় ভরাইয়াছি, যে উৎসাহের বজ্র বর্ম্ম বুকে বাঁধিয়া সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়াছি, সেই স্নেহ, সেই অনুগ্রহ, সেই উৎসাহ যেন আজীবন পাই, অধীনের এই বিনীত প্রার্থনা!

হ্যারিসন রোডস্থিত "কার্জ্জন রঙ্গমঞ্চ" যাহা এই মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, THE GRAND THEATRE নামে অভিহিত করিয়া আপনাদের পদধূলি প্রতীক্ষায় উৎসুক হৃদয়ে বসিয়া আছি কি নাটকাভিনয়—কি দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ, কি দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান, কি ভদ্রমহিলাগণের আসন, এবার যাহা দেখাইব, এবার যেরূপ আয়োজন করিব, তাহা অদ্যাবধি কেহ কখনও দেখেন নাই, কেহ কখনও অনুভব করেন নাই, কেহ কখনও উপভোগ করেন নাই মহাকবি মাইকেল যেমন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন—

'রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহা
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

এবং সে স্পর্দ্ধার সার্থকতা করিয়াছিলেন, আমিও জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া দম্ভভরে যাহা বলিলাম, তাহা করিব, দেখাইব, বুঝাইব।

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৩১২ সাল, রাত্রি ৯টার সময়।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন গোস্বামী বি, এ প্রণীত

হৃদয়োন্মাদকারী দৃশ্যকাব্য

পৃথ্বিরাজ

পৃথ্বিরাজ- শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত জয়চাঁদ—শ্রীচুণিলাল দেব। যোধমল শ্রীমনোমোহন গোস্বামী B A. চন্দ্রপতি—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। সূর্য্যসিংহ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ দে। বক্তিয়ার খিলিজি—শ্রীনিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। মহম্মদ ঘোরী—শ্রীগোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী। কল্যাণসিংহ- শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়। সমরসিংহ—চণ্ডীচরণ দে কুতব—শ্রীঅনুকুলচন্দ্র বটব্যাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংযুক্তা শ্রীমতী কুসুমকুমারী যমুনা—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)। ধাত্রী—শ্রীমতী পান্নাসুন্দরী। বিশালাক্ষী শ্রীমতী লক্ষীমণি। বিমলা—শ্রীমতী তিনকড়ি (The favourite pupil of our Dancing Master N. C. Bose) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী কর্ত্তৃক নাটকান্তর্গত সঙ্গীতগুলি সুরলয়ে সংযোজিত হয়েছে। বঙ্গ নাট্যশালা সমূহের প্রধান নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সম্পূর্ণ নূতন, মনোবিমোহন, চিত্তরঞ্জন নৃত্যের অবতারণা করিবেন।

তৎপরে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত নূতন সামাজিক নক্সা

ঘুঘু

নাচ, গান, হাসি, ঠাট্টা, রং তামাসার সদার অফুরন্ত ভাণ্ডার।

কলিকাতা,

৯১০২ হ্যারিসন রোড,

১৮ই এপ্রেল ১৯০৫

আপনাদের আশ্রিত

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কালিকা যন্ত্র

১১

প্রোগ্রাম (হ্যাণ্ডবিল)। হলুদ রঙের কাগজের এক পিঠে কালো কালিতে ছাপা। সাইজ- ৯″ × ১১″।

দি গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

নন্দ-বিদায়।

দৃশ্য কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ— নন্দ - গোপপতি ॥ উপানন্দ—ঐ ভ্রাতা ॥ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ঐ পালন পুত্রদ্বয় ॥ বাসুদেব- কৃষ্ণ বলরামের পিতা। অক্রুর—ভক্ত ॥ কংস— মথুরা পালক ॥ সুদাম - মালাকার ॥ গোপগণ, রাখালগণ, মথুরাবাসীগণ, নাগরিকদ্বয়, রজক ও তন্তুবায় ॥

স্ত্রীগণ—যশোদা—নন্দ গৃহিনী রোহিনী উপানন্দের পত্নী। দেবকী— বাসুদেবের পত্নী। রাধিকা—বৃষভানু রাজসুতা ॥ বৃন্দা—ঐ সহচরী ॥ অস্তি ও প্রাপ্তি - কংসের মহিষীদ্বয় ॥ মধুমতী- মালিনী ॥ সখিগণ, কুব্জা, ও জলবালগণ ॥

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য—রাজ অন্তঃপুর। অস্তি, প্রাপ্তি, কংস ও অক্রুর।

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রাঙ্গণ শ্রীদাম, সুবল, রাখালগণ, রোহিনী ও যশোদা ॥

তৃতীয় দৃশ্য - গোষ্ঠ কৃষ্ণ, বলরাম, রাখালগণ ও অক্রুর।

চতুর্থ দৃশ্য - নন্দালয়। কৃষ্ণ, বলরাম, রোহিনী, নন্দ ও অক্রুর ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য কক্ষ কৃষ্ণ ও যশোদা ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য— গোপীকুঞ্জ রাধিকা, সখীগণ ও বৃন্দা ॥

তৃতীয় দৃশ্য যমুনাতীরস্থ পথ কৃষ্ণ, বলরাম, অক্রুর, রাধিকা, গোপীগণ ও বৃন্দা ॥

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য—মথুরা রাজপথ বলরাম কৃষ্ণ তন্তুবায় ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য—সুদাম মালাকারের মালঞ্চ মধুমতী, কৃষ্ণ, বলরাম ও সুদাম ॥

তৃতীয় দৃশ্য—রাজপথ। কৃষ্ণ, বলরাম ও কুব্জা।

চতুর্থ দৃশ্য - শয়নাগার। কংস ও অস্তি ॥

পঞ্চম দৃশ্য - কালীমন্দির। প্রাপ্তি ॥

চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য - রাজপথ। নাগরিকদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণ ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য মথুরা বিশ্রাম ঘাট। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও জলবালকগণ ॥

পট পরিবর্তন রাজপথ মথুরাবাসী ॥

তৃতীয় দৃশ্য—কারাগার। বাসুদেব, দেবকী, কৃষ্ণ, বলরাম ও অক্রুর ॥

চতুর্থ দৃশ্য নন্দের শিবির। নন্দ, উপানন্দ, রাখালগণ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম।

পঞ্চম দৃশ্য - প্রাঙ্গণ রোহিনী, যশোদা, রাখালগণ নন্দ ও উপানন্দ ॥

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য— যমুনাতীর রাধার কুঞ্জ॥ রাধিকা, বৃন্দা, ললিতা ও শ্রীকৃষ্ণ।

যবনিকা পতন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত. —ম্যানেজার।

বাজীরাও নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। থিয়েটারে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা। দ্বিতীয় বর্ষের নাট্য মন্দিরের ১ম সংখ্যা বিশ্ব-বিমোহন উপহার সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

কুন্তলীন প্রেস - ৪৭ নং মানিকতলা স্ট্রীট, (সিমলা)।

১২

[১ নং চিত্র পরিচিতি দ্রষ্টব্য]

১৩

প্রোগ্রাম। ক্যাপ্শন) সাইজ ১১´ ১৮´´ ইঞ্চি সাধারণ কাগজে দুপিঠে এক রঙে ছাপা।

THE UNIVERSAL PROGRAMME PUBLISHING CO.

CLASSIC THEATRE

ক্লাসিক থিয়েটার

৬৮ নং বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা

ফটিক জল ও নাট গৌরাঙ্গ

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ম্যানেজার

To ADVERTISERS: For the terms and rates of the advertisement apply: To the Manager, Universal Programme Publishing Co 68/1, Bowbazar Street, Calcutta (এই একই বক্তব্য বিশেষ কথা শিরোনামে বাংলায় ছাপা হয়েছে)।

No. 10, Saturday, September 27, 1902.

এরপর 'ফটিক জল'-এর পাত্রপাত্রী সহ প্রোগ্রাম, গভর্ণমেন্ট মেডিকেল ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের কেশরঞ্জন তৈলের বিজ্ঞাপন, যাতে জাল কেশরঞ্জন থেকে সাবধান হতেও বলা হয়েছে। রাজা-মহারাজা-জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট-হাকিম উকীল-অধ্যাপক সম্পাদক-শিক্ষক-ডাক্তার-কবিরা নাকি কেশরঞ্জনেরই পক্ষপাতী। তাছাড়া আছে, অক্ষয়কুমার ঘোষ এণ্ড কোং-এর বিজ্ঞাপনে সুবিধা

দরে পূজার কাপড় কিনবার বিশেষ অনুরোধ, এবং কে. সি. মিত্র এণ্ড ব্রাদারের বসন্ত বিরাজিনী সুগন্ধ গোলাপী নারিকেল তৈলের প্রচার।

প্রোগ্রামের উল্টোপিঠে লাট গৌরাঙ্গের স-প্রস্তাবনা দৃশ্যসূচী, ডাবলিউ চার্লস এণ্ড কোং-এর 'আমেরিকান বালসাম ড্রপ' নামক ঔষধের সচিত্র বিজ্ঞাপন; শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন এণ্ড কোং-এর 'জাতীয় মহাসমিতি'-র অধিবেশনে পরিধেয় উপযুক্ত স্বদেশী বস্ত্র' এবং অন্যান্য কাপড় সরবরাহের প্রতিশ্রুতি, এবং বি. টি এণ্ড কোং-এর কারবাইট ক্যালসিয়াম বিক্রয় ও 'কল সহিত যাইয়া সুচারু রূপে বায়স্কোপ বা জীবন্ত ছবি' প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপন।

প্রোগ্রামটি ছেপেছিল ক্রাউন প্রিন্টিং ওয়ার্কস। ১৭৩/১ বহুবাজার স্ট্রীট। কলকাতা

১৪

'রঙ্গালয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হ্যাণ্ডবিলের পুনর্মুদ্রণের অনুলিপি এখানে ছাপা হয়েছে। ৩ ইঞ্চি চওড়া কলম।

স্থানাভাবে এক রাত্রি মাত্র॥ ভ্রমর॥ পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ প্রয়োজন॥ ম্যাটিনী [illegible]॥ ক্লাসিক থিয়েটার॥ ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীট॥

শনিবার, ১৭ই চৈত্র রাত্রি ৯টার সময়॥ বহুদিন পরে আপনাদের আদরের॥ ভ্রমর॥ অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল॥ বারুণী পুকুরের—অপূর্ব্ব দৃশ্য॥ পরদিন রবিবার সন্ধ্যা ৭টা॥ ক্লাসিকের কহিনূর—॥ আলিবাবা॥ তৎপরে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত॥ মজা॥ মজা খুব মজা!॥ মজা মজায় ধ্বজা!!॥ শ্রীদুর্গাদাস দে॥ বিজনেস ম্যানেজার॥ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ম্যানেজার॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা॥

গুড্‌ফ্রাইডে ছুটী উপলক্ষে॥ শেষ রজনী এ বৎসর আর হইবে না। এই ছুটীর দিনে সহৃদয় সাধারণের বিশেষ অনুরোধে একরাত্রি মাত্র॥ ভ্রমর!॥

সংবাদ অনেকদিন বন্ধ ছিল কিন্তু এত অনুরোধপত্র আসিয়াছে যে, আমরা সাধারণের অনুনয় না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

ক্লাসিক থিয়েটার॥ ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা॥ শনিবার ২৪শে চৈত্র, রাত্রি ৯টা॥ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন্ত ছবি॥ ভ্রমর॥ ভ্রমরের অভিনয় পুরাতন হইবার নয়। বারুণী পুষ্করিণীর দৃশ্য যতবার দেখিবেন ততবার দেখিবার সাধ হইবে॥ অধিক কি বলিব, ভ্রমরের পরিচয় ভ্রমর!!!॥ পরদিন রবিবার সন্ধ্যা

৭ টার সময়॥ সামাজিক জলন্ত চিত্র॥ সবলা! সরলা!!॥ লক্ষ্মী সবলা লক্ষ লোকের আদরের ধন!!॥ চিরদুঃখিনী লক্ষ্মী সবলাকে একবার দেখিয়া যান,— সংসার সাগরের সোনার তরী একেবারে জলমগ্ন হইতেছে। একবার দেখিয়া যান॥ দেখিয়া চক্ষের জল কি চক্ষে রাখিতে পারিবেন? ॥ তৎপরে শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত॥ শ্রীকৃষ্ণ॥ অভিনয় সুন্দর, নাচ সুন্দর, গান সুন্দর, দৃশ্যপট সুন্দর, পোষাক সুন্দর, সাজ-সরঞ্জাম সুন্দর একবার এই সৌন্দর্য্যের হাটে আসিয়া কিছু সুন্দর জিনিস কিনিয়া লইয়া যাইবেন॥ শ্রীদুর্গাদাস দে। বিজনেস ম্যানেজার॥ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ম্যানেজার॥

বর্ষ বিদায় উপলক্ষে বিরাট ব্যাপার!!!॥ বঙ্গের গ্যারিক গিরিশবাবুর শেষ অভিনয়!!!॥ তিনি আর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবেন না!॥ গিরিশবাবুর প্রতিভা ফুটিয়া উঠে, যে সধবার একাদশীর "নিমচাঁদে" আজি সেই সধবার একাদশীর নিমচাঁদে উহার পূর্ণ বিকাশ বুঝি এমনটি আর হইবে না॥ ক্লাসিক থিয়েটার॥ ৬৮ নং বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা॥ শনিবার ৩১ শে চৈত্র, রাত্রি ৯ টার সময় প্রথমে॥ সধবার একাদশী॥ নিমচাঁদ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ॥ অটল—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত॥ এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ আর দেশীয় নাট্যজগতে হইবে না॥ তৎপরে ক্লাসিকের কল্পলতিকা॥ আলিবাবা॥ আলিবাবার পরিচয় আলিবাবা॥ পরদিন রবিবার নববর্ষের নূতন দিনে॥ সন্ধ্যার সময়॥ রাম-নির্ব্বাসন॥ এরূপ সুন্দর অভিনয় নাট্যজগতে বিরল!!!॥ বায়োস্কোপ॥ মহারাণীর সমাধি যাত্রা॥ লক্ষ লক্ষ নৃপতি সমাধিস্থলে যাইতেছেন॥ আহা কি দৃশ্য!!!॥ আর নূতন নূতন কত ছবি দেখান হইবে॥ তাহা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না॥ মজা মজা!! মজা!!!॥ নববর্ষের নূতন দিনে এই আশাতীত আমোদ প্রমোদ দেখিয়া যাইবেন। আবার এক বৎসর কাল আপনাদের সহিত দেখা শুনা হয়—এই আমাদের বাসনা, সারা বৎসরের দুঃখ শোক ভুলিয়া একবার দেখ! ভবিষ্যতের ভয় ভাবনা ভুলিয়া নয়ন মন এক করিয়া একবার দেখ!!!॥ শ্রীদুর্গাদাস দে। বিজনেস্ ম্যানেজার॥ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যানেজার॥

নূতন যুগান্তকারী নাটক॥ ক্লাসিক থিয়েটার॥ ৬৮ বিডন ষ্ট্রীট॥ টেলি-ফোন্ নং ৩৬৮॥ শনিবার ৭ই বৈশাখ রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়॥ প্রতি বিন্দুতে সৌন্দর্য্যের কণা!॥ রূপের সাগর প্রেমের লহর!!॥ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নূতন নাটক॥ মনের মতন!॥ ছত্রে ছত্রে প্রেমের লুকোচুরি!!॥ মাধুরীর মণিমুক্তা শতধারে ঝরিতেছে!!॥ মনের মতন!॥ মনের মতন—

প্রাণের মতন—ভাবের মতন!!॥ মনের মতন॥ প্রাণ কাঁদায়—প্রাণ মাতায়—সাধ বাড়ায়!!॥ মনের মতন॥ কেবল হাসায়--কেবল নাচায়—কেবল মজায়!!॥ নৃত্যগীতে—মরকত—প্রবাল—কহিনূর॥ ঠিকরিয়া পড়িতেছে॥ হাসির স্রোতে কি বলিব? 'গোপালভাঁড়' হার মেনে যায়॥ একটু ইশারায় বলি,—চারি জোড়া নায়ক-নায়িকা!!॥ ঘটনার তরঙ্গ—হাঁপ ছাড়িতে দিবে না॥ হাঁসিবেন—কাঁদিবেন—॥ রাগে ফুলিবেন--॥ অনুরাগে মজিবেন—॥ আবার সহানুভূতিতে গলিবেন!!॥ "মনের মতনের" সমস্ত গানগুলি মুদ্রিত করিয়া।— শুক্রবার ও শনিবারের হ্যাণ্ডবিলে মহাসমারোহে বাহির হইতেছে। দৃষ্টি রাখুন!॥ সংগ্রহ করুন!!॥ পরদিন রবিবার ৮ই বৈশাখ সন্ধ্যার সময়ে॥ ক্লাসিকের গুলবাহার গীতিনাটক॥ দুটি প্রাণ!॥ পরে॥ অপূর্ব্ব রসঘন অজস্র হাস্যের প্রহসন॥ থিয়েটার॥
শ্রীদুর্গাদাস দে, —বিজনেস ম্যানাজার॥ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ম্যানাজার॥

১৫

কার্টুন। গাধার মুখে চুরুট মাথায় গ্লোব (বসুমতী পত্রিকার সিম্বল)। ১৯০২-এ প্রাক্‌পূজা 'রঙ্গালয়'-এ ছাপা হয়। পরে পূজার সময় 'পূজার চাট্' নামক পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত। ব্যঙ্গের লক্ষ্যস্থল—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী। শ্রীমুখোপাধ্যায় অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন, পরে অবশ্য উভয়ের বন্ধুস্থানীয় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় মামলা প্রত্যাহৃত হয়। স্মর্তব্য, অমরেন্দ্রনাথের পত্রিকায় ও হ্যাণ্ডবিলে বিভিন্ন সময়ে নাট্যবিষয়ক কার্টুন প্রকাশিত হত।

১৬ ও ১৭

এই সংখ্যার ১৫৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮

ক্লাসিক থিয়েটার

মা!

আমি গত সপ্তাহ হইতে পাঁচশো টাকা রাখিয়াছি। আর এই শনিবার

হইতে পাঁচশো রাখিব। রবিবার সন্ধ্যার আগে গিয়া, আমি নিজে হাজার টাকা দিয়ে আসিব। আর আশীর্ব্বাদ কর এইরূপ চলুক, মাসে মাসে তোমায় দিব। ঈশ্বর জানেন আমি ভাগ্য মনে করি।

স্নেহের কালু।

১৯

(বামে) অমরেন্দ্রনাথের অন্যতম নাটিকা জীবনে মরণে' [গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত] পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। উইলকিন্‌স্‌ প্রেস, কলেজ স্কোয়ার, জে. এন বসু দ্বারা মুদ্রিত, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা এই গ্রন্থেরই 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' শীর্ষক পৃষ্ঠাটি পুনর্মুদ্রিত।

'জীবনে মরণে" নাটিকা বাণীর বরপুত্র কবিবর রবীন্দ্রনাথের "দালিয়া" নামক গল্প অবলম্বনে লিখিত। উদারহৃদয় রবিবাবু আমাকে উক্ত নাটিকা প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(ডানদিকে) অমরেন্দ্রনাথের প্রথম (মুদ্রিত) সাহিত্যকর্ম 'ঊষা' নামক গীতিনাট্য। ইহার মলাট বা আখ্যাপত্রটি শনিবারের চিঠি (কার্ত্তিক ১৩৫২) থেকে পুনর্মুদ্রিত হইল।

ঊষা ॥ গীতিনাট্য ॥ (১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত॥ প্রণীত ও প্রকাশিত॥ প্রকাশকাল বইয়ে ছিলনা। তবে বেঙ্গল লাইব্রেরী সঙ্কলিত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতে শনিবারের চিঠি মুদ্রাকরের নাম প্রকাশ করেছে: ১ মার্চ, ১৮৯৩। মুদ্রাকর ইউ. সি. বসু এণ্ড কোং, ৬ নং ভীম ঘোষের লেন। এই পুস্তকার ভূমিকা, বিষয় ও নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধীয় পৃষ্ঠাকটি শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্তের রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ গ্রন্থের ৫৪ ৫৬ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত আছে। আমরা পাশের ফটোষ্ট্যাটে মূল নাটিকার প্রথম পৃষ্ঠাটি পুনঃপ্রকাশ করেছি:

ঊষা॥ গীতিনাট্য॥ প্রথম অঙ্ক॥ প্রথম দৃশ্য॥ কানন॥ (মদন ও রতির প্রবেশ)॥ রতি —গীত॥ দিব তুলে—তারি গলে॥ আদরে যাহারে প্রাণ—প্রাণ দিতে বলে॥ কাঁদাইয়া আলকুল॥ তুলিয়াছি ফুলকুল॥ গেথেছি চিকণ মালা সোহাগছলে॥ মদন।—কার তরে এ সোহাগ—ওলো সোহাগিনী?॥ কুসুমের হারে, কারে

বাঁধিবারে, ॥ কাঁদাইয়া অলিকুল, ॥ ফুলকুল তুলি সযতনে, ॥

২০

সৌরভ ॥ (মাসিক পত্রিকা)

সম্পাদক ॥ শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

১ম খণ্ড] [শ্রাবণ, ১৩০২ ।

সূচীপত্র ॥ ১। সৌরভ। ২। সমাজচিত্র। (সামাজিক উপন্যাস) ৩। সুখ কৈ? ৪। কে তুমি? ৫ সত্য। (পদ্য) ৬। কলঙ্ক। (ঐ) ৭। গ্রহফল। ৮। নম্রা। ৯। ঝালোয়ার-দুহিতা (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ১০। হৃদয়-রত্ন। (পদ্য) ১১। প্রবাহের রূপান্তর। (ঐ)

॥ সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

কলিকাতা ॥ এইচ, সি, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত ॥ ১২নং মেঙ্গো লেন ॥ পাশে 'সৌরভ' ২য় খণ্ডের চাঁদ-তারা পরী যুক্ত প্রচ্ছদপট ॥

২১

অমরেন্দ্রনাথের ছবি ও নাট্য-প্রোগ্রামযুক্ত কঞ্চির হাতলসহ কার্ডবোর্ডর দশ ইঞ্চি ব্যাসের হাতপাখা। ক্লাসিক থিয়েটারের দর্শকদের আরামের জন্যই এই পাখা রূপের প্রোগ্রাম। এইটি ছিল ভ্রমর নাটকের (বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের অমরেন্দ্রকৃত নাট্যরূপ) প্রোগ্রাম। নাটকটি ছিল মোট ৩২ গর্ভাঙ্কযুক্ত পাঁচ অঙ্কের। প্রোগ্রামে থিয়েটারের নাম ও পাত্র-পাত্রীর পরিচয় ছিলো, ম্যানেজার-নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ ও উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ছিলো, তবে অভিনেতৃবৃন্দের নাম ছিলো না। একদিকে পাত্র-পাত্রী পরিচিতির মাঝে সিপিয়া কালারে অমরেন্দ্রের আবক্ষ চিত্র ছাপা ছিলো।

২২ ও ২৩

এই সংখ্যায় ১৫৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৪

বাঁদিকে —'নাট্যমন্দির' সংক্রান্ত পত্র এই সংখ্যার ১৫৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য ॥

ডানদিকে তৎকালীন ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের টিকিট। অমরেন্দ্রনাথের ছবি। পাশে লেখা। CLASSIC THEATRE

Gallery ॥ Annas. 8

উল্টোপিঠে 17 DEC '99 স্ট্যাম্প মারা। ধারে পাঞ্চিং এর চিহ্ন।

২৫

(১) ওপরে রবীন্দ্রনাথের বামে (২) অমরেন্দ্রনাথ ও দক্ষিনে (৩) সস্ত্রীক অমরেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি যুক্ত ব্রোচ।

১। ১৭ই জুন ১৯১১, গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের উদ্বোধনের রজনীতে দর্শকদের মধ্যে বিতরিত। নাটক ছিলো—জীবনে মরণে ও আহামরি।

২। ১১ই নভেম্বর ১৯১১, অমরেন্দ্রনাথের স্বত্বাধিকারিত্বে ষ্টার থিয়েটারের উদ্বোধনের দিনে বিতরিত।

৩। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৪, ষ্টার থিয়েটারে 'অভিনেত্রীর রূপে'র উদ্বোধন উপলক্ষে বিতরিত।

২৬

নাট্য পত্রিকা। ২২×১৮ সাইজ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা

থিয়েটার

সচিত্র সাপ্তাহিক নাট্য-সংবাদপত্র।

[বাঁদিকে 'বিজ্ঞাপনদাতাগণের দ্রষ্টব্য'। ডানদিকে 'থিয়েটার' গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য]

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা। শুক্রবার ৪ঠা ভাদ্র ১৩২১।

Vol. 1 No 7, 21st Aug. 1914.

A Memorable day—Was last Saturday

The 15th. August, 1914 ! !

For, It Made,

Great Sensation in the Dramatic World ! !

AHALYA BAI

GAINED THE VICTORY

A Red-Letter Day-in the annals of the Stage ! !

বাংলা-ইংরাজীতে ষ্টার থিয়েটারের বিজ্ঞাপন, অন্যান্য বিজ্ঞাপনের সঙ্গে থিয়েটারের বাইরের সংবাদও ছাপা হতো এই চার পৃষ্ঠার কাগজে। 'মন' বলে একটি

সম্পাদকীয় ছিলো এই সংখ্যায়। সম্পাদক বলে কারও নামের উল্লেখ ছিলোনা। দাম প্রভৃতি সম্পর্কে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে ডান কোণে 'থিয়েটারের গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য' অংশটি নিম্নরূপ :

প্রতি সপ্তাহে "থিয়েটার" পত্রিকা বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। একই ব্যক্তি প্রত্যেকবারই যে পত্রিকা পাইবেন, এমন কোন কথা নাই। যাঁহারা নিয়মিতরূপে বাটীতে বসিয়া পত্রিকা পাইতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে থিয়েটারের গ্রাহক হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, গ্রাহকগণের জন্য ডাকখরচের উপর নাম মাত্র মূল্য ধার্য হইয়াছে। পত্র মধ্যে অর্দ্ধআনার টিকিট না পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয় না। শহরে ১ টাকা ও মফঃস্বলে পাঁচ সিকা মাত্র ডাঃ মাঃ সমেত। ম্যানেজার—থিয়েটার। ১৭৪/২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা (ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে)

পরবর্তী সংখ্যায় দেখা যায় প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা মাত্র ধার্য হয়েছে

২৭

হ্যান্ডবিল ১০"×১৫" সাইজ নানা রকম নানা রঙে ছাপা। অমরেন্দ্র প্রয়াণের পর প্রকাশিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা

আবার কার্য্যারম্ভ!!! আমি দীন হীন শ্রীঅমৃতলাল বসু সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবৎ নাট্যজগতে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কার্য্যভার অমরেন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করিয়া, বাবা বিশ্বনাথের চরণ প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছিলাম—সেই আমি সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ প্রায় বক্ষ লইয়া বড় আদরের—বড় যত্নের অমরেন্দ্রনাথকে হারাইয়া, আবার কোমর বাঁধিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। অমরেন্দ্রনাথ অমর-ভবন হইতে তাহার নিজ সাজান বাগান দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছে, তাই আমরা বুধবার এক বিরাট অভিনয় আয়োজন করিলাম। অমরেন্দ্র অনুরাগী নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ এই রাত্রে আমাদের রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন। STAR THEATRE

ষ্টার থিয়েটার Telephone No. 1139

বুধবার, ২৭শে পৌষ ১৩২২, রাত্রি ৮।। টায় প্রথমে—ষ্টার সম্প্রদায়স্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রী কর্তৃক অমরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে ॥ শোকোচ্ছ্বাস ॥ পরে অমরেন্দ্রনাথের বিরহে সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে হৃদয়ের অভিব্যক্তি

ইত্যাদি ॥ ২। জয়দেব — ॥ জয়দেব — শ্রীমতী কুসুম কুমারী, পদ্মাবতী— শ্রীমতী আশ্চর্যময়ী। পরাশর— অবিনাশ বাবু, সুদেব - হরিভূষণ বাবু, নিরঞ্জন—হাঁদু বাবু, লক্ষন সেন—কুঞ্জবাবু।

৩। কিস্-মিস্ ॥ লভচাঁদ—শ্রীমতী কুসুমকুমারী ॥ ৪। বিল্বমঙ্গল ॥ পাগলিনী —আশ্চর্যময়ী, ভিক্ষুক—নেপেন বাবু, সাধক - কাশীবাবু, বিল্বমঙ্গল—কুঞ্জবাবু।

রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৩৪৭/১নং অপার চিৎপুর রোড। A. L Bose
Manager

[অমরেন্দ্রের দেহত্যাগে অগ্রজ নাট্যরথী অমৃতলাল বসু ও অন্যান্য নটনটীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি উপলক্ষে প্রকাশিত এই হ্যাণ্ডবিলখানিও অমরেন্দ্রনাথের দ্বারা যে প্রভাবিত তাহা বলাই বাহুল্য —সম্পাদক] ঐদিন ষ্টার থিয়েটারে যে 'শোকোচ্ছ্বাস সঙ্গীত' গাওয়া হয়েছিল তার অনুলিপি :— ষ্টার থিয়েটার ॥ নাট্যরথীন্দ্র অমরেন্দ্রনাথ দত্তের স্বর্গারোহণে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্তৃক শোকোচ্ছ্বাস সঙ্গীত :

তুমি, নহতো নিদয়,—চিরক্ষমাময় উদারহৃদয় মহাজন।
কত, গুণের আধার, প্রিয় সবাকার, সর্ব্বজনমনো রঞ্জন ॥
তবে, শিরোপরে কেন হানিলে এ বাজ;
কি দোষে দোষী আশ্রিত সমাজ;
কেন, অকূল পাথারে ভাসালে সবারে, কঠোর বিচার এ কেমন!
সুহৃদস্বজন, আত্মপরিজন, আশ্রিতপালিত কাঁদিছে ওই।
কোথা তুমি সখা! পিতা! ভ্রাতা! গুরু!
অন্নদাতা! কই—তুমি কই ॥
আদর সম্মান দান প্রতিদান—যার যা প্রাপ্য দিয়েছ তা'য়
তব উদারতা, প্রাণে আছে গাঁথা, সে সব কথা ভোলা কি যায়!
মূর্ত্তি তোমার লুপ্ত সহসা,
কীর্ত্তি তোমার চিরপ্রদীপ্ত,
নহ মৃত তুমি জীবিত সতত
তুমি যে অমর পাপ ধরায়!
সুহৃদস্বজন আত্মপরিজন, আশ্রিত পালিত কাঁদিছে ওই।
কোথা তুমি সখা! পিতা! ভ্রাতা! গুরু!
অন্নদাতা! কই - তুমি কই!

শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সুরসংযোজিত। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত। শ্রীঅমৃতলাল বসু—ম্যানেজার।

[পাঠ সংকেত : 'চিত্র পরিচিতি' পর্যায়ে ভিন্ন লাইন বোঝাতে ॥ চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে। —সঃ]

নাট্যশালা চালাবার দিয়েছিনু যারে ভার,
পলায়ে গিয়েছে সেই অমর আমার ॥
বিশ্বাস হোল না মনে, হারায়েছি স্নেহ-ধনে,
সে কান্ত তরুণ কায়া কাটায়েছে মায়া।
আজো যেন মাঝে মাঝে, তার স্বর কানে বাজে;
আজো যেন জীর্ণ চোখে দেখি স্বর্ণ-ছায়া ॥
আজো যেন ভাবাবেশে, দেখি তারে নানা বেশে,
রঙ্গভূমি আলো করি হয়েছে প্রকাশ
মিষ্ট স্বরে কথা বলে, যেন "ষ্টারে" ষ্টার জ্বলে,
করতলে নবমেলা বিদরে আকাশ ॥
কি উদ্যম কি প্রতিভা, পরিশ্রম নিশি দিবা,
বিজয় প্রতিজ্ঞা কিবা অসীম সাহস।
সদা মনে উচ্চ আশ, হটিলে না হতাশ্বাস,
দ্বিগুণ উৎসাহে করে কার্য্য নিজ বশ ॥
হীন স্বাস্থ্য যবে হয়ে শমনে শাসায়ে নিত্য,
ধর্ম্মাগারে কর্ম্মক্ষেত্রে করে গেছে অভিনয়।
সবে বলে ধন্য ধন্য প্রস্থান বীরের গণ্য,
শূন্য দৈন্য চিত্ত প্রাণে নষ্ট নির্ণয় ॥
পুরোধা কে নাট্যক্ষেত্রে, প্রথমেতে জলনেত্রে,
ঝরায়ে গিয়েছে মোর নিঠুর অমর।
সান্ত্বনা কি তাতে হায়, রয়েছে সে অমরায়,
রেখে গেছে রঙ্গভূমে সুনাম অমর ॥
তরুণ কিশোর তোরা, জল আছে বুকপোরা,
ঢেলে দেবে অশ্রুধারা স্নেহ-উপহার
হবে আজ শশী হারা, জ্বলে গেছে আঁখি তারা,
শেষ জল শুষে নিয়ে গেছে সে আমার,
অমরে খুঁজিতে গেছে নট-ভাই তার ॥

নাট্যাচার্য্য—শ্রীঅমৃতলাল বসু।

অমর লাইব্রেরীর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে, লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক পঠিত। ৬ই জানুয়ারী, ১৯২২ সাল।

বারাব্বাস / অমল রায়

তথ্যগত উৎস : পারলাগের্কভিস্টের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'বারাব্বাস'। যদিও এ নাটকের মূল্যায়ন উল্লিখিত উপন্যাসের থেকে স্বতন্ত্র।

॥ চরিত্রলিপি ॥

বারাব্বাস। কর্তা ব্যক্তি। প্রহরী। ১ম ডাকাত। ২য় ডাকাত। ৩য় ডাকাত। সৈনিক। তত্ত্বাবধায়ক। প্যাফসের শাসক। ১ম বন্দী। ২য় বন্দী। ৩য় বন্দী। ক্রীতদাস। জনতা। সূত্রধার। সাহাক। যীশু। মেয়েটি॥

[প্রয়োজনবোধে চরিত্র সংখ্যা কমিয়ে নেওয়া যাবে, অথবা ছোট চরিত্রগুলির অভিনেতারা একই সঙ্গে একাধিক চরিত্রে রূপ দিতে পারবেন]

(নীলাভ আলোয় ধোঁয়াচ্ছন্ন পরিবেশে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট)

নেপথ্যে॥ "মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতের জন্যে,
তারপর কেটে গেছে বহুশত বছর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন
নিত্যধাম থেকে মর্ত্যধামে।
চেয়ে দেখলেন
সেকালেও মানুষ ক্ষত বিক্ষত হত যে সমস্ত পাপের মারে
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রুর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে,
বিদ্যুত বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্ হিস্ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানা ঘরে।
কিন্তু দারুনতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরী হল,
ঝক্ ঝক্ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারী তাতে লাগিয়েছে তাঁরি নামের ছাপ
তীক্ষ্ণনখে আঁচড় দিয়ে।
খৃষ্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন,

কর্তা॥ আমি বলেছি! বেশ তবে চেপে যাবি। ঘুর্ণাক্ষরেও যেন কেউ না জানে, বুঝলি—

সৈনিক॥ (একগাল হেসে) বুঝলাম

কর্তা॥ কি বুঝলি?

সৈনিক॥ বুঝলাম এই যে—আমার বিরুদ্ধে যে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আছে সেটা আপনি চেপে যাবেন, আর আমিও কদাপি কাউকে বলবনা যে আপনি সীজারকে শালা বলেছেন

কর্তা॥ তুই একটা—তুই একটা—অসম্ভব ছাগল

সৈনিক॥ যে আজ্ঞে।

কর্তা॥ কিন্তু মুশকিলটা হোলো—লিখেছে কয়েদীকে ছেড়ে দাও। কিন্তু কোন কয়েদীকে? কয়েদী তো শালা দুটো। এই ডাকাত বারাব্বাসটা আর ঐ হারামজাদা রাব্বি কোনটাকে ছাড়ি? এদিকে শালা দুটোকেই গলগোথায় ক্রুশে চড়াবার আয়োজন সম্পূর্ণ।

সৈনিক॥ এই রাব্বিটাকেই ছেড়ে দিন হুজুর। বড় ভালোমানুষের মত দেখতে

কর্তা॥ চাড় হারামজাদা একটা। ও শালা সব ক্রীতদাসের কানে মন্তর দিচ্ছে সীজার নাকি আমাদের প্রভু নন। ঈশ্বরের রাজত্বে নাকি সবাই সমান। দুর্বল আর পাপীদের, নাকি ওর দেবতা সবচেয়ে ভালবাসেন। কি সব সনাতন ধর্ম বিরোধী কথা-

সৈনিক॥ একেবারে বিপদজনক কথাবার্তা কিন্তু এই ডাকাত বারাব্বাসটা হুজুর আরো পাজী। কত খুনই যে করেছে ব্যাটা—কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করেছে

কর্তা॥ সে কি আমারও কম করেছি? সে জন্য কি আমাদেরও ক্রুশে চড়ানো হবে নাকি? যত বেশী বকাস নে ঐ বারাব্বাসটা তো কটা খুন করেছে মাত্র, আর এই রাব্বিটা পুরো সাম্রাজ্যের গোড়া ধরে টান দিয়েছে ওর কথায় এবার ক্রীতদাসরাও বলতে শুরু করলো বলে— জিহোবা শুধু ওদেরই ভালোবাসেন। ঐ বারাব্বাসটাকেই ছেড়ে দে

সৈনিক॥ এই ডাকাতটাকে? দস্যুটাকে?

কর্তা॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সারা জেরুজালেমের মান্যগন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ রাব্বিটার মৃত্যু চায় ওকে ছেড়ে দেবার আদেশ কেন আসবে? ঐ মুক্তির

বন্যা নেমে এল। মেসোয়ার ক্ষতবিক্ষত শরীরে ঢুকে গেল সেই আলো!

বারাব্বাস ॥ কে মেসোয়া?

মেয়েটি ॥ যীশু! প্রভু যীশু! আমাদের ক্রীতদাসদের মহান পরিত্রাতা মেসোয়া! আমাদের অধিনায়ক। দেখলে না সেই দিগন্তপ্লাবী আলো?

বারাব্বাস ॥ না!

মেয়েটি ॥ জ্যাগোনি? ওকে যখন ওরা ক্রুশবিদ্ধ করল—মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আকাশ ঢেকে ফেলল কালো অন্ধকারের বিশাল আবরণ। অকস্মাৎ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চারদিক। গলগোথার এই পাহাড়টাও কেমন চিড় খেয়ে গেল, জ্যাগোনি তুমি? একদম নয়?

বারাব্বাস ॥ না, আমি দেখিনি, কিছু দেখিনি।

মেয়েটি ॥ দেখনি তুমি! কিন্তু আমি যে দেখলাম।

বারাব্বাস ॥ আমি দেখিনি, কিছু দেখিনি, দেখিনি কোন অলৌকিক কিছু। শুধু এই রোগা হাড় জিরজিরে লোকটাকে ওরা যখন কাঠের সঙ্গে পুঁতে দিচ্ছিল পেরেক দিয়ে, প্রতিটা হাতুড়ির শব্দে আমার বুকের ভিতর আগুনের ফুলকি উড়ছিল, ইচ্ছে করছিল, ইচ্ছে করছিল, সারা দুনিয়াটাকে দু'হাতে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিই; গলগোথার পাহাড়গুলোকে গুঁড়িয়ে দিই, জেহোবার মন্দির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিই—পাইলেটের প্রাসাদ জ্বেলে দিই কালান্তক আগুন—সাজাবেন মূর্তিটাকে

মেয়েটি। পাগল!

বারাব্বাস ॥ কেন?

মেয়েটি ॥ আমাদের মেসোয়াকে ক্রোধের শিক্ষা নয়, তিনি আমাদের ভালোবাসতে শিখিয়েছেন ক্ষমা করতে বলেছেন নির্বোধ পাপীদের

বারাব্বাস ॥ তুমি দেখছি এই লোকটির সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানো আমি কিছুই জানিনে কি যে এর অপরাধ—কেন যে একে ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয়—কিছুই জানি না। তুমি জানলে কোত্থেকে?

মেয়েটি ॥ আমার বাড়ী সেই গিলগালে ছোট্ট বেলা থেকেই বড় দুঃখে কেটেছে আমার। দু'মুঠো খাওয়াও জুটতো না রোজ। বাবা ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন মার ভালবাসাও কোনদিন পাইনি, দুঃখে শোকে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন মা অদ্ভুত নিষ্ঠুর। ক্ষুধার জ্বালায় মা আর আমি আত্ম বিক্রয় করলাম ক্রীতদাস শিবিরে ছিল হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, আর

বারাব্বাস ॥ কে জানে। বোধ হয় ভয় পেয়েছে কিংবা ঘৃণা।

২য় সহচর ॥ ও তোমায় গালাগালি করে গেল! তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলে সর্দার? এতবড় আস্পর্দ্ধা ঐ বেজন্মা দাসীটার—

বারাব্বাস ॥ খবরদার! গালাগালি দিবি না

১ম সহচর ॥ কেন? তোমায় তো বলিনি, ঐ শুঁটকো দাসীটাকে—

বারাব্বাস ॥ মেয়েদের প্রতি অভদ্র আচরণ আমার দলে নিষেধ। খেয়াল নেই?

২য় সহচর ॥ হেঃ হেঃ হেঃ ক্রীতদাসী আবার মেয়ে! ঐ শুয়োরের ছানাগুলো—

বারাব্বাস ॥ খবরদার, আর একটি নোংরা কথা বললে গলা টিপে মেরে ফেলবো।

১ম সহচর ॥ তোমার কি হল বলতো সর্দার। কয়েদখানার ঝোল ভাত খেয়ে এমন বদলে গেলে— (৩য় সহচরের প্রবেশ)

৩য় সহচর ॥ কে বদলে গেছে?

১ম ॥ কে আবার সর্দার—

৩য় ॥ কি হলো সর্দারের

১ম ॥ সর্দার বলে কিনা ক্রীতদাসীও —

বারাব্বাস ॥ চুপ চুপ মেলা বকিসনে। কাজের কথা বল

১ম সহচর ॥ কাজের কথাইতো বলতে এলুম দিলে কই?

২য় ॥ শোন সর্দার, সবাইকে আমরা খবর পাঠিয়েছি। তুমি ছাড়া পাওয়াতে সবাই দারুণ খুশী। আমাদের পুরোনো আড্ডা সেই সরাইখানায় আসছে কাল সবাই জড়ো হচ্ছে। তুমি থাকবে কিন্তু

বারাব্বাস ॥ আচ্ছা।

৩য় সহচর ॥ এবার আর দাঁও ফসকালে চলবে না। কাল না হলেও পরশু থেকে কাজে নেমে পড়তে হবে। অনেক দিন খুন-খারাপি না করে গা-গতরে ব্যাথা হয়ে আসছে। তুমি শুধু দেখে নিও— এবার এমন সব ডাকাতি করব, দুনিয়া ভর লোকের তাক লেগে যাবে। কি বল সর্দার?

বারাব্বাস ॥ বেশ।

১ম সহচর ॥ কি কথার কি উত্তর। কোথায় শুনে আনন্দে লাফাবে, না শুধু ছোট্ট একটু বে-শ।

২য় সহচর ॥ তোমার কি শরীর খারাপ সর্দার? না মন খারাপ?

বারাব্বাস ॥ ঐ রাব্বিটার কথা তোরা কিছু জানিস?

১ম সহচর ॥ কার কথা?

বারাব্বাস ॥ ঐ যে—যে লোকটা আমার জায়গায় মরল। (সহচর তিনজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে)

২য় সহচর ॥ না, বিশেষ কিছুই জানিনা, আমরা হলাম গিয়ে ডাকাত দলের লোক, খুনে বদমাস, আমাদের মন্তর দিতে আর কোন রাব্বি আসবে!

বারাব্বাস ॥ বাজে বকিস না কিছু জানলে বল।

১ম সহচর ॥ একেক রাব্বি তো একেক রকম কথা বলে। তবে এই রাব্বিটা নাকি রুগীদের চিকিৎসা করত, গরীব দুঃখীদের সেবা করত সত্যি বলতে কি যত সব কুষ্ঠরুগী, গরীব লোক আর ক্রীতদাসরাই এই রাব্বির দারুন ভক্ত।

বারাব্বাস ॥ তবে ওকে মারল কেন?

৩য় সহচর ॥ মারবে না? ও শালা যে বলেছিল সব মানুষ ঈশ্বরের ছেলেপুলে, ভাব দেখি, ক্রীতদাসরা যদি একবার একথা বিশ্বাস করে নেয়, সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাবে ভেঙে যাবে জিহোবার মন্দির, সীজারের রাজত্ব মহাপ্রলয় ঘটে যাবে'

বারাব্বাস ॥ হুঁ।

১ম সহচর ॥ তুমি না হলে সরাইটায় কাল আসছে তো?

২য় সহচর ॥ সর্দার একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। এই রাব্বিটাকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হল, তখন নাকি আকাশটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, গলগোথার পাহাড়টা নাকি ফেটে গিয়েছিল, মানে এই রাব্বি ভক্তরা সব বলাবলি করছিল- তুমি দেখনি?

বারাব্বাস ॥ না, না, না, আমি দেখিনি, ওসব বারাব্বাসরা দেখে না, দেখতে পায় না। একটা হাড় জিরজিরে রোগাটে মানুষকে পেরেক দিয়ে গেঁথে দেওয়া হল, একেবারে বাচ্চা ছেলের মত মুখ এর মধ্যে বিভূতি খুঁজুক নির্বোধ ভেড়ার দল, যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সব, তবু একটা হুংকার ছাড়েনি পরে তারাই ওসব গল্প ফাঁদছে, বারাব্বাস এসব কিছুই দেখেনি, বারাব্বাস শুধু দেখছে রাব্বিটার রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরছে পাথরের ওপর, বারাব্বাস শুনছে শুধু হাতুড়ির আওয়াজ—তাই, তার বুকের ভিতরটায় দাবানল জ্বলছে, ইচ্ছে হয়েছে, ইচ্ছে হয়েছে—অবাক হলি দেখছি-যা চলে যা, কাল যাব ঠিক সময়ে।

২য় সহচর ॥ মনে হচ্ছে কয়েদখানা থেকে ফিরে তুমি কেমন ভিজে নিরামিষ বনে গেছ

বারাব্বাস ॥ (হেসে) নিরামিষ, এদিকে আয়—(সজোরে চড় মারে) ভুলে গেছিস—বারাব্বাস তার বাপ ইলিয়াহুকে খুন করে তোদের দলের সর্দার হয়েছিল ? (আলো নিভল। এবার আলো সেই মেয়েটির উপর)

মেয়েটি ॥ শোন তোমরা, হতাশ হয়োনা দুঃখীর দল, মেসোয়া বলে গেছেন জিহোবার মন্দির ধ্বসে পড়বে, নগর ভেঙে গুড়িয়ে যাবে ভূমিকম্পে, সারা দুনিয়া আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, প্রেমের রাজ্য আসবে নেমে মর্তধামে আবার, শুধু তোমরা সদাচারণ কর। হিংসা কোরনা। লোভ কোরনা। শোনো গো। দুনিয়ার যত গরীব দুঃখী মানুষ—তোমরাই ঈশ্বরের সন্তান, সীজারের থেকেও—পাইলেটের থেকেও—তোমরা ঈশ্বরের বেশী প্রিয়। আমাদের মেসোয়া প্রভু যীশুর অনুগামী হও, ক্রীতদাসের দল—তোমাদের হাতের শেকল খসে পড়বে (এবার আলো গিয়ে পড়ল এক ক্রীতদাসের উপর। চাবুক চলছে)

প্রহরী ॥ শালা শুয়োরের বাচ্চা—আর খেতে চাইবি বেশী ? আমার নামে লাগানো হয়েছে আবার, আমি তোদের রুটি চুরি করে বাজারে বিক্রি করি, বোঝ ঠ্যালা। দেখি, তোর কোন বাপ বাঁচায় ? (প্রচণ্ড হুংকারে একটা লোক ভিতরে ঢুকে প্রহরীকে ছুরিকাঘাত করে, নিষ্ক্রমনের সময় তার মুখে বাঁধা কালোকাপড় সরিয়ে দিলে দেখা যায় সে বারাব্বাস)

(নেপথ্যে) কোরাস ॥ বারাব্বাস—দস্যু বারাব্বাস—প্রজাবর্গের পরম-ত্রাস বারাব্বাসকে জীবিত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে —অনুমত্যানুসারে পাইলেট। (আলো এবার ১ম, ২য়, ৩য় সহচরের ওপর)

১ম সহচর ॥ নাঃ সর্দারকে নিয়ে আর পারা গেলনা।

৩য় ॥ লোকটা পাগল হলো নাকি—

২য় ॥ কখনও দেখ একদম ঝিমিয়ে রয়েছে—আবার দেখ—কখনো উন্মত্ত হয়ে ওঠে রক্ত মাখার জন্যে। বুঝিনা বাপু—

৩য় ॥ আমিও না। দেখ সেদিন কত করে বললাম—জর্ডন নদীর ঐ ধারে যে হাটটা বসে, সেটা লুটে আনি, কিছুতেই গেল না, আমাদেরও যেতে দিল না।

২য় সহচর ॥ অথচ গত পরশু জেরিকো থেকে জেরুজালেমের মন্দিরের পুরোহিতের জন্যে ভেট নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও সেটাকে আক্রমণ করা হোল। শুধু তাই নয়—দু'জন পুরোহিতকে সর্দার খুঁচিয়ে

খুঁচিয়ে মারল।

১ম সহচর॥ এই ধরনের ধর্ম বিরোধী কাজে— (বারাববাসের আকস্মিক প্রবেশ)

বারাববাস॥ তোদের আপত্তি আছে?

তিনজনে॥ সর্দার!

বারাববাস॥ শালা ডাকাতের দল। সারা জেরুজালেমের ঘৃণা মাথায় নিয়ে বেড়াস, বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলেদের তোদের নামে ভয় দেখানো হয়। কোন মন্দিরে কোনদিন ঢুকতে দেবে না যাদেব, তারাই ধার্মিক বনে গেছে দেখছি। কেন জিহোবার প্রধান পুরুত কি তার মেয়েকে তোদের হাতে তুলে দেবে?

১ম॥ সর্দাব তোমার জিভ খসে যাবে।

বারাববাস॥ হাঃ হাঃ হাঃ ক্রুশে লটকে মরুক সেই বোকা রাব্বিটা, সেই মেসোয়া। বারাববাসের হাতে তলোয়ার। সারা জেরুজালেম আর তোদের জিহোবা বারাববাসের পায়ের তলায় বসে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। প্রাণভয়ে কাঁপছে পাইলেট। বারাববাস তো সেই রোগা ডিগডিগে রাব্বি নয়, যে সারা দুনিয়াকে প্রেম বিলিয়ে বিনা প্রতিবাদে গলগোথার গুহায় শুয়ে আছে। অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে নুড়ি পথের ধারে পাহাড় কুঁদে বার করা গুহাটাও। আর সেই গুহার ভেতরে একটা মৃতদেহ—রোগাটে সরু সরু হাত পাওয়ালা একটা মানুষের শব। বুকে তার এক গাছা লোমও নেই—ঠিক বালকের বুকের মত…

তিনজনে॥ সর্দার!

বারাব্বাস—আমি তো সেই রাব্বি নই, যে হত্যাকারীদেরও ক্ষমা করে গেল, আমি দস্যু বারাব্বাস। আমি বুঝি প্রতিটি হত্যার বদলা নিতে হবে হত্যা করেই। আমি তো সেই ক্রীতদাসী নই, সারাটা জীবন ধরে মার খেয়েও যে প্রেম বিলিয়ে বেড়ায়। আমার অভিধানে একটিই কথা, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

২য়॥ সর্দার—এত নিষ্ঠুরতা—

বারাব্বাস॥ নিষ্ঠুরতা আমার শিরায় শিরায় বইছে। রক্তের সঙ্গে মিশে। আমি সেই ইলিয়াহুর ছেলে, যে মোয়া বাইটের একটা মেয়েকে ধরে এনেছিল। যাকে ইলিয়াহু ভালবাসেনি কোনো দিন, অথচ ভোগ করত প্রতিদিন।

আমি তো প্রেম থেকে জন্মাইনি, জন্মেছি পারস্পরিক ঘৃণা আর অন্ধবিদ্বেষ থেকে। কি করে আশা করিস সারা দুনিয়ার আমি প্রেম বিলিয়ে যাব? আমি আমার বাবাকে মেরেছি। মাকেও মারতাম নিশ্চিত, যদি না সে আগেই মারা যেত। বাবাকে কেন মেরেছিলাম জানিস্? তুই তো দেখেছিস্ সে ঘটনা—

২য় ॥ হ্যাঁ, সর্দার—

বারাব্বাস ॥ বাপ আমায় খুন করতে চেয়েছিল, কারণ সাহস আর গায়ের জোর বাড়ছিল আমার প্রতিদিন। আমি যদি সর্দার হয়ে বসি, তাকে হটিয়ে দিই, এই জন্যে, শুধু এই ভয়েই এক তলোয়ারের খোঁচায় শেষ করতে গিয়েছিল আমার, পারে নি, আমিই তাকে দু'হাতে তুলে আছড়ে মেরেছিলাম পাথরের উপর, তারপর তার গলায় পা দিয়ে নেচেছিলাম—পাথরের চাঁইটা যত রক্তে ভাসে, ততই আমার বুকের ভেতর জেগে ওঠে উন্মত্ত উল্লাস।

তিনজনে ॥ সর্দার— !

বারাব্বাস ॥ তবু—তোরা বলিস এত নির্মম কেন আমি! এতদিন সারা শরীরে যে বিষ জন্মেছে, যার জ্বালায় আমি পুড়ে মরছি দিনরাত, ছোবল মেরে ঢেলে দেব না সে বিষ এই সব জিহোবা আর পাইলেটের গায়ে? তবু ঐ মেসোয়া—ঐ রাব্বিবটা—ছেলেমানুষের মত বোকা লোকটা মাঝে মাঝে অবাক করে আমায়—অবাক করে সেই মেয়েটাও—কিসের জোরে এরা —যা বেরো, এক্ষুনি পালিয়ে যা এখান থেকে—খুন করে ফেলব তোদের—

[আলো এবার এক উন্মত্ত জনতার উপর, সেই কর্তা ব্যক্তি, সৈনিক ও ক্রীতদাসী মেয়েটি।]

কর্তা ॥ কি রে ছুঁড়ি, তুই এইসব কথা বলেছিস?

মেয়েটি—কি কথা?

কর্তা ॥ তুই বলেছিস সীজারের রাজত্ব—পাপের রাজত্ব, এই রাজত্ব ভেঙ্গে যাবে ভূমিকম্পে—গুড়িয়ে যাবে জেরুজালেম, জিহোভার মন্দির ধূলোয় মিশে যাবে, —এই সব ভয়ঙ্কর কথা?

মেয়েটি ॥ হ্যাঁ, বলেছি।

জনতা ॥ মারো, মারো ক্রীতদাসীটাকে।

কর্তা ॥ থামুন! আপনারা গোলমাল করবেন না। এটা বিচারালয়। এই ছুঁড়ি তুই আরো বলেছিস—সব মানুষই ঈশ্বরের ছেলেপুলে—ক্রীতদাসরাও!

মেয়েটি ॥ হ্যাঁ, (জনতার হাসি)

কর্তা—কি অসভ্য মেয়েছেলে। একটু শিষ্টাচার বোধও নেই। সবার মুখের উপর বলে দিলি - হ্যাঁ। তুই এসব কথা যত গরীব দুঃখী, ক্রীতদাস আর কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে প্রচার করেছিস্‌?

মেয়েটি ॥ হ্যাঁ, করেছি—কেন না ওরাই ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয়।

কর্তা ॥ রাজদ্রোহ! একেবারে রাজদ্রোহ! দেখতে তো বেশ সুন্দর, কেমন মিষ্টি মুখটা—অথচ ভেতরে দেখ—যত প্যাঁচালো বুদ্ধি।

সৈনিক ॥ নারী মাত্রই দুষ্টুবুদ্ধির অভুত।

কর্তা ॥ তুমি থাম। এটা বিচারালয়। তুমি সৈনিক, সরকারী লোক। বিচারককে প্রভাবিত করো না।

জনতা ॥ মারো—খতম করো ধর্মদ্রোহী মেয়েটাকে।

কর্তা ॥ আপনারা চিল্লোচ্ছেন কেন? মহামান্য সীজারের রাজত্বে ন্যায় বিচারের মহিমা বিশ্ববিদিত! দয়া করে বিচারকার্যে বাধা দেবেন না।

জনতা ॥ ইঃ বিচারের ষষ্ঠীপুজো, মার শালীকে।

কর্তা ॥ এই ছুঁড়ি—কি জিজ্ঞাসা করব? বিচারশালার নিয়মাবলী অনুযায়ী আর কি প্রশ্ন আছে? অপরাধী স্বীকার করেছে অপরাধ।

জনতা—মৃত্যুদণ্ড দাও, মৃত্যুদণ্ড দাও।

কর্তা ॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান, বিধি বিধান ঠিক মত মানতে হবে। এখন বাকী আছে (নথি দেখে) অপরাধের কারণ নির্ণয়—এই ছুঁড়ি, তুই এসব বলেছিস্‌ কেন?

মেয়েটি ॥ আমার প্রভুর নির্দেশ।

কর্তা ॥ প্রভু? প্রভু তো সীজার।

মেয়েটি ॥ সীজার আমার প্রভু নয়। আমার প্রভু মেসোয়া যীশু।

কর্তা ॥ যীশু? সেই হাড়গিলে বাব্বিটা?

জনতা ॥ মারো, মারো ক্রীতদাসী ছুঁড়িটাকে।

কর্তা ॥ এত উত্তেজিত হবেন না। আমাকে ন্যায়সঙ্গত বিচার করতে দিন। এই ছুঁড়ি, তুই কি অনুতপ্ত?

মেয়েটি ॥ না, মোটেই নয়।

কর্তা ॥ তাহলে, আমার আর কিছু করার নেই। আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি। পবিত্র রোমান বিধি-বিধান অনুসারে এই অধার্মিক নারীকে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ

করিয়া হত্যা করা হইবে।

(জনতার উল্লাস) ভগবান জিহোবা অসীম করুণাময়। (বিরাট উল্লাসে জনতা চীৎকার করে ঘিরে ধরে মেয়েটিকে। পাথরের অবিরাম শব্দ। আলো ক্রমশঃ কমে আসে। হঠাৎ প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে বারাব্বাস ছুটে আসে। আক্রমণ করে জনতাকে। ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় সব, বারাব্বাস হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মেয়েটির রক্তাক্ত মৃতদেহের পাশে। বিকট সুরে হেসে ওঠে)

বারাব্বাস ॥ তুমি—তুমি তো সারা পৃথিবীকে প্রেমে বিলোতে চেয়েছিলে না? তুমিই তো বলেছিলে সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। তুমিই তো বলেছিলে পাপের মরুভূমিতে নেমে আসবে প্রেমের মন্দাকিনী। কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়। সবাইকে ভালবাসা উচিত। এসব তুমিই তো বলতে। আর এখন তোমার সারা মুখে রক্তের নদী বইছে! ভালবাসার সমুদ্রহৃদয়ে ঘা মেরেছে জিঘাংসু পাথরের টুকরো। তুমি ঘৃণাকে রুখতে চেয়েছিলে ভালবাসা দিয়ে। অত্যাচারকে নির্মূল করতে চেয়েছো করুণা দিয়ে। তাই কি হয় মেয়েটি, দুনিয়াতো এত সরলতার জায়গা নয়! প্রেমের রাজ্য যদি গড়তে হয় মেয়েটি, আগে শয়তানদের নিকেশ করতে হয়। প্রেম দিয়ে কি মানুষের দুষ্ট প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়া যায়? শয়তানির বিরুদ্ধে কি সরলতা দাঁড়াতে পারে? দুনিয়া পালটাতে চাও, আর এটা বোঝনি, বোকা মেয়ে! এই দ্যাখ, আমার হাতে তলোয়ার। এই দেখেই ভয়ে পালিয়েছে সবাই। যত সব শয়তানের দল এর কাছেই শুধু জব্দ। শয়তানীর বিরুদ্ধে শয়তানী দিয়ে লড়তে হয় মেয়েটি। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র, পাথরের টুকরোর বিরুদ্ধে তলোয়ারের আঘাত। যুদ্ধ করেই যুদ্ধবাজদের হটাতে হয়, এটা জানোনা—বোকা মেয়ে, আমার লক্ষী সোনা। (আলো সূত্রধারের উপর)

সূত্রধার ॥ এই ঘটনার পর পরিচিত জনের পরিধি থেকে যেন হঠাৎ অদৃশ্য হলো দস্যু বারাব্বাস। অনেকদিন তার কোন সন্ধান মেলেনি কোনখানে। অনেকে অনুমান করেন এই সময়ে কোন নির্জন পর্বত গুহায় সে ছিল ব্যস্ত আত্মমগ্ন ধ্যানে। তবে এই ধারণার কোনো সমর্থন মেলেনি পরবর্তীকালে তার আচরণে। প্রায় বিশ বছর বাদে তার দেখা মিলল—না জেরুজালেমের কোথাও নয়, রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সুদূর সাইপ্রাসের এক তামার খনিতে কাজ করছে অসংখ্য ক্রীতদাসের সঙ্গে। বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, চেহারা

আগের মতই বলিষ্ঠ, শুধু চুলে সামান্য শুভ্রতার আভাস। ব্যক্তিত্বহীন অসংখ্য দিনগুলির একটি (ক্লান্ত বারাব্বাস, পাশে অন্য ক্রীতদাস সাহাক।)

সাহাক॥ তুমি দেখেছ তাঁকে? দেখনি? তুমি তো জেরুজালেমের লোক, তাহলে তো তোমার দেখা উচিত মেসোয়াকে—ওঁকে তো ওরা ক্রুশে গেঁথে দিয়েছিলো। আর আজ দেখ ক্রমশঃ মেসোয়ার ভক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। দেখোনি তুমি তাঁকে? সত্যিই দেখনি—

বারাব্বাস॥ (অন্যমনস্ক) কি জানি—সেই কিনা—বোধহয় দেখেছি।

সাহাক॥ কোথায়? কোথায় দেখেছ মেসোয়াকে? (প্রহরী চাবুক মারে)

প্রহরী॥ এই জানোয়ারের দল, কাজ ছেড়ে এসে গল্প করা হচ্ছে। যা কাজে যা ঘেয়ো কুকুর! [প্রস্থান]

বারাববাস॥ ইচ্ছা করে, ইচ্ছে করে, টুঁটিটা—ছিঁড়ে দি।

সাহাক॥ সত্যিই তুমি দেখেছ তাঁকে? কোথায়?

বারাববাস॥ কোথায়? বোধ হয় গলগোথায়।

সাহাক॥ গলগোথা? সেটা কোথায়?

বারাববাস॥ জেরুজালেম। সেখানে অপরাধীদেব ক্রুশে চড়ায়।

সাহাক॥ (চমকে) তবে—তবে তুমি তাঁকে সেই সময়ে দেখেছ? প্রভুর মর্তালীলার শেষক্ষণে দেখেছ তুমি তাঁকে? বল—চুপ করে থেকোনা।

বারাববাস॥ কি জানি

সাহাক॥ লুকিয়ো না ভাই' তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। ঈশ্বর পুত্রকে নিজের চোখে দেখেছ। আচ্ছা—তুমি দেখনি ওঁকে যখন ওরা মারল সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল, পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে গেল—

বারাববাস॥ গেল কি? তবে আজও চাবুক খেতে হয় কেন?

সাহাক॥ বলো না, এসব সত্যি কিনা?

বারাববাস॥ হতে পারে। আমি দেখিনি।

সাহাক॥ তুমি ধরা দিচ্ছ না ভাই। নিশ্চয় তুমি দেখেছ।

বারাববাস॥ বেশ। তবে দেখেছি।

সাহাক॥ আঃ। প্রভুকে চাক্ষুষ দেখেছ তুমি, তোমার স্পর্শে আমি ধন্য হলাম ভাই। বিশ্বাস কর—এই নগণ্য ক্রীতদাস জীবনের গ্লানি আজ মুছে গেল, চোখের ওপর আছড়ে পড়া তামার খনির এই অন্ধকারের ঢেউ কেটে কেটে এগিয়ে আসছে আলোকিত জাহাজ; ভাইরে আজ বুকটাকে চিরে হৃৎপিণ্ডটাকে

ফোটা গোলাপের মত মেলে ধরতে ইচ্ছে করছে সূর্য্যের দিকে। (প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়কের প্রবেশ)

তত্ত্বাবধায়ক॥ এই যে সাহাক, তোমাকে এই খনির কাজ থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমার একনিষ্ঠ পরিশ্রমের পুরস্কার—তোমায় রোমে পাঠান হবে।

সাহাক॥ আমি একা যাব না কর্ত্তা, আমরা দুজনে জুটি। আমাদের দু'জনকেই পাঠান হুজুর। এ যে সে লোক নয় এ মেসোয়াকে দেখেছে—

তত্ত্বাবধায়ক॥ তাই নাকি? সেই মেসোয়া' যাকে আজ হাজার হাজার লোক শ্রদ্ধাভক্তি করছে?

সাহাক॥ হ্যাঁ হুজুর।

তত্ত্বাবধায়ক॥ তাই হবে। তোদের দু'জনকেই তাহলে একসঙ্গে পাঠানো হবে প্যাকসের শাসকের কাছে। (আলো এবার শৃঙ্খলিত একদল ক্রীতদাসের উপর গিয়ে পড়ল। ওরা গান গাইছে। প্রভু যীশুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সঙ্গীত) (আবার সাহাক আর বারাববাস শাসনকর্ত্তার সামনে)

শাসনকর্ত্তা॥ নাম?

সাহাক॥ সাহাক।

বারাববাস॥ বারাববাস।

শাসনকর্ত্তা॥ যাক গে নাম দিয়ে কি হবে! ক্রীতদাসের আবার নাম। তোমরা আমার প্রাসাদেই বহাল হলে কাজে। হ্যাঁ ইয়ে তোমার সংখ্যা কত?

সাহাক॥ পড়তে জানি না হুজুর।

শাসনকর্ত্তা; (সাহাকের গলায় চাকতি খুলে নেন) চার হাজার বত্রিশ। কিন্তু পেছনে এটা কি লেখা হিজিবিজি—মনে হচ্ছে গ্রীক অক্ষর। হুঁ ক্রাইষ্টো ইয়েশুস? যীশুখৃষ্ট। তোরা খৃষ্টান? এই তুই জানিস কি লেখা আছে এই চাকতিতে?

সাহাক॥ জানি হুজুর—আমার প্রভুর নাম।

শাসনকর্ত্ত॥ কে লিখে দিয়েছে? তুই ত লেখাপড়া জানিসনা।

সাহাক॥ এক গ্রীক বন্দী। মারা গেছে।

শাসনকর্ত্তা॥ তুই তাহলে জানিস এতে কি লেখা আছে?

সাহাক॥ বললাম তো হুজুর, আমার প্রভু যীশুখৃষ্টের নাম। আমিই লিখে দিতে বলেছিলাম সেই বন্দীকে।

শাসনকর্তা॥ যীশু তোর প্রভু? সীজার নয়?

সাহাক॥ না, যীশুই আমার প্রভু। সীজারেরও।

শাসনকর্তা॥ রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ এটা. জানো এর শাস্তি কি?

সাহাক॥ আমার প্রভুকে সত্যিকথা বলার জন্য যে শাস্তি নিতে হয়েছিল, আমি ধন্য হব যদি আমাকে সেই শাস্তি দেন।

শাসনকর্তা॥ হুঁ দেখি তোমারটা। (বারাব্বাসের চাকৃতি দেখে) এখানেও তো একই লেখা। ক্রাইষ্টো ইয়েশুস্। তোমারও নিশ্চয়ই একই বক্তব্য?

বারাব্বাস॥ না। আমি ওরটা দেখে লিখেছিলাম। মানে বুঝিনি। আমার প্রভু সীজার, আর কেউ নয়।

শাসনকর্তা॥ বেশ বলেছ। খুশী হলাম তোমার কথা শুনে।

সাহাক॥ বিশ্বাসঘাতক।

শাসনকর্তা॥ তুমি কাজে বহাল হলে। আর এই পাজী বুড়ো চল আমার সঙ্গে। ক্রুশে লটকানোই তোর ভাগ্যে ছিল।

সাহাক॥ সীজারের বশম্বদ ভৃত্য। হত্যাকারীদের পদলেহী—শয়তান। প্রভু যীশুর জয় হোক। ক্রোধ জয় করা উচিত। হে ঈশ্বর এদের তুমি ক্ষমা করো। (দু'জনের প্রস্থান)

বারাব্বাস॥ বোকা! সাহাক, একদম নির্বোধ তুমি! সেই মেয়েটার মত। কিংবা সেই রোগাটে রাব্বি। রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সীজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছ তোমরা, প্রভু যীশুর আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে চাও, আর এত সরল হলে চলে! সামান্য একটা মিথ্যা কথা বলতে পারলে না সাহাক? দুনিয়া বদলাবে তুমি? তামার খনির ভয়াবহ অন্ধকারের চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন ছিল এই রোমের বুকের উপর বসে বিদ্রোহের জাল বুনে চলার। সেই সুযোগটা তুমি নিলে না সাহাক! কার কাছে সত্য ভাষণ? একদল শয়তানের কাছে, একদল পিশাচের কাছে? একদল আপাদমস্তক মিথ্যাবাদীর কাছে আমার সততার যাচাই করতে হবে? কুড়িটা বছর কুড়িটা বছর আমি শুধু জ্বলেছি আর জ্বলেছি, সাহাক! কি দাম দিল ঐ পৃথিবী সেই অভাগিনী মেয়েটার সত্য ভাষণের? মৃত্যু ছাড়া আর কি পাবে তুমিই-বা! মৃত্যুকে বুকে টানতেও যেমন জানতে হয়, তেমন এড়াতেও! বোকারা কখনও যুদ্ধে জেতে না সাহাক। (সূত্রধারের ওপর আলো)

সূত্রধর ॥ প্যাকসের শাসন কর্তার সুনজরে পড়ে গেল ক্রীতদাস বারাববাস। পরে যখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে শাসনকর্তা ফিরে গেলেন রোমে বারাববাসকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। রোমে প্রভুর অনুগৃহীত দাস বারাব্বাস কাজ যত না করে তার চেয়ে বেশী গভীর নিশীথে ঘুরে বেড়ায় রোমের পথে ঘাটে। এমনই এক রাতে— (সারা মঞ্চ জুড়ে লাল আগুনের হল্কা—কাঁপছে

নেপথ্যে ॥ আগুন! আগুন! খৃষ্টানরা আগুন দিয়েছে রোমে।

(বারাববাসের ঝড়ের গতিতে প্রবেশ)

বারাববাস ॥ এতদিনে আজ বুঝি জেগেছে দেবতা! পড়ে পড়ে মার খাবার উপদেশ দেয় যে মেসোয়া আজ তার চোখে জ্বলে ওঠেছে প্রতিহিংসার দাবানল। জালাও, পোড়াও এই পাপ নগর—যার প্রতিটি পাথরে পাথরে জমে আছে লাখ লাখ ক্রীতদাসের অস্থি—মজ্জা—রক্ত—অশ্রু—স্বেদ। আব নয় পড়ে পড়ে মার খাওয়া। আজ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের দিন। আগুনের মত জ্বলে ওঠার দিন। আগুনে পুড়ে যাক্ যত দুর্বলের করুণা আর ক্ষমার জঞ্জাল। ক্ষমা নয়, নয় ভালবাসা, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ শুধু সেই হতভাগী মেয়েটার নিষ্পাপ শোণিতের। জ্বলে যাক সীজারের প্রাসাদ, ভেঙ্গে যাক্ জিহোভার মন্দির। এবার নূতন প্রেমেব রাজ্য হবে গড়া, যেখানে মানুষের পবিত্র বাসনা থেকে জন্ম নেবে নতুন বারাববাস, তার আগে শুধু এই সংহার। জয়, জয় যীশু! নৃত্যকুশল এই অগ্নিশিখায় পুড়ে যাক পৃথিবীর সব অন্যায়, অবিচার আর সহস্র মিথ্যার আবর্জনা। বুকে এস তাই সর্বগ্রাসী আগুন— (বারাববাস এক আশাদৃপ্ত ভঙ্গিতে স্থির হয়ে যায়। দলে দলে বন্দী খৃষ্টানরা প্রবেশ করে।)

১ম ॥ সীজার—সীজারের চক্রান্ত।

২য় ॥ সীজারের চরেরা দিয়েছে এই আগুন।

৩য় ॥ হাজার হাজার খ্রীষ্টানকে হত্যা করার অজুহাত সৃষ্টির জন্যে।

বারাববাস ॥ তোমরা দাওনি আগুন?

জনতা ॥ না।

বারাববাস ॥ ঠিক বলছ? তোমরা আগুন দাওনি?

১ম ॥ দিয়েছে সীজারের লোকজন।

বারাববাস ॥ সীজারের লোকজন, তোমবা নয়! কেন?

৩য় ॥ কিসের কেন?

বারাববাস ॥ কেন তোমরা আগুন দিলে না? কেন, কেন তোমরা চিরকাল এই ভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে? আমি যে, আমি যে বড় আশা করেছিলাম—

১ম ॥ অমন হীন কাজ খ্রীষ্টানরা করে না।

২য় ॥ খ্রীষ্টানরা পাপীকে ক্ষমা করে।

বারাববাস ॥ ভালবাসে হত্যাকারীকেও? এত বড় হৃদয় তোমাদের? ক'ই এত ভালবাসা নিয়েও তো মেসোয়াকে বাঁচাতে পারলেনা?

৩য় ॥ চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা বলো না।

বারাব্বাস ॥ সীজারের লোকজন যে আগুন জ্বালিয়েছে, সে আগুনে তো তোমরা তাদেরই পুড়িয়ে মারতে পারতে? চিরকাল তো আগুন ওরাই জ্বালায়, প্রবঞ্চনার আগুন, প্রতিহিংসার আগুন, আর সেই আগুনেই তো ওরা পুড়ে মরে—এই তো দুনিয়ার সব সীজারের ভবিতব্য, এবার তার উল্টোটা ঘটালে কেন? তোমরা কেন মরতে এসেছ?

১ম ॥ এই লোকটা কে?

২য় ॥ একটা খ্রীষ্ট বিরোধী অধার্মিক হিংস্র পশু।

৩য় ॥ আমি চিনেছি ওকে, ও জেরুজালেমের লোক। ডাকাত বারাববাস। মেসোয়ার আত্মোৎসর্গের মূল্যেই ও মুক্তি পেয়েছিল!

১ম ॥ দূর হও, দূর হও তুমি।

২য় ॥ নরকের কীট।

৩য় ॥ উচ্ছন্নে যাক ডাকাতটা।

বারাব্বাস ॥ কেন তোমরা চিরদিন শুধু এই ভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে? দেখলে তো তোমাদের এত ভালমানুষিও কোন কাজে লাগল না। তোমরা ওদের মারতে চাওনি কোনদিন, স্বপ্নেও ভাবনি কোন রাত্রে, ওদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে। এত নিরীহ তোমরা, এত মাটির মানুষ! তবু কি এড়াতে পারলে এই মৃত্যু? পেরেছিল কি তোমাদের মেসোয়া? সীজারের এক চালেই তো শেষ হয়ে গেলে তোমরা।

৩য় ॥ কথা বলো না এই নরপশুটার সঙ্গে।

১ম ॥ এসো আমরা প্রভুর নাম করতে করতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি।

(সৈনিকরা এসে বারাববাসকে ছাড়া সবাইকে নিয়ে যায়। বারাববাসকে একেই ক্রুশবিদ্ধ করার আয়োজন চলে। অবিরাম হাতুড়ির আওয়াজ।)

বারাব্বাস ॥ পারলাম না মেয়েটি, আমার সোনা মেয়েটি, তোর রক্তে ভেজা মাটিতে বুনে দিতে সোনালী ফসল—পারলাম না। (দু'জন সৈনিক এসে বারাব্বাসকে ধ'রে ক্রুশের দিকে টানতে থাকে)

বারাব্বাস ॥ তোমাদের জন্যে স্বর্গের আলোকিত প্রশস্ত রাজপথ, নন্দন-কানন, আর অপ্সরার দল, আমার জন্যে শুধু ঘৃণা আর অভিশাপের কলঙ্কিত অন্ধকার। তবে তাই হোক মেসোয়া। স্বর্গের আনন্দ নিকেতনে বসে ঈশ্বর পুত্র তুমি মুখে নিয়ে প্রসন্ন হাসি যতবার বলে যাবে, ভালোবাসো পাপীকে, ক্ষমা করো নরঘাতককে ; আমি তত কবরের বিষণ্ন শান্তি বিদীর্ণ করে চিৎকার করে যাবো—হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু! তুমি যত উদার করুণায় ভরিয়ে দেবে বঞ্চিত মানুষের আকাশ, আমি তত বার বার বলে যাব—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ। তুমি যত বলবে মেসোয়া, প্রেমের রাজ্য আনো পৃথিবীতে, আমি তত আমার রক্ত দিয়ে লিখে যাব হত্যাকারী শোষক-দের খতম না করলে প্রেমের রাজ্য আসে না। অপ্রেম আর হিংসাকে গলা টিপে না মারলে প্রেম আর অহিংসা অবাস্তব স্বপ্ন বিলাস। তুমি যত বলবে—হৃদয় পরিবর্তন কর ঘাতকের,—আমি তত বলে যাবো শুধু হত্যা করেই হত্যাকারীকে নিঃশেষ করা যায়, কাঁটা দিয়েই তুলতে হয় কাঁটা। (বারাব্বাসকে ক্রুশে'র সামনে দাঁড় করিয়ে হাতুড়ি পিটতে থাকে) তোমার জন্যে থাক মেসোয়া, শত শত ভক্তজনের হৃদয় চর্চিত অর্ঘ্য, আমি মেনে নিলাম এই উপেক্ষার নরক যন্ত্রণা। জানি মেসোয়া, হয়তো এই সীজারের দলই তোমাকে একদিন পূজো করবে, তোমার নামে গড়বে ধর্মমন্দির, তবুও সেদিন জেনে রেখো—ক্রীতদাসের নগ্ন পিঠ কালা কালা হয়ে যাবে তোমারই আশীর্বাদপূত ওদের নিষ্ঠুর চাবুকে। তুমি তো দুনিয়া বদলাতে পারেনি দেবতা! তখন হয়তো তুমি পরিতুষ্ট আত্মপ্রসাদে ভেবে নেবে ধরণীতে এসে গেছে প্রেমের ভাগিরথী, তখনও এই দস্যু বারাব্বাস এই ঘৃণিত বারাব্বাস চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাবে—ভুল, ভুল, মেয়েটার রক্তের প্রতিশোধ অসম্পূর্ণ এখনো. তোমার প্রেমের রাজ্য সীজারের সাম্রাজ্য থেকে এক চুলও নয় পৃথক। (বারাব্বাসকে ক্রুশে ঝুলিয়ে দুই সৈনিক দু'পাশে দাঁড়িয়ে। ক্রুশ থেকেই বারাব্বাস বলে চলে) তোমাদের জন্যে তবে পুষ্পিত উপাচার, আলোকদীপ্ত বর্ণাঢ্য কল্পস্বর্গবাস আর আমার জন্যে শুধু ধিকৃত অন্ধকার। তাই হোক তবে-এই

মহাতমিস্রাকেই করি আত্ম নিবেদন এই ভেবে—আগামী কোন কালে অন্ধকারের দিগন্তহীন এই সমুদ্র পেরিয়ে পৌঁছে যাবেই মানুষ প্রত্যাশিত আলোকিত বন্দরে। (বারাব্বাসের মাথাটি ঝুলে পড়ে)

নেপথ্যে অগণিত কণ্ঠে॥ পৌঁছে যাবেই মানুষ, প্রত্যাশিত আলোকিত বন্দরে।

(তিনবার কথাটি উচ্চারিত হয়। একটি রক্তিম আলোকরেখা স্পর্শ করে বারাব্বাসের রক্তাক্ত মৃত মুখটিতে। পর্দা নামে।)

[প্রযোজনা সংক্রান্ত ইঙ্গিত—পুরো নাটকটি নিরাভরণ মঞ্চে অভিনয় হবে, অনেকটা যাত্রার মত। শুধু পেছনের পর্দায় একটি কালো ক্রুশ থাকবে। এছাড়া ইচ্ছা করলে মঞ্চে কয়েকটি ছোট বড় বেদী রাখা যেতে পারে। ছোট ছোট খণ্ড দৃশ্যগুলি আলো জ্বালিয়ে-নিভিয়ে বা স্থান পরিবর্তন করে করা যায়। প্রযোজনায় সরলতার জন্য একই আলোতেও করা চলতে পারে, সূত্রধার খণ্ড দৃশ্যগুলিকে কেবল সংযুক্ত করবেন। পোষাক পরিচ্ছদ স্বাভাবিক ভাবেই গ্রীক রোমান যুগের মত হবে। তবে খুব ব্যয়সাধ্য কিছুর দিকে না গিয়ে অতি-সাধারণ কাপড়-চোপড় দিয়েও বাঞ্ছিত এফেক্ট সৃষ্টি করা যায়। অভিনয়ের আগে নাট্যকারের অনুমতি নেবেন।]

কথা-বলা পুতুল / জহর দাশগুপ্ত

চরিত্র: টিকিট কাউণ্টারের দুটি ছেলে, নীলা, মণ্টু, বাবু, সমু, অভয়, অভয়ের বউ, সাংবাদিক, প্রাণ, মাস্টার ব্যাম্বু, পুতুল ও একটি সিপাই।

(মঞ্চের মধ্যে আর একটি মঞ্চ। এই মিনি মঞ্চের তিনদিক একরঙা কাপড়ে ঢাকা, সামনে পর্দা এবং প্রয়োগকর্তা নাটকের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পর্দায় কোনো নক্সা বা ছবি-টবির ব্যবহার করতে পারেন। পর্দাটা এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে একজন প্রমাণ সাইজের লোক তা হাত দিয়েও সরিয়ে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে কপিকলে টানবার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। বেলুন উড়িয়ে চাইনিজ লণ্ঠন দিয়ে ছোটো মঞ্চের চারদিকে রূপকথা-সুলভ আবহাওয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে। মিনি মঞ্চের সামনে দর্শক-অভিনেতাদের বসবার জন্য দু কালিতে গোটা আটেক চেয়ার, ডেকরেটারদের কাছ

থেকে ভাড়া করা চেয়ার হলেই দেখতে ভালো লাগবে। ছোটো মঞ্চের ওপরে ফেষ্টুনে বড় বড় করে লেখা: মাস্টার ব্যাম্বুর কথা-বলা পুতুল। পাশেই একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড, একটা প্ল্যাকার্ড আঁটা, তাতে লেখা: প্রদর্শনীতে প্রবেশাধিকার আইন বলে সংরক্ষিত। প্ল্যাকার্ডের ওপর একটা লাল ডুম লাগানো। মূল মঞ্চের সামনের দিকে একপাশে অথবা প্রসেনিয়ামে প্রদর্শনীর টিকিট-বিক্রির কাউণ্টার। এ-অংশটাও অভিনয়ের অঙ্গীভূত। এখানে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে আছে দুটি যুবক। একটি মাইকে নানা রকম ঘোষণা করছে, আর একটি রেকর্ড-প্লেয়ার চালাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে টিকিট বিক্রি করছে। যারা দর্শক-অভিনেতা তাদের এই কাউণ্টার থেকে টিকিট কাটতে হবে। কাউণ্টার নীচে হলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাবে এবং যে যার জায়গায় গিয়ে বসবে। মূল পর্দা সরে গেলে দেখা যাবে মঞ্চ ফাঁকা। মিনি মঞ্চেও পর্দা টানা। দর্শকদের চেয়ারও খালি। কাউণ্টারের একটি ছেলে সিগারেট খেতে খেতে লাল পেনসিলে টিকিটে নম্বর বসাচ্ছে বা ঐ জাতীয় কিছু করছে এবং আর একজন রেকর্ডপ্লেয়ার চালাচ্ছে। 'এ দুনিয়ায় ভাই সবি হয়, সব সত্যি', এ-জাতীয় কোনো ফিল্মী গান বাজালেই ভালো হয়। গানটা এমন ভাবে বাজাতে হবে যাতে শুরু থেকে ওটাই হবে টাইটেল মিউজিক, পর্দা উঠে গেলে তা-ই হবে কাউণ্টারের রেকর্ড প্লেয়ারের গান। গান শেষ হলে ঘোষণা শুরু হল :)

ছেলে ১ ॥ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মাস্টার ব্যাম্বুর অবিশ্বাস্য খেলা, কথা-বলা পুতুল! হাঁ, অঘটন আজো ঘটে। পুতুলও কথা বলে, হুবহু মানুষের মতই কথা বলে, মানুষ না পুতুল, পুতুল না মানুষ বোঝাই যায়না! ফ্যাণ্টাস্টিক! মিরাকিউলাস্! চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয়না, যার প্রাণ নেই, চিন্তাশক্তি নেই, ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই সেই পুতুল কি করে অনর্গল কথা বলে যায়! চলে আসুন, চলে আসুন। এ-সুযোগ হারাবেন না। টিকিটের হার মাত্র পনের পয়সা। (ঘোষণার পরে আবার গান শুরু হল। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সের চাকর মণ্টুর সঙ্গে দশ-এগারো বছর বয়সের মেয়ে নীলা তখন কাউণ্টারের সামনে টিকিট কাটছিল। ওরা যখন মিনি মঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন গান একদম থামিয়েও দেওয়া যেতে পারে, বাজালেও খুব আস্তে আস্তে বাজবে।)

নীলা॥ এই মণ্টু, কথা বলা পুতুল কোথায় রে?

মণ্টু ॥ ওই ঘরটার মধ্যে বোধ হয় লুকিয়ে রেখেচে।

নীলা ॥ কেন রে, লুকিয়ে রেখেছে কেন রে?

মণ্টু ॥ আরো আরো সব নোক আসবে, তখন পর্দা ফাঁক করে দেখাবে।
(নীলা অবাক হয়ে চারদিক দেখতে দেখতে নিজে একটা চেয়ারে বসল এবং পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে মণ্টুকে বলল)

নীলা ॥ তুই এই চেয়ারটায় বোস।

মণ্টু ॥ আমি বরং নীচোয় বসি। (নীলার সামনে মাটিতেই বসে পড়ল)

নীলা ॥ ওখানে বসলি কেন?

মণ্টু এখেনটা বেশ সমান মতন, সুবিদে হয়।

নীলা ॥ চেয়ারে বসতে তোর লজ্জা করে, না? (মণ্টু একটু লজ্জা পায়, মুখে কিছু বলে না।) উঠে বোস না।

মণ্টু ॥ (বিরক্ত হয়ে) আমি যদি নীচোয় বসি তোমার কি ক্ষেতি হয় বল তো?

নীলা ॥ ফের ক্ষেতি ক্ষেতি করছিস, মা তোকে একদিন বারণ করেনি? এক গাঁট্টা মারবো। মাটিতে বসলে আমি ঠিক মাকে গিয়ে বলে দেবো। (হুকুমের সুরে) চেয়ারে বোস।

মণ্টু ॥ বলছি চেয়ারে বসতে আমার ভয়-ভয় করে। উল্টে পড়ে গেলে একটা নিন্দের কথা না।

নীলা ॥ থাকনা উল্টে, বেশ হয়।

মণ্টু ॥ একী মেয়েরে বাবা।

নীলা ॥ বসবি না তো?

মণ্টু ॥ বাবারে বাবা, বসলাম। (আড়ষ্টভাবে চেয়ারে বসে) তুমি বড্ড ঝগড়াকুটে হয়েছো বাপু।

নীলা ॥ (রেগে গিয়ে) আমি মাকে বলে দেবো। দেখ্, ঠিক আমি আজ মাকে বলে দেবো।

মণ্টু ॥ (ভয় পেয়ে) না না, নীলা দিদি শো লক্ষী মেয়ে!

নীলা ॥ ওসব জানিনা, বলবো বলেছি, বলবো। তুই আমাকে ঝগড়াকুটে বললি কেন?

মণ্টু ॥ তুমি আমাকে একটা পটাস করে গাট্টা মারো!

নীলা ॥ না।

মণ্টু ॥ তালে একটা কাপের আইস কিরিম খাও। খাবে খুকুমনি?

নীলা॥ এখন কাপের আইক্রিম খাবে, না? খুব পাকা হয়েছিস তুই।

মণ্টু॥ খাওনা, আমি নে আসি?

নীলা॥ (চেঁচিয়ে উঠল) না! (সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘোষণা শুরু হল। মণ্টু তখন নীলাকে নানাভাবে তোয়াজ করছে। নীলা তাকে ঠেলে দিচ্ছে, চিমটি কাটছে, চড় মারছে ইত্যাদি।)

ছেলে ১॥ না! এ-খেলা নতুন পাত্রে পুরনো মদ নয়। (দুটি কলেজের ছাত্র তখন টিকিট কাটতে এগিয়ে এসেছে) বিশ্ববাসী এ-খেলা দেখে স্তম্ভিত। পুতুল-খেলার ব্লো-হট্ এ্যাণ্ড কোল্ড। এ-জিনিস ভারতে এই প্রথম। এশিয় রেকর্ড ভেঙে এ-খেলা বিশ্ব রেকর্ড ছোঁয় ছোঁয়। চলে আসুন, চলে আসুন। মাস্টার ব্যাম্বু! টকিং ডল অফ্ মাস্টার ব্যাম্বু! (ছেলে দুটি ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে গেছে। একটির নাম বাবু, অপরটি সমু।)

বাবু॥ মাস্টার ব্যাম্বু! (খুব খানিকটা হেসে) শালার কি নাম রে! ব্যাম্বু! বুঝলি সমু, পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে তোর পেছনেই ব্যাম্বু।

সমু॥ তোর পেছনে?

বাবু॥ আমার পেছনে চেয়ার। (বলে বসতে গেছে, সমু চেয়ার স'রিয়ে নিয়েছে, বাবু চিৎ হয়ে পড়ে গেল। নীলা হেসে কুটিকুটি। মণ্টুও মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে। সমু কপট সহানুভূতি দেখিয়ে বাবুকে তুলে দিল।)

সমু॥ কি হলোরে, লাগলো?

বাবু॥ উহ্, শালা কি জোর লেগেছে রে।

সমু॥ (বাবুর প্যান্টের পেছনটা ঝেড়ে দিতে দিতে) তুই আমার পয়সায় খেলা দেখবি, আমার পেছনেই ব্যাম্বু দিবি তাই বোধহয় স্বয়ং ভগবান তোকে আয়রনিক্যালি শাস্তি দেয়।

বাবু॥ যাহ্ শালা, কোমরটা যা টনটন্ করছে না। (মণ্টুকে হাসতে দেখে বাবু তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হেঁকে এক ধমক দিল) এ্যাই!

মণ্টু॥ (ভীষণ ভয় পেয়ে নীলাকে বলে ফেলে) ছি খুকুমণি, হাসতে নেই।

নীলা॥ আহা, আমি যেন হেসেছি, মিথ্যুক।

মণ্টু॥ ওই দাদাবাবুর কোমর টনটন, হাসেনা। (বাবুকে) আমরা আর হাসবোনা। (সমু তখন প্ল্যাকার্ডের সামনে দাঁড়িয়েছিল। লেখাটা পড়তে পড়তে বাবুকে ডাকল)

সমু॥ এই বাবু (বাবু কাছে যেতে সমু বাবুকেও লেখাটা দেখাল। ওরা

যখন মনোযোগ দিয়ে লেখাটা পড়ছে তখন এমন আকস্মিক চিৎকারে আবার ঘোষণা শুরু হল যে ওরা চমকে প্রায় একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল।)

ছেলে ১ ॥ যন্ত্র! মাস্টার ব্যাম্বুর পুতুল একটি যান্ত্রিক শৃংখলা। শৃংখলাই শক্তি; শৃংখলাই প্রগতি, শৃংখলাই সৌন্দর্য। কবি বলেছেন, 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, / চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু / সাহস বিস্তৃত বক্ষপট' না, ওসব কিছুই চাইনা। কথা চাই না, চাই কাজ, চাই আনুগত্য। আপনারাও সুশৃংখলভাবে নিজের নিজের জায়গায় বসুন এবং খেলা দেখুন। (বাবু ও সমু দুখানা চেয়ারে বসে পড়ল) হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অবাধ মাস্টার ব্যাম্বু। এ-খেলা পৃথিবীর সর্বশেষ বিস্ময়। পি, সি, সরকার, উদয়শংকর, রবিশংকর, সত্যজিৎ তারপর মাস্টার ব্যাম্বু! (একটি গাঁয়ের লোক, অভয় মণ্ডল তার বউকে নিয়ে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল। অভয় দাব্‌না বের করে খাটো ধুতি পরেছে, গায়ে কোঁচকানো কোঁচকানো হাফসার্ট অভয়ের বউর মুখটা ঘোমটায় ঢেকে গেছে। তার এক হাতে ধামা আর কুলো, আর এক হাত দিয়ে সে পেছন থেকে অভয়ের জামাটা খিমচে ধরে আছে। অভয়ের ধুতির সঙ্গে তার বউর আঁচল বাঁধা কিন্তু বাইরে থেকে তা সহজে নজরে পড়ে না। ঘোষণা চলছে :) 'জগত সভায় ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' লবেই লবে। কোনো শালা ঠেকাতে পারে না। (ভাষণ শেষ। গান শুরু হল :

'ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ওসে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী—' এখানে পিন আটকে গিয়ে রাণী—রাণী

—রাণী—এই রকম আওয়াজ হতে থাকে। এই যান্ত্রিক গোলযোগে অভয় তার বউকে নিয়ে ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ে। গোলমাল থামলে ওরা টিকিট হাতে নিয়ে বাবু-সমুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।)

অভয় ॥ বাবু, এই টিকিস্ নিয়ে কোথায় ব'সবো?

বাবু ॥ (ওদের দুজনকে ভালো করে দেখে নিয়ে) কটা টিকিস্ কেটেছো?

অভয় ॥ দুটো। আমার আর —(পেছনে বউর দিকে একবার তাকাল)

বাবু ॥ বউ? (অভয় শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল) তুমি কিন্তু একটা

টিকিস্ কাটলেও পারতে!

অভয় ॥ (বুঝতে না পেরে) আজ্ঞে?

বাবু ॥ বউর টিকিস্ কাটলে কেন, ওতো দেখতেই পাবে না!

অভয় ॥ (এবার রসিকতা বুঝতে পেরে) বাতি নিবিয়ে দিলে ঘোমটা তুলে দেখবে, বলে দিয়েচি।

সমু ॥ তা বউর ম্যাক্সি, নিজে অমন মিনি পরেচো কেন? (সমু মিনি ম্যাক্সির ব্যাপারটা হাতের ভঙ্গিতে এমনভাবে বুঝিয়ে দিল যে অভয় লজ্জা পেয়ে তার খাটো কাপড়টা নীচের দিকে টেনে নামিয়ে দেয়।)

বাবু ॥ দেখি, তোমাদের টিকিস্ দেখি। (অভয় টিকিট দিল। ওরা দুজনেই দেখল, মুখ টিপে হাসল)

সমু ॥ এ তো অনেক বেশি দামের টিকিস্ গো, ফাস্-কেলাস। তোমাকে একদম সামনে গিয়ে বসতে হবে। এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি (সমু ওদের নিয়ে মিনি মঞ্চের সামনে চলে গেল) কুলো আর ধামাটা দাও তো। (সমু পাশাপাশি ধামা-কুলো পেতে দিয়ে) তুমি ধামাটায় ব'সো আর বউকে কুলোয় বসিয়ে দাও। (ওরা তাই বসল।) ঠিক আছে? খুসি তো?

অভয় ॥ (খুব খুসি হয়ে) হাঁ।

সমু ॥ তোমার নাম কি?

অভয় ॥ অভয়, অভয় মণ্ডল।

সমু ॥ অভয়? কোনো ভয় নেই। ব'সো, এক্ষুণি শুরু হবে। (সমু বাবুর কাছে ফিরে এল এবং ওরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। ভাষণ শুরু হল:)

ছেলে ১ ॥ মাত্র আর দু-এক মিনিটের মধ্যেই শুরু হবে মাস্টার ব্যাম্বুর খেলা, কথা-বলা পুতুল। সম্পূর্ণ দিশি খেলা। গুজবে কান দেবেন না, গুজব ছড়াবেন না। দেশকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে শিখুন, দিশি শিল্পকলার উন্নতির জন্যে অকৃপণ হাতে সাহায্য করুন। পুতুল দিশি, খেলা দিশি, তাইতো খেলা ভালোবাসি। টিকিট সংগ্রহ করে ঢুকে পড়ুন। এ-খেলায় ছেলে-বুড়ো নেই, ধনী-গরিব নেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত নেই। সবার জন্যে আমাদের দরজা খোলা। চলে আসুন। পনের পয়সা টিকিট। মাস্টার ব্যাম্বু। (হঠাৎ ক্যামেরা নিয়ে একজন সাংবাদিক ঢুকে পড়ল।)

সাংবাদিক ॥ খেলা শুরু হয়ে গেছে? হয়নি না? নেতাজীর জন্মদিনের ব্যাপারটা কভার করে আসতে হলো তো, দেরি হয়ে গেলো। ঘোম দিয়ে

নেতাজীর মূর্তি করেছে জানেন। ওয়াণ্ডারফুল। কোমলে-কঠোরে! মোম দিয়ে নেতাজী, কী বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি মশায়। ছেলেগুলোর কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। মোম দিয়ে নেতাজী! ওয়াণ্ডারফুল! সেখান থেকে আবার স্ট্রেট চলে যেতে হলো কলাবাগান। (হঠাৎ অভয়দের দেখতে পেয়ে) ওগুলো কি করতে এসেছে বলুন তো?

বাবু॥ আপনি যা করতে এসেছেন।

সাংবাদিক॥ তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং! মানে দেশটা কি দুর্দান্ত বেগে এগিয়ে যাচ্ছে ভাবুন! একটা গাঁয়ের লোক বউ নিয়ে আপনার পাশে বসে পুতুল-খেলা দেখছে। তিরিশ বছর আগে ভাবা যেতো? (অভয়কে) এই যে কত্তা কোথায় থাকা হয়?

অভয়॥ আজ্ঞে কলা বাগান

সাংবাদিক॥ বাই জোভ্! কী যোগাযোগ! আমিও তো কলাবাগান থেকে আসছি আচ্ছা তুমি ওখানকার অ্যাঞ্জিনা কেজ্জির নাম শুনেছো?

সমু॥ দূর মশায়, ও কি করে ওসব জানবে?

সাংবাদিক॥ জানেনা না? অথচ ব্যাপারটা কিন্তু ওর ঘাড়ের ওপর। জানা উচিত। এক অধ্যাপক আর স্ত্রী মিলে ওদের গাঁয়ে এই সেসন থেকে একটা কোজ স্কুল ওপেন করেছে। সে কী রাশ মশায়, মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। কোনো এজুকেটেড বাপ মা বাংলা মিডিয়ামে বাচ্চাদের আর পাঠাতেই চান না। যাই বলুন, দেশ স্বাধীন হবার পরই কিন্তু ইংরেজিকে আমরা যথার্থ মর্যাদা দিতে শিখেছি। 'আ-মরি বাঙলা ভাষা। তোমার কোলে তোমার বোলে,'—এসব গান আর ভালো লাগে? নস্টালজিক! কোনো মানে হয়! ও রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন বোস যা-ই বলুন মশায়, ইংরেজী ছাড়া মডার্ণ এজুকেশন ভাবাই যায় না।

সমু॥ আপনার ক্যামেরা কেন?

সাংবাদিক॥ মডার্ণ টাইমস্ পড়েন না, লক্ষাধিক প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক, মডার্ণ টাইমস্? আমি মডার্ণ টাইমসের সাংবাদিক। রাশিয়ান কথা-বলা পুতুল-টুতুল এর আগে দেখেছি। এ শুনলাম দিশি পুতুল, দিশি খেলা। ভাবলুম, দেখে আসি। (কাউন্টারে তখন প্রাণ টিকিট কাটছে। খানিকটা বেহেড অবস্থা,

প্রাণ॥ একদম ফ্ল্যাট্ রেট পনের পয়সা টিকিট?

ছেলে ২ ॥ হাঁ।

প্রাণ ॥ ব্যালকনি-ক্যালকনি কিছুই নেই?

ছেলে ২ ॥ বলছি তো না।

প্রাণ ॥ তা অতো রঙ নেবার কি আছে দাদা ভদ্দর ভাবে বললেই তো হয়, ওপেন টু অল্। (মঞ্চে উঠে) এ কি রে এখনো তো বোরকাই খোলেনি!

সাংবাদিক ॥ আহ্, হচ্ছে কি?

প্রাণ ॥ কি হলো দাদা?

সাংবাদিক ॥ ছে-ছে. ও আবার কি কথার ছিরি। বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে, ভালো ভাবে কথা বলুন না।

প্রাণ ॥ শিখিয়ে দিন।

সাংবাদিক ॥ (সমুকে) কি বললো?

সমু ॥ বললো শিখিয়ে দিন।

সাংবাদিক ॥ দরকার হলে দেবো বৈকি। আমি কে জানেন—কাগজে লিখি!

প্রাণ ॥ আমি কে জানেন, কাগজ পোড়াই! (মাস্টার ব্যাম্বু মঞ্চে ঢুকল। কাউন্টারের আলো নিভে গেল। মাস্টার ব্যাম্বু মিনি মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াল। দর্শকদের আলো, কাউন্টারের আলো সব নিভে গেল শুধু ব্যাম্বুর মুখে একটা আলো)

ব্যাম্বু ॥ আমার নাম মাস্টার ব্যাম্বু। (সমর ফিক্ করে হেসে ফেলল) সাইলেন্স! (ব্যাম্বু অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাবে চারদিকে একবার তাকাল তারপর মিনি মঞ্চের সঙ্গে লাগানো একটা সুইচ টিপল. তাতে 'প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত' ইত্যাদি লেখার ওপরকার লাল আলো একবার জ্বলল একবার নিভল। আর একটা সুইচ টিপল, একটা কলিং বেল বেজে উঠল। তখন একটি সিপাই গোছের লোক দোনলা বন্দুক নিয়ে ঢুকে দুবার খটখট করে পায়চারি করে বেরিয়ে গেল) আমার নাম মাস্টার ব্যাম্বু। ব্যাম্বু শুনে আপনাদের হয়তো হাসি পাচ্ছে, কারণ ব্যাম্বু মানে আপনারা জানেন—বাঁশ। কিন্তু আমার কাছে ব্যাম্বু শুধু ট্রপিক্যাল বা সাব-ট্রপিকেল্ উদ্ভিদ মাত্র নয়, আমার কাছে তা একটি সূক্ষতার ইঙ্গিত, সাবলিমেশনের দিকে যেন পয়েন্টেড ফিংগার! (ব্যাম্বু বাঁশের মত করে তর্জনী তুলে ধরল শূন্যে) পৃথিবীতে কবে থেকে পুতুল খেলা শুরু হয়েছে কেউ বলতে পারেনা। নির্বাক চলচ্চিত্রের মত এ-খেলাও এতদিন ছিল নির্বাক, আজ হয়েছে সবাক। অভিজ্ঞতা

সফরের জন্যে আমি পৃথিবীর সব জায়গায় গিয়েছি, ইয়েজ, গ্রীনল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক, চিলি, নিউজিল্যাণ্ড, কায়রো, আদ্দিস আবাবা, কেপটাউন, মস্কো, প্যারিস, বার্লিন, লণ্ডন, মক্কা, ব্লাডিভস্টক, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর, নিউগিনি, কিউবা, ব্রিসবেন, হাওয়াই—সব—সব জায়গায়। পুতুল খেলার ট্র্যাডিশন কম বেশী সব জায়গাতেই আছে কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে পুতুলকে করতে চেয়েছি ফ্যান্টাস্টিক—ডোমেস্টিক—ডকুমেন্টারি—এপিক হোয়াট নট! (অভয়ের বউ অভয়ের কানে কানে কি বলল, তারা দুজনে উঠে দাঁড়াল) কি হলো?

অভয় ॥ আমরা বাড়ী যাবো বাবু?

ব্যাম্বু ॥ কেন?

অভয় ॥ বউ বলছে, ওর বুক ধড়ফড় করছে!

ব্যাম্বু ॥ কেন জিজ্ঞেস করো তো। (অভয় তার বউর সঙ্গে আবার চুপিচুপি কি বলাবলি করল।)

অভয় ॥ বলচে, ইংরেজী শুনে।

ব্যাম্বু ॥ (অট্ট হেসে) ইংরেজী কোথায়? আমি তো বাংলায় বলছি। সিট ডাউন, সিট ডাউন। (অভয় তার বউকে নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল) কি হলো আবার?

অভয় ॥ বল্লেন তো, চলে যাও, চলে যাও!

ব্যাম্বু ॥ (হেসে) না না, বসতে বলেছি। ব'সো।

প্রাণ ॥ লেকচারটা থামিয়ে খেলা শুরু হোক ঠিকই বসবে।

ব্যাম্বু ॥ সাইলেন্স! (সুইচ টিপে আলো জ্বালাল, নেভাল। কলিংবেল বাজাল। সিপাই ঢুকে পায়চারি করে বেরিয়ে গেল। অভয় তার বউকে নিয়ে অগত্যা বসল।) আমার মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ সায়েন্স টেক্‌নোলজি আর্ট লিটারেচার স্পোর্টস গেমস্ এককথায় সর্ববিষয়ে পৃথিবীর উন্নততম দেশ। সেখানকার লোকশিল্পও আশ্চর্য। কতো বিচিত্র পুতুলই না সে দেশে আমি দেখেছি। মূলত আমার সামনে প্রেরণা বলতে সেখানকার কথা-বলা পুতুল। তাই বলে কি আমার পুতুলের কোনো মৌলিকতা নেই? নিশ্চয়ই আছে! রাশিয়ান ধারায় ট্রেনিং নিলেও এ পুতুল সম্পূর্ণ দেশীয়। এ আমাদের সনাতন ভারতীয় পুতুল। দেখলেই বুঝতে পারবেন, এ-পুতুল পিকিউলিয়ার, সেকুলার, সোস্যাল, ডেমোক্র্যাট!

(হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল) নো নো, ফোটোগ্রাফি ইজ্ স্ট্রিক্ট্লি প্রহিবিটেড্। ছবি নেবেন না, ছবি নেবেন না। (সাংবাদিক ছবি নেবার জন্য ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু ব্যাম্বুর চেঁচামেচিতে থেমে গেল।)

সাংবাদিক ॥ আমি মডার্ণ টাইম্‌স্ থেকে—।

ব্যাম্বু ॥ নিকুচি করেছে মডার্ণ টাইম্‌স্। আগে বসুন, খেলা দেখুন। (সাংবাদিকের কাছে তেড়ে গিয়ে মুখ বিকৃত করে আবৃত্তি করে)

ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক,
প্লে হোয়াইল ইল প্লে,
দ্যাট্ ইজ্ দি ওয়ে টু বি হ্যাপি এ্যাণ্ড্ গে।

সিট ডাউন, সিট্ ডাউন। (স্বস্থানে ফিরে এসে) এবার আমার খেলা শুরু। মাস্টার ব্যাম্বুর টকিং ডল। পৃথিবীর আশ্চর্যতম খেলা। টকিং ডল অফ্ মাস্টার ব্যাম্বু। (বলতে বলতে ব্যাম্বু মিনি মঞ্চের স্ক্রীন টানতে শুরু করে। টুংটাং ডিং ডং করে জলতরঙ্গের মত বাজনা বাজাতে থাকে। পর্দা সরে গেলে দেখা যাবে একটি চেয়ারের ওপর পুতুল বসে আছে। তার মাথায় মুসলমানী ফেজ টুপি, গায়ে কোট-টাই, পরণে ধুতি। ব্যাম্বু মঞ্চের ওপর উঠে গেল ধীরে ধীরে তারপর পুতুলের পেছনে গিয়ে তার ঘাড়ের ওপর দুপাশ থেকে দুহাত রেখে দাঁড়াল।) সবাইকে অভিবাদন জানাও পুতুল।

পুতুল ॥ নমস্তে—নমস্কার—গুড্ ইভ্নিং। আমি ত্রিভাষা ফর্মুলায় কথা বলবো। নমস্তে—নমস্কার—গুড্ইভ্নিং !

ব্যাম্বু। তোমার নাম কি পুতুল ?

পুতুল ॥ মেরা নাম রিচার্ড মধুসূদন মোল্লা। আমার নাম রিচার্ড মধুসূদন মোল্লা। মাই নেম্ ইজ্ রিচার্ড মধুসূদন মোল্লা।

ব্যাম্বু ॥ দেখো কতো লোক তোমাকে দেখতে এসেছে, তুমি এদের সঙ্গে কথা বলবে না ?

পুতুল ॥ জরুর—নিশ্চয়ই—সার্টেন্‌লি।

ব্যাম্বু ॥ আজ তুমি কি ভাষায় কথা বলবে ?

পুতুল ॥ বাংলা দেশে আছি, বাংলাতেই বলি।

ব্যাম্বু ॥ বেশ, তুমি তাহলে এখন কার সঙ্গে কথা বলবে ?

পুতুল ॥ ওই বাচ্চা মেয়েটাকে ডাকোনা, ওই যে পিটপিট করে আমাকে দেখছে।

ব্যাস্থ্॥ (নীলাকে) এই যে খুকি, এসোনা এদিকে, এসো। (নীলা উঠে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মণ্টুও) তুমি এর সঙ্গে কথা বলো রিচার্ড মধুসূদন মোল্লা।

পুতুল॥ কি গো, তোমার নাম কি ?

নীলা॥ নীলা দাশগুপ্ত।

পুতুল॥ তুমি স্কুলে পড়ো ?

নীলা॥ হাঁ।

পুতুল॥ কোন্ ক্লাসে পড়ো ?

নীলা॥ ক্লাস সিক্‌সে।

পুতুল॥ ওইটুকু মেয়ে সিক্‌সে পড়ো। বাহ্, খুব ভালো মেয়ে তো! তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

নীলা॥ (হেসে ফেলে) হাঁ।

পুতুল॥ হাসছো কেন ? বিয়ের কথা শুনে মজা লাগছে, না? আমি কিন্তু তোমার বর হবো, আমার কথা শুনবে তো ?

নীলা॥ হাঁ।

পুতুল॥ হেসোনা, হেসোনা। দুদিন বাদে তোমার বর হবো, বরের সঙ্গে কি ফাজলামো করা ভালো ?

নীলা॥ (ভঙ্গি করে) তবে কি রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকবো ?

পুতুল॥ ও বাবা, সুকুমার রায় কোট্ করলো, সুকুমার রায় কোট করলো! পড়াশুনো করে রোজ খানিকটা ভাস্কর লবন খেয়ে শোবে কেমন ? দেখো যেন বদহজম না হয়। আচ্ছা তোমাদের স্কুলে এখন বেশ পড়াশুনো হয় ?

নীলা॥ হাঁ।

পুতুল॥ ছেলেগুলো আর বদমাইসি করেনা তো ?

নীলা॥ কিসের বদমাইসি ?

পুতুল॥ এই স্কুল পোড়ানো, মাস্টার ঠেঙানো, বোমা-পট্‌কা-পাইপগান, এসব বন্ধ হয়েছে তো ?

নীলা॥ ওসব আমি কিছু জানিই না।

পুতুল॥ লক্ষী মেয়ে! না-জানাই তো ভালো। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ! নতুন করে স্কুলে আবার যে দশ বছরের কোর্স হয়েছে, ভালো লাগছে ?

নীলা॥ ওসব আমি কিছু বুঝিই না।

পুতুল॥ লক্ষী মেয়ে। না বোঝাই তো ভালো। বেশী বোঝা ভালো না।

কেউ কিছু বোঝেনা বলেই তো এতো গুদলি কাজকর্ম চলে। দেখছো না রোজ রোজ সিলেবাস পাল্টায়, সিস্টেম পাল্টায়, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই একদিন না একদিন আমরা একটা সত্যে পৌঁছে যাবো দেখো।

নীলা॥ কবে পৌঁছবো?

পুতুল॥ থার্ড ওয়ার্লড্ ওয়ারের আগে নিশ্চয়ই। তুমি লেখাপড়া শেষ করে নাও তারপর খুব ঘটা করে তোমাকে বিয়ে করবো। হনিমুন করতে যাবো সাইবেরিয়া। সাইবেরিয়ার একটা গল্প শুনবে ভাবী বউ?

নীলা॥ গল্প!—হাঁ শুনবো।

পুতুল॥ উ স্তারিক বয়্‌কাল্য বীলো ত্রিস্তা 'ত্রংসাৎ শেস্ত' দাচিরেয়্‌। সাময় ক্রাসিভয়্‌ ই কাপ্রিজ্‌ নোজ্‌ বীলা স্তারশায়া পোইমেনি আন্‌গারা।

নীলা॥ ওমা, কি বিচ্ছিরি গল্প! আমি একটুও বুঝতে পারছিনা।

ব্যাস্ক॥ রিচার্ড মধুসূদন মোল্লা, তুমি যে বললে আজ সব কথা বাংলায় বলবে?

পুতুল॥ লজ্জিত—দুঃখিত—অনুতপ্ত মাস্টার। কানমলা খাই, কানমলা খাই, কানমলা খাই। গল্পটার মানে, 'বুড়ো বৈকাল হ্রদের ছিলো তিনশ ছত্রিশটি মেয়ে। সবচেয়ে সুন্দরী আর জেদী ছিলো বড়ো মেয়ে আঙ্গারা।' নীলকুমারীকে আগে বিয়ে করি তারপর রুশ ভাষা শিখিয়ে গল্প শোনাবো। সুন্দু সুন্দু লক্ষী মেয়ে।

নীলকুমারী সারি সারি দুলছে কানে দুল,
কানন হতে কচুর পাতে আনছে তুলে ফুল।

(হঠাৎ মণ্টুকে দেখতে পেয়ে) নীলকুমারী; নীলকুমারী, তোমার সঙ্গে ওটা কে? তোমাদের চাকর নাকি নীলকুমারী?

মণ্টু॥ (ভয়ানক রেগে গিয়ে) চাকর আবার কি, চাকর? ভব্যতা শেখেনি, পুতুলগিরি করছে। 'কাজের লোক' বলতে পারো না, ছোটোলোক পুতুল।

পুতুল॥ ওরে বাবারে বাবা, আজকাল চাকর-বাকরদের কি মেজাজ হয়েছে রে। আমি কোথায় যাবো রে?

মণ্টু॥ জাহান্নামে যা না! কথা-বলা পুতুল না ছ্যাঙ্কের মন্তর-বলা পুতুল। অসভ্য, আমাকে বলে কি না চাকর। চাকর কোন্ শালা নয়রে? তুই নিজে কি? চাকর না? তুইও তো ওই লোকটার চাকর। শুনে শুনে

চাড্ডি শেখানো বুলি ঝাড়ছে তার আবার দেমাক কতো। চলো খুকুমনি, বাড়ী চলো।

ব্যাম্বু ॥ না, খুকুমনি যাবে না।

মণ্টু ॥ হাঁা, যাবে, নিশ্চয় যাবে—খুকুমনি আমাদের, আপনার কি মশায়!

ব্যাম্বু ॥ সাইলেন্স্। (বোতাম টিপে যথারীতি আলো জ্বালাল, নেভাল। এবার একবারের বদলে তিনবার কলিং বেল বাজাল, তাতে সিপাই এসে মণ্টুকে কলার ধরে বাইরে বার করে নিয়ে গেল। মণ্টুও সমানে চেঁচাল:)

মণ্টু ॥ না, যাবোনা বাইরে। পয়সা দিয়ে খেলা দেখছি, ফোকোটে নাকি! শালা ধাপ্পাবাজ, জোচ্চোর। খুকুমনি, চলে এসো। (মণ্টুকে বের করে নিয়ে গেল। নীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সমু ও বাবু উত্তেজিত হয়ে)

সমু ॥ আপনি তো মশায় আচ্ছা লোক।

বাবু ॥ আপনার পুতুলের কথায় সায় দিতে না পারলেই আপনি অপমান করে বের করে দেবেন? বাহ্, চমৎকার!

ব্যাম্বু ॥ আপনারা কি এখানে খেলা দেখতে এসেছেন, না—। (হঠাৎ সাংবাদিকের দিকে নজর পড়তে) আপনি কি করছেন? ইউ, আপনাকে বলছি?

সাংবাদিক ॥ আমার রিপোর্টটা—।

ব্যাম্বু ॥ শুনুন রিপোর্ট লিখুন আর যাই করুন, আমাকে না দেখিয়ে ছাপবেন না। (রেগেমেগে চেঁচিয়ে ওঠে) রিপোর্ট মানে তো এই যে এদের সঙ্গে আমার বচসা হচ্ছে, আমাকে অপমান করছে, এমন চমৎকার খেলাটা মাটি হয়ে যাচ্ছে—ফেনিয়ে ফেনিয়ে এসব লিখবেন। খেয়েদেয়ে তো কাজ নেই আপনাদের। (আবার বাবু-সমুকে লক্ষ্য করে) হাঁ যা বলছিলাম, আপনারা কি খেলা দেখতে এসেছেন, না গোলমাল পাকাতে এসেছেন?

বাবু ॥ যান যান মশায়, এ সব আমাদের ঢের ঢের দেখা আছে। খুসি মতো কতোগুলো কথা টেপ করে রেখেছেন আর কায়দা করে পুতুলের বলে চালিয়ে দিচ্ছেন।

ব্যাম্বু ॥ মিথ্যে কথা, আমার পুতুল নিজেই কথা বলে।

সমু ॥ (শ্লেষ করে) শুধু পেছনে দাঁড়িয়ে চাবিকাঠি নাড়তে হয়, তাই না?

বাবু ॥ আপনি সরে যান ওখান থেকে।

সমু ॥ আমরা যা খুসি তাই জিজ্ঞেস করবো দেখি কেমন জবাব দিতে পারে।

ব্যাম্বু ॥ নো, আপনারা যে যাই বলুন, দিস্ ইজ সায়েন্স। আপনারা এর

মর্যাদা বুঝবেন না।

পুতুল ॥ হি হু নোজ্ নট্, এ্যাণ্ড্ নোজ্ নট্ হি নোজ্ নট্, ইজ্ ফুল, শান্ হিম্।

ব্যাম্বু ॥ আমার পুতুল বলছে, আপনারা যে কিছু জানেন না, তা-ও আপনাদের জানা নেই। আপনারা তো টুকলিবাজ। সত্তর দশকের নয়াবাম। পুতুলও বলছে, যে বোকা তাকে তাড়িয়ে দাও।

সমু ॥ বেশ, পয়সা ফেরত দিন, চলে যাচ্ছি।

ব্যাম্বু ॥ যান না, পয়সা আবার কিসের? কিছু জানবার বোঝবার ধৈর্য নেই আপনাদের। আপনারা সেমি-পাগল। পাগল আর আপনার মধ্যে পার্থক্য কি জানেন? পাঁচ পয়সা পরিমাণ আইওডিন। ডাক্তার দিয়ে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড থেকে আইওডিনটুকু বের করে দিলেই তো হয়ে গেলো। এই সামান্য জিনিস নিয়ে এতো অহংকার! আপনারা খালি টুকতেই জানেন আর টুকতে না দিলে চেঁচাতে জানেন।

বাবু ॥ আপনি আর আপনার পুতুলও তো টুকলি ধরা পড়েছেন বলে চেঁচাচ্ছেন।

ব্যাম্বু ॥ না। আমার দুঃখ, (কাঁদো কাঁদো) আমার পুতুলকে আপনারা অপমান করেছেন। আমার পুতুলের চোখে আজ জল! আমার বিপন্ন পুতুলের জন্যে আমি যে কোনো ঝুঁকি নিতে রাজী আছি। লাগুক বিশ্বযুদ্ধ আর একটা, পরোয়া করি না। (বাবু মুখ দিয়ে একটা বিশ্রী আওয়াজ করল) প্যাক দিয়ে লাভ নেই। নির্বোধ জানোয়ারের মতো আওয়াজ করছেন। শুনুন এর নাম টিলেপ্যাথি!

সমু ॥ (সরু গলায়) হাঁ, হোমিওপ্যাথির বড়দাদা।

ব্যাম্বু ॥ ইয়েস ইট্স্ এ কমিউনিকেশন অফ্ আইডিয়াস ফ্রম মাইণ্ড্ টু মাইণ্ড্ উইথআউট দি ইউজ্ অফ্ ওয়ার্ডস অর্ সাইন্স্। এ একটা ভাবধারার যোগাযোগ।

অভয় ॥ (বউকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) বাবু, বউকে নিয়ে আমি বাড়ি যাই?

ব্যাম্বু ॥ তুমি যাওনা রাস্কেল, বউ কি তোমার ল্যাংবোট? ওকে টানছো কেন? ও খেলা দেখে যাবে। (আবার বাবু ও সমুকে) এই জেনারেশনটা খেলাও দেখতে চায় না। শালারা উশৃংখল, নৈরাজ্যবাদী কালাপাহাড়, হতাশাবাদী ভাগাড়ের শকুন, ধ্বংসকামী বুনো বাইসন। শালারা নিজেরা টুকে পাশ করেছে তাই সবাইকেই ভাবে ওদের মতো টুকলিবাজ। ইতর!

ওদের আমি বার করে দেবো।

অভয় ॥ (গোলমালে ভয় পেয়ে আবার উঠে দাঁড়াল) বাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে বউ শুদ্ধু বার করে দিন।

ব্যাম্বু ॥ সাইলেন্স। (সুইচ টিপল। আলো জ্বলল, নিভল। তিনবার কলিং বেল বাজল। সিপাই এসে বাবু ও সমুকে কলার ধরে টেনে বের করে নিয়ে গেল। নীলা তখন ঘুমুচ্ছে। অভয় কাঁদছে। সাংবাদিক হতাশভাবে বসে আপনমনে পেনসিল চিবুচ্ছে। প্রাণ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে।)

বাবু ॥ রাস্তায় একবার বেরোও না শালা!

সমু ॥ বাপের নাম খগেন করে ছেড়ে দেবো।

পুতুল ॥ হাসছো কেন, হাসছো কেন? হাসি চার রকমের, বিকট, কপট, মধুর, চতুর। তোমার হাসির নাম কি? নাম বলে হাসো ভাই, নাম বলে হাসো। আজকাল দেখি লোকে আপিস করে, গ্যাস কেনে, ফ্রিজ কেনে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে টি. ভি. শো দেখে, ডি. এ. বাড়াবার আন্দোলন করে, হাসবার আর সময়ই পায়না। তুমি এতো সময় পাও কি করে? সময় চুরি করেছো? ক্রাইম, ক্রিমিন্যাল? নাকি হাসিটাও জাল? ফোর্জারি কেস! খুলে বলো ভাই, বলে হাসো।

প্রাণ ॥ ধ্যাত্তোরি তোর খুলে বলো, বলে হাসো। ওঃ, আমার যা আনন্দ হচ্ছে না আপনাকে কি বলবো মাস্টার ব্যাম্বু। এই যে দুশালাকে কলার ধরে বার করে দিলেন, ওরা আর জীবনেও ডগ্‌কলার পরবে না। ফতুয়া, সেরেফ্‌ ফতুয়া কলার! আচ্ছা আপনার পুতুল আমার সঙ্গে কথা কইবে না? একবার বলুন না মাইরি, আমাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে — বলুননা।

ব্যাম্বু। রিচার্ড মধুসূদন মোল্লা।

পুতুল ॥ ইয়েস মাস্টার।

ব্যাম্বু ॥ তুমি এই ভদ্দরলোককে চেনো?

পুতুল ॥ (হাসে) ফিক্‌ ফিক্‌ ফিক্‌ ফিক্‌!

প্রাণ। হাসছে কেন বলুন তো?

ব্যাম্বু ॥ হাসছো কেন?

পুতুল ॥ (আবার হাসে) ফিক্‌ ফিক্‌ ফিক্‌ ফিক্‌!

প্রাণ ॥ এই মরেছে, আপনার পুতুলের তো বারোটা বেজে গেছে, নাট-বল্টু

আলগা হয়ে গেছে বোধহয়।

পুতুল ॥ চিনি তোমায় চিনি বর্ণচোরা দাদা।

প্রাণ ॥ এ-শালা মাইরি বর্ণচোরাকোরা কিসব বলছে। আমাকে কি করে চিনবে বলুন তো? গুল মারছে, না?

পুতুল ॥ তোমাকে দেখেছি আমি, (হঠাৎ ব্যাম্বুকে) পদ্যে বলছি কিন্তু।

ব্যাম্বু ॥ আপনার পরিচয় ও স্বরচিত পদ্যে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে। বলো।

পুতুল ॥ তোমাকে দেখেছি আমি
নান রূপে নানা বৃথে
নির্বাচন অফিসে অফিসে!
দেশমাতৃকার নামে
আকণ্ঠ বাংলা টেনে
মদমত্ত হস্তির প্রায়
দাপাদাপি করিছ সতত:।

ব্যাম্বু ॥ ভাষাটা ফলো করে যান, মাইকেল মধুসূদন থেকে স্তবিনয় মুস্তফি, এক মালায় গাঁথা!

পুতুল ॥ নিশীথ রাত্রির বুকে
তুমি নিশাচর,
বিদ্যুৎবাহী তার কাটা যন্ত্র হাতে নিয়ে
বিশ্বকর্মাপুত ওহে ছুছুন্দরী,
কখনো বা ব্রেক করে রেল-ওয়াগন,
কখনো বা স্মাগ্‌লাররূপে
তুমি বিরাজিছ এই বাংলার বুকে।
তাই বলি,
আই সুগার ইউ বোন্ টু বোন্।

প্রাণ ॥ এ সবের মানে কি বলুন তো?

ব্যাম্বু ॥ আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন পুতুল সর্বাধুনিক কমপিউটারের মতো অনর্গল গান আর কবিতাও রচনা করতে পারে। ও এতক্ষণ কৃষ্ণের শতনাম প্যাটার্নে আপনার প্রশস্তি রচনা করছিলো।

প্রাণ ॥ কি করছিলা?

ব্যাম্বু ॥ প্রশস্তি মানে আপনার গুণকীর্তন হচ্ছিল আর কি!

প্রাণ ॥ শালাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে মাইরি। ইচ্ছে করছে যা তা করি (হঠাৎ গেয়ে ওঠে) বোল্ রাধা বোল্ সঙ্গম হোগা কি নেহি? হোগা— হোগা হোগা! আচ্ছা আমি নাচবো? ও আমার নাচের সঙ্গে সঙ্গে গাইতে পারবে?

ব্যাম্বু ॥ নিশ্চয়ই। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত থেকে জাজ্-পপ্ সবই জানে রিচার্ড মধুসূদন মোল্লা।

প্রাণ ॥ তাহলে হয়ে যাক এক রাউণ্ড।

ব্যাম্বু ॥ (আবেগে কাঁপা কাঁপা গলায়) তুমি গাও পুতুল, ভারতবর্ষ মানেই প্রেম, ভারতবর্ষ মানেই আনন্দ। (প্রাণকে দেখিয়ে) এর মধ্যেই আমি ভারতের সদানন্দময় প্রাণপুরুষকে প্রত্যক্ষ করেছি। এর মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, আছে শুধু ব্রহ্মানন্দ! ও সবুজ, ও অবুঝ! ওকে তুমি নাচাও পুতুল। ওর নাচের তালে তালে দ্বন্দ্বমূলক জীবনের বিভেদ বৈষম্য একাকার হয়ে যাক। (এবার পুতুল ওয়েস্টার্ণ সুরে গান ধরল আর প্রাণ নাচতে শুরু করল)

পুতুল ॥ (গান) দে ভোলা হেসে খেলে
দু গাড়ি নোট ঠেলে।
দে বাবা পায়ে পড়ি,
চাইনে আমি ভবিলদারি।
দু গাড়ি নোট দে বাবা, নোট দে। (প্রাণ নাচতে নাচতে অভয়ের কান্না শুনতে পেয়ে বিরক্ত ভাবে হঠাৎ থেমে যায়)

প্রাণ ॥ তখন থেকে কোঁত কোঁত করছে কোন্ শালারে? (সাংবাদিক এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছিল। স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠল)

সাংবাদিক ॥ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! স্বপ্নে দেখলাম, (খুব হাসতে থাকে) কী প্যাথেটিক সিন, যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে গেছে। একেবারে ব্যাংক্রাপ্ট্! পথের ভিখিরি। বেঁচে গেছে। কী স্ট্রেন্, কী কম্পিটিশন্, থ্রম্বসিস্ হয়ে মরতো। এখন টানা বারোবছর বনবাস, এক বছর অজ্ঞাতবাস। আহ্, কী শান্ত। ভাইরা কেউ বিরাট রাজার রাজসভায় ধর্মশাস্ত্র শোনাচ্ছে, কেউ রাঁধুনে বামুন, কেউ নপুংসক বৃহন্নলা, কেউ ঘোড়ার ডাক্তার, কেউ গোয়ালা। সবাই অজ্ঞাতবাসে আছে, বেশ সুখেই আছে। আমার রিপোর্টটা একবার পড়ে দেখবেন স্যার? (ব্যাম্বু তখন চোখ বুজে তন্ময়। সাংবাদিক আবার ডাকল) স্যার?

পুতুল ॥ এখন ডাকবেন না, ডাকবেন না। দেখছেন না সমাধি হয়েছে। কিন্তু ও-লোকটা তখন থেকে কাঁদছে কেন জিজ্ঞেস করুন তো। ওকি শহীদ যীশুর বাণী শোনেনি? —হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত মানব সকল,

আমার নিকট আইস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব।

সাংবাদিক ॥ কেউ হাসে, কেউ কাঁদে। ইউনিটি ইন্ ডাইভার্সিটি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আহা, এ-লীলার মহিমা বুঝতে হলে আসতে হবে এখানে, কবির ভাষায়, 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।

পুতুল ॥ (আকাশবাণী কলকাতার কৃষি-বিভাগের আসরের অনুকরণে) তা বলছিলুম কি অভয় ভাই, তোমাদের জোত জমিতে এবার তো শুনেছি চাষ-আবাদ ভালোই হয়েছে?

অভয় ॥ হাঁ।

পুতুল ॥ পাম্প সেট মানে সেচের জল-টল পাচ্ছো?

অভয় ॥ পাচ্ছি।

পুতুল ॥ বীজসার?

অভয় ॥ পাচ্ছি।

পুতুল ॥ মহাজনের অত্যাচার-টার কমেছে?

অভয় ॥ তা-ও কমেছে

পুতুল ॥ তোমাদের গেরাম-গাঁয়ে ইলেকট্রিসিটি যায় নি?

অভয় ॥ গেছে।

পুতুল ॥ তোমার ট্রানজিস্টার সেট নেই? ক্ষেতে কাজ করতে করতে গান-টান শোনোনা? ভক্তিমূলক গান, প্রাচীন পল্লীগীতি? তারপর 'বীর ঘটোৎকচ' যাত্রানুষ্ঠান শোনোনা?

অভয় ॥ শুনি।

সাংবাদিক ॥ আচ্ছা রেডিওতে আপনার চাষী বা মজদুরদের আসরে আধুনিক গান-টান শোনায় না কেন বলুন তো? যেমন, 'বেশ করেছি, প্রেমে পড়েছি, কার পাকা ধানে মই দিয়েছি বল্‌না শালা।' বা 'তোমার কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে রহিব বিছুটি হয়ে।' শুনলে প্রেমের বৈচিত্র্যের স্বাদ পেতে পারে তো?

পুতুল ॥ ওদের বউদের তো অনেকের কাপড়ই নেই। খাটো খাটো কাপড়ে বিছুটি ঢুকবে কি করে শুনি? অনেক শাড়ি-ব্লাউজ না থাকলে বিছুটি লুকিয়ে থাকবে কোথায়? তাছাড়া ওরা অতো অসভ্য না। ওরা জাতির মেরুদণ্ড।

ওরা কাজ করে। মেরুদণ্ডে ক্যান্সার হলে আপনি দেখবেন? আচ্ছা, ভারতীয় চাষীরা প্রেমে পড়েছে, কোনো যুগের ইতিহাসে আপনি দেখাতে পারবেন?, তাছাড়া ওই পাকা ধানে মই-ফই রয়েছে, ওসব ওদের স্মার্ট করবে না।

সাংবাদিক ॥ নিদেনপক্ষে এক-আধখানা অ্যাবসার্ড নাটক-টাটক শোনাতে পারে। সূক্ষ্ম পরিণত শিল্পকলার সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় থাকা ভালো নয়? ক্রমান্বয়ে 'বীর ঘটোৎকচ', 'জগাই-মাধাই' চলবে?

পুতুল ॥ নিশ্চয়ই চলবে। চলছে, চলবে। ঘটোৎকচ ওদের আদর্শ পুরুষ। তা-ই চলবে। কোন্ লাইনে ওদের মুক্তি তা জগাই-মাধাই না শুনলে তো বুঝতেই পারবে না, তা-ই চলবে।

সাংবাদিক ॥ না, আমি জাস্ট জানতে চাইছিলুম। তবে তো সব ঠিকই আছে, আর কাঁদছো কেন বাপ?

অভয় ॥ কি হয়েছে জানেন বাবাপুতুল, (সাংবাদিক নোট নিতে শুরু করে) মনে বেশ ফুর্তি নিয়েই পুতুল খেলা দেখতে এসেছিলাম। সখের মাথায় দু খানা টিকিট কেটে বউকে নিয়ে ঢুকে পড়েছি এখেনে।

পুতুল ॥ বেশ করেছো, বেশ করেছো। ইট্ ড্রিঙ্ক এণ্ড্ বি মেরি। টাইম এ্যাণ্ড্ টাইড্ ওয়েট্ ফর্ নান।

অভয় ॥ তা ঘরে আমার একটা ছেলে আছে, বোবা। (বউ হু হু করে কেঁদে ওঠে)

ছেলেটা কথা কইতে পারে না। ভাবলাম, ওর তরে একটা পুতুল কিনে নিয়ে যাবো। তা আমরা হতভাগা বাপ মা, শহরের ফুর্তিতে মজে গিয়ে হাতে পয়সা যা ছিলো তা দিয়ে টিকিট কেটে আপনাকে দর্শন করতে আমরাই ঢুকে পড়েছি পুতুলবাবা। এখন খালি হাতে কি করে ঘর যাবো বলো দিকি। বোবা ছেলেটা হাঁ করে পথ চেয়ে বসে থাকবে।

ব্যাসু ॥ (সমাধি ভেঙ্গে গেছে) কেউ কারুঁর জন্যে বসে থাকে না রাস্কেল। তোরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ধার ধারবি না, গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেপুলের জন্ম দিবি, পৃথিবীতে তো দুদিন বাদে পাশাপাশি দাঁড়াবারও জায়গা থাকবে না। তখন তোরা কি করবি জানিনা আমি যে রকেটে চান্স্ পাবো চলে যাবো অন্য গ্রহে। তোদের বোবা ছেলের চোখের জলে পৃথিবীতে কুয়াশা নামবে, আমরা তখন আর এক জ্যোতির্ময় সৌরলোকের বাসিন্দা।

সাংবাদিক ॥ কিন্তু দেখুন এদের পেছনে ফেলে রেখে যেতে পারবো তো? কেন বলছি জানেন? মানে 'পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমাকে পশ্চাতে টানিছে' চাষাভুষো কুলিমজুরই তো দুনিয়ায় আজ মেজোরিটি। প্রব্লেমটা একবার ভেবে দেখুন। যে রেটে এরা পপুলেশন বাড়াচ্ছে, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যদি 'যেতে নাহি দিব' বলে রকেটের ল্যাজ ধরে ঝুলে পড়ে?

ব্যাম্বু ॥ ওই ঝুলেই থাকবে। তা বলে বিজ্ঞান তো শুধু ওদের বীজ—সার আর টিউকলের জন্যে অমূল্য সময় নষ্ট করতে পারে না। তাকে এগিয়ে যেতেই হবে তার সামনে অনন্ত আকাশ। কতো সৌরোৎসবে তার নিমন্ত্রণ পুরণো পৃথিবী আজ তার কাছে বুড়ো বাপ-মার মতো বোঝা ছাড়া আর কিছুই না, কাজেই ওদের নিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

অভয় ॥ যা বলেচেন বাবু, দশমাসের পোয়াতি বউ নিয়ে আমার ঘর থেকে বেরনোই বেআক্কেলি হয়েচে। এমন অসময়ে ব্যতা উঠবে আমি কি জানতুম।

সাংবাদিক ॥ ব্যথা মানে?

অভয় ॥ প্রসব ব্যতা গো, প্রসব ব্যতা।

ব্যাম্বু ॥ (ক্ষিপ্ত হয়ে) আবার প্রসব? দেখেছেন তো, আবার কানা খোঁড়া পঙ্গু হীনবুদ্ধি সন্তানের জন্ম। বিজ্ঞানের যুগে তোদের এ-হীনবৃত্তি ঘুচবে না রে পামর? তোরা গরিব দেশটাকে আরো গরিব করবি! আর বিশ্ব নারীবর্ষে (অভয়ের বউকে দেখিয়ে) এরাই বা পুরুষের এই অত্যাচার মেনে নেয় কেন? ওঠ্ মা, তোর দুঃখ কিসের?

'কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।

কেন গো মা তোর ধূলার আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ।'

আমি তোর ব্যথা বুঝি মা আমি তোর পাশে আছি। পুরুষ-শাসনের বিরুদ্ধে তুই বিদ্রোহ কর্ মা।

সাংবাদিক ॥ অবলা হলেও সবলার ভাষায় কিছু বাণী দে মা, বাণী দে। (অভয়ের বউ আরো জোরে কাঁদে। অভয় তার হাত ধরে পালাতে চেষ্টা করে)

অভয়। পালিয়ে আয় বউ। (ওরা পালাবার চেষ্টা করতেই দেখা গেল অভয়ের কাছার সঙ্গে তার বউর কাপড়ের খুঁট বাঁধা)

সাংবাদিক ॥ নারীবর্ষে মধ্যযুগীয় বন্ধন!

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার—?'

ব্যাস্থ্ ॥ (পকেট থেকে কাঁচি বের করে ছুটে এল) নারীমুক্তির উদ্বোধক আমি, মাস্টার ব্যাস্থ্ ! (ব্যাস্থ্ কাঁচি দিয়ে ওদের গাঁটছড়া কেটে দিতেই অভয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় এবং সিপাই এসে তাকে ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে যায়। অভয়ের বউ তখন মিনিমধ্বের সামনে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পুতুল গান জুড়েছে। প্রাণ নাচছে। সাংবাদিক তার খাতা খুলে রিপোর্ট পড়ছে।)

পুতুল ॥ (গান) যে সয় সে রয়।

সয়না যে রয়না।

ক্র্যা—লা—লা। ক্র্যালালা -লা!

নো বেলা, নো বেলা!

চলেগা নেহি, নেহি চলেগা!

ক্র্যা—লা—লা! ক্র্যালালা—লা।

সাংবাদিক ॥ আমার রিপোর্ট কমপ্লিট। একবার পড়বো স্যার? (পড়তে শুরু করে) ভাইবা কেউ এখন বিরাট রাজার রাজসভায় রাজাকে ধর্মশাস্ত্র শোনাচ্ছে, কেউ সুপকার, কেউ নপুংসক বৃহন্নলা, কেউ অশ্ববৈদ্য, কেউ গোয়ালা আমরা সবাই আপাতত: অজ্ঞাতবাসে আছি এবং সুখে আছি। আমরা সক্রিয় হয়ে উঠিনা পাছে আমাদের পরিচয় প্রকাশ পায়, অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ বাড়ে। আমরা কথা কইনা পাছে আমাদের স্বরূপ ধরা পড়ে যায়। তাই চুপিচুপি আত্মগোপন করে আমরা কথা-বলা পুতুলের ভাষা শুনি। সুন্দর। জলের মতো স্বচ্ছ! পুতুলের ভাষায় আমরা আমাদের মৃত ইচ্ছা-আকাঙ্খার গান শুনি।

ব্যাস্থ্ ॥ অনবদ্য। সুপার্ব!

সাংবাদিক ॥ আর একটা লাইন আছে স্যার।

ব্যাস্থ্। পড়ুন।

সাংবাদিক ॥ শুধু পৃথিবীর বোবা ছেলেগুলো সত্যি সত্যি কি বলতে চায় তা আজ অবধি বোঝা গেলোনা।

ব্যাস্থ্ ॥ (চিৎকার করে) ও-লাইন কাটুন, ওটা থাকবে না।

সাংবাদিক ॥ ওই একটি মাত্র লাইন স্যার।

ব্যাস্থ্ ॥ নো, ওটা কেটে দিতে হবে।

সাংবাদিক ॥ স্যার, শুধু একটা লাইন।

ব্যাস্থ্ ॥ নো, আমি বলছি, কাটুন।

সাংবাদিক॥ স্যার!

ব্যাঘ্র॥ নো! (ওরা বাদানুবাদে চিৎকার করছে। পুতুল গাইছে। প্রাণ নাচছে। নীলা ঘুমুচ্ছে। অভয়ের বউ সমানে কেঁদে চলেছে। পর্দা পড়ছে)

[অভিনয়ের আগে নাট্যকারের অনুমতি নেবেন। ঠিকানা: ১, চন্দ্র পাঠক লেন, বালী, হাওড়া]

ইন্দুসত্ত্ব / উদয়ভানু ভট্টাচার্য

[নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৭র ডিসেম্বর। তখনও চাঁদের বুকে মানুষের দাপাদাপি শুরু হয়নি, তোড়জোড় চলছে। অতএব এর রচনাকালে, চাঁদের জগত সম্পর্কিত কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যের ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা লেখকের ছিলো না]

প্রয়োগ নির্দেশ:— প্রেক্ষাগৃহে শেষ সংকেত ঘণ্টার পরই নেপথ্যে একটি চন্দ্রযানের বিকট শব্দ। মনে হবে মাথার ওপর সেটা ক্রমাগত পাক খেতে খেতে আস্তে আস্তে নামলো।

পর্দা খুললেই দেখা যাবে স্নিগ্ধ আলোয় এখানে ওখানে ছড়ানো কতকগুলো ছোট ছোট টিলার মত। মঞ্চের ডান দিকে Deep Stage এর উইং বরাবর একটি অ্যালুমিনিয়ামের মইয়ের মত সৌখিন সিঁড়ি (চন্দ্রযান থেকে নামার)। ঐ সিঁড়ির ওপর থেকে নামার ভঙ্গীতে একজন নভঃচারী। (তার পোষাক সম্পর্কে জানার দরকার হ'লে যে কোন মার্কিন পত্রিকার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তার চাঁদে পা ঠেকানোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মৃদু শব্দ বা বাজনার সাহায্যে এই নতুন অজানা দেশের এক অচেনা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।) মইয়ের ওপর থেকে সে ক্যামেরার সাহায্যে আশপাশের কিছু ছবি নেবে— ঐ সময় নেপথ্য থেকে ভেসে আসবে যতসব কিম্ভুত-কিমাকার যান্ত্রিক শব্দ—অর্থাৎ এখন চন্দ্রযান থেকে ওয়াকিটকির সাহায্যে খবর লেনদেন চলছে।

একটু পরে ধীরে ধীরে এই নভঃচারী নামবার জন্যে প্রস্তুত। অত্যন্ত সাবধানে পা বাড়ায়। যেই মাটিতে পা ঠেকে অমনি প্রচণ্ড এক বিচিত্র শব্দ। মুহূর্তে

সে ছিটকে মাটিতে পড়ে। নেপথ্যে ভেসে আসে বাইরে অপেক্ষমান চন্দ্রযান থেকে তার সহধ স্ত্রীর উদ্বিগ্ন গলা—"রোল্যাণ্ড! লেগেছে?"
মঞ্চের ব্যক্তিটির নাম রোল্যাণ্ড। তার নির্লিপ্ত উত্তর—"না।"
রোল্যাণ্ড এখন নিজেকে সামলে উঠে পড়ে ও চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটার চেষ্টা করে। আলো বাড়ুক।

যে সব চরিত্র আছে :—১॥ রোল্যাণ্ড—অথবা রোঁলাঁ—নভঃচারী। ২॥ জোহান্স—অথবা জোন্স—নভঃচারী। ৩॥ ১নং চাঁদবাসী ৪॥ ২নং চাঁদবাসী ৫॥ ৩নং চাঁদবাসী ৬॥ ৪নং চাঁদবাসী ৭॥ চাঁদপ্রধান—সংক্ষেপে চাঁদ—পুরুষ অথবা নারী।

রোল্যাণ্ড॥ (বেশ খানিকটা হাঁটার পর) একি, একি. আমিতো এমনিই হাঁটতে পারছি—জো-হা-ন্স আরে আমি হাঁটতে পারছি—আরে আমি এ কি ভাষায় কথা বলছি? —একি নিঃশ্বাসও নিতে পারছি! —আরে বেশ তো —একটুও কষ্ট হচ্ছে না—জো-হা-ন্স এমনিই চলে এসো—হাঁটা যাচ্ছে—

জোহান্স॥ ঠিক আছে—আমি যাচ্ছি—

রোল্যাণ্ড॥ আরে! ও-ও তো বাংলা বলছে—আরে বেশ মজা তো—অদ্ভুত ব্যাপার—ও-ও তো হাঁটতে পারছে—(রোঁলাঁর যেন মানসিক অশান্তির কারণ ঘটালো এই সহজ হাঁটাচলার ব্যাপারটা—এত কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত এই! প্রথম চমকটাই মাটি! এই রকম একটা বিরক্তি ওর মুখে।)

জোহান্স॥ (এখানে আপন তালে হেঁটে দেখবে) রোল্যাণ্ড—কি অদ্ভুত—আমরা কি ভাষায় কথা বলছি বলতো? জানো?

রোল্যাণ্ড॥ জানি—বাংলা।

জোহান্স॥ বেশ মজা না—আমরা এলুম আমেরিকা থেকে—আমেরিকা বলে কথা—আমরা কিনা বাংলা বলছি—

রোল্যাণ্ড॥ হ্যাঁ খুব অদ্ভুত—সবই আমার খুব অদ্ভুত লাগছে—বাংলা বলছি—হাঁটতে পারছি—নিঃশ্বাস নিচ্ছি—কেমন সব সহজ সহজ—অদ্ভুত ব্যাপার।

জোহান্স॥ কেন কেন? অদ্ভুত বলেই তো আমার ভাল লাগছে—ওঃ কি মজা—এটা চাঁদ চাঁদ (দূর আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে) ঐ-ঐ-ঐটা বোধ হয় মঙ্গল—আর ঐ-ঐ-ঐটা নিশ্চয়ই পৃথিবী—হেই পৃথিবী—ঈ—ঈ—আমরা এখানে—

রোল্যাণ্ড॥ (ছবি তুলছে, মাটি পরীক্ষা করছে বা ঐ জাতীয় কোন কাজে

মহাব্যস্ত) কি হচ্ছেটা কি ? এখান থেকে শোনা যায় ? যতসব পাগলামো—

জোহান্স ॥ না গো —পাগলামো নয়—আমার মনে হচ্ছে ওরা শুনতে পাবে। এই চাঁদে আসাও তো এতদিন পাগলামো ছিল — ছিল তো ? আজকে তো এসেছি—এই তো এসেছি - এটা চাঁদ -এর মাটিতে আমরা নেমেছি—নেমেছি —ওক্ রোল্যাণ্ড কোনদিন ভাবতে পেরেছিলে এভাবে সহজে নামবো— নিঃশ্বাস নেবো - এতো সহজে কউ বিদেশী ভাষায়—

রোল্যাণ্ড ॥ আমার মনে হয় এটা ঠিক হচ্ছে না—আমরা নিয়ম ভাঙছি— আমাদের বেডিও, পোষাক, যন্ত্রপাতি—

জোহান্স ॥ ওসব কিছু লাগবেনা—দেখছ না, কিছু হচ্ছেনা—এই তো হাঁটছি, ছুটছি ঘুরছি—

রোল্যাণ্ড ॥ আঃ জোহান্স —কি ছেলেমানুষী করছ ? এটা ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে —যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে—আমাদের সঙ্গে পৃথিবীর কোন যোগা- যোগ নেই— (অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চন্দ্রযানে ফিরে যায় মুখোশ ইত্যাদির জন্যে। এখন জোহান্স মঞ্চে একা। ওর কাছে এই নতুন দেশের আকর্ষণ একটাই — এর নিসর্গ—ও চাঁদকে ভালোবেসে ফেলেছে)

জোহান্স ॥ কিছু ভয়ের নেই একবার যখন হাঁটতে পেরেছি, নিঃশ্বাস নিয়েছি - একবার যখন আমরা সহজ হয়েছি—তখন আর তা পাল্টাবে না—এটাই প্রকৃতির নিয়ম—প্রকৃতি কখনো তার ধর্ম পাল্টায় না রোল্যাণ্ড—সহজ হও রোল্যাণ্ড—আর ভয় নেই —বিশ্বাস কর রোল্যাণ্ড আমার মন বলছে যন্ত্রপাতি আমাদের নিয়ে এসেছে ঠিক কথা—কিন্তু চাঁদ যদি না চাইতো—রাজী না হোত আমরা কোনদিন পৌঁছতে পারতাম না—চাঁদ বুক পেতে আমাদের নিয়েছে - আর ফেলে দেবে না- মা কখনো ঠকায় না—সন্দেহ আমাদের বাতিক রোল্যাণ্ড—মা তো মা—মা কখনো ঠকায় ? তার বুকে নরম আরাম —পরম বিশ্বাস সৃষ্টির সেই প্রথম দিন থেকে এই ভাবে পড়ে আছো — কত অনন্ত রাতের অপেক্ষা তোমার কোটি সহস্র পূর্ণিমা—জ্যোৎস্না ঢেলে স্বপ্ন বিলোলে—কারা কত কত না রূপসী কল্পনা— (মাটিতে আধশোয়া অবস্থায় মুঠো মুঠো চাঁদের মাটি নিয়ে খেলা করে, উড়িয়ে দেয়)

আজ আমাদের নিদ্রাবিহীন তপস্যা শেষ
তোমার আদিম মাটির স্পর্শ
রক্তে তোমার মাদল বাজায়
ধন্য আমি বন্ধ্যা তোমার ধূসর বুকে
ঢেউ তুলেছি—

আরে, আরে আমি কবিতা বললাম ! বিদেশী ভাষায় ! ওক্ কি মজা—

রোল্যাণ্ড ॥ (সিঁড়িতে রোঁদা—নামতে নামতে) মজা ? তোমার মজা লাগছে—ইস্ ইস্ আবার বাংলা—তোমার ভালো লাগছে ? লজ্জা করছে না ?

জোহান্স ॥ কেন ? লজ্জা কেন ? উক্ তোমার এখানেও আভিজাত্য গেলনা ?

রোল্যাণ্ড ॥ আভিজাত্য যায় না—ওটা হঠাৎ হয়ও না—যায়ও না। আমার সঙ্গে সঙ্গে ওটা ঘোরে। অসুখ করলেও তা থাকবে। ক্যান্সার হলেও অভিজাত ক্যান্সার হবে, নয়তো থ্রম্বোসিস্ নয়তো লিউকোমিয়া। মরলেও—

জোহান্স ॥ অভিজাত মৃত্যু, অভিজাত কবর, অভিজাত কঙ্কাল।

রোল্যাণ্ড ॥ ঠাট্টা করছো ?

জোহান্স ॥ আহা চটছো কেন ? চটছো কেন ? বিদেশ বিভূঁইয়ে এসেছি। ঝগড়া করলে তো বাড়ীই ফেরা যাবে না।

রোল্যাণ্ড ॥ বাড়ী ?

জোহান্স ॥ হ্যাঁ। পৃথিবী, আমেরিকা !

রোল্যাণ্ড ॥ বাড়ী আমি যাবো না ভাবছি। এখেনেই থাকবো। এখানে—

জোহান্স ॥ এখানে থাকবে ? কেউ নেই—পৃথিবীতে আমাদের সব চেনা জানা, ঘরে তোমার মা, ভাই, বোন, পাড়া, প্রতিবেশী—

রোল্যাণ্ড ॥ তাতে কি ?

জোহান্স ॥ তাদের তুমি ভালোবাসো না ?

রোল্যাণ্ড ॥ ভালোবাসা ? কে কাকে ভালোবাসে ? মা, ভাই, বোন, পাড়া, দেশ, মানুষ ওসব রেখে দাও—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—

জোহান্স ॥ বারে ! নিজে ছাড়া আর কেউ নেই, একা একা থাকা যায় ? এই যে আমরা এতদূর এলাম জান কবুল করে—কাগজে, রেডিওতে খবর বেরুলো- পৃথিবীর মানুষ কত আশা করছে।

রোল্যাণ্ড ॥ গুলি ম'রো—পৃথিবীর মানুষ আমি চান্স পেয়েছি, আমি আমার-টুকু বুঝি তার জন্যে—

জোহান্স ॥ একা একা বাঁচা যায় না। সকলকে ভালোবাসতে হয়।

রোল্যাণ্ড ॥ আরে রাখো তো ন্যাকা ন্যাকা কথা—ভালোবাসা ! মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসে না।

জোহান্স ॥ মোটেই না।

রোল্যাণ্ড ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখছো না সব দেশে। এই ধরনা বাংলাদেশ—এই যে

তাবাৎ আমরা বকবক করছি বেশ একটা বিপ্লব হোক, সব শালা মরুক, মরুক। আমি বেঁচে থাকবো একা ভোগ করবো।

জোহান্‌স॥ (একটু দূর থেকে) দূর, মাথা খারাপ—এই আমি, আমি তো আমাকে ভালবাসি। আমায় যদি কেউ বলে জোহান্‌স, তুমি চাঁদে থাকো—অনেক আরাম সব তোমার, আর কেউ থাকবে না—ওরে বাবা আমি নেই (কাছে এগিয়ে) আমার হাত পা—এই দেখো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

রোল্যাণ্ড॥ হ্যাঁ, একা একা ভোগ করতে ভালো লাগে, বাঁচতে খারাপ লাগে। আসলে মানুষ আশপাশ সমেত বাঁচতে ভালোবাসে।

জোহান্‌স॥ তবে তবে?

রোল্যাণ্ড॥ কেন জানো? (একটু একটু করে জোন্‌সের দিকে এগোবে ও সংলাপের ঠিক শেষে হঠাৎ কলার চেপে ধরে) আমার পাশে যদি আর কেউ না থাকে, কোন competitor না থাকে, যদি আমি কাউকে জানাতে না পারি যে আমি তার চেয়ে বড়, তার মাথায় যদি পা-টা না রাখতে পাবি, তবে খারাপ লাগবে না? —আমি যে আমি। (জামার কলার ধরবে) •

জোহান্স॥ ওরে বাবা, আমি বুঝতে পারছি না।

রোল্যাণ্ড॥ (কলার ছেড়ে বাস্ত হাটায় মঞ্চের সামনে এসে) বুঝতে পারছো না?—এই এই ধরো বৃষ্টি হচ্ছে, সবাই ভিজছে কিন্তু আমার ছাতা আছে। অন্য সবাই না ভিজলে ছাতা থেকে আরাম হয়? এই-এই যে ধর আফ্রিকা, কি আরব, কিংবা দিল্লী গেলাম নীচু চওড়া গাড়ী করে। আগে পিছে বাইকে চাপা পুলিশ, আমার পাশে মন্ত্রী। জানলা দিয়ে দেখছি কাতারে কাতারে রোগা রোগা না খাওয়া চেহারার মানুষ দাঁড়িয়ে—বেবাক, বেকুফ। যেতে কি মজা। সবাই হাঁ করে একটু দেখার জন্য ছট্‌ফট্‌ করবে। ভীড়ের চাপে কিংবা পুলিশের লাঠিতে মরবে কিছু তবেই না মজা।

জোহান্স॥ মজা?

রোল্যাণ্ড॥ মজা না? আমি বলে আমেরিকার চাঁদফেরত, বিলেত ফেরত তো শুনেছো। চাঁদ ফেরত? ওরা কুকুরের মত রাস্তায় কুঁকড়ে থাকে, চাঁদে পড়ে কি না পড়ে। আব আমি চাঁদফেরত। আসলে এই তফাৎ। তফাত না থাকলে জমে না। চাই Competition.

জোহান্স॥ Competition? আ—আমার সংগে Competition করবে?

রোল্যাং. এ্যাঁ—সে কথা থাক্‌ -সে কথা থাক্‌ এখন অন্য কথা। আচ্ছা

জোহান্স—(নীরবতা। আবার ডাকে)

জোহান্স॥ এঁ্যা—কি?

রোল্যাণ্ড॥ আমরা এখন কি করবো? ফটোটটো তো তোলা হোল, এখন তো wait করতে হবে। মেইন রকেট ফিরবে, আমাদের গাড়ী জুড়বে—ওই সময়টা কি করি?

জোহান্স॥ চল না হেঁটে চলে বেড়াই একটু—ঘুরে ঘুরে দেখি—

রোলাণ্ড॥ দেখবে? চলো। (ওরা মাইমে হাঁটতে আরম্ভ করে আলো আস্তে আস্তে কমবে—পিছনের সাদা পর্দায় এখন ওদের মূর্ত্তি ক্রমশঃ সিল্যুট হয়ে আসবে—মনে হবে ওরা অনেক, অনেকদূর হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারপর জোন্স মঞ্চের পিছন ভাগেই হাঁটতে থাকে। রোঁলাঁ সামনে ভাগে—সন্ধানী দৃষ্টি তার) বলা যায়না—এমন কিছু দেখে ফেলতে পারি—অদ্ভুত—পৃথিবীর লোক সব অবাক হয়ে যাবে—হয়তো এমন কিছু মিলে যেতে পারে—আমি বলতে পারবো আমিই প্রথম তার মালিক। (দৌড়ে সামনে আসবে জোন্স, এবার দুজনে আবার হাঁটে)

জোহান্স॥ হ্যাঁ, বেশ মজা হবে। ধর এমন একটা পাথর পেলাম যা দিয়ে ওষুধ করলে ক্যান্সার ভালো হয়ে যাবে কিংবা এমন এক ধরণের মাটি যা একটু দিলে পৃথিবীতে অনেক চাল হবে, তরকারী হবে, গম হবে। মানুষ সব খাবে—খাবে। আর খুব—খুব ভালো হবে।

রোল্যাণ্ড॥ ভালো হবে? কি ভালো হবে?

জোহান্স॥ হবে না? কত আনন্দ কোন কষ্ট থাকবে না। সবাই খাবে দাবে আরাম করবে—কোন কষ্ট নেই। লোক বলবে আমরা দুজনেই তার আবিষ্কারক। (জোন্স আনন্দে আত্মহারা হয়ে রোঁলাঁকে আলিঙ্গন করতে যায়, রোঁলাঁ ওকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে দেয়। পরে প্রায় আক্রমণের ভঙ্গীতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়)

রোল্যাণ্ড॥ হুঃ, অদ্ভুত সব ভালো লাগা। আর তা ছাড়া আমরা দুজনেই কেন?

জোহান্স॥ বারে আমরাই তো এলাম দু'জন।

রোল্যাণ্ড॥ হুঁ।! কিন্তু আমি আগে নেমেছি—আমার claimটাই আগে।

জোহান্স॥ রোল্যাণ্ড তুমি হিংসুটে কেন? এখানে আমরা দুজন মাত্র……

রোল্যাণ্ড একি! এটা কি? দেখ, দেখ - (জোন্সের পায়ে কিসের

ধাক্কা লাগে। ওরা দুজনেই চমকায় এবার ঐ অঞ্চলে আলো পড়লেই দেখা যাবে কয়েকটা উঁচু নিচু টিলার আকারের বসার জায়গা। বেদীটা এবার দেখা যাবে)

রোল্যাণ্ড ॥ আরে! একটা বেদীর মত—আরে! এসব বসার জায়গা মনে হচ্ছে ··কেউ বসে নিশ্চই।

জোহান্‌স ॥ আরে! ঐ দেখ দেখ কি রকম একটা জিনিষ ঐ ঐ যে।

রোল্যাণ্ড ॥ আরে! এতো ঠিক আমাদের পৃথিবীর ফ্ল্যাগের মত।

জোহান্‌স ॥ রোল্যাণ্ড, রোল্যাণ্ড স্‌-স্‌-স্‌ কে যেন আসছে—

রোল্যাণ্ড ॥ চুপ চুপ। (বিচিত্র শব্দের সাহায্যে বোঝাতে হবে কেউ একজন আসছে। এরা দুজন ভয় পায় ও মঞ্চের সামনের দিকের এক কোণে আশ্রয় নেয়। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। একটু পরেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে নাচের তালে তালে পা ফেলে এক বিচিত্র পোষাকের বিচিত্র জীবের আবির্ভাব। পেটটা লাল। মানুষেরই মত আকৃতি নিশ্চয়ই হবে, তবে যেমন করেই হোক তার পোষাক পরিচ্ছদে চমৎকারীত্ব আনতে হবে। সেই সঙ্গে তার হাঁটাচলা ও গলার স্বরও অদ্ভুত করতে হবে)

১নং ॥ তংপং - তংপং - তংপং তংপং (মূল বেদীর চারপাশে নাচতে নাচতে)

আজকে বড় মজা হে আজকে বড় মজা
ধরার দুটো লোক এসেছে গেছে সেটা বোঝা
আজকে বড় মজা হে আজকে বড় মজা।
আমার উপর কাজ পড়েছে সেই দুটোকে খোঁজা
আজকে বড় মজা হে আজকে বড় মজা।
তংপং, তংপং ··· কি মজা ··· কি মজা ···

কি মজা, কি মজা ·· আরে? এই তো। এই এই পালাচ্ছো কেন? ভয় কি? ভয় কি? কিছু ভয় নেই ·· এটা চাঁদ, আমি চাঁদের লোক। আমরা সবাই জানি তোমরা এসেছো। কি (জোহান্‌সকে) তোমার আবার কি হলো? ঢোঁক গিলছো কেন?

জোহান্স ॥ কৈ, না তো।

১নং ॥ ঐ তো গিলছো—বলই না কি হোল?

রোল্যাণ্ড ॥ না—মানে আপনিও বাংলা বলছেন—

১নং ॥ ও হোঃ অবাক লাগছে? অবাক লাগছে? আমাদের এখানে তাই

হয়। এক একদিন এক এক দেশের ভাষা আর সেই দেশের খাওয়া।

জোহান্স॥ আপনারাও খান! মানে খান?

১নং॥ হ্যাঁ, খাই। কথা বলি যেমন, তেমনি খাই—মানে খাই। হ্যাঁ, তা যা বলছিলাম—এক একদিন এক এক দেশের ভাষা আর সেই দেশের খাওয়া। এই আজকে বাংলা, কালকে ছিল ফরাসী, আগামীকাল আছে মাম্মালুলু।

জোহান্স॥ কি লুলু?

১নং॥ মাম্মালুলু—আফ্রিকার।

রোল্যাণ্ড॥ What nonsense? কি বিশ্রী নাম।

১নং॥ কেন? একটা দেশ তো, ভাষা আছে তো।

জোহান্স॥ আচ্ছা থাক্-থাক্-থাক। আচ্ছা আপনি যে বললেন—তা ৭ দিনে তো ৭টি ভাষা হবে। তা পৃথিবীতে তো অনেক ভাষা আছে—

রোল্যাণ্ড॥ ৭ দিনে অতগুলো?

১নং॥ কেন? এটা তো চাঁদ। এখানে তো অনন্ত দিন। বার তারিখ ও তো তোমাদের ব্যাপার। যাক তোমরা ঘাবড়িও না। বস, বস—সব এক্ষুনি আসবে। আমি যাই। (প্রস্থান)

জোহান্স॥ রোল্যাণ্ড দেখলে ব্যাপার স্যাপার?

রোল্যাণ্ড॥ হুম, তাই ভাবছিলাম। আমরা বাংলা বলছিলাম।

জোহান্স॥ আমার কিন্তু খুব মজা লাগছে।

রোল্যাণ্ড॥ থামো, মজা লাগছে! (একটু ভেবে) জোহান্স শোন, ওতো বলে গেল সব আসছে, তারা কি রকম? শোন খুব Alert থাকবে। খেয়াল করে জেনে নেবে এখানকার সব ব্যাপার স্যাপার—

জোহান্স॥ আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এখানে অনেকে বাস করে। বেশ ভালোভাবেই। আর ওরা খুব সুখী।

রোল্যাণ্ড॥ আঃ সে সব কথা বলছি না। ওদের সব ঘাঁৎ ঘোৎ জানতে হবে। বলা তো যায় না এমন তো হতে পারে এই চাঁদের আমরা হলাম মালিক। প্রতিষ্ঠিত হলো আমাদের ক্ষমতা।

জোহান্স॥ আমাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীতে দুনিয়ার সর্বত্র।

রোল্যাণ্ড॥ আঃ সে অন্য জিনিষ—বিবাহিত স্ত্রীর সেতো সহজ পাওয়া, আর কুমারী? যে কুমারী কখনো করে নি স্পর্শ পুরুষ—আঃ কি নিদারুণ সে সম্ভোগ—তুমি জানো না?

জোহান্‌স ॥ রোল্যাণ্ড!

রোল্যাণ্ড ॥ আঃ জোহান্‌স...এই চাঁদের মাটি আমার চেনা জানা কিছু নয়। এ এক অজানা, অচেনা কুমারীর মত - তাজা......

জোহান্‌স ॥ রোলা—কি বলছো - স্‌ স্‌ ওরা আসছে (দলবদ্ধ চাঁদবাসীর আগমন ও নাচের মাধ্যমে অতিথি বরণ – সবার শেষে ঢুকবে চাঁদের রাজা)

চাঁদ ॥ কৈ কৈ তারা কৈ? ও—এই যে. এসো এসো।

১ নং ॥ এসো এসো। কোনো ভয় নেই। ইনি হচ্ছেন আজকের দিনে চাঁদপ্রধান।

চাঁদ ॥ শুধু আজকের! কালকে অন্য লোক।

২ নং ॥ তা তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

জোহান্স ॥ না, আমাদের তো কষ্ট হচ্ছে না—এখানে তো মাটির টান নেই।

২ নং ॥ তা হলেও বোসো। সব বেশ ভালো দেখাবে।

১ নং ॥ হ্যাঁ, তোমরা বসো।

চাঁদ ॥ যাক, তোমাদের খবর বল। আমরা অনেকদিন দেখছি তোমরা এখানে আসার চেষ্টা করছো।

জোহান্স ॥ হ্যাঁ, মানে আমাদের তো জানেন, আমরা পৃথিবীর লোকেরা—

চাঁদ ॥ বড় কৌতূহলী।

রোল্যাণ্ড ॥ হ্যাঁ, কৌতূহলই আমাদের বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে আমরা জানতে চেয়েছি কোথায় কি আছে। তাই সমস্ত পৃথিবী চষে ফেলেও আমাদের তৃপ্তি নেই। আর সেই জন্যেই—

চাঁদ ॥ বেড়াতে এসেছো। তা বেশ, বেশ—তা তোমাদের ঘরের খবর ভালো তো?

জোহান্স ॥ আজ্ঞে?

চাঁদ ॥ বলছি, পৃথিবীর সব বেশ ভালো আছে তো?

রোল্যাণ্ড ॥ মানে?

৪ নং ॥ মানে বাড়ীতে সব ছেলেপেলেরা বেশ ভালো থাকলে তবেই তো বেড়ানোর কথা ওঠে।

চাঁদ ॥ থাক সেসব কথা। এখন বল কেমন লাগছে? কিরকম বুঝছো?

জোহান্স ॥ এক্ষুনি এক্ষুনি কি আর বুঝবো বলুন? আমরা তো ভাবতে পারিনি এখানে—আপনাদের পাবো। আমরা জানতাম, চাঁদের ব্যাপার স্যাপার জানতে গেলে আমাদের আরো অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

রোল্যাণ্ড ॥ হ্যাঁ, আপনারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না—এই আমরা দুজন মাত্র এসেছি। আমাদেব জন্য হাজার হাজার বিজ্ঞানী—

চাঁদ ॥ জানি, জানি। হাজার হাজার বিজ্ঞানী সাজানো দামী দামী যন্ত্রপাতির সামনে নাকে কানে নল গুঁজে ব্যগ্র হয়ে বসে আছে—মিনিটে মিনিটে খবর টবর আসছে। সব ছোটাছুটি করছে। একবার এ বোতাম টিপছে, একবার ও বোতাম—লাল, নীল আলো জ্বলছে—হ্যালো হ্যালো বিপ্ বিপ্, হ্যালো হ্যালো—বিপ্ বিপ্, হ্যালো হ্যালো বিপ্ বিপ্—তা কি লাভ? হবেটা কি?

রোল্যাণ্ড ॥ লাভ? এতদিন ধরে এত বিজ্ঞানীর স্বপ্ন আজকে আমরা পেয়েছি। আমাদের জানতেই হবে, চাঁদে কি আছে? চাঁদ নিয়ে মানুষ মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কত কল্পনা করেছে, কবিতাই লিখেছে, আজকে চাঁদ আমাদের হাতে।

চাঁদ ॥ চাঁদের ব্যাপার স্যাপার জানতে চাও?

জোহান্স ॥ হ্যাঁ, বলুন না।

২ নং ॥ শুনুন, আমরা কিছু লুকোইনা। বলছি—এই চাঁদ বেশ বড়, অনেক অসুবিধা আছে—তবে সুবিধা অনেক বেশী। যেমন ধরুন—এখানে গাড়ী ঘোড়া লাগে না। এমনিই অনেকদূর যাওয়া যায়—কষ্ট কম হয়—

৩নং ॥ বাবাঃ আপনাদের পৃথিবীতে কি কষ্ট হয় হাঁটতে—

২নং ॥ আঃ থামো, সে কথা পরে।

রোল্যাণ্ড ॥ আপনি পৃথিবীতে—

২নং ॥ যাক্, সে কথা। এখন শুনুন হাঁটতে কষ্ট হয় না, জিনিষপত্র যা যা আমাদের দরকার তা অনেক আছে। তাই কামড়াকামড়ি হয় না। কামড়াকামড়ি হয় না—

চাঁদ ॥ হ্যাঁ কামড়াকামড়ি হয় না। যার যা দরকার তৈরী করে নেয়—

জোহান্স ॥ বারে!

২নং ॥ আর হ্যাঁ—আমরা খুব কম, সংখ্যায় খুব কম। আর, আর হ্যাঁ, আমাদের রাজা দেখছেন তো—

রোল্যাণ্ড ॥ Oh Yes Yes (Hand Shake করতে যাবে) How do you do?

চাঁদ ॥ আঃ আঃ হাতটা ছাড়ুন। How do you do? ওসব করে কি হবে? কাল তো পালটে যাবো?

জোহান্স ॥ ও—তাই বুঝি! আচ্ছা আপনাদের ঐ পেটটা—

২নং ॥ হ্যাঁ, ঐ পেটটা সব্বার লাল—সকলের (Chorus)

রোল্যাণ্ড ॥ কেন ? কেন ?

চাঁদ ॥ ঐ পেটেই একমাত্র মিল তো—

২নং ॥ হ্যাঁ, সবারই ক্ষিদে পাবেই তো—

৪নং ॥ হ্যাঁ, ঐটাই মুস্কিল। ঐ খিদে যার খুব পাবে তার পেটটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। ব্যস্ আর রক্ষে নেই—সব্বাই পুড়ে যাবে।

জোহান্স ॥ সে কি ?

চাঁদ ॥ হ্যাঁ, ঐ রকম বহুবার হয়েছে। অনেক মরে যায়। তাই সংখ্যায় আমরা অনেক কম।

৪নং ॥ এখন থেকে ঠিক হয়েছে, আমরা সব্বাই খেয়াল রাখি কার ক্ষিদে পাচ্ছে—কার খাওয়া হয়নি --

জোহান্স ॥ বারে বেশ মজাতো ?

২নং ॥ এ্যাঁ, হ্যাঁ। আর ঐ ঐ যে দেখছেন (চাঁদপ্রধানের বেদীর ওপর একটা জমকালো রাজদণ্ড জাতীয় জিনিষ। এমনভাবে করতে হবে যাতে সকলের চোখে পড়ে। এবং ওর মাথাটা একটানে যেন খোলা যায়—রোঁলাঁ পরে তাই করবে) ওটা রাজদণ্ড

রোল্যাণ্ড ॥ রাজদণ্ড। (চমকায়)

চাঁদ ॥ চমকালে যে—তোমাদেরও তো রাজদণ্ড আছে—নেই ?

রোল্যাণ্ড ॥ হ্যাঁ, আছে।

চাঁদ ॥ আমাদেরও তাই। ওর মাথায় ঐ লালটা যার দখলে সেই রাজা।

রোল্যাণ্ড ॥ সেই রাজা ! ঐটা যার দখলে ?

চাঁদ ॥ হ্যাঁ।

২নং ॥ তবে ওটার দখল আমরা সবাই ভাগ করে রাখি। এই—এই যে (সকলের কোমরে দড়ি বাঁধা দেখাবে। সকলের কোমরের দড়ি একত্রিত করতেই রাজদণ্ডের আলো জ্বলবে)

রোল্যাণ্ড ॥ ও - ও

জোহান্স ॥ বেশ মজার ব্যাপার তো।

চাঁদ ॥ (দ্রুত) হ্যাঁ, বোলো তোমার পৃথিবীর সবাইকে

রোল্যাণ্ড ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। পৃথিবীশুদ্ধ সবাইতো অপেক্ষা করছে। বিজ্ঞানীরা—

চাঁদ ॥ খাওয়া নেই, ঘুম নেই। হ্যালো হ্যালো বিপ্ বিপ্, হ্যালো হ্যালো বিপ্ বিপ্ করছে। কিন্তু কি লাভ?

রোলাণ্ড ॥ লাভ নেই? তারা যদি ওসব না করতেন তাহলে আজ পৃথিবীর এত অগ্রগতি হোত না। মানুষ এত সভ্য হোত না। মানুষের জীবনে এত সুখ আসতো না—

চাঁদ ॥ মানুষের জীবনে! সুখ—

রোলাণ্ড ॥ সকলের পৃথিবীর সকলের।

৩ নং ॥ কই বাবা, আমি তো একবার গিস্লুম - ওবে বাব্বা—

রোলাণ্ড ॥ আপনি পৃথিবীতে গিস্লেন?

৩ নং ॥ হ্যাঁ, আমরা তো যাই। প্রত্যেক পূর্ণিমায় হাল্কা পায়ে নীলচে আলো হয়ে গলে গলে পড়ি। তোমরা বলো জ্যোৎস্না—বিন্দু বিন্দু অনন্ত জ্যোৎস্না মিলিয়েই তো আমরা হই। জ্যোৎস্নায় শহর দেখনি? (মঞ্চের আলো ক্রমশঃ গুটিয়ে ফেলে এ অংশের বক্তার ওপর পড়ুক খুব ছোট হয়ে। এখন আলোর রঙ সাদা। এই ভয়ঙ্কর বাস্তব বর্ণনায় অন্যরঙ চলবে না। আলো এমন ভাবে ফেলতে হবে যাতে এক্ষুনি দর্শকদের সামনে থেকে চাঁদের সমস্ত কিছু মুছে কলকাতা ভেসে ওঠে—অন্ততঃ বর্ণনায়) কলকাতা? অবাক হয়ে যাবে। কত গাড়ি উঁচু উঁচু বাড়ীর মত, অনেক লোক ধরে। কত মানুষ; সাদা সাদা, নীল নীল, সুন্দর সব গাড়ী যাচ্ছে। কত সব লাল, নীল কল ঝুলছে। চকচকে ঝকমকে দোকান। খাওয়া দাওয়া নাচ গান হচ্ছে। বেশ ভালো লাগছিলো। ভাবলাম মানুষ কতো এগিয়েছে—বলিহারী বিজ্ঞান।

জোহান্স ॥ তবে, তবে?

৩ নং ॥ হ্যাঁ, কিন্তু একটু পাশেই দেখি একটা চওড়া বাঁধানো জায়গা। গাড়ী যায় না, লোকটোক হাঁটে, নোংরাও ফেলে। সেখানে একটা কালো রোগা কঙ্কালের মত মেয়েমানুষ একটা সরায় করে আগুন জ্বেলে কি ঘুটছে। আর দুটো নোংরা ন্যাংটা ছেলে গুটিগুটি পা ফেলে আখের ছিবড়ে, ভাঙা চুপড়ি জড়ো করে আগুনে ফেলছে—বুঝলুম রান্না হচ্ছে। চমকে উঠলাম—একি? এরা তো গুহায় থাকতো। এরা এখনও—

৪ নং ॥ হ্যাঁ, আমরাও একবার একটা জায়গায় গিসলুম। সেখানে বন্যায় সব ভেসে গেছে। হাজার হাজার মানুষ, মরা গরু মোষের সঙ্গে পড়ে আছে। পচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। যে কটা লোক কোন রকমে বেঁচে গেছে, তারা শহরের

কাছে একটা মাঠে জড়ো হয়েছে—

৩ নং ॥ দূরে একটা গাড়ী আসছে দেখে কতকগুলো রুগ্ন রুগ্ন কাচ্চা বাচ্চা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো— গাড়ী আসছে—খাবার আসছে—

৪ নং ॥ উফ্, তারপর কি হুড়োহুড়ি। গাড়ী এলো। তাদের সার দিয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা চলছে। সবাই চেঁচাচ্ছে—আমায় দাও, আমায় দাও। উফ্ খিদে কি বীভৎস—তারপর তাদের সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে একটা একটা করে রুটি দিচ্ছে। আর সব নিয়েই গোগ্রাসে গিলছে। কতদিন খায়নি, হঠাৎ—হঠাৎ একটা রুটি মাটিতে পড়ে গেল, আর একগাদা মানুষ তার ওপর লাফিয়ে পড়লো কুকুরের মতো। একটা ছেলে সবাইকে ধাক্কা মেরে উপুড় হয়ে পড়লো। রুটিটা তুলে নিয়েই দূরে পালালো—

৩নং ॥ আমি দেখলাম সবটা মুখে পুরে আপ্রাণ চেষ্টা করছে—গিলবার—শক্ত চামড়ার মত—চিবোতে পারছেনা। দলা পাকানো রুটি কিছুতেই গিলতে পারছে না। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। হাত পা ছুঁড়ছে জলের জন্যে— ধড়ফড় করতে করতে পড়ে গেলো—একটু ছটফট্ করেই টানটান হয়ে গেলো।

জোহান্স ॥ আঃ আঃ চুপ করুন, চুপ করুন। আমরা কি করবো? (হঠাৎই আবার পুরণো অবস্থায় ফিরে আসবে আলো)

চাঁদ ॥ তোমাদের বিজ্ঞানীরা এসব দেখতে পাননা? চাঁদে এসেছে?

৩নং ॥ খুব পায়, খুব পায়। তোমরা হচ্ছো আপেল গাছে বাঁদর গাছে বসে আছো। একটা আপেল নিচ্ছো এক কামড় খেয়েই ফেলে দিচ্ছো। আবার একটা নিচ্ছো এক কামড় খাচ্ছো আর ফেলে দিচ্ছো। গোটাটা খাচ্ছো না, শুধু দখলের আনন্দ। আচ্ছা এতো জিনিষ আবিষ্কার করলে, সকলে তো পেলোনা। কেন—অনেক অনেক করলে না? সবাই পেতো?

চাঁদ ॥ থাকৃগে, থাগ্‌কে। ছাড়ান দাও-ছাড়ান দাও। আচ্ছা তোমরা তাহলে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখো— আমরা এবার একটু —কই-হে চল চল। আশ পাশেই পাবে সব। অবিশ্যি তোমাদের সব গাড়ীতেই আছে—তাই না?

রোল্যাণ্ড ॥ হাাঁ, আমাদের কিছু লাগবে না।

চাঁদ ॥ আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা চলি তাহলে। চল (দূরে) চল, তোমরা চল। কোন ভয় নেই (সামনে) অসুবিধে হলেই আমরা টের পাবো—

চলে আসবো। বিপ্‌—বিপ্‌—বিপ্‌—বিপ্‌—বিপ্‌ (একে একে সকলের প্রস্থান)

জোহান্স॥ রোলাণ্ড, রোলাণ্ড? কি ভাবছো? (রোঁলাঁকে চিন্তিত ও ক্রমশঃ বেদীর দিকে এগোতে দেখা যাবে—তারপর হঠাৎই এক লাফে বেদীর ওপর ওঠে)

রোলাণ্ড॥ উ! কই না তো—

জোহান্স॥ হুম্‌ ভাবছো—ভয় করছে?

রোলাণ্ড॥ ভয়! কিসের ভয়? আমি ভাবছি অন্য কথা— (একটু একটু করে রাজদণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে হঠাৎ তাকে মুচড়ে ভাঙতে থাকে)

জোহান্স॥ রোলাণ্ড, রোলাণ্ড—ওকি করছো? রোলাণ্ড শোনো সর্বনাশ হয়ে যাবে—আমরা এখানে অসহায়। রোলাণ্ড—ইস্‌— (জোন্স বাধা দিতে যায় নীচে দাঁড়িয়ে। রোঁলাঁ এক লাথিতে তাকে সরিয়ে দেয়। জোন্স ছিটকে পড়ে যায় অনেকটা দূরে মঞ্চের সামনের দিকে। রোঁলাঁকে এখন উন্মত্ত দেখায়। রাজদণ্ডের মাথাটা ভেঙে হাতে নিয়ে)

রোলাণ্ড॥ (অট্টহাসি) বাস্‌, কেল্লা ফতে! চাঁদ আমার হাতের মুঠোয় ঐ ইস্তক চাঁদের মালিক আমি—এই সমস্ত চাঁদ জুড়ে আমার রাজত্ব—আমার, আমার, আমার— (হাসি)

জোহান্স॥ (পড়ে থেকেই) রোলাণ্ড, কি বলছো?

রোলাণ্ড॥ (বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে) ঠিক বলছি—ও তুমি বুঝবে না। ও যারা বোঝেনা—কোনোদিন বোঝে না। এখন যদি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার গাড়ী না আসে, যদি আমি এখানে থেকে যাই, যদি পৃথিবী আমাকে খুঁজে না-ও পায় আমার কিছু হবে না—

জোহান্স॥ (উঠে পড়ে) মরে যাবো রোলাণ্ড—এখানে বাঁচা যায়না—

রোলাণ্ড॥ (দর্পিত রাজার দম্ভ নিয়ে) খুব যায়, এমনি বাঁচা যায়না—রাজা সব জায়গাতেই রাজা—সে বাঁচবেই, শোন, জোহান্স আমি রোলাণ্ড, তোমার পৃথিবীতে যদি ফেরো জানিয়ে দিও তাদের—রোলাণ্ড ফিরলো না। তার ফেরার দরকার নেই। তাদের বলো—যে চাঁদের এক টুকরো মাটি পাবার জন্যে সবাই দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে, তার সবটাই রোলাণ্ডের, —এই ইস্তক মাঠ, পাহাড়, গহ্বর যা যেখানে আছে তা রোলাণ্ডের। যদি এই চাঁদের মধ্যে কোনো সম্পদ লুকানো থাকে তা রোলাণ্ডের। তাদের

যোলো এখানে যারা বাস করে, তাদের সকলের ভালো মন্দ, বাঁচা মরা সব রোল্যাণ্ডের। —জোহান্স তাদের গিয়ে বলো—আর একটা পৃথিবী, একটা গোটা পৃথিবীর বেবাক্ মালিক আমি—নীল রোল্যাণ্ড— (অট্টহাসি)

জোহান্স ॥ রোল্যাণ্ড……

রোল্যাণ্ড ॥ (অট্টহাসি) ভয় করছে…আচ্ছা আচ্ছা -তুমি যদি থাকতে চাও থাকবে এখানে। তবে শোনো আমার কাছে তুমি আর অন্য চাঁদবাসীর কোনো তফাৎ থাকবেনা—এখানে থাকতে হলে আমার কথায় উঠতে বসতে হবে– আমি যদি বুঝি তোমার কিছু দরকার আমি তা ঠিক করে দেবো—ঠিক করে দেবো—

জোহান্স ॥ (নিরীহ জোন্সও ধরে ফেলেছে রোঁলাঁর কারসাজি) রোল্যাণ্ড তোমার লোভের সীমা নেই। তুমি ভুলে যাচ্ছো এখানে আমরা একসঙ্গে এসেছি। এখানকার সব জিনিষে আমাদের সমান অধিকার, তোমার একার নয়। আমারও আছে—

রোল্যাণ্ড ॥ (দর্পিত ঘোষণা) এই রাজদণ্ড আমার হাতে, এর একমাত্র মালিক আমি। আমার পর আমার ছেলেরা, তারপর তার ছেলেরা—ভবিষ্যতে আমার রক্ত যার গায়ে সেই হবে চাঁদের অভিজাত সন্তান—বাঁচার মত বাঁচবে—

জোহান্স ॥ আর আমি তোমার কৃপার ভিখারী, কেনা গোলামের মত তোমার সেবা করবো—আমার পর আমার ছেলেরা, তারপর তার ছেলেরা, তারপর তার ছেলেরা—এদের শরীরে বান্দার রক্ত—এরা ভিক্ষে করবে রোল্যাণ্ড। (হিংস্র নিয়ে এগোবে)

রোল্যাণ্ড ॥ খবরদার (রিভলবার কবে ; কিন্তু কোন শব্দ হবে না।) জোহান্স এগোলেই গুলি করবো -(রিভলবার কাজ করছে না—অতএব সেটা ফেলে দিয়ে হিংস্র এক লাফে রোঁলাঁ ঝাঁপিয়ে পড়ে জোন্সের ওপর শুরু হয় দুজনের মারপিট—ছিটকে পড়ে গেছে রাজদণ্ড – দুজনেই পেতে চায় তাকে)

রোল্যাণ্ড ॥ (মারপিট করতে করতেও একে অপরের গলাটিপে) জোহান্স বাঁচবার জন্যে খুন করতেই হয় —

জোহান্স ॥ আমিও বাঁচতে জানি। আমার ছেলেরা ভিখারী হবে না—

রোল্যাণ্ড ॥ খুন করেই পৃথিবীর মালিক হয়েছিলো। চাঁদে হবো আমি।

জোহান্স ॥ অত সোজা নয় রোল্যাণ্ড। চাঁদ কখনও আর একটা পৃথিবী হবে না—

রোল্যাণ্ড ॥ ঘটনা এমনি ঘটেনা—ঘটাতে হয়। (নেপথ্যে চাঁদবাসীর হাসি, সকল চাঁদবাসীর হৈ হৈ করে প্রবেশ)

চাঁদ ॥ ওকি! ওকি! ওকি করছো? মারপিট করছো কেন? ওঠ, ওঠ। সরে যাও, সরে যাও। কি হয়েছে এঁ্যা?

রোল্যাণ্ড ॥ নাঃ কিছু না। (রাজদণ্ডটা তুলে নিয়ে লুকোবার ভঙ্গীতে)

২ নং ॥ আবার মিথ্যে কথা বলছো—কিছু না!

৩ নং ॥ এত মিথ্যে কথা বল কেন?

৪ নং ॥ হ্যাঁ, ভীষণ মিথ্যে কথা বলে—

চাঁদ ॥ ওকি, ওকি করছো? ওটা ভেঙ্গে ফেললে! ওটা ভাঙ্গলে কেন? —এঁ্যা

জোহান্স ॥ ও ও এখানকার রাজা হতে চায়—রাজা—

৪ নং ॥ রাজা?

চাঁদ ॥ এঁ্যা—সে কি? এখানে রাজা হতে এসেছো? সেইজন্যে ওটা ভাঙলে? ওটা নিলেই রাজা হওয়া যায়? (রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে) দেখি, দেখি, দাও দাও—এ-হে-হে ছিঃ ছিঃ—এটার এমনি কোন দাম নেই—সবাই এখানে বসলে, সবাই চাইলে, সবাই এক একটা দড়ি কোমরে বাঁধলে তবেই রাজদণ্ডের আলো জ্বলে—

২ নং ॥ (রিভলবারটা কুড়িয়ে) কালো মত এটা কি?

জোহান্স ॥ রিভলবার। এটা দিয়ে আমায় গুলি করতে যাচ্ছিল (চাঁদবাসীরা থতমত খেয়ে যায়)

চাঁদ ॥ লাগেনি তো? এখেনে ওসব চলে না—ছিঃ ছিঃ তোমরা একেবারে যা তা—কোথায় তোমাদের জন্যে আমরা সব ব্যবস্থা করলাম। বেশ সহজে হেঁটে, চলে, বেড়াতে পারলে—বিদেশী ভাষায় কথা বললে—ভাবলুম আ-হা চাঁদ দেখতে চায় দৃষ্টি দিই, বাতাস দিই, হাঁটা-চলার ক্ষমতা দিই—(একে একে সব চাঁদবাসী চলে যেতে যেতে)

৪ নং ॥ তা-না। এটা ভাঙ্গবো, সেটা ভাঙ্গবো, ঝগড়া করবো, সব নিয়ে নেবো। তোমরা কি কিছু ভালো দেখতে পারো না! (সকলের প্রস্থান)

জোহান্স ॥ একি! একি! রোল্যাণ্ড, রোল্যাণ্ড—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না রোল্যাণ্ড। (নেপথ্যে প্রচণ্ড ঝিনঝিনে শব্দ—দম বন্ধ হলে মাথার মধ্যে যেরকম হয়—এখন এরা অক্সিজেন পাচ্ছে না—সমস্ত মাথায় এরা ভুবন টলতে

থাকে—অনেকটা স্কেটিংএর মত—ওরা বাতাস খামচায়)

রোল্যাণ্ড ॥ আমিও না—আমিও না। আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা কোথায়—

জোহান্স ॥ আপনারা কোথায় ?

নেপথ্যে ॥ তোমরা আর দেখতে পাবে না—তোমাদের সুযোগ দিয়েছিলমে তাই চাঁদকে ঠিক দেখেছিলে, স্বাভাবিক—

রোল্যাণ্ড ॥ এখন দেখতে পাচ্ছি না কেন ? আশে পাশে তো কিছু নেই—

নেপথ্যে ॥ এখন আব কিছু দেখতে পাবে না, কিছু জানতে পারবে না। (প্রায় মরতে মরতে এরা দুজন চন্দ্রযানের দিকে যাবার চেষ্টা করে—ওদের অসহায় মৃত্যুর আতঙ্ক আলোয় আনা যায়—জোন্স সিঁড়ির ওপর একটু উঠতে চেষ্টা করে—রোঁলাঁ এখনও পৌঁছোতে পারেনি—

নেপথ্যে ॥ চাঁদে সব আছে, জীবন, প্রাণী, খাদ্য সব। তোমরা ঐ দখল করার লোভে সব হারালে। পৃথিবীতে ফিরে যাও, সব ভুলে যাবে। কিছু প্রমান দিতে পারবে না। তোমাদের বদমায়সীর জন্যে চাঁদকে কোনোদিন জানতে পারবে না—শুধু গুহা, গহ্বর, শূন্যতা আর নির্জ্জনতা। (ক্রমশঃ বিলীয়মান) যদি কোনোদিন এমনি আসো, কোনো মতলব না নিয়ে, সেদিন এখানে সব পাবে, সব পাবে, সব পাবে। (রোঁলাঁ সিড়ির নীচে ও জোন্স সিঁড়িতেই অজ্ঞান—আলো স্থির—চাঁদের বুকের টিলাগুলো আবার ফুটে ওঠে—আবার জ্যোৎস্না—সেই আগের পবিত্র চাঁদের পরিবেশ)।

॥ ধীরে ধীরে পর্দা ॥

(এ নাটক ক'লকাতার "থিয়েমাইম" গোষ্ঠী অভিনয় করে। অভিনয় করার আগে নাট্যকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ঠিকানা—"থিয়েমাইম" ১০৭ই, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, ক'লকাতা ২৬)

শিল্পের জন্য জনগণ নয়
জনগণের জন্যই শিল্প

এদেশে : অন্যপ্রদেশে

দিল্লী॥ দিল্লীর মঞ্চের বাংলা নাটক সম্প্রতি বেঙ্গলীক্লাব, কালীবাড়ী আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। গত ২১ থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় আইফ্যাকস হলে ১৯টি স্থানীয় দল তাঁদের নাট্যপ্রচেষ্টা মঞ্চস্থ কবার সুযোগ পেলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে যদিও এতগুলি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছেন তবু সামগ্রিক মান মোটেই আশাপ্রদ নয়। নবোদয় গোষ্ঠী, শনিচক্র, এনকোর, বিনয়নগর বেঙ্গলী ক্লাবের প্রযোজনা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই চোখে পড়ল না।

বেঙ্গলীক্লাব কালীবাড়ী গত ষোলো বছর ধরে এই প্রতিযোগিতাটি আয়োজন করে আসছেন মূলতঃ স্থানীয় নাটকের মান উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টার সাফল্য প্রশ্নাতীত নয়। এছাড়া আর একটি প্রশ্ন স্বভাবতই আসে তা হল স্থানীয় পাণ্ডুলিপির অভাব। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কলিকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গায় পরিবেশিত বহু পুরোনো একাঙ্ক পরিবেশিত হয় এবং প্রায়ই পূর্ণাঙ্গ নাটককে কেটেছেঁটে মাপমতো করে নিয়ে একাঙ্ক বলে চালান হয়. এবারে স্থানীয় পাণ্ডুলিপির মধ্যে সেবাব্রত চৌধুরীর 'রাখুচরিত মানস' ও পুতুল নাগের 'মৃগতৃষ্ণার গান' ছাড়া কোনটিই উল্লেযোগ্য নয়। দিল্লীর নাট্যগোষ্ঠীগুলি এখনও আশ্চর্যরকম পরমুখাপেক্ষী হয়ে আছে।

এবারের প্রতিযোগিতায় চারটি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অনায়াসেই নিয়ে গেছেন নবোদয় গোষ্ঠী। তাঁদের নিখুঁত প্রযোজনা ও সাবলীল সুন্দর অভিনয় এবং দলগত প্রচেষ্টার জন্যে তাঁদের নাটক 'বৃষ্টি বৃষ্টি' প্রযোজনা, পরিচালনা (শক্তি মুখার্জী), অভিনেতা (জয়ন্ত দাশ) ও অভিনেত্রীর (শিপ্রা ঘোষ) পুরস্কার লাভ করতে তাঁদের সাহায্য করেছে। শিপ্রা, জয়ন্ত ও পার্থ সেনের অভিনয়ে নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছেন দর্শকরা। শক্তি মুখার্জীর পরিচালনায় মুন্সীয়ানা চোখে পড়ে। সমস্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে 'বৃষ্টি বৃষ্টি' অবশ্যই একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। অন্যান্য পুরস্কার বিজেতাদের মধ্যে রয়েছেন : পুতুল নাগ (শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি : মৃগতৃষ্ণার গান), মিলন সমিতি (শ্রেষ্ঠ মঞ্চসজ্জা), রবি লুকরলে (শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা), সমীর মিত্র (দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, অপরাজিত সঙ্ঘ), মায়া হোড় (দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, ·এনকোর), অচিন্ত্য চ্যাটার্জী ও সুষমা

সান্যাল (কালচক্র, যথাক্রমে ৩য় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী) প্রশান্ত মিত্র (২য় শ্রেষ্ঠ পরিচালক) এবং বিনয়নগর বেঙ্গলী ক্লাব (এরা কারা। ২য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা)

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে বেঙ্গলী ক্লাব কালীবাড়ী পরিবেশন করলেন। দীপক ঘোষ কর্তৃক নাট্যরূপায়িত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী'। নাটকটি অত্যন্ত দুর্বল প্রযোজনা। নাট্যরূপটির দুর্বলতার ফলে অভিনেতাদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। পরিচালনা অত্যন্ত নিম্ন মানের। এ সত্ত্বেও যাঁদের অভিনয় চোখে পড়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রিয় ঘোষ, গৌতম গাঙ্গুলী, নিমাই দে, সোমনাথ ভট্টাচার্য পার্থসারথি দে, শান্তনু রায়চৌধুরী। এত বড়ো অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হিসেবে বেঙ্গলী ক্লাবের কাছ থেকে দর্শকরা এর থেকে অনেক বেশী ভাল নাটক আশা করেন।

সম্প্রতি আইফ্যাক্স মঞ্চে স্থানীয় 'শনিচক্র' মঞ্চস্থ করলেন উৎপল দত্তর 'অঙ্গার'। স্থানীয় কোনো দলের পক্ষে অঙ্গার-এর মঞ্চস্থাপত্য এবং সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি বজায় রেখে নাটক করা অবশ্যই সাহসিকতার কাজ ব্রজেন ভৌমিকের পরিচালনায় নিষ্ঠার সঙ্গে শনিচক্রের শিল্পীরা এগিয়ে এসেছেন। দলগত অভিনয় উচ্চাঙ্গের না হলেও প্রশংসনীয় হয়েছিল। ট্রিটমেণ্টের খাতিরে অবশ্য নাটকটি প্রায়শই মেলোড্রামাটিক হয়ে উঠেছে ফলতঃ কয়লাখনির দুর্ঘটনার ভয়াবহতা প্রকট হয়নি, বিশেষ করে উদ্ধার পর্বে (তৃতীয় দৃশ্য) নাটকের গতি খুবই নেমে এসেছিল।

অভিনয়ের দিকে প্রথমেই নাম করতে হয় উৎপল মুখার্জীর সনাতনের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় স্মরণীয়। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন নিখিল শীল (বিনোদ), শ্যামল গুহ (আরিফ), শৈবাল মুখার্জী (মুস্তাক), শিবু সরকার (জয়মুল) এবং সুশীল বোস (মহাবীর)। স্ত্রী চরিত্রাভিনেত্রীরা একেবারেই হতাশ করেছেন। অবশ্য সুশীলা গাঙ্গুলীর লক্ষ্মী ব্যতিক্রম।

সীতাংশু মুখোপাধ্যায়ের আলোক সম্পাত এই নাটকের বিশেষ আকর্ষণ। বিভিন্ন সময়ে তিনি আলোর মাধ্যমে নাটকের ভাবকে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে কয়লাখাদ ধীরে ধীরে প্লাবিত হতে হতে জলের তলায় চলে যাওয়া মূল প্রযোজনায় তাপস সেনের আলোক সম্পাতকে মনে করিয়ে দেয়।

'নবোদয় গোষ্ঠী' আইফ্যাক্স মঞ্চে পরপর দুদিন মঞ্চস্থ করলেন স্মরজিৎ দত্ত

রচিত দুটি একাঙ্ক—'একনায়ক' ও 'খবর তৈরীর গপ্‌পো'। সাম্প্রতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলিষ্ঠ বক্তব্যকে সুষ্ঠু-সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করেছেন জয়ন্ত দাশের পরিচালনায় নবোদয় গোষ্ঠীর শিল্পীরা। একনায়ক ১৯৩৩-৩৭ এর জার্মানীর রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিটলারের একনায়ত্ব অধিকারের ঘটনা। সুষ্ঠু অভিনয়, চিন্তাশীল পরিচালনা এবং মঞ্চ-আলো-শব্দের সমন্বয় নাটকটিকে প্রাণবন্ত করেছে। স্বপন ঘোষ অভিনীত হিটলার একটি স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন বিমল শেঠ, জয়ন্ত দাশ ও প্রতীক সেনগুপ্ত। সঞ্জীব চ্যাটার্জীর শব্দ সংযোজনা নাটকের মুড সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

খবর তৈরীর গপ্‌পো হাল্কা মেজাজে সাম্প্রতিক সংবাদপত্রের অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত। কথকতা, বাউল, কীর্তনের সুরে সমস্ত অবস্থাটা বর্ণনা করে গল্পের খেই ধরিয়েছে মূল গায়েন, অন্যদিকে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে রিপোর্টাররা ও সম্পাদক। এই গল্পেও জয়ন্ত দাশের পরিচালনায় মুন্সীয়ানা লক্ষ্য করার মত। এক প্রৌঢ় রিপোর্টারের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও অনবদ্য। প্রতীক সেনগুপ্তের নিজস্ব সুরারোপিত ও মূল গায়েন চরিত্রে গাওয়া গানগুলি ও অখিল চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে তিনি ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন সুবীর সেনশর্মা, স্বপন ঘোষ ও ধ্রুবজ্যোতি সেন। শঙ্করের ভূমিকায় সুব্রত ঘোষের অভিনয় অত্যন্ত দুর্বল। পরিচালকের এই বিশেষ চরিত্রটির দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ আছে। [চারুদত্ত]

আগরতলা ॥ আগরতলার সাম্প্রতিক নাট্য প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক নাট্যকার শচীন ভট্টাচার্য প্রযোজিত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা 'অভিনয়' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। [সঃ]

নিখিল ত্রিপুরা আন্তঃ অফিস ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থা আয়োজিত 'সপ্তম আন্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল সাতই জানুয়ারীর সন্ধ্যায়; সমাপ্ত হল আঠারোই জানুয়ারীর রাতে পুরস্কার বিতরণের শেষে। স্থান: আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন।

ত্রিপুরা সরকারের আমন্ত্রণে নাট্যপ্রতিযোগিতার বিচারক হয়ে সেখানে গিয়ে ছোটো বড়ো নামী অনামী বহু নাট্যদলের নির্দেশকের সঙ্গে ত্রিপুরার বর্তমান নাট্যচেতনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এইটুকু বুঝেছি যে রূপম, নেপথ্য, আরাধনা, রূপারোপ, রঙ্গম, রূপায়ণ, ঘরোয়া, ভিয়াস, লিটিল ড্রাম গ্রুপ এর

মতো খ্যাতনামা নাট্যসংস্থা থেকে শুরু করে বহু অখ্যাত নাট্যসংস্থা যারা ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ইতিহাসে একটার পর একটা নোতুন ভাবধারার নাটক মঞ্চস্থ করে ত্রিপুরায় ব্যাপক নাট্যচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন, তৈরি করছেন অগুণতি দর্শক, লাভ করেছেন ত্রিপুরার সংস্কৃতিবান নাট্যামোদীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন তাদেরই নির্দেশক অভিনেতা এবং নেপথ্যের শিল্পীরা জড়িয়ে আছেন এই নাট্য প্রতিযোগিতার সঙ্গে। একথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে যদি কেউ ত্রিপুরার বর্তমান নাট্যচর্চার গতি প্রকৃতির রূপরেখা উপলব্ধি করতে চান তবে তাঁকে এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদিন উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেই হবে।

প্রতিযোগিতার প্রথমদিনে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট রিক্রিয়েশান ক্লাব পরিবেশন করলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'পুষ্পক রথ'। নৈরাশ্য উদ্বেগ যন্ত্রণার বাস্তব জগত থেকে মজাখুশী আনন্দের এক কল্পনার জগতে সাময়িক পলায়নের নাটক। এই নাটক পরিবেশন করে দর্শককে ভালো লাগাবার জন্য যে চিন্তাশক্তির প্রয়োজন নাট্যনির্দেশক সলিল দেব বর্মন সে পরীক্ষায় বেশ কিছুটা উত্তীর্ণই হয়েছেন। এমনকি আলো এবং মঞ্চকেও তিনি সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে অনেক নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। সে তুলনায় আবহসঙ্গীত অত্যন্ত দুর্বল। নাটকটির প্রধান আকর্ষণ শিল্পীদের দলগত অভিনয়। বিশেষ করে আবদুস সালাম মল্লিকের 'লোকটি' চমৎকার চরিত্র-সৃষ্টি। মনে রাখবার মত সুন্দর অভিনয় করেছেন রঞ্জিত ভৌমিক এবং গীতা রায়চৌধুরী এবং নির্দেশক স্বয়ং।

আটই জানুয়ারীর সন্ধ্যায় কোর্ট এমপ্লয়িজ রিক্রেয়াশান ক্লাব প্রযোজিত অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অপরাধবোধের নাটক 'থানা থেকে আসছি' দেখে পুরোপুরি নিরাশ হয়েছি। নাটক উপলব্ধি ভূমিকা বণ্টন মঞ্চ পরিকল্পনা, আলোক পরিকল্পনা, সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, সঙ্গীতের ব্যবহার, পরিমিতিবোধ, দলগত অভিনয়, সৌন্দর্য সৃষ্টি অর্থাৎ সবদিকেই নির্দেশক অশোক চক্রবর্তীর সজাগদৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। অত্যন্ত দুর্বল এই প্রযোজনার কয়েক জায়গায় অশোক চক্রবর্তীর অভিনয় মন্দ নয়। মঞ্চে তাঁকে দেখে বড়ো অসহায় বলে মনে হয়েছে।

তৃতীয় রজনীতে পূর্তবিভাগ বিনোদন সংস্থার 'এবং ইন্দ্রজিত' দেখে মন তৃপ্তিতে ভরেছে সেই সঙ্গে ত্রিপুরার সবচেয়ে শক্তিশালী নাট্যসংস্থা "রূপম" এর জনপ্রিয় প্রয়োগ প্রধান সুবোধ দে'র সুচিন্তিত প্রয়োগনৈপুণ্য দেখে পূর্ণ প্রেক্ষা-গৃহের দর্শকের সঙ্গে আমিও মুগ্ধ হয়েছি। নাটক শুরুর মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে

শেষ মুহূর্তের যবনিকা নামবার আগে পর্যন্ত শক্তিমান শিল্পীদের অনবদ্য দলগত অভিনয় যে কি প্রচণ্ড অনুশীলনে সম্ভব হয়েছে সেটা ভেবে অবাক হয়েছি। তবু বলবো মঞ্চ এবং আলোক পরিকল্পনায় এবং নাটকের গতি সঞ্চারে আরো বেশী চিন্তাশক্তির সেই সঙ্গে কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়ে নির্দেশক 'এবং ইন্দ্রজিত'কে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রযোজনা করে তুলতে পারতেন। ব্যক্তিগত অভিনয়ে যারা দর্শকমন জয় করেছেন তারা হলেন কমল রায়, শেলী মুখার্জী, রেখা ভট্টাচার্য ও সুবোধ দে। শ্রীদের কণ্ঠস্বর, উচ্চারন, স্বর নিয়ন্ত্রণ, অভিব্যক্তি, নাট্য আঙ্গিকের ব্যবহার, চরিত্রোপলব্ধি পরিমিতি বোধ এবং চরিত্রসৃষ্টি অপূর্ব। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি 'এবং ইন্দ্রজিত' পূর্তবিভাগ বিনোদন সংস্থার একটি উজ্জ্বল প্রযোজনা।

দশই জানুয়ারী সন্ধ্যায়—এ. জি. অফিস-এর শিল্পীসদস্যদের দ্বারা অভিনীত হল অন্ধকার থেকে আলোয়, কুৎসিত থেকে সুন্দরে, নরক থেকে স্বর্গে উত্তরণের নাটক লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'বাঘের চোখ'। অতীতের ধ্বংসস্তূপের ওপর বর্তমানের এক সবুজ সুন্দর স্বপ্নময় জগত তো সকলেরই কাম্য। নাটকটি কিন্তু ভূমিকা বণ্টনে পরিচালক দীপেন্দ্র দাসের ব্যর্থতার জন্য অনেক সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যর্থতারই এক ধ্বংসস্তূপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। অতি দুর্বল অভিনেতা অভিনেত্রীর ভীড়েও ভারী সুন্দর অভিনয় করে দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছেন অরুনেন্দুবিকাশ রায় এবং শিবানী চৌধুরী।

এই প্রতিযোগিতার একমাত্র পাণ্ডুলিপি নাটক স্থানীয় নাট্যকার গোপাল দের 'মৃতের মিছিল' পরিবেশিত হল বারোই জানুয়ারী সন্ধ্যায়। সকল নাটকের গভীরেই নাট্যকারের একটি তত্ত্বগত দৃষ্টি সর্বদা সজাগ থাকে। সমালোচকের চোখ রসের চাইতে সেই দৃষ্টিকেই বেশী খুঁজে বেড়ায়। বক্তব্যের দিক থেকে এ নাটক কোন নোতুন সিদ্ধান্তের দিগন্ত উন্মোচন তো করেই নি বরং শ্রমিক মালিকের অতি পুরোনো সংঘর্ষের কথাই বলেছে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে। সুন্দর বাস্তবসম্মত সঙ্গীত আলো ও মঞ্চের ব্যবহার, চরিত্রানুযায়ী সাজসজ্জা, রূপসজ্জা এবং কয়েকটি ভূমিকায় কয়েকজন শিল্পীর সুন্দর অভিনয় সত্ত্বেও বহু চরিত্রের মিছিলের নাটক মৃতের মিছিল আদৌ জমলো না। নির্দেশক গোপাল দেও চূড়ান্ত ব্যর্থ। রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী গুপ্তা, নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় এই তিন জনের অভিনয়টুকু শুধু মনে রাখবার মত। যাই হোক, মৌলিক নাটক সৃষ্টি করে

তার প্রযোজনার জন্য নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা গোপাল দে সাধুবাদ নিশ্চয়ই পাবেন।

বারোই জানুয়ারী মহাকরণ বিনোদন সংস্থার নাটক বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা' যার নেপথ্য নির্দেশনায় ছিলেন ত্রিপুরার জনপ্রিয় নাট্যসংস্থা 'নেপথ্যে'র নির্দেশক নিখিল ভট্টাচার্য, মঞ্চস্থ হল না। মঞ্চস্থ হল না তেরোই জানুয়ারীর সন্ধ্যায় খাদ্য ও জনসংভরণ বিনোদন সংস্থার নাটক রাধারমন ঘোষের 'রণ দুন্দুভি'।

ষষ্ঠ দিবসে শিল্প বিভাগ পরিবেশন করলেন আদর্শ-হীনেদের দ্বারা লাঞ্ছিত এক ছিন্নমূল অসহায় পরিবারের জীবন কাহিনী জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'মুছেও যা মোছেনা'। নাটকের সমাপ্তিতে আশার আলো দেখা গেলেও আমরা কিন্তু অতিমাত্রায় নিরাশ হয়েছি। শিল্প বিভাগের এই প্রযোজনার সবদিক দিয়েই অনেক বেশী অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল।

পনেরোই জানুয়ারীর সন্ধ্যায় শিক্ষা অধিকার নিবেদিত রামায়নের পট-ভূমিকায় বর্তমান সমাজ চেতনার নাটক রতন ঘোষের 'সীতাহরণ' উপস্থিত দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছে। নাটকের সর্বাঙ্গীন সমন্বয় সাধনের কৃতিত্ব নির্দেশকের। দুর্বল এই নাটকের গতি শ্লথ হওয়া সত্ত্বেও সেই সঙ্গে বহু দুর্বল কুশীলবদের সঙ্গী করে শংকমান নির্দেশক শংকু হালদার শুধু অসংখ্য নাট্যমুহূর্তই সৃষ্টি করেন নি, মঞ্চ আঙ্গিককে অদ্ভুত ভাবে কাজে লাগিয়ে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। নাটক সুন্দর ভাবে এগিয়েছে এবং দর্শকের মন ভরিয়ে দিয়েছে। এ নাটকের প্রধান সম্পদ নারী চরিত্রের শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয়। চিত্রা মৈত্র এবং দীপ্তি চৌধুরী ক্রমশঃ তাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকের মনে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছেন। এ নাটকে ফোটোগ্রাফারের ভূমিকায় যে শিল্পী অবতীর্ণ হয়ে কখনো মঞ্চের বাইরে থেকে আবার কখনো মঞ্চে উঠে অসংখ্য ফটো তুলে দর্শকের কাছে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তার পরিচয় কিন্তু পুস্তকার চরিত্রলিপি পড়ে জানা গেল না।

ষোলই জানুয়ারীর সন্ধ্যায় ও এন-জি-সি কর্মী কল্যাণ সমিতির শিল্পীবৃন্দ মঞ্চস্থ করলেন প্রেমের কাছে দাম্ভিক বিজ্ঞানের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের নাটক রতন ঘোষের 'ফেরা'। বলিষ্ঠ বক্তব্যের এই নাটকের শুরুতেই সুচিন্তিত সঙ্গীত-আলো এবং চমৎকার মঞ্চ পরিকল্পনা দেখে আশা হয়েছিলো মঞ্চে আরো অভিনব কিছু দেখা যাবে। কিন্তু নাটক যতো এগোতে আরম্ভ করেছে ততই ধীরে ধীরে

সে আশা মরীচিকার রূপ নিতে নিতে এক সময় দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। কেবল মাত্র কৌশলের সাহায্যে মুহূর্তের জন্য দর্শককে চমৎকৃত করা যায় বটে কিন্তু সেটা একান্তই সাময়িক। নাটকের প্রধান জিনিস শিল্পীদের সুন্দর দলগত অভিনয়। এ নাটকের প্রতিটি চরিত্রে শিল্পীই আড়ষ্ট।

আন্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতার সমাপ্তি দিবসে শিক্ষা বিনোদন সংস্থা, খোয়াই কর্তৃক পরিবেশিত হল নাট্যকার তমাল দাসের নাটক 'স্বপ্নসম্ভবা'। অতি কষ্টকল্পিত এই নাটকের দুর্বল সংলাপ দুর্বল অভিনেতৃবর্গের চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লান্তির উদ্রেক করে দর্শকের চূড়ান্ত বিরক্তির কারণ হয়।

সর্বদেশের সর্বকালের নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক দর্শক। কিন্তু যেহেতু এটা নাট্য প্রতিযোগিতা তাই প্রতিযোগিতার শেষে নির্দিষ্ট বিচারকদের বিচারের ফল ঘোষিত হল। শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারগুলি পেয়েছেন—প্রযোজনা ১ম—"এবং ইন্দ্রজিৎ"। ২য়—"সীতা হরণ"। ৩য়—"পুষ্পক রথ"। নির্দেশনা—শ্রীসুবোধ দে (পূর্ত বিভাগ)। অভিনেতা ১ম—শ্রীসুবোধ দে (পূর্ত বিভাগ)। ২য়—শ্রীনলিনাক্ষ মুখার্জ্জী (হেল্‌থ্‌)। অভিনেত্রী ১ম—শ্রীমতি রেখা ভট্টাচার্য (পূর্ত বিভাগ)। ২য়—দীপ্তি চৌধুরী (শিক্ষা অধিকার)। সহ অভিনেতা ১ম—শ্রীঅব্দুস সালাম মল্লিক কো অপারেটিভ)। ২য়-শ্রীকমল রায় (পূর্ত বিভাগ)। সহ অভিনেত্রী ১ম—শ্রীমতি রীনা ব্যানার্জী (হেল্‌থ্‌)। ২য়—শ্রীমতী কল্যাণী দত্তগুপ্ত (হেল্‌থ্‌)। আলোক সম্পাত—শ্রীহরিপদ দাস (ও. এন জি. সি.)। মঞ্চসজ্জা—শ্রীসলিল দেববর্মন (কো অপারেটিভ)। সঙ্গীত পরিচালনা—শ্রীরঞ্জিত ঘোষ (শিক্ষা অধিকার)। রূপসজ্জা—শ্রীনরেশ পোদ্দার (শিক্ষা অধিকার)।

বিচারক যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বিচার যাতে ন্যায় বিচার হয় তার জন্য নিশ্চয়ই যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন তবু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে চাই কর্মকর্তাদের ভ্রান্ত পদ্ধতি আর কিছু উদ্ভট বিধির জন্য বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। বহু যোগ্য প্রতিযোগী যার শিকার হতে বাধ্য। এর ওপর কর্মকর্তাদের সব ব্যাপারে অকারণ গোপনীয়তা অবলম্বন এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে প্রতিযোগী সংস্থাদের সেই সঙ্গে দর্শকের একাংশকে ক্রমশঃ হতাশ করছে। সুষ্ঠু বিচারের জন্য আশু প্রয়োজন বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সেই সঙ্গে কর্মকর্তাদের চিন্তাশক্তির প্রসারতা এবং বৈজ্ঞানিক-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী।

আন্তরিকভাবে ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেই

প্রশ্ন করব—কেন বঙ্‌লা ভাষার দেশ ত্রিপুরায় বাঙ্‌লা নাটক সৃষ্টি হচ্ছেনা? ত্রিপুরার নাট্যজগতে তো শিক্ষিত লোকের অভাব নেই। তবে কেন রূপম, নেপথ্যের মতো শক্তিশালী সংস্থা থেকে শুরু করে অতিদুর্বল নাট্যসংস্থাটিও ছাপা নাটকের জন্য কোলকাতার দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে? শুধুমাত্র মৃতের মিছিলের মত নাটক ছাড়া কি সেখানে কোন জীবন্ত নাটকের জন্ম হবেনা? অনেক কৃতি নির্দেশক থাকা সত্ত্বেও শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীর সংখ্যা সেখানে এতো কম কেন? কেন তাঁরা অসংখ্য সফল শিল্পী তৈরী করতে পারছেন না? কেন শতকরা পঁচানব্বই জন অভিনেতা অভিনেত্রীর বিকৃত উচ্চারণ বিচারক-সমালোচকের বিরক্তি উদ্রেক করবে? অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরীর কাজে ব্যর্থ হলে, কৃতী নির্দেশকদেরও কিন্তু একদিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

মঞ্চ সজ্জার ব্যাপারে মৌলিক চিন্তাধারা থাকা সত্ত্বেও কেন প্রয়োগ প্রধানরা মঞ্চকে স্বল্প ব্যয়ে প্রতীকধর্মী অথচ সহজ বোধ্য করে তুলতে পারছেন না? প্রায় প্রতিটি প্রযোজনার রূপসজ্জা, সাজসজ্জা, আলোকসম্পাত, আবহসঙ্গীত, শব্দ-প্রক্ষেপণ এতো নিম্নমানের হবে কেন? জটিল নাটকের রস গ্রহণ করবার মত বোদ্ধা দর্শকের সংখ্যা যখন প্রায় ষোল লক্ষ অধিবাসীর দেশ ত্রিপুরায় যথেষ্টই রয়েছে—তখন ফাঁকি শব্দটিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে যে কোন একটি প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত সবাই যদি একজোট হয়ে একটা সুষ্ঠু সমাধানের প্রচেষ্টা করেন তাহলে আমার দৃঢ় ধারণা তাঁরা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে সক্ষম হবেন।

[উপরোক্ত নাট্য প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আমাদের স্থানীয় সংবাদদাতা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য: পুরস্কার থেকে নাট্যকারদের বঞ্চিত করার কারণ কি? স্থানীয় নাট্যকাররা নিশ্চয় এতে উৎসাহ পেতেন। পুরস্কার বণ্টনেও কিছু অসামঞ্জস্যের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেমন মূল চরিত্রাভিনেত্রীকে দেওয়া হল সহ-অভিনেত্রীর দ্বিতীয় পুরস্কার! —সম্পাদক]

চাসনালা খনি দুর্গতদের সাহায্যার্থে "নেপথ্য" গোষ্ঠী ৩১ শে জানুয়ারী বাদল সরকারের "পল্লভপুরের রূপকথা" মঞ্চস্থ করলেন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। এটি এদের তৃতীয় প্রযোজনা। প্রথম দু'টি প্রযোজনার ("কবি কাহিনী" ও "জীবন তখন") প্রবেশ পত্র থেকে আদায়ীকৃত অর্থও ওরা শিক্ষক কল্যাণ তহবিলে দান করেছিলেন। এই জাতীয় মহৎ প্রচেষ্টার জন্য যে নাটক, সেখানে নাটকের সফলতার চাইতেও টিকিট বিক্রীর সফলতাই বিশেষ ভাবে কাম্য এবং

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ সে আশা পূর্ণও করেছে।

নাটকের আলোচনায় প্রথমেই পরিচালকের প্রশংসা করতে হয় চরিত্র বণ্টনের জন্য। প্রতিটি চরিত্রের প্রবেশেই আমরা বুঝতে পেরেছি এটি কি জাতীয় চরিত্র। ২/১ জায়গায় নাটকের গতিহীনতা ও কয়েকজন অভিনেতার উচ্চারণ-গত ত্রুটি বাদ দিলে নাটকটি সুপ্রযোজিত। অভিনয়ে নিখিল ভট্টাচার্য্য ও রণজিৎ ভৌমিক মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। শুক্লা চৌধুরীর অভিনয়ে আবেগ আছে, মুখাবয়বে তার প্রকাশও আছে কিন্তু আড়ষ্টতা অভিনয়কে প্রায়ই কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট করেছে। একই দোষে দুষ্ট মাখনলাল চক্রবর্ত্তী ও কমল মজুমদার। তবে শ্রীমতী চৌধুরী সম্ভাবনাময়ী। নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী অভিনয় করেছেন সুবীর দাস, বিধায়ক লস্কর চৌধুরী, দীপক ভট্টাচার্য্য ও শর্মিলা দেববর্মন। অজয় নন্দী দর্শকদের প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। রূপসজ্জা ও আলোক সম্পাত প্রশংসনীয়। মঞ্চসজ্জা ত্রুটিপূর্ণ। এই সংস্থার কাছে ভবিষ্যতে আরও সফল প্রযোজনার আশা রাখি।

চাসনালা খনিদুর্গতদের সাহায্যার্থে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কর্ম্মচারী বিনোদন সংস্থা ১০ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র ভবনে মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত "মহারাজ নন্দকুমার" মঞ্চস্থ করেন। এটি এদের প্রথম প্রযোজনা। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমেন্দু প্রসাদ দাস, গোপীবল্লভ ভৌমিক, জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, হিরন্ময় সিন্‌হা, অনিল কান্তি বিশ্বাস, দীনেশ চন্দ্র দাস, অঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সুকুমার দেবনাথ, শৈলেশ দাস বিশ্বাস, রাধিকা রঞ্জন দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র লস্কর, তেজেন্দ্র কুমার চন্দ, প্রবোধ রায় চৌধুরী, নেপাল চন্দ্র দে, নারায়ন আচার্য্য, বন্দনা সেন, শ্রুতকীর্ত্তি দেবচৌধুরী, মীরা চক্রবর্ত্তী, গোপা সেনগুপ্ত ও সুতপা ভট্টাচার্য্য। এই উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী শিখা মুখার্জ্জী

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গত ৮ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা "রঙ্গম" শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎ নাট্যমেলার আয়োজন করেন। বিভিন্ন দিনে অংশ নেন স্থানীয় নাট্য সংস্থা "রঙ্গম" (ভবঘুরে শ্রীকান্ত), "রবীন্দ্র পরিষদ" (মহেশ), "তিয়াস" (বিজয়া), সি. এ. সি. টি. (লোকযাত্রা) এবং লিট্‌ল ড্রামা গ্রুপ (ষোড়শী)।

নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পী সংসদ আয়োজিত প্রায় ১ মাস ব্যাপী প্রথম বার্ষিকী যাত্রা সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২৬টি দল অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম। প্রথমে

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ও পরে দুর্গাবাড়ী রঙ্গমঞ্চে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগর নাট্য সংস্থার "পাগল ঠাকুর" আগরতলা এ্যামাচার যাত্রাপার্টির "সামসের গাজী" এবং সৌখিন যাত্রাপার্টির (আগরতলা) "রাজা দেবীদাস" দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। [দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভুবনেশ্বর ॥ গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর স্থানীয় রবীন্দ্রমণ্ডপে 'রনেশাঁ থিয়েটার গ্রুপ' একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। পঃ বাংলার 'হুগলী ড্রামাটিক ক্লাব' এবং স্থানীয় সংস্থা 'উত্তরপুরুষ' দুদিনে চারটি নাটক পরিবেশন করেন। মির্জা মহম্মদ আলীর পরিচালনায় অভিনীত হয়—এণ্টনী কবিয়াল, কাবুলীওয়ালা ও শাস্তি। মির্জা মহম্মদ আলীর বলিষ্ঠ অভিনয় এখানকার মানুষ অনেকদিন মনে রাখবে। অসীম বসুর পরিচালনায় অভিনীত হয় একটি ওড়িয়া নাটক— "দুইটি সূর্য্য দগ্ধ ফুলকু নেই"। এর রচয়িতা তরুণ নাট্যকার বিজয় মিশ্র। আশা নিরাশায় দোদুল্যমান মানুষ কি চায় এবং কি পায় এই মূল বক্তব্যকে রাজা ও রাণী এই দুটি মাত্র চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্রেখটীয় কায়দায় মঞ্চে উপস্থাপনা করা হ'য়েছে। বহু অভিনীত ও পুরস্কৃত এই নাটকটি আরেকবার সবার অভিনন্দন আদায় ক'রে নেয়।

১৪ ডিসেম্বর সকালে একটি সেমিনারের ব্যবস্থা হয়। এর প্রধান বক্তারা ছিলেন প্রফেসর (শ্রীমতী) প্রভাত নলিনী দাস, ধীরেশ দাস, বিজয় মিশ্র, গোবিন্দপ্রসাদ গুপ্তা প্রমুখ। সেমিনারে আলোচিত ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ:— স্থানীয় সঙ্গীত নাটক আকাডেমীতে যে সংক্ষিপ্ত (১ মাস) পঠনসূচীর ব্যবস্থা আছে তা নাটকের complex art এর পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। আশু এবং প্রত্যাশিত ফল পাবার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি রাজ্য সরকারের বিবেচিত হওয়া উচিত— (১) ইংরেজী ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় উড়িয়া নাটকের অনুবাদ—যার ফলে এই সব নাটকের গুণাগুণ সারা দেশ সুচারু ভাবে বিচার করতে পারে। (২) সত্যিকারের ভালো নাটক নির্দ্ধারণ ও পুরস্কৃত করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে (অন্ততঃ চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র) বাৎসরিক বা ষান্মাষিক পর্য্যায়ে নিয়মিত ভাবে নাট্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা—যাতে এই উৎসবগুলির দ্বারা অভিনয়-কলার শিক্ষার্থীরা জনসাধারণের সামনে নিজেদের অভিনয় কলা প্রদর্শনের সুযোগ পায়। (৩) নিয়মিত ভাবে লোকধর্মী নাটক, যাত্রা ইত্যাদি অভিনয় করার উপযুক্ত মঞ্চ (কম পক্ষে চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র) সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠা—এর জন্য চারদিকে দর্শক-বেষ্টিত (কম করে এক হাজার)

একটি বড় প্ল্যাটফরম তৈরী করা। (৪) ভুবনেশ্বরের একমাত্র পাবলিক হল রবীন্দ্রমণ্ডপকে আধুনিক এবং উন্নততর যন্ত্রপাতির দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ করা—যাতে সবরকম নাটক, ব্যালে, যাত্রা ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে অভিনয় করা যায়। (৫) সরকারী সাহায্যে একটি নাট্যদল গড়ে তোলা এবং অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে, প্রয়োজন বোধে বিদেশের সাথেও, এই ধরণের দলের আদান-প্রদানকে উৎসাহ দান– যার ফলে শিল্পীরা একে অপরকে জানবেন ও তাঁদের সহজাত অভিনয় কলাকে আরও সুদৃঢ় করতে পারবেন। এইভাবে একটি সাংস্কৃতিক যোগসূত্র গড়ে উঠবে এবং জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করতে সহায্য করবে।

সেমিনারে আলোচিত জরুরী সমস্যাবলী :—(ক) ১৯৫৫ সাল থেকে নাট্যআন্দোলনের ফলে যে আধুনিক উড়িয়া নাটকের জন্ম তা স্থানীয় দর্শক সমাজের কাছে ততখানি আদরনীয় নয় কেন? (খ) পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতীয় জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নাট্য-শিল্পে জড়িত থেকেও আজ কেন এই দৈন্য দশা? (গ) আধুনিক সূক্ষ্ম শিল্পের সাথে লোকধর্মী নাটক, যাত্রা, পালাগান ইত্যাদির তুলনা এবং দোষ গুণ -তুলনামূলক জনপ্রিয়তা ও উন্নতির জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। (ঘ) সমাজের কাছে নাট্য ও পালা-রচয়িতার ভূমিকা ও দায়িত্ব কি? (ঙ) ট্রাডিশান্যাল এবং প্রগতিশীল আধুনিক/এব্‌সার্ড ফরম উভয়েরই পাশাপাশি দ্রুত উন্নতির জন্য কি দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন; এর সাথে উড়িষ্যার অতি প্রচলিত যাত্রা, পালাগান, লোক-সংগীত ইত্যাদিতেও কিভাবে উন্নতি সাধন করা যায়। [সংবাদদাতা]

পাটনা ॥ পাটনায় নাট্যকর বিরোধী সভা।

২১-১১-৭৫ তারিখে 'বিদ্রোহী'র অরুণ পালিতের প্রচেষ্টায় নাট্যকর্মীদের একটি সভায় বিহারে নাটক অভিনয় করার ওপর থেকে কর উঠিয়ে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার স্বপক্ষে কল্প ঘটক (চতুরঙ্গ) ও অরুণ পালিত যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো বক্তব্য রাখেন। দিলীপ সরখেল (প্রবাসী) বললেন করের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটি সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতো বিহার সরকারকেও নাট্য প্রয়োজনার ওপর থেকে প্রমোদকর প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয়। সভায় পাটনার চতুরঙ্গ, বিদ্রোহী, শিল্পী সমিতি, ধূমকেতু, অপরিচিত, বিক্রম, ঝংকার, নবরঙ্গ, কলাসঙ্গম, নীলকমল কলা পরিষদ এবং আরও কয়েকটি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। একটি সাধারণ নাট্য-মঞ্চ প্রস্তুত করার ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়। গৃহীত প্রস্তাবটি নিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শঙ্করাজের জন্ম (শচীন ভট্টাচার্য) পাটনার 'বিদ্রোহী' রবীন্দ্র ভবনে কালী ঘোষের পরিচালনায় নাটকটি পরিবেশন করে,১৫ ডিসেম্বর। একান্নবর্তী পরিবার। ভাঙন। আবার মিলন। এই গল্পের বিষয়বস্তু। সবগুলো চরিত্রে অভিনয় করার সমান সুযোগ নেই। তবুও বিদ্রোহীর দক্ষ শিল্পীরা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে সেই প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। তা সত্বেও কোথায় যেন একটা অপ্রত্যক্ষ বাধার দেয়াল শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নারী চরিত্রের দুই অভিনেত্রী কাজল ঘোষ ও শিপ্রা সাহা নিপুণ শিল্পী। মহলা খুব বেশী না হওয়ায় পুরুষ ও মহিলা চরিত্রে নাটকীয় সমন্বয়ে ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের শরিক দলগুলো বাইরের মহিলা অভিনেত্রীর সাহায্য নেয়ার প্রবণতা ত্যাগ করুন। অভিনয়ে রথীন পালিত, কালী ঘোষ, গোরা রায়, শ্যামল ব্যানার্জী শিবাজী চ্যাটার্জী নিজের নিজের ভূমিকায় চমৎকার নৈপুণ্যের ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছে। আলো, শব্দ ও মঞ্চ পরিকল্পনায় আরও মৌলিক ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার অবকাশ রয়েছে। অন্যান্য ভূমিকার শিল্পীরা হলো দিলীপ সেনগুপ্ত, প্রীতিশ চ্যাটার্জী, শুভাশীষ ঘোষ, প্রদীপ ভট্টাচার্য, আলোক তরফদার, অরুণ মণ্ডল, অমর চক্রবর্তী ও অসিত চক্রবর্তী।

শিল্পী সমিতির পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা॥ ডিসেম্বর প্রতীক্ষার মাস। শীতের জমাট আসর তখন। খেলা-ধূলো, গান, বাজনা, নাটক এবং বিভিন্ন কনফারেন্স এই মাসেই হয়। ভারতের সর্বত্র একই চেহারা ডিসেম্বরের। পাটনাতেও আমরা গত কিছু দিনের শীতে অনেকগুলো বড় বড় ব্যাপার দেখেছি। এ্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট (!) কনফারেন্স, সেন্ট্রাল স্কুল গার্লস মীট, সর্বভারতীয় স্কুল খেলা-ধূলো, পরপর নাটক, তারপরে আসছে ক্রিকেট। এ সবের জন্যে পাটনা-বাসী হিসেবে আমরা আনন্দিত।

• কিন্তু যে সমারোহের জন্যে পাটনার বাঙালীরা বস্তুতঃ অধীর আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষার দিন গোনেন তা হলো 'শিল্পী সমিতি' আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতি-যোগিতা বলতে গেলে অল্প দক্ষিণায় এমন একটা বোধি ও আনন্দলাভের সুযোগ পাটনাবাসীদের কমই জোটে। গত আগষ্ট '৭৫ এর প্রলয়কারী বন্যার দুঃস্বপ্ন এখনও আমাদের মনে তাজা। সেই অস্তিত্বের লড়াইয়ের কথা স্মরণের ক্যানভাসে ভীষণ জলন্ত। কয়েক মাসের ব্যবধান হলেও 'কি হবে' 'কি হবে' এমনি একটা দ্বিধা ছিল সবার মনে। অবশ্য শিল্পী সমিতির সুনীল ব্যানার্জীকে দেখেছিলাম প্রচণ্ড আশাবাদী। এবং সেই আশার ধারাবাহি-

কত্তার রূপ এবারের ৮ম বার্ষিক নাট্য প্রতিযোগিতা। সাবাস শিল্পী সমিতি!

২২শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বন্যার জলে ১০ দিন ডুবে থাকা রবীন্দ্র ভবনের হতশ্রী চেহারার তখন অন্তরূপ। দর্শকদের মুখের উজ্জ্বলতায় নাট্যপ্রীতির আলপনা। মঞ্চে প্রধান বক্তা নাট্যকার চিত্তরঞ্জন দাস, প্রধান অতিথি বৈদ্যনাথ বসু, উদ্বোধক প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক হংসকুমার তিওয়ারী, সভাপতি রামলক্ষণ সিং যাদব ও সমিতির স্থায়ী সভাপতি দীপেন্দ্রনাথ সরকার। শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো নিবল। সমগ্র অঞ্চল জুড়েই অন্ধকার। তার মধ্যেই মোমবাতির আলোর সভা চলল। আলো এলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই কিন্তু আবার নিভে গেল। কোথায় যেন সুর কেটে গেল। বক্তাদের সুরে অপ্রত্যক্ষ ভাবে বুঝি তারই রেশ।

শেষ পর্যন্ত আলো এল। নাটক শুরু হলো। দল শিলচরের। নাম "এটুকেরা"। নাটক: এই দশকের মঞ্চ (রতন ঘোষ)। পরিচালক বলাই চৌধুরী নিম্নবিত্ত পরিবারের অবক্ষয়, আশা, আকাঙ্খা, হতাশা এসব নিয়েই নাটক। দলগত কাজ পরিষ্কার। ছিমছাম মঞ্চ, সুষ্ঠু আলো ও সঙ্গীতের ব্যবহার সব মিলিয়ে হার্দ্য পরিবেশ তৈরী করেছিল। সকলের অভিনয়ই মোটামুটি। তবে মন কাড়ার মতো দর্শনীয় অভিনয় করেছেন মা'র চরিত্রে শ্রীমতী হেনা চন্দ। তাঁর আবেগ, বেদনার নিরুচ্চার অভিব্যক্তি মর্মস্পর্শী। বিশেষ করে কান্নার একটি দৃশ্যে তাঁর অভিনয় চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতার নিদর্শন হয়ে পাটনার দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। বারবার 'চা' 'খাবার' ইত্যাদি কথাগুলো পরিচালক ইচ্ছে করলেই কমাতে পারতেন। তাহলে শ্রীমতী চন্দের অভিনয় আরও আকর্ষণীয় হতে পারত। মহাদেব বণিক ও বিপ্লব দত্ত উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

২য় দিনের নাটক 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'। বহু পঠিত ও বিতর্কিত। বুদ্ধদেব বসুর লেখা এই কাব্য নাটকটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল অশ্লীলতার কারণে। সেই তর্কের স্থান এটা নয়। তবে এই কাব্য নাট্য পরিবেশনায় কুলটির 'প্রবাসী' দলটির পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গির ছাপই স্পষ্ট। কবিতা অংশ এক এক জায়গায় চমৎকার। কিন্তু যাত্রা ও অতিনাটকীয় স্পর্শ নিয়ে তা যেন এক সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বহু ভপুরের রূপকথা' বহু অভিনীত হাসির নাটক। রচনা বাদল সরকারের। পরিবেশন করেছেন চতুরঙ্গ (পাটনা)। পরিচালনায় মলয় কর। দর্শকদের

অনাবিল আনন্দ দান করার জন্তে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়ে নিটোল নাটক উপহার দিয়েছেন 'চতুরঙ্গ'। চমৎকার মঞ্চ পরিকল্পনা বিনোদ সিং-এর। ৩০০ বছরের পুরোন বাড়ীর বিশ্বাসযোগ্য রূপ শিল্পীর পারদর্শিতায় দর্শকদের কল্পনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশকে সুন্দর করেছেন শিল্পীরা। মূল চরিত্রে বরুণ সরকার সাবলীলভাবে চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছেন। অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন রতন সরকার। চলায়, বলায়, ভাবে ভঙ্গীতে তিনি এক কথায় চমৎকার। ফল্গু ঘটকের মিঃ হালদার এ যাবৎ অভিনীত তাঁর শ্রেষ্ঠ চরিত্র চিত্রণ। প্রদোষ ঘোষও সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকায় অসিত বাগচী, হিমল মতিলাল, দেবু দাস, রাসু সেনগুপ্ত তাঁদের যোগ্যতা দেখিয়েছেন। নন্দিতা মুখার্জী ও চন্দ্রলেখা মুখার্জী যথাযথ। নন্দিতা মুখার্জীর প্রথম মঞ্চে আগমন। তাঁর ভবিষ্যত উজ্জ্বল। আলোয় দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ও সুহৃদ ঘোষ তাঁদের সোচ্চার উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। ২৫শে ডিসেম্বর 'স্বপ্ন যেথায় তলিয়ে যায়' (পাণ্ডুলিপি) অভিনীত হলো। পাটনার 'ঝঙ্কার' গোষ্ঠী এ নাটক পরিবেশন করেছেন। নাটকটির সম্পর্কে আগে আলোচনা করেছি বলে বিস্তারিত কিছু লিখব না। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে এবারের প্রযোজনা অনেক উন্নত।

'গোলাপ কাঁটার মৃত্যু' করলেন পাটনারই অন্য একটি দল 'অপরিচিত'। এটিও পূর্বে আলোচিত। বর্তমান অভিনয়েও উল্লেখ্য কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

২৭ তারিখের পাণ্ডুলিপি নাটক 'যুগের কড়চা'। লেখক সুধীর চ্যাটার্জী। প্রযোজনায় 'মঞ্চশ্রী' কাঁচরাপাড়া। পরিচালনায়, পরিবেশনায়, অভিনয়ে উল্লেখ্য কিছুই নেই। ব্যতিক্রম মামার ভূমিকাভিনেতার অভিনয়। কমিক টাইপ সৃষ্টিতে তিনি অতি নাটকীয়তায় প্রশ্রয়ে দর্শক হাসাতে সমর্থ হয়েছেন। সংস্থার পরিচালকদের একটা অনুরোধ—প্রস্তুতি ছাড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন না। আজকের দর্শকরা খুবই মনোযোগী ও সচেতন। এলোপাথাড়ি গিমিক্ ও ত্রুটিপূর্ণ আলোর যাদুতে তাঁদের ভোলান যায় না। 'মঞ্চশ্রী'র প্রচেষ্টার আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এ কথা জানালাম।

প্রতিযোগিতার ৭ম দিনে বেশ আড়ষ্ট হয়ে হলে গিয়েছিলাম। দ্বিধা নেই বলতে যে 'জীবন তখন' পরিবেশন করে 'আর্ক থিয়েটার' (দুর্গাপুর) সমস্ত দ্বিধা দূর করে দেয়। নাট্যকার গোপাল দে। দর্শকদের আবেগ-অনুভূতিতে পরিতৃপ্ত করতে হলে নাটক ও নাট্য পরিচালকের সুন্দর পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

আর সু-অভিনয় তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। এই নাটকের পরিচালনায় শান্তি চ্যাটার্জী যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন অভিনেতারা। প্রায় সকল চরিত্রই সুষ্ঠু অভিনয়ের গুণে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। অডিটোরিয়ামে বারবার হাততালির তুফান সেই উল্লাসকেই প্রকট করছিল। জীবন-এর ভূমিকায় দিলীপ কুমার বসু চমৎকার। চরিত্রটির দুঃখ-বেদনা দিলীপের অভিনয়ে নিঁখুত রূপ পেয়েছে। 'সনাতন' হয়েছেন পরিচালক শান্তি চ্যাটার্জী। তিনিও আবেগধর্মী চরিত্র চিত্রণে আসর মাৎ করেছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিও সুঅভিনীত। মহিলা চরিত্রের 'ঝুমা' সেজেছেন রূপালী মুস্ত্রী। ছোট্ট অবকাশেই তিনি গভীর দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছেন। 'লিলি'র ভূমিকায় রুবা রায় সর্বত্র সমান তালে অভিনয় করতে পারেননি। আলোর কাজের এমন সুষম ব্যবহার পাটনার দর্শকদের বহুকাল মনে থাকবে। সঙ্গীত নাটকের গতিকে বেগবান করেছে।

৮ম দিনের নাটক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এরাও মানুষ"। পঙ্গুর জীবনের দুঃখ বেদনা প্রেম এসব নিয়ে নাটক। আজকের দিনেও কি এ ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক করা উচিত? কেমন যেন চড়া সুরে অভিনয়ের ঝোঁক সবার। বার বার দৃশ্য পরিবর্তনের জন্যে অনাবশ্যক পর্দা টানা ক্লান্তিকর। 'দাশু' মূল চরিত্র। সেই ভূমিকায় অজিত ঘোষের অভিনয় মনে দাগ কেটেছে সবার। কাশীরাম এক আধুনিক চাকর। অমিয় কুমার ভট্টাচার্য যথেষ্ট হাসিয়েছেন। প্রযোজনা বর্দ্ধমান নটরাজ ইউনিট। পরিচালনায় অজিত ঘোষ।

৩০ তারিখের নাটক রজনীগন্ধা। এ নাটক পেশাদার/অপেশাদার মঞ্চে বহু বছর ধরে অভিনীত হয়ে আসছে। 'নান্দনিক', ক'লকাতা, পরিচিত নাম। এ ধরণের নাটককে প্রতিযোগিতায় স্থান দেওয়া কি যুক্তিসিদ্ধ?

'যদিও সন্ধ্যা' পরিবেশন করলেন ইউ-টি-সি, (হাওড়া) ৩১ শে ডিসেম্বর। এই শেষ দিনে, প্রতিযোগিতার ১০ম নাটকটি দর্শকরা হৃষ্ট মনেই গ্রহণ করেছেন। তাঁদের স্মৃতিতে শেষ দিন মোটামুটি স্থান পেয়ে গেল। আসলে ইউ-টি-সি পরিচিত নাম। রাধারমণ ঘোষ চেনা নাট্যকার। দল হিসেবে সংহত। নিপুন উপস্থাপনা। সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয় জমাট। সব মিলে নাটক জমেছিল। খুব চটকদার কথাবার্তা। গান, সুর করে কবিতা, বাজনা—সব মিলে দর্শক মনোরঞ্জনের এ্যাব-টাইট ব্যবস্থা। বিষয়বস্তু যা তা বলার ধরণে হারিয়ে যায়। আসলে দর্শক 'এ্যালীজ' রয়েছে সেটাই বোধ হয় দলটির কাছে মূল ব্যাপার।

তাই ক'বছর ধরে একই ধরণের নাটক এঁরা অভিনয় করে যাচ্ছেন। এত ভাল টিম, শক্তিশালী নাট্যকার—এঁদের কাছে প্রত্যাশা আমাদের আরও বেশী। অভিনয়ে অনিল ভট্টাচার্য, মলয় বক্সী, সুবল ব্যানার্জী, স্বপন চক্রবর্তী, দীপক ঘোষ, সুপ্রকাশ সান্যাল, শঙ্কর পালুই, বিশু গোস্বামী, শ্রীমতী কুমকুম চৌধুরী ও অনুজনা পাল। পরিচালনায় বিশু গোস্বামী।

১লা জানুয়ারী '৭৬। দর্শকরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেছিল বাংলাদেশ থেকে আসা দলের নাটক দেখার জন্যে। ঢাকার দলটি আসেননি। না আসার সৌজন্যমূলক খবরও তাঁরা পাঠাননি। ফলে নাটকের বদলে কিছু গান বাজনার আয়োজন করা হয়েছিল ঐ দিন।

প্রতিযোগিতার শেষ দিন ছিল 'ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না'। প্রযোজনা প্রবাসী, বোকারো ইস্পাত নগরী। পরিচালনায় নিমু ভৌমিক। পাগলাগারদে জীবনের রঙ—এই বিষয়ের নাটক। আলোয়, সঙ্গীতে, অভিনয়ে সেদিনেও নাটক জমেছিল। দর্শকদের আনন্দবোলের রেণু প্রায় সারাক্ষণ হলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেদিক থেকে প্রবাসীর প্রচেষ্টা সার্থক। সকলের অভিনয়ে আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট। অমল ঘোষ, মলয় পাঠক, নিমু ভৌমিক, শ্রীমতী পূরবী দত্ত, কল্পনা পালিত ও অন্যান্যরা নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন।

নাট্য প্রতিযোগিতা উপলক্ষে একটি স্মারকপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। এতদিনকার অভিজ্ঞতায় এটির মান ও অঙ্গসজ্জা আরও উন্নত হওয়া উচিত। এত অসংখ্য ভুল সত্যিই পীড়াদায়ক। লেখাগুলো পরিবেশনায় এলোমেলো ভাব রয়েছে। সম্পাদক আশা করি ভবিষ্যতে এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

ডাঃ শরদিন্দু মোহন ঘোষাল বিহারের মানুষের কাছে ডাক্তার হিসেবে পরিচিত নাম। সমাজসেবী হিসেবেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষতঃ নাটকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। রবীন্দ্র ভবন প্রতিষ্ঠার মূলেও তাঁর চেষ্টার কথা কেউ কোনদিন ভুলবে না। গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭৫-এ হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। শিল্পী সমিতি স্মারক পত্রিকায় ডঃ ঘোষালের ছবিসহ একটি কবিতা ছেপেছেন। কবিতাটি লিখেছেন শুভেন্দু পালিত। বড় একটা ছবি মাল্যভূষিত অবস্থায় ঠিক হলের প্রবেশমুখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। ডাঃ ঘোষালের এই ছবিটি এঁকেছেন সুধীন দাশশর্মা তিনি পাটনার প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। তাঁর রেখায় ডাঃ ঘোষালের প্রাণপ্রাচুর্যের রূপটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল।

৩রা তারিখে প্রদর্শনী নাটক 'ক্ষুধিত পাষাণ'। এর আগে সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এক মিনিট নীরবতা পালন করে।

এবারকার প্রতিযোগিতার ফলাফল:— শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা (জীবন ভখন, আর্ক থিয়েটার, দুর্গাপুর), দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা (তপস্বী ও তরঙ্গিনী, প্রবাসী), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (অজিত ঘোষ। এরাও মানুষ। বর্দ্ধমান নটরাজ ইউনিট), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (শিপ্রা সাহা। রজনীগন্ধা। নান্দনিক), শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা (অনিল ভট্টাচার্য। যদিও সন্ধ্যা। ইউ. টি. সি, হাওড়া), শ্রেষ্ঠ শিশু চরিত্রাভিনয় (কুমারী আম্রপালী। এরাও মানুষ। বর্দ্ধমান নটরাজ ইউনিট), শ্রেষ্ঠ পরিচালক (বিশু গোস্বামী। যদিও সন্ধ্যা ইউ. টি. সি., হাওড়া)।

এবার লক্ষ্ণৌ নাটক প্রতিযোগিতায় চতুরঙ্গ, রাঁচীর পরাজিত নায়ক নাটকে অভিনয়ের জন্যে শ্রীমতী মালবিকা ঘোষাল শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমতী ঘোষাল চতুরঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক অভিনেতা আশীষ ঘোষালের সহধর্ম্মিনী। সাবাস মালবিকা— অভিনন্দন !! [জীবনময় দত্ত]

এলাহাবাদ॥ ১৮৯৩ সাল। হ্যাজাক বাতি জ্বলে উঠলো সিটি বারোয়ারী-তলার পূজা প্রাঙ্গণে। চারিদিকে হাজার হাজার উৎসুক চোখের দৃষ্টি। ঐ প্রথম 'যাত্রা'— ঐ প্রথম সুরু; সে রাত্রে 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয় করলেন সিটি এ্যামেচার ড্রামাটিক এসোসিয়েশান (CADA)। শিব-এর ভূমিকায় হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী।

এলাহাবাদে যাত্রার মতো প্রথম নাটক করার কৃতিত্বও CADA-র। ১৮৯৪-৯৫তে চন্দ্রহাস, তারপর একাদিক্রমে চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, মৃণালিনী, নন্দবিদায়, ভ্রমর, শ্রীকৃষ্ণ, ফুল্লরা, বলিদান, আলিবাবা। বিশিষ্ট কুশীলবদের মধ্যে ছিলেন: হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী, বিপিনচন্দ্র দে, শ্যাম চ্যাটার্জী, হরিদাস গাঙ্গুলী, হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সনৎ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোঃ, সনৎ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ গুহ, ছোট ননী প্রমুখ।

CADA-র কৃতিত্ব নতুন নতুন সংস্থার সৃষ্টি করল। এলাহাবাদে নাটকের জোয়ার এলো। দর্শকের অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে চললো গ্রেট ইউনিয়ান, ইউথস ড্রামাটিক ক্লাব, ইউনিক ড্রামাটিক ক্লাব, ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক, বীণাপাণি আর বেঙ্গলী ইউনিয়ান।

১৯০৮ থেকে ১৯২০। এই পরিধির মধ্যে গ্রেট ইউনিয়ানের অবদান—মায়া, ভক্তি (যাত্রা), কুণ্ডলিনী, খাসদখল প্রভৃতি। অভিনয় করেন গঙ্গাগোবিন্দ গাঙ্গুলী, রাধানাথ মল্লিক, নগেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্র পাল, রামবাবু প্রমুখ। ১৯২১-এ গ্রেট ইউনিয়ান ও ইয়ং মেনস ড্রামাটিক এসোঃ মিলে সৃষ্টি হয় গ্রেট ইউনিয়ান নাট্য সমিতি। সমিতির পুরোভাগে ছিলেন : চারুচন্দ্র সিংহ, বিনয় ঘোষ, কালী মিত্র, নলিনী (ননকু) পাল, হাবুল ঘোষ, বিজয় ঘোষ, আশুতোষ ঘোষ প্রভৃতি। এদের অভিনীত নাট্য তালিকায় ছিল : কণ্ঠহার, প্রতাপাদিত্য, চিতোর উদ্ধার, রঘু ডাকাত, কালাপাহাড়, বনবীর প্রভৃতি। ইউথ্‌স-এর প্রযোজনা—উপেক্ষিতা, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি। এদের অভিনেতা ছিলেন : নৃপেন আদিত্য, কান্তি মুখোঃ, হরিদাস গাঙ্গুলী, হীরালাল বন্দ্যোঃ, বিভূতি রায়, ভূপেন্দ্রনাথ গুহ, শৈলেশ দেব, সনৎ মুখোঃ, প্রিয় ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র মুখোঃ প্রমুখ। ইউনিক-এর দক্ষযজ্ঞ, জনা, দেবলাদেবী আর জয়দেবে অভিনয় করেন হরিদাস গাঙ্গুলী, ছোট ননী, মণিলাল দে, সুবোধ ও প্রবোধ গাঙ্গুলী, ভূপেন্দ্রনাথ গুহ, সুধাময় ঘোষ প্রমুখ। ফ্রেণ্ডস'-এর গোড়াপত্তন করেন নৃপেন আদিত্য ও ভূপেন্দ্রনাথ গুহ 'অশ্রুমতী' নাটকের মাধ্যমে, পরে অভিনীত হয় সাজাহান, কৃষ্ণকান্তের উইল, প্রতাপাদিত্য। প্রযোজনায় সাহায্য করেছিলেন—চারু বন্দ্যোঃ, পঞ্চানন বন্দ্যোঃ, বিভূতি রায়, কান্তি মুখোঃ, সনৎ মুখোঃ দ্বিজেন মুখোঃ শৈলেশ দেব প্রমুখ। বীনাপাণীর প্রযোজনা—সাধনা, মিশর কুমারী, বঙ্গেবর্গী, দেবলাদেবী, কালাপাহাড়, ইরাণের রাণী প্রভৃতি। এদের শিল্পী তালিকায় ছিলেন : হরিহর মুখোঃ, বসন্ত কুমার চক্রবর্তী, নলিনী বন্দ্যোঃ (ফেলুদা), নলিনী (ননকু) পাল, অভয় দে, মতি দে, কালী মিত্র, ভগবতী মুখোঃ প্রভৃতি। বেঙ্গলী ইউনিয়ান কৃতিত্বের সঙ্গে মৃণালিনী ও দক্ষযজ্ঞ (১৯২৪-২৫) অভিনয় করে। নাটক ও যাত্রায় যথাক্রমে নলিনী বন্দ্যোঃ; ভূপেন্দ্র গুহ ও ডাঃ ননীলাল দে, দ্বিজেন মুখোঃ, কান্তি মুখোঃ, ভূতনাথ ঘোষ দর্শকের সাধুবাদ লাভ করেন। ১৯২০-২১ এ মহামায়া ক্লাব নরমেধ যজ্ঞ, পরপারে, বঙ্গনারী, মোঘল পাঠান প্রভৃতি অভিনয় করেন। এদের শিল্পী তালিকায় ছিলেন : বিভূতি রায়, প্রকাশ বসু, প্রিয় ঘোষ, ডাঃ এস কে গুপ্ত, অনিল মিত্র, খগেন্দ্র চট্টোঃ, অনিল মুখোঃ, ভূতেশবাবু, মন্মথবাবু প্রভৃতি। ১৯২৩-এ মহামায়া লুকারগঞ্জ ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৯২০-এর পর লুকারগঞ্জ ক্লাব, স্পোর্টিং ক্লাব, বাণী মন্দির ও প্রীতি ক্লাব নাট্যপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব বহন করে। লুকারগঞ্জের প্রথম নাটক

'পরপারে' (১৯২২)। প্রায় শতাধিক নাটক প্রযোজনার দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী এই সংস্থাটি বিভিন্ন সময় দুর্গত মানুষের সেবা ও ত্রাণকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে সাহায্য রজনীর আয়োজন করেছে [স্মর্তব্য: সুদামা (১৯৩২), বিজয়া (১৯৩৬), পথের ডাক (১৯৪৭), বিজয়া (১৯৪৯), সীতা (১৯৫২), টিপু সুলতান (হিন্দী। ১৯৫৪), এরাও মানুষ (১৯৬৫)]। ১৯৩৬-এ অভিনীত 'বিজয়া' নাটকের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও নাট্যজগতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুধাময় মুখার্জী। সমরেন্দ্র গুহের প্রথম আবির্ভাবও এই নাটকে।

সমসাময়িকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পঞ্চভূতের—সমরেন্দ্র, হেমন্ত দত্ত, অমলেশ বসু, অমলেন্দু পাল ও সুকমল দাশগুপ্ত। সুকমল দাশগুপ্ত সমরেন্দ্রের প্ররোচনায় উল্লেখিত পাঁচ জনকে নিয়ে নাটক লেখেন—পঞ্চভূত। এই থেকে [illegible] নামকরণ হয় পঞ্চভূত। ১৯৩৭-৩৮ সালে এরা কচি সংসদ, চিকিৎসা সঙ্কট, বিরিঞ্চিবাবা, রাতারাতি প্রভৃতি অভিনয় করেন। 'পঞ্চভূত' ছাড়াও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন: বিষ্ণুপদ বসু, সুবোধ ঘোষ, ভূতো মুখার্জী, মণ্টু গুপ্ত, ডাঃ ঝুনু গুপ্ত, যোগেন্দ্র গুহ, অমিয় বসু প্রমুখ। প্রায় দুই দশক ধরে লুকারগঞ্জের সব প্রযোজনার মধ্যমণি সমরেন্দ্রকে কেন্দ্র করে আর যারা নাট্যচর্চা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য: অরুণ বসু, হরিপদ দে, যোগেন্দ্রনাথ গুহ, অনিল বসু, শোভেন গুহ প্রভৃতি। সমরেন্দ্রে অভিনীত রাম (সীতা), নিখিলেশ (পথের ডাক), ঝুটবিহারী (দুই পুরুষ), জয়সিংহ (বিসর্জন), টিপু (টিপু সুলতান), দীপক (বিশ বছর আগে), রাসবিহারী (বিজয়া), মাইকেল (শ্রীমধুসূদন), দ্বিজদাস (বিপ্রদাস), গোকুল (বৈকুণ্ঠের উইল), আওরঙ্গজেব (সাজাহান) আজও প্রবীণ দর্শকদের চিত্তে অমলিন। তাঁর শেষ অভিনয় ১৯৬৮-র ৭ই জানুয়ারী সকালে অভিনীত 'ওরা থাকে ওধারে' নাটকে। এই নাটকে অভিনয়ের মাত্র দেড়মাস পরে সমরেন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাহাবাদের নাট্যচর্চার একটা যুগের শেষ হলো।

১৯২২-এ 'দুর্গাদাস' অভিনয়ের মাধ্যমে স্পোর্টিং ক্লাবের আবির্ভাব। এরা পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করতেন। অভিনয় তালিকায় আছে: নরনারায়ণ, দেবলাদেবী, বৃত্রাসুর, কারাগার, রণভেরী, উত্তরা, ক্ষাত্রবীর, রণজিৎ সিংহ, বঙ্গেবর্গী, সাজাহান, টিপু সুলতান, কেদার রায় প্রভৃতি। অভিনয় করতেন: অনাথবন্ধু মুখোঃ, হরিহর মুখোঃ, ভগবতী মুখোঃ, মণিলাল দে, নন্দলাল দে, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোঃ, নবীন দে, হেমন্ত

মুখোঃ, হরিদাস বন্দ্যোঃ, কেষ্টদাস ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, পেনাবাবু, অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বন্দ্যোঃ, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯৩৮-৩৯ সালে 'কারাগার' অভিনয়কালে ইঞ্জিনিয়ার অজিন মিত্র কিছু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করেছিলেন। শেষ মুহূর্তে যন্ত্র বিকল হয়ে গেলে শ্রীমিত্র তাঁর স্ত্রীর মাথার চুল কেটে তাই দিয়ে যন্ত্র সচল করেছিলেন!

রবীন্দ্রনাটক প্রথম (১৯২৫) এলাহাবাদে অভিনয়ের কৃতিত্ব বাণীমন্দির ক্লাবের প্রাপ্য। এদের অভিনীত অন্যান্য নাটক: রাঙ্গারাখী, স্বর্ণলঙ্কা, অশোক, দুই পুরুষ, কেদার রায়, বিশ বছর আগে, মহুয়া, নরনারায়ণ, গৈরিক পতাকা, অভিমন্যু, কুরুক্ষেত্র, PWD প্রভৃতি। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন বিনয় চ্যাটার্জী, ব্রজমাধব ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল মুখোঃ, হাওয়াই কর্মকার, কুমুদীশ ভট্টাচার্য, হরিহর মুখোঃ, শ্রীচট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোঃ, ভগবতী মুখোঃ, শচীন ঘোষ, শিবেন বন্দ্যোঃ, রাজেন বন্দ্যোঃ, অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। গৈরিক পতাকার অভিনয়কালে সমরেন্দ্র গুহও যোগ দেন।

প্রীতি ক্লাবের পত্তন ১৯৩৫ সালে। ১৯৪২ পর্যন্ত এরা অভিনয় করেছেন, লাখটাকা, পরপারে, পোষ্যপুত্র, বাজীরাও, বাঙ্গালী, দস্যু, পথের শেষে, বন্ধু, ডিটেকটিভ, বঙ্গনারী প্রভৃতি। তালিকা থেকেই স্পষ্ট এরাই প্রথম এতদ্অঞ্চলে সামাজিক নাটকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এদের সদস্য তালিকায় ছিলেন: ডাঃ সত্যপ্রিয় চ্যাটার্জী, রমাদাস হালদার, বিষ্ণুদাস হালদার, বামাদাস চট্টোঃ উমাদাস চট্টোঃ, অক্ষয় চট্টোঃ, অমল বন্দ্যোঃ (জুলিয়া), শৈলেন্দ্রনাথ মুখোঃ, বিভূতি বন্দ্যোঃ (টুকুন), জীতেন্দ্র সর্বাধিকারী, হৃষিকেশ বিশ্বাস, কমল গাঙ্গুলী, প্রফুল্ল মুখার্জী (ধুধুল) প্রমুখ।

১৯৩১ সালে 'দস্যু' নাটকে এলাহাবাদের নাট্য প্রচেষ্টার প্রাণপুরুষ অনুকূল ব্যানার্জীর আবির্ভাব। ১৯৭০-এ 'ক্যালিগুলা' নাটকে তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি শতাধিক নাটক সম্পূর্ণ নিজের দায়ে ও দায়িত্বে মঞ্চস্থ করেছেন বা করিয়েছেন—এর মধ্যে বাংলা নাটকের সঙ্গে হিন্দী ও ইংরাজী নাটকও আছে। তাঁরই প্রচেষ্টায় নাটকাভিনয় সামাজিক মর্যাদা লাভ করে এবং মঞ্চের উন্নতি বিধান হয়। শ্রীব্যানার্জীর প্রচেষ্টায় ১৯৪৬ সালের ২০শে জানুয়ারী দর্শনবিদ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে প্রথম মহিলা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। রুবী মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, রমা হালদার ও দেবমায়া বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক নজীর স্থাপন

করলেন সেদিন। ঐ অভিনয়ে অন্যান্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন : অনুকূল মুখোঃ, অনুকূল ব্যানার্জী, রাজেন ব্যানার্জী, কৃষ্ণপ্রবোধ গোস্বামী, ডাঃ অনিলেশ মুখোঃ, রমা হালদার, কিরণ চন্দ্র সিংহ ও ডাঃ সুহাস মুখার্জী। ১৯৩৮ সালে 'গয়াতীর্থ' অভিনয়কালে শিশিরকুমারের সক্রিয় সাহচর্য লাভ করেন শ্রীব্যানার্জী। সে আসরে শিশিরকুমার 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করেন।

১৯৬১ সালে শেক্সপীয়রের 'মিডসামার নাইটস্ ড্রীম' বাংলায় ভাষান্তরিত করে দু-রাত্রি অভিনয়ের আয়োজন করেন। তাঁর 'দি ব্যারেটস অফ্ উইম্‌পল স্ট্রীট' (১৯৫৩, ১৯৬৪), ডেথ্ টেকস্ এ হলিডে (১৯৫৮ ৫৯) ও 'দি হাউস অফ দি আগস্ট মুন (১৯৬৩) পরিবেশনার গুণে হৃদয়গ্রাহী হয়। শেষোক্ত নাটকের সম্পূর্ণ পরিবেশ ছিল জাপানী এবং নায়িকা সংলাপ উচ্চারণ করেন জাপানী ভাষায়। নাটকটি পরে তিনি বাংলায় পরিবেশন করেন এবং দুটি ক্ষেত্রেই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বাতীলেখা হালদার।

এলাহাবাদের নাট্যক্ষেত্রে পরবর্তী সংযোজন ইটুওয়েল ক্লাব (১৯৪৫)। এদের প্রথম নাটক 'রঘুবীর'। ১৯৪৮-এ 'সিন্ধু গৌরব'-এ দৃশ্যপটের সুচারু সমাবেশ ঘটিয়ে এরা আলোড়ন সৃষ্টি করেন। অন্যান্য প্রযোজনা : কল্কি, মহারাজ নন্দকুমার, চিকিৎসা সঙ্কট, বিজয়নগর, মিশরকুমারী, রণভেরী, স্বর্ণলঙ্কা, বিশ বছর আগে, কালিন্দী, পিতাপুত্র, আজকাল, সংক্রান্তি উল্কা প্রভৃতি। ১৯৬১তে সংস্থাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। সংস্থা সদস্য ছিলেন : অনাথবন্ধু বন্দ্যোঃ, অশোক চ্যাটার্জী, সুহৃদ ঘোষ, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোঃ, দেবব্রত বন্দ্যোঃ, দেবেন মুখোঃ, তৃপ্তি বসু, সতী ভট্টাচার্য, রমলা চট্টোপাধ্যায়, মীরা মিত্র প্রমুখ। ১৯৫৩ সালে 'স্বর্ণলতা' অভিনয় কালে সমরেন্দ্র গুহও এখানে যোগ দেন।

উপরের আলোচনায় কেবল নাটকের পৌনঃপুনিকতাই নজরে পড়বে, নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার হদিশ মিলবে না। মাঝখানে শৈলেশ্বর রায়-চৌধুরী প্রয়াগ রঙ্গমঞ্চের প্রযোজনায় 'রক্তকরবী' (১৯৫৫) ও কাঁচের পুতুল (১৯৫৮) এবং নিমাই বসু ব্রাত্যের প্রযোজনায় 'অচলায়তন' (১৯৬১) প্রযোজনা করে বুদ্ধিদীপ্ত নাটক প্রযোজনার সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা করেন। অপ্রিয় হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই পূর্ববর্তী প্রযোজনাগুলি অভিনয়ের আবেগ গড্ডা ছাড়া এলাহাবাদের দর্শকের ওপর স্থায়ী কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

সেই বহুবাঞ্ছিত প্রভাব সৃষ্টি করেছে লুকারগঞ্জ ক্লাব। সমরেন্দ্র গুহ

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এলাহাবাদের নাট্যামোদীরা মননশীল নাটক দেখার এবং করার এক দুর্লভ্য আকাঙ্খার শিকার হয়েছেন। এর ফলে গত কয়েক বছরে কিছু মঞ্চসফল নাটক প্রযোজিত হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ছেঁড়া তমসুক (নবীন সঙ্ঘ), কেয়াকুঞ্জ (মৈত্রেয়ী সঙ্ঘ), ঘটক (ব্রাত্য), বিচার (তরুণ নাট্য সমিতি), বিদিশ (বোনী হীরোস্), যা তারা পারেনি (কালান্তর), অজাতক, পুনর্মিলন, চোপ্ আদালত চলছে (শিল্পী সঙ্ঘ), আরণ্যক (পাঁচ মিশালী সম্প্রদায়), সারারাত্তির, চিড়িয়াখানার গল্প (ছায়ানট) প্রভৃতি।

এবারের নাট্যপ্রতিযোগিতার ফলাফল : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—সারি সারি মৃতদেহ (তরুণ সঙ্ঘ। কানপুর), ২য়—হইতে সাবধান (প্রগতি যুব নাট্য সংস্থা। হলদিবাড়ী)। শ্রেষ্ঠ নির্দেশক—সুধীর দাস (সারি সারি মৃতদেহ)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—জয়ন্ত দাশ (বৃষ্টি বৃষ্টি। নবোদয় গোষ্ঠী, নিউ দিল্লী)। পার্শ্ব চরিত্র—কল্যাণ কুণ্ডু (হইতে সাবধান)। অভিনেত্রী—গীতা সেন (ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা। খেয়ালী নাট্য গোষ্ঠী ভিলাই) ও শিপ্রা ঘোষ (বৃষ্টি বৃষ্টি)। পাণ্ডুলিপি—ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা। মনোজকান্তি দত্ত)। অন্য একটি পুরস্কার পেয়েছেন স্বপন রায়চৌধুরী (সারি সারি মৃতদেহ)। [শিবেন্দুকুমার ভট্টাচার্য]

ডিব্রুগড়় ॥ 'গঠনমূলক একটা কিছু' করার তাগিদে গড়ে উঠেছে 'ছন্নছাড়া' নাট্যগোষ্ঠী। মাত্র এক বছরের মধ্যে এরা ডিব্রুগড়ের সীমানা ছাড়িয়ে মরিয়ানী, জামডিং, তিনসুকিয়া, গৌহাটী, মারঘেরিটা প্রভৃতি অঞ্চলে হারাধনের দশটি ছেলে, হইতে সাবধান, চোখের আলো (সুরজিৎ বসু), পাশেই রহিয়াছে (প্রদ্যোত চক্রবর্তী), আওয়াজ, পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন।

জানুয়ারী মাসে স্থানীয় ইণ্ডিয়া ক্লাব মঞ্চে 'ছন্নছাড়া'-র প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'খাঁচা' পরপর দুদিন মঞ্চস্থ হয়। প্রতিদিন গড়ে ৬০০ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। পরিচালনা ও সম্পাদনার গুণে নাটকটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন : মলিনা দত্তরায়, রাণু জোয়ারদার, প্রণব চক্রবর্তী, সৌমেন দাসগুপ্ত, বিদ্যুত চক্রবর্তী, দিলীপ গাঙ্গুলী, সমীর ভট্টাচার্য, প্রবীর মিত্র, অশোক ব্যানার্জী প্রমুখ। আলো ও সঙ্গীতে ছিলেন যথাক্রমে নির্মল গুহরায় (মিনার্ভা) ও অনুপ দে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এখানে সেনসারশিপ এবং প্রমোদকর নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক। এর বিরুদ্ধে সব নাট্যকর্মীরা বিক্ষুব্ধ হলেও সম্মিলিত ভাবে এখনও প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখিত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও আবৃত্তি

পরিবেশন করেন অশোক রায়, শুক্লা চক্রবর্তী ও কাজল বিশ্বাস। অনুষ্ঠান স্মারকপত্রটি আকর্ষণীয়। [সংবাদদাতা]

জয়পুর ॥ রাজস্থানে বাংলা নাটককে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে 'সপ্তঋষি' নাট্যসংস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্র মঞ্চে কালচারাল সোসাইটি অফ রাজস্থান আয়োজিত নবম বার্ষিক সর্ব ভাষা নাট্যোৎসবে 'সপ্তঋষি' প্রযোজনা করে 'ঝুমুর'। নির্দেশনা: শান্তি মুখার্জী। দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন: স্নিগ্ধা পাইন, মানস ঘোষাল, তপন মুখার্জী, প্রবীর ব্যানার্জী, নন্দ চক্রবর্তী, রমন ব্যানার্জী, রথীন মুখার্জী, দীপক মুখার্জী, শ্যামল চ্যাটার্জী, কানাই দাস প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনা করেন মৃণাল সেনগুপ্ত, দিব্যেন্দু বোসের খোল বাজনা নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। [সংবাদদাতা]

সিন্দ্রী (ধানবাদ) ॥ ২৩ ও ২৪ মার্চ সিন্দ্রী ক্লাব মঞ্চে স্থানীয় নাট্যকার গোরা ঘোষের 'মরা মানুষের পালা' মঞ্চস্থ করে এখানকার সর্বজন পরিচিত সংস্থা এন-এল টি-জি। প্রথম অভিনয় রজনীতে সংলাপের পুনঃরুক্তি, বৈদ্যুতিক গোলযোগ এবং নাটকের শ্লথ গতি দর্শকদের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দিনে নির্দেশক কৃত সম্পাদনা ও পরিমার্জনা গুণে নাটকটির প্রযোজনাগত কিছু উৎকর্ষ সাধিত হয়। ব্যক্তিগত ভাবে প্রায় সকলেই ভালো অভিনয় করেছেন, তবু তাঁদের মধ্যে বাঁশী মুখার্জী, কল্পনা সান্যাল, কার্তিক মজুমদার ও বৈশাখ গুপ্ত দর্শকমনে স্থায়ী রেখাপাত করেন। মঞ্চ সজ্জায় তপন ঘোষ নিষ্ঠার পরিচয় দেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপারোপ করেন: সুনীল রায়, দুলাল রায়, মনু দত্ত, গোপাল চক্রঃ, সোমনাথ বসু, সুব্রত মুখার্জী, অমল ধর, বিপ্লব রায়-চৌধুরী, রথীন দাসগুপ্ত, সৌমেন মুখার্জী, বাবুল চক্রঃ, মানব সান্যাল, তোতা রায়, স্বরূপ রায়চৌধুরী, তুলতুল গাঙ্গুলী, দীপান্বিতা গাঙ্গুলী, মঞ্জু বসু, মরণী গিলদয়াল, অর্চনা সেনগুপ্তা প্রমুখ।

শরৎ জন্ম-শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে রবীন্দ্র পরিষদের নাট্যশাখার নিবেদন 'বিজয়া' একটি কালোপযোগী প্রযোজনা। মুখ্য ভূমিকাভিনেতারা আরো নিষ্ঠাবান হলে প্রযোজনাটির মাধুর্য বাড়তো। পরেশের ভূমিকায় শিশুশিল্পী মাঃ চৌধুরী অপূর্ব অভিনয় করেছে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন পঙ্কজবাবু, শ্যামল বাবু, প্রণব ব্যানার্জী, লীনা চৌধুরী প্রভৃতি।

স্থানীয় কল্যাণ কেন্দ্র মঞ্চে এন-এল-টি-জি অভিনয় করে 'সংক্ষিপ্ত সংবাদ'।

দলগত অভিনয় সৌকর্যে নাটকটি দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। সংস্থার কুশলী শিল্পীরা পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। [সংবাদদাতা]

দেওঘর॥ ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে দেওঘরের 'এন-জি-সি ক্লাব' স্থানীয় রবীন্দ্র মঞ্চে দুদিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের মাধ্যমে চতুর্থ বার্ষিক উৎসব পালন করলেন। অভিনীত নাটক: অভিনয় (বিমল রায়), ব্যাণ্ড মাস্টার (পরিমল দত্ত) —বাংলা ও হিন্দী ও সারি সারি পাঁচিল (বসন্ত ভট্টাচার্য)। বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন: বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী ও প্রশান্ত চ্যাটার্জী। অন্যান্য চরিত্রে রূপারোপ করেন: সত্যেন্দ্রনাথ নন্দন, সুধীর চ্যাটার্জী, প্রদোষ সরকার, দীপঙ্কর ভট্ট, দীপক ঘোষ। আলো ও শব্দ প্রক্ষেপণে যথাক্রমে গোপাল পাত্র ও সমীর গুপ্তের সহযোগিতা প্রযোজনার সার্বিক সাফল্যের অন্যতম কারণ। [সংবাদদাতা]

নামরূপ॥ নামরূপ থার্মাল পাওয়ার স্টেশানের 'ইয়ুথ কালচারাল গ্রুপ' গঠিত হয় ১৯৭০-এ। পরীক্ষামূলক নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই সংস্থাটি ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। শক্তিমান নবীন অসমীয়া নাট্যকার শম্ভু গুপ্ত রচিত নাটক এরা মঞ্চস্থ করেন। দিল্লী ও এলাহাবাদ ছাড়াও পাটনা শিল্পী সমিতি আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় সংস্থাটি দু বছর 'আসামী ঈশ্বর হাজির' ও 'পুতুলা নাচর কাহিনী' অভিনয় করে পুরস্কার অর্জন করেছেন। অন্যান্য অভিনীত নাটকের তালিকায় আছে 'একটি মৃত্যুর জন্ম'; 'সেন্দুরের রং মাধুর্য্য'; 'কনক পুতুলা চাঙী' প্রভৃতি।

চন্দ্রপুরা॥ চাসনালার দুর্গত পরিবারের সাহায্যার্থে স্থানীয় লেডীস ক্লাব ৭ মার্চ ডি, ভি, সি, স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের কুশলী নৃত্য-কণ্ঠশিল্পীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

'মঞ্চসেবী'-র যুগপূর্তি উৎসবের সূচনা করেন অনুষ্ঠান সভাপতি সত্য গুপ্ত গত ১২ মার্চ। তিন দিনের এই উৎসবে পরিবেশিত হয় জ্যাঠামশাই, বাবা বদল ও বায়েন। নাটকগুলি পরিচালনা করেন প্রতুল ভট্টাচার্য। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন: গোপাল মুখার্জী, সমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, বিমল ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন জানা, কবিতা চৌধুরী, শিপ্রা সাহা, প্রতুল ভট্টাচার্য প্রমুখ। [অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়]

দুর্গ (মধ্যপ্রদেশ)॥ শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রী ও শ্রীমতী

সাকসেনা (দুর্গের কালেক্টর), পুষ্পা শর্মা (আর্য কন্যা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা), ডঃ মামা অরোরা (সরকারী বিজ্ঞান ও কলা কলেজের অধ্যক্ষ), চন্দ্রভূষণ বর্মা ও শরৎ শতবর্ষিকী কমিটির সম্পাদক প্রাণকুমার মৈত্র। এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়। প্রথম দিন অনুষ্ঠান পরিসমাপ্তিতে দুর্গ কালীবাড়ী সমিতি অভিনয় করে চিত্তরঞ্জন দাসের 'গফুর-আমিনা সংবাদ'। পরের দিন ভিলাই পিপল্‌স থিয়েটার পরিবেশন করে রাধারমণ ঘোষের 'শূন্য শতকিয়া'। অনুষ্ঠানটি স্থানীয় বাঙ্গালী বাসিন্দাদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

[সিতেশ রায়]

শিবসাগর॥ এখানকার জনসাধারণের নাট্যচেতনা প্রাচীন কাল থেকেই সক্রিয়। স্থানীয় সংস্থা 'নাট্য সমাজ' ১৯৭৫-এ ৭৫বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালন করে। আসামে সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ স্থাপনের কৃতিত্বও নাট্য মন্দিরের। এই মঞ্চে আসামের প্রখ্যাত অভিনেতৃরা অভিনয় করেছেন। নাট্য সমাজের অন্যতম প্রযোজনা 'অভিযাত্রী' দিল্লীর নাট্যপ্রতিযোগিতায় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন অব্দুল মাজিদ। অন্যান্য প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শম্ভু গুপ্ত রচিত ও পরিচালিত 'আসামী ঈশ্বর হাজির' ও শক্তিপদ ঘোষ পরিচালিত রতন ঘোষের 'সিঁড়ি'। নিষ্ঠাবান কর্মীদের সহযোগিতায় এবং সংস্থার সম্পাদক মন্টু বড়ুয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নাট্য সমাজ আসামের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনন্য মর্যাদা পেয়েছে।

[সংবাদদাতা]

বিলাসপুর॥ বাঙ্গালী সমিতির উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী শরৎ জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হল। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব। উৎসবের বিভিন্ন দিনে স্থানীয় সংস্থাগুলি অভিনীত নাটক এবং তরুণ সংঘ কর্তৃক 'বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র' ছায়াভিনয় পরিবেশিত হয়। শরৎ রচনার অসাধারণ জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গেল এই অনুষ্ঠানের বিপুল দর্শক সমাগম থেকে।

তরুণ সংঘ শরৎ-স্মরণে তাঁদের বিশেষ প্রযোজনা বিলাসী ও অভাগীর স্বর্গ অবলম্বনে 'দুঃখীর মা' মঞ্চস্থ করে প্রশংসা লাভ করেছে। এছাড়াও, তরুণ সংঘের অমল বিশ্বাসের পরিচালনায় মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙ্গা মধু' নাটকে প্রাণবন্ত অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন অসিত দে ও গীতা রায়।

মাঝে মধ্যে প্রগতিবাদী নাট্য প্রযোজনার দাবীদার স্থানীয় একটি সংস্থা মঞ্চস্থ করলেন 'সাজাহান' ও মন্মথ রায়ের বস্তাপচা হাসির নাটক 'মরা হাতি

লাখ টাকা'। দুটি নাটকই পরিচালনা করেন জ্যোতির্ময় লাহিড়ী। টিকিট ক্রয়ের প্রতি দর্শকদের কার্পণ্য ছিল না, কিন্তু নাটক নির্বাচনে সংস্থার কাছে আরো সচেতনতা আশা করা কি অযৌক্তিক? [দিলীপ দে]

বিলাসপুরের বাঙ্গালী সমিতি গত ৮ বছর নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছেন। 'বহির্বঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির প্রচার এবং স্থানীয় দর্শক তথা নাট্য-সংস্থাগুলির সঙ্গে আধুনিক নাটক ও আঙ্গিকের পরিচয় স্থাপন'—এঁদের ঘোষিত উদ্দেশ্য। সমিতির নিয়ম অনুসারে এঁরা সংস্থাগত ভাবে কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন না। প্রতিযোগিতায় গড়ে ৬০০ দর্শক উপস্থিত থাকেন। ১৯৭৫-এ ১৪টি সংস্থা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন—এর মধ্যে স্থানীয় ও বহিরাগত সংস্থার সংখ্যা যথাক্রমে ৬ ও ৮। সাধারণতঃ ৩ জন বিচারক থাকেন, এরা বহিরাগত। প্রতিযোগিতার প্রবেশ দক্ষিণা ৩০ টাকা। বহিরাগত সংস্থাদের সমিতির ব্যয়ে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মঞ্চ-স্থায়ী, আয়তন ২০ × ১৫ × ১৫ ফিট। ভাড়া দৈনিক ৫০ টাকা। বাঙ্গালী সমিতির নিজস্ব প্রাঙ্গনে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মানের খরচ প্রায় দু হাজার টাকা। প্রতিযোগিতা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় চার হাজার টাকা—এ অর্থ ওঠে সমিতির সদস্যদের দান ও টিকিট বিক্রীর মাধ্যমে। প্রতিযোগিতার পুরস্কার: প্রথম তিনটি প্রযোজনার ক্ষেত্রে আর্থিক ও রানিং ট্রফি। ব্যক্তিগত—উপকরণ। ১৯৭৫ পর্যন্ত কোন পাণ্ডুলিপিই সরকারী হস্তক্ষেপের শিকার হয়নি। সমিতির নাট্য সম্পাদকের মতে প্রতি-যোগিতায় অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে মুষ্টিমেয় ২/১টি প্রযোজনা বাদ দিলে বাকীগুলি দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। ১৯৭৬-এর জুন মাসে সমিতির নবম বার্ষিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিপর্ব এখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে।

স্থানীয় ট্রাকশান ড্রামাটিক ক্লাবের নতুন প্রযোজনা 'রাহুমুক্ত' চন্দন বোসের নির্দেশনায় মোটামুটি ভাবে সফল। প্রযোজনাগত ত্রুটি বাদ দিলে চন্দন বোস ও সৌরেণ চক্রবর্তীর অভিনয় আকর্ষণীয়। কাজল দাসের উদাত্ত কণ্ঠের গান প্রযোজনার অন্যতম সম্পদ। 'ইঙ্গিত'-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'এরাও মানুষ'। [বিশ্বনাথ চক্রবর্তী]

জব্বলপুর ॥ খামারিয়ায় প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ আয়োজিত নবম বার্ষিক একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন খামারিয়া ফ্যাক্টরীর এডমিনিস্ট্রেশান ম্যানেজারের সহধর্মিনী শ্রীমতী চক্রবর্তী। পুরস্কার লাভ করেন: শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা রূপকথা (অনুরাগ), ২য়—সুবচন নির্বাসন (মৌসুমী)। পরিচালক—ধীরেন

সিংহ (অগ্নিবীণা)। অভিনেতা– বিমল পাল (শিল্পশ্রী)। সহ-অভিনেতা —নৃপেন চ্যাটার্জী (মৌসুমী)। অভিনেত্রী—মীনা সারখেল (অনুরাগ)।

১৯৭৫ সাল স্থানীয় নাট্যসংস্থা "অশনি"র তিন তিনটি প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে যে ক্ষতি সাধন করল তা অপূরণীয়। বৎসরের শেষে ছিনিয়ে নিলো বাসুদেব ভট্টাচার্য্যকে। নাট্য সংস্থার শুরু থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমে যারা সাহায্য করে এসেছেন তাদের একজন। তাঁর মধুর ব্যবহার স্থানীয় সকল নাট্যকর্মীর স্মৃতিতে দাগ কেটেছে। তিনি বহু নাটকে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে "অশনি" তথা জব্বলপুরের নাট্যপ্রেমীরা মর্মাহত। [তুষাররঞ্জন দাশ]

জব্বলপুরের ৩১টি বাঙ্গালী ও হিন্দী সাংস্কৃতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দেবেন্দ্র বেঙ্গলী ক্লাব, সিটি বেঙ্গলী ক্লাব, ভেহিকল ফ্যাক্টরী এস্টেট ও শহীদ স্মারক ভবনে ২০ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারী শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হলো।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শৈলেশ দে দীর্ঘ ভাষণে শরৎচন্দ্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আপোষহীন রাজনৈতিক জীবনের তথ্যমূলক আলোচনা করে বলেন, সেদিনের বিপ্লবীরা নৈতিক বলে বলীয়ান ছিলেন বলেই তাঁরা আপোষহীন সংগ্রাম করে যেতে পেরেছেন। প্রধান বক্তা মানিক মুখার্জী বলেন, বর্তমান সামাজিক পরিবেশে শরৎ চর্চ্চা ছাড়া আমরা কোনমতেই নিজেদেরকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে বর্তমান যুগের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব না। পুলকেশ দে সরকার, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও বিষ্ণু প্রভাকরজীও মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সূচীকে আকর্ষণীয় করে তোলে সঙ্গীত, আবৃত্তি, বৈঠকী গল্প, বাংলা নাটক 'বিজয়া', হিন্দী নাটক 'অভাগীন কা স্বর্গ' এবং একটি চিত্র প্রদর্শনী ও একটি 'কোটেশান' প্রদর্শনী। [প্রশান্ত দাসগুপ্ত]

'অভিনয়'-এর বার্তা সম্পাদকের প্রতিবেদন॥ জব্বলপুরের দেবেন্দ্র বেঙ্গলী ক্লাব আয়োজিত পঞ্চমবার্ষিক একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার বিচারকপদ গ্রহণ করে সম্প্রতি কয়েকটি অনাস্বাদিত পূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করে এলাম। অংশগ্রহণকারী নাট্যদল ন'টিই ছিলো স্থানীয় গোষ্ঠী: প্রবাসী বঙ্গীয় সংসদ, সুভাষ উদয়ন সংঘ, অশনি, মৌসুমী, খেয়ালী, বিবেক, রাণার, অনুরাগ, প্রতিবিম্ব। নাটকগুলি কিন্তু সবই প্রায় বঙ্গবাসী বাঙালী কিংবা বাঙলাদেশী নাট্যকারের লেখা: প্রস্তাব, শেষ সংলাপ, উপজিলা বিবহরি, সুবচন নির্বাসন, ভেল্কির খেলা, হয়তো নয়তো, মৃত্যুর কুঁড়ি, তৃতীয় কণ্ঠ, একটি খবরের নেপথ্যে।

তিনদিনের এই প্রতিযোগিতা থেকে বোঝা গেলো যে, এখানে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, দক্ষ প্রয়োগ ও অভিনয়-শিল্পীর অভাব নেই। কিন্তু আলো ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ সহজ নয়; কিছু শিল্পী অবশ্য আপন ক্ষমতাকে পরিস্ফুট করবার মতো মহড়ার সুযোগ নেন নি। তবে প্রায় সবাই পুরস্কার-প্রাপ্তির চেয়ে নিজেদের ভুল-ত্রুটি-কৃতিত্বের যথার্থ সমালোচনা শুনতে অধিক আগ্রহী। শুধু নাটকই নয়, সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বুঝতে, পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে আলোচনা করতেও অনেকেই উৎসাহী। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অপ-সংস্কৃতি প্রচারে কলকাতার সাহিত্যিকেরা সহযোগিতা করছে—এমন অভিযোগও কেউ কেউ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বেশীরভাগ গোষ্ঠী নাটক-বাছাই করেছিলো। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার পেয়েছে খেয়ালী, শ্রেষ্ঠ পরিচালনার সঙ্গে ২য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার পেয়েছে অশনি। 'বিবেক' পেয়েছে ২য় শ্রেষ্ঠ পরিচালনার গৌরব। অভিনেতৃ-তালিকার উল্লেখযোগ্য নাম হলো: দিব্যেন্দু গাঙ্গুলী (অনুরাগ), বিমল পাল (পি-বি-এস), দিলীপ সরকার (অশনি), মোহিত কুমার (প্রতিবিম্ব), সবিতা ভট্টাচার্য (খেয়ালী), মায়া পোদ্দার (পি-বি-এস), মিতু রায় (মৌসুমী) ও অশ্রু রায় (প্রতিবিম্ব)। মোহিতকুমারের অভিনয় ও নির্দেশনা-নৈপুণ্যের কথা ভেবেই বলতে চাই যে, লোলিতা-প্রচারের চতুর গল্প এড়িয়ে আজকের জীবন-মুখী নাটক নির্বাচনই তাঁর আদর্শ হোক! খেয়ালীর তরুণ শিল্পীরা এই আদর্শের আন্তরিক অনুসরণ মারফৎই দর্শকদের মন জয় করেছে। পরিশেষে ডি. বি. ক্লাবের সদস্যদের অনন্য আতিথেয়তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলবো যে, এদের ক্রমবর্দ্ধমান আয়োজন-উৎসবের লাগামটা আরেকটু দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরা উচিত, যাতে কর্মী ও অধিনায়কদের দায়-দায়িত্ব-দুশ্চিন্তা অমানুষিক হয়ে উঠতে না পারে, উৎসবের সহজ আনন্দে এদেরও যাতে খানিকটা অংশ থাকে!

মফঃস্বল সংবাদ

মালদহ॥ স্থানীয় বি. দে. রঙ্গমঞ্চে নেতাজী ক্লাবের নাট্যশাখা 'কৃষ্টি'র প্রযোজনায় শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হলো। আলোচনায় অংশ-গ্রহণ করেন ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ ও পুষ্পজিৎ রায়। সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গল্প অবলম্বনে

'বিলাসী' মঞ্চস্থ হয়েছিল। নাট্যরূপ শ্রীজীব গোস্বামীর। নাট্য নির্দেশক—গোবিন্দ গুহ নিয়োগী।

'সংসারে যারা দিলে, কিন্তু পেলে না কিছুই' তাদের বেদনাই শরৎচন্দ্রের লেখনী ধরায় প্রেরণা দিয়েছিল। সমাজের সংস্কার ও গোঁড়ামি বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা। - 'বিলাসী' নাটকেও শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গীই প্রতিফলিত হয়েছে। সিল্যুটে বিলাসীর শবদেহ যাত্রা পরিমিতি বোধের অভাবে ক্লান্তিকর অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ পায়নি। ভাটিয়ালী গানটি তুফান সরকার সুন্দর গাইলেও সম্পূর্ণ গানটির প্রয়োজন নাটকে ছিল না, কারণ নাটকটির গতি তাতে ব্যাহত হয়েছে। সদানন্দ, জগদীশ ও মিত্তিরের সংলাপে গ্রাম বাংলার গ্রাম্য ষড়যন্ত্রটি নগ্নরূপে প্রতিভাত হলেও ভাঁড়ামির জোলো রসে নাটকের সিরিয়াসনেস্ অনেকখানিই কমে গেছে। উপরোক্ত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও নাটকটি সময়োচিত ও সার্থক। অভিনয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিমির লস্কর ও পুতুলদাস সরকার। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা হলেন জীবন মজুমদার, গোবিন্দ গুহ নিয়োগী, দুলাল দত্ত, অজয় সরকার, কামাখ্যা গুহ, সাগর সেনগুপ্ত, চণ্ডী মজুমদার ও প্রবীর দত্ত। [ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ]

বাঁকুড়া॥ রাজ্য তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের দেওয়া সেন্সার সার্টিফিকেট নাকচ করে অভিনয়ের প্রাক্‌মুহূর্তে অনুষ্ঠান বাতিল করে স্থানীয় জেলা কর্তৃপক্ষ এক বিচিত্র নজীর স্থাপন করলেন গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ডিস্ট্রিক্ট অফিসেস ক্লাব (জেলা শাসক পদাধিকার বলে এই সংস্থার সভাপতি) রজত জয়ন্তী উপলক্ষে একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করে (ডি, এম-এর বাংলোর মধ্যে অবস্থিত) আয়েঙ্গার মঞ্চে। উদ্বোধনের দিন বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিল। ঐদিন 'নাট্যরূপা' অভিনয় করে রাজেন দাসের 'এ এক ক্ষুধিত পাষাণ'। এই নাটকের বক্তব্য নাকি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরক্তির কারণ হয়। এর ফলে ঐক্যতানের 'এই যুগে এই সমাজে' এবং সদানন্দের মেলার 'যাদুকর' সহ সব অভিনীতব্য নাটকের পাণ্ডুলিপি/বই 'সাহেব দেখতে চেয়েছেন' বলে ডি. ও. সি'র সম্পাদক সংগ্রহ করে নিয়ে যান। বলা বাহুল্য, আগে সেন্সার করা সত্ত্বেও ঐ নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে দেওয়া হয়নি বা লিখিত/মৌখিক কোন কারণও দেখান হয়নি!

ডি, ও, সি'র নিজস্ব প্রযোজনা 'সংঘাত', মিলনতীর্থের 'ইতিহাস কাঁদে' মঞ্চরঙ্গের Act without words ও আনন্দমের 'যদি আমি কিন্তু আমি'

নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হয়।

জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের উদ্যোগে মার্চের শেষে 'যাত্রা উৎসব' হলো। নামেই 'উৎসব'—মাত্র চারটি সংস্থাকে ডাকা হয়েছিল, তার মধ্যে সন্ন্যাসী অপেরার 'সন্ন্যাসীর তরবারি' ছাড়া বাকীগুলি অনুল্লেখ্য।

[নিজস্ব প্রতিনিধি]

চাকদহ (নদীয়া)॥ এক লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত চাকদহে বর্তমানে সনিষ্ঠ নাট্যকর্মীদের সযত্ন প্রয়াসে দর্শক তৈরী হলেও শহরে একটি টাউন হল তৈরীর প্রয়োজনীতা সম্পর্কে রাজপুরুষরা এখনও অবহিত নন। স্থানীয় নাট্যসংস্থা-গুলি বারংবার অনুরোধ উপরোধের প্রত্যুত্তরে একমাত্র 'প্রতিশ্রুতি' ছাড়া আর কিছুই পাননি। স্থানীয় জনপ্রিয় সংস্থা 'হ-য-ব-র-ল' তাদের ১৬শ বার্ষিক নাট্যোৎসবের স্মারক পুস্তিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন: 'আমরা শুধু নগরপালদের জানাই—আমাদের বাঁশ নেই, কিন্তু বাঁশি আছে। সেই বাঁশির ক্ষুব্ধ সুরতরঙ্গে হয়তো আমরাই হয়ে উঠব হ্যামিলিনের সেই বাঁশিওয়ালা'।

নাট্যোৎসবে সংস্থাটি পরিবেশন করে গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লিসের 'রাজা অয়াদিপাউস' এবং রতন ঘোষের 'সীতাহরণ'। প্রথম নাটকটি পরিচালনা করেন ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয়টি অমল বিশ্বাস। সমীর সরকার দুটি নাটকেরই আবহ সঙ্গীতের দায়িত্ব পালন করেছেন। সুপ্রযোজিত নাটক দুটিতে অভিনয় করেন:— ইন্দ্রনীল চট্টো:, চন্দন সেন, অমরেশ বন্দ্যো:, গিরীন মজুমদার, অমল বিশ্বাস, পার্থ চৌধুরী, শ্যামল ঘোষ, কৃষ্ণা রায়, সমীর সরকার, নারায়ণ পাল, শংকর রক্ষিত, প্রদীপ বন্দ্যো:, অশোক চক্রবর্তী, অনীতা ঘোষ-সহ সংস্থার কুশলী শিল্পীবৃন্দ।

[সংবাদদাতা]

হাওড়া॥ শরৎ স্মৃতি বিজড়িত হাওড়ার সামতাবেড় অঞ্চলে নাট্য প্রযোজনার বহতা ধারাকে যারা অব্যাহত রেখেছেন তাদের অগ্রণী—রূপায়নী। রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত একটি আকর্ষণীয় স্মারক গ্রন্থে সংস্থার শিল্পীরা ঘোষণা করেছেন: আমরা সে নাটকের বিরুদ্ধে যে নাটক মানুষকে বিভ্রান্ত করে, অন্ধকারের যবনিকায় আলোর স্বপ্নকে আড়াল করতে চায়। সেই আঁধার নাটক নিপাত যাক'। ঘোষিত নীতি রূপায়ণের তাগিদে এরা অভিনয় সূচীতে রেখেছিলেন মোহিত চ্যাটার্জীর রাজরক্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাতজামাই' (নাট্যরূপ অরুণ মুখোপাধ্যায়) ও সৌরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশীর পরে'। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তৃতীয় নাটকটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি অপর

দুটি নাটক পরিচালনা করেন যথাক্রমে পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়। রাজবক্ষে ব্রজগোপাল চ্যাটার্জী, পাঁচুগোপাল চ্যাটার্জী, বিবেক হাজরা ও দেবশ্রী রায় অভিনয় সৌকর্যে দর্শকদের পরিতৃপ্ত করেন। 'হারাণের নাতজামাই'-এর বক্তব্য, প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয়ের সুষ্ঠু সমন্বয় অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন চরিত্রে যারা দর্শকদের অভিনন্দন কুড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য: তুষার ঘোষ, অশোক ঘোষাল, গোবিন্দ মান্না, দেবব্রত চ্যাটার্জী, প্রবীর মাঝি, নিশীথ রায়, স্বপ্না ঘোষ ও বেলা সরকার।

[সংবাদদাতা]

আলিপুরদুয়ার॥ বালিকা শিক্ষা মন্দিরের পুরস্কার-বিতরণী উৎসবে শ্রীমতী অরুণা দাস ও প্রীতি আচার্যের পরিচালনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অভিনয় করে প্রশান্ত চৌধুরীর 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ'। সুপ্রযোজিত নাটকটিতে অভিনয় করে সীমা ঠাকুরতা রীতা সাহা, পাপড়ি সরকার, মিতা চক্রবর্তী, সুষমা নাগ, রমা গাঙ্গুলী প্রভৃতি। [প্রদীপ দে]

ইছাপুর॥ লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র আকস্মিক তিরোধানে স্থানীয় সমস্ত নাট্যসংস্থা ও সাহিত্য অনুরাগীরা নর্থল্যাণ্ড পূজা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে প্রয়াত পালাকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন নর্থল্যাণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্মলচন্দ্র দাস। শ্রীদের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন নির্মল চক্রবর্তী, সমর মিত্র, সুজিত ব্যানার্জী, কৃষ্ণা দে, অমল ভট্টাচার্য, যতীন দাস, বঙ্কুবিহারী দাস, বিমলেন্দু দাস, প্রদ্যোত চক্রবর্তী, হরিহর ভট্টাচার্য, গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী সহায়, অজিত ব্যানার্জী, অরুণ দে, তরুণ দে ও অসীম ত্রিবেদী। এই সভায় ইছাপুর মাঝের-পাড়া—দেবীতলা রোডের নাম পালাসম্রাটের নামে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। [সংবাদদাতা)

বর্দ্ধমান॥ রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে 'স্বীকৃতি' সংস্থা অভিনয় করে 'শকুন' ও 'সুবচন নির্বাসন'। প্রথম নাটকটির কুশীলবদের আড়ষ্ট ভাব এবং উচ্চারণ ত্রুটি কাটাতে হবে। লাইটম্যানের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তোলা প্রয়োজন। সন্তোষ ঘোষের অভিনয় প্রশংসনীয়। দেরীতে অনুষ্ঠান সুরু হওয়ার কারণে দ্বিতীয় নাটকটি দেখার সুযোগ হয়নি।

বর্দ্ধমানের নবগঠিত সংস্থা 'বর্দ্ধমান থিয়েটার ইউনিট' ১৫ এপ্রিল রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করে 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর…' ও 'উপজিল বিষহরি'। প্রথম

নাটকে ডাঃ স্বরূপ দত্ত ও বাসুদেব ঘোষাল স্মরণীয় চরিত্র-চিত্রণ করেছেন। অর্ধেন্দু পাঁজার গান ও অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করে নাটকটির সামগ্রিক সাফল্যের শরিক হয়েছেন তপন সেন, প্রবীর ভট্টাচার্য ও স্বপন সেনগুপ্ত। নাটকটি পরিচালনা করেন ডাঃ স্বরূপ দত্ত। দ্বিতীয় নাটকটিও দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে।

এতদ্‌অঞ্চলের দুটি খ্যাতিমান সংস্থা 'মৌলিক' ও 'নটরাজ ইউনিট'-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' (নাট্যরূপ : মঙ্গল চৌধুরী) ও 'এরাও মানুষ'। দুটি নাটকই প্রযোজনাগত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

'মৌলিক' পরিচালিত শান্তনু স্মৃতি একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় ১৮টি সংস্থা যোগদান করে। ফলাফল : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা সূর্য্য নেই স্বপ্ন আছে (অশোক সংঘ। রাণীগঞ্জ), ২য়—বাঘবন্দী (অযান্ত্রিক। চিত্তরঞ্জন), ৩য়—গেব্রিয়েল-পেরী (নটতীর্থ) ও অনির্বাণ (শিল্পায়ণ)। পরিচালনা—সুনীল ভট্টাচার্য (বাঘবন্দী)। অভিনেতা দেবব্রত মিত্র (সূর্য্য নেই…)২য়—নারায়ণ দাস (বাঘবন্দী) ও অমল চক্রবর্তী (গেব্রিয়েল পেরী)। অভিনেত্রী—ছবি দাস (রাণার) এছাড়া মঞ্চ পরিচালনা (?), অনুগ সঙ্গীত ও শিশু অভিনেত্রীর ক্ষেত্রেও পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। [ললিত কোনার]

ব্যারাকপুর॥ প্রতিভূর দুদিন ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবের প্রথম দিনে যান্ত্রিক, শৌভিক ও নটতীর্থ অভিনয় করে যথাক্রমে সোমক ও কালীচরণ, হে রাজবিদ্রোহী ও গেব্রিয়েল পেরী। দ্বিতীয় দিনে গণনাট্যের কলাকার শাখা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করে 'স্পার্টকাস'। সবকটি প্রযোজনাই অভিনয় দক্ষতায়, নাট্য বক্তব্যের বিশিষ্টতা এবং সর্বোপরি প্রয়োগ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উন্নত মান বজায় রেখে উপস্থিত দর্শক সমাজের প্রশংসা লাভ করে

[সংবাদদাতা]

আদরাল॥ অনামীর দ্বিতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবে শিল্পীলোক, ক্লাসিক, অঙ্কন, যান্ত্রিক, ভাবরূপ, চলিষ্ণু, আদি মৈত্রী সঙ্ঘ ও সপ্তর্ষি নিজস্ব মঞ্চ সফল প্রযোজনাগুলি মঞ্চস্থ করে দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেষ দিনে 'অনামী' অভিনয় করে রাধারমণ ঘোষের 'হয়তো নয়তো'। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায় (নির্দেশক), আলোক মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত রায়, অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়। অনামীর সভ্যরা সম্প্রতি নন্দলাল ঘোষ বি, টি, কলেজে আমন্ত্রণমূলক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ

করে 'হইতে সাবধান' ও 'হয়তো নয়তো' মঞ্চস্থ করেন। [সংবাদদাতা]

বারুইপুর ॥ নববর্ষ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে প্রতীক গোষ্ঠী রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিরাশী শিক্কা' মঞ্চস্থ করে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে যথেষ্ট আনন্দ দান করে। [সংবাদদাতা]

হলদিবাড়ী ॥ তমাল ভট্টাচার্য ও সমর দে'র পরিচালনায় হলদিবাড়ী থিয়েটার সেণ্টার স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে 'সীতা হরণ' মঞ্চস্থ করে। দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে প্রযোজনাটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল। বেণী ভট্টাচার্য ও সন্তোষ ভদ্রের মর্মস্পর্শী অভিনয় দর্শকদের অনেক দিন মনে থাকবে। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করে লীনা চক্রবর্তী, দ্বিজেন, প্রলয়, গৌরাঙ্গ, ভানু, শ্যামল, দেবব্রত, অরূপ, নরেন, বাসুদেব ও অপরেশ সরকার।

ইউনাইটেড ক্লাবের প্রযোজনা চিররঞ্জন দাসের 'গফুর-আমিনা সংবাদ' রবীন্দ্র ভবনে সম্প্রতি মঞ্চস্থ হল। দর্শকমনে প্রত্যাশিত সাড়া জাগাতে না পারলেও সংস্থার প্রচেষ্টা আশাব্যঞ্জক। [সংবাদ দাতা]

বাগনান ॥ কানাইপুর 'বান্ধব সমিতি' বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অভিনয় করে মহেন্দ্র গুপ্তের 'পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিং' ও সদ্যপ্রয়াত লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত 'নটী বিনোদিনী'। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সুধাংশু মুখার্জী, দিলীপ চ্যাটার্জী, প্রাণকুমার চ্যাটার্জী প্রমুখ শিল্পীসহ অন্যান্য কুশীলবদের উজ্জ্বল অভিনয়ে ও অনুসঙ্গ বিভাগের সুষম সাযুজ্য-করণে পালা দুটি দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। [সংবাদদাতা]

ডায়মণ্ডহারবার ॥ ঝাউদাঁড়ির সঙ্ঘশ্রী ক্লাব সুভাস রায়ের নির্দেশনায় অভিনয় করে 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা'। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে যারা প্রায় দু-হাজার দর্শককে সে রাত্রে আকুল করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখ্য : ডাঃ পুলিন বিহারী সামন্ত, সুভাষ রায়, রবীন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী, অর্দ্ধেন্দুশেখর বৈদ্য, মুকুল মণ্ডল, সঞ্জিত মণ্ডল, তারামণি মণ্ডল, মেঘনাদ পাড়ুই (ইনি দরাজ গলায় গান গেয়েছেন) অমূল্য ও গৌতম মণ্ডল, ঝর্ণা মিত্র, খুকু হালদার, মলিনা ও পুতুল। নাট্য উপদেষ্টা—গোবিন্দ গাঙ্গুলী। সঙ্গীত—ইন্দ্রজিত মণ্ডল। রূপসজ্জা করেন স্থানীয় ভট্টাচার্য ব্রাদার্স। (সংবাদদাতা)

পালাগড় ॥ ১৯৭৫ থেকে প্রগতিবাদী নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে স্থানীয় 'বৈশাখী' সংস্থাটি একটি গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। এদের প্রযোজনা তালিকায় আছে মৃত্যুর অতীত, কল্লোর কারাগারে, বর্গী এলো দেশে (উৎপল

দত্ত), চুপ সভ্যি বলছি, হইতে সাবধান, ভোরের মিছিল, অগ্নিগর্ভ হেমেপুর ⋯ ও সংস্থা সদস্য তপন মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি 'এ এক অন্য যাদু'। উল্লেখ্য শেষোক্ত নাটকটি ইতিমধ্যে তিনবার মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করেছে। [সংবাদদাতা]

কুমারখুবি ॥ জানুয়ারীতে স্থানীয় বাণী মন্দির ক্লাবে এক্সরে কালচারাল ইউনিট শরৎ জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে অভিনয় করে 'মহেশ'। অনন্ত গোস্বামীর নির্দেশনায় প্রদীপ সেন, কল্যাণ ব্যানার্জী, আশীষ মুখার্জী, গীতা গোস্বামীর অভিনয় দর্শকদের মনে রেখাপাত করে। দ্বিতীয় দিনে 'পাণ্ডুলিপি' পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি হৃদয়গ্রাহী হয়। 'পাণ্ডুলিপি' আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কারও ঐদিন দেওয়া হয়। [সংবাদদাত]

চাতরা ॥ ১৩ ও ১৪ মার্চ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ—চাতরা শাখা প্রথম বার্ষিক নাট্যাৎসবের আয়োজন করে। এতে অভিনীত হয় 'মহেশ' (নাট্যরূপ মলয় দাস), গফুর-আমিনা সংবাদ ও ভেল্কীর খেলা। তিনটি নাটকই পরিচালনা করেন সন্তোষ রায়। বিভিন্ন চরিত্রে অবিস্মরণীয় অভিনয় করেছেন সন্তোষ রায়, দীপা মুখার্জী। নাটকগুলির সাফল্যের শরিক ছিলেন—সাধন গাঙ্গুলী, মাণিক দাসঠাকুর, কালিদাস-বিকাশ বিশ্বাস, সুধীর রতন-সুনীল দাস, বিদ্যুত সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, পঙ্কজ রায়, নীরোদ ব্যানার্জী, সন্দীপ চ্যাটার্জী প্রমুখ। নাটকগুলি দর্শকদের প্রার্থিত চাহিদা পূরণ করলেও টীম ওয়ার্কের ক্ষেত্রে উন্নতির অবকাশ আছে। তিনটি নাটকে স্ক্রীজের ব্যবহার করা হয়েছে তবে সেটগুলি সুপ্রযুক্ত। বিশ্বনাথ চ্যাটার্জীর মঞ্চসজ্জা সুন্দর, তবে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার সেটগুলি আরো দ্রুত পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কৃষ্ণ দাস ও খোকন বিশ্বাসের আলো পরিচ্ছন্ন। [গৌরীশঙ্কর মজুমদার]

টাকি ॥ ১০ ও ১১ই এপ্রিল টাকি কালচারাল ইউনিটের প্রথম বার্ষিক নাট্যোৎসবে সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা 'নীলরক্ত' ও ঘুম নেই' এবং বসিরহাটের কালচারাল ইউনিট প্রযোজিত 'মারীচ সংবাদ' বিপুল উদ্দিপনার মধ্যে মঞ্চস্থ হয়। টাকির নবগঠিত সংস্থাটির নাটক নির্বাচন ও সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। [সংবাদদাতা]

দুর্গাপুর ॥ এ, ভি, বি ক্লাব আয়োজিত আন্তঃবিভাগীয় নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : হারাধনের দশটি ছেলে (ফিটিং শপ) ২য়

হয়তো-নয়তো (প্রভাকশন কন্ট্রোল)। পরিচালক : মিলন দেব। অভিনেতা-গঙ্গা বোস। সহ অভিনেতা— দুলাল দত্ত।

শৌভিক-এর সাম্প্রতিক প্রযোজনা মোহিত চ্যাটার্জীর 'বাঘবন্দী' ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রযোজনাটির সাফল্যের মূলে কনক বকসীর সুনির্দেশনা, ইলা চক্রবর্তীর অভিনয়, নকুল মুখার্জী-নেহালুদ্দীনের আলো, ভূপেন মৈত্রের সঙ্গীত, নির্মল চক্রবর্তীর মঞ্চ পরিকল্পনা ও সর্বোপরি শৌভিক শিল্পীদের অভিনয় নৈপুণ্য অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

এম, এ, এস, সি হলে মহুয়া'র বহু অভিনীত 'মারীচ সংবাদ' নিখিল ব্যানার্জী সমীর চক্রবর্তী, আশিষ দাস, শ্যামাপদ ব্যানার্জী ও কুসুম দাসের পরিশীলিত অভিনয় গুণে দর্শকদের বিমুগ্ধ করে। নিখিল ব্যানার্জীর নির্দেশনায় আলোর কাজে সহায়তা করেন রবি সাহা ও দুলাল ব্যানার্জী। [প্রতিনিধি]

বার্ণপুর ॥ 'মফঃস্বল বাংলার দর্শকদের কাছে পেশাদারী ও অর্দ্ধপেশাদারী নাটকের পাশাপাশি গ্রুপ থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাকে জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। সেটা এককভাবে এতদিন আমরা চেষ্টা করেছি বটে, তবে গ্রুপগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরো জোরালো হবে এই আশা নিয়ে আমরা নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছি। এর ফলে এই গ্রুপগুলির পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতাও বৃদ্ধি পাবে।'

'দিশারী' আয়োজিত প্রথম বার্ষিক নাট্যোৎসবে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সম্পাদক শিশির শোভন চট্টোপাধ্যায়। ভারতীভবন মঞ্চে আয়োজিত এই উৎসবে পরবাস, মিতালী (কুলটি), নাট্যরূপা, দরবারী, নাটুকে (আসানসোল) ও দিশারী মঞ্চস্থ করে মারীচ সংবাদ (পরিচালনা গুরু সেনগুপ্ত), রেডিও/জিজ্ঞাসু/চেয়েছিলাম (তিনটি একাঙ্ক : রচনা ও পরিচালনা বঙ্কু মুখোপাধ্যায়) ক্রীতদাসের মৃত্যু (রচনা ও পরিচালনা গিরিজা দত্ত), কৃপণের ধন (তপেন চট্টোপাধ্যায়) একটি ব্যক্তিগত গল্প (সুব্রত দাসমাল) ও ভালো মানুষের গপ্পো (শিশির শোভন চট্টোপাধ্যায়)। সংস্থার মুখপাত্রের মতে : উৎসবের (পূর্বে উল্লেখিত) দুটি উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। নাট্যোৎসব স্থানীয় দর্শকদের মধ্যে এক বিরাট সাড়া জাগিয়েছে এবং এই গ্রুপগুলির নতুন নতুন আঙ্গিকের সুপরিকল্পিত নিষ্ঠাবান প্রযোজনাগুলি স্থানীয় নাট্যকর্মী সহ দর্শকদের মনে নাড়া দিয়েছে।

উৎসবে অভিনীত নাটকগুলির প্রযোজনাগত মান পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করেন চিত্তরঞ্জন দাস ও আশিষ মুখোপাধ্যায়। শ্রীদাসের বক্তব্যের সারাংশ :—

নাটক প্রসঙ্গ : আবহমান কালের অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সম্পর্ক পর্য্যায়-ক্রমিক ভাবে দুটি নাটকে এসেছে—মারীচ সংবাদ ও ক্রীতদাসের মৃত্যু। দুটি নাটকই বর্তমান যুগ কালের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে যুগ ও জীবন বিশ্লেষণ করেছে এবং পরিশেষে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সমসাময়িক কালে শাসক শ্রেণীর নির্দেশে ক্ষমতা বদলের কাহিনী ঐতিহাসিক ধারায় ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে 'চেয়েছিলাম'। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এ নাটক জনগণের শোষণমুক্তির কোন পথ নির্দেশ করতে পারেনি। 'রেডিও' ও 'জিজ্ঞাসু'র নাট্য-গঠন দুর্বল, কিন্তু তাহলেও সমসাময়িক মধ্যবিত্ত জীবন মানসের আশা-আকাঙ্খা-ক্লেদ-হতাশা-সংগ্রাম-সুবিধাবাদী মানাসকতা সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে।

প্রযোজনা প্রসঙ্গ : মারীচ সংবাদ ও ক্রীতদাসের মৃত্যু নাটকের প্রয়োগ পরি-কল্পনায় ব্রেখট্ ও মেয়ারহোল্ডের থিয়েট্রিক্যাল ফর্মের সঙ্গে রিয়ালিষ্ট ফর্মেরও ব্যবহার আছে। বিষয়ের চেয়ে ফর্মের আধিক্য চোখে পড়ে বেশী চেয়েছিলাম—কিছুটা প্রতীকী রীতির কিন্তু অভিনয়ে স্টাইলাইজড্ ধারার সংমিশ্রণ। রেডিও, জিজ্ঞাসু ও কৃপণের ধন রিয়ালিষ্ট রীতির প্রযোজনা। মারীচ সংবাদ, ক্রীতদাসের মৃত্যু এবং চেয়েছিলামের অনেক চরিত্রকেই নিজ নিজ সত্ত্বা ছাপিয়ে নাট্যকারের অভীপ্সা মত কথা বলতে হয়েছে। প্রথম দুটি নাটকে ক্রীজের ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ্যণীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ-অঙ্গসজ্জা-সঙ্গীতে দুর্বলতা নজরে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মারীচ সংবাদের পরিচয় পালা ও ক্রীতদাসের মৃত্যুর সমস্ত মঞ্চকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করা এবং দুটি কালের দুটি অত্যাচারের পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের ট্রিটমেণ্ট কিংবা এরিণাতে স্যারামুনোর প্রতীকী ব্যবহার, ড্রাবা ও স্পার্টাকাসের লড়াইয়ের দৃশ্যের পরিকল্পনা, যুদ্ধ মদমত্ততার ট্যাবলো অভিনয়ের রূপ নিঃসন্দেহে খুবই উচ্চাঙ্গের। জিজ্ঞাসা ও রেডিও সে তুলনায় নিম্নমানের। গ্রুপ বা ব্যক্তিক অভিনয় বা প্রযোজনার অন্যান্য অঙ্গ সম্পর্কে পরিচালক খুব কমই যত্ন নিয়েছেন। 'কৃপণের ধন'এর সামগ্রিক অভিনয় বিচ্ছিন্ন ভাবে জোরালো তবে হলধর ও হাবার ব্যক্তিগত অভিনয় জোরদার প্রথম দৃশ্যের বিরতি পরিকল্পনা যথার্থ শিল্পরস সম্পন্ন। মঞ্চের পরিকল্পনা ছিমছাম সঙ্গীত দুর্বল।

উল্লেখিত নাটকগুলিতে সঙ্গীতের ব্যবহার ও রূপসজ্জা সম্পর্কে সংশ্লি পরিচালকদের আরো গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে বলে শ্রীদা মনে করেন।

একটি ব্যক্তিগত গল্প—নাটকের গঠন বর্ণনাত্মক এবং ব্রেখটীয় রীতির দ্বারা প্রভাবিত। প্রযোজনাকর্মে পরিচালকের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কোরিওগ্রাফি ও মঞ্চ বিভাজন সুপরিকল্পিত। দক্ষ আলোকশিল্পী ও প্রয়োজনীয় মঞ্চ অনুষঙ্গের অভাব অনুভব করা গেছে। কম্পোজিশানগুলি আইডিয়া-ভিত্তিক। অভিনেতারা স্টাইলাইজড্ ফর্মে সুন্দর অভিনয় করেছেন।

ভালো মানুষের গপ্পো—নাটকটির পরিকল্পনায় চিন্তার ছাপ আছে। কোরিওগ্রাফি সুন্দর। অভিমন্যুর গৃহ থেকে বিচার দৃশ্যে যাওয়া সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত। গায়কী কণ্ঠ ও ঢঙ উচ্চাঙ্গের। ব্রহ্মার চরিত্রে আরো ব্যক্তিত্ব বাঞ্ছনীয় অভিনয়ের মান প্রশংসনীয়।

আঙ্গিক সম্পর্কে আশিষ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যের সারাংশ :—

মারীচ সংবাদে মঞ্চস্থাপত্যকে সরাসরি স্থান না দিয়ে আলোর সাহায্যে স্লাইড ব্যবহার করে তিনটি কাল ও তার পরিবেশকে বোঝান হয়েছে। পরিকল্পনাটি সুন্দর কিন্তু স্লাইডের ছবি তিনটি কাল ও পরিবেশকে সঠিকভাবে পরিস্ফুট করতে পারেনি। ফ্রিজ কম্পোজিশানে আলোছায়ার মাপ ও মাত্রা ঠিক না থাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা আকর্ষণীয় হতে পারেনি, অথচ চরিত্র পরিচয় পর্বে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য বোঝাতে বিভিন্ন রঙের আলোর ব্যবহার সুন্দর।

আলো ও মঞ্চ সৌকর্যের বিচারে জিজ্ঞাসু, রেডিও ও চেয়েছিলাম, সবকটিই দুর্বল। স্থান-কাল-পরিবেশ কিছুটা রেডিও নাটকে দেখালেও অন্য দুটি নাটকে তা অনুপস্থিত। মঞ্চ ব্যবহার সম্পর্কে কুশীলবদের আরো সজাগ হতে হবে।

'ক্রীতদাসের মৃত্যু'র মঞ্চ পরিকল্পনায় পশ্চাদপটে শ্যাডো প্রয়োগ, ফ্রিজ কম্পোজিশান কিংবা 'সিলুয়েট' রচনায় পরিচালক খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আবার মঞ্চের সম্মুখ অংশে স্ক্যারামুনোর সাহায্যে দড়ির জাল তুলে এবং মধ্য মঞ্চে একটি অর্দ্ধ আবরণ দিয়ে লড়াই-এর এরিণা, পিছনের বেদীর মূলে সেনেটারদের বসিয়ে রাজকীয় গ্যালারীর পরিবেশ সৃষ্টি সার্থক। এই নাটকে আলো বিভিন্ন রঙের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন রূপ পেয়েছে, ব্যঞ্জনা পেয়েছে এবং পৃথক জোন সৃষ্টিতে সার্থক হয়ে উঠেছে।

রূপনের ধন নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোর প্রয়োগ নিতান্তই অনুল্লেখ্য। একটি ব্যক্তিগত গল্পে শ্যাডো প্রয়োগ ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। ভালো মানুষের গপ্পো নাটকে আলো ও মঞ্চ সুপরিকল্পিত। ব্রহ্মার আগমন ও নিষ্ক্রমণ মিরারের সাহায্যে বৃত্ত তৈরী করে করলে এফেক্টিভ হতো। [প্রতিনিধি]

জামুরিয়া॥ বর্ধমান জেলার জামুরিয়ার 'মিলন সমিতি' এতদ্অঞ্চলে প্রথম একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করে নাট্যকর্মীদের ধন্যবাদার্হ হলেন। প্রতি সন্ধ্যায় প্রতিযোগিতার আসরে আশাতীত জনসমাগম হতো। প্রতিযোগিতার ফলাফল: শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা অনামী নাট্যগোষ্ঠী (ডাইনোসেরাস), ২য়—বারমুণ্ডিয়া রিক্রিঃ ক্লাব (হইতে সাবধান)। পরিচালক—নিশীথ ঘটক (ডাইনোসেরাস)। অভিনেতা—অজিত ব্যানার্জী (বিশ পঞ্চাশ)। পাণ্ডুলিপি—ভেল্কীবাজীর খেলা (অসীম হোড়)। বিশেষ পুরস্কার—মাঃ জীবনময় কাঞ্জিলাল (বর্ণ বিপর্যয়)। প্রতিযোগিতার শেষদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। [সংবাদদাত]

কুমারগ্রাম॥ কুমারগ্রাম ব্লক এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশান ক্লাব আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতা এই অঞ্চলের দর্শকদের নাট্য চেতনাকে পরিপুষ্ট করছে। পাঁচদিন ব্যাপী নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল: অংশগ্রহণকারী ৯টি দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—হইতে সাবধান, প্রগতি যুবনাট্য সংস্থা (হলদিবাড়ী)। ২য়—শেষ বিচার, বাঘা যতীন ক্লাব (দিনহাটা)। পরিচালক—সুবোধ দে (হইতে সাবধান)। অভিনেত্রী—সন্ধ্যা চক্রবর্তী, ভেল্কীর খেলা (আমরা ক'জন, বারবিষা) [সংবাদদাতা]

[নাট্য প্রতিযোগিতা বা সম্মেলনের প্রতিবেদনগুলি নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতে রচিত।

১। উদ্যোগী সংস্থার ক) নাম ও খ) ঠিকানা। ২। প্রতিযোগিতা বা নাট্য সম্মেলন আয়োজনের উদ্দেশ্য কি? ৩। উদ্যোগী সংস্থার চলতি বছরের নিজস্ব প্রযোজনার নাম। অন্যান্য প্রতিযোগিতায় আপনারা অংশ গ্রহণ করেন? ৪। কতো বছর এই প্রতিযোগিতা (বা সম্মেলন) চলছে? প্রতিযোগিতা (বা সম্মেলন) পরিচালনার বাস্তব অসুবিধা কি কি? এবার প্রতিযোগী সব সংস্থা নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় করেছে? কারা করেনি? কেন করেনি? ৫। ক) গড়ে প্রতিদিনকার দর্শক সংখ্যা। খ) গত বছর এবং গ) এ বছরে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা কতো? ঘ) এ বছর মোট কতো দিন প্রতিযোগিতা (বা সম্মেলন) চলেছে? ৬) বিচারক ক'জন? তাঁদের পেশাগত পরিচিতি। বিচারকরা স্থানীয় না বহিরাগত? ৭। বিচারকদের ব্যবহৃত মার্ক-শীট ফর্মের নমুনা কপি অনুগ্রহ করে পাঠান। ৮। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ধার্য ফি কতো? নাট্য সম্মেলনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সংস্থাদের

কতো দক্ষিণা দেওয়া হয়? ৯। মঞ্চ স্থায়ী না অস্থায়ী? মঞ্চের আয়তন কতো? স্থায়ী মঞ্চের দৈনিক ভাড়া কতো? অস্থায়ী মঞ্চসহ প্রেক্ষাগৃহ নির্মানের খরচ কতো? ১০। প্রতিযোগিতা ও অনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান পরিচালনার আনুমানিক মোট খরচ কতো? এই অর্থ সংগ্রহ করা হয় কি ভাবে? ১১। প্রতিযোগী দলের ক) নাম ও ঠিকানা খ) নাটকের নাম ও গ) নাট্যকারের নাম (পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে * চিহ্ন দিন) অনুগ্রহ করে পাঠান। ১২। প্রতিযোগিতার পুরস্কার—আর্থিক না উপকরণ? ১৩। এ বছরের পুরস্কৃত দল ও ব্যক্তির তালিকা। ১৪। সম্ভব হলে প্রতিযোগিতায় অভিনীত নাটকগুলির মান সম্পর্কে বিচারকদের মতামতের সংক্ষিপ্তসার। কোন নাটক সম্পর্কে বিচারকরা 'একাঙ্ক নয়' মন্তব্য (বা বাতিল) করেছেন? বিশদ বিবরণ দিন। ১৫। প্রতিযোগিতায় অভিনীত নাটকগুলি কি সেন্সার করতে হয়েছে? কোন কোন নাটক সেন্সার-এর ছাড়পত্র পায়নি? বিশদ বিবরণ দেবেন? ১৬। প্রতিযোগিতা বা সম্মেলনে অভিনীত নাটকগুলি সম্পর্কে দর্শকদের মতামতের সংক্ষিপ্তসার দেবেন? ১৭। প্রতিযোগতার সঙ্গে কোন অনুষ্ঠান (প্রদর্শনী/সেমিনার) হলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। স্যুভেনীর প্রকাশ করে থাকলে একটি কপি পাঠাবেন। [নাট্য সম্মেলনের আয়োজকরা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ও ১৭নং প্রশ্নের জবাব পাঠাবেন]

নাট্য প্রতিযোগিতা

(১) উলুবেড়িয়া একাঙ্ক নাট্যোৎসব সমিতি। প্রযত্নে: অন্বেষণ, নোনা। উলুবেড়িয়া, হাওড়া। (২) অনেক বেশী নাটকের সঙ্গে দর্শকের যোগাযোগ রক্ষা। (৩) শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' (নাট্যরূপ প্রবীর দত্ত) ও চলো নিশ্চিন্তপুর (রচনা প্রবীর দত্ত)। কাছের দূরের, ছোট-বড় সব প্রতিযোগিতাতেই অংশ-গ্রহণ করি। (৪) বিগত ৭ বছর প্রতিযোগিতা চলছে। প্রতিযোগিতা পরিচালনার বাস্তব অসুবিধার সংখ্যা অনেক। তালিকা করে সেগুলি সাজিয়ে দেওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে অসুবিধার তালিকা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তিনটি সংস্থা প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েও অভিনয় করেনি। (৫) (ক) ৪০০ জন। (খ) ১৪টি সংস্থা। (গ) ২০টি সংস্থা। (ঘ) ৪ দিন। (৬) মোট চারজন। স্বদেশ ঘোষ দস্তিদার, শক্তি রায় (চাকুরীজীবী), সুনীল চক্রবর্তী (অধ্যাপনা) ও অনিন্দ্যসুন্দর চ্যাটার্জী (চাকুরীজীবী)। সকলেই বহিরাগত। (৮) ১৫ টাকা। (৯) অস্থায়ী। ৩০×২০ ফিট। মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ

নির্মাণের ব্যয় ৫০০ টাকা। (১০) ২,২০০ টাকা, অস্থায়ী ও স্থায়ী সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা বাবদ সংগৃহীত অর্থ ও বিজ্ঞাপনদাতাদের আনুকূল্যে। (১২) সমস্ত পুরস্কার নগদ অর্থে। (১৩) শ্রেষ্ঠ দল : শৌভিক (দক্ষিণেশ্বর) কেননা মানুষ। পরিচালক ও অভিনেতা – মনোরঞ্জন বড়া। নাট্যকার—সম্রাট ভূত দেখেছে ভূত (উদয়ণ ঘোষ)। অভিনেত্রী—বনানী বড়াই (ভেল্‌কীর খেলা)। স্থায়ী সদস্যদের নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ দল—শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র (আক্র)। (১৪) অন্যতম বিচারক শ্রীঘোষ দস্তিদার 'স্বর্গে এক পাপী' নাটকটিকে বাতিল করেন। রচনা ও প্রযোজনা খুবই নিম্নমানের হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। (১৬) যে নাটকগুলি দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখ্য : আক্র, কেননা মানুষ, বিপ্লবের গান, সম্রাট ভূত দেখেছে ভূত, ডায়ানোসেরাস, শঠে শঠাং, বৃত্ত ভেঙ্গে ভেঙ্গে, ভেল্‌কীর খেলা।

১) সংশপ্তক সাংস্কৃতিক সংস্থা। নারিকেলডাঙ্গা। পোঃ শ্যামপুর। বজবজ। ২৪ পরগণা। ২) স্থানীয় দর্শকদের মধ্যে নাট্যরসবোধ, নাট্যচিন্তার প্রসার ও বোদ্ধা দর্শক তৈরী। নাট্য সংস্থাগুলিকে উন্নত মানের প্রযোজনায় উদ্বুদ্ধ করা। সমাজের মন্দ দিকগুলি নির্মোচন করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ ও পন্থা নির্দেশ করার প্রচেষ্টা। ৩) দেশলাই কাঠি। ৪) গত তিন বছর। বাস্তব অসুবিধা আর্থিক। দুটি সংস্থা মঞ্চে উপস্থিত হননি। ৫। ক) ৫০০ জন। খ) ১৬ গ) ১৫ ঘ) ছয়দিন। ৬) বিচারক ৫ জন। এঁদের পরিচয় – চাকুরীজীবী, বেতার শিল্পী, নাট্যকার। স্থানীয় ও বহিরাগত। ৮) ২০ টাকা। ৯) অস্থায়ী, ৩০ × ২৪ ফিট। ১২০০ টাকা। ১০) দু' হাজার টাকা। সভ্যদের চাঁদা, প্রবেশপত্র বিক্রয় ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুদান। ১২) ব্যক্তিগত পুরস্কার আর্থিক, সংস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ শীল্ড। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা : অভিনব (লোহার ভীম), ২য়—অনামী (অভাগীর স্বর্গ), ৩য়— নাট্যবীক্ষণ (ডাইনোসেরাস)। অভিনেতা—প্রবীর ব্রহ্মচারী (কালো মাটির কান্না)। সহ-অভিনেতা—প্রবীর চক্রবর্তী (বৃত্তটাই জীবন)। অভিনেত্রী— ভারতী পণ্ডিত (অভাগীর স্বর্গ)। পরিচালক—অসিত সান্যাল (লোহার ভীম)। শিশু অভিনেতা—অলোক পাড়ুই (অভাগীর স্বর্গ)। পাণ্ডুলিপি— বিমল পণ্ডিত (অথ বৃহন্নলা)। ১৫) কোন নাটকই সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬) পুরস্কার প্রাপ্ত নাটকগুলি দর্শকদেরও খুশী করেছে। [সম্পাদকের

সংযোজন ॥ এই প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক জনৈক অমর গঙ্গোপাধ্যায় 'অভাগীর স্বর্গ' নাটকটিকে যথোচিত নম্বর দিলেও কোনও যুক্তি বা কারণ না দেখিয়েই 'ওটি একাঙ্ক নয়' ঘোষণা করে পুরস্কার তালিকা থেকে বাতিল করার বালসুলভ দাবী জানান। 'বিচারকটির' এই একতরফা ঘোষণা আয়োজক সংস্থা ও অন্যান্য বিচারকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অবশ্য এঁদের সম্মিলিত শুভবুদ্ধির চাপে উক্ত বিচারক নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন, তবে তিনি ফলাফল ঘোষণার জন্য প্রস্তুত তালিকায় স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। ভবিষ্যতে আয়োজক সংস্থাকে বিচারক নির্বাচনে আরো সচেতন হতে হবে]

*

১) মোনালিসা। ত্রিবেনী টিস্যুজ কোয়ার্টার, বি-৭৭। পোঃ ত্রিবেনী, জেলা হুগলী। ২) নাট্য প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরা নীরব [সম্পাদক]। ৩) সেইদিন সন্ধ্যায়—সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ১৯৭১ থেকে প্রতিযোগিতা সুরু, ১৯৭৪-এ হয়নি। প্রতি-যোগিতা চালাবার 'বাস্তব অসুবিধা অপসংস্কৃতির অক্টোপাশ' (!)। অনুপস্থিত দল ৫টি। ৫। ক) ২৫০ জন। খ) ১৯৭৩ — ১২টি। গ) ১৬টি। ঘ) ছয়দিন। ৬) তিনজন — অধ্যাপক, শিক্ষক ও ফ্যাক্টরী কর্মী, স্থানীয়। ৮) কুড়ি টাকা। প্রতিযোগিতা মঞ্চ থেকে ১৫ কি. মি. দূরের সংস্থাদের ২৫ টাকা রাহাখরচ দেওয়া হয়। ৯) স্থায়ী মঞ্চ। ২০ × ১২। ফিট। গড়ে প্রতিদিন ১৫ টাকা। ১০) ৫০০ টাকা। সদস্যদের চাঁদা ও দৈনিক ০·৫০ পয়সা হারের টিকিট। ১২) আর্থিক। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—জিওনার্দো ব্রুনো (চেনা-অচেনা), ২য়—পিতামহদের উদ্দেশ্যে (জাগৃতি), স্থানীয় প্রযোজনা—সেইদিন সন্ধ্যায় (মোনালিসা)। অভিনেতা—ধনপতি লালা (নক্ষত্র। নানা রঙের দিন)। পাণ্ডুলিপি ও পরিচালক—সমর দত্ত। অভিনেত্রী—স্বপ্না দাস (ছন্দপতন)। ১৪) যোলটি নাটকের মধ্যে ১০টি যথার্থ-ই সুপ্রযোজিত। ১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬) দর্শকদের ভাল লেগেছে (পুরস্কার প্রাপ্ত নাটক ছাড়া) সন্ধানে, আগামী দিনের নাটক, হারাধনের দশটি ছেলে ও এক্সপেরিমেন্ট।

*

১) ভারতী সংঘ। আকনাপাড়া, হুগলী। ২) বর্তমান কালের নাট্যধারার সঙ্গে মফঃস্বল বাংলার দর্শকদের পরিচয় সাধন সেই সঙ্গে শোষণ, বঞ্চনা ও অপসংস্কৃতির

বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু করার কারণ। ৩) দিনান্ত (বীরু মুখোপাধ্যায়) ও নবীন সন্ন্যাসী (ব্রজেন দে)। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) এই বছরই শুরু, বাস্তব অসুবিধা অর্থ নৈতিক ও যোগাযোগের। সবাই নির্দ্দিষ্ট দিনে অভিনয় করেছেন। ৫) ক) ২৫০ খ) × গ) আট। ঘ) মোট দু দিন। ৬) বিচারক চার জন, দুজন শিক্ষকতা করেন, একজন চাকুরীজীবী অন্যজন ব্যবসায়ী। প্রত্যেকেই নাট্যানুরাগী ও একজন নাটক লেখেন ও পরিচালনা করেন। একজন বহিরাগত, তিনজন স্থানীয়। ৮) কুড়ি টাকা। ৯) অস্থায়ী মঞ্চ [মঞ্চের আয়তন ও নির্মাণ খরচা সম্পর্কে সংস্থা নীরব—সঃ]। ১০) সাতশো টাকা—সাহায্য ও দান। ১২) আর্থিক ও উপকরণ। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—শতাব্দীর পদাবলী (বিষড়া বলাকা) জয়—হারাধনের দশটি ছেলে (নটতীর্থ, হরিপাল)। পরিচালক—শতাব্দীর পদাবলীর পরিচালক। অভিনেতা—সুতেজ সাত্ত্বিক (বলাকা) সহ অভিনেতা—প্রতাপ ব্যানার্জী (শেষ বিচার। শান্তনীড় পাঠাগার)। বিশেষ পুরস্কার—অর্চনা পাল (পদ্মপাতায় জল। মহাবীর সমিতি) ১৪) উল্লেখযোগ্য কোনও মন্তব্য করেননি। ১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬, প্রযোজিত নাটকগুলি সম্পর্কে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া উৎসাহব্যঞ্জক হলেও, দর্শকরা নাটকের মধ্যে কাহিনীর কাঠামোর অভাবে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করেছেন।

১) সিয়ারসোল স্পোর্টস এণ্ড কালচারাল এসোঃ। গ্রাম+পোঃ সিয়ারসোল। জেলা বর্দ্ধমান। এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র সিয়ারসোল গ্রামের যুবকদের মধ্যে সীমিত। এর ফলে গ্রামের প্রায় ১৫০ জন যুবককে একই মঞ্চে এনে সুস্থ সাংস্কৃতিক মনোভাব গঠন করা সহজ হয়েছে। গ্রামীণ সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সচেতন হয়েছে গ্রামের প্রতিটি যুবক। এই সচেতনতা ধীরে ধীরে তাদের পরিবারের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রামবাসীরাও প্রগতিধর্মী নাটক দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। ৩) মারীচ সংবাদ। অন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) গত দু-বছর। বাস্তব অসুবিধা—আর্থিক, সময় ও যথেষ্ট পরিশীলিত কর্মীর অভাব। ৫) ক) ৯০০ খ) ৯ গ) ৭ ঘ) তিনদিন ৬) বিচারক—দুজন। একজন দুর্গাপুরের কর্মী, অভিনয় করে পুরস্কার পেয়েছেন অন্যজন রানীগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক। স্থানীয়। ৮) প্রবেশ মূল্য নেওয়া হয় না। প্রতিযোগী সংস্থাগুলি নিজেরাই আর্থিক অনুদান ও শারীরিক পরিশ্রম

দিয়ে আয়োজক সংস্থাকে সাহায্য করেন। ৯) স্থায়ী নিজস্ব মঞ্চ। ২৪ × ১৮ ফিট। ১০) ৮০০ টাকা। সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুদান। ১২) উপকরণ। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—ডাইনোসেরাস (অনামী), পরিচালক—গগণ চট্টোপাধ্যায় (ঐ), অভিনেতা—নীরোদ হাজরা (ঐ), চরিত্রাভিনেতা—মনোজ চ্যাটার্জী (চুপ সন্ত্যি বলছি)। অভিনেত্রী (সান্ত্বনা পুঃ) কৃষ্ণা ঘটক (পরাজিত পৃথিবী)। আবহ সঙ্গীতের পুরস্কার পেয়েছেন বিকাশ চক্রবর্তী ও পার্থ চ্যাটার্জী। ১৪, নাটক নির্বাচন প্রশংসনীয়, কিন্তু অভিনয় দক্ষতা ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। ১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬) দর্শকরা নতুন ধারার নাটক দেখে এবং সে নাটক তাঁদেরই ঘরের ছেলেরা করছে জেনে বিস্মিত ও গর্বিত।

(১) তরুণ সংঘ। খড়দহ, রাসখোলা। ২৪ পঃ (২) জনমানসে নাটকের প্রচার ও প্রসার। (৩) সারি সারি মৃতদেহ। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। (৪) দু বছর। বাস্তব অসুবিধা 'তেমন কিছু নেই'—লোডশেডিং ছাড়া। সবাই নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় করেছেন। (৫) ক) ৫০০ খ) ২১ গ) ৪৯ (ঘ) ১১ দিন। (৬) বিচারক ৩ জন; দু জন চাকুরীজীবী, একজন শিক্ষিকা। দু জন বহিরাগত। (৮) ২৫ টাকা। (৯) অস্থায়ী। ৩০ × ২৪ ফিট। নির্মাণ খরচ ১৬০০ টাকা। (১০) চার হাজার টাকা, প্রবেশ দক্ষিণা, কার্ড বিক্রী ও স্যুভেনীরের মাধ্যমে। (১২) সমস্ত পুরস্কার আর্থিক। (১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা: গেব্রিয়েল পেরী (নটতীর্থ), ২য়—ঘটোৎকচ (নাট্যবৃত্ত), ৩য়—জিরাক (নটতীর্থম)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা: সুচারু দাস (ক্লাসিক) ও নারায়ণ মুখার্জী (ওয়াই এম সি এ)। অভিনেত্রী—সীমা গুহঠাকুরতা (সমন্বয়)। পরিচালক—অসীত ঘোষ (ঘটোৎকচ । নাট্যকার—বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী (এক্সপেরিমেণ্ট/রূপান্তর নাঃ সঃ) (১৪) যথেষ্ট উন্নতমানের নাটকের অভাব। কোন নাটক বাতিল হয়নি (১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। (১৬) নাটকগুলি একই ধরণের তবু এদের মধ্যে কিছু নাটক দর্শকদের ভালো লেগেছে। (১৭) পুরস্কার বিতরণের দিন অন্যতম বিচারক নাটকগুলির সমালোচনা করেন।

আপনজন। বাদুড়তলা, জিয়াগঞ্জ। মুর্শিদাবাদ। (২) মফঃস্বল বাংলার নাট্য আন্দোলনকে ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের অন্যতম শরিক

হিসেবে দায়িত্ব পালন। (৩) বিবর্তন। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। ৪) চার বছর। অসুবিধা আর্থিক ও যোগাযোগ কেন্দ্রিক। চারটি সংস্থা অভিনয় করেনি। ৫। ক) ৩০০ খ) ২২ গ) ১৫ ঘ) ৫ দিন। ৬) ৩জন, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকতা। স্থানীয়। ৮) ২৫ টাকা। ৯) মঞ্চ স্থায়ী। ২২×২০ ফিট। দৈনিক ৫০ টাকা। ১০) ২০০০ টাকা (পুরস্কার বাদে) টিকিট বিক্রী ও অনুদান। ১২) আর্থিক ও উপকরণ ১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—পালাবার পথ নেই (যুগাগ্নি), ২য়—যবনিকা পতনের আগে (সেবা শিবির), ৩য়—শতাব্দীর পদাবলী (গণসংযুগ)। পরিচালক —অভি সিংহ (আলোকধারা)। অভিনেতা—উত্তম গাঙ্গুলী (মোনালিসা)। সহ-অভিনেতা—সুমিত ঠাকুর (কোরাস)। চরিত্রাভিনেতা—পার্থসারথী রায় (সংলাপ)। নাট্যকার—অভিজিৎ সরকার (যুগাগ্নি)। ১৪, ১৬, ১৭ সম্পর্কে এরা কিছু জানাননি। [সঃ]

*

১) নবীন সঙ্ঘ . স্টেশান রোড, ব্যাণ্ডেল। হুগলী। ২) স্থানীয় নাট্য সচেতন দর্শকদের অনুপ্রেরণায় সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব পালন। ৩) মঞ্চেশ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ৬ বছর। কোন অসুবিধার উল্লেখ না করলেও সাধারণ সম্পাদকের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় কল শো ও নাট্যোৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে মফঃস্বল বাংলার নাট্য প্রতিযোগিতার মঞ্চগুলির ভবিষ্যত ভেবে এঁরা আশঙ্কিত। চারটি সংস্থা অভিনয় করেনি। ৫। ক) ৬০০ খ) ? গ। ১০ ঘ) ৫ দিন। ৬) দু'জন। একজন চাকুরিজীবী, নাট্যকার অন্যজন স্কুল শিক্ষক, নাট্যবিদ্। বহিরাগত। ৮) ২০ টাকা ৯) মঞ্চ অস্থায়ী। ৩০×২০ ফিট। ৮০০ টাকা। ১০) কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি [সঃ]। ১২) দলগত প্রযোজনা আর্থিক, অন্য পুরস্কার উপকরণ। ১৩) প্রযোজনা : শৌভিক (নোপাসারান), ২য়— নিন্দুক (টোপ), ৩য়—আমরা (অনির্বাণ)। পরিচালক—মনোরঞ্জন ঘড়া (নোপাসারাণ)। নাট্যকার—অমল রায় (ঐ)। অভিনেতা—অলকেশ ব্যানার্জী (অনির্বাণ)। পার্শ্ব চরিত্র—তপন দে (নো-পাসারাণ)। অভিনেত্রী—রূপালী জানা (ভেল্কির খেলা)। শিশু শিল্পী—রত্না ব্যানার্জী (কালো মাটির ফরিয়াদ)। ১৪—১৭ কোন তথ্যই সরবরাহ করা হয়নি [সঃ]।

*

১) অলকধারা, ৯ বিনোদবিহারী হালদার লেন। শিবপুর, হাওড়া-২। ২) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দলের সঙ্গে নাট্যমৈত্রী গড়ে তোলা, সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার ও স্থানীয় দর্শককে নাট্য সচেতন করে তোলাই উদ্দেশ্য। ৩) পূর্ণাঙ্গ– রাইফেল, এক সারি মুখ। একাঙ্ক—কতোয়া, হাঁচি, বাজী, নব সংস্করণ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ৩ বছর। বাস্তব অসুবিধা আর্থিক, যোগাযোগ এবং প্রতিযোগী সংস্থাদের শেষ মুহূর্তে অনুপস্থিতি। দুটি সংস্থা অভিনয় করেনি। ৫) (ক) ৩৫০ (খ) ২৮ (গ) ১৯ (ঘ) ৬ দিন। ৬) ৪ জন। তিনজন চাকুরীজীবী একজন নাট্য সমালোচক। বহিরাগত-২, স্থানীয়-২। ৮) ৩০ টাকা। ৯) স্থায়ী মঞ্চ, ৩০ × ২৪ ফিট। দৈনিক ১৩০ টাকা। ১০) ৩,৫০০ টাকা। প্রবেশ দক্ষিণা, টিকিট বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন। ১২) সবই আর্থিক। ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—গ্যাব্রিয়েল পেরী (নটতীর্থ), অনিবার্য মৃত্যু (ডানকান), এই যুগে এই সমাজে (ক্লাসিক)। পরিচালক—অমল গুহ (ডানকান)। অভিনেতা– শ্রীকুমার ঘোষ (নটতীর্থ)। অভিনেত্রী—সীমা গুহঠাকুরতা (সমন্বয়)। চরিত্রাভিনেতা– অমল চক্রবর্তী (নটতীর্থ)। ১৪) 'বিচারকদের মতামত দেওয়া সম্ভব নয়'। ১৫) সেন্সার করতে হয়নি। ১৬) 'কিছু কিছু নাটক দর্শকদের খুব ভালো লেগেছে'। ১৭) উদ্বোধন দিবসে লোকরঞ্জন শাখা গীতিনাট্য পরিবেশন করে।

*

১) আসাম-বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজক সংস্থা —প্রগতি নাট্য সংস্থা। দিনহাটা, কুচবিহার। ২) বাংলা নাটকের প্রসার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলা। ৩) 'যদি আমি কিন্তু আমি' (একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ)। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ২ বছর। অর্থ ও বিচারক। ক'টি সংস্থা উপস্থিত হয়নি। ৫) ক) ৩০০ খ) ১৮ গ) ২২ ঘ) ২৫ দিন। ৬) বিচারক তিনজন,। একজন অধ্যাপক, অন্যজন শিক্ষক, তৃতীয়জন সরকারী কর্মচারী। সকলেই স্থানীয়। ৮) ২৫ টাকা ৯) স্থায়ী (টাউন হল) ২৫ × ১৮ ফিট। দৈনিক ৩০ টাকা ১০) সংস্থার মুখপাত্র জানাচ্ছেন '১০,০০০ টাকা'। স্থানীয় জনগণের অনুদান ও প্রবেশমূল্য। ১২) তথ্য সরবরাহ করেননি [সঃ] ১৩) শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা রাজরক্ত (হলদিবাড়ী থিয়েটার সেন্টার)। ২য়— পুতুল নাচের কাহিনী (ইয়ুথ কালচারাল গ্রুপ)। ৩য়- ইউ, টি, সি (যদিও সন্ধ্যা)। অভিনেত্রী—তলিগুপ্ত (ইয়ুথ কালচারাল

গ্রুপ)। পার্শ্ব চরিত্র—সমর দে (হলদিবাড়ী থিঃ সোঃ)। চরিত্রাভিনেত্রী—লতা বড়ুয়া (ইয়ুথ কালচারাল গ্রুপ)। টাইপ চরিত্র—অনিল ভট্টাচার্য (ইউ, টি, সি)। ১৪) কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি [সঃ] ১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬) অধিকাংশ নাটক নীচু মানের যদিও নাটকের বক্তব্য ভবিষ্যত সম্পর্কে আশান্বিত করে। ১৭) ৮ জানুয়ারী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় পৌরপিতা রাজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে নাটকের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঐদিন আয়োজক সংস্থা 'যদি আমি কিন্তু আমি' অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

নাট্য সম্মেলন

১) সহযাত্রী (আড়িয়াদহ)। এন সি চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা ৫৭। ২) প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পরিধিকে ব্যাপক করে তোলা এবং স্থানীয় মানুষের কাছে সুস্থ সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়া। সহযাত্রী বিশ্বাস করে 'নাটক' মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার। ৩) সহযাত্রী মূলতঃ সাংস্কৃতিক সংস্থা, অদূর ভবিষ্যতে সংগঠিত নাট্য সংস্থা রূপে আত্মপ্রকাশের পরিকল্পনা আছে। ৪) প্রথম বছর। বাস্তব অসুবিধা: স্থানীয় মঞ্চের অভাব, ফলতঃ আর্থিক চাপ। সকলেই অভিনয় করেছেন। ৫। ক) ১০০ খ) × গ। ৬টি ঘ) ২ দিন। ৮) ৫০ টাকা সাধারণ ভাবে, নিকটবর্তী সংস্থার ক্ষেত্রে ৩০ টাকা। ৯) অস্থায়ী মঞ্চ (আলো সহ) ১০০ টাকা। ১০। এক হাজার। প্রবেশপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে। ১৪। সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬) ১০০ জন নির্বাচিত দর্শকদের মতামতের নিরিখে: এই যুগে এই সমাজে (ক্লাসিক) ত্রুটিহীন প্রযোজনা, অবশ্য নাট্য বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন কয়েকজন। ডেড লাইন (প্রতিবিম্ব) বলিষ্ঠ নাটক, সফল টীমওয়ার্ক। অথ ধনপতি কথা (এক্ষণ) ইতিপূর্বে নাটকটি এই অঞ্চলে মঞ্চস্থ হওয়ায় নতুন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। শিব ঠাকুরের আপন দেশে (ইউনিট থিয়েটার) ব্যঙ্গাত্মক নাটক হিসেবে উপভোগ্য। অন্য এক মারীচ (প্রগ্রেসিভ আর্ট) সংঘাত বর্জিত সংলাপ প্রধান নাটক দর্শক আত্মস্থ করতে পারেননি। ঠিকানা (ঐকতান) দর্শকদের হতাশ করেছে।

১) সংলাপ, ৫১ ষষ্ঠীতলা স্ট্রীট। রিষড়া। হুগলী। ২) "অস্বীকার করার উপায় নেই যে বর্তমান যুগে নাটকের যে জোয়ার এসেছে তা মূলতঃ প্রতিযোগিতাকে ভিত্তি করেই, তবু প্রশ্ন থেকে যায়—শিল্পী/শিল্পকে কি প্রতিযোগিতার মঞ্চে উপস্থিত করে বিচার করা সম্ভব? শিল্প বিচারের মানদণ্ড কি? সাধারণতঃ কারা এর বিচার করেন? প্রতিযোগিতার মনোভাব ছাড়া শিল্পীদের মধ্যে সুস্থ মানসিকতার প্রচারে আমরা কতখানি সার্থক হয়েছি? নাট্য সম্মেলন পক্ষপাতহীন দৃষ্টি নিয়ে নাট্য জগতের সর্বপ্রকার নোংরামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমমর্যাদায় অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিতে চায়, সুস্থ পরিবেশ গঠন করে একটা কমন্ প্লাটফর্ম গঠন করতে চায়—এটা একটা পরীক্ষা"। ৩) অপরাজিত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ৩ বছর। বাস্তব অসুবিধা দলের অনুপস্থিতি। ৫। ক) ৮০০ খ) ২৫টি একাঙ্ক গ) ৬টি পূর্ণাঙ্গ, ৮টি একাঙ্ক ঘ। ৪ দিন উদ্যোগী সংস্থার প্রদর্শনী সহ মোট ১১ দিন। ৮) আলো, সেট, ড্রেস ও মেক আপ ছাড়া একাঙ্কের জন্য ৩০ এবং পূর্ণাঙ্গের জন্য ১০০ টাকা (অভিজ্ঞতার অভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ১৭৫ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে)। ৯) মঞ্চ অস্থায়ী। ২৭ × ৩৫ ফিট। ১৫০০ আসন সহ প্রেক্ষাগৃহের জন্য ৭,০০০ টাকা ১০) ১২,০০০ টাকা। স্মারক পুস্তিকা, ব্যক্তিগত অনুদান এবং টিকিট বিক্রয়। ১৫) সেন্সার করতে হয়নি। ১৬) একাঙ্ক নাটকের একমুখী বক্তব্য ও তার পুনরাবৃত্তি, দর্শকদের নিরাশ করেছে। "গল্প, সামাজিক, পারিবারিক কোন স্কেচ একাঙ্ক নাটকে না থাকায় অনেকেরই প্রশ্ন একাঙ্ক নাটক কি কেবলমাত্র রাজনৈতিক ধারণায় সৃষ্টি?" ১৭) দুটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। 'অভিনয়' পত্রিকার সৌজন্যে 'দেশ বিদেশের নাট্য প্রতিভা' শীর্ষক চিত্রপ্রদর্শনী ও শরৎ শতবার্ষিকী রাজ্য কমিটির তরফ থেকে 'পথিকৃৎ'-এর সৌজন্যে 'শরৎ আলেখ্য'। সমগ্র এলাকা উৎসবের আমেজে পূর্ণ ছিল এবং প্রদর্শনী দুটি পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল।

*

১) কালচারাল ইউনিট। মুনসেফ্ পাড়া, বসিরহাট। ২৪ পরগণা। ২) নাটকের মাধ্যমে আরো বেশী মানুষকে শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ভাবধারায় ঐক্যবদ্ধ করা এবং সমাজে সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা। ৩) মারীচ সংবাদ। কাকদ্বীপের এক মা। রাত্রির তপস্যা। হিরণ্যকশিপু সংবাদ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) পাঁচ বছর। বাস্তব অসুবিধা– দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা,

কলকাতা থেকে দূরে হওয়ায় নাট্য সংস্থাগুলির যাতায়াতের অসুবিধা, স্থায়ী মঞ্চের অভাব, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ও সন্ত্রাস। সকলেই অভিনয় করেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে 'ক্রান্তিকাল' অভিনয় করতে পারেনি। ৫) (ক) ১,৫০০ (খ) ২ (গ) ৬ (ঘ) ৩ দিন। ৮) যাতায়াত থাওয়া-থাকা বাদে পড়ে ৫০ টাকা। ৯) অস্থায়ী মঞ্চ। ৬০০ বর্গফিট। দেড় হাজার টাকা ১০) প্রায় ৩ হাজার টাকা। স্থানীয় জনসাধারণের অনুদান। ১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬) সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা 'হিরণ্যকশিপু সমাচার' পূর্ব সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি, সুমেরুর 'লাস বিপনী, নিখুঁত প্রযোজনা ও পরিচালনার গুণে দর্শকদের মধ্যে সাড়া জাগায়। নটতীর্থের বিপ্লবের গান ও গ্যাব্রিয়েল পেরী সফল প্রযোজনা, শৌভিকের নোপাসারণ বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনা, ডেডলাইন (প্রতিবিম্ব) দর্শকদের খুশী করে। ১৭) নাটকের মধ্যে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শেষ দিনে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দিলীপ দত্ত ও অসীম সরকার দর্শক ও অভিনেতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদন জানান।

—

১) সুমেরু। কাছারীপাড়া, বসিরহাট। ২৪ পরগণা। ২) গণনাটকের আদর্শ সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। ৩) নরকগুলজার, লাস বিপনী, শিবের অসাধ্যি। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৪) ২ বছর। স্থায়ী মঞ্চের অভাব ও অর্থ। সব সংস্থা অভিনয় করেছে। ৫ ক) ১২০০ খ) ৪ গ) ৪ ঘ) ৩ দিন। ৮) ১০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত (একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ)। ৯) অস্থায়ী। ২৪ × ১৮ ফিট। ১৩০০ টাকা। ১০) ৩০০০ টাকা। দর্শকদের অনুদান ও স্যুভেনীর। ১৫) সেন্সার করাতে হয়নি। ১৬) অভিনীত নাটক পরবাস (সুন্দরম), হে রাজ বিদ্রোহী (শৌভিক), বিপ্লবের গান (নটতীর্থ), এই মাটিতে (কালচারাল ইউনিট) ও সুমেরু (শিবের অসাধ্যি)—প্রতিটি নাটকই দর্শকদের অবিস্মরণীয় নাট্য মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। ১৭) ৪ জানুয়ারী নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন 'অভিনয়' সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বসিরহাটের পৌর প্রধান শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ ঘোষ।

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে রবীন্দ্র সদনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মঞ্চে যখন জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাম্যবাদী বক্তৃতার বন্যায় একপাল আমলা ও তাদের পরিবারবর্গের চরিত্রশুদ্ধি প্রায় অবধারিত তখনই বসিরহাটে ১লা মে

পালনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় একটি সংস্থা আয়োজিত খোলা ময়দানের নাট্যানুষ্ঠান ১৪৪ ধারা বলে বন্ধ করে দেওয়ার ফতোয়া জারী করে বসিরহাটের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সন্ত্রস্ত করে তোলে স্থানীয় প্রশাসন। নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ করা নতুন কোন ঘটনা নয়—কিন্তু বসিরহাটের সর্বশ্রেণীর মানুষের জিজ্ঞাসা, যারা ক'লকাতায় ১লা মে'র অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তারাই বসিরহাটের ১লা মে'র অনুষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দেন কোন আইনবলে? বসিরহাট কি পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাইরে? স্মর্তব্য, লেনিন জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বসিরহাট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আয়োজিত ২০—২২ এপ্রিলের নাটক, সঙ্গীত, প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতাও উক্ত প্রশাসনের তৎপরতায় পরিত্যক্ত হয়। [সংবাদদাতা]

বাদুড়িয়া॥ ২৪ এপ্রিল স্বাস্থিক গোষ্ঠী বার্ষিক নাট্যোৎসবে অভিনয় করে 'অগ্নিগর্ত লেনা'। বসিরহাট কালচারাল ইউনিট আমন্ত্রণমূলক প্রযোজনা করে 'মারীচ সংবাদ'। দুটি নাটকই সুপ্রযোজিত এবং দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। [সংবাদদাতা]

চুঁচুড়া॥ রিষড়া ও চন্দননগরে কল্লোল সংস্থার অনুজ বিভাগের সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে 'রংমশাল' ও সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা' পরিবেশন করে। পাঁচু গোপাল দাসের নির্দেশনায় দুটি নাটকই জনপ্রিয় হয়।

১লা মে কল্লোলের উদ্যোগে মে দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে কল্লোল সদস্যরা গণসঙ্গীত সহযোগে প্রভাতফেরী করে নগর পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় গণসঙ্গীত, নৃত্য ও দুটি নাটিকা—'কিশোরের স্বপ্ন' ও 'আলো ছায়া'। [সংবাদদাতা]

চিত্তরঞ্জন। শ্রীলতা ইনষ্টিটিউট আয়োজিত তুলসী লাহিড়ী স্মৃতি একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ফলাফল: শ্রীমতী সংঘ (লখনৌ): ভেস্কির খেলা—পেয়েছে—*শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (মনোজ মুখার্জী)* ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর (বাণী মুখার্জী) পুরস্কার। থিয়েমাইম (কলকাতা): ইন্দুসত্ব—পেয়েছে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি (উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য) এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার। সুহৃদ্ গোষ্ঠী (চিত্তরঞ্জন): ধুলপুর থেকে বির্জাশোল—পেয়েছে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর (স্বপ্না শী) পুরস্কার। আর-আর ক্লাব (জামালপুর): পিয়াজকে ছিলকে—পেয়েছে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার (এম-প্রসাদ) পুরস্কার। এ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য: বাংলা-হিন্দী উভয় ভাষার নাটকই অংশ নিয়ে থাকে। অভিনয়ের সঙ্গে আলো-মঞ্চ-মিউজিকেও 'অভিজ্ঞান পত্র' দেওয়া হয়।

নিজস্ব হলে নামমাত্র দক্ষিণার বিনিময়ে ইনষ্টিটিউট যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মারফৎ স্থানীয় অধিবাসীদের ঐক্যচেতনা বাড়াতে চান—এ প্রতিযোগিতা তারই অঙ্গবিশেষ। বিচারকবৃন্দের আলোচনার জন্যে পুরো একটা সন্ধ্যে নির্দিষ্ট থাকে। এবার বিচারক ছিলেন—সুধী প্রধান, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও 'অভিনয়'-এর বার্তা সম্পাদক নির্মল সাহা।

ঠাকুরপুকুর॥ 'নটসেনা' গত ২৫শে বৈশাখের মেঘাচ্ছন্নতা উপেক্ষা করে তাদের বার্ষিক উৎসব এবং তাদের আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উৎসব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে 'অভিনয়'-এর বার্তা সম্পাদক নির্মল সাহা উপস্থিত ছিলেন।

ঘাটেশ্বর (লক্ষ্মীকান্তপুর)॥ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করে স্থানীয় 'ভিয়াস' নাট্য সংস্থা স্কুলের খোলা মাঠে তাঁদের তিনদিন ব্যাপী একাদশ বার্ষিক নাট্যোৎসব ও শরৎ জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সমাধা করলেন বিপুল উদ্দীপনায় ৯ই মে। প্রথম দিন শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তার মনোজ্ঞ আলোচনার পর পঃ বঃ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা পরিবেশন করে 'তিলোত্তমা'। নিছক প্রচারধর্মী এই নাটক দর্শকদের হতাশ করে। দর্শকদের প্রত্যাশা পূর্ণ করে সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা 'সতী সাবিত্রীর দেশে' (শরৎ-কাহিনী অবলম্বনে বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইতের রচনা, প্রণবেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনা) সংক্ষিপ্ত সংবাদ (নির্দেশনা সত্যেন মুখার্জী)। সেবা সংঘ (সুলতানপুর) পরিবেশন করে 'সৈনিক ধর হাতিয়ার' (অগ্রদূত)। সোনারপুরের প্রফুল্ল নাট্য সমাজ অভিনীত 'চুপ' পরিতোষ বিশ্বাসের সুনির্দেশনা ও কুশীলবদের আন্তরিকতায় সার্থক।

[সংবাদদাতা]

[সম্পাদকের সংযোজন : 'ভিয়াস'এর শেষ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ভিয়াস-সদস্য শিল্পীদের নিষ্ঠা ও কষ্টসহিষ্ণুতার কিছু পরিচয় পেয়েছি যা আমাদের শহরে বাবু-সংস্কৃতির ধারকদের পক্ষে অকল্পনীয়। অনুষ্ঠান সুরুর কিছু আগে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে সারা গ্রামেই বিপর্যয় নেমে আসে। কর্মীরাও সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত। বৃষ্টি থামলে তাঁরা দুটি নাটকই মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাটক হলো—রাতের খাওয়া সেরে দর্শকও এলেন। নাটক শেষ হলো রাত তিনটায়! এমন নিষ্ঠা ও নাট্যপ্রীতি নিঃসন্দেহে বাংলার নাট্য ইতিহাসকে গরিমাদীপ্ত করবে।

ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৭, জুলাই) ও এমারেল্ড থিয়েটারের অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা—অভিনেতা কেদারনাথ চৌধুরীর পৈত্রিক ভিটা খাটেশ্বর গ্রামে। কেদারনাথ চৌধুরীর পিতা মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২০ বছরের চুক্তিতে ২৪ পরগণার খাজনা আদায়ের ভার পেয়েছিলেন বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে। অন্যান্য অঞ্চলে খাজনা আদায়ের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করলেও এই অঞ্চলে তাঁরা নিজেরাই খাজনা সংগ্রহ করতেন। মহেন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর বড়ছেলে সব দেখা-শোনা করতেন। কেদারনাথ এণ্ট্রান্স পাশ করার পর আনন্দমোহন ঘোষের সঙ্গে বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়তে যাওয়ার জন্য দাদার কাছে দশ হাজার টাকা চান। দাদা বোনের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে এক বছর পরে বিলেত যেতে নির্দেশ দিলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে খাটেশ্বর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে থাকাকালীন তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল ও গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসেন এবং থিয়েটারের প্রতি অনুরক্ত হন।

১৮৭৭ সালের 'সাধারনী' পত্রিকার মন্তব্য: 'নব কলেবরে কলিকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারের বেশ সুখ্যাতি হইয়াছে। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কেদার নাথ চৌধুরী উভয়েই এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি। ইহাদের উপর এই রঙ্গভূমির তত্ত্বাবধানের ভার আছে। সুতরাং অভিনয় কার্য ভাল হইবারই কথা'। গিরিশ চন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের ভার ছেড়ে দিলে (১৮৭৮) সাবলিজ কেদারনাথের নামে হস্তান্তরিত করা হয়। আবার মঞ্চ হস্তান্তর হলো—এবার গোপীচাঁদ কেঁইয়া নামে জনৈক মারোয়াড়ী লীজ হোল্ডার, অবিনাশচন্দ্র কর ম্যানেজার (১৮৭৯, গোড়ার দিকে)। ইনিও বেশী দিন থাকতে পারলেন না—এবার এলেন প্রতাপচাঁদ জহুরী, ম্যানেজার গিরিশচন্দ্র। ১৮৮৩-র গোড়ায় গিরিশচন্দ্র এখানকার সম্পর্ক ছিন্ন করলে কেদারনাথ চৌধুরী ম্যানেজার হন। ১৮৮৩-র ৭ মে শ্রীচৌধুরী কর্তৃক নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' অভিনীত হয়। ১৮৮৫-তে ভুবনমোহন নিয়োগী ন্যাশনাল থিয়েটারের লীজ নিলে ম্যানেজার পদে রইলেন কেদারনাথ চৌধুরী। ১৮৮৬-তে থিয়েটার নিলামে উঠলে ষ্টার সে বাড়ী আড়াই হাজার টাকায় কিনে ভেঙে ফেলে।

ন্যাশনালের নটনটীদের নিয়ে ষ্টারে গোপাললাল শীল 'এমারেল্ড থিয়েটার' খোলে ১৮৮৭ সালে ৮ অক্টোবর। কেদার চৌধুরী ম্যানেজার, অভিনয়ও হলো তাঁরই নাটক 'পাণ্ডব নির্বাসন'। স্মরণীয়, এই থিয়েটারে ডায়নামা বসিয়ে প্রথম বাংলা থিয়েটারে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার করা হয়। অর্থলোলুপ গোপাল শীল ১৮৮৭ সালের ১৮ নভেম্বর (মতান্তরে ৩ ডিসেম্বর) গিরিশচন্দ্রকে এমারেল্ডে

আনন্দে কেদার চৌধুরী, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও রাধামাধব করকে নিয়ে এমারেল্ড ছাড়েন।

কেদার চৌধুরী রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক—ছত্রভঙ্গ, পাণ্ডব নির্বাসন, রাজা বসন্ত রায় (বউ ঠাকুরাণীর হাট-এর নাট্যরূপ), আনন্দমঠ প্রভৃতি। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্র—আগমনী (মহাদেব), মেঘনাদ বধ (লক্ষ্মণ), পলাশীর যুদ্ধ (ঘাতক), দুর্গেশনন্দিনী (জগৎসিংহ), অভিমন্যু বধ ও পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য) আনন্দমঠ (জীবানন্দ) প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে শিশির বসুর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র ভূম্যাধিকারী ও নাট্যরসিক কেদার চৌধুরীর অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছিলেন। এই পর্যায়ে কার্যতঃ, কেদার চৌধুরী ও গিরিশচন্দ্রের যুগ্ম উদ্যোগে ন্যাশনাল থিয়েটার পরিচালিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এঁরা দুজনে অবশ্য দুই বিরোধী শিবিরে নেতৃত্ব করেছেন" (একশ বছরের বাংলা থিয়েটার)।

কলকাতার বউবাজার ষ্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেদার চৌধুরী।

বাংলা থিয়েটারের অন্যতম কৃতী পুরুষ কেদারনাথের বংশের উত্তরসূরীরা আজও ঘাটেশ্বরেই বসবাস করেন। 'ছোট দাদু' আর তাঁর তিন সঙ্গী অর্দ্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল সম্পর্কে নানান স্মৃতিকথা তাঁরা শোনালেন সেদিন বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায়। প্রায়ই আসতেন ওরা ঘাটেশ্বরে, বৈঠকখানায় মজলিশ বসতো —নাটক হয়তো হয়নি, তবে আবৃত্তি আর আলোচনায় জমজমাট হয়ে উঠতো রাতের ঘাটেশ্বর। সে দিনগুলো হারিয়ে গেলেও রেখে গেছে মধুর স্মৃতি —সেই স্মৃতি উদ্দীপ্ত করে চলেছে ঘাটেশ্বরের তরুণ প্রাণকে জাতির সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষার তাগিদে ঐক্যবদ্ধ নাট্য-আন্দোলনে সামিল হতে।

আলোচনা/পর্য্যালোচনা

কিং-কিং / থিয়েটার কমিউন

মানুষের চিন্তা ও চেতনাক্ষেত্রে সত্তরদশক ইতিমধ্যেই তার অবেদনে-অবদানে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে। আর এই অবদানের প্রধান অংশীদার

হয়েছে আমাদের অজস্র নাট্যকার-নাট্যগোষ্ঠী, মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় যাদের নিরলস, নিঃস্বার্থ প্রয়াস চলেছে নানা মঞ্চ ও ময়দানে। থিয়েটার কমিউনের মতো নবীন গোষ্ঠীর চতুর্থ প্রযোজনায় তাই দেখি আশ্চর্য চেতনাময়ী কথকতার কাব্য-পরশ। এক রক্ষণশীল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ধরেই নিয়েছেন যে, নাটক মানে তো play বা plaything, খেলা বা খেলনা-জাতীয় একটা নন্দনক্রিয়া বা নিছক আনন্দের উপকরণ। অতএব তাদের ব্যবসার এক সফল বাঁকে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারা নাটক-নাটক খেলার মধ্য দিয়ে কিছু বে-আদপ বিকারগ্রস্ত রোগীকে বিনয়-নম্রতা-শৃঙ্খলার পাঠ দিতে চেয়েছে। কিন্তু রাজাকে মেনে চলার খেলায় রোগীর দল বিবেক-তাড়নায় রেফারীকে অগ্রাহ্য করে এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসে যে, খেলার রাজার গদী-লোলুপতার আব্রুটাই খসে পড়ে। এই খেলাভাঙার খেলাশেষে কিং-কিং-এর বিদ্রোহী চরিত্রদের জোর করে ঘুম পাড়াতে হয়। অবশ্য দলছুট 'বড়দা' ওরফে নাট্যকার নির্দেশক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত দর্শকদের হুঁশিয়ার করতে বেরিয়ে আসেন চুপিসারে, যাতে অসময়ে তারা না-ঘুমায়, 'ছেলেপিলেগুলারে' ঘুম-পাড়ানি না শোনায়!

কিং-কিং সত্যি এক জাগরণের গান— গণ্ডী-ভাঙার গান শুনিয়েছে আমাদের, যেখানে অতীত-বর্তমান হয়েছে একাকার, স্থানের পরিচয়-আধাপরিচয় মিলে মিশে অদ্ভুত এক রূপকথার জগৎ তৈরী করেছে। কিন্তু তার তির্যক আলো আর আলোচনার বাঁকে বাঁকে আমাদেরই চেনা জগৎটা খিলখিল করে ওঠে। আমাদেরই সুখ-দুঃখ-ঘৃণা, সংশয়-সংগ্রামের ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছে; কবেকার বিদিশার বা বিদেহ-রাজের শোষণ-ফসিল তো নয়, যেনো ধানমণ্ডি-পাথর-প্রতিমার প্রাণঘাতী নগ্ন কাজলামো—নির্মম রাজা-প্রজা খেলা। রাজা ভক্ষক, সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর, অথচ এ-ভণ্ড নাকি দয়ার ভাণ্ডারী, প্রজার দুঃখ-দৈন্যে যার মন কাঁদে অহরহ। জোড়াতালি দেওয়া তার বিপর্যস্ত কাঠামো সত্ত্বেও রাজার ঈগল চোখে জ্বল্-জ্বল্ জ্বলে তার সাম্রাজ্য-লিপ্সা। অনাচার-অপরুচি-অকর্মণ্যতার এই বিচিত্র রাজ-ঢেঁকি দেশের আপৎকালে পিঠটান দিয়ে বা পোষাক পাল্টে নিয়ে আত্মরক্ষার ফিকির খুঁজতে চায়, কিন্তু নাটকে প্রজারা তার কিং-কিং খেলা চিরতরে ঘুচিয়ে দিতে উদ্যত হয়; পারে না অবশ্য, কেনোনা অন্ধকারের অদৃশ্য হাত মঞ্চে এসে বাঁচিয়ে দেয় রাজাকে। আর খেলার নিয়ম ভাঙার জন্যে দোষী অভিনেতৃ সজ্যকে ধরে ধরে ঘুমের ইনজেকশান দেওয়া হয়। পর্দা ফেলে দেবার আগে বড়দা এসে

এ-খবরটা পরিবেশন করে যায়, কারণ—শোষক-শয়তানকে জীবন্ত রেখে ঘুমোতে যেতে ওর ভীষণ অনীহা—নিঃসীম ঘৃণা!

দেখতে মিষ্টি একটা অভিনব মঞ্চ গড়ে তুলেছিলেন দেবাশিষ মজুমদার। তপন সেনগুপ্তের অলঙ্করণেও একটা সুরুচি ও শিল্পচেতনার স্বাক্ষর ছিলো। পরিবেশ রচনায় শ্রীপতি দাসের ধ্বনি-প্রক্ষেপও দারুন ভাবে সাহায্য করেছে। পরিপূরক ভূমিকায় হিমাদ্রি ভট্টাচার্যের শব্দগ্রহণ-কুশলতাও উল্লেখযোগ্য। আলোক-সম্পাত বহুত্রই নাটকের মুডগুলিকে স্পষ্ট হতে সাহায্য করেছে বটে, তবে তাপস সেন তাঁর স্কীমিং-এ আরও একটু যত্নশীল হলে শেষ দৃশ্যের মতো কিছু ক্ষেত্রে অভিনেতার পরিশ্রম আরও কার্যকর হতে পারতো। এ নাটকের স্মরণীয় টীম-ওয়ার্ক গড়ে উঠেছে তরুণ-তরুণীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। বোকা বোকা ছাঁদে, এলোমেলো ছন্দে, কখনও লুকিয়ে, কখনও বা লুটোপুটি-ছুটোছুটি করে এঁরা মনোবিকলনের স্পষ্ট আভাস এনেছিলেন। অবশ্য নির্দেশকের চাহিদা মতো, there was an artistic method in their madness! আধ-পাগলা রাজাদেরকে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় যে নৈপুণ্যে চিত্রিত করেছেন, তা মূলত পরিচিত নীরো-ক্যালিগুলার বন্য সরলতার সঙ্গে অত্যাধুনিক শোষকদের রাজসিক ধূর্ত্ততা ও লাম্পট্যকেও স্পর্শ করতে পেরেছে। সুব্রত ভট্টাচার্যের ব্যক্তিত্ব, ইন্দ্রানী মৈত্রের মনোবিকারমূলক ক্যালক্যাল সারল্য ও সতীত্বের কান্না দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশ্বদেব বসু, বাসুদেব মজুমদারের সহ-যোগিতাও কম নয়। চন্দন সেনগুপ্তও শক্তিমত্তার ছাপ রেখেছেন; তবে এঁর উদ্বোধনী বক্তৃতাটুকু আরও সংক্ষিপ্ত হবার দাবী রাখে। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের স্নিগ্ধ কোমল বাঙাল চরিত্রটি বিচিত্রতায় মজাদার বটে, কিন্তু মার্কসবাদ নিয়ে তাঁর চরিত্রোপযোগী সংজ্ঞা-রসিকতাটি আদৌ সমর্থনীয় নয়, কারণ এ সরলীকৃত সংজ্ঞাটি যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তা অন্য কোনো চরিত্র ছিন্ন করতে এগিয়ে আসে না। উৎপলীয় তামাসা-কৌতুকের ঢঙে উচ্চারিত স্থূল স্ল্যাংগুলিরও পরিবর্তন পরিমার্জনা বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। 'গজক্ষয় মূষিকবৃদ্ধি' মূলক রঙ্গে নবীনতার ধারটা ছিলো ক্ষীণ। সর্বোপরি প্রকাশ-আঙ্গিকে ছিলো কিছু এ্যাবসার্ডিশ আড়ষ্টতা, যা দর্শক-পরিধি-বিস্তারে খানিকটা বিঘ্নস্বরূপ। তবু নির্দ্বিধায় বলবো যে—কিং কিং-এর নাট্যকার-নির্দেশকের থিয়েটারী ভাষার রূপময় বাগ্‌ধারায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। আর বিষয়বস্তুর গরিমাও ভুলবার নয়। তাই কৃতজ্ঞ চিত্তে অভিনন্দন জানাতে হয় থিয়েটার কমিউনের সমস্ত শিল্পী-সভ্যকে,

যাদের তিল তিল অবদানে মঞ্চে এমন একটা 'শাশ্বত' লীলাময় সমাজের ইন্সিটিউশন গড়ে উঠেছে—যেখানে সব কিছু মেনে নেওয়ার শপথ নিয়ে শাসকের পোষমানা প্রজা বা প্রতিপক্ষের ভূমিকা পেতে হয়, একান্তই আপোষে,—আর কী মজা, সত্য উচ্চারণেই পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভাঙার জন্যে ওয়ার্নিং, খিদে পেয়েছে বললেই ফাউল ॥

পথের দাবী / চারণিক

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী বাংলার উপন্যাসকুলের এক বলদর্পী ব্যতিক্রম। শরৎজন্মশতবর্ষে 'চারণিক' গোষ্ঠী এর মঞ্চরূপ তুলে ধরে প্রগতিমনা মানুষের গভীরতম কৃতজ্ঞতা কুড়িয়েছে। ভারতবর্ষের পরাধীনতার পর্বে বাংলা সাহিত্যের যে দুটি বহতা ধারা দেখি, তার একটা শিল্পের-জন্যে-শিল্প আদর্শে অনুপ্রাণিত। এটা নিছক আত্মবিকাশেরই স্বার্থপর বিলাসীধারা, যেখানে সামাজিক খুচরো সংস্কারের কর্মকাণ্ড বৃটিশ-শাসনের শুভফল রূপে কীর্তিত। এ ধারায় বন্দেমাতরম্ আছে, তবে মাতা এখানে দেশের মাটি মাত্র, যেখানে মাথা ঠেকিয়ে স্বাবলম্বন-নির্ভর আত্মোন্নতির উপদেশ। অন্য ধারাটি কিন্তু পরাধীনতা থেকে যে মুক্তি, তাকেই সার্বিক উন্নতির প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত বলে ঘোষণা করেছে, মেঘনাদী দর্পে, কারণ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীটি যদি ঐশ্বরিক মহিমায় শ্রীরামচন্দ্রও হয়, তবু তাঁর দ্বারা অধিকৃত দেশের কোনো প্রকৃত মঙ্গলই হতে পারে না। সুতরাং তাঁর সহযোগিতার অর্থ বিভীষণী কর্ম মাত্র। এই বিশ্বাসেরই এক দৃপ্ত কথাশিল্পী হলেন পথের দাবীর রূপকার, দেশ বলতে তিনি বুঝেছিলেন স্বদেশ-বাসী মানুষ আর মানুষ। তাঁর অজস্র গল্প উপন্যাসে তিনি সেই মানুষেরই দুঃখ-বেদনা-অপমানের ক্ষতস্থানগুলি তুলে ধরে দেখিয়েছেন, বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থা-অর্থনীতি-সমাজনীতি সমস্তই ভারতের মানুষকে কেবলই অমানুষ করবার দিকে লক্ষ্য রেখে গড়া; উদ্দেশ্য তার শোষণপাশকে সুদৃঢ় করে তোলা। তাই ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দিনেশ-যতীন-ভগৎ-উধম-গোপীনাথ-সূর্যসেনদের দর্প-মাখা মুক্তি-সংগ্রামের মহাকাব্য না-গড়ে পারেন না স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র। আনন্দ-মঠের শেষ অধ্যায়, অচলায়তন ও চার-অধ্যায়ের যে নিঃসীম লজ্জাকরতা, পারধীন মহাজাতির হয়ে পথের দাবী তাকেই অকাতরে ঘুচিয়ে চলেছে, ভারত-বাসীর আত্মমর্যাদার মাইলষ্টোন হয়ে আছে।

চারণিক প্রযোজিত পথের দাবী শরৎ-উপন্যাসের বৈপ্লবিক বক্তব্যকে স্বল্পরেখায় উপস্থাপিত করেছে, যা প্রধানত নাট্যকার-নির্দেশক-সঙ্গীতকার প্রশান্ত চক্রবর্তীর সমাজচেতনারই পরিচায়ক। শশীকবির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় কিছুটা আড়ষ্ট বটে, তবে তাঁর সাঙ্গীতিক অবদানটি স্মরণীয়। সুমিত গুপ্তের সব্যসাচীতেও পৌরুষের দারুণ দীপ্তি, তবে শব্দ বিশেষে তাঁর উচ্চারণ ত্রুটি কানে কিছুটা বাজে। রবি বোসের 'অপূর্ব' সাবলীল। ব্রজেন্দ্র ভূমিকার অভিনয় ভালোলাগার মতো নয়, কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টারের ভূমিকায় প্রবুদ্ধ ব্যানার্জী সমস্ত আপশোষ মিটিয়ে ইংরেজ শাসকের নির্মম বিবেকটিকে তুলে ধরেছেন। মঞ্চকার রথীন শুঁইয়ের নিমাই দারোগা বড্ড বেশী নিরীহ, তাই কৃষ্ণ আইয়ারের সঙ্গে তিনি স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করতে পারেন নি। প্রভাত শিকদারের রাম-দাস তলোয়ারকর সাজসজ্জা-চলন-বলনে জীবন্ত-বলিষ্ঠ, বিশেষত তখন, যখন শ্রমিকদের কাছে সংগ্রামী উদ্দীপনায় তিনি বলে উঠেন : "এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই ··· আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।" হীরাসিং রূপী প্রভাস ক্ষেত্রীর নির্বাক অভিনয়ে আশ্চর্য নিপুণতার ছাপ ছিলো। মণিদীপা হালদারের ভারতী, প্রতিমা পালের এক ঝলক সুশীলা বেশ বিশ্বস্ত, কিন্তু দেবকী বোস কিছু আড়ষ্ট, আর নাট্যকারের নির্দয় কাট-ছাঁটে সুমিত্রার যে পরিণতি, তাকে ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সবল তুলতে পারে নি। এ ছাড়া সুকুমার কর্মকার, ননীগোপাল দে, অঞ্জন দত্ত সতীশ কর্মকার, তপেন নাগচৌধুরী, সমীর ব্যানার্জী, শেখর সেন, তপন দত্ত, অমর মল্লিক, গৌরাঙ্গ নাগচৌধুরী, অজয় ঘোষ, অরুণ চক্রবর্তী, রথীন চক্রবর্তী এবং আলোকসম্পাতকারী অলোক দত্তের অভিনয়-সহযোগিতাও পথের দাবীর মঞ্চরূপের সম্পদবিশেষ। আলোক সম্পাতে অবশ্য কিছু ত্রুটি ছিলো, মঞ্চের গঠন-গরিমা প্রশংসনীয়, কিন্তু নাট্যরূপের দাবী অনুযায়ী তার রূপ বদলে স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। সমাপ্তি দৃশ্যে মানচিত্র-জুড়ে সব্যসাচীর ত্রিভঙ্গ মূর্তিটা বা ঝড়ের রাতের বর্ষণ চিত্রের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ স্থূলতামুক্ত নয় অথবা বাংলা সাহিত্যে শরৎ-কাহিনীর বর্ণনায় যে style অভিনবত্ব, চারণিক-প্রযোজনা-গাত্রে নাট্যাঙ্গিকগত তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য ধরা দেয়নি। তবে গ্রুপ থিয়েটারের সীমিত সাধ্যে, সহজ আঙ্গিকে পথের দাবীর প্রাণসত্তা যে শ্রদ্ধায় পরিবেশিত, তাতেই আজকের দর্শক বুঝবেন যে, প্রগতিশীল শিবিরে এ কাহিনীর উপেক্ষা মূঢ়তারই নামান্তর। সূর্যসেনের সহযোগী পরিচয়ে আমরা ভোট-ভেট-তাম্রপত্রাদি কুড়োতে

কুড়োতে অগ্নিযুগকে পাত পেতে কী হাস্যকর ইতিহাসবোধ [illegible]

অসুবিধে হবে না। ভারতবর্ষের অচলায়তন লালটুপী পরা শোণপাংশু ইংরেজরা ভাঙেনি, ভেঙেছে তো অগ্নিযুগের সব থেকে অগ্রগামী অংশ—অপরিহার্য সন্ত্রাস-বাদ-মুখর ভারতীয় সূর্যসেনার দল। আর শ্রমজীবীকে নিয়ে আমরা শুধু কিছু নগদ পাইয়ে দেবার সুবিধাবাদের আন্দোলন করে এসেছি, করছি, অথচ তাকে যে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চাইনি, সেই চেতনা সম্পর্কেই সব্য-সাচীর ঘোষণা ছিলো : "সেই তো আমার অবলম্বন। যে মূর্খ এ কথা বোঝে না, শুধু মজুরীর কমবেশী নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদের সর্বনাশ করে, দেশেরও করে"। ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর দৃঢ় হুঁশিয়ারি : "মানব সভ্যতার এত বড় শত্রু আর কিছু হতে পারে না"।

স্বাভাবিক কারণেই ভারতবর্ষের সংগ্রামী মানুষের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হিসেবে আজও শরৎচন্দ্র অপরাজেয়। শরৎ-প্রিয়তার এই সুযোগ নিয়ে আরও অনেকে পথের দাবী শুরু করেছে—নিতান্তই হাস্যকর ভাবে। এরা চার অধ্যায়কে ঘৃণা করতে জানে না, তাই পথের দাবীও বোঝে না। ফলে ভারতীর মুখে রবীন্দ্র সঙ্গীত আসে, শ্রমিক পল্লীতে খেমটা নাচ যুক্ত হয়। এসব বিভ্রান্তির গুরু-গোঁসাই কিন্তু দুকুল-রাখা কিছু স্ত্রী-পুং সমালোচক, যাঁরা ভিন্নধাতুর শরৎ-চন্দ্রকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে 'রবীন্দ্র-শিষ্য' বলে প্রচার করেন, অপিচ মানুষের সত্য-শিব-সুন্দর চেতনাকে প্রতাপ-বিশ্বরূপার অপসংস্কৃতির আঁধারে বেঁধে রাখার দিন মজুরিতে মত্ত হন। চারণিককে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাতে জানাতে তাই একটা বেদনাও অনুভব করি, যখন তাঁরা এমনি এক বিভ্রান্ত সাহিত্যিকেরই শরৎ-প্রণতির পুনর্মুদ্রণ করে আমাদের জানাতে চান যে, "... নীলদর্পণ আমাদের স্মৃতি হইতে অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু...আরবা উপন্যাস এখনও প্রবল ভাবে আমাদের মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে"! (বনফুল। চারণিক স্মারক পত্রিকা)।

যদিও সন্ধ্যা / ইউ, টি, সি

— প্রতিযোগিতা মঞ্চের খ্যাতকীর্তি সংস্থা ইউ-টি-সি'র নবতম প্রযোজনার নাম 'যদিও সন্ধ্যা'। নাট্যকার রাধারমণ ঘোষ নৈরাশ্যের সান্দ্র আঁধারের মাঝেও বিশ্বাস রেখেছেন নব সূর্যোদয়ে। বিশু গোস্বামীর নির্দেশনায় গড়ে উঠেছে—চোখে

দেখা সমাজের একটি চিত্রমেলা—যেখানে হরিদাস ইতিখ্যাত মুরুব্বীদের ছড়িয়ে দেওয়া বীজাণু—অপসংস্কৃতি আর শোষণ সন্ত্রাসের ঘনকৃষ্ণ পটভূমিতে শিল্পী ও শিল্প-শ্রমিকের ঐক্যদৃঢ় সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত রচনার রূপালী কাব্য ঠিকরে পড়ে। রণজিৎ দে'র প্রতীকাভাস-স্নিগ্ধ মঞ্চের পশ্চাৎপটে ঘূর্ণাকেন্দ্র বিশ্বরূপার মুখচ্ছবি। এরই মাঝে বৈদ্যনাথ নন্দীর নিপুণ হাতে গড়া আলো-আঁধারি চিরে বিচিত্ররূপী হরিদাসের ভয়ঙ্কর আবির্ভাব। রক্ষণশীলতার স্বার্থে সে কখনও গণ-শিল্পীর কলমে-কলম কেড়ে নেয়—সদাহাস্য পাশবিকতায়, কখনও বা খতম করে শ্রমিক-আন্দোলনের সচেতন নেতৃত্বকে; শোষণের সুবিধার্থেই হরিদাস তরুণ সমাজের উরুভঙ্গ-মেরুভঙ্গ চালিয়ে যায়—জোর জুলুম-জুয়ার মারপ্যাঁচে, অথবা শিক্ষিকা বা শ্রমিকের গৃহবধূকে বারবধূ পরস্ত্রীপনায় ভিড়িয়ে দেয়, আপনার নগ্ন সংস্কৃতির কালি কালি পরিচয়ের ধাক্কায়। জনতার নিষ্ক্রিয় নিরুত্তাপ দৃষ্টিই বুঝি তার উৎসাহের খনি-খন্দ। রুচি-অরুচির সব সম্পদের যেনো সে প্রতাপান্বিত অধিকারী। এ বহুরূপীর চোখে মুখে মার্কিনী ঈগলের ক্রূরতা-কুটিলতা, ওষ্ঠাধরে রুশ-ভালুকের সহাস্য শ্বেতী আর সরলতা। নাচ-গানের দুরন্ত হুল্লোড়বাজির ক্রুদ্ধ দার্শনিকতার সঙ্গে রাবীন্দ্রিক সাফিস্টিকেশানের শান্ত আধ্যাত্মিকতাও তার করায়ত্ত বাস্তবেও দেখি 'বারশোবধূ'র সঙ্গে 'বিসর্জ্জন'ও চলে পিঠোপিঠি হয়ে। তাই জরাগ্রস্ত সুকুমারমতি সাহিত্যিকদেরও সে পায় ত'র তাঁবেদার রূপে। স্বভাবতই এই হরিদাসের পালই আজ সামাজিক নাটকের সূত্রধার তথা খলনায়ক। খাটতে চায়, খেটে খায়—এমন অসংখ্য মানুষ আছে হরিদাসের বিপ্রতীপে—বিরোধী শিবিরে। তাদের আশা হতাশা-সুখ-দুঃখ-ঘরকন্নার মধ্য দিয়ে রাধারমণ ঘোষ প্রতিবাদী নায়ক তথা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আবাহন-গীতি রচনা করতে চান। একটা কাব্য গড়ে ওঠে, কিন্তু—সেটা নাট্যগুণের বিনিময়ে। কাব্যের মায়া কাননের মাঝে সংগ্রামের পথখানা নাট্যভাষার আড়ষ্টতায় যথারীতি অস্পষ্টই থেকে যায়। হরিদাসের মতো একটা অনন্য চরিত্র সৃষ্টি হয় বটে, এবং একটি নাটকের পক্ষে এই সার্থকতাটুকুও নেহাৎ কম নয়, তবে প্রায় পরিচিত কিছু কৌতুকী এপিসোড শেষে আমাদের চেতনার দিগন্তরেখা বারবার কেবল এক হয়ে লড়বার একটি হঠাৎ স্লোগানে আটকে যাবে—এটা মেনে নিতে বড়ো বাজে! মিলনের পথের বাধাগুলোই আজ স্পষ্ট হোক না? কিন্তু মিলন মাত্রেই কি আদরণীয় হতে পারে? অরবিন্দ-অনুকূল-রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রকে ঘিরেও তো আমরা মিলে থাকি। কিন্তু বন্ধ্যাত্বহীন মিলন-পথের পাথেয়? কোথায় পাবো তারে? এসব

ভাবনার শুরু হবে কবে? কবেই বা নাটকে বলা আদর্শ আর রোজকার আচরিত আদর্শের অবাঞ্ছিত ভেদটুকু ঘুচবে? সে সকালের শুভাগম ইউ-টি-সি ত্বরান্বিত করতে প্রয়াসী হলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকবে না। কিন্তু আপাতত 'যদিও সন্ধ্যা' প্রসঙ্গে আরেকটি বেদনকরতার কথা বলি : অর্জুন মহাভারতের রাজ পরিবারের মস্ত পুরুষ, ভগবান সখা। তাঁর নৈরাশ্য কাটাতে গীতার উদ্ভব হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের শ্রমিক অর্জুন, তাকে অনেকে মানে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে—কাব্যচর্চার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে তার। এই অর্জুনের নৈরাশ্য আত্মঘাতী মদ্যপতা অসহ্য। চারিদিকের দারিদ্র্য-অজ্ঞতা-অন্ধতার মাঝে তার এ নৈরাশ্য-বিলাস ক্ষমারও অযোগ্য। এটা যদি পরিচিত সত্যও হয়ে থাকে, তবু বলবো—আজকের শিল্প-সত্য হিসেবে এটা অগ্রাহ্য। আজকের শিল্পে আদর্শ-রঞ্জিত চরিত্র চাই, যে আমাদের বলবে কেমন হতে হবে, কী করতে হবে—যে অনুপ্রাণিত করবে, উদ্দীপ্ত করবে আমাদের; আর হরিদাসদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়কে নিশ্চিত করবে। স্ত্রীকে জ্বালাতন করতে অর্জুনের যে চীৎকৃত কাব্য পাঠের ছড়াছড়ি, তাও হাস্য-পরিহাসের তরল এপিসোডগুলির মতোই শিল্পের সীমা ছাড়ানো বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছে। সুন্দর কায়া ও কণ্ঠের অধিকারী বিশু গোস্বামীর 'সিনেমা' —জাতীয় শব্দের বিসদৃশ উচ্চারণও আমাদের স্বস্তি কিছুটা খর্ব করেছে। মলয় বক্সীর অস্বাভাবিক কেশবিন্যাস তার চরিত্রোপযোগিতা কমিয়ে অভিনয়ের মূল্য হ্রাস ঘটিয়েছে। শংকর পালুইয়ের ভাগে কিছু চটকদার সংলাপ ছিলো এবং তিনি সুরে, ছন্দে, শব্দপ্রক্ষেপে দক্ষতা ঢেলে সংলাপের সুযোগটুকু চুটিয়ে গ্রহণ করেছেন। সুপ্রকাশ সান্যাল, কল্যাণ গাঙ্গুলী, স্বপন চক্রবর্তীও সুসমঞ্জস টীম-ওয়ার্কের নিষ্ঠাবান সহযোগী। সুবল ব্যানার্জীর চরিত্রসৃষ্টি মর্মস্পর্শী। নাম-ডাকের অভিনেত্রী ইন্দ্রানী লাহিড়ী গৃহ পরিত্যাগের শুরু দৃশ্যে পর্যন্ত একদম মেকানিক্যাল, নিষ্প্রাণ অভিনয়ের দৃষ্টান্ত। নবীনা অঞ্জনা পাল কিন্তু আন্তরিকতায় সজীব। তবে এ নাটকের যে বস্তুগুলি নাট্যকার ও নির্দেশকের সম্মান বাড়িয়েছে, তার মধ্যে অবশ্য উল্লেখযোগ্য হলো দুটি বিষয় : (১) আলিবাবার রিহার্সালে দৃশ্যের অনুপম ফ্লাশব্যাক – যার চরিত্ররা উৎমুখী জানালা দিয়ে অগোচর অর্জুনের সঙ্গে মস্করারত, আর বর্তমানের অর্জুন আপস্টেজে বসে এইসব ঘটনার হাসিকান্নায় বিভোর, —এবং (২) হরিদাস-ভূমিকায় অনিল ভট্টাচার্যের অপরূপ, অবিস্মরণীয় অভিনয়। এঁদের

সমাকার সঙ্গে আমরা মিহির মোদক, গৌর দাস, দীপক ঘোষ, ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়কেও অভিনন্দন জানিয়ে সংস্থার কাছে আরও সিরিয়াস, ভয়নামিক নাটকের দাবী রাখছি।

বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন / দ্বান্দ্বিক (হাওড়া)

হাওড়ার এক নবীন কিন্তু বলিষ্ঠ গোষ্ঠীর নাম দ্বান্দ্বিক। কুশীলব ও কলা-কুশলীর দীর্ঘ তালিকার অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর চন্দ্র, অজয় চন্দ, পরিতোষ দত্ত, শৈবলেন্দু দাস, নিমাই চাটার্জী, সুশান্ত চৌধুরী, মুরারি কুমার, শ্রীনাথ কুমার, শঙ্কর পাত্র, চন্দন মুখোপাধ্যায়, মলয় চৌধুরী, অনিল বাগ, অশোক মিত্র, বিধান দাস এবং নাট্যকার-প্রয়োগকার অচিন্ত্যকুমার চৌধুরীকে নিয়েই মূলত 'বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন' নাটকের মঞ্চরূপ গড়ে উঠেছে। 'বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন' উপেক্ষিত তরুণ সমাজেরই এক দৃশ্য কাব্য। সমাজের শুভ চরিত্র বিচারের মাপকাঠি যদি হয় যুব সমাজের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক-গভীরতা, তবে এ প্রযোজনাকে অশুভ সমাজের বিশ্লেষণায় মঞ্চরূপই বলা যায়। অস্বচ্ছল গ্রুপ থিয়েটারেব নাট্যকার তার নাটকে নারীর জন্যে প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন নি বটে, তবে নারীবর্ধ পালনকারী সমাজের হাঁড়ির খবর ফাঁস করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে, বৃহত্তর সামাজিক কর্মে এ সমাজ নারী শ্রেণীকে অবাধ অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পুতু পুতু করে তাকে গড়ে তুলতে চায় একটা ভোগ্য পণ্যের লজ্জাকুর লঘিমা-গরিমা বুলিয়ে। নারী মানেই যেনো বিয়ে, তাই তারই প্রস্তুতিপর্বে ধোপদুরস্ত সাজ পোষাকে কেতাদুরস্ত ফ্যাশান আর পণ দেবোনা-পণ নেবোনা বলে অভিজাত শ্রেণীর হাস্যকর কলরোল, কল্লোল। নাট্যকারের মূল বিশ্লেষণে অবশ্য তারুণ্যলোকের পুরুষ-অংশেরই হতাশা-ক্লান্তি-দিগ্‌ভ্রান্তির প্রাধান্য। তবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-লুম্পেন প্রায় বেকারদের জীবনের অবক্ষয়ের এ ইতিকথাটি শেষ অবধি হতাশার উজান ঠেলে আশা-বাদের উজ্জ্বল তীরে পৌঁছবার অঙ্গীকারে ভাস্বর। পরিণতি দৃশ্যে কুশীলবদের দেহ-মন-যত্ন দিয়ে গড়া হাল-পাল-পানির আভাস-যুক্ত যে দোদুল ট্যাব্‌লো, তা সত্যিই এক উদ্দীপক প্রয়োগকর্মরূপে বরণীয়। বস্তুত এ প্রযোজনা-গাত্রে প্রচুর দৃষ্টিনন্দন ট্যাব্‌লো-মাইমের অলঙ্করণ। ব্যাখ্যা বা ভাষ্য মুখর কোরাস-

মূলক ব্রেখটীয় দৃশ্যগুলিও সুর-বৈচিত্রে ও ছন্দিত কম্পোজিশনে চিত্তহারী। নৃত্য সুর-উপস্থাপনা ঢঙের মাঝে কোথাও কোথাও অবশ্য পূর্ববর্তী কিছু ব্রেখটধর্মী বঙ্গীয় প্রযোজনার প্রভাব-প্রতিভাস উঁকি মেরে যায়, কিন্তু আত্মীকরণ ও অভিনবত্ব সৃষ্টিতে দ্বান্দ্বিক সম্ভাদের যে আত্মপ্রত্যয়, তারই জোরে সুরকার অরুণ কুমার পাল-ধ্রুব দে নিজেদের সুর সংগ্রাহকরূপেও পরিচয় দিতে পারেন। প্রয়োজনানুগ মঞ্চে বাদল রায়ের আলোক সম্পাত এবং মূল গায়েন সুশান্ত মুখোপাধ্যায়, মূল বায়েন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর তিন সঙ্গী জগবন্ধু কুণ্ডু, রবীন দাস, সুনীল ঘোষের অবদান আর বিবিধ বিষয়ে প্রভাত কুমার, ব্যোমকেশ কুমার ও বিনয়কৃষ্ণ কুণ্ডুর সহযোগিতাও স্মরণীয়।

উদীয়মান নাট্যকার অচিন্ত্যকুমারের পরিমিতি বোধে অবশ্য কিছু বৈষম্য এসে পড়েছিলো। দীর্ঘ নাটকের গঠন-পথে ক্লাইম্যাক্স-বিন্দুটি সুচিহ্নিত ছিলো না। ব্রেখটীয় ধারার দৃশ্যগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা মেনে নিলেও কাহিনীর বর্ণনা-পথে দর্শকের উৎকণ্ঠা-আগ্রহকে জাগিয়ে রেখেই তবে তাকে পরিণতি পযন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে। এ প্রযোজনার গতিমন্থরতাও কিছুটা অস্বস্তি ঘটায়। Tuition-বাড়ীর মহিলার অদ্ভুত আচরণের ঘটনাটি নাট্য-দেহে স্বাভাবিক ভাবে স্থান করে নিতে পারেনি; একে একটা shock হিসেবে প্রক্ষিপ্ত, আরোপিত বলে মনে হয়, যার সঙ্গে মধ্যাহ্ন বেলার তরুণ মনের বিষণ্ণতার যোগ আদৌ অপরিহার্য ছিলো না। বিরতির শেষে কীর্তনীয়া ঢঙে অভিনব কোরাস দলের উপস্থিতি যে প্রত্যাশার জন্ম দেয়, গানের দুর্বল ভাষা তাকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ সব সত্ত্বেও এ নাটক অজস্র মুহূর্তে দুর্বার আকর্ষণে আবিষ্ট করে দর্শককে। দর্শক মুগ্ধ হয় নাট্য ভাষার রোমান্টিক স্বাদুতায়। বিচিত্র কথা-কষ্টিউম-কম্পোজিশান-কোরিয়োগ্রাফি মুখর এবং দলগত অভিনয়-দ্যুতি মাখা 'নো-ভেকেন্সি'—'হিং টিং ছট' জাতীয় কাব্যিক পর্বগুলো সমাজ-সমস্যাগুলিকে সুতীব্র ঔজ্জ্বল্যে পৌঁছে দেয় দর্শক-মরমে। গদ্যময় পর্বের ক্ষোভ-জ্বালা-দ্বন্দ্ব-আনন্দও সংযত-স্বাভাবিক অভিনয়ে রূপায়িত হয়. গদ্য-পদ্যের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দ্বান্দ্বিকের নবীন শিল্পীরা সংগ্রামী সমাধানের ব্যাটলশিপে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ-বিপ্লবের ঐকতান সৃষ্টি করে, আমাদের বৈপ্লবিক অভিনন্দন ছিনিয়ে নেয়। নাট্যান্দোলনের এই প্রতিশ্রুতিবান ঋত্বিকদের চেতনাবহ্নি আরও প্রসারিত হোক, নিঃশেষে দগ্ধ করুক অপসংস্কৃতির শব-বাহীদের বিদগ্ধ চাতুরি।।

বিদ্রোহী চার্বাক / একটি দল

জীবনের কথা যে চারু বা সুন্দর করে বলে, সেই তো চারুবাক্ বা চার্বাক। আর সুন্দর মানেই তো সত্য; অর্থাৎ Truth is beauty and beauty, truth! শুভঙ্কর চক্রবর্তী রচিত এবং 'একটি দল' প্রযোজিত বিদ্রোহী চার্বাক কিন্তু প্রাচীন ভারতেরই এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যিনি মানুষের সমানাধিকারের জন্মগত পথের দাবীকে ধ্বনিত করে তুলেছিলেন—এদেশের দিকে দিকে—সত্য ও সৌন্দর্যকে সঞ্জীবিত করে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতাকে কব্জা করে শোষকের মুষ্টি দেশে দেশে প্রশাসনিক অধীশ্বর হয়ে আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করে, সাকরেদ হিসেবে তার জুটে যায় বহু পেয়দা আর পুরোহিতকুল। সমাজের বিকাশ যায় থেমে। তাই শোষিত সমাজে বিদ্রোহী পুরুষের উদ্ভব হয় এই অচলায়তনকে সচল করতে, দমনায় চ দুষ্কৃতানাম্। স্পার্টাকাস থেকে হো-চি-মীন—পুব-পশ্চিমের সেই বিদ্রোহ-বিপ্লবের জয়-পরাজয়েরই মহাসাক্ষী, বর্তমান ও ভাবীকালের মুক্তি-যুদ্ধের অনন্ত প্রেরণা! চার্বাক সাক্ষী, অতীত ভারতের আত্মজেরাও বিদ্রোহের মশাল জ্বেলেছিলো। উত্তরের নাম না-জানা কতোশতো ছেলেমেয়ে, সূর্যসেন, হানিফ, তোরাপ, তীতুমীর, সাঁওতাল সিধু-কানু, সিপাহী মঙ্গল পাঁড়ে থেকে দক্ষিণ ভারতের চার্বাক অবধি আমাদের বিদ্রোহের বিরাট মিছিল। এঁদেরই প্রেরণা-স্পর্শে আমরা আজও মানুষ, মানুষের অধিকারে মুখর। শোষক পক্ষের বেদ-উপনিষদাদি তাবৎ দর্শন ঘেঁটে চার্বাক ঘোষণা করলেন—যা অপ্রত্যক্ষ, তাই অবিশ্বাস্য—মায় ঈশ্বর পর্যন্ত। পরলোকে মিথ্যা দোহাই পেড়ে ইহজীবনের সুখভোগ থেকে বিরত থাকার নাম মূঢ়তা। বাস্তবিকই ত্যাজেন ভুঞ্জীথার উপদেশ তো নিঃস্ব মানুষের কাছে অর্থহীন। আর ভালো খেতে চাওয়া, পরতে চাওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় থাকতে পারে না। নিরলস, নির্ঝঞ্ঝাট শোষণের পক্ষে অপরিহার্য যে শান্তি-শৃঙ্খলা, তার স্বার্থে বুভুক্ষু মানুষকে নিরামিষাশী সুবোধ কি গোপাল হতে বলা সহজ। কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত দেহের যন্ত্র-পাতিগুলির এমনই প্রকৃতি যে খাদ্যের অভাবে সে দেহের মাস-মজ্জা পর্যন্ত কুরে কুরে খায়। দেহ তার ওজন হারিয়ে অসহায়ভাবে আমিষাশীই থেকে যায়। আমরা বুঝতে পারি—নিরামিষ আহার মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাই শ্রমের অধিকার চাই, শ্রমের বিনিময়ে বস্তু-পৃথিবীর

অকাতর দানে আমরা সমানাধিকার বজায় রাখতে চাই—এমনতর অনৌপ-নিবদিক তথা বাস্তব সত্যে মানুষের উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন চার্বাক। কিন্তু শোষণ-দুর্গের কড়িবর্গার দল অমানুষিক কারচুপি করলো, ভণ্ড চার্বাক সেজে; চার্বাক-দর্শনের অপব্যাখ্যা করে বললো—চার্বাক যেনতেন প্রকারেণ পার্থিব ভোগলালসা চরিতার্থ করবার উস্কানি দিচ্ছে, বলতে চাইছে যে, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, পরিশ্রম করবার দরকার নাই, অর্থাৎ কিনা চার্বাক-দর্শন স্থূল বাস্তব-বাদ ও বিলাসবাদের অপদর্শন। সেদিনের রক্ষণশীলতার স্বর্গে চার্বাক-দর্শন আসলে এক দারুণ ভূমিকম্প নিয়ে এসেছিলো। তাই বিভ্রান্তি ও প্রলোভনের পিছুপিছু সন্ত্রাস ছড়িয়ে সেই অনড় সমাজকে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিলো। কিন্তু নতুন দিনের বিপ্লবের পদাঘাতে একে যে ইতিহাসের আবর্জনায় ঠাঁই নিতে হবেই, সেই উদ্দীপক ঘটনারই একটা ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ডের আভাস এঁকেছেন নট-নির্দেশক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনার ফ্রীজ-ময় অন্তিম ফ্রেমে। আর দুই শিবিরের অতীত দ্বন্দ্ব ও তার প্রস্তুতি-প্রচারের একটা চারু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো গ্রাম্য ঢুলীর ডুম-ডুমিতে।

নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী কথক 'একটি দল' বিদ্রোহী চার্বাক মঞ্চায়ন মারফৎ সংগ্রামী মানুষের শ্রদ্ধা আর চেতনার এক উচ্চ শিখর জয় করে নিলো; প্রচণ্ড ধাক্কায় রক্ষণশীল সমাজদেহে আরও একটি চিড় ধরিয়ে দিলো। তবু প্রযোজনাটির খামতিটুকু এড়িয়ে যাওয়ার নয়। পর্বে পর্বে এর বলিষ্ঠতা খর্ব করেছে—বিলম্বিত লয়ের একাধিক গান, যাদের সুর যতো আকর্ষণীয়, কথা ততো নয়। মূল গায়েনের ক্ষীণ কণ্ঠ হারমনিয়ামের চাপে ক্ষীণতর হয়ে পড়েছিলো। বাণীকণ্ঠ, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-কুন্দন সাহার অভিনয়েও আরও সাবলীলতা প্রত্যাশিত ছিলো। দৃশ্যান্তরে যাবার ছন্দটিও কয়েকটি ক্ষেত্রে কেটে কেটে গেছে। শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজাতে আঙ্গিক বা বাচিক অভিনয়ের কোনো শোভন-মহিমা ছিলো না। মঞ্চ-রূপসজ্জা-আলোক-সম্পাতের বাঞ্ছিত সৌষ্ঠবের মাঝে দৃষ্টিনন্দন কম্পোজিশন রক্ষা করে বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন নামভূমিকার সমীর বসু এবং চার্বাক-জননী স্বপ্না মিত্র। দৈহিক খর্বতা ছাপিয়ে একটা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের স্কেচ্ এঁকে দিয়েছেন শ্রীবসু। আর স্নেহ-সরলতা-কান্না-হাসি-ক্রোধের অপরূপ মূর্তি গড়েছেন শ্রীমতী মিত্র--মুহুর্মুহুঃ। দিলীপ কুণ্ডুর পুরন্দর বন্ধুত্ব বোধ ও বিদ্রোহ চেতনায় উজ্জ্বল। শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজপুরোহিত শোষকশিবিরের ধর্মীয় ধ্বজা ও ধূর্ত দর্শনের দৃপ্ত ভাষ্যকার। অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামণী, সুকুমার দে'র ধূর্ত চার্বাক বা শম্ভুনাথ বসু,

সনৎ দত্ত, গৌর সেনশর্মা ও রণেন মিত্র অধিকারীর প্রজাবৃন্দ সনিষ্ঠ প্রয়াসে বেশ জীবন্ত। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম ঘোষ রাজসৈন্য হিসেবে ভালোই। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়োগ কর্ম যাদের দীপন-রূপণে চারুতা পেয়েছে, সেই বিমল দাস—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ বিদ্রোহী প্রযোজনার সফলতাটুকুর অংশভাক্।

লেনিন কোথায়? / পি-এল-টি

'লেনিন কোথায়?' বলে কথা নয়, পি-এল-টি'র যে কোনো প্রযোজনার ষোলো আনা দায়িত্ব থাকে যাত্রা-সিনেমার ব্যস্ততম ব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের। কোন্ মুহূর্তে কেনো—কি নাটক করা হবে, কেমন ভাবে করা হবে—এসব ভাবনার আদ্যন্ত তাঁরই মনে, কারণ তিনিই যে দলের মধ্যে সর্বাগ্রণী চেতনার মানুষ,—এ বিশ্বাসটা সংস্থার বাইরেও চুইয়ে যেতে দেওয়া হয় নানাভাবে। এই চুইয়ে-পড়া বিশ্বাসের খুঁট ধরে নেতিবাচক নেতৃত্বের দেশে বহু হা-ঘরে মানুষ আজও উৎপল দত্তের কথা শুনতে যায়, বিশেষত কথার প্রসঙ্গ যদি হয় মহান্ লেনিন।

প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ-পথের মুখে চার আনি মূল্যের যে দু-পাতার ছোট্ট হ্যাণ্ডবিলটি হাতে আসে, তার গণ্ডদেশে ঘোষণা লেখা: "১৯১৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর লেনিন আত্মগোপন করেছিলেন এবং শত্রু পাগলের মতন খুঁজছিল তাঁকে। কোনো ডিটেকটিভ উপন্যাসে এত লোমহর্ষক ঘটনা নেই" লেখাটি পড়েই একটা খাঁটি বিষণ্ণতা বাজে, বিশেষ করে তাদের, যারা লেনিন আর লোমহর্ষকতাকে একাকার করতে অনভ্যস্ত।

মন্টু দত্তের তৈরী চেয়ার-টুল-চৌপায়াযুক্ত একটা সাধারণ মঞ্চ, যাতে দরকার মতো একটা টেলিফোন আসে যায়। আর কালো পশ্চাৎপটের মাঝ বরাবর একটা ট্রান্সপারেন্ট পর্দার আড়ালে স্মোলনি ইনস্টিটিউট মাঝে মধ্যে উঁকি মারে, মঞ্চময় উইন্টার প্যালেসের বিপ্রতীপে। শুরুতেই চোখে পড়ে—খোলা মঞ্চে বসে কিছু কুশীলব, টুকটাক কাজের সঙ্গে কিছু মস্করাও চলছে। ম্যাজিশিয়ানের ড্রেসে ভাঙা গলায় ঢোক গিলে হঠাৎ সূত্রধাররূপী নাট্যকার ঢোকেন, জীবন-নাটক ইত্যাদি নিয়ে আরেক প্রস্থ এ-আর-কি চলে। এমনি

দীর্ঘ ভ্যানতাড়ার মধ্যে দিয়ে ক্রমে লেনিন-ষ্টালিন আর কেরেনস্কি মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয়-পর্ব সমাধা হয় এবং পূর্বঘোষিত লোমহর্ষক কাহিনীর ধারা-বিবরণী অভিনীত হতে থাকে। অভিজাত হল, কালোচিত পরিচ্ছদ, দেশোপযোগী গীত-সঙ্গত আর তাপস সেনের আলোক সম্পদ্ সত্ত্বেও কিন্তু তিন তিনটি ঘণ্টা বড়ো দীর্ঘ মনে হয়। অনেক দর্শকই মন্ত্রী-পুলিশের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে যে দন্তরুচিকৌমুদী খিস্তি, তার মধ্যে কোনো নবীনতা খুঁজে পায়নি. খুঁজে পায়নি—পুরোণো সেই বলিষ্ঠ টীম-ওয়ার্ক। যাত্রা-ফিল্মের ক্লান্তি-ঘাম মেখে বড়ো শিল্পীদের বেশীর ভাগকেই দেখা যায়—প্রায়শ উৎপল দত্তের বহু পরিচিত টাইপটির উপর আঁকিবুকি কাটছে। স্কোবেলেভ-কেরেনস্কি রূপী সমীর মজুমদার, মৃণাল ঘোষ তো একঘেয়ে, নিষ্প্রাণ। মুকুল ঘোষের আলেকসেভ তবু খানিকটা সজীব, সেই সঙ্গে আরও দু-এক জনের লঘু ভূমিকা। শোভা সেনের অনেক সংলাপ অত্যুগ্র ও আরোপিত মনে হয়, যার দায় অংশত নাট্যকারের। কল্যাণী রায় লেনিন-জায়া ক্রুপস্কায়ার গভীর ব্যক্তিত্বের তল-সন্ধানে ব্যর্থ, তাই তাঁর গ্রেপ্তার-দৃশ্যটি পর্যন্ত বিরস থেকে যায়। সব থেকে হতাশ করেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক-চেতনায় অনেক নীচুতে যে শান্তিগোপাল, তাঁকেও তিনি ছুঁতে পারেননি, লেনিন-বিশ্লেষণায়। সেই বৈচিত্র্যহীন কণ্ঠে কাজের কথাগুলি হড়বড় করে আউড়ে যাওয়া বা সেই রোজকার ঘাড় বেঁকিয়ে হেঁটে চলার ভঙ্গীটায় ভ্লাদিমির ইলিচের কোনো দৃপ্তি, দীপ্তি বিচ্ছুরিত হবার জো ছিলোনা, আলোক-সম্পাতগত চরম সহযোগিতা সত্ত্বেও না হয়তো উল্টোমুখী জীবনায়ন থেকে হঠাৎ মঞ্চে এসে লেনিন হওয়া অসম্ভব। তদুপরি যদি থাকে নাট্যকারের সৃজন-ভ্রান্তি। লেনিনের আত্মগোপনের স্থান-কাল ঠিক করেন অন্যেরা, তাঁর মেক-আপ নির্দিষ্ট হয় অন্যদের দ্বারা, কাকে কখন পার্টি থেকে কতোটুকু সরানো হবে তারও হিসেব অন্যদের হাতে। তাঁর বডি-গার্ড যেনো বডি-গাইড! লেনিন শুধু প্রাভদার জন্যে কিছু লেখেন, আর কমরেডদের জন্যে স্বহস্তে চা করেন—স্বাধীন ভাবে, ব্যাস! এর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের কী বিকাশ আর আশা করা যেতে পারে? উৎপল বাবু সযত্নে ট্রটস্কিকে নেপথ্যে রেখেছেন—এটাও লক্ষ্যণীয়।

কমিউনিষ্ট নেতা সমস্ত প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেবেন—এটাই লেনিনীয় নীতি অথচ লেনিন রাশিয়ায় বসে জার্মানির অর্থ পান—এরই প্রমাণসহ লেনিনেরই স্বাক্ষরিত পত্র বেরোতে, তাঁর এক কমরেড যে প্রশ্ন করেন, তার

উত্তরে শম্ভুবাবু মেয়েলি আবেগে, অভিমানে বলে ওঠেন, "আমার কমরেডরা আমার কথা বিশ্বাস করেন না।" কথাটা বলে রেগে বেরিয়ে যান। কেরেনস্কি সরকারের জোচ্চুরি জালিয়াতির কথা ফাঁস না করায় অনেক দর্শকই ধোকা খায়। তার উপর শোভা সেনের উগ্র সাহসী লিজা বলে বসে, "লেনিন যদি ভিনদেশী এক শয়তানের টাকা নিয়ে এ-দেশের শয়তানটাকে শায়েস্তা করে, তাতে ক্ষতি কী? তাছাড়া, শ্রমিকের কোন দেশ নেই।" কী মারাত্মক বিভ্রান্তিকর যুক্তি! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বা সরকারী টাকা খেয়ে সরকারের দাঁত ভাঙার অনেক সোনার-পাথরবাটি বিপ্লব এদেশে চলে বটে, কিন্তু উৎপল বাবুর মাছের তেলে মাছ ভাজার সাফাই-কেরামতি ভাজিয়ের মেদবৃদ্ধি ছাড়া আর কী ঘটিয়েছে? তবে তাঁর এটুকু অন্তত জানা উচিত ছিলো যে বিপ্লবের স্বার্থে বাইরে থেকে মুখাত যা নিতে দেশপ্রেমিকেরা লজ্জা পায় না, সে হচ্ছে বিপ্লবী তত্ত্ব। অন্য সব আমদানিই গৌণ। ভিয়েতনাম যে অস্ত্রে সাম্রাজ্যবাদের স্বর্গযাত্রীদের নাস্তানাবুদ করলো, সে তো মার্কসীয় তত্ত্বসত্য। আর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মানুষ অস্তি-ভক্ত বুর্জোয়া সমাজপতিদের মতো নিজের দেশকে কখনও বন্ধক দিতে জানে না; কোনো দেশকে শোষণ করবার কথাও চিন্তা করতে পারে না। বরং সেখানকার শ্রমিক তার প্রতি মুহূর্তের প্রয়াসে বাকী বিশ্বের শান্তি চায় — মুক্ত সমাজের শান্তি, বৈপ্লবিক শান্তি। তার কর্মপ্রচেষ্টা স্বদেশভূমির সংকীর্ণ স্বার্থে নিয়োজিত হয় না। তাই সে বলতে পারে যে, শ্রমিকের কোন দেশ নেই। উৎপলবাবু এ বৈপ্লবিক ধ্বনিটির অতি সরলীকৃত প্রয়োগে ইতিহাসের ভাঁড়েদেরই বলবার মওকা করে দিলেন যে, "যাঁদের কোনো দেশ নাই, তারা নিশ্চিত এ-দেশের শত্রুর। অতএব দাও এদের টিকিট কেটে অমুক দেশে চালান করে"

শ্রীদত্ত-প্রাপ্ত শেষতম সরকারী স্বীকৃতি হলো রজতপটে কৌতুকাভিনেতার সেরা পুরস্কার। পুরস্কারের স্বার্থকতা প্রমাণিত হলো, যখন স্ট্যালিন হিসেবে মঞ্চে এসেও তিনি দর্শকের কৌতুকহাস্য চাপা দিতে পারলেন না। আত্ম-স্বার্থে মূলত অপরুচি-কাম-শোষণের হাতিয়ার যাত্রা-সিনেমাকে মদত দিয়ে নাট্যরথীরা যে কীভাবে থিয়েটারের বুকে ছুরি চালাচ্ছেন, আলোচ্য বিপ্লবী-নাট্যরথীর এই বিদূষক-পরিচিতি বোধহয় সেই আত্মঘাতেরই এক ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত। কিন্তু "যে কোনো ঘৃণ্য কাজ আমি করতে পারি, যদি দেখি তা বিপ্লবের অগ্রগতিতে সহায়ক" স্ট্যালিনের মুখে এই কথাটা বসিয়ে উৎপল

বাবু কি মানুষকে বিপ্লব-বিমুখই করতে চান নি? কথাটা আজ এইভাবে বলা উচিত যে—"যে কাজ বিপ্লবকে এগিয়ে দেয়, তা আদৌ ঘৃণ্য হতে পারে না।" আসলে বিপ্লবী আর বুর্জোয়া রক্ষণশীলের দৃষ্টিভঙ্গীতেই যে মেরু-প্রমাণ পার্থক্য, উৎপলবাবু সেটাকে ঘুলিয়ে, জটিল করে দর্শক-পাঠককে প্রতারিত করতে সিদ্ধহস্ত সৎ শিল্প কখনও জনতাকে বিভ্রান্ত করে না, রোবসনীয় সরলতার সহজকে রাবীন্দ্রিক জটীলতায় বদ্ধ করে না। দূর-দেশের লেনিন তাই সহজ উপলব্ধিতেই বলেন There is no end to the violence and plunder which is called British rule in India", আর ইণ্ডিয়ারই মস্ত কবি রবীন্দ্রনাথের মতে, ইংরেজের মতো এমন সহনশীল, ক্ষমাশীল সরকার সারা বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই। তাই 'স্থবির' ভারতকে 'জঙ্গম' করার বৃটিশ কৃতিত্ব বিশ্বকবির অচলায়তন—তাসের দেশে সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি পায়। 'চার অধ্যায়' লিখে তিনি বিদেশীর 'পুণ্য' হস্ত শক্ত করেন। আর কিমাশ্চর্যম্, সর্বশ্রী গোপাল হালদার প্রভৃতি যেভাবে লেনিনের টলষ্টয় প্রশস্তিকে অজুহাত করে শিব ও সত্যের ঠিকানা খোঁজেন গণ্ডারে, বিবরে, অনেকটা সেই ভাবেই উৎপলবাবুও তাঁর আপন-পত্র এপিক থিয়েটারের মে-দিবস সংখ্যার মুখপাতে ঔপনিষদিক কবি রবীন্দ্রনাথের ছবি বসিয়ে ছেপে দিয়েছেন: "রবীন্দ্রনাথ ··বিপ্লবের দিগ্‌দর্শক।" অতঃপর, মানুষের সদর্থক সবকিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাকে স্যাণ্ডার করার উদ্দেশ্যে রচিত যে শঙ্কর-কাহিনী—যা বেশ্যারূপারই উপযোগী—তারই জলছবি জন-অরণ্যের গর্বিত অভিনেতা হিসেবে প্রচার করেছেন—"জন-অরণ্য চিত্রে সত্যজিত জনতার বিবেক হিসেবে আবির্ভূত।" হায় হায়, জনতার বিবেক যদি নষ্টনীড়ের সত্যজিৎ রায়, তবে তো সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে: লেনিন কোথায়?

ভেতরের প্রেরণা-রহস্য যা-ই থাক, আসলে 'পশ্চিমের' প্রতি সংগ্রামী মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান ঘৃণা ঠেকাতেই উৎপল দত্তের এই নয়া ব্যারিকেড-রচনা, 'পশ্চিমেরই' চলতি দেউলিয়াপনা চাপা দিতে অক্টোবর বিপ্লবের অতীত গৌরবের চাতুরিভরা অবতারনা। সেই সঙ্গে শেষদৃশ্যে মঞ্চ-মুখ ঘিরে বিরাট রক্তপতাকা নামিয়ে জনতা থেকে লনিনকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্যেই বোধ করি নাটকের ভয়ঙ্করী লোমহর্ষকতা। ততক্ষণে লেনিনে-ষ্টালিনেও দূরত্ব বাড়িয়ে তোলা হয়েছে, এবং যে সব ভুলের জন্যে স্তার-আমলে লেনিনের উদ্ভব সম্ভব

হয়েছিলো, সাবধানে সেগুলি শুধ্‌রে নিতে হয়তো পর্দার আড়ালে 'পশ্চিমাদের' গবেষণা-প্রয়াসও বেড়ে গেছে নিদারুণভাবে। কিন্তু ওদের সমস্ত জারিজুরি ব্যর্থ করে, মুহূর্তকে স্তব্ধ করে দিয়ে পূর্ণতর লেনিনবাদের সূর্যোদয় হয়েছে পূর্বের মহাআকাশ জুড়ে। এ হিসেবটা উৎপলবাবু এড়িয়ে গেছেন।

তবু বলবোনা যে, কলকাতা আজও উৎপলবাবুর কলঙ্কের দুঃস্বপ্নের নগরী। বরং তাঁকে সাবাস জানাবো এই বলে যে, তিনি কিং-কিং খেলার কেরেনস্কি সরকারের আর্শিতে এ যুগের কিছু স্কেচ প্রতিফলিত করে দর্শকের দৈনন্দিনতার ভ্যাপ্‌সা পরিবেশে, ভালো হোক—মন্দ হোক, একটা কমিক রিলিফ এনে দিয়েছেন। কিছু একটা তো করেছেন—মোটের উপর। অপিচ উনি তো কোনো ক্যাবারেও নাচান নি—গোর্কি-সদনে, থুড়ি, রবীন্দ্র-সদনের মঞ্চে—দুটো সদন এতো কাছাকাছি যে, 'নাম'-দুটির দূরত্বটা হারিয়ে ফেলেছিলাম আর কি !!!

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়]

সবিনয় নিবেদন,

'মুরগী সোনার ডিম পাড়লে তার দাম বেশীই দিতে হয়' – এমন একটি কথা গর্বে মদমত্ত হয়ে বলেছিলেন শম্ভু মিত্র, 'রক্তকরবী'র প্রযোজনা ব্যয় নিয়ে। আর কে না জানে পাঁচের দশকের শেষভাগে যখন টাকার দাম এখনকার চাইতে দ্বিগুন ছিল তখনই দেড়হাজারের নীচে তিনি গোঁফ নাড়তেন না। সেই মাত্রা আড়াই / তিন হাজারে গিয়েও ঠেকেছিল। বিলাসী বাবু বিপ্লবী উৎপল দত্তও ডিম পাড়ার যাদুকর ছিলেন। কম্যুনিষ্ট নেতাদের পিঠে মলম লাগাতে মাঝে মধ্যে হাজারে অভিনয় নামিয়ে আনলেও আড়াই। তিনের কমে তিনিও দর হাঁকেন না। সম্প্রতি 'ব্যারিকেড' বা 'দুঃস্বপ্নের নগরী' চার হাজারেও বিকিয়েছে। 'নান্দীকারের' কোন নাটকও দু'হাজারের নীচে প্রতিযোগিতায় নামেনি। 'ভালো নাটক' 'ভালোভাবে' করতে নাকি অনেক

টাকার দরকার! থিয়েটার ইউনিট দেড়হাজার—তাও পরিচিত সুপারিশ পত্রের অনুরোধে। সংনাট্য, নবনাট্য ও বিপ্লবী নাট্য আন্দোলনবাদীদের আন্দোলন, নাট্যাদর্শ, গ্রুপ থিয়েটারের ভাবমূর্তি বনাম অর্থ লালসা ও যথেচ্ছাচার মুনাফা-লুণ্ঠনের এইগুলির জলন্ত চরিত্র। এরাই চড়াদরে নাট্য আদর্শের কথা বলেন, এরাই নাট্য আন্দোলনের স্থায়ী ট্রাডিশনাল দাদা হয়ে আছেন। এদের হাতেই সরকারী-বেসরকারী দেশ বিদেশের যাবতীয় কল্কে। পেশাদারী থিয়েটারের সাথে এঁদের চারিত্রিক পার্থক্য কোথাও নেই। না বিজ্ঞাপনে, না প্রচারে, না দর্শক মণ্ডলীকে শোষণে। গ্রুপ থিয়েটার বা নাট্যাদর্শের কথা শুধু একটা বহুবর্ণের লেবেল।

আরও দুঃখজনক ও লজ্জাজনক যখন দেখা যায় কিছু রাতারাতি নাম করা দল একই কল্কের আকর্ষণে নিজেদের শীর্ণ চেহারায় মেদের প্রলেপ দিয়ে কেউকেটা সাজেন এবং ট্রাডিশন্যাল দাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনগন তথা দর্শক শোষনে ব্যাপৃত হন সম্প্রতি সি. পি. এ. টি. (এক্ষুনি দলটি বেঁচেবর্তে আছে তো ?) তাদের নাটকের জন্য দেড় হাজার / দু'হাজার দাবী করতেন। 'চেতনা'ও 'মারীচ সংবাদ' সাফল্যের পর কল শো আঠারশ' থেকে আড়াই হাজারে করছেন। প্রযোজনা ব্যয়, আনুষঙ্গিক খরচ এবং হল শোর ক্ষতিপূরণের জন্য নাকি এই ধরণের দাবী। 'ঠিক নাট্যবাদী'র এ কোন অর্থাদর্শ যে ঠাণ্ডা ঘরের নিজস্ব অনুষ্ঠানের ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবেন দূর প্রান্তের মফঃস্বলের মানুষ ? 'মারীচ সংবাদ' বা 'রামযাত্রা'র মত নাটকের প্রযোজনা ব্যয় কত ? যাঁরা নাটক করেন তাদের কাছে এই ট্রেডসিক্রেট অজ্ঞাত নয়। গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে শিল্পীদের কি মাইনে দেয়া হয় ? কিংবা wage ? তাহলে কলশোতে পাহাড়প্রমান অর্থ দাবীর মূল অর্থ কী ?

আসলে মাননীয় সম্পাদক, দেখেশুনে মনে হয়েছে নাট্যাদর্শ একটা সীমা পর্যান্ত সবাই মানেন এবং কিঞ্চিৎ সাকসেসের গন্ধ এলে সেটা আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলতে এরা কেউ কার্পণ্য করেন না। দুর্দিনে এরা বিপ্লবী, জনপ্রেমী। লক্ষ্য রাখবেন, এরা অধিকাংশই বিপ্লবী মতাদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু বৃহত্তর জনগণের কাছে এরা নাটক নিয়ে যান না বা নিয়ে যাবার কোন তাগিদও অনুভব করেন না। জনগণকে সামনে রেখে এরা সিঁড়ি বেয়ে উঠেন কিন্তু সুযোগে জনগণকে বুড়ো আঙুল দেখাতেও কার্পণ্য করেন না। জনগণের সুস্থ সাংস্কৃতিক ক্ষুধা, অবকাশ বিনোদন, মতাদর্শ, অর্থনৈতিক অবস্থা এরা গভীর

ভাবে ভাবেন ঠিক যেমন সরকার ভাবেন। 'চতুর্মুখ' কিংবা চিৎপুরের অপেরা দলগুলির সাথে এঁদের পার্থক্য কোথায়? শুধু কি নাটকের বিষয়বস্তু ও মতাদর্শের প্রশ্নে?

সোনার ডিমের পালক 'বহুরূপী'র অবস্থা বিবর্তন থেকে এরা শিক্ষা নেয় নি। জনমানুষকে অবজ্ঞার পরিণতি—একাডেমীতে কখনও কখনও দর্শকাভাবে অনুষ্ঠান বন্ধও তাদের করতে হয়। চটক বেশীদিন থাকে না, লেবেলও নয়। অবস্থার চাকা ঘোরে। এবং মানুষ চেনে কারা নাট্যশিল্পকে প্রকৃত মতাদর্শের হাতিয়ার করেছে। গ্রুপ থিয়েটার জগতের মাতব্বর দাদারা এই আসল সত্যটুকু অনুধাবন করবেন কী?

অশেষ চট্টোপধ্যায়
ক'লকাতা—৩৩

সম্পাদক—'অভিনয়'
সমীপেষু,

অভিনয় পত্রিকার চলতি সংখ্যায় 'নাট্যক্ষেত্রে নৈরাজ্য' শিরোনামে এই শহরের এক জাঁদরেল 'নাট্য সমালোচক'-এর চৌর্যবৃত্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে 'বিভ্রান্তির বিপক্ষে' বিভাগে প্রকাশিত আমাদের কিছু উন্মার্গগামী নাট্যরথীদের চরিত্রে মনোবিজ্ঞানী-সুলভ নিপুণতায় নির্মোক করার জন্য প্রগতি শিবিরের সকল শরিক আপনাদের সাধুবাদ দেবেন। বস্তুতঃ এ ধরনের দুঃসাহসিকতা ও দূরদৃষ্টির তুলনা বাংলার নাট্য-পত্রিকার ইতিহাসে আর আছে বলে আমার জানা নেই।

অতি সম্প্রতি মার্কিন মুলুকে প্রকাশিত একটি বই হাতে এসেছিল। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম সেদেশেও সমালোচকদের স্বেচ্ছাচারীতার বিরুদ্ধে নাট্যকার-প্রযোজকদের (অবশ্যই পেশাদার মঞ্চের) মধ্যে বিক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। অবশ্য, নীচের উদ্ধৃতিগুলিই প্রমাণ, ওদেশে (আমাদের মাননীয় 'নাট্য সমালোচক'টির মতো) চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় কেউ নেননি বা সে অভিযোগও কেউ করেননি।

'অভিনয়' এর পাঠকদের জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্য নীচে তুলে দিলাম—

WILLIAM F. BROWN

'I Sometimes wonder with the power of the critics whether they do'nt have a responsibility that goes deeper than the witty knife-thrusts of cleverly-carved pans'.

ISRAEL HOROVITZ

'I have never met a play-wright who was an enemy to the theater Nobody ever sits down to write a bad play. Everybody, every one of us— puts a play he loves into a world-theater he loves. The critics .....seem to forget this all too often. Couldn't we arrange for somebody famous to say that, so it would become a famous quote ?'

ROBERT E. LEE

'His (the critic's) experience should lead him to see a PLAY, not just a single production or a single performance. A play can be lost to literature because of the critic's shallow perception. I believe every major critic is an honourable man and a dedicated journalist. But honour is not knowledge and dedication is not perception.'

HOWARD LINDSAY

'When you tell drama critics they have power they get mad and yell at you. But if you told the critics that they were without influence, I feel they might bust into tears. And they should. Over the play doomed to failure and the undeniable hit, they have no power.

...Critics are an integral part of our theater and must share responsibility for it .. The whole structure of our theater has been shaken and we cannot hold the critics blameless This reflects, I believe, a growing gap between critical apprisal and public approval, and I find it worrisome.'

WALTER MARKS

'The Institution of drama criticism carries with it the dependence of the subjective, personal tastes and opinions of the individual critics. I do'nt see how you can alter this fact, and so I do'nt think you can improve the system.

So long as the public sheepishly follows the major critics, our fates will be in the hands of Barnes, Kerr, et al. The fault lies not with the critics, who are merely expressing 'one man's opinion' but with a society in which individuality and boldness of thought lie dormant'.

RICHARD RODGERS

'They (the critics) devote about sixty seconds to reviewing a show that has taken two years to produce. I suppose they are critics because they criticize'.

ROBERT WALLACE RUSSEL

'The critics reflect the aspirations, the prejudices and the entertainment desires of the public, for which reason they showd be called 'reviewers' rather than critics. When they are unanimous for a show or against it, they correctly reflect the general ticket buyers and brokers. When they split, they indicate that the work is for a special audience, and the ticket buyer must beware.'

JEFT SWEAT

'Most people (including many who call themselves critics) do'nt know the difference between critic and *reviewer*, criticism and review. A reviewer is a person whose *responsibility is to be a reliable consumer* guide. You read what he says in order to decide whether or not you want to see something. He will tell you a little about the plot, tell you who's who in the cast, and toss a few qualitative adjectives around. .. He is a good reviewer if his taste is pretty much yours, a bad reviewer if he encouraged you to waste your hardearned on a musical whose every song was a dirge. ...

A critic on the other hand, does not have to agree *with you to be a good* critic. If he *supports his thesis logically and intelligently, if he gives you a different* perspective on the work in question, then he is a good critic His function goes beyond a yea or a nay. A piece of criticism is a probe.

The critic's taste is his own. He dosen't ask you to take his word for things. He just asks you to consider this point of view and compare it with your own".

DALE WASSERMAN.

'I find most critics are frustrated performers, more interested in projection of their own personalities than in objective analysis and evaluation. By and large they are apelling point missers, reflecting the vulgarity of the lowest-common denominator audience Tere is remarkably little scholarship or courage among them'.

রামেশ্বর চ্যাটার্জী
বম্বে-৭১

['অভিনয়' (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৭৫)-এ 'বিভ্রান্তির বিপক্ষে' শিরোনামে প্রকাশিত মন্তব্যগুলির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে অনেক পাঠক আমাদের পত্র দিয়েছেন। পত্রলেখকদেব ধন্যবাদ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি স্থানাভাবে এবং বক্তব্যের পৌনঃপুনিকতার কারণে চিঠিগুলি আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না। সম্পাদক]

সম্পাদক, 'অভিনয়'

সমীপেষু,

সম্প্রতি 'থিয়েটারকর্মী' ভেক ধরে কিছু লোক রাজপুরুষদের সম্বর্দ্ধনা জানাতে তৎপর হয়েছেন—এ তথ্য নিশ্চয়ই 'অভিনয়' পাঠকদের অজানা নেই। এদের সঙ্গে প্রকৃত থিয়েটার কর্মীদের কতটুকু যোগাযোগ, এবং সাম্প্রতিক নাট্যচর্চা সম্পর্কে এদের জ্ঞানের পরিধি কতদূর বিস্তৃত এ প্রশ্নের অবতারণা এখানে নিরর্থক। আমার বক্তব্য—এই 'চরিত্রদের' একালের সৃষ্টি মনে করলে আমরা ভুল করবো।

ললিতচন্দ্র মিত্র দীনবন্ধু মিত্রের *'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'* প্রহসনটির মুখবন্ধে (৪ঠা অক্টোবর, ১৯০৮) লিখেছেন: "১৮৬১ সালে ২৭শে আগষ্ট শোভাবাজার নাটমন্দিরে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি সার মরডাণ্ট ওয়েলস্-এর বিপক্ষে একটি বিরাট সভা আহুত হয়। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি

ছিলেন। বাবু রামনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

This meeting desires to record, not without a feeling of regret that confidence in the Hon'ble Sri M. L. Wells, Kt, as a Judge of the High Court of Judicature in Bengal has been impaired in consequence of his frequent and indiscriminate attack on the character of the natives of this country with an intemperance inconsistent with the calm dignity of the Bench as well as from his repeated indiscreet exhibition of political bias and race prejudices which are not compatible with impartial administration of Justice"

"এই সভার অভিযোগ অপ্রমাণীকৃত করিবার জন্য কলিকাতার বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় ইংরাজ ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার সার মরডাণ্ট ওয়েল্‌সকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করে। দুঃখের বিষয়, কয়েকজন বাঙালী নিজ স্বার্থের বশীভূত হইয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

'নীলদর্পণ' মোকদ্দমায় উক্ত ওয়েল্‌স সাহেব বিচারপতি ছিলেন। তিনিই প্রাতঃস্মরণীয় লং সাহেবকে একমাস কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। তখনকার কবি ধীরাজ গাহিয়াছিলেন :

'ওয়েলস অবিচার করে, নির্দোষী লংকে ধরে/একটি মাস ম্যাদ দিয়েচে'—"

একালের ঘটনা ও রটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 'সম্বর্দ্ধনাদাতাদের' কোন চরিত্র পরিস্ফুট হয় ?

পরমেশ চৌধুরী
(বালুরঘাট)

মহাশয়,

সম্প্রতি রবীন্দ্র সদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক অংশগ্রহণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের দৈন্য দশা প্রকট হয়েছে। এ দৈন্য দশা দেখে আমরা মর্মাহত। যেখানে ভারতের নামী-দামী নাট্যরথীরা যুক্ত, তাদের বছরে একটি নাটক প্রযোজনার ক্ষমতাও নেই—এর থেকে দুঃখের ঘটনা আর কি হতে পারে ?

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অনুষ্ঠান শরিক হাওড়ার তথাকথিত 'কলেজ'টি (স্কুল ?) কি একই মর্যাদার আসন দাবী করতে পারে ? বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগটির কর্তৃপক্ষ এর কি জবাব দেবেন ? বিশ্ববিদ্যালয়েব সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত একটি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংস্থা কি ভাবে যুক্ত হয়ে যৌথ প্রযোজনার শরিক হয় তা যে কোনও সুস্থ-চেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছেই একটা প্রহেলিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য, সঙ্গীত বিভাগও কি ঐ একই দৈন্য দশার শিকার ?

১৯৭১ সালে রবীন্দ্র ভারতীর নাট্য বিভাগ রবীন্দ্র সদনে প্রথম নিবেদন করে 'মুক্তধারা'। সেই পথ ধরে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রযোজনার জন্য সময় নির্দিষ্ট হলো মাত্র এক ঘণ্টা, আর তথাকথিত 'কলেজ' নামধারী সংস্থাটি প্রায় তিন ঘণ্টা দর্শকদের অভাবনীয় অস্বস্তির শিকার হতে বাধ্য করলেন। রবীন্দ্র ভারতীর প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয় গুণে দর্শকদের মুগ্ধ করে, তারই বিপ্রতীপে অন্য প্রযোজনাটি (অচিরা) এ বছরেব নাট্যোৎসবের দুর্বলতম প্রযোজনার আখ্যা পেয়েছে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের স্মৃতি বিজড়িত রবীন্দ্র ভারতীর নাটক বিভাগের ভাব মূর্ত্তিতে কলঙ্ক লেপনের এই প্রচেষ্টা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সুপরিকল্পিত—এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনেকেরই কোন সন্দেহ নেই।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভাবমূর্তি রক্ষার তাগিদেই আমরা এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে আগ্রহী।

নাটক বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী
(১৯৭০-৭১)
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাননীয় সম্পাদক,

শিশির-ঐতিহ্যের বিরোধী হয়েও 'বিশেষ শিশিরকুমার' সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'বহুরূপী' পত্রিকার নামের সার্থকতা নিশ্চয়ই বেড়ে গেল। তাই উপলক্ষ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলা বৃথা। সাধারণ নাট্যামোদী হিসেবে মনে হয়েছিল —অমরেন্দ্র-শরৎচন্দ্রই তো বর্তমান বিশেষ সংখ্যার সার্থক শিরোনাম হতে পারতো। এঁদের উপর হয়তো শম্ভুবাবুদের শ্রদ্ধা নেই, কিন্তু শিশিরকুমারের উপরও কি ছিল ? নাট্যকর্মীদের স্বার্থে আমি বলতে চাই যে, মতের এই হঠাৎ

মেক পরিবর্তনে কোন আন্তরিকতা নেই, আছে শুধু শেষ বয়সে সুশীল হবার চাতুরী। নইলে শিশিরকুমার ভাদুড়ী সম্পর্কে উচ্চারিত কুবাক্যগুলি শম্ভু মিত্র আগে-ভাগে প্রত্যাহার করে নিতেন।

এই সেদিনও কুমার রায় বলেছেন যে, শিশিরকুমার ক্ষোভ-অভিমানেই সময় কাটিয়েছেন, গঠনমূলক কাজে মন দেননি। কিন্তু তাঁর আদর্শ 'বস' কয়েক লাখ টাকা হাতে পেয়েও কোন্ গঠনমূলক কাজের দৃষ্টান্ত রেখেছেন? সারা জীবনই তো তিনি পদ-খেতাব-অর্থ-পুরস্কার কুড়িয়ে কুঁজো হয়ে গেলেন! শিশির কুমার অন্তত শিরদাঁড়াটা সিধে রেখেছিলেন। দুঃখীর ইমান এই—নাট্যাচার্যের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও শম্ভু মিত্র স্বদেশের কবির বিভ্রান্ত সৃষ্টি 'চার অধ্যায়' অভিনয় বন্ধ রাখেন নি। বরং কুমার রায়কে দিয়ে প্রচার করিয়েছেন যে, তাঁদের চার অধ্যায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। বহুরূপী গণ্ডার-পাগলা ঘোড়া করতেও লজ্জা পায়নি। অমলেন্দু বসুকে দিয়ে শ্রীমিত্রকে লরেন্স অলিভিয়ের করে তোলার ধৃষ্টতাও দেখিয়েছে। আব কী স্পর্দ্ধা, বর্তমান বিশেষ সংখ্যায় পর্যন্ত রাধারাণী দেবীর স্মৃতি নির্ভর লেখা, তাঁব দ্বিতীয় স্বর্গত স্বামীর জবানীতে নির্লজ্জ ভাবে শিশিরকুমারকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে: তিনি নাকি শম্ভু মিত্রকে বড়ো পার্ট থেকে বঞ্চিত কবেছেন—অন্যায় জেদবশে। কিন্তু শিশিরকুমারকে ছেড়ে আসার সেই উঠতি যুগের অনেক পরে নবান্নতে শম্ভু মিত্র বড়ো পার্ট পাননি কেন? আসলে পরবর্তীকালেও শম্ভু মিত্র শ্রদ্ধেয় কণ্ঠটি ছাড়া অভিনয় ক্ষেত্রে ছাপ রাখার মতো কী এমন অভূতপূর্ব সম্পদের অধিকারী হয়েছেন? রক্তকরবীতে দৃষ্টিগোচর হননি বলেই তো তাঁকে সুন্দর মনে হতে পেরেছে!

অমিত পাল (মেদিনীপুর)

মাননীয় সম্পাদক,

বেশ কিছুদিন আগে 'অভিনয়' পত্রিকায় শুভঙ্কর চক্রবর্তীর একটি নাটক পড়েছিলাম—'বিদ্রোহী চার্বাক'। সেখানে চর্বাকের মতবাদ বিকৃত করে জনসমক্ষে প্রচার করার জন্য রাজার আদেশে 'ধূর্ত চার্বক'-এর সৃষ্টি হয়েছিল। এরা চার্বাক শিষ্যের ছদ্মবেশে সংগ্রামী মানুষের মিছিলে মিশে মানুষের জয়-যাত্রাকে বিপর্যস্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত থাকতো।

১৯৭৫-৭৬-এও এমন ধূর্ত চার্বাকদের আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রগতি

শিবিরে। এরা সংগ্রামী শিবিরে হাজিরা দেন নিয়মিত আবার রাজ দরবারের দাক্ষিণ্য কুড়োতেও ছুটে যান সবার আগে। ষষ্ঠ বার্ষিক পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলনে (১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৫) উপস্থিত বক্তাদের ভাষণ অনুধাবন করলেই আমার বক্তব্য পরিস্কার হবে।

যাঁদের অবস্থান প্রগতি শিবিরের বিপ্রতীপে বলে আমরা জানি, তাঁদের বক্তব্য :—

প্রবোধকুমার সান্যাল বলেন : 'সাহিত্যিকরা কোন বাধানিষেধ মানতে পারেন না, কিন্তু দেশের বর্তমানে যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে জরুরী অবস্থার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল'। অন্নদাশঙ্কর রায় : 'দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার দরকার ছিল তাই ঘোষণা করা হয়েছে—তবে লেখকদের লেখার ওপর বাধা দেবার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাইনা, সরকার দেশ চালাতে পারে তা বলে লেখার ওপর বাধা দিতে পারে না ...ইংরাজ আমলেও আমার লেখার ওপর কখনও বাধা দিতে কেউ সাহস করেনি, তারা আমার ওপর শুধু একটু নজর রেখেছিল যাই হোক, আমি খুবই দুঃখিত, আমি জরুরী অবস্থা থাকাকালীন আর লিখব না'।

বামপন্থী সাহিত্য শিবিরের মধ্যমণি নারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য : 'দেশের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, যদিও তা লেখকদের স্বাধীনতা করেছে খর্ব, কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষণা না করলে দেশের অন্যান্য দিক থেকে ক্ষতি হবে।' (রূপসা/চতুর্থ বর্ষ/৩+৪ সংখ্যা থেকে সংকলিত)

আমার—আমাদের জিজ্ঞাস্য : ধূর্ত চার্বাকদের হাত থেকে আমরা কবে নিস্তার পাব?

মিন্নু রায়
কলিকাতা-১৫

[সংশ্লিষ্ট বক্তা আজকাল প্রায়শঃই বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মঞ্চে 'বিচারক' রূপে উপস্থিত থাকছেন এবং পত্র-পত্রিকা মারফৎ স্বাধীন থিয়েটারের বিকৃত মূল্যায়ণ করে নাট্যক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত সঙ্কট সৃষ্টির "ায়ক ভূমিকা পালন করছেন/সম্পাদক]

সম্পাদক, 'অভিনয়',

নাট্যকর্মীদের স্বার্থে আপনাদের সংগ্রামী ভূমিকাকে মনে রেখে আনন্দবাজার

পত্রিকায় ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে প্রকাশিত নীচের সংবাদটি আপনাদের গোচরে আনছি।

'ঢাকায় 'প্রতাপাদিত্য' নাটক অভিনয়ের আয়োজন হইতেছিল; কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ জানান যে এই নাটক বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, সুতরাং উহার অভিনয় হইতে পারিবে না। কলিকাতাতে কিন্তু এই নাটকটির এখনও অভিনয় চলিতেছে'।

লক্ষ্যণীয় একই প্রাদেশিক সরকারের আদেশে ঢাকায় যে নাটকের অভিনয় বন্ধ করা হয়, ক'লকাতায় সে নাটকের অভিনয় নির্বিঘ্নে চলে।

'অভিনয়' পরিবেশিত সংবাদের ভিত্তিতে সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা যায়—সেই ট্রাডিশান আজও সমানে চলেছে!

হীরক কুণ্ডু
(কাঁচড়াপাড়া)

মহাশয়,

'অভিনয়' পত্রিকায় বিগত সংখ্যায় সুনীল সাহার "নৃত্যনাট্যে নব রূপরেখা" প্রবন্ধে কিছু তথ্যগত ত্রুটি সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্র উত্তর যুগের নৃত্যনাট্যের ইতিহাসধর্মী রচনা লিখতে গিয়ে সুনীল বাবু নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় 'একতারা শিল্পী চক্রের' প্রচেষ্টার কথা একেবারেই উল্লেখ করেননি।

'একতারা শিল্পী চক্র' ১৯৬২ সাল থেকে নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য এবং অতি সম্প্রতিকালে নৃত্যগীত সমৃদ্ধ নাটক নিয়েও নানারূপ চর্চা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

একতারার নৃত্যনাট্য প্রযোজনার তালিকায় আছে:— 'মেলা' (১৯৬৪), 'গায়ক যখন নায়ক' (১৯৬৯), 'ফেরিওয়ালা' (১৯৭৩), 'নাচঘর' (১৯৭৪)। নৃত্যনাট্যগুলি রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শম্ভু চৌধুরী। প্রযোজনার বিভিন্ন আঙ্গিকের দায়িত্বে ছিলেন দিলীপ ঘোষ, শক্তি নাগ, অসিত চট্টোপাধ্যায়, শান্তি বসু, বটু পাল, সুনীত বসু প্রমুখ।

নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে 'একতারা'র ভূমিকা সামান্য নয়। তাই সুনীল বাবুর প্রবন্ধের ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছি।

শম্ভু চৌধুরী
সম্পাদক / একতারা শিল্পী চক্র

সম্পাদক, অভিনয়,

২৬শে জানুয়ারীর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি খুব ভালো লাগল। কিন্তু একটা কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যেটা সামগ্রিক ভাবে হয় তো কিছুটা অপ্রীতিকর।

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দের ভাষণের শেষে মাইক্রোফোনের সামনে এক ব্যক্তি পূর্ব কোন বক্তার উদ্ধৃতি করে বললেন যাত্রায় মাইক ও আনুষঙ্গিক শব্দ প্রক্ষেপণ ব্যাপারটা নাকি শুধু মাত্র ব্যবসায়িক ভিত্তি এবং এই ব্যবহারটায় নাকি অন্য উদ্দেশ্য কিছুই নেই। উনি এই মতামত প্রকাশ করে শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটি অনিচ্ছাকৃত বিরোধ ঘটিয়ে ফেললেন যেটাকে মানা যায় না। যাত্রা যে ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে তার আঙিনায় স্বীকৃতি দিচ্ছে না এটা অবশ্যই প্রমাণিত সত্য—কিন্তু যাত্রার এই যে ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা সেটা শুধুই কি তার content এর জন্য, form এর জন্য নয়? কিছুদিন আগে কলকাতায় ক্রীটস বেনেভিটস এসে যাত্রা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে ব্রেখট বিশারদের মন্তব্যটি কি উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে?

থিয়েটার ভালবাসি তাই যাত্রাকে স্বীকৃতি দিতে বাধে! কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের একঘেয়েমি যে শহরের মধ্যবিত্ত মানুষকে উত্যক্ত করে তুলেছে সেটাও কি সত্য নয়? [যেমন ধরুন, শেষ দৃশ্যে ফ্রীজ এবং লাল আলোর ব্যবহার]

আর ব্যবসায়িক ভিত্তি! দলগত প্রযোজনায় যারা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পাচ্ছেন তাঁদের ব্যবসায়িক কলাকৌশলগুলোর উদাহরণ আর নাই বা দিলাম।

সম্পাদককে একটি অনুরোধ, নব নাট্য আন্দোলনের শরিক হিসাবে 'অভিনয়' যে ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে নিঃসন্দেহে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামী নাট্য-সংগ্রামের ঐতিহাসিক মূল্যায়নে একটি জলন্ত অধ্যায় তবু এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এমন কোন স্ববিরোধী দৃষ্টান্ত যাতে স্থাপিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

শুধু শ্লোগানে বন্দী নয়, ভবিষ্যতে এমন কোন পালা যাত্রা হয়ত আসছে যা ভিয়েতনামের "স্ট্র্যাটেজিক ভিলেজের" মতো নূতন চেতনার ভাবনা নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে রাজপথে মাঠে কারখানায়—তখনও কি শুধু হিসাব কষে যাব আর অশ্রদ্ধার পেন্সিল নিয়ে বিবেকের কালো শ্লেটে আঁক কষে যাব?

প্রবীর দত্ত

পঞ্চশর। কলিকাতা-৯

[পত্রলেখকের উল্লেখিত 'এক ব্যক্তি' আমাদের শ্রদ্ধেয় বার্তা সম্পাদক নির্মল সাহা। সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে—মাইক-আলোর অতি ব্যবহারের নেপথ্যে ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য বা চাতুরীটাই প্রধান কিনা এবং এর ফলশ্রুতিতে প্রাচীন লোকশিল্পের আত্মহননের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে কিনা—প্রশংসা করার সময় আমরা যেন এ কথাটাও ভেবে দেখি। শ্রদ্ধেয় পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কেও শ্রীসাহা সেই অনুরোধ করেন। তবে এ জাতীয় অনুষ্ঠানে সত্যের প্রয়োজনেও প্রতিবাদ অচল—এই প্রথাটা সম্মান পেলেই অনেকে খুশী হতেন। 'অভিনয়'-এ সদ্য প্রকাশিত পালাসম্রাটের সাক্ষাৎকারে 'লজ্জায় আমি মরে যাই' জাতীয় উক্তিই তাঁকে নির্বিচার যাত্রা-প্রশস্তির বিপক্ষে প্রতিবাদে মুখর করেছিল এবং প্রণম্য ব্রজেন্দ্রকুমার দের বক্তব্য এ ব্যাপারে ফ্রীটস্ বেনেভিট্সের চেয়ে অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে আমরা মনে করি। প্রগতিবাদী নাট্য আন্দোলনের শরিক হয়ে যাত্রার চেতনাহীন হচপচের মাঝে ভিয়েতনামের 'ষ্টাটেজিক ভিলেজের' স্বপ্ন দেখাটা এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না—এজন্য আমরা শুধু দুঃখই প্রকাশ করতে পারি। আর, নবনাট্য নয়—গণনাট্যের সার্বিক বিকাশেই 'অভিনয়' আগ্রহী সম্পাদক]

সম্পাদক,

দর্পণের যাত্রা ক্রোড়পত্রে (৬ ২ ৭৬) প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার উৎপল দত্তের যাত্রা সম্পর্কে সাক্ষাৎকারটি পাঠ করলাম। আমার মনে হয় এতে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

উৎপলবাবু যাত্রাদলের রেট বাড়াকে সমর্থন জানিয়েছেন। খরচ নাকি বেড়েছে অনেক। কিন্তু যেখানে যাত্রাদলের রেট ছিল সর্ব্বোচ্চ চার হাজার, সেখানে rate গিয়ে দাঁড়াল সাত, দশ, বারো হাজার টাকা। পোষাকের খরচ, যান—বাহনের খরচ, শিল্পীদের খাওয়া দাওয়ার খরচ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কি রেট দ্বিগুণ; কোন কোন ক্ষেত্রে তিনগুণ, চারগুণ হতে পারে? দলের প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাইনে বেড়েছে অনেক, কিন্তু বাদবাকী সহশিল্পী, বাদক এবং অন্যান্য কর্ম্মীদের মাইনে কতটা বেড়েছে? অথচ প্রমোদকরও আর নেই। এ কথা সত্য যে রেডিও বিজ্ঞাপনে বা কাগজের প্রচারে অনেকগুণ বেশী টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে মূলতঃ লাভবান্ হল কারা? আর এই বিজ্ঞাপনের চটক দেখে একটাই সত্য অনুধাবন করা যায় যে, প্রযোজনাকে

উন্নত করার কোন বিশেষ চেষ্টা একেবারেই নেই। এবারকার অধিকাংশ যাত্রাদলের অভিনয়ে এই সত্যই প্রকট। দশ হাজার টাকা দিয়ে যাত্রা দেওয়া শহরের লোকের পক্ষে বা শিল্পাঞ্চলের ক্লাবের পক্ষে হয়ত সম্ভব, কিন্তু গ্রামে একেবারেই আকাশ কুসুম কল্পনা। ফলতঃ যাত্রাদলগুলো মূলতঃ হয়ে যাচ্ছে শহর ঘেঁষা। গত তিন বছরে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, অসাম সফরে চীৎপুরের বড় দলগুলো প্রায় কেউই যায়নি। এই বিরাট অংকের টাকা কিছুটা যাচ্ছে সংবাদপত্রের মালিকদের হাতে, কিছুটা যাচ্ছে আকাশবাণী মারফৎ সরকারের হাতে, বাকীটা তার সাদা রঙ হারিয়ে চীৎপুরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি ষষ্ঠী থেকে চৈত্রের মধ্যে এক রাত্রে দুবার যাত্রা হয়, তবে দলের শিল্পীরা বেশী মাইনে পাবেন না। যদি একদিন যাত্রা না হয় তবে সেদিনের মাইনে শিল্পীরা পাবেন। কিন্তু দুদিন বা তিনদিন যাত্রা না হলেই মালিক ঘোষণা করবেন বিনা বেতনে ছুটি। তাহলে রেট বেড়ে কার দুধের সর পাওনা হল ?

উৎপল বাবু তাঁর "নাটকে" (নাটকই, পালা নয়) গান না শোনার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যাত্রাব দর্শক আর বিবেকের গান চায় না। কথাটা কি সত্য? যাত্রার দর্শক ১৯৭১ সালে বিষ্ণুপ্রিয়া পালায় অন্ততঃ কুড়িটি, ১৯৭২ সালে কলঙ্কিনী রাই-এ ১৬টি কৃষ্ণ-শকুনি. আঁধারের মুসাফিরে অন্যূন আটটি করে, কবি পালায় পূর্ণাঙ্গ সতের-আঠেরোটি, নটী বিনোদিনীতে আটটি গান শুনেছেন। বিদ্রোহী নজরুলের তেরোটি গান, সীতার বনবাসের আটটি গান, সতী করুণাময়ীর ৯টি গান, বিবি আনন্দময়ীর অসংখ্য গান, আমি মা হতে চাই-এর বহু গান আনন্দেব সঙ্গে বসে শুনেছেন ও উপভোগ করেছেন সাধারণ শ্রোতারা। তাহলে গলদটা কোথায়? প্রশান্ত বাবুই ত ছিলেন 'আঁধাবের মুসাফিরের' সুরকার। সেখানে তিনি পেলেন প্রশংসা, আর 'সীমান্তে' পেলেন দর্শকদের তাড়া! এর দুটি কারণ — (১) গায়কের অভাব, (২) উপযুক্ত গীতিকারের অভাব। হালে দ্রুত যাত্রাদলের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু বাড়েনি ভাল গীতিকারের সংখ্যা। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর মৃত্যুর পরে সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং ষাটের দশকে শান্তিরঞ্জন দে গীত রচনার ক্ষেত্রে যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ প্রায় লুপ্ত। গায়কের সংখ্যার ক্ষেত্রেও সে কথাই বলা চলে। গায়কের সংখ্যা একদম বাড়েনি, বরং কিছু গায়কের কণ্ঠ নষ্ট হয়ে গেছে। ফলতঃ যথার্থ গান সৃষ্টি হচ্ছে খুব কম, তাই দর্শক বর্জন করছে গান নামধারী রাবড়-সঙ্গীতকে।

যাত্রার ধর্ম নাকি দর্শকের দাবীতেই বদলেছে। অথচ রবীন্দ্রকাননে সীমান্ত

অভিনয়ের দিন দর্শক বারবার বলেছেন, "থিয়েটার হয়ে যাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে করুন"। তাহলে ব্যাপারটা কি? রবীন্দ্রকাননের দর্শক উৎপল বাবুর মতে কি সঠিক যাত্রার দর্শক নন? নইলে এমন কথা তাঁরা বললেন কি করে?

উৎপলবাবু আরও বলেছেন, "যাত্রার ভিলেন বা খল নায়ক বলতে বোঝাত মুসলমান সুলতান বা কাজী, নয়ত বিজাতীয় কোন ব্যক্তি"। এই প্রসঙ্গে আমি কিছু পালার নাম এবং খল চরিত্রের নাম দিচ্ছি। যথাক্রমে পালা ও চরিত্র :—

চণ্ড-মুকুল (যোধমল), চাষার ছেলে (জগরায়), আকালের দেশ (সুকণ্ঠ, সুদর্শন), প্রতিশোধ (ফাল্গুণী, অরাতিদমন), দাসীপুত্র (উপানন্দ), শেষ আরতি (সুমন্ত্র), সমাজের বলি (অনন্ত রায়, নকুল), বিচারক (দারুমুখ, সোমনাথ), রাহুগ্রাস (রুদ্রকেশর), ভাগ্যের বলি (দুর্লভ, পল্লব), লোহার জাল (গজপতি), যাদের দেখেনা কেউ (রত্নসেন, বজ্রসেন, মকরকেতু), প্লাবন (অগ্নিবরণ, বিদ্যুৎ), ধূলার স্বর্গ (অস্তি, সচীগুপ্ত, মহাতপ), ছিন্নতার (সাধুজী গাই-কোয়াড়), ঝান্সীর রাণী (গোপাল রাও, সদাশিব), শেষ অঞ্জলি (ভক্ত সিং), মূর্খের পাঁচালী (ঘণ্টাকর্ণ, বিশ্বনাথ ঘুঘু), ফরিয়াদ (দর্পনারায়ণ), সম্রাট স্কন্দগুপ্ত (পুরগুপ্ত), রাজা গণেশ (অবনী রায়, শিবকিশোর), প্রতাপাদিত্য (ভবানন্দ), এবার কিছু পালা এবং তার প্রধান চরিত্র (যারা প্রায় সবই মুসলমান ও মহত্ব আরোপিত) উল্লেখ করছি : পঞ্চনদ (মামুদ), বাঙালী (দাউদ খাঁ), ধর্মের বলি (ফরিদ খাঁ, বজ্রনারায়ণ, মর্দান খাঁ), বর্গী এলো দেশে (দিবাকর, সিরাজ, আলিবর্দী, মেহেরউন্নিসা, শরফুন্নেসা), রাজা দেবীদাস (ইসলাম খাঁ, দায়ুদ খাঁ, রাজা দেবীদাস), বাঙালীর মেয়ে (রাণী ভবশঙ্করী, কলু খাঁ, মদিনা), সোনাই দীঘি (হোসেন খাঁ, আজিম খাঁ, মাধব), সতীর ঘাট (মুশা খাঁ), কবি চন্দ্রাবতী (হাসেম আলি), সম্রাট জাহান্দার শাহ (ঐ), শয়তানের চর (বেণী রায়, বসির খাঁ), রাখীভাই (হুমায়ুন, তোরমান), চাঁদ বিবি (চাঁদবিবি, মুরাদ, আফজল, নন্দন সিং). ঝান্সীর রাণী (লক্ষীবাঈ, গোলাম ঘৌস, মান্দার), ভৈরবের ডাক (দুলারী বিবি, কামবক্স, ছত্রশাল), শেষ অঞ্জলি (দলীপ সিং, কিশবর খাঁ), রাজদ্রোহী (নাদির খাঁ, গোকুল), সুলতানা রিজিয়া (রিজিয়া, মামুদ, জালালউদ্দীন), মাটির কান্না (হিমু, আকবর), ঝড়ের দোলা (ফিরোজ খাঁ, আজিম উস্মান), সম্রাট কায়কোবাদ কায়কোবাদ, বাঘরা খাঁ, নবাব আলি), পতিঘাতিনী সতী (মীর হাবিব, রঘুনাথ),

কালাপাহাড় (সোলেমান, দায়ুদ), জিঘাংসা (সুজা, মহম্মদ), আবুল হাসান (আবুল হাসান), নবাব হোসেন শাহ (হোসেন শাহ), আঁধারের মুসাফির (হেতম, হাফেজ), নাদির শাহ (নাদির), লালবাঈ (লালবঈ), কবরের কান্না (শের আফগান), পলাশীর পরে (মীরকাশিম), টিপু সুলতান (টিপু সুলতান), রাঙারাখী (হুমায়ুন), সিরাজদ্দৌলা (সিরাজ), আমি সিরাজ (সিরাজ), কাজীর বিচার (গিয়াসউদ্দীন),

কিন্তু মুসলমানকে কি খল নায়ক করা হয় নি ? হয়েছে, বহুবার হয়েছে। কিন্তু কি রূপে সেটাই'ত বিচার্য। যদি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ কাজ হয়ে থাকে তবে তা নিন্দনীয়। কিন্তু অন্যত্র ?—ধরুন মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ নিয়ে পালা লেখা হবে। এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মহম্মদ ঘোরী এবং জয়-চাঁদ ভিলেন হয়ে দাঁড়াবে। আবার বর্গী আক্রমণের সময় ভিলেন হয়ে দাঁড়ান হিন্দু ভাস্কর পণ্ডিত। আব পৃথ্বিরাজের পরাজয়ের পর থেকে ত ভারতের শাসন যন্ত্র মুসলমানদের হাতেই ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যান্ত। পরে শাসনের ভার বৃটিশের হাতে। অধিকাংশ শাসকেরই ছিল শোষকের ভূমিকা। শয়তানের চর পালায় দেখুন, কিংবদন্তী বলে ভানুসিংহ এসে সমস্যা সমাধান করেছিল। কিন্তু নাটকে এসেছে ভানুসিংহের স্থলে আসফ খাঁ। আবার ঐ পালারই ভিলেন হচ্ছে বাখর খাঁ, যার সঙ্গী নাসির খাঁ এবং জালিম। আর বাখর খাঁর সহায়তা করেছে প্রাণবল্লভ, দোলগোবিন্দ। বিরোধী পক্ষে হাজির মুসলমানী টগর। তেমনি সূর্য্যসেন পালায় মুসলমান রমজান মহত্ত্বে উজ্জ্বল আর আসাদুল্লা, ঠাণ্ডা মিঞার দল সাদা শোষকের পা চাটা গোলাম। যাত্রাপালায় মহত্ত্ব আরোপিত হয় ধর্ম্মমত বিচার না করেই। আর তেমনি খল চরিত্র সৃষ্টি হয় হিন্দু মুসলমান বিবেচনা না করে। সুতরাং উৎপল বাবুর এ উক্তি সত্য বলে কেউ মেনে নিতে পারেন না।

উৎপলবাবুর মতে এখন রাজনীতি (নিশ্চয়ই 'তথাকথিত' বিশেষণেব যোগ্য) নিয়ে লেখা পালা চাইছে দর্শক। তাই যদি হবে, তবে সিঁদুর নিওনা মুছে, কবি, শাঁখা দিওনা ভেঙে, আমি মা হতে চাই, মা মাটি-মানুষ, গঙ্গপাল, পাগলা গারদ, বিষ্ণুপ্রিয়া, কলঙ্কিনী রাই, সম্রাট অন্ধকাসুর, নদের নিমাই, স্বামীর কোলে মৃত্যু হিট করল কি করে? উৎপল বাবুর ফেরারী ফৌজ নব রঞ্জন অপেরা কেন বৈশাখ মাসেই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল? লোকনাট্য বৈশাখী মেঘই বা কেন পঞ্চাশ রাত্রিও অভিনীত হলনা? সন্ন্যাসীর তরবারি এবং রাইফেল

ছাড়া উৎপলবাবুর কোন্ পালানাটক প্রযোজনার দ্বিতীয় বছরে চাহিদা পেয়েছে ?

লোকনাট্যকে তিনি বলেছেন 'বিরাট ধারার স্রষ্টা'। লোকনাট্য অবশ্য কুৎসিৎ জানোয়ার, পাঁচ পয়সার পৃথিবী, ইত্যাদিরও স্রষ্টা। তবে লোকনাট্য উৎপল বাবুর নাটক যখন যাত্রায় অভিনয় করেন, তখন তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না।

তবে উৎপল বাবুর প্রথম দিকে যে কথা বলেছেন বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ ১৯৭৩ সালের ২৫শে মে আনন্দবাজারে "কে চরিত্রহীন" শিরোনামে একটি খবর বেরিয়েছিল। খবরটা উদ্ধৃত করছি।

"বছর কয়েক আগে একটি নিবন্ধ রঙ্গগৃহের প্রধান ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলাম আমি। ভদ্রলোক নিজে অভিনেতা হলেও সহকর্মীদের বেতন দিতে পারছিলেন না। টিকিটঘরে ভিড় নেই, মঞ্চেরও উঠি উঠি অবস্থা। এই সময়ে ওঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয় অন্তত মাসখানেকের জন্য এই মঞ্চ যাত্রাভিনয়ের জন্য ভাড়া দিলে উভয় পক্ষেরই অনেক সুবিধা হতে পারে।

'যাত্রা' !!—ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে পড়লেন। মুখে অজস্র ঘৃণার রেখা, দুচোখে আকাশপ্রমাণ বিস্ময়। 'বলছেন কী!'—ঠিক টাইপ চরিত্রের অভিনেতার মতন সরু আওয়াজ তাঁর কণ্ঠে। এবং সঙ্গে সঙ্গে কপালে করাঘাত করতে করতে তিনি বসে পড়লেন। হাঁপ ছাড়লেন। চুরুট ধরালেন! এবং যা বললেন, অল্প কথায় বললে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মঞ্চে যদি যাত্রা হয় তো, ওই রঙ্গগৃহে আর ভবিষ্যতে কোনো ভদ্রলোকের পদধূলি পড়বে না।... কিন্তু হায় বিধিলিপি। ভদ্রলোক এখন কেবল তারস্বরে 'যাত্রা'র গুণগানই করছেন না যাত্রাকে তিনি তাঁর অন্যতম জীবিকা হিসাবেও গ্রহণ করেছেন।"

আশা করি 'অভিনয়' পাঠকদের সঙ্গে 'ভদ্রলোকটির' পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে হালে যে সব নাট্যরথী ও খুচরো রথীরা 'গুরুর' পদাঙ্ক অনুসরণ করে চীৎপুরে বাসা বেঁধেছেন তাদের সকলেরই ঐ একই চরিত্র—এটা প্রকৃত যাত্রাপ্রেমীদের নজর এড়িয়ে যায়নি, যেতে পারেও না। আর সেই জন্যেই প্রয়াত পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দের মত আমরাও 'যাত্রার গঙ্গাযাত্রার' কথা ভেবে শঙ্কিত।

জনৈক যাত্রা-দর্শক
কলিকাতা-৪

নাট্যক্ষেত্রে নৈরাজ্য

সাজান বাগান (যখন) শুকিয়ে গেল ··

গোয়েবলসীয় প্রচার, সুখের পায়রা রাজনীতিবিদ্‌দের উৎসাহ বাণী, দেউলিয়া বুদ্ধিজীবীদের ভড়িঘড়ি আকাশবানী মারফৎ বিবৃতি এবং সর্বোপরি উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট, নির্লজ্জ ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপও শেষ পর্যন্ত নান্দীনায়কদের রঙ্গনায় পুনর্বাসন দিতে পারলো না! বছরের পর বছর নান্দী-কারের সাধারণ সদস্যদের শোষণ ও নিপীড়ন করে 'নান্দীকার ত্রয়ী'-র স্বৈরাচার সীমাহীন হয়ে উঠেছিল। সরকারী দাক্ষিণ্য আদায়ের উদ্দেশ্যে গ্রুপ থিয়েটারের ভেক ধরে দর্শক ও নাট্যকর্মীদের সুপরিকল্পিত ভাবে বিভ্রান্ত করার অবশ্যম্ভাবী প্রায়শ্চিত্ত, দেরীতে হলেও, নান্দীনায়কদের করতে হলো 'রঙ্গনা' মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে। ভাড়াটে প্রচারবিদ্‌রা 'জাতীয় মর্যাদা সম্পন্ন নাট্যদল'-এর এ হেন বিপর্যয়ে যতই অশ্রু বিসর্জন করুক, বাংলাদেশের তাবৎ গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত সব নাট্যকর্মীর কাছেই 'নান্দীনায়ক'-দের স্বরূপ ইতিমধ্যে নির্মোক হয়ে গেছে।

১৯৭২টি শো করার পর দর্শক, কলাকুশলী ও নাট্যকর্মীদের ঘৃণা মাথায় করে নান্দীকারকে বিদায় নিতে হলো —এ ঘটনার কথা একদিন সাধারণ মানুষ ও নাট্যকর্মীরা ভুলে যাবেন; কিন্তু যা ভুলতে পারবেন না তা হলো যাবার সময় শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রতি নিক্ষিপ্ত এদের কিছু অশালীন মন্তব্য। ৬ই ও ৭ই মার্চ রঙ্গনার সামনে সমবেত দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে ভেবেছেন একজন শিল্পী অন্য শিল্পী সম্পর্কে কি ভাবে এমন অপমানকর উক্তি করতে পারেন!

উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষ 'নট-নটী'র প্রযোজনা স্থগিত রাখার নির্দেশ জারী করলে রঙ্গনার শিল্পীরা তাঁদের পেশায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে রঙ্গনার সিঁড়িতে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। ঐদিন নান্দীকার ত্রয়ীর অন্যতম রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 'বিক্ষোভ সভায়' (মোট ১৭ জন নান্দীকার সদস্য ও সহায়ক উপস্থিত ছিলেন) ভাষণে বলেন: মলিনাদি রঙ্গনার সিঁড়িতে বসে আছেন, তাঁর 'বড়দিদি' দেখে আমি শৈশবে চোখের জল ফেলেছি! আস্পর্ধা! পরের দিন অজিতেশবাবু তারস্বরে প্রশ্ন করলেন: কালকে মলিনা দেবী সহ সব শিল্পীরা, যারা মালিকের নির্দেশে ক'টা টাকার বিনিময়ে রঙ্গনার সিঁড়িতে বসে চোখের জল ফেলে

'অভিনয়' করলেন তাঁরা আজ কোথায় গেলেন? অবশ্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের গলা ছাপিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই অনেক সচেতন দর্শকদের প্রতিবাদ ও ধিক্কার ধ্বনি সেদিন চারিদিক সচকিত করেছিল। সাধারণ দর্শকদের যে মর্যাদাবোধ আছে একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে তা বাড়ন্ত—এই চিন্তাটাই পীড়াদায়ক নয় কি?

৬ তারিখেই রুদ্রপ্রসাদবাবুর দৃপ্ত ঘোষণা: জনৈক মন্ত্রী নাকি ঘোষণা করেছেন 'নান্দীকার রঙ্গনায় অভিনয় করবে'। '১৩ বছরের কমিউনিষ্ট' অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল সম্পর্কে উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষের এতো আগ্রহের কারণ কি? এর নেপথ্যে কোনও 'মুচলেখার' কলঙ্কিত কাহিনী আছে কি না সে বিষয়ে নাট্যকর্মীরা নিঃসন্দেহ হতে পারছেন না।

অজিতেশবাবু তাঁর 'ভাষণে' স্বভাব সুলভ ভাঁড়ামী সহ 'অভিযোগ' করেছেন 'রঙ্গনার মালিকরা তাদের কর্মীদের মাইনে কম দেয়, খেতে দেয় না—তাই আমরা ওদের 'ট্যাকা' দিয়ে সাহায্য করেছি'। অজিতেশবাবু কবে কাকে 'ট্যাকা' দিয়েছেন তা আমাদের জানা নেই! রঙ্গনা সহ সব থিয়েটারের কর্মীরাই দারিদ্র-কবলিত কিন্তু নান্দীনায়কদের কলঙ্কিত হাত থেকে কোন 'সাহায্য' নিতে তাঁরাও ঘৃণায় শিউরে উঠবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

রঙ্গনার কর্মীদের সম্পর্কে অজিতেশবাবুর এদিন শেষতম উক্তি: 'ইতিহাস তাঁদের দালাল বলবে—থিয়েটারের বিরুদ্ধে তারা কাজ করেছেন। আমার বুক অনেক চওড়া—আমি নতুন থিয়েটার করলে এখন 'মালিক' যা দিয়ে থাকে তার চেয়ে অন্ততঃ এক টাকা বেশী দোব'। ব্যক্তি স্বার্থের আকস্মিক বিপর্যয়-জাত জ্বর-বিকার ছাড়া একে অন্য কোন অভিধায় অভিহিত করা চলে কি?

['অভিনয়' সম্পাদককে লেখা একটি চিঠি]

মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি পত্রে "নন্দীকার" নাট্যগোষ্ঠীর কিছু অজানা তথ্য আমাদের জানতে সাহায্য করেছে—ভালোমানুষ মুখোশটার আড়ালে অজিতেশ বাবুর একনায়কত্ব

যাঁরা নান্দীকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তাঁরা যে কতখানি প্রাণমনের সাথে নাটক তথা নান্দীকারকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, তা জানবার বা বোঝবার প্রয়োজন অজিতেশ বাবু কোনদিন অনুভব করেননি। সারাদিন কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের পর শিল্পীদের মঞ্চের উপর শূণ্য পেটের মোচরানিতেও মুখ হাসিতে ভরিয়ে তুলতে হত। সামান্যতম আহারের ব্যবস্থাও করা হত না। হাতে অর্থ পাওয়া

তো প্রায় স্বপ্নের সামিল। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় অজিতেশবাবু নিয়মিত মোটা অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করতেন, আজও করে থাকেন; তবু নিজেকে অপেশাদার শিল্পী বলতে লজ্জিত হন না। আর, দলের শিল্পীরা "নান্দীকার"কে ভালবাসার মূল্যস্বরূপ শুধু বঞ্চনাই পেয়েছেন।

"ভালোমানুষ" নাটকের মহড়ার সময় এই দলের এক শিল্পীর (রণজিৎ ঘোষ) অফিসে অনুপস্থিতির দরুণ (মহড়ার জন্য) প্রায় ৯০, টাকা মাহিনা হতে কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু 'ভালোমানুষের' ভালো অবস্থায়ও (যখন প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ থেকেছে) ইনি বঞ্চিতদের দলেই থেকে যান। নান্দীকারের শিল্পীরা যদি সকলেই অপেশাদার হন, তাহলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্বন্ধে সন্দিহান হতে হয়। শুধুমাত্র হলের ভাড়া ও বিজ্ঞাপন বাবদই সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়, না কিছু অপচয়ের ভাগও এর সাথে জড়িত?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি অবিচারের ঘটনা শোনাই, 'ভালোমানুষ' নাটকে মহেশ্বরের চরিত্রে রণজিৎ ঘোষ ২০০ রাত্রির উপর রূপদান করেছিলেন, এবং শ্রীঘোষ নাটকটির অন্যতম সহকারী নির্দেশকও ছিলেন, কিন্তু তাঁর নাম অধুনা নাটকটির সহকারী নির্দেশক হিসাবে কোথাও উল্লেখিত নয়। তবু বিস্ময় বোধ করি যখন শুনি অজিতেশবাবুর ঠোঁটে গণতান্ত্রিক কৌশলে সাম্যের বুলি!

বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-২৬

প্রসঙ্গ : বিচারকের অর্বাচীনতা

লখনৌ-এর বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি পরিচালিত সর্বভারতীয় বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতার একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তের নাট্যকর্মী ও নাট্যামোদীরা এর নিরন্তর পরিপুষ্টি কামনা করে।

ক্লাবের বর্তমান সভাপতি দিলীপ বিশ্বাস বহুদিন ধরেই এই প্রতিযোগিতা সংগঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সাধারণতঃ তিনিই বিচারক নির্দ্ধারণ করেন। লখনৌতে বাঙালী নাট্যবোদ্ধার অভাব না থাকলেও ক'লকাতা থেকে বিচারক নিয়ে যাওয়ার একটা অসুস্থ প্রবণতা আজও চালু

রয়েছে। এর ফলে সময়ে সময়ে নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বিচারক না পেলে শেষ মুহূর্তে কবি, প্রবন্ধকার বা অখ্যাতনামা চিত্র পরিচালককে নিয়ে গিয়ে বিচারকের আসনে বসান হয়।

১৯৭৫-এ এই ক'লকাতা কেন্দ্রিকতার বিষময় ফল প্রতিযোগিতার আসরে প্রকট হয়েছে। এবারের নির্দ্ধারিত ক'লকাতার দুজন বিচারকের সঙ্গে নাট্য আন্দোলনের বা নাট্য আদর্শের কোনই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অথবা অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে একজন 'বিচারক' শেক্সপীয়ারের নামে বিভ্রান্ত হয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করলেন 'উইল শেক্সপীয়ার ছাড়া আব কোনটিকে নাটকই বলা যায় না!' বেঙ্গলী ক্লাব প্রেরিত মার্কশীট কিন্তু তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয় :—

প্রযোজনা	পরিচালনা	সর্বোচ্চ অভিনয় গড়
১। ৭৭	৬৩	৫৯ (উঃ শেক্সপীয়ায়)
২। ৭১	৫২	৪৫ (যদি আমি কিন্তু আমি)
৩। ৬২	৩৬	৩৮ (শতাব্দীর পদাবলী)
৪। ৫১	৩২	৩৩ (নেকড়ে)
৫। ৬৫	৩৯	৪০ (এইদশকের মঞ্চ)
৬। ৫০	২৯	৩৬ (গন্ধবাজের জন্ম)
৭। ৫০	২৭	১৬ (পঞ্চমিত্র)
৮। ৬৬	৪৯	৪৫ (যদিও সন্ধ্যা)
৯। ৬৮	৪২	৫২ (পরাজিত নায়ক)
১০। ৬৯	৪৯	৩৫ (গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ)

মোট ২২টি প্রতিযোগী নাটকের ১০টিকে নিয়ে গড়া আমাদের এই তালিকা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, অভিনয় ও নির্দেশনায় কম নম্বর সত্ত্বেও যে সব প্রযোজনাব ঘবে অনেক বেশী হারে উচ্চ নম্বর উঠেছে, সে সব ক্ষেত্রে নাটকগুলিকে অবশ্যই 'নাটকই' বলতে হবে। কলিত বিদ্যার বেলায় পাশ মার্ক চল্লিশ ধরার রীতি, সুতরাং ৩, ৪, ৬, ৭ নম্বর সংস্থা অভিনয় ও পরিচালনা বিষয়ে ফেল হওয়া সত্ত্বেও যে প্রযোজনাতে সসম্মনে উৎরে গেল, সে কি মূলত নাটক তথা নাট্যকারের গুণে নয়? ১ ও ২ এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে অভিনয়ের পার্থক্য ৫৯ — ৪৫ = ১৪, পরিচালনায় ৬৩ — ৫২ = ১১ আর প্রযোজনা ক্ষেত্রে ৭৭ — ৭১ = মাত্র ৬। তাহলে দ্বিতীয় নাটকটির গৌণতা প্রমাণ হবে কি

করে? অভিনয় আর পরিচালনার মিলিত ফল প্রত্যেক প্রযোজনাকেই ফেঁপে উঠতে সাহায্য করেছে—এটাও কি যুক্তিগ্রাহ্য? প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজনা থেকে পরিচালনা—অভিনয়ে কম নম্বর পড়বে কেন? স্কুলের পরীক্ষায় যে ছাত্র ইংরেজীতে বেশী নম্বর পাবে তাকে কি অঙ্কে কম নম্বর পেতেই হবে?—এটা কোন দেশী যুক্তি? আসলে অনভিজ্ঞ হাতের কারসাজিটা সর্বত্র রমরম করছে। বিচারক জুটি হরিহর আত্মা হয়ে একই সঙ্গে খাওয়া-বস-পরামর্শ করেছেন বলে, মার্কিং-এ কোন বৈচিত্র ঢুকতে পারেনি, আগাগোড়া একটা একঘেয়েমী ছড়ানো।

এবার অন্য প্রসঙ্গ বিচারক জুটি কিছু কিছু অর্বাচীন মন্তব্য করেছেন যা লখনৌ-এর সচেতন নাট্য কর্মী ও দর্শকদের কাছে ক'লকাতার বুদ্ধিজীবীদের ভাবমূর্ত্তি কলঙ্কিত করেছে।

একজন বিচারকের মন্তব্য: 'অধিকাংশ অভিনেতার উচ্চারণ ত্রুটি এতই প্রকট যে সন্দেহ হয় তারা বাঙালী কিনা।'—'বিচারক' বাবুটি 'নান্দীকার'সহ ক'লকাতার পেশাদার মঞ্চের নাটক তো দেখেন? তাদের বিকৃত উচ্চারণ সম্পর্কে এমন মন্তব্য কখনও করেছেন? আর লখনৌতে তাঁদের থেকে বেশী সমঝদার দর্শক নেই, তাঁরা উচ্চারণ ত্রুটী ধরতে পাবেন না এমন ধারনাই বা তাঁর হলো কেন? আসলে যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

অন্য 'বিচারকটি' সমাজ-জীবন সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা নির্মোক করে ফেলেছেন। একটি নাটকের কোনও দৃশ্যে বাবা মেয়েকে পতিতাবৃত্তিতে প্ররোচিত করছে দেখে ইনি বিক্ষুব্ধ হন এবং মন্তব্য করেন এমন অবাস্তব ঘটনা তিনি কখনও শোনেননি। তা না শোনবারই কথা, যাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সাধারণ মানুষের কোনও যোগাযোগ নেই তারা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্কটের সন্ধান পাবে কি ভাবে? দেশকে দেখার, দেশের মানুষকে চেনার জন্য যে চোখ আর হৃদয় মস্তিষ্কের প্রয়োজন তা ১৯৭২ সালেই, স্বদেশ ও বিদেশের দুই 'নিরাপদ' স্থানে গাচ্ছিত রেখেছেন। এখন যা দেখছেন ও বুঝছেন তা তো ধারকরা চোখ আর হৃদয় মস্তিষ্ক দিয়ে—তাদের নিয়ন্ত্রণ করে দূরের অন্য কোন সূত্র। ইনি নাটকের সংলাপে অশ্লীলতা (শালা! কথাটিতেই আপত্তি) আবিষ্কার করেও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। নাটকে অশ্লীলতা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়—তবে প্রয়োজনে যদি শালা' ব্যবহার হয় তবে তা অমার্জনীয় নয়। নাটক সম্পর্কে যার স্পষ্ট কোনও ধারনাই নেই তার মুখে এই মন্তব্য অর্বাচীনতারই নামান্তর নয় কি? আলোক সম্পাত সম্পর্কে ইনি বিশেষজ্ঞের ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁর মতে

আলোর খেলা নানান নাটকে দেখান হয়েছে—যা আলোর বা রঙের অভিব্যক্তি সম্পর্কে প্রযোজকদের জ্ঞানের অভাব সঞ্জাত। এ মন্তব্য নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, তবে ত্রুটিগুলো দেখিয়ে বা আলোচনা করলে নাট্যকর্মীরা উপকৃত হতেন। আসলে, বিচারকগিরির সঙ্গে সঙ্গে এরা সদ্য প্রকাশিত একটি নাট্য বিষয়ক গ্রন্থের ক্যানভাসিংও করেছেন লক্ষনৌ-এ। তারই ক'পাতা পড়ে নিজেকে বিদ্যাদিগ্‌গজ ভেবে ফেলেছেন। একটা প্রভাকশন মঞ্চস্থ করার জন্য পরিচালক ও তাঁর সহকর্মীরা যতটা ভাবনা চিন্তা করেন, 'বিচারক' মশাই তাঁর সারা জীবনে ততটুকু ভেবেছেন অথবা ভাববার চেষ্টা করেছেন?

ভারতবর্ষ জুড়ে যারা প্রগতিবাদী নাটক করছেন তাদের একঘরে করার জন্য 'মহামান্য সরকারে কাছে Single fare double Journey' প্রত্যাহার করার আবেদনের মধ্য দিয়ে বিচারকটি নিজের শিবির প্রকাশ করে ফেলেছেন। বেঙ্গলী ক্লাবের স্যুভেনীর (১৯৭৪) সাক্ষী—এই নাট্য প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্য একটি মহল আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বিচারকটি তাদেরই প্ররোচনায় উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন—এ বিষয়ে নাট্যকর্মীদের কোনই সন্দেহ নেই। সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানিয়ে দেওয়া ভালো তাদের এই অপচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করার মতো যথেষ্ট মানসিক বলের অভাব ভারতবর্ষের সংগ্রামী নাট্যকর্মীদের হবে না। আগামী দিনের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে।

ক'লকাতার বিচারকদের জন্য এবার কত টাকা খরচ হয়েছে তার এক হিসাব দাখিল করেছেন লখনৌবাসী এক বন্ধু। এঁর হিসাব মতো এক মাসে বিচারক পিছু খরচ ৮০০ থেকে হাজার টাকা। এঁরা প্রথমে ৫ দিন শহরের এক সেরা হোটেলে ছিলেন—তারপর ক্লাবের অন্যতম সদস্যের বাড়ীতে। দাড়ী কামান, লণ্ড্রীর বিল এমন কি ভিটামিনের ট্যাবলেটের টাকাও ক্লাবকে মেটাতে হয়েছে! বন্ধুটি আরো জানাচ্ছেন: একজন বিচারক বক্তৃতাকালে ভুল ও জড়তাপূর্ণ উচ্চারণ এবং লখনৌ-এর নাট্য প্রযোজনা ও দর্শক সম্পর্কে অজ্ঞানতাপ্রসূত মন্তব্য করে দর্শকদের ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করেন। এদের সমালোচনা আগাগোড়াই ধ্বংসাত্মক, ত্রুটি খুঁজেছেন অনন্ত আগ্রহে, অথচ সংশোধন করার তাগদ ছিলোনা—সমাধানের পথ নির্দেশ করার মতো বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও রাখতে পারেন নি। পারার মতো যোগ্যতাও তাদের ছিলনা।

লখনৌ তথা উত্তর প্রদেশের দর্শকের কাছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সেরা নাট্য-ফসল তুলে ধরে বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি যে ঐতিহাসিক ভূমিকা

পালন করে চলেছেন তাকে কলঙ্কমুক্ত করার তাগিদেই আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সমালোচনা প্রকাশ করতে হলো। আমরা আশা করবো আগামী দিনে বিচারক সঙ্কটমুক্ত আয়োজক সংস্থা দৃঢ় পদক্ষেপে ও নির্দ্বিধায় ইপ্সিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে চৌর্যবৃত্তি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাদেমী

সেগুন বাগিচা। রমনা। ঢাকা। ফোন ২৮০১৩৫

[রাধারমন ঘোষকে লেখা]

সুজনেষু

শুভেচ্ছা জানবেন। দুঃখজনক হলেও অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, শারদীয় "অভিনয়"এ প্রকাশিত আপনার নাটক "যদি আমি কিন্তু আমি" এবং শ্রীপ্রবীর দত্ত রচিত "সারি সারি মৃতদেহ" নাটকটি একত্রিত করে একটি নাটক হিসেবে ঢাকায় "বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী" আয়োজিত দিনকতক আগে একটি নাট্যোৎসবে স্থানীয় একটি নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়ের নামে "চুপ সত্যি বলছি" শিরোনামে মঞ্চস্থ হয়। ব্যাপারটা আমাদের গোচরে আসার দরুণ আপনাকে জানাতে চেষ্টা নিলুম। যা'হোক এ চিঠি পেয়ে আশা করি আপনি আমাদের অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কিছু একটা অভিমত সহ আপনার বক্তব্য জানাবেন।

ধন্যবাদান্তে,

১।৩।৭৩ আবু বাকার (ঢাকা)

শ্রীঘোষ চিঠিটি আমাদের কাছে দিয়ে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করার অনুরোধ জানান। বিশদ বিবরণ জানতে চেয়ে শ্রীআবু বাকারকে লিখিত 'অভিনয়' সম্পাদকের চিঠির জবাবে শ্রীবাকার জানালেন :—

'... সমর চট্টোপাধ্যায়ের রচনা বলে প্রচারিত "চুপ সত্যি বলছি" নাটকটি মূলতঃ রাধারমণ ঘোষ প্রণীত "যদি আমি কিন্তু আমি"এর কাঠামোয়, প্রবীর দত্ত প্রণীত "সারি সারি মৃতদেহ"কে বেক্‌'াস ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনার শারদ সংখ্যা "অভিনয়" এর পৃষ্ঠানুযায়ী "চুপ সত্যি বলছি" নাটকটি দাঁড়ায়

মোটামুটি এই রকম :—

শুরু—যদি আমি কিন্তু আমি। পৃষ্ঠা ৭৫৪ থেকে ৭৫৭ পৃষ্ঠার শ্রাবণী :—
"না কোত্ত করছিনা। ... লক্ষ্যে পৌছতে পারবোতো!"

মধ্যখানে—সারি সারি মৃতদেহ। পৃষ্ঠা ৬৪৬ থেকে ৬৬৩ এর মন্ত্রী : "হ্যাঁ, মহারাজ, আমরা সম্পূর্ণ রাহুমুক্ত ... ওরা একটা ক্লীব।—জয় মহারাজের জয়।"

পরে—যদি আমি কিন্তু আমি। পৃষ্ঠা ৭৬৯ এর সুধাংশু : "এটাতো একটা পেতলের প্রদীপরে! ... ৭৭১ পৃষ্ঠার সত্যজিত : "আমার" এবং শেষে ৭৭৭ পৃষ্ঠায় সাত্যকি : 'প্রমীলা প্রমীলা কোথায় তুমি প্রমীলা?" থেকে নিয়ে ৭৮৯ পৃষ্ঠার পত্তিতুণ্ডী : "তাহলে এসো ... গর্জে উঠি, মৃত্যু ভয় পাক, লুপ্ত হোক, নিশ্চিহ্ন হোক।"

এই ভাবেই "চুপ সত্যি বলছি" নাটকটিকে শেষ করা হয়েছে, শুধু "যদি আমি কিন্তু আমি'র নাটক" এর জায়গায় বলা হয়েছে—"চুপ সত্যি বলছি" নাটকের একটি চরিত্র ... (অমুক)।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখছি আমি ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীরাধারমণ ঘোষকে যখন চিঠি লিখি তখন শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবীর দত্তকে আলাদা ভাবে চিঠি দেই। কিন্তু আজো তাঁদের কোন উত্তর পাইনি। যা'হোক আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানাতে পারলে, বিশেষতঃ সমর চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আলাপ করলে,—আমি খুশী হবো। এদিকে উৎসবের পর পরই সংশ্লিষ্ট নাট্য গোষ্ঠীর সম্পাদক "চুপ সত্যি বলছি" এর নির্দেশক শ্রীপরেশ আচার্জীর সাথে দেখা করলে, তিনি জানিয়েছিলেন; নাটকটি তিনি সমর চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন এবং সেটা নাকি তাঁরই কোন ফিচার (?) থেকে নাট্যরূপ করা! যা'হোক, প্রসঙ্গটা আর বাড়াচ্ছি না!"

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায় (খলিসানী, ব্রাহ্মণপাড়া। চন্দননগর) জানাচ্ছেন : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাদেমী আয়োজিত নাট্যোৎসবে বাংলাদেশের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গোষ্ঠী কর্তৃক ২৪-২-৭৬ তারিখে অভিনীত 'চুপ সত্যি বল'ছি' নাটকটি আমার রচনা নয়। সংস্থার পক্ষ থেকে নাটকটির নাট্যকার রূপে আমার নাম জড়িয়ে যে প্রচার চালান হচ্ছে তা সর্বৈব অসত্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। [৭-৪-১৯৭৬]

উল্লেখিত অভিযোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থার (প্রতিদ্বন্দ্বী) বক্তব্য জানতে চেয়ে 'অভিনয়'-এর পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়। সংস্থার কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সম্পর্কে কোনও আলোকপাত না করে বাংলাদেশের থিয়েটারের স্বার্থে (!) পত্রটি

প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও নাট্যকর্মীদের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা পত্রটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আমরা আশা করবো ভবিষ্যতে এপারের বা ওপারের কোন প্রতিষ্ঠাকাঙ্খী নাট্যকার/পরিচালক এ ধরণের হীন মনোবৃত্তির শিকার হবেন না।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার কাজী জাকির হাসান এই একই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র দিয়েছেন। তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিষয়ঃ 'নাট্য অঙ্গন'-এর সঙ্কট

পৌরসভার এক অত্যুৎসাহী আমলা শুধু শিল্পঘাতী ভূমিকা পালনই নয়, নাট্যকর্মীদের অর্থাভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে প্রাণঘাতী মস্করাও করে চলেছে অনাবিল আনন্দে।

গত ১৫ই মার্চ ('৭৬) অমৃতবাজার পত্রিকায় AMATEUR DRAMA UNITS MAY GET TAX RELIEF শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয় "The Municipal Affairs Department of the W. B. Govt is at present considering a proposal to waive the Corporation Tax for the benefit of the amateur dramatic units of the State, it is reliably learnt" (By a Staff Reporter)। এপ্রিল মাসেই কর্তৃপক্ষ সগর্বে ঘোষণা করেছেন ১৯৭৬-৭৭-এ তাঁরা অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির কাছ থেকে অন্ততঃ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা নাট্যকর বাবদ আদায় করতে পারবেন!

আরো নির্মম রসিকতার সাক্ষী মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু প্রগতিশীল যুবকদের আক্ষরিক অর্থে বুকের রক্তে গড়া থিয়েটার লাইব্রেরীর নবতম সৃষ্টি 'নাট্য অঙ্গন'।

১৯৭৫-এর ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে পৌর বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠটি শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে থিয়েটার লাইব্রেরীকে ব্যবহারের অনুমতি দেন ডেপুটি কমিশনার। প্রথমে ২ মাসের চুক্তিতে, পরে যথাক্রমে ৩ মাস, ৪ মাস ও দেড় বছরের (ডিসেম্বর, ১৯৭৫) মেয়াদে। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী ১০০ টাকা জমা রাখা হয়েছে এবং ইলেকট্রিকের বিল বাবদ প্রাপ্য টাকা যথা সময়ে মেটান হয়েছে।

এ পর্যন্ত ট্রেড লাইসেন্স অথবা অন্য কোনও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ করের দাবী কর্তৃপক্ষ করেননি।

২০শে মার্চ কোনও কারণ না দেখিয়েই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বাদল সরকারের চাঁদের নাটক শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে বিদ্যুতের কানেকশান দিতে অস্বীকার করলে সেদিন হ্যাজাক জ্বালিয়ে অভিনয় করা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই স্থানীয় প্রশাসন সংস্থা পরিচালককে ডেকে পাঠিয়ে নানান অবান্তর প্রশ্ন করার পর জানান তাঁদের বামপন্থী পরিচয় থাকার কারণে তাঁদের মঞ্চ কোন বিশেষ মহলের রোষের শিকার হয়েছে।

বিদ্যুত সংক্রান্ত ব্যাপারের সুমীমাংসা হয় ২৪ শে এপ্রিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে তিল তিল করে অর্থ সংগ্রহ করে থিয়েটার লাইবর একটি মঞ্চ তৈরী করেছেন যেটি ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৭৬) সন্ধ্যায় মঞ্চের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উৎসবে উদ্বোধন করেন নাট্য আন্দোলনের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী।

২০ শে মে পৌরসভার এক প্রতিনিধি ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত ব্যাপারে সংস্থা পরিচালককে পৌরভবনে যেতে নির্দেশ দেয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ অবশ্য জানায় এ ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। শেষতম আঘাতটি আসে থিয়েটার বিভাগ থেকে। এদের মুখপাত্র ২১-৫-৭৬ তারিখে দাবী করেছে ইতি-মধ্যে যে কদিন অভিনয় হয়েছে তার প্রত্যেকটির জন্য ৫০ টাকা হিসাবে ৫ হাজার টাকা পৌর নাট্যকর অবিলম্বে জমা দিতে হবে। এই মুখপাত্রের ধারণা অনুযায়ী কোনও খোলা জায়গায় তিন জনের বেশী লোক জমায়েত হয়ে নাটক করলে তা নাকি পৌর নাট্যকরের আওতায় পড়ে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে তিনি যে মন্তব্যগুলি করেন সেগুলি খুবই অপমানকর।

মুখপাত্রটির অযৌক্তিক দাবী মেনে নিলেও প্রশ্ন ওঠে পেশাদার মঞ্চগুলি যখন বছরে সর্বোচ্চ ১৬০০ টাকা কর দিয়ে সপ্তাহে ৫টি শো করার অধিকারী তখন ছেঁড়া চটের ওপর বসে ২৫০ লোক ১৯ পয়সায় নাটক দেখলে তার জন্য অনুষ্ঠান পিছু ৫০ টাকা কর চাপান হবে কোন যুক্তিতে? এটা কি জুলুমেরই নামান্তর নয়? তাছাড়া, থিয়েটার সেন্টারে অভিনয়ের জন্য যদি ১০ টাকা নাট্যকর নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় তবে এ ক্ষেত্রেই বা তা করা হবে না কেন?

মঞ্চটি বন্ধ করে দিলে সংস্থার কর্মীরা ইতিমধ্যে ধার-দেনা করে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ বাবদ যে ৭ হাজার টাকা খরচ করেছেন—এ টাকা কে পরিশোধ

করবে? পৌর কর্তৃপক্ষ, যারা দেড় বছরের চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেছেন তাঁরা কি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন? যদি এড়িয়ে যান, তাহলে ভবিষ্যতে তাঁদের লিখিত চুক্তিতেও কি সাধারণ মানুষ ভরসা করতে পারবেন?

মঞ্চটি চালু হলে স্বাভাবিক ভাবেই পৌরসংস্থা তাদের নির্দ্ধারিত হারে এখান থেকে কর সংগ্রহ করতে পারবে। তড়িঘড়ি পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহের লোভে অতি উৎসাহী কর্তা ব্যক্তিটি কি স্বর্ণ-ডিম্ব প্রসবিনী হাঁসটিকে সজ্ঞানে হত্যা করছেন না? মুনাফা করার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্পপতিরা যখন ব্যবসা ফাঁদে তখনও তো সরকার তাদের ৫ বছর বিক্রয় কর মকুব করে—শিল্প সংস্কৃতির প্রসারে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এই সামান্য প্রেরণাটুকু দিতে কার্পণ্য করছেন কেন?

তবে কি নাট্যকর্মীরা বিশ্বাস করবে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে দেড় কাটা জমিদান শুধুই প্রহসন? আসল উদ্দেশ্য ছলে-বলে-কৌশলে মঞ্চ তথা সংস্কৃতি ক্ষেত্রের প্রগতি রুদ্ধ করা?

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে

[অপসংস্কৃতির প্রচারে কায়েমী স্বার্থের প্রচেষ্টার বিপ্রতীপে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার সচেতন নাট্য দর্শক ঘৃণার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। নীচের ইস্তাহারটি তারই পরিচয় বহন করে।]

বন্ধুগণ,

আমরা গভীরভাবে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছি এ কথা জেনে যে হিজলীর (I I.T র) স্টাফ ক্লাবের মত একটি সংস্থা 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নলজি'র (I I.T) মত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে '—' নামক এক অশ্লীল নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেছেন।

অবক্ষয়, হতাশা এবং যৌনতা আজ যে সব মুষ্টিমেয় নাটককে গ্রাস করে চলেছে '—' সেই রকম একটি যৌনসর্বস্ব বিবরাশ্রিত আত্মহননকারী নাটক।

যে নাটকের প্রচারসম্বল একটি অর্দ্ধ উলঙ্গ নারী, সেই রকম একটি নাটক সংস্কৃতবান হিজলীতে হয় কি করে? কুষ্ঠব্যাধির মত পচা দুর্গন্ধময় যৌনতা শিল্পের সম্মান পায় কি করে? শিশির-অর্দ্ধেন্দু-বিজনের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত বাংলা থিয়েটারের উত্তরাধিকার কি ওই বারবনিতার দেহটা?

এই নাটকের বিরোধিতা না করাকে আমরা অপসংস্কৃতির নির্লজ্জ নপুংসকতা মনে করি।

আমরা নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী সংস্থাগুলি এই নাটকের বিরুদ্ধে আমাদের অপরিসীম ঘৃণা ও ক্রোধ ব্যক্ত করছি এবং অবিলম্বে এর অভিনয় বন্ধ করার অনমনীয় দাবী জানাচ্ছি।

'স্পার্টাকাস'-এর মত উচ্চমানের দলগত অভিনয় সমৃদ্ধ প্রগতিশীল নাটকের টিকিট বিক্রি করেও, সেই নাটক বন্ধ করে "—" মঞ্চস্থ করার হীন মানসিকতার প্রতি ঘৃণার বজ্রমুষ্টি নিক্ষেপ করছি।

জনগণের কাছে আবেদন, আপনারা কোন রকম ভাবেই এই নাটকের টিকিট কেটে ওপেন এয়ার থিয়েটারকে নরকে পরিণত করবেন না। এই অসুস্থ নাটকের সরাসরি বিরোধিতা করে নগ্নতার সোমরস বিতরণ বন্ধ করুন ও অপসংস্কৃতির কবল হ'তে খড়্গপুরকে বাঁচান।

অভিনন্দনসহ

অশোক মাইতি, মিলেনিয়াম। অমরেন্দ্রনাথ দাস, আপনজন (ইন্দা)। নিমাই সরকার, তরুণ সংঘ। বেলা চক্রবর্ত্তী, দিপালী ভৌমিক, মহিলা সাংস্কৃতিক সংস্থা। নীলরতন পাল, খড়্গপুর শরৎ জন্মশতবার্ষিকী কঃ। প্রশান্ত ব্যানার্জী, বিমল জানা, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন। বিমল চ্যাটার্জী, তরুণ দাস, গণতান্ত্রিক যুব সংগঠন। ভূষণচন্দ্র মণ্ডল, মেদিনীপুর জেলা শরৎ জন্ম-শতবার্ষিকী কঃ। অজয় চক্রবর্ত্তী, পথিকৃৎ। পরিমল মজুমদার, শিল্পায়ন। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয় সংঘ। বলাই চট্টোপাধ্যায়, প্রান্তিক। সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। নটনীড় ইন্দা। নিমাইচাঁদ পাল, সবুজ সংঘ। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব-সম্প্রদায়। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সান্ধ্য মজলিস। আর, কে, চক্রবর্ত্তী, ইঙ্গিত। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগতি সংঘ। অশোক দে, তরুণ সংঘ।

'অভিনয়' সংবাদ

'অভিনয় পুরস্কার' বিতরণ ও গুণীজন সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান

আড়ম্বরের ঘনঘটা নয়, আন্তরিকতা স্নিগ্ধ পরিবেশে বাংলার নাট্যকর্মী ও নাট্যামোদীদের সাগ্রহ উপস্থিতিতে 'অভিনয় পুরস্কার' বিতরণ ও গুণীজন সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠিত হলো গত ২৬ জানুয়ারী সকালে মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ে। সমবেত কণ্ঠে 'এসো মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার' গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন গণনাট্য ইসক্রার সদস্য শিল্পীরা। বিশ্বজনতার সংগ্রামী শিল্পী পল রোবসনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করার পর 'অভিনয়' সম্পাদক সমাগত অতিথিবৃন্দ ও নাট্যকর্মীদের স্বাগত জানান। অনুষ্ঠান সভাপতি রূপে বরণ করা হয় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে, কৃষ্ণ ধর এবং পশুপতি চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করেন। পুষ্প-চন্দনে সম্বর্দ্ধনা জানান হলো লোকনাট্যগুরু ব্রজেন্দ্র কুমার দে, অমরেন্দ্র-জীবনীকার হরীন্দ্রনাথ দত্ত, নাট্যগবেষক শঙ্কর ভট্টাচার্য ও শিশির বসুকে।

সম্বর্দ্ধিতজনদের পরিচিতি দান প্রসঙ্গে নাট্যকার কৃষ্ণ ধর বলেন: সমাজ বাস্তবতাকে দেশের অগণিত মানুষের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় পালা-সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। যাত্রার উত্তরণে সঠিক ও অগ্রণী ভূমিকা সনিষ্ঠভাবে পালন করে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন, নবযুগের সূচনা করেছেন, যে যুগ আগামী দিনে তাঁরই নামে পরিচিত হবে। হরীন্দ্রনাথ দত্তের বহুবিধ কর্মধারা সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি মন্তব্য করেন,— সুপরিণত বয়সেও সংস্কৃতিলোকের সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় যোগ, তা তরুণদের কাছে আরো involvement দাবী করার প্রেরণা দেয় আমাদের। বাংলা নাটকের সঠিক ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে শঙ্কর ভট্টাচার্য ও শিশির বসুর আন্তরিক প্রয়াসকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে আগামী দিনে তাঁদের প্রচেষ্টার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি মন্তব্য করেন: শিল্প সংস্কৃতির মুখপত্র হিসেবে আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থার ভূমিকা আগামী দিনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাছে পথনির্দেশ হয়ে থাকবে। 'অভিনয়' পুরস্কারের

কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীদের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিতে 'সমাজ'-এর যখন বেদনাদায়ক ইতস্ততা, তখন 'অভিনয়'-এর এই শুভপ্রচেষ্টাকে আমরা অকুণ্ঠ সাধুবাদ না জানিয়ে পারিনা।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ও শ্রীধরের বেদনার রেশ টেনে বলেন : এই সমস্ত শিল্পী-গবেষকদের কাজ সহজতর করার কোনও প্রয়াস আমাদের সমাজে দেখছি না। জানিনা, কবে এঁরা অন্নচিন্তার ব্যস্ততার বাইরে এসে এ ধরণের সংস্কৃতি-মূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এককালে অপাংক্তেয় যাত্রার বর্তমান রূপ ও স্বীকৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

'অভিনয়' সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বর্দ্ধনাপত্রগুলি পাঠ করার পর সেগুলি ব্রজেন্দ্রকুমার দে, হরীন্দ্রনাথ দত্ত, শঙ্কর ভট্টাচার্য ও শিশির বসুর হাতে তুলে দেন সভাপতি কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে লোকনাট্য-গুরু ব্রজেন্দ্রকুমার দে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন : যাত্রাজগতের কিছু শিল্পী তাঁদের সম্রাটের মাথায় তাজ পরিয়ে সম্বর্দ্ধিত করেছেন কয়েকদিন আগে। নাট্য-কর্মীদের মুখপত্র 'অভিনয়' সেই তাজের উপর আজ কোহিনূর বসিয়ে আমাকে এক অভাবনীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন। জীবন সায়াহ্নে প্রাপ্ত এ সম্মানের মর্যাদা রক্ষা করতে আমি আগামী জন্মেও এই বাংলার মাটিতেই দরিদ্র পালা-কাররূপে জন্মগ্রহণ করতে চাই! নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন : আমি শিক্ষকতা ও পালাকারের দ্বৈত ভূমিকায় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে চেষ্টা করেছি—আজও করছি।

হরীন্দ্রনাথ দত্ত অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করে বলেন : সেকালের অভি-নেতৃরা কি নিদারুণ ত্যাগ স্বীকার করে বাংলা মঞ্চকে তিল তিল করে তিলোত্তমা করেছেন তা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াতে হয়। আজকের তরুণ নাট্যকর্মীরা তাঁদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের কর্মধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহী জেনে তিনি আনন্দপ্রকাশ করেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন : বাংলার মঞ্চের প্রতি ভালবাসাই তাঁকে ইতিহাস রচনায় প্রেরণা দিয়েছে, ব্যক্তিগত কোনও উচ্চাশা অথবা অর্থলালসা নয়।

শিশির বসু নাট্যগবেষকদের বিভিন্ন অসুবিধার উল্লেখ করে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেন : এদেশে কায়েমী স্বার্থের কাছে দাসখত লিখে না দিলে স্বীকৃতি পাওয়া দুষ্কর। 'অভিনয়'-এর প্রতি তাঁর দুর্বলতার উল্লেখ করে তিনি বলেন

তাঁর ধারাবাহিক রচনা 'বিলুপ্ত নাট্যশালা' প্রকাশ করে 'অভিনয়' তাঁকে নাট্য-কর্মীদের কাছে পরিচিত করেছে।

শঙ্কর ভট্টাচার্য স্বল্প বক্তব্যে পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের স্মৃতি অমলিন রাখার উদ্দেশ্যে আগামী দিনে সঠিক ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি দেন।

সভাপতি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এরপর ১৯৭৫-এ অপেশাদার মঞ্চে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য 'অভিনয় পুরস্কার' বিতরণ করেন। পুরস্কার পেলেন: চেতনা, পঙ্কজ মুন্সী, নবেন্দু গুপ্ত, বেলা সরকার, কৌশিক সান্নাল, দ্বান্দ্বিক (হাওড়া), মনোরঞ্জন ঘড়া ও দীপক সেন। পুরস্কার প্রাপ্তদের দর্শকরা বিপুল করতালিতে অভিনন্দিত করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: অতীতকে অবজ্ঞা করে অথবা তাকে অবলুপ্তির অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে বর্তমানের সঠিক মূল্যায়ন কখনই সম্ভব নয়—এই সত্যটা 'অভিনয় ভায়ারা' উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীই আমাকে 'অভিনয়'-এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আরও আশান্বিত করেছে। এদের প্রচেষ্টায় কোনও খাদ নেই। আজকের অনুষ্ঠানে এসে, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ব্রজেনবাবু এবং হরীন্দ্রনাথ দত্তের সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তিতে দ্বান্দ্বিক (হাওড়া) পরিবেশন করে অচিন্ত্যকুমার চৌধুরী রচিত ও নির্দেশিত 'বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন'। ১৯৭৫-এর মফঃস্বল বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার প্রাপ্ত এই নাটকটি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্যের জন্য যাঁরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁদের সকলের নাম সীমিত পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ৺ব্রজেন্দ্র কুমার দে, হরীন্দ্রনাথ দত্ত, শঙ্কর ভট্টাচার্য, শিশির বসুর সঙ্গে তড়িৎ চৌধুরী (রূপদক্ষ), গণনাট্য (ইসক্রা শাখা), প্রলয় শূর, দ্বান্দ্বিক, মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়, একটি দল, তরুণ দে, রথীশ সাহা, রমা চট্টোপাধ্যায়, আইভি ও ডালিয়া সাহার নাম অবশ্যই উল্লেখ্য।

অভীপ্সিতপ্রসাদ

অবেক্ষণ ॥ শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' আমাদের গ্রাম্য-সংস্কার ও লজ্জাকর জাতিভেদ প্রথার এক জলন্ত সাক্ষী হয়ে আছে। এই অমর ছোটগল্পটি নানা নাট্যগোষ্ঠী নাটমঞ্চে তুলে ধরেছে—শরৎ-শতবর্ষ-পূর্তির শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ একাঙ্ক বা পূর্ণাঙ্গরূপে। 'অবেক্ষণ' গোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ-প্রযোজনায় নাট্যরূপ ও নির্দেশনার কৃতিত্বে ছিলেন মানবেন্দ্র গোস্বামী, বলিষ্ঠ গণনাট্যকর্মী। এই সত্তরের দশকেও জাতিভেদ-বিদ্বেষের tradition যখন সমানে চলেছে, তখন শোষিত অভাগীর স্বর্গান্ধতা ও অত্যাচারিত কাঙালীর অসহায়তার মাঝে যুগোচিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ স্পৃহার দর্পটিকে মিশিয়ে দিতে পারলে পুরাতন কাহিনীর নবীন ভাষ্যকার হিসেবে নাট্যকারের একটা বাড়তি মর্যাদা প্রাপ্য হতো। কিন্তু অভাগীর আগুন পাবার অভিলাষটিকে বারংবার শুনিয়ে নাটকের মূল সুরটিকে অতীতেই আবদ্ধ রেখেছেন তিনি। তাই 'লাঙল যার, জমি তার'—এর বিদ্রোহ-চেতনার যুগে অতি সহজেই রসিক-কাঙালীর গাছের অধিকারটা হারিয়ে গেলো।

নাটকে আলোর চমক দর্শকের হাততালি কেড়েছে। জমিদার গৃহিণীর স্বর্গারোহণ দৃশ্যটি বা মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের ওষুধ আনতে কাঙালীর ছোটবার দৃশ্যটি ভোলবার নয়। শ্রীপতি দাসের শব্দপ্রক্ষেপণ ত্রুটিমুক্ত ছিলো না। মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনা কিশলয় সেন ও দিলীপ ব্যানার্জীর কণ্ঠযোগে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো। সন্তোষ দেবনাথের কাঙালীচরণ ও সবিতা রাহার অভাগী স্মরণীয় চরিত্র-সৃষ্টি। তবে আলোর সহায়তায় যে দৃষ্টিনন্দন দৌড় দৃশ্যের গঠন, আলোকের বাইরে এসে কাঙালী শ্বাস-ক্লান্তির মধ্যে দিয়ে তার শ্রমের রেশটা ধরে রাখতে পারেনি। এছাড়া অমিয় মজুমদার, সীমা বসু, সুনীল মুখার্জী ও স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভালো অভিনয় করেছেন।

রূপদক্ষ ॥ শরৎ-শতবার্ষিকীর বিশেষ 'রূপদক্ষ' প্রযোজনাও 'অভাগীর স্বর্গ'। এখানে সত্যেন চৌধুরীর নাট্যরূপে অভাগীর স্বর্গারোহণের আকাঙ্ক্ষাটি বাঞ্ছিত তীব্রতার সঙ্গে অঙ্কিত না-হওয়ায় শিশু-শিল্পীটির বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও কাষ্ঠাহরণে কাঙালীর ব্যর্থতার জ্বালাটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। অভাগী-

ভূমিকার শিল্পীর কণ্ঠটিও বড়ো কমজোরী। তবে অভিনয়-আদি আঙ্গিকে এ নাটকে দক্ষতার স্পর্শ আছে। পরবর্তী কোনো সুযোগে নির্দেশক তড়িৎ চৌধুরী, অভিনেতা মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আগ্রহী রইলাম।

শৌভনিক॥ মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ের নিজস্ব সংস্থা 'শৌভনিক' সুযোগের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সস্তায় কিস্তি মাৎ করার লোভ ছাড়তে না-রাজ। তাই নির্মল' হাসির 'ছুটির ফাঁদে'র সূত্র ধরে আবার সমরেশ বসুর নাম-চমক ব্যবহার করলো 'বি, টি, রোডের ধারে' মঞ্চায়নের মারফৎ। বস্তী-জীবনের কেচ্ছা ও বাউণ্ডুলেপনার পাশাপাশি বাড়ীওয়ালা ও বিরিজমোহনের মামুলী লড়াই মার্কা এমন একটা নাটকের জন্য নাট্যকার-নির্দেশক অসিত ঘোষের পক্ষে অন্যের গল্প-অবলম্বনের প্রয়োজন ছিলো বলে মনে করিনা! প্রযোজনা ক্ষেত্রে আলোর কিছু ভালো কাজ আছে, মঞ্চটও দাবী মতো, দিলীপ রায়ের সঙ্গীত পরিচালনা, বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলীর নৃত্য-পরিচালনায়ও নৈপুণ্য কম নয়। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের সংঘর্ষের একটা ভূমিকা তৈরী করে নিয়ে এ কাহিনী অপরুচির প্রশ্রয়েই ঝোঁক দেখায়। তবু নাটকটার শেষ দৃশ্য পর্যন্ত বসে থাকতে হয়—প্রদীপ ভট্টাচার্য, নির্মল কংসবণিক, কাশীনাথ হালদার, শক্তিদাস ঠাকুর, বিমলেন্দু মজুমদার, অমল মুখার্জ্জী, আলপনা সেনগুপ্তা, কমলা ব্যানার্জী, সোনালী দাস, এবং বুলবুল চৌধুরীর আন্তরিকতা মাখা অভিনয় গুণে। সম্প্রতি যাত্রা জগতের সঙ্গে যুক্ত কৃষ্ণ কুণ্ডুর এলোমেলো ভাবাভঙ্গী অবশ্য কম বিরক্তিকর ছিলো না। শৌভনিকের বয়স কম হলো না। এখনও যদি এরা সিরিয়াস নাট্যচর্চার কথা এড়িয়ে যান, তবে শনি-রবি ছুটির দিনের নতুন ভাগীদার তপন থিয়েটার তাদের বিপর্যয় বাড়িয়ে তুলবে—তাদের এতোগুলি দক্ষ শিল্পী-কলাকুশলী-নাট্যকার থাকা সত্ত্বেও।

কার্টুন থিয়েটার॥ এদের নবতম প্রযোজনা 'কাঠ-ঠোকরা', 'লুণ্ঠনের গল্প'-খ্যাত বীরেন চক্রবর্তীর এ নাটকটি কাঠের কারিগরদের ভাঙচুর-বিদ্রোহের যে সংকেত-চিত্র তুলে ধরতে চায়, তা পারিপার্শ্বিকতার বিরূপ আলোতে বুঝি স্পষ্ট সাবলীল চেহারা নিতে পিছপা থেকেছে প্রায়শ। নির্দেশক কমল ঘোষ-দস্তিদার ও তাঁর বলিষ্ঠ সঙ্গী-সহযোগীরা তথা নাট্যকার প্রযোজনাটিকে দর্শকের কাছে আরও সহজগ্রাহ্য করে তুলবেন—এই প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম।

সব্যসাচী॥ শরৎ-স্মরণে 'সব্যসাচী (নর্থ)' স্বাধীনতা-প্রসঙ্গে কথাশিল্পীর একটি সুন্দর উদ্ধৃতি প্রচার করেছে: "স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নাম মাত্রই নয়।

দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই তো একে ভিক্ষার মতো পাওয়া যায় না—এর মূল্য দিতে হয়। ...” কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন—“We want to serve our country, and all depends on how much they will give us”. — অদ্ভুত! যাহোক, সব্যসাচী প্রযোজিত ‘বিজয়া’ নাটকটিও দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। পরিচালক শম্ভু মুখার্জীর রাসবিহারী, চন্দন দাশগুপ্তের পরেশ, শিবশঙ্কর ঘোষালের দয়াল বেশ স্বচ্ছন্দ। কৃষ্ণা চৌধুরী, সতী দাশগুপ্তা, কমলা মুখার্জী, বাণীকুমার সেন, গোবিন্দ চৌধুরী, নন্দদুলাল ঘোষ, সুনীল মুখার্জী, পঞ্চানন সাউ, বিপদভঞ্জন ঘোষ, বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত, অশোক চ্যাটার্জী, সুরেন্দ্র নাথ উপাধ্যায় প্রমুখের প্রয়াসও আন্তরিক।

শৌভিক সাঃ চক্র॥ ‘শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র’ ও ‘ঐকতান গোষ্ঠী’ একই সন্ধ্যায় আগে-পরে মঞ্চস্থ করলো যথাক্রমে ‘আব্রু’ ও ‘নন্দলাল’। প্রথমোক্ত নাটকটিই অভিনয় ও প্রয়োগে উল্লেখ্য। বিশেষ করে নট-নাট্যকার-নির্দেশক গৌতম মুখার্জী ভণ্ড শিল্পীর প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি-কুকুরবৃত্তির এক দুঃসাহসী ছবি এঁকেছেন—দক্ষ অভিনয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাঠামো ও তার বিদ্রোহী পরিবারগুলির আত্ম-ত্যাগের সংগ্রামের আভাসটাও পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রতারণার আব্রু হিসেবে শ্রমিকের বক্তব্য পতাকাটির নির্বিচার ব্যবহারে নাট্যকারের সামাজিক নির্বুদ্ধিতার আব্রুটাই যে খসে পড়েছে। বস্তির মাথায় শ্বেত পাথরে ‘স্বর্গধাম’ লিখলেই যেমন বস্তি স্বর্গীয় সৌন্দর্যে ভূষিত হয় না, তেমনি ঐ পতাকা-ব্যবহারকারী মাত্রেই যে পতাকা-বিধৃত বৈপ্লবিক আদর্শের অনুগামী হতে পারে না,—এ কথাটা ভুলে গিয়ে শ্রীমুখার্জী হিজি-বিজি অনেক কিছুর সঙ্গে এই বৈপ্লবিক আদর্শেরও স্যাণ্ডার করে বসেছেন, তার প্রতি মানুষের অনাস্থা ও হতাশা জাগাতে চেয়েছেন!

পরিচায়ক॥ এরা সম্প্রতি রাধারমণ ঘোষের ‘হয়তো নয়তো’ মঞ্চস্থ করলেন। শোষণ মুখর শাসক কুল যে পুঁজিবাদ নামক দৈত্যেরই আত্মজ, একটা পরিহাস-মূলক আঙ্গিকে সেই কথাটাই তুলে ধরেছে এ পূর্ণাঙ্গ নাটক। শোষিতের মিলিত সংগ্রামে পুঁজিবাদের উচ্ছেদের কথাও এতে স্থান পেয়েছে। নট-নির্দেশক মহাবীর মুখোপধ্যায়, কলাকুশলী নারায়ণ ঘোষাল, শৈলেশ্বর দাস, স্বপন মুখোপাধ্যায়, রমলা মুখোপাধ্যায় এবং অভিনয়-শিল্পী দীপক দত্ত, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বপন দে, ললিত রক্ষিত, অরবিন্দ মাঝি, রতন বিশ্বাস এবং শ্যামলেন্দু বিশ্বাসের আগ্রহ-আন্তরিকতায় নাটকের স্থূল পরিহাসের অংশগুলিও উপভোগ্য হয়ে

উঠেছিলো। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য গতি ছিলো কম, আর কারো-কারো কণ্ঠস্বরে, চলা-ফেরায় কিছুটা আড়ষ্টতাও ছিলো।

দৃষ্টিকোণ ॥ এ সমাজে বড়ো হবার অসংখ্য ফিকির, তাই বড়োদের আশীর্বাণী নিয়ে যাত্রা করা সবসময় নিরাপদ হয় না—'দৃষ্টিকোণ' এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলো না। নইলে এবারের 'রবীন্দ্র পুরস্কারজয়ী' ফৌজদারী মামলার আসামী যে ব্যক্তি, তাঁরই এই ভুলবাক্যের অভিনন্দন সে কুড়োতো না: "দৃষ্টিকোণ-এর বার্ষিক উৎসবের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী যুক্ত হয়ে এবারের অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হওয়া স্বাভাবিক" তবে তাদের শরৎপ্রণাম 'চন্দ্রনাথ' এবং বার্ষিকী উৎসবের নৃত্য-নাট্য 'লোপামুদ্রা' শিল্পের আশীর্বাদ পেয়েছিলো—নট-নির্দেশক বিমলারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস মুখার্জী, প্রদীপ সেনগুপ্ত, বিনয় সর্বাধিকারী, কমলেশ মুখার্জী, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, নমিতা দাস, সবিতা রাহা, মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী, এবং দিপালী রায়, গায়ত্রী মিশ্র, সীতানাথ মজুমদার, তরুণ রায়, দীনেশচন্দ্র চন্দ, গোপাল রায়, সান্ত্বনা পাল, শুভ্রা চক্রবর্তী প্রভৃতির নিষ্ঠা-নৈপুণ্যে।

সায়ক ॥ এদের দ্বিতীয় প্রযোজনা 'ল্যাম্পপোষ্ট' তার প্রথম প্রযোজনা 'অভিশপ্তা'র তুলনায় আরও চেতনা-ভাস্বর। শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের নিষ্ক্রিয়তাকে আঘাতে আঘাতে সদর্থক ঐক্যে পৌঁছে দেবার দায়িত্বে সুস্থতা ও সংগ্রামের বিবেকরূপী ল্যাম্পপোষ্টই যেন সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তবে গান, ও অপঘটনের সাক্ষী-সূত্রধার—বেশী ল্যাম্পপোষ্টের বক্তৃতা আরও কমাতে পারলেই নাট্যগুণ বেড়ে যেতে পারতো। গল্পকার সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাটককার-নিয়ামক শিশির বসু কিন্তু জন-অরণ্যের গ্লানিটাকেই প্রশ্রয় দিলেন বেশী করে, মিলিত মানুষের অরণ্যভেদী দর্প সে তুলনায় প্রায় স্থানই পেলোনা নাটকে। সুন্দর নায়িকা-চরিত্রটি যার ওপর ভরসা করে উদয়ের পথের সন্ধান করতে চাইলো, আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে তারও কোনো প্রচেষ্টা দেখানো হলো না; তাই তার অপমৃত্যুটা অতো সহজ হতে পারলো। তবু সায়ক-শিল্পীদের বলিষ্ঠ টীমওয়ার্ক এবং মেঘনাদ ভট্টাচার্যের মঞ্চ, রতীন চক্রবর্তীর সুর, গোপাল দাসের আলো, শ্রীপতি দাসের শব্দ-প্রক্ষেপ ও বৈদ্যনাথ দাসের রূপসজ্জা প্রযোজনাটিকে রসমণ্ডিত করে তুলেছিলো।

ক্যালকাটা ইউনিক আর্ট থিয়েটার ॥ মঞ্চস্থ করলো রাধারমণ ঘোষের 'শতাব্দীর পদাবলী'। অভিনেতা কল্যাণ অধিকারীর নির্দেশনা, পিন্টু বসুর

আলো, মন্টু দাসের মঞ্চ, স্বপন মুখার্জীর সঙ্গীত, সুদীপ সেনগুপ্ত, শ্যামাদাস ব্যানার্জীর আবহ সঙ্গীত, রত্না সেনগুপ্তার কণ্ঠ, আর জয়ন্ত সেনগুপ্ত, নবেন্দু দাশগুপ্ত, প্রবীর ব্যানার্জী, অশোক নন্দী, পাপিয়া চ্যাটার্জী, পারুল বিশ্বাস প্রভৃতির অভিনয় শতাব্দীর পদাবলীকে ছন্দিত করে তুলেছিলো।

লাইমলাইট॥ ২ এপ্রিল ঘরোয়া পরিবেশে লাইমলাইট-এর প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হল। মিতা চক্রবর্তীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সভাপতি সঞ্জয় দাস মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে সংস্থার অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব কামনা করেন। সম্পাদকের প্রতিবেদনে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত বৎসরের কার্য বিবরণী পেশ করেন। তিনি ছোট ছোট নাট্যসংস্থার আর্থিক সংকট ও নাটক প্রযোজনার বিভিন্ন অসুবিধার দিক উল্লেখ করেন। নাট্যকার ও পরিচালক অজিত সান্যাল সংস্থার অগ্রগতিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন এই সংস্থা নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে সর্বদাই সুস্থ রুচি, বলিষ্ঠ বক্তব্য ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রাখবে। সংস্থার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী শংকরী গোস্বামী; ও এস আর ঝাওয়াড়। কবিতা আবৃত্তি ও গানে অংশ নেন, চিনু গোস্বামী, সুতপা ভট্টাচার্য্য, শ্যামল দাস, রঘুবীর ভট্টাচার্য্য ও মঙ্গলময় ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দীপক সেনগুপ্ত। উল্লেখ করা যেতে পারে সংস্থার সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'ধ্বস' দর্শক-সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে।

লোকরঞ্জনী॥ নবগঠিত সংস্থাটি অবন মহলে 'বাল্মিকী প্রতিভা' নৃত্যনাট্যের প্রযোজনা মারফৎ আত্মপ্রকাশ করল। অমল মজুমদারের পরিচালনায় উর্মিলা দাস, অরুণ মুখোপাধ্যায় ও শশাঙ্ক রায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

নটচক্র॥ বরেজ ওন হলে নটচক্র প্রযোজনা করে রাধারমণ ঘোষের দুটি নাটক—ইতিহাস কাঁদে ও অথ স্বর্গ বিচিত্রা। নাটক দুটির পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে সুশান্ত ঘোষ ও মলয় ভট্টাচার্য। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন: সুশান্ত ঘোষ, বিশ্বনাথ সেন, তুষার দত্ত, শ্যামল পাল, সন্দীপ সেন, কুমকুম চৌধুরী, মলয় ভট্টাচার্য, প্রবীর বোস, তারক সেনগুপ্ত, শিশির নাগ, অশোক গুপ্ত প্রমুখ।

রঞ্জনা॥ প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী মলিনা দেবীর আকাদেমী পুরস্কার লাভ উপলক্ষে রঞ্জনার কর্তৃপক্ষ, 'নট-নটী'-র শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ তাঁকে সম্বর্দ্ধনা

জানালেন ৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠান প্রারম্ভে পরিচালক গনেশ মুখোপাধ্যায় বলেন: নাট্যাধিরাজ্ঞী মলিনা দেবী রঙ্গভূমিকে ভালবেসে, কলঙ্ককে কণ্ঠের হার করে, শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে এখনও অভিনয় করে চলেছেন অমিতবিক্রমে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দন-পুষ্প মাল্যে শ্রীমতী মলিনা দেবীকে বরণ করেন ও গনেশ শর্মা তাঁর হাতে একটি শীতবস্ত্র তুলে দেন শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ। গৌতম লাহিড়ী সম্বর্দ্ধনা লিপি পাঠ করার পর সন্তোষ দত্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে মলিনা দেবী বলেন তিনি আট বছর বয়স থেকে আজ ৫০ বছর অভিনয় করে চলেছেন। ৩০ বছর পর আবার তিনি পেশাদার মঞ্চে ফিরে এসেছেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই মঞ্চেই অভিনয় করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

রঙ্গনা'র 'নটনটী' নাটকের শততম অভিনয় স্মারক উৎসব ৪ঠা মে উদ্‌যাপিত হলো। পেশাদার মঞ্চগুলি অপসংস্কৃতি প্রচারে যে গুরুত্বারজনক ভূমিকা নিয়েছে তার বিপ্রতীপে 'নট-নটী' প্রযোজনা করে রঙ্গনা কর্তৃপক্ষ দর্শক ও নাট্যকর্মীদের মনোবল দৃঢ় করেছেন। স্বভাবতই তাঁদের এই প্রচেষ্টা বিপর্যস্ত করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল সচেষ্ট কোনও একটি সংস্থা রঙ্গনা থেকে বিদায় নেওয়ার পর নট-নটী' অভিনয়কালে সাময়িক হলেও প্রায় নিয়মিত ভাবে রঙ্গনা মঞ্চের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনা ঘটেছে। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একরাত্রে জলন্ত নারকেল দড়ির গুচ্ছের সাহায্যে মঞ্চে আগুন ধরানোর চেষ্টা রঙ্গনার কর্মী ও কলাকুশলীদের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ॥ বহু ঐতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী ইনস্টিটিউট মঞ্চটি ১১ ফেব্রুয়ারী ভোর রাতে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে আজও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি কলকাতার পুলিশ বিভাগ। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন এই মঞ্চেই করা হয়। সেদিন অভিনীত হয় উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'। উদ্যোক্তা ছিলেন 'পশ্চিম বঙ্গ নাট্য উন্নয়ন সমিতি'। বিভিন্ন তরফ থেকে মঞ্চটির পুনর্নির্মাণের দাবী জানান হয়েছে।

নটতীর্থম ॥ ৮ই মে সংস্থার নিজস্ব গৃহে ঊনবিংশতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। সংস্থার পরলোকগত সহ-সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ রায় ও শিল্পী সদস্য রবীন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

কঙ্কা ব্যানার্জীর উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকৃষ্ণ নাথ ও পরেশ সেনগুপ্ত মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি মাখনলাল কুণ্ডু সংস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রস্তাব রাখেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নন্দিতা বসু, অনিতা ভট্টাচার্য, অঞ্জলি দত্ত, প্রবীর দত্ত, অশোক রায়, অর্পিতা বসু। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন অজয় সিংহরায়, বিশ্বনাথ মণ্ডল, তপন দাস। স্বপন পাল আবৃত্তি করেন।

পারফরমেন্স গ্রুপ ॥ রিচার্ড শেকনারের পরিচালনায় আমেরিকার 'পারফরমেন্স গ্রুপ' অভিনব ভারতীর হলে নানা তলে 'এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটারে'র সঙ্গে পরিচিত হতে দিল ক'লকাতার দর্শকদের। অবলম্বন ছিলো বের্টোল্ট ব্রেখটের 'মাদার কারেজ এণ্ড হার চিলড্রেন' নাটক। এ নাটকে ব্রেখট তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন—যুদ্ধ কী সাংঘাতিক ভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব বোধকে নিধন করে, তাকে স্বার্থপরতার নৃশংস যন্ত্রে পরিণত করে। এ বিশ্লেষণায় তিনি এতো একপেশে হয়ে পড়েন যে, শোষণ ও পুঁজিবাদের সমাজে শান্তিটাও যে যুদ্ধেরই এক নির্মম পরিপূরক—তা বিস্মৃত হতে হয়। নারীকে বারাঙ্গনা এ সমাজ শান্তির পরিবেশেই করে, তরুণকে নানা অছিলায় ক্রূরতা ও চাটুবৃত্তির পেশায় দীক্ষিত করা হয়—শান্তিরই সুযোগে। এই শ্মশানের শান্তিতে মাতা-পুত্রে সুস্থ সম্পর্কেরও সন্ধান পায় কদাচিৎ। এই শান্ত পরিবেশকে লোভনীয় করে তুলতেই বুঝি এ সমাজের যুদ্ধায়োজন।

তাছাড়া সব যুদ্ধই মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে কি? মানুষ ধ্বংস হলেও স্টালিনগ্রাড রক্ষায় তার সন্তানদের যে জীবন-পণ প্রতিরোধ সংগ্রাম, তাতে তো মনুষ্যত্ব বোধের উন্নয়নই ঘটেছিলো। যুদ্ধকে চিরতরে রুখে দেবার পন্থাও পরিষ্কার হয়ে গেছিলো—পৃথিবীর মানুষের কাছে। কিন্তু কোনো কিছুর সদর্থক দিকের বিশ্লেষণে ব্রেখট যথেষ্ট আগ্রহ দেখান নি। তাই শেকনারকে বক্তব্য-বিষয়ে অভিযুক্ত করার কিছু নেই। তার কর্ম অবশ্য দর্শককে পর্যায়ক্রমে involve করেছে, alienate করেছে দৃশ্যের ফাঁকে দর্শক স্থান বদল করেছে, মঞ্চ গেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দর্শকের মাঝে—অভিনেতা-দর্শকের ভেদরেখা মুছে গেছে প্রায়শ। অভিনেতার সাজবদলও হয়েছে দর্শকের চোখের সামনে। দড়া-দড়ি-স্টোর-আসবাব-বাদকবৃন্দ যেন নাটকেরই প্রয়োজনীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে—এই 'পারিবেশিক নাট্যপন্থা'য়। তবে আলো ও অভিনয় বড্ড চড়া সুরে বাঁধা—চোখকানে শেষ অবধি ক্লান্তি নেমে আসে। তাই মাদার কারেজরূপী মিসেস

শেকনারের চোখ-মুখের পেশীগুলো শেষ দিকে নীরস যান্ত্রিকতায় নড়াচড়া করে। এমন আঙ্গিক-রীতি একাধিক নাটকে প্রযুক্ত হলে প্রযোজনার চমকগুলিরও নবীনতা নিঃশেষিত হবে। আর এ গ্রীষ্মের দেশে এতো শ্রমসাধ্য-অভিনয় শিল্পীদের আয়ুষ্কালও খর্ব করতে বাধ্য। তাই শেকনার ও তাঁর নিপুণ সহযোগী-দের অভিনন্দন জানিয়েও এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটারকে এদেশ গ্রহণ করবে না।

ইন্দ্রসভা॥ দশমিক 'ইন্দ্রসভার' নাটক—an after dinner entertainment! অর্থাৎ নাটক নিয়ে খেলা, আঁতেলী খেলা। তবে নাট্যকার তমোনাশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নট-নির্দেশক বরুণ দাশগুপ্ত চেতনার তমোনাশ প্রয়াসে একটা সিরিয়াস পোজ বজায় রাখতে চেয়েছেন সর্বদা। ওঁরা টুকুরো টুকুরো ভারত-মানসকে এক মহাভারতীয় মানস সরোবরে মিলিয়ে দিতে প্রত্যাশী কিন্তু মনে মনে ভারতবর্ষকে ভেঙে রাখাটাই যে এক শিবিরের একমাত্র সাধনা—তাকে রহস্যময় করে রেখেছেন নাট্যকার ও নির্দেশক, একটা অস্পষ্ট-আড়ষ্ট চরিত্রের মাঝে। এ চরিত্রটি শিল্পী নীলাদ্রি গুহর শক্তিমত্তাকে কষে লাগাম পরিয়ে দিয়েছে। সন্তু চৌধুরী কৃত পারী ফেরৎ জার্নালিষ্ট-কবি-দার্শনিক এবং শেষমেষ এক ভারতীয় স্কুল শিক্ষকের চরিত্রটিও অবাস্তবতায় হাস্যকর। মানুষের কথা ঠিক মতো বলতে পারলে অন্তত পাঠকের অভাবে কাগজ মরে না—একথা নবীন নাট্যকারের জানার কথা নয়। তবে জ্ঞান-বিশ্বাসের সীমার মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডকে আবদ্ধ রাখা কিন্তু সততার প্রথম সর্ত। অভিনয়ে রুমা দাশগুপ্ত, গৌর বিশ্বাস চমৎকার, সুনীল গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখার্জীও মন্দ নয়। আলো-মঞ্চ শব্দ-সঙ্গীতের ব্যবহারে প্রযোজনাটি একটা চমক সৃষ্টি করে বটে।

পঞ্চশর (নর্থ)॥ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-অরুণ মুখোপাধ্যায় কৃত 'হারাণের নাতজামাই' এবং রাধারমণ ঘোষের 'হইতে সাবধান' ছিলো পঞ্চশর (নর্থ)'এর বলিষ্ঠ প্রযোজনা। দলগত অভিনয়ের বিচারে শেষোক্ত নাটকটি দর্শকের কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠেছিলো। পরিচালক প্রবীর দত্ত দুটি নাটকেই অভিনয়-কুশলতার ছাপ রাখেন। অতনু মুখার্জী, অমিত নাগ, কল্যাণ ঘোষ, অলোক ভট্টাচার্য, সুধীর কর্মকার, সুমিত সিন্‌হা, গৌতম দত্ত, অমরনাথ দাস, সুশীল সাধুখাঁ, অতনু মুখার্জী, মন্দিরা দাস, এবং বীথিকা বিশ্বাসও বেশ সাবলীল অভিনয় করেন। দীনেন পাল, শ্যামাপদ চৌধুরী, কল্যাণ ঘোষ, সুনীল সরকার, উৎসব মিত্র, জীবন চন্দ্র, বিশ্বনাথ বসু, বাঁশরী মিত্র ও লিলি বিশ্বাসের সহ-যোগিতাও উল্লেখযোগ্য।

প্রতীতি॥ এদের প্রযোজনা 'সুবচন নির্বাসনে' (আবদুল্লাহ আল মামুন) এবং মুক্তকণ্ঠ (রবীন্দ্র ভট্টাচার্য) দর্শক মনে এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা ছাপ রাখতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনা ও কুশীলব-কলাকুশলীদের নিষ্ঠাপূর্ণ অবদানে। তাই আলোক সম্পাতের রবীন পাঠক, সঙ্গীতের নেপাল দাস এবং প্রাপ্তি মিত্র, প্রদীপ অধিকারী, রণেন ভঞ্জ, দ্বারক দত্ত, শ্যামল বাগচী, শ্যামল মিত্র, দীপেন্দু রুদ্র, সুব্রত মজুমদার, সুরজিৎ কর, চন্দন রায় চৌধুরী ও প্রকাশ ভট্টাচার্যকে স্মরণ করতে হয়।

স্বাভাবিক॥ নাট্যসংস্থাটির প্রয়োগকার রবি সেন মিহাইল সেবাস্তিয়ানের রুমানীয় নাটককে 'কালের ভেরী'তে রূপান্তরিত করে স্বদেশের কিছু চাপা কথাকে সোচ্চার করে তুলেছেন। পার্থ সেন ও সমীর রায়ের আলো, ইন্দ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত, এবং সমীর রায়, যতীন্দ্রনাথ দত্ত, দেবাশীস সেন, পল্লব মুখার্জী, নৃপেন সমাদ্দার, অশোক চৌধুরী, পার্থ সেনগুপ্ত, চন্দন সেন, পাঁচুগোপাল নন্দী, পার্থ সেন, শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়, কস্তুরী সেন, এষা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুভদ্রা সেনের অভিনয় 'ষ্টপ নিউজ'কে প্রাণস্পন্দনে বজায় করে তুলেছিলো। এঁদের এ সাধু প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।

রূপনারায়ণপুর রিঃ সেণ্টার॥ মুক্ত অঙ্গনে এরা দুটি চেতনা-ভাস্বর একাঙ্ক করে গেলো। 'পাপেট'—এর চরিত্রগুলি নড়ে চড়ে, কথা বলে পুতুলেরই মতো। দর্শক একটা অপূর্ব মজা পায়। এরই মধ্যে আমরা ওদের শ্রেণী চরিত্র বুঝে ফেলি; অপহৃত একটা তরুণ পুতুলের পথে, প্রমিথিউস ও তিতুমীরের দর্প-দাহ নিয়ে তরুণেরা মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হয়, শোষক-প্রতারক ও মধ্যবিত্ত জননেতার কণ্ঠ শুদ্ধ করে দেয়। 'অথ ব্যাঘ্র কথা' তাবৎ-বিশ্বের ব্যাঘ্র-বীরত্বের মুখে রিং মাষ্টারদের চাবুক-চাতুরি গুঁড়িয়ে দেবার উদ্দীপক কাহিনী শোনায়। তাই নট-নাট্যকার নির্দেশক সুনীল দাস, ও তাঁর বলিষ্ঠ সঙ্গী মিহির দাসরায়, সুধীন মিশ্র, সুকুমার ঘোষ, নিমাই নাগ, সচ্চিদানন্দ দাস, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, অরুণ তপন বক্সী, তরুণ চক্রবর্তী, অর্জুন দেবনাথ, রতন দেব, আশীষ দে, লক্ষীনারায়ণ মিশ্র, হারাধন বটব্যাল, কানাই ঘোষ, অশোক বাউরী, অসীম চ্যাটার্জী, দেবব্রত সান্যাল, সমর ব্যানার্জী, সুপ্রভাত তালুকদার, আশীষ হাজরা প্রভৃতিকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাতে হয়।

অভিযাত্রী॥ দুটি একাঙ্কের মধ্যে 'অভিযাত্রী একটি নাট্য সংস্থা' নাটকটির ভাববস্তুর সঙ্গে অভিযাত্রী সভ্যদের যদি একাত্মতা গড়ে উঠে থাকে, তবে

স্বাধীন থিয়েটার আন্দোলন সম্পর্কে নৈরাশ্যের কোনো কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। গ্রামের এই তরুণ নাট্যকর্মীরাও সমর মুখার্জী-মন্মথ রায়ের মতো অপসংস্কৃতির পরিপোষক দাদাদের মুখোশ ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হয়েছেন। নট-নাট্যকার পরিচালক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সংস্থার শিল্পী কলাকুশলী রঞ্জন ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব চক্রবর্তী, মিলন দাশ, অঞ্জন মজুমদার প্রভৃতির আন্তরিকতায় প্রযোজনাটি বেশ উজ্জ্বল। ফ্ল্যাশব্যাকের একটি অনুপম দৃশ্যে এদের আলোক-সম্পাত ও কম্পোজিশন-গরিমা স্মরণীয়।

নাট্যায়ন ॥ চিত্তবিনোদনের সঙ্গে দর্শকের চেতনা-প্রসারেও উদ্যোগী 'নাট্যায়ন'। নট-নির্দেশক অনিল দে মৌলিক নাটক-সৃষ্টিতেও সিদ্ধহস্ত। তবু সম্প্রতি অনুবাদ-অবলম্বনেই তাঁর ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, এতে ঝুঁকি-ঝক্কি যদিও বেশী, কেননা বিষয়-বাছাইয়ের একটা বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ে। সমরেশ বসুর 'মানুষ রতন' অবলম্বনে শ্রীদে বা নাট্যায়ন গোষ্ঠী তাদের অগ্রগতির দায়িত্ব-টুকু পালন করতে পেরেছেন বলে মনে হলো না। বৃহস্পতি-শনি-রবির মঞ্চে যে নাটকটির উথাল-পাথাল, এই মুহূর্তে তাকে এড়িয়ে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ছিলো। যাহোক মঞ্চ-মিউজিক-সাউণ্ড এফেক্ট-লাইটে শ্মশান ও রেল ষ্টেশানের একটা শিল্পময় আভাস ফুটেছিলো। এরই সঙ্গে তাল-মান-ছন্দ রেখে কুশীলবদের যে আন্তরিক প্রয়াস, তাতে নাট্যচরিত্র ও অভিনেতৃ দলে একটা নিবিড়· একাত্মতার ভাব সঞ্চারিত হয়েছিলো। অভিনয়ে শেখর দাশগুপ্ত ছিলেন অনন্য। সুপাস্থ ভট্টাচার্যও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্তের কয়েকটি মুহূর্ত খুবই স্মরণীয়, তবে মেক-আপ-দোষে বাকী ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে বসেছেন। শ্রীদে'র অভিনয়েও এই বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ছিলো। গীতেশ চক্রবর্তী, শুভ্র মজুমদার, অরুণ দাস, সন্দীপ দে, রথীন ভট্টাচার্য, বরুণ মুখার্জী, সুব্রত ঘোষ, কালিদাস সরকার ও মণি মিত্র এবং কলাকুশলী মনু দত্ত, শান্তি দে আর দেবাশিস্ দাশগুপ্তও উল্লেখ্য।

নি বে দ ন

[এই সংখ্যায় কিছু তথ্যগত প্রমাদের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ত্রুটিগুলি সংশোধন করে নিলে আমরা বাধিত হব। সম্পাদক]

পাতা	লাইন	ছাপা হয়েছে	সংশোধিত পাঠ
১৩০৯	১৪	১৮৯১ ॥ (৩০ জুলাই)	১৮৯০ ॥ (৩০ জুলাই)
১৩১১	১২	১০ই ডিসেম্বর পদস্থ···	৭ই ডিসেম্বর পদস্থ···
১৩১৩	২২	২২ সেপ্টেম্বর কোরিন্থিয়ান···	২৫ সেপ্টেম্বর কোরিন্থিয়ান···
১৩১৪	২৭	২২ অক্টোবর...	১২ অক্টোবর···
১৩১৫	২১	—নিমাইচাঁদ	—নিমচাঁদ
১৩২১	২	২১ আগষ্ট	২৭ আগষ্ট
ঐ	২৩	সরমা—	সরলা—
ঐ	২৭	পারিসিনা—	পারিসানা—
১৩২২	১৭	২৫ এপ্রিল	২৮ এপ্রিল
ঐ	২৮	২৯ জুন	৩০ জুন
১৩২৪	২৬	'ইষ্টলীন'-এর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ·	'ইষ্টলীন'-এর অভিনয় প্রদর্শনী···
১৩২৭	২২	গিরিশ প্রতিভা-(সংসজ)—	(সংসজ) বাদ যাবে
১৩২৫	৪	৫ ডিসেম্বর (১৯১৪) ক্ষত্রবীর-এ প্রবর-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ২৬ ডিসেম্বর ('১৪) 'অভিনেত্রীর রূপ'-এ 'নলিনী'র ভূমিকা। ১ আগষ্ট (১৯১৫) 'প্রফুল্ল' নাটকে 'ভজহরি'র ভূমিকা।	

১৩১ হরিশ মুখার্জী রোড হইতে মুদ্রিত, প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'অভিনয়'-এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী ভারতীয় নাগরিক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপরোক্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১/৩/৭৬
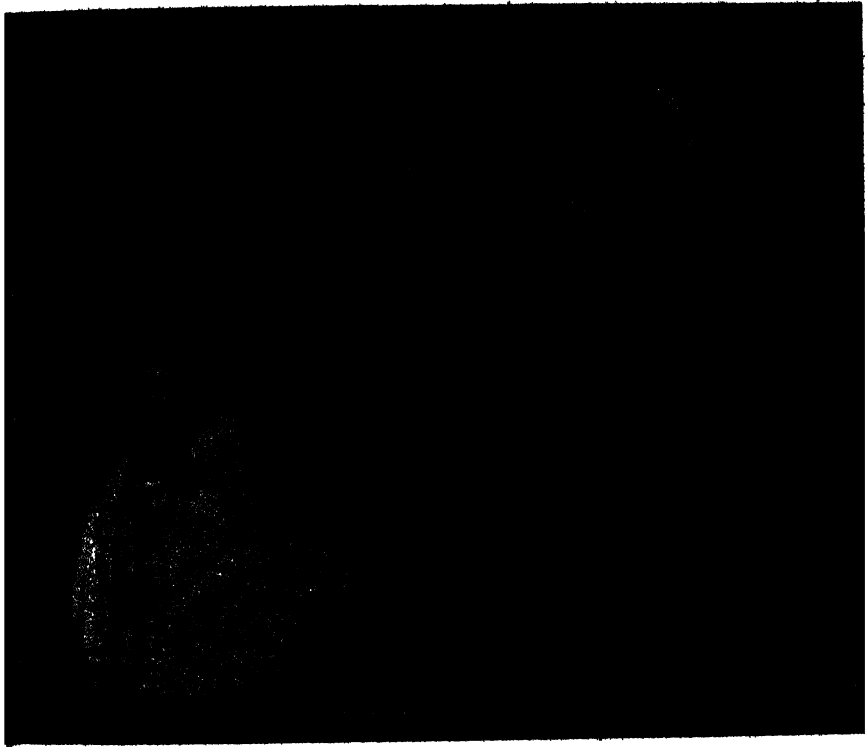
'সাইন অফ্ দি ক্রস্' নাটকের একটি দৃশ্য।

মার্কাস : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

মার্সিয়া : কুসুমকুমারী

[প্রচ্ছদে মুদ্রিত তিনটি ব্লকই হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

'সীতারাম' নাটকে সীতারামের ভূমিকায়
অশ্বারোহণে অমরেন্দ্রনাথ।

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রেজিনা প্রেস, ১৩১ হরিশ মুখার্জী রোড।
কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।